ঢাকার ইতিহাস।

দ্বিতীয় খণ্ড।

(প্রাচীনকাল হইতে মোসলমানাগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত)

শ্রীযতীন্দ্র মোহন রায় প্রণীত।

—কলিকাতা—

২৯৭ নং আপার চিৎপুর রোড হইতে

শ্রীশশিমোহন রায় কবিরত্ন কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩২২ বঙ্গাব্দ।

মূল্য উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাই ২॥০ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান:—

১। ঢাকা, কামার নগর, জজকোর্টের উকিল—
শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের বাসায়
শ্রীমান মনোরঞ্জন গুপ্তের নিকট।

২। বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী—
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। আশুতোষ লাইব্রেরী—
৫০।১ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ও পাটুয়াটুলী ষ্ট্রীট, ঢাকা।

৪। ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স—
৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উৎসর্গ।

পরম পূজনীয় জ্যেষ্ঠতাত

স্বর্গীয় ব্রজমোহন রায়

ও

পরমারাধ্যা ধাত্রীমাতা

স্বর্গীয়া বিদ্যাদাসীর

পুণ্য নামে

ভক্তি সহকারে

তাঁহাদিগের অকৃতি দীনসন্তান কর্ত্তৃক

এই

গ্রন্থ

উৎসর্গীকৃত

হইল।

ভূমিকা।

শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদে এবং বঙ্গীয় পাঠক ও অনুগ্রাহক বর্গের অনুকম্পায় আজ ঢাকার ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম। এই খণ্ডে অতি প্রাচীন কাল হইতে মোসলমান আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রাচীন বঙ্গের রাজন্যবর্গের অসম্পূর্ণ বিবরণ মাত্র লিপিবদ্ধ হইয়াছে,—ধারাবাহিক সম্পূর্ণ ইতিহাস বাহির করিতে পারিব কিনা জানি না। খড় কুটা মাল মসল্লাই আমি যথাসাধ্য সংগ্রহ করিয়াছি; ভবিষ্যতে কোনও যোগ্যতর হস্তের রচনা কৌশলে দেশমাতৃকার শ্রীমূর্ত্তি সম্পূর্ণতা লাভ করিলে আনন্দিত হইব।

ঐতিহাসিক যুগে গৌড়-বঙ্গ ও মগধের ইতিহাস ওত প্রোত ভাবে বিজড়িত। খৃষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত মগধের প্রাধান্যের ইতিহাস। এই সময়ে গৌড়-বঙ্গ সম্ভবতঃ আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়াই মগধের কণ্ঠলগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সপ্তম শতাব্দীর শেষার্দ্ধের গৌড়-বঙ্গের ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। "অষ্টম শতাব্দীর অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে গৌড়-বঙ্গে বড়ই দুর্দ্দিনের সূত্রপাত হইয়াছিল। উত্তরাপথের ইতিহাসে এই যুগ ঘোর পরিবর্ত্তনের যুগ। এই সময়ে উত্তর-ভারতে সার্ব্বভৌম-তন্ত্র-শাসন বিলুপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে, বিভিন্ন প্রদেশে, স্থিতিশীল স্বতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠিত হইতে অনেক বিলম্ব ছিল। অবিরত রাজবিপ্লব এই যুগের প্রধান লক্ষণ। বঙ্গের ভাগ্যে এই বিপ্লব-জনিত ক্লেশের ভার অপেক্ষাকৃত গুরুতর হইয়াছিল। ফলে, দেশে ঘোর অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল।" অষ্টম শতাব্দীর শেষপাদ হইতে দশম শতাব্দীর অন্ত পর্য্যন্ত গৌড়বঙ্গের গৌরব ময়

যুগ। এই যুগেই গৌড়বঙ্গে সুপ্ত প্রজাশক্তির উদ্বোধন হইয়াছিল। এই যুগেই গৌড়বঙ্গের প্রকৃতি-পুঞ্জ মাতৃভূমির "মাৎস্যন্যায়" বিদূরিত করিবার জন্য প্রজাশক্তির যে বিধিদত্ত অমোঘ বলের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল, জগতের ইহিতাসে চিরকাল তাহা স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হইয়া থাকিবে। এই যুগেই বল-দৃপ্ত বঙ্গীয় বিজয়-বাহিনীর বাহুবলে গৌড়বঙ্গের প্রাধান্য ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই যুগেই গৌড়বঙ্গের শিল্পিকুল অনিন্দ্য-সুন্দর রচনা-প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়া সমগ্র ভারত চমকিত করিয়াছিল। কিন্তু দশম শতাব্দীর শেষ পাদে, বঙ্গ গৌড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সঙ্কীর্ণ ভাবে স্বাতন্ত্র্যাবলম্বন করিলে উভয় প্রদেশই হীনবল হইয়া পড়ে। দ্বাদশ শতাব্দীতে এই উভয় প্রদেশ পুনরায় এক রাজচ্ছত্র তলে সম্মিলিত হইলেও বিলুপ্ত অতীত গৌরবের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হয় নাই। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে গৌড় এক অভিনব বৈদেশিক রাজশক্তির পদানত হইলে নদী-মেখলা বেষ্টিত বঙ্গ বহুকাল পর্য্যন্ত স্বীয় প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল।

দশম শতাব্দীর শেষ পাদে গৌড়ের আলিঙ্গন-পাশ মুক্ত করিয়া বঙ্গ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিলে, পুণ্ড্র বর্দ্ধন ভুক্তির অন্তঃপাতী শ্রীবিক্রমপুরে বঙ্গীয় রাজন্য-বর্গের জয়স্কন্ধাবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীবিক্রমপুর কেন্দ্র হইতেই চন্দ্র-বর্ম্ম ও সেন রাজগণ বঙ্গের শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতেন। সুতরাং ঢাকার ইতিহাসকেই প্রাচীন বঙ্গের ইতিহাস বলা যাইতে পারে। গৌড় বঙ্গের ইতিহাস ভারতের ইতিহাসের সহিত এক সূত্রে গ্রথিত। এজন্য ভারতের ইতিহাসের সহিত যুগে যুগে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই গৌড়বঙ্গের ইতিহাস রচনা করা কর্ত্তব্য। এই গ্রন্থে সেই উদ্দেশ্য কত দূর সফলতা লাভ করিয়াছে, তাহার বিচার ভার সুধীপাঠক বর্গের উপর ন্যস্ত।

এই গ্রন্থ মধ্যে বহু অভিজ্ঞ ও কৃতবিদ্য পূর্ব্ব সূরিগণের লেখার প্রতিবাদ করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা বলিয়া সেই সমুদয় মহাত্মাগণের প্রতি প্রতিযোগীতার ভাব পোষণ করা ত দূরের কথা, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই চরণ-প্রান্তে উপবেশন করিয়া গৌরব বোধ করিবার স্পর্দ্ধা করিতেও ভরসা পাই না। আমার ক্ষীণ বুদ্ধিতে যাহা সমীচীন ও প্রকৃত সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে, তাহাই অকপটে প্রকাশ করিয়াছি। বিশেষজ্ঞগণের বিচারে আমার মন্তব্য দোষ-যুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে বারান্তরে সংশোধিত হইতে পারিবে।

বঙ্গদেশে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইতিহাস রচনার পথ-প্রদর্শক পরম-শ্রদ্ধাভাজন বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ-বিরচিত গৌড় রাজমালা প্রায় দুই বৎসর কাল পর্য্যন্ত এই লেখকের নিত্য সহচর ছিল। স্থানে স্থানে মতভেদ থাকিলেও একথা মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিব যে, গৌড়-রাজমালার ন্যায় অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়াতেই বঙ্গদেশে ইতিহাস রচনার প্রণালী আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সুতরাং রমাপ্রসাদ বাবুর নিকট যে বঙ্গীয় ঐতিহাসিকগণ অপরিশোধনীয় ঋণ পাশে আবদ্ধ তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

এই গ্রন্থ প্রণয়ন কালে প্রত্নতত্ত্ব-বিশারদ সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় তদ্ বিরচিত Pal Kings of Bengal গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি হইতে দয়া করিয়া প্রমাণ পঞ্জী সংগ্রহ করিবার অবসর প্রদান করিয়াছিলেন। ইহা এক্ষণে এসিয়াটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। পাল রাজগণ-সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, তৎসমুদয়ই এই অমূল্য গ্রন্থে অতি বিচক্ষণতার সহিত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পাল রাজগণের রাজত্ব-কালের ইতিহাস রচনা করিবার সময়ে এই পাণ্ডুলিপি হইতে সংগৃহীত

প্রমাণ-পঞ্জীই আমার প্রধান অবলম্বন ছিল। চন্দ্ররাজগণের বিবরণ মুদ্রিত হইবার সময়ে, রাখাল বাবুর বাঙ্গালার ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, গৌড়-রাজমালার ন্যায় এই উপাদেয় গ্রন্থখানি তদবধি একদিনের জন্যও চক্ষের অন্তরাল করিতে ভরসা হয় নাই। রাখাল বাবুর গ্রন্থ-দ্বয় বাঙ্গালার ইতিহাস রচনার পথ সুগম করিয়া দিয়াছে; সুতরাং এই অবসরে তাঁহাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া কৃতার্থ বোধ করিতেছি।

পণ্ডিত প্রবর কিল্‌হর্ন প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনন্যসাধারণ অধ্যবসায় বলে প্রাচীন শিলালিপি এবং ধাতুপট্টলিপির পাঠোদ্ধার হইয়া এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিকা, ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারি, এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকাদিতে উহা প্রকাশিত হইয়াছে। আচার্য্যপাদ শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বঙ্গভাষায় এই সমুদয় লেখমালার সঙ্কলন করিয়া লেখমালার প্রথম স্তবক প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থে অক্ষয় বাবুর এই অমূল্য পুস্তক ও পাদটীকায় লিখিত তদীয় মন্তব্যাদি হইতে অনেকস্থান উদ্ধৃত করিয়াছি। বঙ্গ ভাষা মাত্র অবলম্বন করিয়া এই সমুদয় পুরাতন লিপির সম্যক্ পরিচয় লাভের উপায় ছিল না; সুতরাং পূজ্যপাদ মৈত্রেয় মহাশয়ের গ্রন্থ যে বঙ্গীয় ঐতিহাসিক মাত্রেরই গৌরবের আদরের জিনিষ হইয়াছে তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

এতদ্ব্যতীত পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত রাম রচিত গ্রন্থ এবং উহার ভূমিকা এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ্ সুধী শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সম্পাদিত এবং এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত পবন দূতম্ গ্রন্থ ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাকের লিখিত প্রবন্ধাদি হইতে যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। হরিবর্ম্মার কাল নির্ণয় প্রসঙ্গে এবং সেন রাজগণের ইতিহাস রচনা

কালে মনোমোহন বাবুর লিখিত গবেষণা পূর্ণ বিবিধ নিবন্ধ হইতে অনেক অংশ সাদরে গ্রহণ করিয়াছি। বল্লাল চরিতের সমালোচনা কালে শ্রীযুক্ত সুদর্শন চন্দ্র বিশ্বাস লিখিত পুস্তক হইতে ও অনেক সাহায্য পাইয়াছি।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, বহু-ভাষাবিদ্ প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ কুমার, সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, প্রত্নতত্ত্ব বিশারদ শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অন্যতম অধ্যাপক স্বনাম খ্যাত ঐতিহাসিক সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বিক্রমপুরের ইতিহাস-প্রণেতা বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত প্রভৃতি মহোদয়গণ সর্ব্বদা নানা উপদেশ প্রদান করিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রাখিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমান বীরেন্দ্র নাথ বসু, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ ভদ্র প্রভৃতি মহাত্মাগণ ঢাকার ইতিহাসে ব্যবহার করিবার জন্য অনেক গুলি ব্লক দিয়াছেন। এজন্য ইহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

ঢাকার ইতিহাস রচনার গুরুত্ব অনুভব করিয়া শ্রীযুক্ত কাজি মুদ্দিন আহম্মদ সিদ্দিকি চৌধুরী, শ্রীযুক্তা খোদাইজা বেগম সাহেবা শ্রীযুক্তা পরিবানু বিবিসাহেবা, শ্রীযুক্তা আমিনা বানু বিবি সাহেবা, খান বাহাদুর খাজেমহম্মদ আজম্, রাজা শ্রীনাথ রায়, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায়, অনারেবল রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সীতানাথ রায় প্রভৃতি ঢাকার জমিদার বর্গ আমাকে আর্থিক সাহায্য করিয়াছেন। দেশের এই সমুদয় মহানুভব ব্যক্তির উৎসাহ ও অর্থ সাহায্য না পাইলে এই গ্রন্থ লোক লোচনের গোচরী ভূত করিতে সমর্থ হইতাম কিনা সন্দেহ। বলা বাহুল্য যে এই সকল মহাত্মাগণের নিকট আমি চিরঋণী।

অবশেষে যে মহানুভবের আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত মনে এই গ্রন্থ রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছি, যিনি সর্ব্বদা আমাকে এই কার্য্যের জন্য উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন, বিক্রমপুরের কৃতি সুসন্তান সেই স্বনামপ্রসিদ্ধ বারিষ্টার-পুঙ্গব শ্রীযুক্ত ভুবন মোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, গ্রন্থ মধ্যে এই অকৃতি দীন লেখকের বহু ত্রুটী বিচ্যুতি থাকিবারই সম্ভাবনা ; মুদ্রাকর প্রমাদ ও যথেষ্ট রহিয়াছে। সুতরাং দয়া করিয়া কেহ কোনও ভ্রম দর্শাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইতে। ইতি।

দক্ষিণ বিক্রমপুর
গ্রাম—নগর। পোঃ উপসী।
মহালয়া, ২১শে আশ্বিন
১৩২২ বঙ্গাব্দ।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়।

বিষয় সূচী।

প্রথম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা (১—১৮)।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মৌর্য্যবংশ (১৯—৩১)।

তৃতীয় অধ্যায়।

গুপ্ত সাম্রাজ্য (৩২—৫৬)।

চতুর্থ অধ্যায়।

যশোধর্ম্মন ; ধর্ম্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচার দেব ; শশাঙ্ক ; হর্ষ বর্দ্ধন ও ভাস্কর বর্ম্মা (৫৭—৯১)।

মিহিরকুল—মন্দসোর লিপি ও ইউয়ান চোয়াং এর কাহিনীর সমালোচনা; যশোধর্ম্ম ও বিষ্ণু বর্দ্ধন—ধর্ম্মাদিত্য ও গোপচন্দ্র—সমাচার দেব; শশাঙ্ক—হর্ষ বর্দ্ধন—শীলভদ্র—ভাস্কর বর্ম্মা; সেঙ্গচির বিবরণ।

পঞ্চম অধ্যায়।

শূর বংশ (৯২—১৩৮)।

আদিশূর—আদিশূরের অস্তিত্ব বিষয়ে নানা সন্দেহ—ভবদেব প্রশস্তি—ত্রিপুরার তাম্রশাসন; কুলশাস্ত্র ও শিলালিপি—ব্রাহ্মণানয়নের কারণ—আদিশূর সম্বন্ধে প্রবাদ পরম্পরা—বঙ্গে ব্রাহ্মণানয়নের কাল; আদিশূরের আবির্ভাব কাল—যশোবর্ম্মা ও আদিশূর—আদিশূর ও জয়ন্ত, বৎসরাজ ও আদিশূর—আদিশূর ও বীর সেন—হর্ষ দেব ও বঙ্গরাজ—আদিশূরের পূর্ব্ববর্ত্তী বঙ্গাধিপ—আদিশূরের রাজধানী—শূর বংশাবলী।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

খড়্গ রাজগণ (১৩৯—১৫৩)।

আসরফপুরের তাম্রশাসন—খড়্গরাজগণের আবির্ভাব কাল—আসরফপুর তাম্রশাসনের লেখমালা—খড়্গোদ্যম—জাতখড়্গ—দেবখড়্গ—খড়্গ বংশের রাজমুদ্রা; বুদ্ধমণ্ডপ ও বিহার; খড়্গরাজগণের রাজ্যবিস্তৃতি।

সপ্তম অধ্যায়।

পালরাজগণ (১৫৪—২২৭)।

মাৎস্যন্যায়—গোপাল—আবির্ভাবকাল—পূর্ব্ব পুরুষ; ধর্ম্মপাল—ধর্ম্মপালের সময় নিরূপণ—ধর্ম্মপালের রাজ্যবিস্তৃতি—নাগভট ও ধর্ম্মপাল, ধর্ম্মপাল ও তৃতীয় গোবিন্দ, বাহুক ধবল ও ধর্ম্মপাল—উত্তরাপথে ধর্ম্মপালের সার্ব্বভৌমত্ব; দেবপাল—রাজ্যবিস্তৃতি—উৎকলেশ, প্রাগ্‌জ্যোতিষপতি ও দেবপাল—কাম্বোজ ও হূনগণ এবং দেবপাল—দ্রবিড়েশ্বর—গুর্জ্জরপতি

অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

স্বাধীন ভূস্বামীগণ (৪২৫—৪৭২)।

(ক) পরবর্ত্তী সেনরাজ বংশ।

(খ) অপর সেন রাজবংশ।

দ্বিতীয় বল্লাল সেন।

(গ) সাভার, ধামরাই এবং ভাওয়ালের স্বাধীন ভূস্বামীগণ।

দ্বাদশ অধ্যায়।

শাসন তন্ত্র (৪৭৩—৪৯১)।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

চিত্র সূচী।

ঢাকার ইতিহাস।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

—:•:—

বঙ্গ-হরিকেল-সমতট।

অধুনা জ্যোতিষ, পুণ্ড্র, গৌড়, সুহ্ম, প্রসুহ্ম, কর্ব্বট, কৌশিকীকচ্ছ, উপবঙ্গ, প্রভৃতি বিভাগ বঙ্গের অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে, কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগে বঙ্গদেশ বলিতে পূর্ব্ববঙ্গ বুঝাই ঐতিহাসিক

প্রাচ ন বঙ্গ যুগেও বঙ্গদেশের পশ্চিম অঞ্চল গৌড় এবং পূর্ব্ব অঞ্চল বঙ্গ নামে পরিচিত ছিল। বরোদায় আবিষ্কৃত কর্করাজের তাম্রশাসনে গৌড় ও বঙ্গ দুইটী স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (১)। ওয়ানি ও রাধনপুরের তাম্রশাসন হইতে জানা গিয়াছে যে, গুর্জ্জরপতি বৎসরাজ গৌড়ীয় শরদিন্দু-পাদ ধবল

---

(১) Ind. Ant. Vol. X II P. 190.

রাজ ছত্রদ্বয় হরণ করিয়াছিলেন (১)। এখানে দুইটী রাজছত্রের বিষয় উল্লিখিত হওয়ায় এবং গৌড়বঙ্গের একত্র উল্লেখ দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, যে বৎসরাজকর্ত্তৃক জিত শ্বেতছত্রদ্বয়ের একটি গৌড়ের এবং অপরটী বঙ্গের রাজ-ছত্র। প্রাচীন বঙ্গ পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তর্গত বলিয়া বহু তাম্রশাসনে লিখিত হইয়াছে।

মৎস্যপুরাণে বঙ্গদেশ প্রাচ্য-জনপদ বলিয়া উক্ত হইয়াছে (২) গরুড়পুরাণে উহাকে ভারতের পূর্ব্ব-দক্ষিণ-দিক্‌বর্ত্তী বলা হইয়াছে। আবার "আগ্নেয্যামঙ্গ বঙ্গোপ-বঙ্গ-ত্রিপুর-কোষলাঃ", ইত্যাদি জ্যোতিস্তত্ত্বধৃত কূর্ম্মচক্র-বচন দ্বারা ইহার অবস্থান অগ্নিকোণে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। বরাহ মিহিরের বৃহৎ-সংহিতা মতে গৌড় ও বঙ্গ দুইটী স্বতন্ত্র জনপদ বলিয়াই প্রতীত হয় (৩)। যোগ-বাশিষ্ট রচনাকালেও তাম্রলিপ্ত, গৌড়, পুণ্ড্র, মগধ, বঙ্গ, উপবঙ্গ প্রভৃতি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। পানীনীয় মহাভাষ্যে লিখিত আছে, "অঙ্গানাং বিষয়েঽঙ্গাঃ। বঙ্গা সুহ্মা পুণ্ড্রাঃ" (Kielhorn's Ed. II ২৪২)। শক্তিসঙ্গম তন্ত্রের ৭ম পটলে বঙ্গ ও গৌড়ের সীমা নিম্নলিখিত রূপে লিখিত আছে :—

"রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগং শিবে।
বঙ্গদেশো ময়া প্রোক্তঃ সর্ব্বসিদ্ধি প্রদর্শকঃ ॥ (৪)

---

(১) Ind. Ant. Vol. X I. P. 157. Epi. Ind. Vol. VI P. 243.

(২) "অঙ্গ বঙ্গা মদ্‌গুরকা অন্তর্গিরি বহির্গিরাঃ।
* * * * * *
* * * * * *
শাল্বা মাগধ গোনর্দ্দাঃ প্রাচ্যাং জনপদ স্মৃতা"। মৎস্যপুরাণ।

(৩) বৃহৎ সংহিতা, কূর্ম্ম বিভাগ, চতুর্দ্দশ অধ্যায়, ৭ম ও ৮ম শ্লোক।

(৪) উক্ত তন্ত্র-বচনোল্লিখিত "ব্রহ্মপুত্রান্তগং" পদের অর্থ ব্রহ্মপুত্র নদের অন্ত পর্য্যন্ত গামী অর্থাৎ উহার শেষসীমা পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ, এইরূপ হইলে, অসঙ্গতি উপস্থিত হয়;

বঙ্গদেশং সমারভ্য ভুবনেশান্তগং শিবে।
গৌড়দেশঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদঃ" ॥

অর্থাৎ সমুদ্র হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত জনপদ বঙ্গদেশ নামে খ্যাত। ঐস্থানে গমন করিলে সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধহয়। বঙ্গদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ভুবনেশের (ভুবনেশ্বর) শেষ সীমা পর্য্যন্ত ভূভাগ গৌড়নামে পরিচিত; এই স্থানের অধিবাসীগণ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ। স্মার্ত্ত-শিরোমণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ও লিখিয়াছেন, "বঙ্গে স্বর্ণগ্রামাদয়ঃ" অর্থাৎ বঙ্গদেশে স্বর্ণগ্রাম বা সুবর্ণগ্রাম প্রভৃতি স্থান আছে। তিনি পশ্চিমবঙ্গের কোনও স্থানের উল্লেখ না করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের স্বনামপ্রসিদ্ধ সুবর্ণগ্রাম প্রভৃতিকেই বঙ্গের অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে মহাকবি কালিদাস লিখিয়াছেন "সুহ্ম দেশীয় নৃপতিগণ বেতসের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া আত্ম রক্ষা করিয়াছিল। বঙ্গবাসীগণ নৌবাহিনী সজ্জিত করিয়া যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইলে, রঘু তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক পরাজিত করিয়া গঙ্গাপ্রবাহ মধ্যস্থিত দ্বীপপুঞ্জে জয়স্তম্ভ প্রোথিত করিয়াছিলেন (১)। পরে তিনি কপিসা নদী পার হইয়া

কারণ ব্রহ্মপুত্রের অন্তসীমা হিমালয় পর্ব্বত। বস্তুতঃ বঙ্গদেশ হিমালয়পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ নহে। অন্তশব্দ সামীপ্য বাচী, সুতরাং বঙ্গদেশ ব্রহ্মপুত্রান্তগ অর্থাৎ উহার প্রান্তে বা তীরে বঙ্গদেশ অবস্থিত, কেহকেহ এইরূপ অর্থও করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশের কিয়দংশ যে ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্ত্তী তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। আবার কেহ বা "ব্রহ্মপুত্র অন্ত সীমাবর্ত্তী যাহার," এইরূপ অর্থও করিয়া থাকেন। এই শেষোক্ত অর্থই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

লঘুভারতে করতোয়া নদী গৌড়-বঙ্গের সীমা-নির্দ্দেশক বলিয়া উক্ত হইয়াছে ;—

"বৃহৎ পরিসরা পুণ্যা করতোয়া মহানদী।
সীমা নির্দ্দর্শনং মধ্য দেশয়ো গৌড় বঙ্গয়োঃ।

(১) রঘুবংশ ৪র্থ সর্গ, ৩৫—৩৮ শ্লোক।

উৎকলদেশে উপনীত হইয়াছিলেন। ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে নদী মেখলা বেষ্টিত পূর্ব্ববঙ্গকেই কালিদাস বঙ্গ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

কথিত আছে যে, মহারাজ বল্লালসেন তাঁহার শাসনাধীন স্থানকে পঞ্চভাগে বিভক্ত করেন ; যথা—(১) রাঢ় (হুগলীনদী ও পদ্মানদীর মধ্যবর্ত্তী), (২) বাগড়ী (পদ্মা ও ভাগিরথীর মধ্যবর্ত্তী), (৩) বারেন্দ্র (পশ্চিমে মহানন্দা, দক্ষিণে পদ্মা ও পূর্ব্বে করতোয়া, এতন্মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ), (৪) মিথিলা (পূর্ব্বে মহানন্দা ও গৌড়রাজ্য, পশ্চিমে ও দক্ষিণে ভাগিরথী, এই ভূমিখণ্ড), (৫) বঙ্গ (করতোয়া ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্ত্তী স্থান) (*)। মনীষি মিঃ হেমিল্টন লিখিয়াছেন, "বাঙ্গালার রাজধানী এই বঙ্গ প্রদেশের অন্তর্গত ঢাকা নামক স্থানের অনতিদূরে বহুপূর্ব্বে এবং পরেও প্রতিষ্ঠিত ছিল, এই বঙ্গ হইতে সমুদয় প্রদেশ গুলিই বঙ্গদেশ নামে অভিহিত হইয়াছে" (†)। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ব্লকম্যান সাহেব বলেন, Banga the country to the east of and beyond the delta (‡)।

এরিয়ান, ডিওডোরাস এবং টলেমী-প্রমুখ প্রাচীন গ্রীক-গ্রন্থকার-

---

* Vide Buchanon Hamilton's Hindusthan Vol. I page 114.

(†) Banga or the territory east from the Karataya towards the Brahmaputra. The capital of Bengal both before and afterwards, having long been near Dacca in the province of Banga, the name is said to have been communicated to the whole"—Hamilton's Hindusthan vol. I.

(‡) J. A. S. B. 1873 No. III and H. Blochman's History and Geography of Bengal.

গণের লিখিত পুস্তকাদিতে বঙ্গের উল্লেখ না থাকিলেও "কিরাদিয়া" ও "গঙ্গারিডয়" রাজ্যদ্বয়ের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

কিরাদিয়া ও গঙ্গারিডয়

পেরিপ্লস গ্রন্থে "কিরাদিয়া" প্রদেশের পূর্ব্ব-সীমা গঙ্গানদীর মোহনা বলিয়া লিখিত আছে (১)। কিন্তু প্রাচীন রাজমালার গ্রন্থকারদ্বয় কিরাত রাজ্যের সীমা পশ্চিমে বঙ্গের সহিত সংলগ্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, পেরিপ্লস গ্রন্থের লিখিত সীমা নির্ভুল নহে। টলেমীর কিরাদিয়া, ত্রিপুর-রাজ্য বলিয়াই অনুমিত হয়। খৃষ্টিয় চতুর্থ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ-লিপিতে ডবাক এবং সমতট প্রদেশের নাম উল্লিখিত হইলেও "গঙ্গারিডয়" রাজ্যের নাম পরিলক্ষিত হয় না। সম্ভবতঃ ইহার পূর্ব্বেই "গঙ্গারিডয়" নাম বিলুপ্ত হইয়াছিল।

ডিওডোরাস লিখিয়াছেন, "গঙ্গানদী গঙ্গারিডয় রাজ্যের পূর্ব্বসীমা। গাঙ্গেয়গণের বহুসংখ্যক মহাকায় হস্তী আছে। এজন্য এইদেশ কখনও কোনও বৈদেশিক ভূপতি কর্ত্তৃক বিজিত হয় নাই।

গঙ্গারিডয়

কারণ, অপরাপর সমুদয় জাতিই গাঙ্গেয়গণের বিপুল বলশালী অগণ্য রণকুঞ্জরবৃন্দের কথা শুনিয়া ভয় পায় (২)। ডিওডোরাস সম্ভবতঃ গঙ্গারিডয় রাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ করিতে ভুল করিয়াছেন। কারণ, মৌর্য্য-সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের পূর্ব্বসীমায় গঙ্গারিড়য় রাজ্য অবস্থিত; সুতরাং ইহার পূর্ব্ব সীমান্ত

---

(১) Mc. Crindle's Ancient India as described by Ptolemy. Page 191 - Periplus of the Erythrean Sea.

(২) Mc. Crindle's Ancient India as described by Magas thenes and Arian.

প্রদেশ বিধৌত করিয়া গঙ্গানদী প্রবাহিত ছিল, এরূপ অনুমান করিলে গঙ্গারিডয় রাজ্য এত ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে যে, এরূপ ক্ষুদ্র প্রদেশের নরপতির পক্ষে ষষ্ঠিসহস্র পদাতিক সৈন্য প্রস্তুত রাখা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। বিশেষতঃ অসংখ্য রণকুঞ্জর তৎকালে পূর্ব্ববঙ্গেই সুলভ ছিল।

বাঙ্গালার যে অংশ ভাগিরথীর পশ্চিমদিকে অবস্থিত, তাহা রাঢ় নামে অভিহিত; প্রাচীনকালে উহা সুহ্মনামে পরিচিত ছিল। গৌড় রাজমালার

গঙ্গারিডয় ও বঙ্গ

গ্রন্থকার যথার্থই লিখিয়াছেন, "গঙ্গারিডয়" রাজ্য যে রাঢ়দেশেই সীমাবদ্ধছিল, এমন মনে হয় না। কারণ কেবল রাঢ়দেশের অধিপতির পক্ষে পরাক্রান্ত মগধ রাজের সহিত প্রতিযোগীতা করিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভবপর হইত না। বাঙ্গালার অপর দুইটী বিভাগ, পুণ্ড্র (বরেন্দ্র) এবং বঙ্গ, নিশ্চয়ই গঙ্গারিডয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্তছিল।" গঙ্গারিডয় রাজ্যের রাজধানী প্রথমতঃ পার্থেলিস নগরে, পরে গঙ্গেনগরে প্রতিষ্ঠিত ছিল; এই গঙ্গেনগর গঙ্গার মোহনার নিকট অবস্থিত ছিল, এবং এইস্থানে অতি সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্র ক্রয় বিক্রয় হইত। গঙ্গানদীর মোহনা বলিলে ভাগিরথীর মোহনা বুঝাইতে পারেনা, পদ্মানদীর মোহনাই বুঝিতে হইবে; কারণ, পদ্মানদীই প্রকৃত গঙ্গা, ভাগিরথী শাখানদী মাত্র। মসলিনের ক্রয় বিক্রয় অতি প্রাচীনকাল হইতে সুবর্ণগ্রামেই সম্পন্ন হইত।

গঙ্গে বন্দর

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বঙ্গদেশের শ্বেত স্নিগ্ধ দুকুলের বিষয় লিখিত আছে (১)। সুতরাং গঙ্গেবন্দর সম্ভবতঃ সুবর্ণগ্রামের সন্নিকটেই অবস্থিত ছিল।

মোসলমান বিজয়ের পরেও গৌড়, লক্ষ্মণাবতী বা লক্ষ্ণৌতি বলিলে পশ্চিমবঙ্গ এবং "বঙ্গ" অথবা "দিয়ার-ই-বঙ্গ" বলিলে জলময় পূর্ব্ববঙ্গ

(১) বাঙ্গকম্ শ্বেতং স্নিগ্ধং দুকুলম্;' অর্থশাস্ত্র ২ অধি ৯:১১ অঃ।

বুঝাইত। প্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ্ গ্রিয়ারসন সাহেব বঙ্গভাষার আলোচনা প্রসঙ্গে নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য প্রকটিত করিয়াছেন, "ইহা নিম্নবঙ্গ বা ব-দ্বীপের ও তৎসংলগ্ন প্রদেশের ভাষা। সংস্কৃতে পূর্ব্ব ও মধ্যবঙ্গই বঙ্গ নামে প্রখ্যাত, কিন্তু অধুনা যতদূর বঙ্গভাষা কথিত হয়, সেই সমুদয় স্থানই বাঙ্গালা নামে অভিহিত হয়। ইংরাজী "বেঙ্গল" হইতে "বেঙ্গলী" নামের উদ্ভব হইয়াছে। "বঙ্গলম্" শব্দ তাঞ্জোর হইতে প্রাপ্ত একাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ একটি প্রশস্তিতে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা হইতেই আরবিক্ ভাষায় "বাঙ্গালার" সৃষ্টি হইয়াছে। আরবিক হইতে পারস্ত ভাষায় ইহা প্রবেশ লাভ করে। "আইন-ই-আকবরী" গ্রন্থে আবুল ফজল লিখিয়াছেন, "নামি আসলি বাংলা বঙ্গ" অর্থাৎ বাঙ্গালার প্রকৃত নাম বঙ্গ (১)। নদী-মাতৃক পূর্ব্ব-বঙ্গের অধিকাংশ স্থানই গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদনদীর জলরাশি দ্বারা প্লাবিত হইত; এবং অধিবাসীগণ উচ্চ "আল" বাঁধিয়া জলপ্লাবন হইতে দেশ রক্ষা করিতে যত্নবান হইত; তজ্জন্যই প্রথমে বঙ্গ+আল্ হইতে বঙ্গাল এবং পরে বঙ্গালা ও বাঙ্গালা নামের উৎপত্তি হইয়াছে। উক্ত সিদ্ধান্ত প্রথমে আবুল ফজল কর্ত্তৃক প্রচারিত হয়। আধুনিক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ আবুল ফজলের এইমত স্বীকার করেন না। তাঁহাদিগের মতে, বঙ্গ+আলয় হইতে প্রথমে বঙ্গালয় শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং ক্রমে অপভ্রংশে বঙ্গাল, বঙ্গালা ও বাঙ্গালাতে রূপান্তরিত হইয়াছে। পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর-প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন,—"যখন বঙ্গাল শব্দটা বাঙ্গালা রূপ ধারণ

বঙ্গলম্

---

(১) Linguistic Survey of India, Vol. V part I. Edited by G. A. Grierson Esq, C. I. E.

করিয়া খুব চলতি হইয়া গেল, তখন বঙ্গ বলিতে শুদ্ধ পূর্ব্ব বাঙ্গালা বুঝায়। "চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়ে" ভূসুকু বা শান্তিদেব লিখিয়াছেন (১)।

"বাজণাব পাড়ী পঁউআ খালে বাহিউ অদঅ বঙ্গালে ক্লেশ লুড়িউ ॥ ধ্রু ॥
আজি ভূসু বঙ্গালী ভইলী নিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী" ॥ ধ্রু॥

অর্থাৎ "বজ্রনৌকা পাড়িদিয়া পদ্মখালে বাহিলাম, আর অদ্বয় যে বঙ্গালদেশ, তাহাতে আসিয়া ক্লেশ লুটাইয়া দিলাম। রে ভূসু, আজ তুমি সত্যসত্যই বাঙ্গালী হইলে, যে হেতু নিজ ঘরিণীকে চণ্ডালী করিয়া লইলে।"

বঙ্গালদেশ

তিরুমলয়ের শিলালিপিতে লিখিত আছে, দিগ্বিজয়ী চোল ভূপতি রাজেন্দ্রচোল "বঙ্গালদেশে" রাজা গোবিন্দ চন্দ্রকে পরাজিত করিয়াছিলেন (২)। গোহারওয়া নামক স্থানে আবিষ্কৃত চেদীরাজ কর্ণদেবের তাম্রশাসনে "বঙ্গাল" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা :—বঙ্গাল-ভঙ্গ-নিপুণঃ পরিভূতো পাণ্ড্যোলাটেশ লুণ্ঠন-পটুর্জ্জিত গুর্জ্জরেন্দ্র"।

ইৎচিঙের ভারত ভ্রমণের কিছুকাল পরে, চীনদূত মাহুয়ান (Ma-human) বঙ্গদেশে আগমন করেন। ইউংলো (youugo-lo) কর্ত্তৃক চীন সম্রাট হুইতি (Huiti) রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া দেশত্যাগী হওয়ায় তাঁহার অনুসন্ধানের জন্য মাহুয়ান পশ্চিম মহাসাগরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। তৎকালে তিনি যে সমুদয় জনপদে উপনীত হন, তাহার আভাস তদ্বিরচিত ভ্রমণ বৃত্তান্তে প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহাতে "পন্-কো-লো"

---

(১) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৩২১।

(২) Vangala-desa, where the rain wind never stopped (and from which) Govinda Chandra fled, having descended (from his) male-elephant" * *

Tirumalai Rock Inscription of Rajendra chola I
Epigraphia Indica Vol. IX.

(Pan-ko-lo) রাজ্যের নামোল্লেখ রহিয়াছে; ইহাতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, মাহুয়ান বাঙ্গালা দেশকেই পন্-কো-লো নামে অভিহিত করিয়াছেন। অদ্যাপি পশ্চিম বঙ্গবাসী জনসাধারণ ঢাকা, তথা পূর্ব্ববঙ্গবাসী-দিগকে বাঙ্গাল আখ্যা প্রদান করিয়া বিলুপ্তপ্রায় প্রাচীন স্মৃতিটিকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছেন। আসামীয়গণ এখনও বঙ্গালশব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

আর্য্য সভ্যতার প্রথম আলোক রেখা বঙ্গের কিরীট চুম্বন করিবার অবসর প্রাপ্ত না হইলেও উহার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই যে বঙ্গদেশ আর্য্যঋষিগণের পরিচিত হইয়া পড়িয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আর্য্য ঋষিগণের পূতকর-প্রসূত অসীম শাস্ত্র-জলধি মন্থন করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয়, বঙ্গদেশ ও বঙ্গনাম কতকাল হইতে বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং কত প্রবল-প্রতাপশালী রাজন্যবর্গ বঙ্গরাজ্যে রাজত্ব করিয়াছেন। রামায়ণে, মহাভারতে, পুরাণ-পরম্পরায়, বঙ্গদেশের উল্লেখ নানাস্থানে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ঋগ্বেদের আরণ্যক অংশেও বঙ্গনামের উল্লেখ রহিয়াছে। ঐতরেয় আরণ্যকের "ইমাঃ প্রজাস্তিস্রা অত্যায়-মায় স্তানীমানি বয়াংসি। বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাস্তন্যা অর্কমভিতো বিবিস্র", শ্লোকে বঙ্গনাম প্রথম উল্লিখিত হইয়াছে। মহাভারত (১), বিষ্ণুপুরাণ (২), গরুড়পুরান (৩), মৎস্যপুরাণ (৪) এবং হরিবংশ (৫) প্রভৃতি পাঠে অবগত হওয়া যায়, মহর্ষি দীর্ঘতমা, বলি-পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ সুহ্মও পুণ্ড্র এই পুত্র-পঞ্চক উৎপাদন করেন; তাহাদিগের নামানুসারেই বঙ্গ প্রভৃতি পঞ্চ-রাজ্য স্থাপিত হয়।

বঙ্গের প্রাচীনত্ব

---

(১) মহাভারত' আদি ১০৪।৫। (২) বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থাংশ, ১৮অঃ।
(৩) গরুড় পুরাণ পূর্ব্বখণ্ড, ১৪৪ অঃ, ৭১ শ্লোক।
(৪) মৎস্যপুরাণ ৪৮ অঃ ৭৭।৭৮।
(৫) হরিবংশ, হরিবংশ পর্ব্ব, ৩২ অঃ, ৩২-৪২ শ্লোক। (বঙ্গবাসী সংস্করণ)।

আর্য্য সভ্যতার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে যে বহু আর্য্যসন্তান বঙ্গদেশে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু কালক্রমে উঁহারা অনার্য্যভাবাপন্ন এবং বৈদিক আচার ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। এ জন্যই মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা, তীর্থযাত্রা ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে অঙ্গ, বঙ্গ প্রভৃতি দেশে গমন করিলে, দ্বিজাতীকে পুনরায় সংস্কার গ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া লিখিয়াছেন (১)। বৌধায়ণ সূত্রকারও মনুর অনুসরণ করিয়া পুণ্ড্র, সৌবীর, কলিঙ্গ ও বঙ্গ প্রভৃতি দেশে গমন করিলে পুনষ্টোম যজ্ঞানুষ্ঠানের বিধান করিয়াছেন (২)।

এতদ্দ্বারা বঙ্গদেশ আর্য্যঋষিগণের চক্ষে নিতান্ত হেয় বলিয়া পরিগণিত হইলেও, উহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও সংশয় থাকিতে পারে না! অধিকন্তু মনুসংহিতায় তীর্থের প্রসঙ্গ থাকায় এই সমুদয় স্থানে আর্য্যগণের আবির্ভাবই সূচিত হইয়াছে। মহাভারতের বন-পর্ব্বের তীর্থযাত্রা প্রকরণে লিখিত আছে, পরশুরাম লৌহিত্য তীর্থের সৃষ্টি করেন। সম্ভবতঃ পরশুরামই প্রথমে এই প্রদেশে একটী আর্য্য-উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন।

রামায়ণের সময়ে বঙ্গভূমি ধনধান্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। রাজা দশরথ অভিমানিনী কৈকেয়ীর মনস্তুষ্টি বিধান জন্য বলিতেছেন,—

"দ্রাবিড়াসিন্ধুসৌবীরাঃ সৌরাষ্ট্রা দক্ষিণাপথাঃ।
বঙ্গাঙ্গ মগধা মৎস্যাঃ সমৃদ্ধা কাশীকোশলাঃ॥

---

(১) "অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্র মগধেষু চ।
তীর্থ যাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি"। মনু ১০ম অধ্যায়।
দেবল স্মৃতিতে আছে, "সিন্ধু-সৌবীর সৌরাষ্ট্রাস্তথা প্রত্যন্ত বাসিনঃ।
অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গোড্রান্ গত্বা সংস্কার মর্হতি"।

(২) বৌধায়ণ সূত্র ১।১।২।

তত্র জাতং বহুদ্রব্যং ধনধান্যমজাবিকম্।
ততো বৃণীষ কৈকেয়ি! যদ্‌যত্ত্বং মনসেচ্ছসি" ॥
রামায়ণ; অযো, ১০স, ৩৭।৩৮ ॥

অর্থাৎ, সমৃদ্ধ দ্রাবিড়, সিন্ধু, সৌবীর, কোশল, কাশী, সৌরাষ্ট্র, মৎস্য, বঙ্গ, অঙ্গ, মগধ এবং দক্ষিণরাজ্য প্রভৃতি জনপদে ছাগ, মেষ, ধন, ধান্যাদি নানাবিধ দ্রব্য জন্মিয়া থাকে; তুমি সেই সকল দ্রব্যের মধ্যে যে যে বস্তু গ্রহণ করিতে ইচ্ছা কর, আমি তোমাকে তাহাই প্রদান করিব। মহারাজা দশরথের এই উক্তি হইতে প্রতিপন্ন হয়, বঙ্গরাজ্য তাঁহার শাসনধীনে ছিল।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞোপলক্ষে ভীমসেন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া যে সমুদয় রাজ্য করায়ত্ত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বঙ্গরাজ্য অন্যতম। ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে :—

অথ মোদাগিরৌ চৈব রাজানং বলবত্তরম্।
পাণ্ডবো বহুবীর্য্যেন নিজঘান্ মহামৃধে ॥
ততঃ পুণ্ড্রাধিপং বীরং বাসুদেবং মহাবলম্।
কৌশিকীকচ্ছ নিলয়ং রাজানাঞ্চ মহৌজসম্ ॥
উভৌ বল-ভৃতৌ বীরা বুভৌ তীব্র পরাক্রমৌ।
নির্জ্জিত্যাজৌ মহারাজ বঙ্গরাজমুপাদ্রবৎ ॥
সমুদ্রসেনং নির্জ্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবং।
তাম্রলিপ্তঞ্চ রাজানং কর্ব্বটাধিপতিং তথা ॥
সুহ্মানামধিপঞ্চৈব যে চ সাগর বাসিনঃ।
সর্ব্বান্ ম্লেচ্ছগণাংশ্চৈব বিজিগ্যে ভরতর্ষব ॥"

অর্থাৎ অনন্তর মোদাগিরিস্থ অতি বলশালী নৃপতিকে স্বীয় বীর্য্যবলে মহাসমরে নিহত করিয়া, ভীমসেন পুণ্ড্রাধিপতি বহাবল বাসুদেব ও কৌশিকী-কচ্ছ নিবাসী রাজা মহৌজা, এই দুই প্রখর পরাক্রান্ত বীর্য্যসম্পন্ন বীরকে

সংগ্রামে বিজিত করিলেন। অতঃপর, বঙ্গ-রাজ্যাভিমুখে ধাবমান হইয়া তিনি, মহারাজ সমুদ্রসেন ও চন্দ্রসেনকে, তাম্রলিপ্ত ও কর্ব্বটাধিপতি, সুহ্মপতি ও পর্ব্বতবাসী নরপতিগণকে জয় করিয়া সমুদয় ম্লেচ্ছদিগকেও পরাভূত করিলেন।”

উল্লিখিত বিবরণ পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, ভীমসেন যে বঙ্গাধিপতি সমুদ্রসেনকে সমরে পরাজিত করিয়াছিলেন, উহারা পূর্ব্ববঙ্গেরই অধীশ্বর ছিলেন। কারণ, ভীমসেন পুণ্ড্র ও কৌশিকীকচ্ছ প্রদেশ অতিক্রম করিয়াই বঙ্গরাজ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন, এবং পরে তথা হইতে দক্ষিণবঙ্গ দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময়েই তাম্রলিপ্তি, কর্ব্বটও সুহ্মদেশ জয় করিয়াছিলেন।

মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব্বে লিখিত আছে, অর্জ্জুন সমুদ্রতীরস্থিত বাঙ্গালীগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন; যথা :—

> “ততো যথেষ্টমগমৎ পুনরেব স কেশরী।
> ততঃ সমুদ্রতীরেণ বঙ্গান্ পুণ্ড্রান্ সকোশলান্॥
> তত্র তত্র চ ভূরীণি ম্লেচ্ছ-সৈন্যাম্যনেকশঃ।
> বিজিযো ধনুষা রাজন্ গাণ্ডীবেন ধনঞ্জয়ঃ” ॥

ভীষ্মপর্ব্বে লিখিত আছে, বঙ্গ-দেশাধিপতি কার্ম্মুকে শর-সংযোগ করিয়া মুহুর্মুহু সিংহনাদ করতঃ মদবারিযুক্ত পর্ব্বতাকার দশসহস্র হস্তী লইয়া ভীমনন্দন ঘটোৎকচের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। পরে তিনি ঘটোৎকচ-নিক্ষিপ্ত শক্তি নামক অস্ত্র দর্শন করিয়া, অতি সত্বর পর্ব্বতাকার হস্তীকে ঘটোৎকচের প্রতি চালাইলেন এবং সেই হস্তী দ্বারা ভীমতনয়ের রথখানিরও রোধ করিলেন। বঙ্গরাজ স্বীয় মদমত্ত বারণ দ্বারা দুর্য্যোধনের রথ আবরণ না করিলে, ভীমনন্দন মহাবীর ঘটোৎকচের শক্তি অস্ত্রে তাঁহার প্রাণনাশের সম্ভাবনা ছিল।

অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞাভঙ্গ-জনিত পাপক্ষয়ার্থ তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইয়া দ্বাদশ

বর্ষকাল ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন! তিনি অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ স্থিত যাবতীয় তীর্থ ও অন্যান্য স্থান সমূহ দর্শন করিয়া কলিঙ্গদেশ অতিক্রম পূর্ব্বক বহুবিধ স্থান এবং ধনীগণের হর্ম্ম্যাদি অবলোকন করিতে করিতে গমন করিয়া ছিলেন। অনন্তর তিনি তাপসগণ শোভিত মহেন্দ্রপর্ব্বত দর্শন করিয়া দক্ষিণ-সমুদ্র-তীরস্থিত পথে ধীরে ধীরে মণিপুরাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন (১)। অর্জ্জুনের এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে জানা যায় যে, তৎকালে বঙ্গদেশে রমণীয় অট্টালিকা সমূহ বিরাজিত ছিল এবং দক্ষিণ-সমুদ্রতীরবর্ত্তী পথ দ্বারা ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যাতায়াতের সুবিধা ছিল।

সিংহলের মহাবংশ গ্রন্থে এক অনুল্লেখনামা বঙ্গ রাজের সন্ধান পাওয়া যায় (২)। এই বঙ্গরাজের কন্যার নাম সুপ্রদেবী। বয়স্থা হইলেও সুপ্রদেবীর বিবাহ হইয়াছিল না। ফলে, এই অনিন্দ্যসুন্দরী যৌবন-ভারাবনতা কন্যা কামগৃধিনী হইয়া স্বৈরাচার সুখোদ্দেশে একাকিনী পিতৃ ভবন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই সময়ে এক সার্থপতি বঙ্গ হইতে মগধে যাইতেছিলেন, সুপ্রদেবী তাহাকে সন্দর্শন করিয়া তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সার্থপতিকেই সার্থসিংহ বলা যাইতে

---

(১) "অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেষু যানি তীর্থানি কানিচিৎ।
জগাম তানি সর্ব্বাণি তথা ন্যায়তনানিচ।
সকলিঙ্গানতিক্রম্য দেশানায়ত নানি চ।
হর্ম্ম্যাণি রমণীয়ানি প্রেক্ষমাণোযযৌ প্রভুঃ।
মহেন্দ্র পর্ব্বতং দৃষ্টা তাপসৈরুপশোভিতং।
সমুদ্র তীরেণ পয়ে মণিপুরং জগামহ"।
মহাভারত-আদিপর্ব্ব।

(২) Mahavansa: chapter VI: and 11th book of the Si-yu-ki.

পারে (১)। সুপ্রদেবীর গর্ভে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাকে ঐ সার্থসিংহের ঔরস জাত বলা যাইতে পারে। ইউয়ান চোয়াং ইহাকে জম্বু দ্বীপের মহাবণিক ও ইহার নাম সিংহ বলিয়াছেন। যাহা হউক, বঙ্গরাজের দৌহিত্র এই সিংহ বাহু শত যোজন অরণ্যে সিংহপুর নামক নগর ও গ্রাম সমূহ নিবেশিত করেন। সিংহবাহুর রাষ্ট্র "লাড় রট্ঠ" বলিয়া উক্ত হইয়াছে। জৈন শাস্ত্রে লাড়কে "লাঢ়" বলে। "লাড়" বা "লাঢ়" বর্ত্তমান রাঢ় ব্যতীত অপর কিছুই নহে। কেহ কেহ সিংহপুরকে হুগলী জেলার সিঙ্গুর বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন। তৎকালে রাঢ় ভীষণ অরণ্যানি সঙ্কুল ছিল। সিংহবাহু, স্বীয় ভগিনী সিংহশ্রী বলিকে মহিষী করিয়া অরণ্য মধ্যস্থিত সিংহপুর নগরে রাজত্ব করিতে থাকেন। সিংহবাহুর পুত্রই বিজয়বাহু বা বিজয়সিংহ বলিয়া প্রসিদ্ধ। বিজয়সিংহ, তাম্রপর্ণি দ্বীপ জয় করায় তদীয় নামানুসারে ঐ দ্বীপের নাম সিংহল বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। নির্ব্বাণোন্মুখ ভগবান বুদ্ধ যে দিন কুশীনগরের শালতরু দ্বয়ের মধ্যে দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন, কুমার বিজয়সিংহ পোতারোহণে সেইদিনই তাম্রপর্ণি দ্বীপে সদল বলে উপনীত হইয়াছিলেন (২)।

পালি বিনয় পিটক হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ভগবান বুদ্ধদেব তদীয় শিষ্যবর্গকে বঙ্গদেশে ব্যবহৃত একপ্রকার গৃহ বিশেষে বাস করিতে উপদেশ দিয়া ছিলেন (৩)। মহাকবি ভাস বুদ্ধের জীবিতাবস্থায়

---

(১) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩১৫।

(২) Upham's Sacred Books of Ceylon, I. Page 69 and vol. II. Page 164.

(৩) Culla-Vagga VI I. Budhism in Translation Page 412.

অবন্তির শাসনকর্ত্তা প্রদ্যোতের সমসাময়িক এক বঙ্গরাজের উল্লেখ করিয়াছেন (১)।

রামপালে প্রাপ্ত শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসনে, "আধারো হরিকেল-রাজ-ককুদচ্ছত্র-স্মিতানাংশ্রিয়াম্," ইত্যাদি উক্তিতে হরিকেল শব্দ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে (২)। এসিয়াটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত বল্লালচরিতে (৩) লিখিত আছে যে, মহারাজ বল্লালসেন সুবর্ণবণিক জাতীয় বল্লভানন্দের নিকট দেড়কোটি মুদ্রা ঋণ প্রার্থনা করিলে বল্লভানন্দ ঋণ পরিশোধ যাবৎ হরিকেলীয় প্রদেশ তাহার অধিকারে রাখিয়া ঋণ দিতে সম্মত হইয়াছিলেন (৪)। খৃষ্টিয় একাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্রসূরী-বিরচিত অভিধান চিন্তামণিতে হরিকেল শব্দটীকে বঙ্গের নামান্তর বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে (৫)। হরিকেলের শিল লোকনাথ খৃষ্টিয় দ্বাদশ শতাব্দীতে ও এরূপ প্রভাবান্বিত ছিলেন যে, বহু বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে তাঁহার চিত্র সগৌরবে অঙ্কিত হইত। পণ্ডিত-প্রবর ফুঁসের গ্রন্থে এরূপ একখানি চিত্র পরিলক্ষিত হইয়া

হরিকেল

(১) "অস্মৎ সবন্ধো মাগধাঃ কাশিরাজো বঙ্গ সৌরাষ্ট্রমৈথিলঃ শূরসেনঃ।
এতে নানার্থৈ লোভয়ন্তো গুণৈর্মাং কন্তে বৈভেবাং পাত্রতাং যান্তি রাজা"।
প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধরায়ণম্।

(২) শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসন—৫ম শ্লোক, সাহিত্য, ১৩২০ ভাদ্র।

(৩) বল্লাল চরিতের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

(৪) "যদি স্যাৎ পতির্দদ্যাৎ করা দান সমন্বিতম্।
আধিস্থে হরিকেলীয়ং ঋণং দাতুং তদোৎসহে"।
সোসাইটির বল্লাল চরিত, ১৮ পৃষ্ঠা।

(৫) "বঙ্গাস্ত হরিকেলিয়াঃ"—অভিধান চিন্তামণি, ৯৫৭ শ্লোক।

থাকে (১)। হরিকেল নাম খৃষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিঙ্গের ভারত ভ্রমণ বৃত্তান্তে প্রথম উল্লিখিত হইয়াছে! ইৎসিং সিংহল হইতে সমুদ্রপথে উত্তরপূর্ব্বাভিমুখে যাইবার সময়ে পূর্ব্বভারতের পূর্ব্ব সীমা "হরিকেল" রাজ্যে উপনীত হইয়াছিলেন (২)। সুতরাং হরিকেল বা বঙ্গ যে পূর্ব্ববঙ্গেরই নামান্তর তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

সমতট

খৃষ্টিয় চতুর্থ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রস্তর স্তম্ভ লিপিতে সমতটের নাম সম্ভবতঃ প্রথম উল্লিখিত হইয়াছে। বরাহ মিহির কৃত বৃহৎ সংহিতা গ্রন্থে মিথিলা ও ওড্রদেশের নামের সহিত সমতটের নাম ও গ্রথিত করা হইয়াছে (৩)। চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াং, সেঙ্গচী ও ইৎসিং এর ভ্রমণ বৃত্তাতে সমতটের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এতদ্ব্যতীত বাঘাউরায় প্রাপ্ত প্রথম মহীপাল দেবের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ এক খানি বিষ্ণু মূর্ত্তির পাদ পীঠস্থ লিপিতে, নারায়ণ পাল দেবের ভাগলপুর তাম্রশাসনে, সোমপুর মহা বিহারের আচার্য্য বীর্য্যেন্দ্র কর্ত্তৃক বুদ্ধ গয়ার প্রতিষ্ঠাপিত একখানি বুদ্ধ মূর্ত্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ লিপিতে সমতটের নাম পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। পুরাতত্ত্বানু সন্ধান কারী পণ্ডিতগণ ইউয়ান চোয়াং এর বিবরণী হইতে সমতটের অবস্থান নির্ণয় করিতে সচেষ্ট হইলেও তাঁহারা একমতাবলম্বী হইতে পারেন নাই। ফাগুর্সনের মতে সোণার গাঁতে, ওয়াটার্সের মতে ফরিদপুর জেলার দক্ষিণাংশে, কানিং হামের মতে যশোহরে, সমতটের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। চৈনিক পরিব্রাজকের বিবরণ হইতে সমতটের রাজধানীর অবস্থান নির্দ্দেশ

---

(১) Etude SurL' Iconographie Boudhipue deL' Inde, premier partie Page 200.

(২) J. Takakusu's It sing Page XIV

(৩) বৃহৎ সংহিতা—১৪ অঃ, ৬ শ্লোক।

করা শক্ত। ইউয়ান চোয়াং যখন বলিয়াছেন যে, কামরূপ হইতে ১২০০—১৩০০ লী বা ২০০—২১৭ মাইল দক্ষিণে এবং তাম্র লিপ্তি হইতে ৯০০ লী বা ১৫০ মাইল পূর্ব্বদিকে সমতট অবস্থিত, তখন তিনি হয়ত সমতটের রাজধানীর দূরত্বই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কামরূপ হইতে সমতটে অথবা সমতট হইতে তাম্র লিপ্তিতে তিনি জলপথে কতদূর গমন করিয়াছিলেন এবং স্থল পথেই বা তাঁহাকে কতদূর যাইতে হইয়াছিল, তাহা জানা যায় না। তাম্র লিপ্তি হইতে সোণার গাঁয়ের দূরত্ব ১৭৫ মাইল। সুতরাং সমতটের রাজধানী যে সোণার গাঁয়ের অনতি দূরেই অবস্থিত ছিল তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।(১)

রেনেলের সপ্তদশ সংখ্যক মানচিত্রে সমকুট (সোম কোট) নামক একটি স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। বহু প্রাচীন কীর্ত্তি কলাপের ধ্বংস চিহ্ন সহ অধুনা এই স্থান কীর্ত্তি নাশার কুক্ষিগত হইয়াছে। পুরাতত্ত্ব বিদ্ কানিং হাম যে যুক্তির আশ্রয়ে তমোলুক হইতে ১৩০ মাইল দূরবর্ত্তী যশোহরে সমতটের রাজধানী প্রতিষ্ঠাপিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহারই যুক্তি শিরোধার্য্য করিয়া আমরা তমোলুক হইতে ১৭০ মাইল দূরবর্ত্তী সোম কোটে সমতটের রাজধানীর স্থান অনায়াসেই নির্দ্ধারণ করিতে পারি।

প্রাচীন কামরূপের রাজধানী কোন স্থানে অবস্থিত ছিল তদ্বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে; কানিংহাম সাহেবের মতে (১) কামতাপুরে (লাল বাজার) গেইট সাহেবের মতে (২) কোচবিহারের কোনও স্থানে বা রংপুরের পূর্ব্ব প্রান্তে অথবা গোয়াল পাড়ায়; আবার কেহ কেহ গৌহাটীতে কামরূপের রাজধানী স্থাপিত ছিল বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। সোমকোট হইতে

(১) Cunningham's Ancient Geography of India. Page 503.

(২) Gait's History of Assam Pages 24—25.

কাম্বোজদেশ, কাবুলের উপত্যকাস্থিত প্রদেশ সমূহ, কঙ্কণ, গোদাবরী এবং নর্ম্মদা-তীরবর্ত্তী স্থান এবং বিন্ধ্য পর্ব্বতের মধ্যস্থিত প্রদেশ গুলিতেও বৌদ্ধধর্ম্মের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থ অশোক স্বীয় পুত্রকে সিংহলে প্রেরণ করেন।

অশোকের আদেশ-লিপি সমূহে বাঙ্গালার কোনও অংশেরই নামোল্লেখ না থাকায়,সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মিঃ ভিন্‌সেণ্টস্মিথ ঢাকা অঞ্চল অশোকের সাম্রাজ্য বহির্ভূত বলিয়া তদীয় মানচিত্রে চিহ্নিত করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায়, উহা সমীচীন হয় নাই। কারণ, পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াং (৬২৯-৬৪৫ খৃষ্টাব্দে) পুণ্ড্র বর্দ্ধন, সমতট, তাম্রলিপ্তি এবং কর্ণ সুবর্ণ নামক বাঙ্গালার প্রধান নগর চতুষ্টয়ের উপকণ্ঠে অশোক-স্তূপ দেখিতে পাইয়াছিলেন বলিয়া তদীয় ভ্রমণ বৃত্তান্তে উল্লেখ করিয়াছেন। অশোকাবদান গ্রন্থে লিখিত আছে যে, মৌর্য্য সম্রাট অশোক ৮৪০০০ ধর্ম্মরাজিকা প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন (১)। ঢাকা জেলার অন্তর্গত ধামরাই গ্রাম যে উক্ত ধর্ম্ম রাজিয়ার অন্যতম একটি তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। প্রাচীন দলিলাদিতে

ধর্ম্ম রাজিয়া ও শাকাসরস্তম্ভ

ধামরাই ধর্ম্মরাজি বলিয়া উক্ত হইয়াছে (২)। অনুমান হয়, উত্তর বিক্রমপুরের অন্তর্গত ধামারণ গ্রামেও ঐরূপ একটি ধর্ম্ম রাজিয়া প্রতিষ্ঠিত ছিল; ভাওয়াল পরগণার অন্তর্গত মীর্জ্জাপুর নামক গ্রামের প্রায় ৫ মাইল দক্ষিণপশ্চিমদিকে অবস্থিত শাকাসর গ্রামে অতি প্রাচীন একটি প্রস্তর স্তম্ভ পরিলক্ষিত হয়। এই প্রস্তর-স্তম্ভটী "সিদ্ধি মাধব" নামে পরিচিত। ইনি বহুকাল যাবৎ জন-সাধারণের

(১) "অশোকো নামা রাজা বভূবেতি। তেন চতুরশীতি ধর্ম্মরাজিকা সহস্রং প্রতিষ্ঠাপিতং। যাবৎ ভগবচ্ছাসনং প্রাপ্যন্তে তাবৎ তস্য যশঃ স্থাসীৎ।"

(২) ঢাকার ইতিহাস ১ম খণ্ড।

ধামরাই গ্রামে প্রাপ্ত ধর্ম্মরাজি দলিলের প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল।

ধৰ্ম্মরাজিক দলিল।

কমলা প্রেস, বাগবাজার, কলিকাতা।

ভক্তি-উপচার প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন। স্থানীয় হিন্দুগণ এই স্তম্ভের নিকট বন্যবরাহ, এবং মোসলমানগণ কুক্কুট বলি প্রদান করিয়া থাকে। ডাক্তার ওয়াইজ লিখিয়াছেন, "At mirzapur in Bhowal an upright slab called Siddhi Madhava is worshipped by all the inhabitants, Muhammadans sacrificing cocks and Hindus swine" (১)

"পূর্ব্ববঙ্গে পাল রাজগণ" গ্রন্থ প্রণেতার মতে এই স্তম্ভটি বৌদ্ধ যুগের অন্যতম কীর্ত্তি নিদর্শন। শ্রীযুক্ত ষ্টেপল টন সাহেবের মতে উহা বিষ্ণুস্তম্ভ। পক্ষান্তরে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম, এ মহাশয় নাকি ইহাকে গরুড়স্তম্ভ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে সমুৎসুক (২)।

অষ্টকোণ সমন্বিত এই স্তম্ভটী প্রায় ৬ ফিট উচ্চ এবং উহার বেষ্টনী ১ ফিট ৫ ইঞ্চি। যে কয়েকটি মূর্ত্তি উহাতে খোদিত রহিয়াছে, তাহা এরূপ ভাবে ক্ষয় প্রাপ্ত ও বিনষ্ট হইয়াছে যে, তাহা হইতে উহার স্বরূপ নির্দ্ধারণ করা একান্ত অসম্ভব! শীর্ষদেশের অধিকাংশ মূর্ত্তিগুলিই মুদ্রাসন-সংবদ্ধ ও ধ্যানমগ্ন, কর্ণে কুণ্ডল এবং মস্তক কীরিট-শোভিত।

স্তম্ভটী স্থাপনাবধিই যদি উহা বিষ্ণুস্তম্ভ বলিয়া পরিচিত হইত, তবে বরাহ ও কুক্কুটাদি বলির প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবার কারণ কি? মাধব শব্দের অর্থ মহাভারতে নিম্নলিখিত রূপে লিখিত আছে :—"মা শব্দের অর্থ বুদ্ধিবৃত্তি ; তিনি (মাধব), মৌনধ্যান ও যোগ দ্বারা আত্মার উপাধিভূত সেই বুদ্ধিবৃত্তি দূরীকৃত করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম মাধব।"

---

(১) The Dacca Review Vol. IV Nos 3—6.

(২) পূর্ব্ববঙ্গেপাল রাজগণ (পৃঃ ৩৯, ১০৩) শ্রীবীরেন্দ্র নাথ বসু প্রণীত।

ব্রহ্ম বৈবর্ত্তপুরাণের ১১০ অধ্যায়ে, শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ডে লিখিত আছে :—

"যাচ ব্রহ্ম স্বরূপা যা মূল প্রকৃতিরীশ্বরী।
নারায়ণীতি বিখ্যাতা বিষ্ণুমায়া সনাতনী॥
মহালক্ষ্মী স্বরূপা চ বেদমাতা সরস্বতী।
রাধা বসুন্ধরা গঙ্গা তাসাং স্বামীচ মাধব॥"

ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, মাধব গঙ্গার পতি বা মহাদেবকেও বুঝাইতে পারে। শব্দরত্নাবলীতে মাধবী শব্দের অর্থ, "দুর্গা, মাধবস্য পত্নী চ" বলিয়া লিখিত আছে। বুদ্ধদেব ও শঙ্কর উভয়েই মহাযোগী। সুতরাং বৌদ্ধমূর্ত্তিই পরবর্ত্তী কালে মাধব বা মহাদেব রূপে পরিণত হইয়া জন সাধারণের নিকট বলি ও পূজোপচার প্রাপ্ত হইতেছে বলিয়া মনে হয়। এই স্তম্ভটীকে আমরা জয়স্তম্ভ বলিয়াই অনুমান করি। ভারতের নানাস্থানে প্রাপ্ত অশোক স্তম্ভের সহিত ইহার বিলক্ষণ সাদৃশ্য রহিয়াছে। আমাদের মনে হয়, এই স্তম্ভটি মহারাজ অশোক কর্ত্তৃক ধর্ম্ম রাজিকা প্রতিষ্ঠান কালেই সংস্থাপিত হইয়াছিল এবং বৌদ্ধ-তান্ত্রিক যুগে ইহাতে মূর্ত্তিগুলি খোদিত হইয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গে এরূপ স্তম্ভ আর নাই।

ধামরাই হইতে শাকাসর অধিক দূরবর্ত্তী নহে। সুতরাং শাকাসরে প্রাপ্ত স্তম্ভটীকে ধামরাইর ধর্ম্মরাজিয়া স্তম্ভ বলিয়া গ্রহণ করা অসঙ্গত নহে। উপরোক্ত প্রমাণাবলির উপর নির্ভর করিয়া অশোক সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মপুত্রনদ পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে (১)।

মহারাজ অশোক তদীয় বিপুল সাম্রাজ্য চারিভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক অংশের জন্য এক এক জন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

---

(১) মিঃ ভিন্‌সেণ্টস্মিথ পূর্ব্বসীমা যমুনা পর্য্যন্ত নির্দ্দেশিত করিয়াছেন।
Vide map shewing the extent of Asoka's Empire in V. A. Smith's Early History of India, to face Page 150,

শাকাসর স্তম্ভ।

কমলা প্রেস, বাগবাজার, কলিকাতা।

পূর্ব্ব প্রদেশের শাসন-কর্ত্তা তোসলি নামক স্থানে অবস্থান করিয়া কলিঙ্গ প্রভৃতি নবজিত স্থানের সহিত পূর্ব্বাঞ্চল শাসন করিতেন (১)।

মহারাজ অশোকের বংশধরগণের প্রতাপ ও পরাক্রম কালক্রমে খর্ব্ব হইতে লাগিল। ফলে, অশোকের মৃত্যুর অনতিকাল পরেই মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হয়। দশমপুরুষ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে মৌর্য্যবংশ বিলুপ্ত হইল। এই সময়েই অঙ্গ এবং কলিঙ্গ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিল, এবং ইহাদের দৃষ্টান্ত অনুসারে বঙ্গদেশেও স্বাধীনতার রণভেরী বাজিয়া উঠিয়াছিল।

মৌর্য্য সাম্রাজ্য ধ্বংসের কারণ।

দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ-সৈন্য-ব্যূহের সহায়তায় যে বলদৃপ্ত প্রকাণ্ড মৌর্য্য সম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, অশোকের মৃত্যুর ৪০।৫০ বৎসর পরেই,উহা কিরূপে বিধ্বস্ত হইয়া গেল, তাহা একটি সমস্যার বিষয়। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন (২), "মৌর্য্যবংশের অধঃপতনের কারণ ব্রাহ্মণ-প্রভাব। সম্রাট অশোক স্বয়ং একজন গোড়া বৌদ্ধ হইলেও সর্ব্বধর্ম্মের প্রতিই তিনি সমভাবে সম্মান প্রদর্শন করিতেন; তাঁহার রাজত্বকালে ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রজাবৃন্দের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। তিনি "আত্ম পাষণ্ড পূজা" নিরর্থক বলিয়া বিবেচনা করিতেন। কিন্তু তাহার অপরাপর অনুশাসনগুলি হইতে জানা যায় যে, তিনি তদীয় সাম্রাজ্যে পশুবলি রহিত করিয়া ছিলেন। জীবহিংসা রহিত হইলে যজ্ঞ-পূজাদিতে বলিও রহিত হইবে, সুতরাং বলিপ্রিয় ব্রাহ্মণসমাজ জীবদুঃখকাতর সম্রাটের জীবহিংসা নিবারণের মূলে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম-

---

(১) Early History of India—V. A. Smith, Page 152.
তোসলির অবস্থান এখনও প্রকৃত রূপে নির্ণীত হয় নাই।

(২) J. A. S. B. 1910

দ্বেষী বৌদ্ধরাজার ব্রাহ্মণ নির্য্যাতনের স্পৃহা দেখিতে পাইলেন। ফলে ব্রাহ্মণ-সমাজ অশোকের এই অনুশাসনে সন্তুষ্ট হইতে পারিয়াছিলেন না। পরে আবার যখন সম্রাট "দণ্ড সমতা" ও "ব্যবহার সমতা" রক্ষার জন্য অনুশাসন প্রচার করিলেন, তখন ব্রাহ্মণ-সমাজ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। ইহার উপর অশোক ব্রাহ্মণদিগের আধিপত্য ও মাহাত্ম্যের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া "ধর্ম্ম মহা মাত্র" নামে একটি নূতন পদের সৃষ্টি করিলেন। ইহাতে সামাজিক ও নৈতিক ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যে সমুদয় বিধি ব্যবস্থা পূর্ব্বে ব্রাহ্মণদিগের হস্তে ন্যস্ত ছিল, তৎসমুদয়ের ভার এখন তাঁহাদিগের হস্তচ্যুত হইয়া পড়িল। ফলে, ব্রাহ্মণ-সমাজে বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। কিন্তু অশোকের জীবিত-কাল মধ্যে তাঁহারা কোনও উচ্চবাচ্য করিতে সাহসী হন নাই। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর হীন-বল মৌর্য্যরাজগণের শাসনসময়ে তাঁহারা মৌর্য্যরাজের প্রধান-সেনাপতি পুষ্যমিত্রকে রাজত্বের প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া রাজার বিরুদ্ধে উত্তে-জিত করিয়া তুলিল। এই সময়ে গ্রীকেরা মধ্যে মধ্যে ভারতের পশ্চিম প্রান্ত আক্রমণ করিত। একবার তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া পুষ্যমিত্র যখন পাটলীপুত্রে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন মৌর্য্যাধিপ বৃহদ্রথ তাঁহার অভ্যর্থনার্থ নগরের বাহিরে এক বিরাট সৈন্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। উৎসবের মধ্যে হঠাৎ একটি শর রাজার ললাটদেশ বিদ্ধ করিল, এবং তৎক্ষণাৎ রাজা বৃহদ্রথ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের ভক্ত সেবক পুষ্যমিত্র এইরূপে মৌর্য্যবংশের বিলোপ সাধন করিয়া ভারতের সিংহাসন হস্তগত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মালবিকাগ্নিমিত্র পাঠে জানা যায় যে, পুষ্যমিত্র সৈন্যগণ সহ পাটলীপুত্রে অবস্থান করিয়া তদীয় পুত্রকে বিদিসার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই সমুদয় বিপ্লবের মূলে ব্রাহ্মণদিগের প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে; কারণ ইহার অব্যবহিত পরেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রক্রিয়া আরম্ভ হইল। যেখান হইতে অহিংসাধর্ম্ম বিঘোষিত হইয়াছিল, অশোকের রাজধানী

সেই পাটলীপুত্রের বুকের উপর বসিয়া পুষ্যমিত্র এক বিরাট অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক অহিংসাধর্ম্মের বিরুদ্ধে ঘোষণা করিলেন (১)। তদীয় জননী প্রতিমাসে "বিদ্যাচার্য্য ব্রাহ্মণগণকে" ৮০০ সুবর্ণ মুদ্রা দান করিতে লাগিলেন। কোনও কোনও বৌদ্ধগ্রন্থে পুষ্যমিত্রকে বৌদ্ধ বিদ্বেষী বলিয়া লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ তিনি ব্রাহ্মণগণের হস্তে ক্রীড়ণক মাত্র ছিলেন। এই পুষ্যমিত্রের যজ্ঞ সম্পাদন জন্যই সুবিখ্যাত পাতঞ্জলী নিযুক্ত হইয়া ছিলেন, এবং ইহার পৃষ্ঠ-পোষকতাই তিনি তদীয় "মহাভাষ্য" রচনা করেন (২); কাম্বগণের সময়ে মনুসংহিতা বিরচিত হয়; এই সময়েই মহাভারত ও রামায়ণ বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হয় এবং নাট্যশাস্ত্র লিখিত হয়। এইরূপে অশোক যে "ভূদেব" দিগকে মিথ্যা বা অপ্রাকৃত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, তাঁহারা পুনরায় পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিকতর সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পক্ষে অন্তরায় আছে। অশোকের অনুশাসন গুলি পাঠ করিলে অশোক যে পশুবধ নিবারণ করিয়া ছিলেন, বা তিনি যে হিন্দু ধর্ম্মের বিদ্বেষ্টা ছিলেন, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় না! অশোকোৎকীর্ণ অনুশাসন গুলির মধ্যে গির্ণার গিরির প্রথম লিপিতে লিখিত "ই ধন কিঞ্চি জীবং আরভিপ্তা প্রজুহি তব্যং" উক্তিই একমাত্র পশুবধ নিবারক। কিন্তু এই উক্তি হইতেও

---

(১) মহারাজ অশোক যে সমুদয় ধর্ম্মরাজিকা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, পুষ্যমিত্র তাহার অধিকাংশই ধ্বংসমুখে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমাদের মনে হয়, তীব্রপ্রবাহা পদ্মার তরঙ্গ ভীতিই পূর্ব্ববঙ্গের ধর্ম্মরাজিকা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

(২) মহর্ষি পতঞ্জলি তদীয় মহাভাষ্যে লিখিয়াছেন;—

"অরুণৎ যবনঃ সাকেতম্
অরুণৎ যবনঃ মাধ্য মিকাম্
ইহ পুষ্প মিত্রং যজামঃ"।

যজ্ঞার্থে পশুবধ নিবারণ আদেশ যে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। কারন, এই লিপিরই অন্যত্র তাঁহার ব্যঞ্জন প্রস্তুতের জন্য প্রত্যহ তিনটি প্রাণী নিহত করিবার কথা লিখিত আছে। তাহার অভিষেকের ষড়্‌বিংশতি বর্ষে উৎকীর্ণ পঞ্চম স্তম্ভ লিপিতে অনেক গুলি জন্তুকে অবধ্য করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতেও যজ্ঞ শব্দের উল্লেখ নাই। অশোকের শিলালিপি ও স্তম্ভ লিপি পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, শ্রমণ দিগের সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য তিনি যেরূপ ব্যস্ত, ব্রাহ্মণদিগের মঙ্গলের জন্যও তিনি তদ্রূপ মনোযোগী। সমাজের উচ্চ স্তর হইতে ব্রাহ্মণদিগকে যে কখনও তিনি চ্যুত করিয়াছিলেন তাহা তাহার কোনও উক্তিতেই পরিলক্ষিত হয় না। মালবিকাগ্নি মিত্র বা মৃচ্ছকটিক নাটক মৌর্য্যযুগের শেষ নরপতি বৃহদ্রথের প্রায় ৩।৪ শত বৎসর পরে লিখিত হইয়াছে। এই সময়ে মহাযানীয় বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিকৃতি আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং ধর্ম্মের মধ্যে গ্লানি ও মলিনতা প্রবেশ করায়, তৎকালীন লেখকগণ বৌদ্ধ মত বাদের উপর হতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন, বুঝা যাইতেছে। জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের উন্নতিকল্পে ধর্ম্ম মহামাত্রগণ অশোক প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম বিধি প্রচার করিতেন। ইহা সাধু উদ্দেশ্য সন্দেহ নাই। সুতরাং এই কার্য্য যে কাহারও অপ্রীতিকর হইতে পারে, তাহা বিশ্বাস্য নহে।

কলিঙ্গ বিজয়ের পরে অশোক রাজশক্তি প্রসারের প্রতি মনোযোগী হন নাই। ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ—লোক হিতসাধনই তাহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য হইয়াছিল। তাহার ত্রয়োদশ শিলা লিপিতে লিখিত আছে, "আমার পুত্র পৌত্রগণ নূতন দেশ জয় বাসনায় মনে করিবেন না, যদি কখনও তাহারা দেশ বিজয়ে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা শমতায় ও নম্রতায় আনন্দ অনুভব করিবে। তাহারা ধর্ম্ম বিজয়কে যথার্থ বিজয় মনে করিবে, তাহাতে ইহ পরকালে সুখ হইবে।" চতুর্থ অনুশাসনে লিখিত আছে, "দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শীর

পুত্র পৌত্র এবং প্রপৌত্রগণ এই ধর্ম্মাচরণ কল্পান্ত পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করিবে। তাহারা ধর্ম্মনিষ্ঠ ও সৎস্বভাব হইয়া ইহার প্রচার করিবে। ধর্ম্মপ্রচার অতি শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। দুঃশীলের ধর্ম্মাচরণ অসম্ভব।" সুতরাং অশোকের পুত্র ও পৌত্রাদির যে দেশ বিজয়ের স্পৃহা বিলুপ্ত হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? অশোকের পৌত্র দশরথের পরে যে কয় জন মৌর্য্য রাজা মগধের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন, তাঁহাদের শৌর্য্য বীর্য্যের কোনও নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই সময়েই কলিঙ্গ, ও অন্ধ্র স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিল। সুতরাং মৌর্য্য রাজশক্তি ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল। বৃহদ্রথ অত্যন্ত দুর্ব্বল-চিত্ত ছিলেন। সুতরাং স্বীয় বিজয় গৌরবে স্ফীত তদীয় সেনাপতি পুষ্য মিত্র যে দুর্ব্বল বৃহদ্রথকে রাজসিংহাসন হইতে অপসারিত করিয়া স্বয়ং সাম্রাজ্য গ্রহণে অভিলাষী হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

এই সময়ে কিরাদিয়া প্রদেশের প্রান্তসীমায় অবস্থিত "গঙ্গে" বন্দর ভারত-প্রসিদ্ধ ছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত "পেরিপ্লস" গ্রন্থে লিখিত আছে, কিরাদিয়া প্রদেশে প্রচুর তেজপত্র উৎপন্ন হয়। উহা গঙ্গা বাহিয়া তাম্রলিপ্তিতে ও তথা হইতে ইউরোপে প্রেরিত হইয়া থাকে। এই প্রদেশের সীমান্ত স্থানে প্রতিবৎসর একটি মেলা হয়, তথায় চীনদেশের লোক আসিয়া স্বদেশজ দ্রব্যের বিনিময়ে তেজপত্র লইয়া যায়"।

গঙ্গে বন্দর

এই গঙ্গে বন্দরের অবস্থান সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। মেজর রেণেল প্রাচীন গৌড় নগরকে, ভি এন ভিল রাজমহলকে, উইলফোর্ড হুগলী-নগরীকে, হীরেন ছলিরাপুর নামক স্থানকে এবং টেইলার মুন্সীগঞ্জের সন্নিকটবর্ত্তী ধলেশ্বরী নদীর তীরস্থিত সুপ্রসিদ্ধ বারুণী মেলার স্থানকে, প্রাচীন গঙ্গে বন্দর বলিয়া প্রমাণ করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছেন। টেইলার সাহেব বারুণীমেলা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "হিন্দুরাজত্ব সময় হইতেই

এই বারুণীমেলার অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে এই স্থানের নাম ছিল (লক্ষীবাজার বা লক্ষবাজার ?)।" কোনও মহাজনের ব্যবসায়ের মূলধন লক্ষমুদ্রার ন্যূন হইলে তিনি এই স্থানে বাস করিতে পারিতেন না; ইহাই নাকি বিক্রমপুরাধিপতির আদেশ ছিল (১)। গঙ্গে বন্দর হইতে প্রবাল ও এবোল্লাই (আলাবায়ে) ডায়া ক্রোসিয়া (ডুরিদার চারখানা) প্রভৃতি উৎকৃষ্ট মসলীন বস্ত্র পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী হইত।

টলেমীর গ্রন্থে ব্রহ্মপুত্র-তীরস্থিত আস্তিবল নামক স্থানের উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। উইলফোর্ড টলেমীর লিখিত আন্তাদনকে আস্তিবলের অপর নাম বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ঢাকার দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে অবস্থিত ফিরিঙ্গি বাজার নামক স্থানকেই তিনি আস্তিবল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে সমুৎসুক। কিন্তু ডাক্তার টেইলার বলেন, "টলেমীর লিখিত আস্তিবল ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত। আটি ভাওয়াল হইতেই যে আস্তিবল নামের উৎপত্তি হইয়াছে এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। এইস্থান পূর্ব্বে আস্তোমেল (সংস্কৃত হাতিমল্ল বা হাতীবন্দ ?) নামে পরিচিত ছিল। হিন্দু নরপতিগণ এইস্থানে হস্তী ধৃত করিতেন বলিয়া এইস্থানের এবম্বিধ নামকরণ হইয়াছে। বানার এবং লাক্ষ্যা নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত একডালা নামক স্থানেই আস্তিবল অবস্থিত ছিল। এই স্থানের সন্নিকটে হাতীবন্দ নামে একটি স্থান আছে, তথায় পূর্ব্বে হিন্দু রাজাদিগের হস্তী রক্ষিত হইত।"

আস্তিবল প্রাচ্য ভারতের কুমধ্য।

ম্যাক্‌ক্রিণ্ডল আস্তিবলকে বুড়িগঙ্গার সহিত অভিন্ন মনে করেন। তিনি বলেন, তৎকালে আস্তিবলই ভারতের পূর্ব্বসীমা বলিয়া নির্দ্দেশিত হইত। প্রাচ্য ভারতের কোনও স্থানের দূরত্ব নির্দ্ধারণ করিতে হইলে আস্তিবলের

(১) ঢাকার ইতিহাস প্রথম খণ্ড।

তুলনায়ই করা হইত অর্থাৎ আস্তিবল ভারতীয় ভৌগোলিকদিগের কুমধ্য বলিয়া গণ্য ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের কুমধ্য সর্ব্বদাই উজ্জয়িনী বা অবন্তি। বিষুবদ্বৃত্তের উপর অবস্থিত বলিয়া লঙ্কাই প্রধান কুমধ্য, সেই জন্যই শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্ত বলেন :—

"রাক্ষসালয়ঃ দেবৌকঃ শৈলয়োর্মধ্যসূত্রগাঃ।
রোহিতকমবন্তী চ যথা সন্নিহিতং সরঃ॥"

মহামতি ভাস্করাচার্য্য বলেন :—

"যল্লঙ্কোজ্জয়িনী পুরোপরি কুরুক্ষেত্রাদি দেশান্ স্পৃশৎ।
সূত্রং মেরু গতং বুধৈর্নিগদিতা সা মধ্যরেখা ভুবঃ।
আদৌ প্রাগুদয়ো পরত্র বিষয়ে পশ্চাদ্ধি রেখোদয়াৎ
স্যাৎ তস্মাৎ ক্রিয়তে তদন্তর ভবং খেটৈর্ঋণং স্বং ফলম্॥"

অর্থাৎ :—"লঙ্কা, উজ্জয়িনী এবং কুরুক্ষেত্রাদি দেশকে স্পর্শ করিয়া যে রেখা মেরু পর্য্যন্ত গমন করে, পণ্ডিতেরা তাহাকেই পৃথিবীর মধ্যরেখা বলেন, এই রেখাতে যে সময়ে সূর্য্যের উদয় হয় তৎপূর্ব্বে রেখা-দেশ হইতে পূর্ব্বদেশে এবং রেখোদয়ের পরে পশ্চিম দেশে উদয় হইয়া থাকে। এই উদয়ান্তর কাল, উদয়ান্তর যোজন দ্বারা পরিজ্ঞাত হয়।" নিরক্ষ-রেখা হইতে উত্তর বা দক্ষিণে কোন এক স্থানের দূরতাকে নিরক্ষান্তর এবং মধ্যরেখা হইতে পূর্ব্ব পশ্চিমে কোন এক স্থানের দূরতাকে দেশান্তর বলা হয়। ভূমণ্ডলে নিরক্ষরেখা একাধিক নাই, কিন্তু মধ্যরেখা জ্যোতির্ব্বিদগণের ইচ্ছাও সুবিধা অনুসারে সর্ব্বত্রই কল্পিত হইতে পারে। সম্ভবতঃ এজন্যই এতদ্দেশীয় জ্যোতির্ব্বিদগণ আস্তিবল-স্পৃষ্ট রেখাকেই মধ্যরেখা বলিয়া কল্পনা করিতেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে লিখিত রাঘবেন্দ্র কবিশেখরের "ভবভূমি-বার্ত্তায়" লিখিত আছে,—

"স ব্রহ্মপুত্রং তত আজগাম বুধাষ্টমীং প্রাপ্য মধৌ মহাত্মা।
সন্তর্প্য দেবান্ সলিলৈঃ পিতৃংশ্চ স্নাত্বা প্রতস্থে প্রতিপূজ্য তীর্থম্ ॥
গ্রামং ততোঽগাৎ স সুবর্ণ নাম যত্রাপতৎসা বিষুবাখ্যরেখা।
ভুবোঽর্দ্ধভাগং স বিলোক্য সম্যক্ খেকোদয়কাস্তমনং স্থিতিঞ্চ ॥
ততোঽতিহৃষ্টঃ স্বগৃহং প্রপেদে কোটালিপাটে নবনির্ম্মিতং যৎ" ॥

অর্থাৎ "ক্রমে তিনি (গঙ্গাগতি) ব্রহ্মপুত্রে আগমন করেন। এই সময় চৈত্র মাসে বুধাষ্টমী যোগ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মপুত্রজলে দেব ও পিতৃগণের তর্পণান্তে তথায় স্নান পূজাদি নির্ব্বাহ পূর্ব্বক পুনরায় তথা হইতে অগ্রসর হইলেন। ক্রমে তিনি সুবর্ণগ্রামে আগমন করিলেন। এইস্থানে বিষুব নামক রেখা পতিত হয় বলিয়া, তিনি পৃথিবীর মধ্যভাগ, এবং নক্ষত্রের উদয়, অস্ত ও স্থিতি সন্দর্শনপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে তথা হইতে নিজ নব নির্ম্মিত কোটালি পাড়স্থ বাসগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।"

ভবভূমিবার্ত্তা

পূর্ব্বে বিক্রমপুরে পঞ্জিকা প্রস্তুত হইত এবং বিক্রমপুরের সময় দেওয়া হইত। Cadestral Survey Report হইতে জানা যায় যে উজ্জয়িনী হইতে বিক্রমপুরের দেশান্তর দুই দণ্ড চৌত্রিশ পল এবং উজ্জয়িনী হইতে কলিকাতার দেশান্তর দুইদণ্ড আট পল। বিক্রমপুরের দৃষ্টান্তানুযায়ী নবদ্বীপে পঞ্জিকা প্রস্তুত আরম্ভ হইলেও দেশান্তর আর বদল হয় নাই; উজ্জয়িনী হইতে নবদ্বীপের দেশান্তরও দুইদণ্ড চৌত্রিশ পলই স্থিরতর ছিল। কলিকাতায় পঞ্জিকা প্রস্তুত আরম্ভ হইলেও প্রচলিত পঞ্জিকা সমূহে দেশান্তর আর বদল হয় নাই, সেই দুই দণ্ড চৌত্রিশ পলই অক্ষুন্ন রহিয়া গিয়াছে। রাঘবানন্দ যে দুই দণ্ড চৌত্রিশ পল দেশান্তর স্থির করিয়াছেন, তাহা বিক্রমপুরের দেশান্তর, নবদ্বীপের বা কলিকাতার নহে।

বিক্রমপুরের পঞ্জিকা

অতি প্রাচীন কাল হইতেই বিক্রমপুরের অন্তর্গত বেড়পাড়া এবং ফতেজঙ্গপুর জ্যোতিষ আলোচনার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। মধ্যরেখা হইতে বেড়পাড়ার দেশান্তর ২দণ্ড ৩৪ পল হইয়া থাকে। "সিদ্ধান্ত রহস্য" পুথীতে লিখিত আছে :—

স্বমেরু লঙ্কান্তর ভূমি মধ্যরেখা স্বদেশান্তর যোজনং (২০০) হি যৎ।
ভুক্তিঘ্নমষ্টাত্রি হৃতং বিলিপ্তা গ্রহাদিকে প্রাক্ পরয়ো র্ঋণং স্বং॥"

উপরোক্ত প্রমাণের সাহায্যে কেহ কেহ নিজদেশের দেশান্তর ২০০যোজন ধরিয়া তাহাকে ৭৮ দ্বারা ভাগ করণান্তর দেশান্তর ২ দণ্ড ৩৪ পল দেখাইয়া থাকেন। ইহা দ্বারাই চট্টগ্রাম হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত সকল জ্যোতির্ব্বিদই বলিয়া থাকেন যে, অস্মদ্দেশের দেশান্তর ২০০ যোজন বা ২ দণ্ড ৩৪ পল। বস্তুতঃ এরূপ গণনা সমীচীন হয় না। বেড়পাড়ার যাম্যোত্তরবৃত্ত (Meridian) ঠিক মধ্যরেখা না হইলেও বঙ্গদেশে জ্যোতির্গণনার জন্য প্রধান অবলম্বন ছিল সন্দেহ নাই। ইতিহাস প্রসিদ্ধ রামপাল উহার সমসূত্রগ হইবে। ঢাকা কিছু পশ্চিমে অবস্থিত। কার্ত্তিক বারুণীর মেলার স্থান রামপাল হইতে অধিক দূরবর্ত্তী নহে। উল্লিখিত প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, হিন্দুশাসনকাল হইতেই সোনারগাঁও,

সোনারগাঁও বিক্রমপুরের মানমন্দির

বিক্রমপুর জ্যোতিষ আলোচনার কেন্দ্রস্থান ছিল এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রের উন্নতি কল্পে, নক্ষত্রাদির উদয়, অস্ত ও স্থিতি সন্দর্শনার্থ, এ অঞ্চলে মানমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। সুতরাং আমাদের বিবেচনায় ব্রহ্মপুত্র তীরবর্ত্তী প্রাচীন গঙ্গে বন্দরের সন্নিকটে এই মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং গঙ্গে বন্দরের স্থানে বা তন্নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানেই পরবর্ত্তী কালে কার্ত্তিক বারুণির মেলানুষ্ঠান আরব্ধ হইয়াছিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

গুপ্ত সাম্রাজ্য

২৯০ খৃঃ অঃ—৫৩৫ খৃঃ অঃ।

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রাচ্য ভারতে যে কতিপয় সামন্তরাজ শকাধিকার গ্রাস করিয়া স্বাবলম্বনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে গুপ্ত বংশীয় সামন্তই প্রধান। কিন্তু যে মহা সামন্ত শক প্রাধান্যের উচ্ছেদ কামনায় প্রথমতঃ অস্ত্র ধারণ করিয়া ছিলেন, তাঁহার নাম অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। গুপ্ত সম্রাট গণের শিলা লিপিতে তাঁহার "গুপ্ত" উপাধিটীই মাত্র লক্ষিত হইয়া থাকে। গুপ্তবংশীয় মহারাজ ঘটোৎকচ ২৯০ খৃষ্টাব্দে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অল্পে অল্পে যে মহাশক্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাবেই তদীয় পুত্র মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত এই সম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মৌর্য্য-সম্রাট প্রথিত-নামা চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় অত্যল্প কাল মধ্যেই অনুগঙ্গ, প্রয়াগ, অযোধ্যা ও মগধ প্রভৃতি সমুদয় জনপদ তাঁহার করতলগত হইয়াছিল (১)। তাঁহার অভিষেক কাল (৩২০ খৃঃ অঃ, ২৬শে ফেব্রুয়ারী) হইতে যে নূতন সংবৎ প্রচলিত হইয়াছিল তাহাই "গুপ্তসংবৎ" বা "গুপ্তাব্দ" নামক একটী অভিনব অব্দ গণনার আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া

ঘটোৎকচ।

চন্দ্রগুপ্ত।

---

(১) "অনুগঙ্গং প্রয়াগঞ্চ সাকেতং মগধাং স্তথা।
এতান্ জনপদান্ সর্ব্বান্ ভোক্ষ্যন্তে গুপ্ত বংশজাঃ।"
(ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ—উপসংহার পাদ)।

সুধীগণ স্থির করিয়াছেন (১)। এই সময়ে নেপালের লিচ্ছবি বংশের প্রতাপ পাটলীপুত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত সেই মহা শক্তিশালী লিচ্ছবি বংশকে পরাজয় করিয়া হিমানী-মণ্ডিত নেপালের পার্ব্বত্য প্রদেশেও তদীয় বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। লিচ্ছবিরাজ স্বীয় দুহিতা কুমার দেবীকে চন্দ্রগুপ্তের করকমলে সমর্পন করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইয়াছিলেন। অনেকে অনুমান করেন, নেপাল-বিজয়ের পরেই চন্দ্রগুপ্ত সম্রাট-পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। লিচ্ছবি-রাজকন্যা বিবাহ করিয়া চন্দ্রগুপ্তের ক্ষমতাও প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই; কারণ, পিতৃরাজ্যে কুমার দেবীর অসাধারণ প্রতিপত্তিছিল। সেজন্যই চন্দ্রগুপ্ত তদীয় প্রচলিত মুদ্রায় স্বীয়নাম, পত্নীর নাম এবং শ্বশুরকুলের নাম সংযুক্ত করিয়া মুদ্রা প্রচার আরম্ভ করেন (২)। চন্দ্রগুপ্তের একাধিক মহিষী ও একাধিক পুত্র বিদ্যমান ছিল, কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি কুমার দেবীর গর্ভজ যুবরাজ সমুদ্রগুপ্তকেই আপনার উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন।

মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত সময় বিস্তার ও শান্তি সংস্থাপনে এরূপ বিচক্ষণ ও পারদর্শী ছিলেন যে, ভারতবর্ষের প্রথিত নামা রাজন্য বর্গের মধ্যে তাঁহার আসন অতি উচ্চে সংস্থিত রহিয়াছে। বস্তুতঃ তাঁহার শৌর্য্য বীর্য্য এবং রণ-পাণ্ডিত্য অসাধারণ ছিল। পৈত্রিক সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াই তিনি পার্শ্ববর্ত্তী নৃপতিগণের রাজ্যের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। যুদ্ধেই তাঁহার আনন্দছিল, জয়াকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ছিল না। সুতরাং পর-রাষ্ট্রগ্রহণই নৃপতিগণের

মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত
৩২৬–৩৭৫

---

(১) Early History of India (2nd Ed. pp. 266) by V. A. Smith.
(২) Ibid.

কর্ত্তব্য, এই নীতির অনুসরণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এজন্যই তদীয় সুদীর্ঘ রাজত্বকালের অধিকাংশ সময়ই রাজ্য-বিস্তারে ব্যয়িত হইয়াছিল, এবং রাজ্য-জয়ের বিবরণ সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থাও হইয়াছিল। হিন্দুধর্ম্মে প্রগাঢ় অনুরক্তি এবং ব্রাহ্মণ-লভ্য বিদ্যায় অসামান্য জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও ধর্ম্মের গোড়ামি তাঁহার হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। বৌদ্ধ অশোকের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না। সেজন্যই, যে অশোক ধর্ম্মের জয়কেই প্রধান তম জয় বলিয়া মনে করিতেন, তিনি তাঁহার শিলাশাসন-স্তম্ভগাত্রের পার্শ্বৈক দেশে তদীয় পার্থিব বিজয় কাহিনীর গৌরব গাথা, সুপণ্ডিত ও কবি হরিসেন দ্বারা লিপিবদ্ধ করিতে সঙ্কুচিত হন নাই (১)।

উক্ত শিলা লিপিতে মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের অভিযান প্রসঙ্গ ব্যতীত তদীয় শাসন সময়ের অনেক প্রধান প্রধান ঘটনারও উল্লেখ রহিয়াছে। রাজকবি হরিসেন সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় যাত্রা চতুরংশিত করিয়াছেন। ১ম—দক্ষিণাপথের একাদশ সংখ্যক রাজন্যবর্গের প্রতিকূলে,—২য়—আর্য্যাবর্ত্তের নৃপতি কুলের বিরুদ্ধে (এখানে নয়জন রাজার নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, এবং আরও কতিপয় [illegible] রাজার প্রসঙ্গও উল্লিখিত হইয়াছে); ৩য়—অসভ্য বন্য সর্দ্দার দিগের প্রতিপক্ষে; ৪র্থ—সীমান্তবর্ত্তী রাজা ও রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে। কাল প্রভাবে স্থানগুলির অবস্থান্তর ও নামান্তর হওয়াতে যুদ্ধস্থান গুলির অবস্থান নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইবার উপায় নাই।

---

(১) প্রত্নতত্ত্ববিৎ বুলার সাহেব প্রতিপন্ন করিয়াছেন, উক্ত শিলালিপি পরবর্ত্তী সময়ে উৎকীর্ণ হয় নাই (J. R. A. S. 1898. p. 386)। ভাষা ও রচনা প্রণালী দৃষ্টে উহা ৩৬০ খ্রীষ্টাব্দের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বা পরে উৎকীর্ণ হইয়াছিল বলিয়াই অনুমিত হয়। এলাহাবাদের দুর্গে উক্ত শিলাস্তম্ভ সংস্থাপিত রহিয়াছে; সম্ভবতঃ উহা স্থানান্তরিত হইয়াই ঐ স্থানে সংরক্ষিত হইয়াছে (Foot note page 267 V. A. Smith's Early H. of India)।

উক্ত অশোক স্তম্ভ গাত্রে উৎকীর্ণ কবি হরিসেন বিরচিত প্রশস্তিতে লিখিত আছে,—"সমতট-ডবাক-কামরূপ-নেপাল-কর্ত্তৃপুর-আদি প্রত্যন্তভি র্মালবার্জ্জুনায়ন-যৌধেয় মাদ্রকাভির-প্রার্জ্জুন-সনকানীক-কাক-খর-পরিক-আদিভিশ্চ সর্ব্বকরদান-আজ্ঞাকরণ-প্রণামাগমন পরিতোষিত-প্রচণ্ড শাসনস্য" * * * * ইত্যাদি (১)। অর্থাৎ মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত সমতট, ডবাক, কামরূপ, নেপাল, কর্ত্তৃপুরাদি প্রত্যন্ত স্থিত রাজ্যের নৃপতিগণ দ্বারা এবং মালব, অর্জ্জুনায়ন, যৌধেয়, মাদ্রক, আভির, প্রার্জ্জুন, সনকানীক, কাক, খরপরিক প্রভৃতি জাতি কর্ত্তৃক সর্ব্বকরদান, আজ্ঞাকরণ প্রণাম ও আগমন দ্বারা পরিতুষ্ট প্রচণ্ড শাসনকারী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

অশোকস্তম্ভ গাত্রে উৎকীর্ণ কবি হরি-সেন বিরচিত প্রশস্তি

সমতট ও ডবাক প্রভৃতি রাজ্য সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যান্তর্গত ও প্রান্ত-সীমায় অবস্থিত অথবা ঐ সমুদয় রাজ্য তদীয় সাম্রাজ্যের বহিঃপ্রান্ত দেশে স্থিত ছিল এতদ্বিষয়ে মত ভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন, উপরোক্ত শাসনোল্লিখিত "প্রত্যন্ত নৃপতি ভিঃ" পদাংশের প্রকৃত মর্ম্মোদ্ঘাটন হইলেই সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের পূর্ব্ব সীমা নির্দ্ধারিত হইতে পারিবে। এতৎসম্বন্ধে ফ্লিট সাহেব বলেন, "প্রত্যন্ত নৃপতি ভিঃ—This may denote either the Kings within the frontiers of Samatata and the following countries i. e. the neighbouring Kings of those countries, or the Kings or chieftains just outside the frontiers of them. Upon the interpretation that is accepted, will depend the question whether Samudra Gupta's Empire included those

(১) Fleets Gupta Inscriptions Page 8.

countries, or whether it only extended upto, and was bounded by their frontiers." (১)। কিন্তু উপরোক্ত প্রত্যন্ত নৃপতিগণ যে সমুদ্রগুপ্তের অধীনতা স্বীকার করিয়া করপ্রদানে সম্মত ও তদীয় আজ্ঞাবহ হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। সুতরাং ঐ সমুদয় রাজ্য প্রত্যক্ষ ভাবে না হইলেও পরোক্ষ ভাবে তদীয় সাম্রাজ্যের কণ্ঠলগ্ন হইয়াছিল। ঢাকা সহরের অনতিদূরে বিভিন্ন স্থানে এবং ফরিদপুর জেলান্তর্গত কোটালীপার অঞ্চলে গুপ্ত সম্রাটগণের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে; ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, তৎকালে এতৎ প্রদেশে ঐ মুদ্রার প্রচলন ছিল এবং এতদঞ্চল গুপ্ত সাম্রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ডবাকের স্থান নির্ণয় সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। মিঃ ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ বর্ত্তমান রাজসাহী বিভাগকে ডবাক রাজ্য বলিয়া নির্দ্দেশিত করিয়াছেন (২)। মিঃ ষ্টেপেলটনের মতে, "ব্রহ্মপুত্র নদ গাড়ো পর্ব্বতের যে স্থান হইতে মোড় ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে, তথা হইতে দক্ষিণ সাহাবাজপুরের উত্তরাংশস্থিত গঙ্গাও মেঘনাদের প্রাচীন সঙ্গমস্থান এবং গঙ্গাতীরবর্ত্তী গৌড় নগরী হইতে উক্ত সংযোগ স্থান পর্য্যন্ত সমুদয় ভূভাগই ডবাক রাজ্য বলিয়া কথিত হইত" (৩)।

ডবাক

মিঃ স্মিথের নির্দ্দেশিত ভূভাগ পুণ্ড বা বরেন্দ্র বলিয়া পরিচিত। হরিসেন বিরচিত প্রশস্তিতে পুণ্ডের কোনও উল্লেখ নাই; দুর্দ্ধর্ষ পরাক্রম

---

(১) Fleet's Gupta Inscriptions No. 1. Page 8. Foot note.

(২) Vide Map shewing The conquest of Samudra Gupta & The Gupta Empire in V. A. Smith's Early History of India (second edition) to face Page 270.

(৩) J. A. S. B. 1906.

শালী মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের রাজধানীর প্রায় দ্বারদেশে অবস্থিত থাকিয়া পুণ্ড্র রাজ্য যে স্বীয় স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা সম্ভবপর নহে। উহা খাস গুপ্ত সাম্রাজ্যেরই অন্তর্ভূক্ত হইয়াছিল। এ জন্যই প্রত্যন্ত রাজ্য সমূহের উল্লেখ কালে রাজ কবি পুণ্ড্র রাজ্যের নাম করেন নাই।

ডবাক রাজ্যের নাম অন্য কোথায়ও উল্লিখিত না হইলেও উক্ত শিলালিপি হইতেই উহার স্থান নির্ণয় করা যাইতে পারে। শত বৎসর পূর্ব্বেও পাবনা, বগুড়া এবং ঢাকা জেলার মধ্যে কোনও প্রাকৃতিক সীমার অস্তিত্ব ছিল না। প্রায় শতাধিক বৎসর অতীত হইল ব্রহ্মপুত্রের স্রোতোবেগের পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়। ফলে যমুনার উদ্ভব হইয়া ময়মনসিংহের পশ্চিম প্রান্ত বিধৌত করতঃ অভিনব প্রবাহ ঢাকাও পাবনা জেলার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে। সম্ভবতঃ মিঃ স্মিথ উপরোক্ত বিষয়গুলি একেবারেই প্রণিধান করেন নাই। রাজকবি প্রত্যন্ত প্রদেশগুলির পরম্পরা রক্ষা করিয়া পর্য্যায়ক্রমে নামোল্লেখ করিয়াছেন, ইহা স্পষ্টই অনুমিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ডবাক রাজ্য এরূপ স্থানে সংস্থিত যে উহার এক প্রান্তে সমতট এবং অপর প্রান্তে কামরূপ অবস্থিত; অর্থাৎ সমতট ও কামরূপ রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগই ডবাক নামে অভিহিত হইয়াছে। সুতরাং ঢাকা জেলার উত্তরাংশকেই ডবাক বলিয়া নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ফ্লিট সাহেবের মতে ডবাক ঢাকারই নামান্তর মাত্র। এই সময়েই বঙ্গ, সমতট ও ডবাক এই দুই অংশে বিভক্ত হইয়া গুপ্ত রাজগণের সামন্ত রাজ্য রূপে পরিগণিত হইয়া পড়ে। প্রাকৃত ভাষায় "ঢক্কী প্রাকৃত" নাম দৃষ্ট হয়। "ঢক্কী প্রাকৃত" সম্ভবতঃ ঢাকা অঞ্চলে প্রচলিত দেশজ ভাষা। পূর্ব্বে

ডবাকের অবস্থান নির্ণয়।

"ডবাক" প্রদেশে যে ভাষার প্রচলন ছিল, পরবর্ত্তী কালে উহাই "ঢক্কী প্রাকৃত" বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল কিনা তাহা চিন্তনীয় বিষয় বটে!

শিলালিপি এবং আবিষ্কৃত গুপ্ত রাজগণের মুদ্রাদির বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের আয়তন ও সীমা নিম্নলিখিত রূপে নির্দ্দেশিত হইতে পারে। উত্তর ভারতের উর্ব্বরা এবং জন-বহুল সমুদয় প্রদেশই তাঁহার প্রত্যক্ষ শাসনাধীন ছিল। এই সাম্রাজ্য পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মপুত্র নদ হইতে পশ্চিমে যমুনা ও চম্বল নদী এবং উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ হইতে দক্ষিণে নর্ম্মদা নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অশোকের পরে এরূপ সুবৃহৎ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা অন্য কোনও নৃপতিই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। শিলালিপি পাঠে অবগত হওয়া যায়, গান্ধার এবং কাবুলের কুষাণ বংশীয় নৃপতিবর্গ, অক্ষাস নদী তীরবর্ত্তী মহাবল পরাক্রান্ত রাজন্যগণ এবং সিংহল প্রভৃতি দ্বীপাধিপতির সহিত ও তাঁহার রাজনৈতিক সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছিল।

দিগ্বিজয়ান্তে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিবার অব্যবহিত পরেই সমুদ্রগুপ্ত তদীয় বিজয় কাহিনী চিরস্মরণীয় এবং তাঁহার সার্ব্বভৌম রাজচক্রবর্ত্তীত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য এক বিরাট অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ছিলেন। সুঙ্গবংশীয় পুষ্যমিত্রের পরে আর কোনও নৃপতিই এরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে পারেন নাই। কথিত আছে, এতদুপলক্ষে তিনি ব্রাহ্মণ দিগকে মুক্ত হস্তে প্রভূত পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য বিতরণ করিয়া ছিলেন। এই অভিপ্রায়ে একটি পৌরাণিক আখ্যায়িকা রচিত এবং যজ্ঞোৎসৃষ্ট বেদী সমুখস্থ অশ্বের অনুরূপ প্রভূত সুবর্ণমুদ্রা প্রস্তুত ও প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার উক্ত অশ্বমেধমুদ্রা নানাস্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার সঙ্গীত চর্চ্চার প্রমাণ স্বরূপ কতিপয় সুবর্ণ মুদ্রাও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মুদ্রায় উপরে

বীণাপাণি মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছিল। সমুদ্রগুপ্ত যে কেবলমাত্র অসাধারণ বীর, যোদ্ধা ও রাজনীতি বিশারদ ছিলেন, তাহা নহে; পরন্তু কাব্য এবং সঙ্গীতালোচনায় ও তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তিনি বহু সঙ্গীতজ্ঞ এবং কাব্যামোদী ব্যক্তির আশ্রয় স্থল ছিলেন। অনেক সময়ে রাজ সভায় অধিষ্ঠিত থাকিয়া ধর্ম্ম ও শাস্ত্র সম্বন্ধীয় কূট তর্ক বিতর্কেও সময় অতিবাহিত করিতেন। কোনও কোনও পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক তাঁহাকে ভারতীয় নেপোলিয়ান বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। তাহার মৃত্যুর বৎসর স্থিররূপে নির্দ্ধারিত না হইলেও তিনি যে প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর কাল পর্য্যন্ত শাসন দণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি মহিষী দত্তদেবীর গর্ভজ পুত্র চন্দ্রগুপ্তকে তদীয় সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত করিয়া যান।

চন্দ্রগুপ্ত (২য়)।

খৃঃ অঃ ৩৭৫-৪১৩

আনুমানিক ৩৭৫ খৃঃ অব্দে, মহারাজ সমুদ্র গুপ্তের পরলোকান্তে তদীয় পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ৪১৩ খৃং অব্দ পর্য্যন্ত শাসন দণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। পিতামহের নামানুসারে ইহার নাম চন্দ্রগুপ্ত রাখা হইয়াছিল। ইতিহাসে ইনি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত নামে পরিচিত। সিংহাসনে আরোহণের কিয়ৎকাল পরে ইনি “বিক্রমাদিত্য” উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদীয় ইতিহাস আলোচনা করিলে তাঁহার এই উপাধি গ্রহণ সার্থক হইয়াছিল বিবেচিত হয়। ইনি পিতার শৌর্য্যবীর্য্য এবং যুদ্ধ প্রিয়তার ও উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন।

দিল্লীর নিকটবর্ত্তী মিহিরৌলী নামক স্থানে অবস্থিত একটি লৌহস্তম্ভে “চন্দ্র” নামধেয় একজন নৃপতির দিগ্বিজয় কাহিনী উৎকীর্ণ রহিয়াছে। এই লিপিতে উক্ত হইয়াছে, তিনি বঙ্গদেশে সমরে দলবদ্ধ শত্রুদিগকে

পরাজিত করিয়াছিলেন। কেহ কেহ গুপ্ত বংশীয় মহারাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সহিত মিহিরৌলীর লৌহস্তম্ভে উৎকীর্ণ "চন্দ্রের" অভিন্নত্ব প্রতিপাদন করিতে প্রয়াসী। মিহিরৌলী স্তম্ভ লিপিতে উক্ত হইয়াছে,—

"যস্যোদ্বর্ত্তয়তঃ প্রতীপমুরসা শত্রূন্ সমেত্যাগতান্
বঙ্গেষাহববর্ত্তিনোভি লিখিতা খড়্গেন কীর্ত্তির্ভুজে।
তীর্ত্ব্বা সপ্ত মুখানি যেন সমরে সিন্ধোর্জ্জিতা বাহ্লিকা
যস্যাদ্যাপ্যধি বাস্যতে জলনিধি র্ব্বীর্য্যানিলৈর্দ্দক্ষিণঃ॥
খিন্ন স্যেব বিসৃজ্য গাং নরপতের্গামাশ্রিত স্যেতরাং
মূর্ত্ত্যা কর্ম্ম জিতাবনিং গতবতঃ কীর্ত্ত্যা স্থিতস্য ক্ষিতৌ।
শান্ত স্যেব মহাবনে হুত ভূজো যস্য প্রতাপো মহা
ন্নাদ্যাপ্যুৎ সৃজতি প্রণাশিত রিপোর্য্যত্নস্যশেষঃ ক্ষিতিম্॥
প্রাপ্তেন স্বভুজার্জ্জিতঞ্চ সুচিরঞ্চৈকাধি রাজ্যং ক্ষিতৌ
চন্দ্রাহ্বেন সমগ্র চন্দ্র সদৃশীং বক্ত্র শ্রিয়ং বিভ্রতা।
তেনায়ং প্রণিধায় ভূমিপতিনা ধাবেন বিষ্ণৌ মতিং
প্রাংশুর্ব্বিষ্ণু পদে গিরৌ ভগবতো বিষ্ণুর্ধ্বজঃ স্থাপিতঃ॥

মিঃ প্রিন্সেপের মতে এই শিলালিপি খৃষ্টীয় তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ হইয়াছে। ডাঃ ভাউদাজি উহাকে গুপ্ত রাজগণের পরবর্ত্তী সময়ের বলিয়া অনুমান করেন। আবার, অক্ষর তত্ত্বের আলোচনা দ্বারা মিঃ ফার্গুসন ইহাকে গুপ্তবংশীয় প্রথম অথবা দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্তের সম সাময়িক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ফ্লিট সাহেব উহাকে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের শিলালিপি বলিয়া গ্রহণ করিতে সমুৎসুক হইলেও তিনি বলেন "ইহার স্বরূপ নির্ণয় অসম্ভব। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত শক-সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়া গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সুতরাং এই শিলালিপিতে শকদিগের বিষয় উল্লিখিত না হওয়ায় উপরোক্ত অনুমান সুসঙ্গত বলিয়া

গ্রহণ করিবার পক্ষে অন্তরায় রহিয়াছে। মিহিরৌলী নামক স্থানে এই স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে, সুতরাং নামের সৌসাদৃশ্য বিবেচনায় ইহা ইউয়ান চোয়াংএর অমুল্লিখিত নামা, মিহিরকুলের কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগের মধ্যে কাহারও হওয়াও অসম্ভব নহে"। কিন্তু এই অনুমান লিপির ভাষাও দ্বারা সমর্থিত হয় না। শ্বেত-হূণ-রাজ মিহিরকুল একজন পরাক্রান্ত নৃপতিছিলেন বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্র জগতের অধীশ্বর বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন না। ডাক্তার হোরণ্‌লীর মতে লিপির অক্ষরাবলি উত্তর পূর্ব্ব ভারতীয় গুপ্ত লিপিরই অনুরূপ। এরূপ অক্ষরের ভারতীয় লিপি সমূহ সমুদ্র গুপ্তের সময় হইতে স্কন্দ গুপ্তের সময় (৪৬৭ খৃষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। উত্তর-পূর্ব্ব-ভারতীয় অক্ষরের প্রায় সমুদয় খোদিত লিপি গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রধান জনপদের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, তৎপুত্র ও তৎপৌত্রের সময়েই উৎকীর্ণ হইয়াছে। এজন্য হোরণ্‌লি সাহেব নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে সমুদ্র গুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্তকেই লৌহস্তম্ভ-প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং ৪১০ খৃষ্টাব্দে লৌহস্তম্ভের নির্ম্মাণ কাল স্থির করিয়াছেন। মিঃ ভিন্‌সেণ্ট স্মিথের মতে, লৌহস্তম্ভের চন্দ্র এবং শিশু নিয়ার পর্ব্বত লিপির উল্লিখিত সিংহবর্ম্মার পুত্র মহারাজ চন্দ্রবর্ম্মা অভিন্ন হইতে পারে না। চন্দ্রবর্ম্মা আলাহাবাদের স্তম্ভের উৎকীর্ণ লিপির বর্ণিত আর্য্যাবর্ত্তের অন্যতম রাজা হওয়াই সম্ভব, তিনি কামরূপ বা আসামের রাজা হইতে পারেন। শুশুনিয়ার খোদিত লিপিতে যে পুষ্করের উল্লেখ আছে তাহা আজমীঢ়ে হওয়া অসম্ভব। স্মিথ সাহেব ডাঃ হোরণ্‌লির মতই সমীচীন বলিয়া গ্রাহ্য করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন, "মহারাজ চন্দ্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ব্যতীত অন্য কেহ হইতে পারে না। তাঁহারই সময়ে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি চরমসীমায় উঠিয়াছিল। কিন্তু ডাঃ হোরণ্‌লি যে সময় স্থির

করিয়াছেন, তাহা আরও প্রাচীন হইয়া পড়িয়াছে। ৪১৩ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যু হয়। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরবর্ত্তী লিপি অবশ্যই ৪১৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই খোদিত হওয়া সম্ভব। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পরম ভাগবত বা পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহারই স্থাপিত এই বিষ্ণুধ্বজ (লৌহস্তম্ভ)। তাঁহার পুত্র প্রথম কুমার গুপ্তও বৈষ্ণব ছিলেন। তিনিই পিতার মৃত্যুর পর বিষ্ণুধ্বজ লিপি খোদিত করাইয়াছিলেন। যখন ইহার প্রতিষ্ঠা হয় ও ইহার গাত্রে লিপি খোদিত হয়, তৎকালে স্তম্ভটী এখানে ছিলনা। এই খোদিত লিপি হইতে জানা যায়, বিষ্ণুপদ নামক গিরির উপরই প্রথমে এই স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই বিষ্ণুপদ গিরি মথুরাস্থ কোন একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ে হইবে, তথা হইতে অনঙ্গপাল দিল্লীতে আনয়ন পূর্ব্বক পুনঃ স্থাপন করেন" (১)। গৌড় রাজ মালার লেখক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় মিঃ ভিন্সেণ্ট স্মিথের মতানুসরণে ইহাকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শিলালেখ বলিয়া অনুমান করেন। তিনি বলেন, "সমুদ্র গুপ্তের মৃত্যুর পর সম্ভবতঃ বঙ্গের বা সমতটের সামন্তগণ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং সেই বিদ্রোহ দমনের জন্য সম্রাট বঙ্গদেশ আক্রমণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন (২)। প্রত্নতত্ত্ব বিৎ শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে বঙ্গবিজয়ী "চন্দ্র" ও গুপ্ত বংশীয় সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কখনই একব্যক্তি হইতে পারে না। "মিহিরৌলী বা উদয়গিরির শিলালিপি সমূহের তুলনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, উভয়ে বহু পার্থক্য আছে। মিহিরৌলী স্তম্ভ-লিপির অক্ষরগুলির বিশেষত্ব আছে। আর্য্যাবর্ত্তের

---

(১) J. R. A. S. 1899.

(২) গৌড় রাজমালা ৫ পৃষ্ঠা

পশ্চিমাংশে খৃষ্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে ব্যবহৃত অক্ষরের সহিত ইহাদের কোনই সাদৃশ্য নাই; পরন্তু, প্রথম কুমার গুপ্তের বিলসাড় স্তম্ভ লিপির অক্ষর গুলির সহিত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। মিহিরৌলী স্তম্ভ লিপি বিষ্ণুপদ গিরির উপর স্থাপিত হইয়াছিল। দুইটী বিষ্ণুপদ গিরি দেখিতে পাওয়া যায়, একটী গয়াধামে ও দ্বিতীয়টি পুষ্করে। শুশুনিয়া পর্ব্বতের খোদিত লিপি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, পুষ্করাধিপতি সিংহ বর্ম্মার (সিদ্ধ বর্ম্মা নহে) পুত্র মহারাজ চন্দ্রবর্ম্মা কর্ত্তৃক উহা খোদিত হইয়াছিল (১)। সুতরাং এই উভয় চন্দ্রবর্ম্মাই এক ব্যক্তি এবং বিষ্ণুপদ গিরি পুষ্করে হওয়াই অধিক সম্ভব। সিংহ বর্ম্মার পুত্র কিরূপে সমুদ্রগুপ্তের পুত্র চন্দ্রগুপ্তের সহিত অভিন্ন হইতে পারেন তাহা আমাদের বোধগম্য নহে। মিহি-রৌলী স্তম্ভলিপি ও শুশুনিয়া-শিলালিপি উভয়ই বৈষ্ণব-খোদিত-লিপি। প্রথমটি ভগবান বিষ্ণুর ধ্বজ এবং দ্বিতীয়টি চক্র স্বামীর দাসগণের অগ্রণী কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত। অক্ষর-তত্ত্বের প্রমাণানুসারে শুশুনিয়ার শিলালিপি খৃষ্টিয় চতুর্থ শতাব্দীর পরবর্ত্তী হইতে পারে না (২)। লৌহস্তম্ভের খোদিত লিপির অক্ষর শুশুনিয়া-খোদিত লিপির অনুরূপ (৩)।

---

(১) পূজ্যপাদ মহামহো পাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় শুশুনিয়া খোদিত লিপির নিম্নলিখিত পাঠোদ্ধার করিয়াছেন :—

১। "চক্র স্বামীন: দাস (+) (ং) গ্রেণ (+) তি সৃষ্টঃ

২। পুষ্করণাধি পতের্ম্মহারাজ শ্রী সিংহ বর্ম্মণঃ পুত্রস্য

৩। মহারাজ শ্রীচন্দ্র বর্ম্মণঃ কৃতিঃ

অর্থাৎ চক্র স্বামীর দাসগণের অগ্রণী কর্ত্তৃক উৎসর্গীকৃত পুষ্করণাধিপতি মহারাজ শ্রীসিংহ বর্ম্মার পুত্র মহারাজ শ্রীচন্দ্র বর্ম্মার অনুষ্ঠান"।

(২) প্রবাসী ভাদ্র ১৩১৯।

(৩) প্রবাসী ফাল্গুন ১৩২০

শুশুনিয়া-শিলালিপিতে পুষ্করণ বা পুষ্করণা নামক দেশের উল্লেখ রহিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ভট্ট ও চারণ গণের গ্রন্থে বর্ত্তমান মারোয়াড় রাজ্যের কিয়দংশের প্রাচীন নাম পোক-রণা বা পুষ্করণা বলিয়া উল্লিখিত রহিয়াছে, দেখিয়াছেন। কতিপয় বৎসর অতীত হইল পূজ্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয় মালবদেশের মন্দসোর নগরে একখানি খোদিত লিপি আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং তাহারই সাহায্যে শুশুনিয়ার খোদিত লিপির রহস্যভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। উক্ত খোদিত লিপি হইতে জানাযায়, ৪৬১ বিক্রমাব্দে বা ৪০৪ খৃঃ অব্দে দশপুরে (মন্দসোরে) জয় বর্ম্মার পৌত্র, সিংহ বর্ম্মার পুত্র নরবর্ম্মা নামক একজন নৃপতি বর্ত্তমান ছিলেন। গুপ্ত বংশীয় সম্রাট কুমার গুপ্তের সামন্ত রাজা মালবাধিপতি বন্ধুবর্ম্মা, নরবর্ম্মার বংশ সম্ভূত। সুতরাং মন্দসোর-লিপি এবং শুশুনিয়ার খোদিত লিপি পাঠে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে মালবরাজ সিংহ বর্ম্মার পুত্র শুশুনিয়ার খোদিত লিপির লিখিত পুষ্করণাধিপতি মহারাজ চন্দ্রবর্ম্মা। সম্রাট সমুদ্র গুপ্ত দিগ্বিজয় কালে এই চন্দ্র বর্ম্মাকে পরাজিত করিয়াছিলেন (১)। সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে চন্দ্রবর্ম্মা দিগ্বিজয় মানসে বঙ্গদেশে উপনীত হইলে বঙ্গবাসীগণ সমবেত হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। সম্ভবতঃ তৎকালে গুপ্তবংশীয় প্রথম সম্রাট, প্রথম চন্দ্রগুপ্ত অথবা তদীয় পিতা মহারাজ ঘটোৎকচ চন্দ্রবর্ম্মার নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন এবং শুশুনিয়া পর্ব্বতে তদীয় দিগ্বিজয় কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন; পরে, মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত চন্দ্রবর্ম্মাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরবর্ম্মাকে সিংহাসন প্রদান করিয়া ছিলেন।

---

(১) "রুদ্রদেব মতিল নাগদত্ত চন্দ্রবর্ম্ম গণপতি নাগ নাগ সেনাচ্যুত নন্দি বলবর্ম্মাদ্য নেকার্য্যাবর্ত্তরাজ প্রসভোদ্ধরণৈর্দ্বৃত্ত প্রভাব মহতঃ"।

স্বয়ং পরম বৈষ্ণব হইলেও মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত বৌদ্ধ এবং জৈন দিগের প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার বা অসম্মান প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহার রাজত্ব সময়ে চীন দেশীয় পরিব্রাজক ফাহিয়ান বৌদ্ধধর্ম্মের গ্রন্থ এবং প্রবাদাদি সংগ্রহ করিবার জন্য ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। এবং তদীয় ভ্রমণের শেষ দুই বৎসর (৪১১-৪১২ খৃষ্টাব্দ) তাম্রলিপ্তি বন্দরে অবস্থিতি করিয়া বৌদ্ধ গ্রন্থের প্রতিলিপি প্রস্তুত করণে এবং দেবমূর্ত্তির চিত্র সঙ্কলনে নিরত ছিলেন। প্রায় চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করিবার পর ৪১৩ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মল্ল যোদ্ধার এবং সিংহ বাহিনী মূর্ত্তিবিশিষ্ট বহু-মুদ্রা প্রচারিত হইয়াছিল।

মহারাজাধিরাজ আদিত্য সেনের পূর্ব্বপুরুষ কৃষ্ণগুপ্ত এবং কান্যকুব্জা-ধিপতি মৌখরী বংশীয় হরিবর্ম্মা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক। এই হরিবর্ম্মা গুপ্তবংশীয় জয়গুপ্তের কন্যা জয়স্বামির পানিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর রাজ মহিষী ধ্রুব দেবীর গর্ভজাত তনয় কুমার গুপ্ত সাম্রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিলেন (১)। ইহার প্রপৌত্রের ও এই নাম রাখা হইয়াছিল বলিয়া ইতিহাসে ইহাকে প্রথম কুমার গুপ্ত নামে পরিচিত করা হয়। ইহার সমসাময়িক যে সমুদয় লিপি ও মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হয় যে ইনিও দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন ও সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইনিও অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ১১৩ গুপ্ত

প্রথম কুমারগুপ্ত।
৪১৩-৪৫৫

(১) বামন প্রণীত কাব্যালঙ্কার সূত্রে লিখিত আছে :—

"সোহয়ং সম্প্রতি চন্দ্রগুপ্ত তনয়ঃ চন্দ্রপ্রকাশ যুবা।
জাতো ভূপতি রাশ্রয়ঃ কৃতধিয়াং দিষ্ট্যাকৃতার্থ শ্রমঃ"।

অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্ত তনয় যুবক চন্দ্রপ্রকাশ বিবুধ মণ্ডলীর আশ্রয় স্থল, ইহার পরিশ্রম সফল হইয়াছে"। ইহা দ্বারা পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অনুমান

সম্বতে (৪৩২ খৃঃ অব্দে) উৎকীর্ণ কুমারগুপ্তের সময়ের একখানি তাম্রশাসন রাজসাহী জেলার অন্তর্গত ধানাইদহগ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং যজ্ঞোৎসৃষ্ট বেদী-সম্মুখস্থ অশ্বের মূর্ত্তি সম্বলিত মুদ্রা ঢাকার সন্নিকটবর্ত্তি মানেশ্বর গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে। মহারাজ কুমার গুপ্তের রাজ্যকাল পূর্ণ হইবার অত্যল্পকাল পূর্ব্বে প্রবল পরাক্রান্ত পুষ্যমিত্রবংশের সহিত ইহার তুমুল সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। প্রথমে পুষ্যমিত্রগণই যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন কিন্তু যুবরাজ স্কন্দ গুপ্তের অতুল প্রতাপ এবং অসামান্য রণকৌশলে বিজয়লক্ষ্মী অবশেষে গুপ্ত সম্রাটেরই অঙ্কশায়িনী হইয়াছিল। কৃষ্ণগুপ্তের পুত্র শ্রীহর্ষগুপ্ত এবং মৌখরী হরি বর্ম্মার পুত্র আদিত্য বর্ম্মা ১ম কুমারগুপ্তের সমসাময়িক। আদিত্যবর্ম্মা শ্রীহর্ষের কন্যা হর্ষ গুপ্তাকে বিবাহ করেন।

প্রবল পরাক্রান্ত গুপ্ত সম্রাটগণের শাসনাধীন আর্য্যাবর্ত্ত যে কোনও দিন বিদেশীয় জাতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবে, তৎকালে কেহ তাহা কল্পনাও করিতেপারে নাই। কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের দেহাবসান হইলে যখন কুমার গুপ্ত পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন সেই সময়ে হূণগণ ধীরে ধীরে পঞ্চনদ, কাশ্মীর, দরদ ও খসদেশ আক্রমণ করিয়া উহা শ্মশানে পরিণত করিতে লাগিল। প্রবল পরাক্রান্ত এই হূণ জাতির সম্মুখে গান্ধারের কুষাণ রাজ্য স্বীয় স্বাতন্ত্র্যরক্ষা করিতে পারিল না। বাহ্লীক ও কপিশাও হূণগণের

করেন যে চন্দ্রগুপ্তের চন্দ্রপ্রকাশ এবং বালাদিত্য (কুমার গুপ্ত) নামক দুই পুত্র ছিল। বালাদিত্য বৌদ্ধদিগকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পরে পিতৃসিংহাসন লইয়া উভয় ভ্রাতার মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে চন্দ্র প্রকাশ পরাজিত হন এবং বালাদিত্য সিংহাসনে আরোহণ করেন (J. A. S. B. 1905)। কিন্তু এই বিষয়ের ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। আবার কেহ কেহ বলেন, চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যু হইলে চন্দ্রপ্রকাশই কুমারগুপ্ত নাম ধারণ পূর্ব্বক পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা হইলে "কৃতার্থ প্রমঃ" শ্লোকের সার্থকতা থাকে না।

পদানত হইল। পরাক্রান্ত হূণগণ যখন গুপ্ত সাম্রাজ্যের পশ্চিমপ্রান্ত আক্রমণ করিল তখন সম্রাট বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছেন। কুমার স্কন্দগুপ্ত তৎকালে মথুরার শাসনকর্ত্তা রূপে বিরাজিত। কিন্তু স্কন্দগুপ্তের অসীম রণনৈপুন্যও হূণগণের শক্তি পর্য্যুদস্ত করিতে সক্ষম হইল না। মথুরা শত্রুসৈন্যের করকবলিত হইল। পাটলীপুত্র নগরী ও উহাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়া ছিলনা।

৪৫৫ খৃঃ অব্দে কুমার গুপ্তের মৃত্যু হইলে যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত সম্রাট উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালীপাড় নামক স্থানে স্কন্দগুপ্তের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইনি যেমন অসাধারণ ধীর তেমনই রণনীতি বিশারদ পণ্ডিত ছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় ইনিও বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্ব সময়ে মধ্য-এসিয়া-বাসী হূণগণ প্রলয় প্লাবনের মত সমগ্র উত্তরাপথে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ইহাদিগের উপদ্রবে কত সুশস্য শ্যামল ক্ষেত্র, কত সমৃদ্ধ নগর যে ভীষণ শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। সম্রাট স্কন্দগুপ্ত প্রথম বারের আক্রমণকারিগণকে পরাভূত করিয়া সাম্রাজ্য রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় বারের আক্রমণে উহারা পঞ্জাবের উত্তর পশ্চিম সীমান্তবর্ত্তী গান্ধারাধিপতি কুষাণ বংশীয় রাজাকে পরাজিত করিয়া ক্রমশঃ মধ্যপ্রদেশের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে এবং আনুমানিক ৪৭০ খৃষ্টাব্দে স্কন্দগুপ্তের রাজ্যের দ্বারদেশ আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। এবার তিনি উহাদিগের গতির প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইলেন না। হূণদিগের সহিত যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে তাঁহাকে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল, অনুমিত হয়; কারণ তদীয় রাজত্বের প্রথমভাগে প্রচারিত যে সমুদয়

স্কন্দগুপ্ত। ৪৫৫-৪৮০

সুবর্ণ মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা গুরুত্বে ও সৌন্দর্য্যে প্রাচীন গুপ্ত সম্রাট গণের প্রচারিত মুদ্রার অনুরূপ হইলেও শেষভাগের প্রচারিত মুদ্রা গুলিতে সুবর্ণের ভাগ ১০৮ হইতে ৭৩ গ্রেণে নামিয়া আসিয়াছিল। হূণদিগের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্য ধ্বংসমুখে পতিত হয়। স্কন্দ গুপ্তের উত্তরাধিকারিগণ তেমন যোগ্য লোক ছিলেন না। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে হূণনায়ক তোরমাণ সাহ এই সাম্রাজ্যের পশ্চিমার্দ্ধ অধিকার করিয়া লইয়া ছিলেন। কিন্তু ইহার পরেও কিছুদিন পর্য্যন্ত গুপ্তরাজগণ ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

শ্রীহর্ষগুপ্তের পুত্র ১ম জীবিত গুপ্ত এবং আদিত্য বর্ম্মার তনয় ঈশ্বর বর্ম্মা ইহার সমসাময়িক।

৪৮০ খৃষ্টাব্দের সমকালে স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুহয়। ইহার কোন পুত্রসন্তান না থাকায় ইহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাণী আনন্দের পুত্র পুরগুপ্ত মগধ ও পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটী প্রদেশের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার সময়ের যে কয়েকটী সুবর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার পশ্চাদ্দিকে "প্রকাশাদিত্য" কথাটি লিখিত আছে। উহা

পরবর্ত্তী গুপ্ত রাজগণ।

পুরগুপ্তের উপাধি বলিয়া পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহার মাতার নাম অনন্তদেবী; সম্ভবতঃ ইনি মৌখরী অনন্ত বর্ম্মার তনয়া। ইনি সম্ভবতঃ ৪৮০ খৃঃ অব্দ হইতে ৪৯০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই সময়ে তদীয় সেনাপতি ভট্টার্ক বল্লভী জয় করেন। পূর্ব্বমালবাধিপতি বুধগুপ্ত তাঁহার সমসাময়িক। বুধগুপ্তের অধীনে মাতৃবিষ্ণু ও ধন্যবিষ্ণু ইরাণ প্রদেশের সিংহাসনে সমারূঢ় ছিলেন। এই ধন্যবিষ্ণুর সময়েই, আনুমানিক ৪৯০ খৃষ্টাব্দে হূণরাজ তোরমান শাহ রাজপুতনা ও মালব প্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ৪৮৫ খৃষ্টাব্দে

পুরগুপ্তের মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়াও কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন, কিন্তু এখনও এই বিষয়ের মীমাংসা হয় নাই।

মিঃ এলেন বলেন (১), "পুরগুপ্তের যে সমুদয় মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে একটির পশ্চাদ্ভাগে "শ্রীবিক্রমঃ" এই কথা কয়টি লিখিত আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং অন্যান্য গুপ্ত রাজগণের ন্যায়, পুরগুপ্তের "আদিত্য" উপাধি-যুক্ত নাম "বিক্রমাদিত্য" ছিল বলিয়াই মনে হয়।" পরমার্থ-বিরচিত বসুবন্ধুর জীবনী পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, অযোধ্যাধিপতি বিক্রমাদিত্য, বসুবন্ধুর উপদেশে সদ্ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং তিনি স্বীয় রাজ্ঞী ও যুবরাজ বালাদিত্যকে বসুবন্ধুর নিকটে শিক্ষালাভের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন; পরে, বালাদিত্য পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া বসুবন্ধুকে রাজসভায় আহ্বান করিয়াছিলেন। তাহা হইলে, গুপ্তরাজগণ মধ্যে "প্রকাশাদিত্য" উপাধি কাহার ছিল, তাহা বিবেচ্য বিষয় বটে। প্রকাশাদিত্য, সম্ভবতঃ স্কন্দগুপ্তের পুত্র বা উত্তরাধিকারী ছিলেন। তিতরি-মুদ্রার ন্যায় অপর কোনও তাম্রশাসন, শিলালিপি বা প্রমাণের অভাবেই পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, স্কন্দগুপ্তের পরে তদীয় ভ্রাতা পুরগুপ্তই সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মল্লযোদ্ধার প্রতিমূর্ত্তিযুক্ত যে সমুদয় মুদ্রা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কতকগুলিকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। এই সমুদয় মুদ্রার ওজন ১৪৪ গ্রেণ অপেক্ষাও অধিক। এত ভারি মুদ্রা স্কন্দগুপ্তের রাজত্বের পূর্ব্বে ব্যবহৃত হয় নাই। এই মুদ্রাগুলির অপর পৃষ্ঠ-দেশে, রাজ-মূর্ত্তির পাদদ্বয়ের মধ্যে, "ভা" এই কথাটি লিখিত রহিয়াছে। এবম্বিধ চিহ্নও স্কন্দগুপ্তের পূর্ব্বে ব্যবহৃত হয় নাই। মুদ্রাগুলির পশ্চাদ্দিকের অক্ষর গুলি অস্পষ্ট; কিন্তু উহার প্রথমে

(১) Allan's Catalogue of Indian Coins Pages Li-Liii.

"পর" এবং শেষে "আদিত্য" শব্দ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়; সুতরাং উহা ভারি ওজন-বিশিষ্ট স্কন্দগুপ্তের মুদ্রার অনুরূপ। আকৃতি ও বিশুদ্ধতার হিসাবে এই মুদ্রাগুলিকে অধিকতর পরবর্ত্তী বলিয়া মনে হয় না; সম্ভবতঃ নরসিংহ গুপ্তের পরবর্ত্তী হইবে না। মুদ্রার এক পৃষ্ঠে, রাজার হস্তের নিম্নে, "চন্দ্র" এই কথাটি লিখিত আছে। চন্দ্রগুপ্তের স্থলেই সংক্ষিপ্তভাবে চন্দ্র শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু পশ্চাদ্দিকে "শ্রীবিক্রমঃ" বা "শ্রীবিক্রমাদিত্যঃ" স্থলে "শ্রীদ্বাদশাদিত্যঃ", শব্দ লিখিত রহিয়াছে। মিঃ র‍্যাপসন্ "শ্রীদ্বাদশাদিত্য" পাঠোদ্ধার করিয়াও উহা গ্রহণ করিতে ইতঃস্তত করিয়াছেন কেন জানি না (১)। এই মুদ্রাগুলি যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের নহে, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। উহা নিশ্চয়ই চন্দ্রগুপ্ত নামধেয় পরবর্ত্তী গুপ্তরাজগণ মধ্যে কাহারও হইবে। এই গুপ্ত নৃপতিকে "তৃতীয় চন্দ্রগুপ্ত দ্বাদশাদিত্য" বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। সেণ্টপিটার্সবর্গ মিউজিয়মে গুপ্তবংশীয় ঘটোৎকচগুপ্তের মুদ্রা রক্ষিত আছে (২)। সুতরাং পরবর্ত্তী গুপ্তরাজগণ মধ্যে প্রকাশাদিত্য, ঘটোৎকচ ও তৃতীয় চন্দ্রগুপ্তের সত্তা অবগত হওয়া যায়। ইহাতে মনে হয়, স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালে তদীয় ভ্রাতা পুরগুপ্ত, স্কন্দগুপ্তের পশ্চিম-ভারতে অবস্থানের সুযোগে, বিদ্রোহী হইয়া পূর্ব্ব-ভারতে এক অভিনব রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ভিতরি রাজমুদ্রায় পুরগুপ্তের অধঃস্তন বংশের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; সুতরাং উপরোক্ত রাজত্রয় যে স্কন্দগুপ্তের অধঃস্তনবংশীয়, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। খুব সম্ভব, পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগে গুপ্তবংশীয় রাজগণ দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে অপর কোনও অভিনব প্রমাণ আবিষ্কৃত হইলে প্রমাণিত হইবে যে, পুরগুপ্তের বিদ্রোহ,

---

(১) Num. Chron. 1891. P. 57.

(২) Allan's Catalogue of Indian Coins Page Liv.

স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পূর্ব্বেই সংঘটিত হইয়াছিল। হোরণ্‌লি সাহেব স্কন্দ-গুপ্তের মৃত্যুকাল ৪৮৫ খৃষ্টাব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (১)। মিঃ স্মিথও উহাই প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন (২)। মুদ্রাতত্ত্বের আলোচনায়ও প্রতিপন্ন হয় যে স্কন্দগুপ্তের মৃত্যু ৪৮৫ খৃষ্টাব্দের সন্নিকট-বর্ত্তি কোনও সময়েই সংঘটিত হইয়াছিল। পুরগুপ্তের মহিষীর নাম মহাদেবী শ্রীবৎস দেবী।

পুরগুপ্ত পরলোক গমন করিলে, তদীয় পুত্র নরসিংহগুপ্ত "বালাদিত্য" নাম পরিগ্রহ করিয়া, সিংহাসনে আরোহণ করেন। পরমার্থের লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, স্কন্দগুপ্তের ন্যায় ইনিও বসুবন্ধুকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। বসুবন্ধুর শিক্ষাপ্রভাবে বালাদিত্য বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত হইয়া উঠেন, এবং সে জন্যই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান শিক্ষা-স্থান মগধের সন্নিকটবর্ত্তী নালন্দাতে কারুকার্য্যখচিত সুন্দর একটি স্তুপ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

নরসিংহগুপ্তের রাজত্ব কতকাল স্থায়ী হইয়াছিল, তাহা জানা যায় না। মিহিরকুল ৫১০ খৃষ্টাব্দে পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করেন (৩) [ডাঃ হোরণ্‌লির মতে মিহিরকুলের সিংহাসন প্রাপ্তি ৫১৫ খৃষ্টাব্দে হইয়াছিল (৪)]। মন্দসোর-লিপি হইতে জানা যায় যে, মিহিরকুল ৫৩৩-৩৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই যশোধর্ম্মনের হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন [ডাঃ হোরণ্‌লি মিহিরকুলের পরাজয় ৫২৫ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (৫)]। তাহা হইলে, ইহার পূর্ব্বেই নরসিংহগুপ্ত মিহির-

(১). J. A. S. B. 1889 Page 96.
(২). Vincent Smith's Early History of India Page 293.
(৩), Vincent Smith's Early History of India Page 298,
(৪). Indian Antiquary 1889 Page 230.
(৫). J. R. A. S. 1909 Page 131.

কুলকে পরাজিত করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ৫৩০ খৃষ্টাব্দে অথবা তৎ-সমীপবর্ত্তি কোনও সময়ে নরসিংহগুপ্ত মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছিলেন। ভিতরি রাজ-মুদ্রার ফ্লিট সাহেবের পাঠোদ্ধার হইতে জানা গিয়াছে যে, বালাদিত্য-মহিষীর নাম মহালক্ষ্মীদেবী (১)। এই মহালক্ষ্মীদেবীর গর্ভেই দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের জন্ম হয়।

কালীঘাটে গুপ্তরাজগণের যে সমুদয় মুদ্রাপ্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার অধিকাংশই নরসিংহগুপ্ত এবং দ্বিতীয় কুমার গুপ্তের মুদ্রা। ঐ মুদ্রাগুলির মধ্যে কতকগুলি মুদ্রায় রাজার হস্তের নিম্নে "বিষ্ণু" এই শব্দটি লিখিত আছে। সম্ভবতঃ ঐ মুদ্রাগুলি গুপ্তবংশীয় বিষ্ণুগুপ্তের মুদ্রা। ইনি দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের পরেই সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিষ্ণুগুপ্ত "চন্দ্রাদিত্য" নাম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, কারণ ইহার মুদ্রার পশ্চাদ্দিকে "চন্দ্রাদিত্য" শব্দ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ডাঃ হোরণ্লি এই মুদ্রাগুলিকে যশোধর্ম্মনের মুদ্রা বলিয়া মনে করেন। তিনি মুদ্রার পশ্চাদ্দিকের শব্দটি "ধর্ম্মাদিত্য" বলিয়া পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই শব্দটি ধর্ম্মাদিত্য নহে, চন্দ্রাদিত্যই বটে। মুদ্রাগুলি যে গুপ্তরাজগণেরই অনুরূপ তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

পুরগুপ্তের মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্র নরসিংহ, বালাদিত্য নাম পরিগ্রহ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মে ইহার অনুরাগ ছিল বলিয়া, ইনি নালন্দে একটা বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব-মালবাধি পতি ভানুগুপ্ত ইহার সমসাময়িক। ৫৩০ খৃষ্টাব্দের সমকালে বালাদিত্যের মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্র কুমার গুপ্ত সিংহাসন লাভ করেন। সম্ভবতঃ ইনিই গুপ্তবংশীয় শেষ সম্রাট। ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইনি পরলোক গমন করেন। ইহার পরে যে একাদশ জন গুপ্ত রাজগণের নাম পাওয়া

(১). Indian Antiquary 1890 Page 227.

গিয়াছে, পুরাতত্ত্ব বিদ্‌গণ তাহাদিগকে মগধের গুপ্ত-রাজ বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। কিন্তু মগধেরও সমুদয় ভূভাগ তাঁহাদিগের অধিকার ভুক্ত ছিল বলিয়া মনে হয় না। মৌখরী নামক অপর এক রাজবংশও তৎকালে ঐ স্থানের একাংশে রাজত্ব করিতেন।

অপসড় গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত, আদিত্যসেন কর্তৃক বিষ্ণুমন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে উৎকীর্ণ প্রশস্তিতে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের পরিচয় এইরূপ লিখিত আছে:—মহারাজা কুমারগুপ্ত, তৎপুত্র শ্রীহর্ষগুপ্ত, তৎপুত্র ১ম জীবিত গুপ্ত, তাঁহার একমাত্র পুত্র কুমার গুপ্ত; ইনি ঈশান বর্ম্মাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। কুমারগুপ্তের পুত্র রাজশ্রী দামোদর গুপ্ত; ইনি হূণ-ঘেষ্টা মৌখরী দিগকে সমরে পরাজয় করেন। তাঁহার পুত্রের নাম মহাসেন গুপ্ত, ইনিও মৌখরিরাজ সুস্থিত বর্ম্মাকে পরাজয় করিয়া জয়শ্রী অর্জ্জন করিয়াছিলেন। বীরবর মাধবগুপ্ত ইহার পুত্র। ইনিই হর্ষদেবের সহচর এবং আদিত্য সেনের পিতা।

কানিংহাম, ফ্লিট, ডাক্তার হোরণ্লি, বেল্‌ডেন, স্মিথ প্রভৃতি পুরাতত্ত্ব-বিদ্‌গণ সিদ্ধান্ত করেন যে, গুপ্ত সম্রাটগণ যখন মগধে বিদ্যমান ছিলেন, সেই সময় হইতেই আদিত্য সেনের পূর্ব্বপুরুষগণ পশ্চিম মগধে রাজত্ব করিতেন। সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর ৬৭১ খৃষ্টাব্দে, কৃষ্ণগুপ্তের অধঃস্তন পুরুষ আদিত্যসেন, স্বাধীনতা অবলম্বন পূর্ব্বক মহারাজাধিরাজ উপাধিতে ভূষিত হন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্যের দেহান্ত হইলে গুপ্তবংশীয় মাধবগুপ্ত এবং তদীয় পুত্র আদিত্য সেন মগধে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ৬৭১ খৃষ্টাব্দে আদিত্য সেন "মহারাজাধিরাজ" উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। আদিত্য সেনের পুত্র দেবগুপ্ত এবং প্রপৌত্র দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তেরও "মহারাজাধিরাজ" উপাধি পরিলক্ষিত

হয়। দেবগুপ্তের ভগ্নি দেবগুপ্তার সহিত মৌখরী-রাজ ভোগবর্ম্মার, এবং ভোগবর্ম্মার কন্যা, আদিত্যসেনের দৌহিত্রী বৎসদেবীর সহিত নেপালের লিচ্ছবিরাজ শিবদেবের বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া দ্বিতীয় জয়দেবের শিলা-লিপিতে বর্ণিত আছে (১)। মগধেও গৌড়মণ্ডলে এই পরবর্ত্তী গুপ্ত সম্রাটগণের প্রভাব অপ্রতিহত হইলেও পূর্ব্ববঙ্গে উঁহাদিগের আধিপত্য বিস্তার লাভ করিয়াছিল কিনা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

গুপ্ত সাম্রাজ্য ধ্বংসের কারণ।

খৃষ্টিয় ৫ম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত গুপ্ত সম্রাটগণ অমিত-বিক্রমে শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন। তৎকালে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে ব্রাহ্মণ প্রাধান্যই সুপ্রতিষ্ঠিতছিল, এবং গুপ্ত-সম্রাটগণও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম-বিস্তারে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। কিন্তু খৃষ্টিয় ৫ম শতাব্দীর শেষপাদে স্কন্দগুপ্ত পেশাবর হইতে বৌদ্ধাচার্য্য বসুবন্ধুকে নিজ সভায় আহ্বান করিয়া রাজ সম্মানে বিভূষিত ও স্বয়ং বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরাগ প্রকাশ করিলে সমগ্র ব্রাহ্মণ সমাজ বিচলিত হইয়া উঠে। ফলে ইহারা পুষ্যমিত্র বংশের শরণাপন্ন হইয়াছিল। পুষ্যমিত্রগণ ও এই সুযোগে তাঁহাদিগের প্রণষ্ট গৌরবের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে বদ্ধ পরিকর হইলেন। প্রথমে তাঁহারা গুপ্তবাহিনী পরাজিত ও গুপ্ত সাম্রাজ্যের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থানচ্যুত করিতে সমর্থ হইলেও স্কন্দগুপ্তের সুকৌশলে এবং রণনিপুণতায় পুষ্যমিত্রগণের সমুদয় উদ্যম ব্যর্থ হইয়াছিল। কিন্তু পুষ্যমিত্রগণ গুপ্ত সম্রাটের নিকট পরাজিত হইলেও, তোরমাণ ও মিহিরকুল প্রমুখ শক ক্ষত্রিয়গণের

---

(১) "দেবী যাহ বলাঢ্য মৌখরীকুল শ্রীবর্ম্মচূড়ামণি
খ্যাতিহ্রেপিত-বৈরিভূপতিগণ-শ্রীভোগবর্ম্মোদ্ভবা।
দৌহিত্রী মগধাধিপস্য মহতঃ-আদিত্য সেনস্য যা
বূঢ়া শ্রীরিব তেন সা ক্ষিতিভুজা শ্রীবৎসদেব্যাদরাৎ
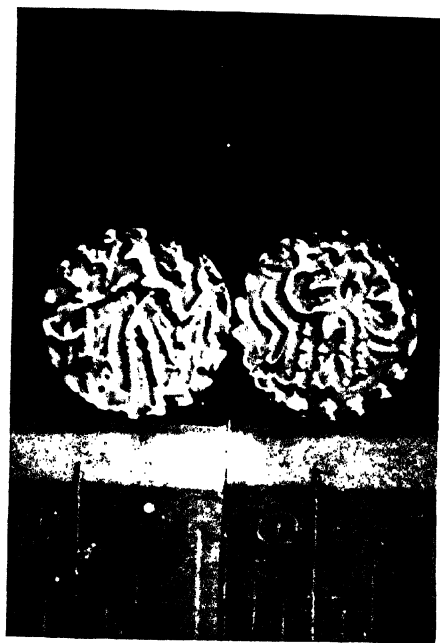
ভীষণ অত্যাচারে গুপ্তসাম্রাজ্য জর্জ্জরিত ও ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছিল। এই উভয় শত্রুর প্রচণ্ড আক্রমণে গুপ্তসাম্রাজ্যের যেরূপ শক্তিক্ষয় হইয়াছিল, তাহা আর পূরণ হইল না। সুযোগ পাইয়া অধীন সামন্তগণ ধীরে ধীরে মস্তকোত্তলন পূর্ব্বক স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে লাগিল। মালবাধিপতি যশোধর্ম্মন অত্যল্পকাল মধ্যে, পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র ও পশ্চিমে আরব সমুদ্রতীরবর্ত্তী সমুদয় ভূভাগ, হস্তগত করিয়া বসিলেন। সুরাষ্ট্র অঞ্চলে মৈত্রক বংশও শক্তি সঞ্চয় পূর্ব্বক শাসন বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ফলে হীনবল গুপ্ত সম্রাট-গণের শ্লথকর-ধৃত শাসন হইতে ক্রমে ক্রমে সকল অধিকারই বিচ্যুত হইতে লাগিল। পাটলীপুত্রবাসী গুপ্ত-সম্রাট-বংশীয় কেহ কেহ গৌড় ও বঙ্গে আসিয়া আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ-গণের ষড়যন্ত্রে, গুপ্ত ও বর্দ্ধন সাম্রাজ্য ধ্বংস হইল দেখিয়া, মগধ ও গৌড়ের গুপ্তরাজগণ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরবর্ত্তী গুপ্তরাজগণের অধিকারকালে, প্রাচ্য ভারতে তান্ত্রিকগণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। বৌদ্ধ মন্ত্রযান, শৈব ও শাক্ত সম্প্রদায়, তান্ত্রিকতায় আস্থা স্থাপন করিতে লাগিল। এই কয় সম্প্রদায়ই বৈদিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। এই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে প্রাচ্য ভারত হইতে বৈদিক প্রাধান্য এবং সঙ্গে সঙ্গে গুপ্তরাজপাট একেবারে উন্মূলিত হইল।

গুপ্তরাজগণের বংশলতা।

গুপ্ত
|
ঘটোৎকচ (১ম) — লিচ্ছবীরাজ
|
(খৃঃ অঃ ৩২০—৩২৫) চন্দ্রগুপ্ত (১ম) = কুমারদেবী
|
(৩২৬—৩৭৫) সমুদ্রগুপ্ত = দত্তদেবী
|
* কুবের 1 = চন্দ্রগুপ্ত (২য়) বিক্রমাদিত্য = ধ্রুবদেবী
(বা দেবগুপ্ত ৩৭৫—৪১৩)

বাকাটকরাজ
|
রুদ্রসেন = প্রভাবতী
|
দিবাকর সেন

(১ম) অজ্ঞাত = কুমারগুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্য = অনন্তদেবী
(৪১৩—৪৫৫) †

গোবিন্দ-গুপ্ত

স্কন্দগুপ্ত ক্রমাদিত্য (৪৫৫—৪৮০)
|
চন্দ্রগুপ্ত (৩য়) দ্বাদশাদিত্য
{ প্রকাশাদিত্য
{ ঘটোৎকচ গুপ্ত (২য়)

পুরগুপ্ত বিক্রমাদিত্য = বৎসদেবী (৪৮০—৪৮৫)
|
নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য = মহালক্ষ্মীদেবী
| (৪৮৫—৫৩০)
কুমারগুপ্ত (২য়) ক্রমাদিত্য
| (৫৩০—৫৪০)
বিষ্ণুগুপ্ত চন্দ্রাদিত্য (৫৪০—৫৬০)

জয়গুপ্ত } ৬ষ্ঠ শতাব্দী
নরেন্দ্রাদিত্য } শশাঙ্ক ৬০০—৬২৫

---

* Indian Antiquary 1912. Pages 214—215.
Vakataka Copperplate—K. B. Pathak.

† কুমার গুপ্তের মুদ্রায় রাজমূর্ত্তির দুই পার্শ্বে দুইটি স্ত্রীমূর্ত্তি পরিলক্ষিত হয়। স্ত্রীমূর্ত্তি দুইটি কুমার গুপ্তের পট্টমহিষীদ্বয় বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

যশোধর্ম্মন ; ধর্ম্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচার দেব ; শশাঙ্ক ; হর্ষবর্দ্ধন ও ভাস্কর বর্ম্মা।

যশোধর্ম্মন।

গুপ্ত-সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইলে, ভারতবর্ষে কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত কোনও সাম্রাজ্য ছিল না। ষষ্ঠ-শতাব্দীর প্রারম্ভে মধ্যভারতের মালব-রাজ যশোধর্ম্মন তোরমাণের পুত্র হূণা-ধিপ মিহিরকুলকে পরাজিত করিয়া, পুনরায় সাম্রাজ্যের ঐক্য সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ৫৩০ খৃষ্টাব্দে বালাদিত্যের মৃত্যু হইলে ভারতবর্ষে তৎকালে যশোধর্ম্মনের প্রতিদ্বন্দ্বী কেহই ছিল না। দাশোর বা মন্দশোর নগরের সন্নিকটে প্রাপ্ত, যশোধর্ম্মন কর্তৃক স্থাপিত, প্রস্তর স্তম্ভে যে প্রশস্তি উৎকীর্ণ আছে, তাহাতে লিখিত আছে, "গুপ্তনাথগণ" এবং হূণাধিপগণ" যে সমুদয় রাজ্য অধিকার করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তিনি তৎসমুদয় রাজ্যও উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন (১)। লৌহিত্য নদের উপকণ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া "ঘনতাল-বনাচ্ছাদিত মহেন্দ্র গিরির উপত্যকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রাচ্য ভূখণ্ডে

---

(১) "যে ভুক্তা গুপ্ত নাথৈর্ন সকল বসুধাক্রান্তি দৃষ্ট-প্রতাপৈ
র্নাজ্ঞা হূণাধিপানাং ক্ষিতিপতিমুকুটাধ্যাসিনী যান্ প্রবিষ্টা।
দেশাংস্তান্ ধন্ব শৈল দ্রুম স (গ) হন সরিদ্বীরবাহূপগূঢ়ান্
বীর্য্যাবস্কন্ন রাজ্ঞঃ স্বগৃহ পরিসরাবজ্ঞয়া যো ভুনক্তি"।

Fleet's Gupta Inscription No. 33.

সমুদয় রাজগণ তাঁহার চরণে 'প্রণত হইয়াছিল" (১)। মন্দসোরে আবিষ্কৃত ৫৮৯ মালব-বিক্রমাব্দে উৎকীর্ণ যশোধর্ম্মন-বিষ্ণুবর্দ্ধনের অপর একখানি শিলালিপিতে উক্ত হইয়াছে (২):—

"প্রাচো নৃপান্ সুবৃহতশ্চ বহূনুদীচঃ
সাম্না যুধাচ বশগাৎ প্রবিধায় যেন।
নামাপরং জগতি কান্ত মদো দুরাপং
রাজাধিরাজ-পরমেশ্বর ইত্যুদূঢ়ম্" ॥

"যিনি (যশোধর্ম্মন) প্রবল পরাক্রান্ত প্রাচ্য এবং বহুসংখ্যক উদীচ্য-নৃপতিগণকে সন্ধি সূত্রে এবং সংগ্রামে বশীভূত করিয়া, জগতে শ্রুতি-সুখকর এবং দুর্লভ "রাজাধিরাজ পরমেশ্বর," এই দ্বিতীয় নাম ধারণ করিয়াছেন।"

উক্ত লিপিতে প্রাচ্য নৃপতিগণের উল্লেখ থাকায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, মহারাজ যশোধর্ম্মন ৫৮৯ মালব বিক্রমাব্দের (৫৩১ খৃষ্টাব্দের) পূর্ব্বেই পূর্ব্বাঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

ইউয়ান চোয়াংএর বিবরণীপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, নরসিংহ গুপ্ত বালাদিত্য হূণরাজ মিহিরকুলকে পরাজিত ও বন্দী করিয়াছিলেন, এবং মাতার উপদেশে তাহাকে মুক্তি প্রদান করিয়া স্বদেশে প্রেরণ করেন (৩)।

---

(১) "আ লৌহিত্যোপ কণ্ঠাৎতাল বন গহনোপত্যকাদামহেন্দ্রাৎ
আ গঙ্গাশ্লিষ্ট সানোস্তুহিন শিখরিণঃ পশ্চিমাদাপয়োধেঃ।
সামন্তৈর্যস্য বাহু দ্রবিণ হৃত মদৈঃ পাদয়োরানমদ্ভি শ্চূড়া
রত্নাংশু রাজি ব্যাতিকর শাবলা ভূমিভাগাঃ ক্রিয়ন্তে"। Ibid.

(২) Fleet's Gupta Inscription No. 35.

(৩) Beal's Budhist Records of Western World Vol. I page 168—1

মন্দসোর লিপিতে উক্ত হইয়াছে, মিহিরকুল নৃপতি যশোধর্ম্মনের পাদযুগল অর্চ্চনা করিয়াছিলেন (১)। ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ মন্দসোর লিপির উক্তি অগ্রাহ্য করিয়া চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান-চোয়াং-লিখিত বিবরণীর উপরই আস্থা স্থাপন করিয়াছেন। তিনি উহা অত্যুক্তি দোষ-দুষ্ট, এবং আড়ম্বরপূর্ণ প্রশংসাবাদ বলিয়া অনুমান করেন (২)। মন্দসোর লিপি প্রত্যক্ষদর্শী রাজকবি কর্ত্তৃক বিরচিত; পক্ষান্তরে ইউয়ান-চোয়াংএর বিবরণী জনশ্রুতি হইতে সংগৃহীত। ডাঃ হোরণ্‌লি স্মিথ সাহেবের মন্তব্যের প্রতিবাদ করিয়া রাজকবির উক্তিতেই আস্থা স্থাপন করিয়াছেন (৩)। স্মিথ সাহেব লিখিয়াছেন, "Yasodharman took the honour to himself, and erected two columns of victory inscribed with boasting words to commemorate the defeat of the foreign invaders. In these records he claims to have brought under his sway lands which even the Guptas and Huns could not subdue, and to have been master of northern India from Brahmaputra to the Western Ocean, and from the Himalya to mount Mohendra, in Ganjam. But the indefinite expression of the boasts and the silence of Hiuen Tsang sugges that Yasodharman made the most of his achievements,

---

(১) "স্থাণোরন্যত্র যেন প্রণতি কৃপণতাং প্রাপিতাং নোত্তমাঙ্গং।
যস্যাশ্লিষ্টো ভুজাভ্যাং বহতি হিমগিরি দুর্গশব্দাভি মানম্।
নীচৈস্তেনাপি যস্য প্রণতিভুজ বলা বর্জ্জন ক্লিষ্ট মূর্দ্ধ্না।
চূড়া পুষ্পোপহারৈ র্মিহিরকুল নৃপেণার্চ্চিতং পাদযুগ্মং"।

Fleet's Gupta Inscription No. 33.

(২) Vincent Smith's Early History of India

Page 301—302 (2nd Edition)

(৩) J. R. A. S. 1909.

and that his court poet gavehim something more than his due of praise. Nothing whatever is known about either his ancestry. or his successors ; his name stands absolutely alone and unrelated. The belief, therefore is waranted that his reign was short, and of much less importance than that claimed for it by his magniloquent inscriptions (১)। অর্থাৎ, যশোধর্ম্মন (জেতার) সম্মান স্বয়ংই গ্রহণ করিয়াছেন, এবং বৈদেশিক আক্রমণকারীর পরাজয় বার্ত্তার স্মারক স্বরূপ দুইটি বিজয়স্তম্ভ স্থাপিত করিয়া উহাতে আড়ম্বরযুক্ত এবং অতি প্রশংসাবাদ পূর্ণ প্রশস্তি সংযোজিত করিয়াছেন। এই প্রশস্তিতে, "গুপ্ত-নাথ-গণ" এবং "হূণাধিপগণ" যে সকল দেশ অধিকার করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তিনি সেই সকল দেশও উপভোগ করিয়াছিলেন, এবং ব্রহ্মপুত্র নদ হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমে পয়োধি পর্য্যন্ত ও উত্তরে হিমালয় হইতে গঞ্জামের অন্তর্গত মহেন্দ্রগিরি পর্য্যন্ত সমুদয় আর্য্যাবর্ত্ত ভূভাগের একাধিপত্যলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এবম্বিধ অনির্দ্দিষ্ট ভাবে লিখিত আত্মম্ভরিতা এবং ইউয়ান চোয়াং এর নীরবতা হইতে অনুমিত হয় যে, যশোধর্ম্মনের কৃত-কার্য্যতার বিষয় অতিরিক্ত ভাবেই উল্লিখিত হইয়াছে; রাজকবি তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য প্রশংসাবাদ অতিরঞ্জিত করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ অথবা অধঃস্তন-পুরুষদিগের বিষয় কিছুই অবগত হওয়া যায় না, তাঁহার নামের সহিত অন্য কোনও ঘটনা পরম্পরার সংশ্রব পরিলক্ষিত হয় না। সম্ভবতঃ অত্যুক্তি-দোষ-দুষ্ট প্রশস্তির লিখিত বিবরণ অপেক্ষা তাঁহার রাজত্ব অল্পকাল মাত্র স্থায়ী এবং বিশেষত্ব বিহীন বলিয়াই মনে হয়।"

(১) Vincent Smith's Early History of India Page 301-302.

মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন-শিলাদিত্য সম্বন্ধেও একটি মাত্র প্রশস্তি ব্যতিত অপর কোনও প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু যশোধর্ম্মনের তিনখানি শিলালিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। হর্ষবর্দ্ধনের সৌভাগ্য যে, মহাকবি বাণভট্ট তদীয় হর্ষচরিত কাব্যে তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, যশোধর্ম্মনের অদৃষ্টে সেরূপ ঘটে নাই। হর্ষবর্দ্ধনও স্বীয় অসাধারণ প্রতিভার বলে আর্য্যাবর্ত্তের একাধিপত্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার দেহাবসানের পরই তদীয় সাম্রাজ্য ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছিল। যশোধর্ম্মনও অনন্য-সাধারণ-রণ-নৈপুণ্যের প্রভাবে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার দেহাত্যয় ঘটিলে তদীয় বিপুল সাম্রাজ্যও কর্ণধার-হীন তরণীর ন্যায় নিমজ্জিত হইয়াছিল। সুতরাং পূর্ব্বপুরুষ বা অধঃস্তন পুরুষদিগের বিষয় অবগত না হইলেও যশোধর্ম্মন যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় কৃতকার্য্য হন নাই এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার কোনও কারণ নাই।

ইউয়ান-চোয়াং মিহিরকুল সম্বন্ধে যে কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা এই (১) :— "(ইউয়ান চোয়াংএর ভারতাগমনের) কতিপয় শতাব্দী পূর্ব্বে পঞ্চনদ প্রদেশের অন্তর্গত সাকল নামক রাজধানীতে মহারাজ মিহিরকুল সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। ভারতের সুবিস্তৃত অংশে তাঁহার আধিপত্য বদ্ধ-মূল হইয়াছিল। ইনি অবসর মত বৌদ্ধশাস্ত্রের আলোচনা করিতে সমুৎসুক হইয়া একজন শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধাচার্য্যকে তৎসমীপে প্রেরণ করিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধাচার্য্যগণের অর্থাদিতে স্পৃহা ছিল না, খ্যাতিলাভেও তাঁহারা উদাসীন ছিলেন,

ইউয়ান চোয়াংএর লিখিত মিহির-কুল-প্রসঙ্গ

(১) Beal's Records of Western Countries vol 1 Page 167-171. প্রাচীন ভারত—শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত প্রণীত, ২১৫-২১৭ পৃষ্ঠা।

সুপণ্ডিত এবং খ্যাতনামা বৌদ্ধাচার্য্যগণ রাজানুগ্রহকে ঘৃণার চক্ষেই অবলোকন করিতেন। এজন্যই তাঁহারা মহারাজ মিহিরকুলের আদেশ প্রতিপালন করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। একজন পুরাতন রাজ-অনুচর বহুকালাবধি ধর্ম্ম-পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি তর্কেপ্রাজ্ঞ এবং সুবক্তা ছিলেন। বৌদ্ধাচার্য্যগণ রাজসমীপে তাঁহার নাম প্রস্তাব করিলেন। ইহাতে মিহিরকুল নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া পঞ্চনদ ভূমি হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম নিষ্কাশন এবং বৌদ্ধাচার্য্যগণকে বিনাশ করিবার জন্য আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন।

তৎকালে মগধে বালাদিত্য রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের অতিশয় অনুরাগী ছিলেন। এজন্য তিনি মিহিরকুলের তাদৃশ ঘোর নিষ্ঠুর অত্যাচার উৎপীড়নের সংবাদ পরিজ্ঞাত হইয়া ব্যথিত হইলেন, এবং স্বীয় সাম্রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশ সুদৃঢ় করিয়া তাঁহাকে কর প্রদান করিতে অস্বীকার করিলেন। বালাদিত্যের কৃতকার্য্যের ফলে মিহির-কুলের ক্রোধনল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল; তিনি বিপুল বাহিনী সমভি ব্যাহারে মগধাভিমুখে অভিযান করিলেন।

বালাদিত্য ও মিহিরকুল

বালাদিত্য মিহিরকুলের বলবীর্য্যের বিষয় সম্যক পরিজ্ঞাত ছিলেন, তিনি মিহিরকুলের অভিযানের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক পার্ব্বত্য ও মরুময় প্রদেশে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বালা-দিত্য প্রকৃতিপুঞ্জের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন; এজন্য অসংখ্য লোক তাঁহার অনুসরণ করিয়া সমুদ্র মধ্যস্থিত দ্বীপ ভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। মিহিরকুল-রাজ, বিপুল বাহিনীর নেতৃত্ব তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি অর্পণ করিয়া স্বয়ং নৌপথে ঐ দ্বীপে উপনীত হইলেন। এই স্থানে বালাদিত্যের সুকৌশলে প্রবল প্রতাপান্বিত মিহিরকুল শত্রু-সৈন্য কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া

বন্দী হইলেন। ইহাতে মিহিরকুল লজ্জা ও অপমানে ক্ষুব্ধ হইয়া মুখমণ্ডল স্বীয় পরিচ্ছদ দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন। মন্ত্রীগণ-পরিবেষ্টিত রাজ-সিংহাসনে উপবিষ্ট মহারাজ বালাদিত্য তদীয় জনৈক আমাত্যকে মিহির-কুলের মুখাবরণ উন্মোচন করিবার জন্য আদেশ করিলে, মিহিরকুল উত্তর করিলেন "প্রভু এবং প্রজা স্থান বিনিময় করিয়াছে; শত্রুর মুখাবলোকন করা নিষ্ফল, বাক্যালাপের সময় আমার মুখসন্দর্শন করিলে কি লাভ হইবে?" বালাদিত্য বারত্রয় আদেশ প্রদান করিয়াও বিফল-মনোরথ হইলে, তিনি তাঁহাকে শাস্তিপ্রদান করিবার জন্য আজ্ঞা করিলেন। কিন্তু বালাদিত্যের আদেশ এবং বহু অনুরোধ সত্বেও মিহির-কুল মুখের কাপড় অপসারণ করিতে বিরত রহিলেন।

বালাদিত্যের মাতা অতিশয় মনস্বিনী ও জ্যোতিষ-বিদ্যা-পারদর্শিনী ছিলেন। মিহিরকুলের প্রতি দণ্ডাজ্ঞার বিষয় অবগত হইয়া তিনি তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বালাদিত্যের আদেশে মিহিরকুল তাঁহার সমীপে নীত হইলে তিনি তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আহা! মিহিরকুল, তুমি লজ্জিত হইওনা, সমস্ত পার্থিব বস্তুই ক্ষণস্থায়ী; সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য ঘটনানুসারে চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তোমাকে দেখিয়া আমার পুত্র-বাৎসল্য উপস্থিত হইয়াছে। তুমি মুখাবরণ উন্মোচন করিয়া আমার সঙ্গে আলাপ কর।" রাজ-মাতার বহু আকিঞ্চনে মিহিরকুল মুখের কাপড় খুলিয়া ফেলিলেন এবং তাহার সহিত কথোপ-কথনে প্রবৃত্ত হইলেন। অতঃপর মাতার আদেশে বালাদিত্য মিহির-কুলকে একজন তরুণী কুমারীর সঙ্গে বিবাহান্তে মুক্তিপ্রদান পূর্ব্বক বিদায় দিলেন।"

চৈনিক পরিব্রাজকের আড়ম্বর-পূর্ণ কাহিনী কতদূর সত্য তাহা নিঃ-সংশয়ে বলা কঠিন। মিহিরকুলের নিষ্ঠুরতার কাহিনীর সহিত বৌদ্ধধর্ম্মে

লিপিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে অশোক এবং কণিষ্কের প্রতি আরোপিত নিষ্ঠুরতার এরূপ সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে যে, উহাতে আস্থা স্থাপন করিতে সাহস হয় না। কিন্তু বালাদিত্যের বৌদ্ধধর্ম্মানুরক্তির বিষয় পরমার্থ ও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ; ইহা হইতে মনে হয় যে, মিহিরকুল-বালাদিত্য বিষয়ক কাহিনী কিয়ৎ-পরিমাণে সত্য হইতেও পারে। সম্ভবতঃ নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য তোরমাণ নন্দন মিহিরকুলকে সমরে পরাজিত করিয়াছিলেন, কিন্তু বালাদিত্য ভারতবর্ষকে হূণগণের অত্যাচারের কবল হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। বালাদিত্য যে গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রণষ্ট গৌরবের পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন অথবা প্রহৃত রাজ্য পুনরায় হস্তগত করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার কোনও নিদর্শন অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। বালাদিত্যের শিলালিপি বা তাম্রশাসন পাওয়া যায় নাই, তাঁহার মুদ্রাদিতেও এরূপ কোনও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না যে, তিনি পরবর্ত্তী গুপ্তরাজগণ অপেক্ষা বিশেষ ক্ষমতাশালী নৃপতি ছিলেন। পক্ষান্তরে দাসোর বা মন্দসোর লিপিদ্বয় আবিষ্কৃত হওয়ায় ইউয়ান-চোয়াংএর লিখিত বালাদিত্য কর্ত্তৃক মিহিরকুলের পরাজয় কাহিনী দুর্ব্বোধ্য ও জটিল হইয়া পড়িয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন যে, নরসিংহ গুপ্ত বালাদিত্য এবং যশোধর্ম্মনের সম্মিলিত শক্তিই মিহিরকুলকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল (১)।

মন্দসোরলিপি ও ইউয়ান-চোয়াংএর কাহিনীর সমালোচনা

(১) "The cruelty practised by Mihiragula became so unbearable that the native princes, under the leadership of Baladitya, King of magadha (the same as Narasimhagupta), and Yasodharman, a Raja of Central India, formed a confederacy against the foreign tyrant.—" V. A. Smith's History of India. Page 300.

কিন্তু ইহার কোনও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। দাশোর বা মন্দসোর লিপি অথবা ইউয়ান-চোয়াংএর উক্তি ইহার কোনটীতেই হূণ রাজের বিরুদ্ধে বালাদিত্য ও যশোধর্ম্মনের সহযোগীতার বিষয় উল্লিখিত হয় নাই। দুইটী প্রমাণই এরূপ ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, হূণ-রাজ-বিজয়ের যশোমাল্য একজনেরই প্রাপ্য বলিয়া মনে হয়। ফ্লিটসাহেব এই দুইটী প্রমাণের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বালাদিত্য মগধে, এবং যশোধর্ম্মন পশ্চিম দিকে, মিহিরকুলকে পরাজিত করিয়াছিলেন (১)।

কিন্তু, যশোধর্ম্মন এবং বালাদিত্য উভয়ে, বিভিন্ন সময়ে, মিহির কুলকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া পুনরায় মুক্তি প্রদান করিয়া ছিলেন, ইহা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। মন্দ-সোর-লিপি প্রত্যক্ষদর্শী রাজ কবি কর্ত্তৃক বিরচিত; পক্ষান্তরে বিদেশীয় পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াং এর বিবরণী শতাধিক বৎসর পরে জনশ্রুতি হইতে সংগৃহীত। এমতাবস্থায় সমসাময়িক প্রত্যক্ষদর্শীর উক্তি উপেক্ষা করিয়া প্রবাদ অবলম্বনে বৈদেশিক কর্ত্তৃক পরবর্ত্তী সময়ে বিরচিত কাহিনীতে আস্থা স্থাপন করা যায় না। বিশেষতঃ ইউয়ান-চোয়াং এর লিখিত বিবরণী একটি মনোরম উপাখ্যান ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমাদের মনে হয়, হূণরাজ মিহির কুলের প্রবল আক্রমণ এবং অত্যাচারের স্রোত হইতে বালাদিত্য মগধ রাজ্য রক্ষা করিতেই সমর্থ হইয়াছিলেন মাত্র, এবং পরে, যশোধর্ম্মন মিহির কুলকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বন্দী করিয়া ছিলেন। সম্ভবতঃ ইউয়ান চোয়াং এই দুইটী পৃথক ঘটনা একই ব্যক্তি দ্বারা সংসাধিত হইয়াছিল মনে করিয়া গোলযোগ ঘটাইয়াইছেন। হয়ত বা তিনি বালাদিত্য

(১) Indian Antiquary 1889. Page 228.

ও যশোধর্ম্মন কর্ত্তৃক মিহির কুলের পরাজয় ও পতন কাহিনী শ্রবণ করিয়া উহা একই ঘটনা স্রোতের ফল মনে করিয়াছেন ; এবং বন্ধু-বন্ধুর অকৃত্রিম সুহৃদ্ বৌদ্ধধর্ম্মের ভক্তিমান সেবক, সদ্ধর্ম্মের সহায়ক ও উৎসাহ দাতা-বালাদিত্যের মস্তকে এই যশোমাল্য অর্পন করিবার জন্ম ব্যস্ত হইয়াছিলেন। একপক্ষে স্বদেশীয় প্রত্যক্ষ দর্শীর উক্তি এবং অপর পক্ষে সদ্ধর্ম্মের প্রতি একান্ত অনুরক্ত বৈদেশিকের বহুপরবর্ত্তী সময়ে লিখিত কাহিনী। রাজ কবি যশোধর্ম্মনকে একটু অতিরিক্ত প্রশংসাবাদ করিলেও এই ক্ষেত্রে বৈদেশিকের উক্তিতেই সন্দেহ স্থাপন করা সমীচীন বলিয়া মনে হয়। সম্ভবতঃ মিহিরকুলের সময়ে হূণ-শক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল। তোরমাণের প্রতিষ্ঠিত হূণ সাম্রাজ্য বহুকাল পর্য্যন্ত প্রাচীন সভ্যতার নিকটে স্বীয় গর্ব্বোন্নত মস্তক স্থির রাখিতে অক্ষম হইয়াছিল ; ফলে উন্নতাবস্থা প্রাপ্তির ন্যায় উহার পতন ও একটু দ্রুত সংঘটিত হইয়াছিল। হূণ-শক্তি কোনও ব্যক্তি বিশেষের প্রভাবে পর্য্যুদস্ত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না ; প্রাচীন উন্নত সভ্যতার নিকটেই বর্ব্বর রাজশক্তি ক্রমে ক্রমে শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল।

ডাঃ হোরণ্লি ইউয়ান-চোয়াং এর বিবরণী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,— "What are we to think of its historical trustworthiness when Huen Tsang places Mihir Kula, and by implication his supposed conqueror Baladitya, "some Centuries Previous" to his own time and when he represents Baladitya as holding a position subject to the orders of Mihir Kula !"

অর্থাৎ ইউয়ান-চোয়াং মিহিরকুল এবং তাঁহার তথা-কথিত বিজেতা বালাদিত্যকে বহুশতাব্দী পূর্ব্বে আবির্ভূত এবং তাঁহাকে মিহির কুলের আজ্ঞাধীন সামন্ত নরপতি বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সুতরাং ইউয়ান্ চোয়াং এর বিবরণী বিশ্বাস যোগ্য নহে।

মন্দসোর লিপিত্রয়ের এক খানিতে যশোধর্ম্মন ও বিষ্ণুবর্দ্ধন এই দুইটি নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ডাঃ হোরণ্‌লি বলেন, প্রশস্তিতে "স এব নরাধিপতিঃ" (this very same sovereign) উৎকীর্ণ রহিয়াছে, সুতরাং যশোধর্ম্মন ও বিষ্ণুবর্দ্ধন অভিন্ন। কিন্তু ঐ প্রশস্তিতে "বিজয়তে জগতীম্ পুনশ্চ শ্রীবিষ্ণু বর্দ্ধন নরাধিপতিঃ স এব," লিখিত আছে। সুতরাং অপর কোনও প্রশস্তি বা প্রমাণাবলি প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত একটি মাত্র প্রশস্তির উপর নির্ভর করিয়া যশো-

যশোধর্ম্মন ও বিষ্ণুবর্দ্ধন।

ধর্ম্মন ও বিষ্ণুবর্দ্ধনকে অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। এই প্রশস্তি হইতে জানা যায় যে ৫৯০ মালবাব্দে বা ৫৩৩-৩৪ খৃষ্টাব্দে বিষ্ণু-বর্দ্ধনের মন্ত্রীর ভ্রাতা দক্ষ একটি কূপ খনন করিয়াছিলেন। ইহাতে যশোধর্ম্মনকে কেবলমাত্র "জনেন্দ্র" বলিয়াই পরিচিত করা হইয়াছে। কিন্তু বিষ্ণু বর্দ্ধনের প্রশংসাবাদে প্রশস্তির অনেক স্থান অধিকৃত হইয়াছে। প্রশস্তি-দাতা পুরুষানুক্রমেই বিষ্ণুবর্দ্ধন এবং তদীয় পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত ঘনিষ্ঠতায় আবদ্ধ। যশোধর্ম্মন সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, এই "নরাধিপতি" উত্তর ও পূর্ব্বদিকস্থ প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি গণকে পরাজিত করিয়া "রাজাধিরাজ" এবং "পরমেশ্বর" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন এবং তিনি "ঔলিকর-লাঞ্ছিত" কিরীট ধারণ করিতেন। যশো-ধর্ম্মন ও বিষ্ণুবর্দ্ধন অভিন্ন হইলে বিষ্ণুবর্দ্ধনের প্রশংসাবাদ মধ্যে মিহির কুলের পরাজয় কাহিনী অনুল্লিখিত থাকিবার কারণ কি? অবশ্য ৫৩৪ খৃষ্টাব্দের পরে মিহির কুলের পরাজয়-ব্যাপার সংঘটিত হইলে প্রশস্তিতে উহা স্থান পাইতে পারে না। কিন্তু ৫৩৪ খৃষ্টাব্দের পরে মিহির কুলের পরাজিত হইবার সম্ভাবনা নাই। এই প্রশস্তির সহিত মন্দসোরে প্রাপ্ত কুমারগুপ্ত (১ম) ও বন্ধু-বর্ম্মার প্রশস্তি, বুধগুপ্ত এবং মাতৃবিষ্ণুর ইরাণ

প্রশস্তি এবং শশাঙ্ক ও মাধবরাজের তাম্রশাসন তুলনা করিলে মনে হয়, বিষ্ণুবর্দ্ধন যশোধর্ম্মনের অধীনস্থ সামন্ত নৃপতি ছিলেন (১)।

যশোধর্ম্মন বৃদ্ধ সম্রাট স্কন্দগুপ্তের অধীনে তরুণ বয়সে যুদ্ধব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া সৌভাগ্যবলে সামান্য সৈনিকের পদ হইতে রাজপদবী লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। তরুণ সৈনিক বৃদ্ধ গুপ্ত সম্রাটের পার্শ্বে থাকিয়া দীর্ঘকাল-ব্যাপী হুণযুদ্ধে বহুস্থানে অসম সাহস প্রদর্শন করিয়াছিলেন। "শত শত যুদ্ধে বৃদ্ধ সম্রাটের প্রাণরক্ষা করতঃ অবশেষে প্রতিষ্ঠানের মহাযুদ্ধে সম্রাট নিহত হইলে যশোধর্ম্মা প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন।" কথিত আছে, "স্কন্দগুপ্ত হূণ সমরে জীবনাহুতি প্রদান করিলে মৃত সম্রাটের হস্ত হইতে ইনি সুবর্ণ-নির্ম্মিত গরুড়-ধ্বজ গ্রহণ পূর্ব্বক জলে ঝম্প দিয়া স্বীয় জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পরে জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদ্বেষী বৌদ্ধের পরিচর্য্যায় সবল-দেহ হন। বৃদ্ধ, অবসর মত এই নবাগত যুবকটীকে তথা-গতের কথা, সদ্ধর্ম্মের বিবরণ, প্রাচীন রাজগণের কাহিনী, শ্রবণ করাইতেন। গুপ্তরাজবংশের আধিপত্যকালে আত্মবিচ্ছেদে ও সাহায্যাভাবে কিরূপে সদ্ধর্ম্মের অবনতি হইয়াছিল, শক সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর, কিরূপে ইহা ক্রমে ক্রমে শক্তিহীন হইয়া পড়ে, ভগবান তথাগতের প্রতিষ্ঠিত সাম্য-সংস্থাপক সদ্ধর্ম্মের শাখা ভেদ ও শাখা সমূহের কলহ, হীনযান মহাযানের দ্বন্দ্ব, লিচ্ছবী বংশের দৌহিত্র সন্তান হইয়াও সমুদ্র গুপ্ত গোপনে সদ্ধর্ম্মের কতদূর অনিষ্ট সাধন করিয়াছিলেন, কিরূপে ব্রাহ্মণগণের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা সত্বেও উত্তরাপথবাসিগণ, গুপ্তসম্রাটগণের সহায়তায় বলীয়ান ব্রাহ্মণ-

(১) Allan's Catalogue of Indian Coins :—
Gupta dynasties. Page. L v iii
Fleet's Gupta Inscription no 19.
Indian Antiquary. VI Page 143.

দিগের পদানত হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করিয়া যশোধর্ম্মের হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠে, এবং সদ্ধর্ম্মের প্রণষ্ট-গৌরবের পুনরুদ্ধার-স্পৃহা বলবতী হইয়া পড়ে। অদম্য অধ্যবসায় এবং অসীম শৌর্য্যবীর্য্যের প্রভাবে অচিরকাল মধ্যেই তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ফলে অনুগাঙ্গ প্রদেশে এবং মগধে, গুপ্ত রাজগণ তাঁহার অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়াছিল, লৌহিত্য তীরে প্রাগ্‌জ্যোতিষের শোণিতপিপাসু ব্রাহ্মণগণ যশোধর্ম্মের ভয়ে ভীত হইয়া শঙ্কিত চিত্তে, গভীর নিশীথে, পশুহত্যা করিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম সঙ্গোপনে রক্ষা করিত, হিমমণ্ডিত উত্তর দেশীয় পর্ব্বতে, বালুকাতপ্ত উত্তর মরুদেশে, খস ও হূণগণ কম্পিত হইত, এবং সমুদ্রগুপ্তের বিশাল সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশে, পূর্ব্ব সমুদ্র তীরে, হরিদ্বর্ণ তালীবন বেষ্টিত মহেন্দ্রগিরির শীর্ষে তাঁহার জয়স্তম্ভ প্রোথিত হইয়াছিল।”

ফরিদপুর জেলান্তর্গত কোটালীপার এবং ঘাগরাহাটি গ্রামে আবিষ্কৃত চারিখানি তাম্রশাসনে যথাক্রমে ধর্ম্মাদিত্য, গোপচন্দ্র এবং সমাচার দেব নামক “মহারাজাধিরাজ” ত্রয়ের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে (১)। ডাক্তার হোরণ্‌লি অনুমান করেন, ধর্ম্মাদিত্য মহারাজাধিরাজ যশোধর্ম্মেরই নামান্তর, এবং গোপচন্দ্র দ্বিতীয় কুমার গুপ্তের পুত্র। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নানাবিধ যুক্তির সাহায্যে এই তাম্রশাসন চতুষ্টয়ই জাল বা কূট শাসন বলিয়া প্রমাণিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন

ধর্ম্মাদিত্য ও গোপচন্দ্র

মিঃ পার্জিটার রাখালবাবুর যুক্তিজাল খণ্ডন করিয়া প্রতিপন্ন করিতে সমুৎসুক যে, এই তাম্রশাসনগুলি কৃত্রিম নহে (২)। কিন্তু তর্কসঙ্কুল

(১) ঢাকার ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড পরিশিষ্ট।

(২) Journal and Proceedings, Asiatic Society of Bengal. Vol. VII. No 8. 1911.

বিষয়ের সুমীমাংসা না হইলেও, এই তাম্রশাসনগুলি হইতে অনেক তথ্য নির্ণীত হইতে পারে।

প্রথম তাম্রশাসন পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, মহারাজাধিরাজ শ্রীধর্ম্মাদিত্যের রাজত্বকালে, তদীয় অনুগ্রহে মহারাজ স্থাণুদত্ত বারক-মণ্ডলের অধীশ্বর রূপে এবং জজাব বারক মণ্ডলের "বিষয়-পতি" পদে সমাসীন ছিলেন।

এই লিপি ধর্ম্মাদিত্যের অথবা স্থাণুদত্তের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। "সাধনিক" বাতভোগ, "বিষয় মহত্তর" ইটিত, কুলচন্দ্র, গরুড়, বৃহচ্চট, আলুক, অনাচার, ভাশৈত্য, শুভদেব, ঘোষচন্দ্র, অনমিত্র, গুণচন্দ্র, কালসথ, কুলস্বামী, দুর্ল্লভ, সত্যচন্দ্র, অর্জ্জুন-বপ্প, কুণ্ডলিপ্ত পুরঃসর প্রকৃতি বৃন্দের নিকট হইতে পূর্ব্ব সীমান্তবর্ত্তী স্থান সমূহে প্রচলিত রীত্যনুযায়ী, এবং শিবচন্দ্রের হস্তের পরিমাপানুসারে "অষ্টক-নবক-নল" দ্বারা অংশ বিভাগ করিয়া ধ্রুবিলাতিস্থিত "ক্ষেত্র-কুল্য-বাপত্রয়" দ্বাদশ দীনার মূল্যে ক্রয় করতঃ চন্দ্র-তারার্কস্থিতি কাল যাবৎ পরত্রানুগ্রহকাঙ্ক্ষী হইয়া ভরদ্বাজ সগোত্র বাজসনেয় এবং ষড়ঙ্গাধ্যায়ী চন্দ্রস্বামীকে যথাবিধি উদক পূর্ব্বক সম্প্রদান করিয়াছেন।

ধর্ম্মাদিত্যের সময়ের দ্বিতীয় তাম্রশাসনে বারকমণ্ডলের অধীশ্বরের নামোল্লেখ নাই। কিন্তু "নব্যাবকাশিকের" মহা প্রতিহারোপরিক নাগ-দেবের নাম দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ এই সময়ে মহারাজ স্থাণুদত্ত বারকমণ্ডল হইতে অপসৃত হইয়াছিলেন, এবং মণ্ডলের শাসনভার মহাপ্রতিহারো-পরিকের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। বিষয়ের "ব্যাপার-কারণ্ডয়" পদে গোপাল-স্বামী, নাগদেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সময়ে বসুদেবস্বামী জ্যেষ্ঠ-কায়স্থ নয়সেন প্রমুখ "অধিকরণ মহত্তর" এবং সোম ঘোষ পুরঃসর "বিষয় মহত্তর" দিগের নিকট হইতে পূর্ব্বাঞ্চল প্রচলিত মর্য্যাদানুযায়ী এবং পুস্তপাল জন্মভূতির অবধারণানুসারে "প্রবর্ত্তবাপাধিক কুল্য পরিমিত বীজ বপনোপযোগীভূমি" দিনারদ্বয় মুল্যে ক্রয় করিয়া মাতাপিতার ও স্বীয় পুণ্য

বুদ্ধিমানসে কাণ্ব-বাজসনেয় লৌহিত্যগোত্রীয় সোমস্বামীনামক গুণবান্ ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছেন। প্রথম তাম্রশাসনের ন্যায় এই তাম্রশাসনোক্ত ভূমি ও "প্রতীত ধর্ম্মশীল" শিবচন্দ্রের হস্তের পরিমাপানুসারেই অষ্টক-নবক নলদ্বারা অংশীকৃত করা হইয়াছে।

প্রথম তাম্রশাসনখানি মহারাজাধিরাজ শ্রীধর্ম্মাদিত্যের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ হইয়াছে; দ্বিতীয় তাম্রশাসন খানিতে কোনও তারিখের উল্লেখ নাই, কিন্তু উহাও ধর্ম্মাদিত্যের রাজত্ব সময়েই প্রদত্ত হইয়াছে। তৃতীয় খানি মহারাজাধিরাজ শ্রীগোপচন্দ্রের ঊনবিংশ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় এই উভয় তাম্রশাসনেই উপরিক নাগদেব মহাপ্রতিহার, ও জ্যেষ্ঠ-কায়স্থ নয়সেন অধিকরণ মহত্তর, বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রথম তাম্রশাসনে মহারাজ স্থাণুদত্ত বারক মণ্ডলের অধীশ্বর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। প্রথমও তৃতীয় তাম্রশাসনে ঘোষচন্দ্র ও অনাচার এই দুইজনের নাম এবং তিনখানিতেই শিবচন্দ্রের নাম দৃষ্ট হয়, সুতরাং উপরোক্ত তিন জনের জীবিতকালেই তাম্রশাসনত্রয় উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

প্রথম তাম্রশাসনে শিবচন্দ্রের কোনও বিশেষণ নাই, সম্ভবতঃ তৎকালে তিনি যুবকমাত্র ছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় তাম্রশাসনে তাহাকে "প্রতীত ধর্ম্মশীল" বলা হইয়াছে, অর্থাৎ তৎকালে শিবচন্দ্র বিশ্বাসী ও ধর্ম্মশীল বলিয়া বারকমণ্ডলে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। সুতরাং প্রথম তাম্রশাসন উৎকীর্ণ হইবার পরে দ্বিতীয় তাম্রশাসন এবং তাহার পরে তৃতীয় তাম্রশাসন খানি উৎকীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

মিঃ পার্জিটার অনুমান করেন;—

১। ধর্ম্মাদিত্য কিঞ্চিন্ন্যূন চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বাঞ্চল শাসন করিয়াছিলেন।

২। প্রথম তাম্রশাসন তদীয় তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে এবং দ্বিতীয় খানি তাঁহার রাজত্বের প্রায় শেষ সময়ে উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

৩। ধর্ম্মাদিত্যের পরেই গোপচন্দ্রের আবির্ভাব হয়; এতদুভয়ের মধ্যে অপর কোনও রাজা কর্ত্তৃক পূর্ব্বাঞ্চল শাসিত হয় নাই; অথবা হইলেও, তাঁহার রাজত্ব অল্পকাল মাত্র স্থায়ী ছিল।

ডাঃ হোরণ্‌লি ধর্ম্মাদিত্যও যশোধর্ম্মন অভিন্ন বলিয়া অনুমান করেন। "যশোধর্ম্মন ৫২৫—৫২৯ খৃঃ অব্দ মধ্যেই দিগ্বিজয় সম্পন্ন করিয়া ৫২৯—৩০ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বাঞ্চলে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; সুতরাং পূর্ব্বাঞ্চলে তাঁহার রাজত্ব ৫২৯ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়াছিল অনুমান করা অসঙ্গত নহে। তাহা হইলে প্রথম তাম্রশাসন ৫৩১ খৃঃ অব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। তাঁহার রাজত্বকাল ৪০ বৎসর ধরিলে ৫৬৮ খৃঃ অব্দে তাঁহার রাজত্বের অবসান হয়, সুতরাং দ্বিতীয় তাম্রশাসন ৫৬৭ খৃঃ অব্দের পরে উৎকীর্ণ হইয়াছিল না। ৫৬৮ খৃঃ অব্দ গোপচন্দ্রের রাজ্যারম্ভের সন অনুমান করিলে তদীয় ঊনবিংশ রাজ্যাঙ্কে অর্থাৎ ৫৮৬ খৃঃ অব্দে তৃতীয় তাম্রশাসন উৎকীর্ণ হইয়াছিল।"

কিন্তু ধর্ম্মাদিত্য ও যশোধর্ম্মনকে অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিবার কোনও উপযুক্ত প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। "বিক্রমাদিত্য" "শ্রীমহেন্দ্র বা মহেন্দ্রাদিত্য," "বালাদিত্য," "ক্রমাদিত্য", "প্রকাশাদিত্য," "চন্দ্রাদিত্য," "নরেন্দ্রাদিত্য," "দ্বাদশাদিত্য" প্রভৃতি "আদিত্য"-শব্দ সংযুক্ত উপাধি গুপ্তরাজগণেরই প্রিয় ছিল। সুতরাং পরবর্ত্তী গুপ্তরাজগণমধ্যেই হয়ত কেহ "ধর্ম্মাদিত্য" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। মালবাধিপতি যশোধর্ম্মন সম্ভবতঃ ধর্ম্মাদিত্যকে পরাজিত করিয়াই "লৌহিত্যনদের উপকণ্ঠে" বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যশোধর্ম্মনের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে ধর্ম্মাদিত্য সমুদয় প্রাচ্য ভারত অধিকার করিয়া "মহারাজাধিরাজ" "পরম ভট্টারক" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ডাক্তার হোরণ্‌লির মতে গোবীচন্দ্র বা গোপিচন্দ্র এবং গোপচন্দ্র

অভিন্ন। এই গোপিচন্দ্রের উল্লেখ লামা তারানাথের গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। তাহাতে গোপিচন্দ্র বালাদিত্যের পৌত্র এবং সম্রাট দ্বিতীয় কুমার গুপ্তের পুত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, এই দ্বিতীয় কুমার গুপ্তই যশোধর্ম্মনের নিকটে পরাজিত হন। যশোধর্ম্মনের রাজত্বের শেষভাগে হয়ত গোপচন্দ্র তাঁহার শ্লথকর হইতে পূর্ব্বাঞ্চলের শাসনভার কাড়িয়া লইয়াছিলেন।

সমাচার দেব

ঘাগ্‌রাহাটীর তাম্রশাসন * পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, উহা মহারাজাধিরাজ শ্রীসমাচার দেবের রাজ্যাঙ্কের চতুর্দ্দশ বৎসরে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ঐ সময়ে উপরিক জীবদত্ত নব্যাবকাশিস্থিত সুবর্ণবীথ্যের অন্তরঙ্গপদে এবং পবিত্রুক বারক মণ্ডলের বিষয় পতিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। "বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত যতগুলি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমুদয় হইতে এই তাম্রশাসন খানিতে নিম্নলিখিত পার্থক্য দেখা যায় †—

(১) রাজা ভূমি দান করেন নাই বা ভূমি দানে সম্মতি প্রদান করেন নাই।

(২) কে ভূমি দান করিয়াছিল তাহা স্পষ্টভাবে লিখিত হয় নাই।

(৩) এই তাম্রশাসনে কতকগুলি রাজকর্ম্মচারীর নাম লিখিত আছে। দান সম্বন্ধে রাজাদেশ প্রচার কালে রাজ-কর্ম্মচারীদিগের নাম লিখিত হয় না।

(৪) চতুর্থ হইতে ৮ম পংক্তিতে যে রাজকর্ম্মচারিগণের নাম করা হইয়াছে, অনুমান, সুপ্রতীক স্বামী তাহাদিগকে দানের কথা বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৭শ পংক্তিতে পুনরায় সুপ্রতীক স্বামীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানে পদটী মধ্যস্থ। সম্ভবতঃ সুপ্রতীক স্বামীই

* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

† সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৭ শ ভাগ।

এই তাম্রপট্টোল্লিখিত ভূখণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভূমি-গৃহীতা বলিতেছেন, "বিজ্ঞাপ্তা ইচ্ছাম্যহং ভবতাং প্রসাদাচ্চির বসন্নখিল ভূখণ্ডলক বলিচরুসত্র প্রবর্ত্তনীয়", অর্থাৎ আপনাদিগের অনুগ্রহে এই স্থানে বাস করিয়া ভূমণ্ডলে যজ্ঞাদির প্রবর্ত্তন করিব।" এরূপ উক্তি অভিনব, এ পর্য্যন্ত কোনও তাম্র-শাসনেই এরূপ কথার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না।

ধর্ম্মাদিত্য এবং গোপচন্দ্রের ন্যায় সমাচার দেবকে পরম ভট্টারক বলিয়া অভিহিত করা হয় নাই। তাঁহাকে সুধু মহারাজাধিরাজই বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় তাম্রশাসনের সময় হইতেই স্থানীয় রাজগণের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছিল। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে স্থানীশ্বরাধিপতি হর্ষবর্দ্ধন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর হইতে পঞ্চনদ পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারতের একচ্ছত্রাধিশ্বর ছিলেন (১)। সুতরাং পূর্ব্ববঙ্গে তখন তাঁহার প্রভাব অপ্রতিহত ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু সিংহাসনে আরোহণ করিয়া পূর্ব্বাঞ্চলে একাধিপত্য স্থাপন করিতে নিশ্চয়ই কতিপয় বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল, সম্ভবতঃ সমগ্র উত্তর ভারত জয় করিবার পরে, ৬২৫ খৃষ্টাব্দ অন্তে তিনি পূর্ব্বাঞ্চল জয় করিয়াছিলেন। তিনি ৬৪৬।৬৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন (২)। তাঁহার মৃত্যুর পরে তদীয় সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়াছিল; এই সময়েই হয়ত পূর্ব্ববঙ্গের স্থানীয় রাজগণ পুনরায় স্বাধীনতার দুন্দুভি বাজাইয়াছিলেন। হর্ষবর্দ্ধনের পূর্ব্বাঞ্চল জয় করিবার পূর্ব্বেও পূর্ব্ব বঙ্গে স্বাধীন নরপতি বিদ্যমান ছিল, তাঁহাদিগকে

---

(১) Harsa, when at the height of his power, exercised a certain amount of control as suzerain over the whole of Bengal, even as far east as the distant kingdom of *Kamrupa* or Assam, and seems to have possessed full sovereign authority over western and central Bengal—Vincent Smith's Early History of India, 2nd. Ed. p. 366.

(২) J. A. S. B., August, 1911.

জয় করিয়াই তিনি তাঁহার একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। সুতরাং সমাচার দেবের আবির্ভাব সপ্তম-শতাব্দের প্রথমপাদে, হর্ষবর্দ্ধনের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে, অথবা ঐ শতাব্দের চতুর্থপাদে তদীয় সাম্রাজ্য ধ্বংসের পরে, সংঘটিত হইয়াছিল। তাম্র শাসনে উৎকীর্ণ লিপিমালা দৃষ্টে মিঃ পার্জ্জিটার সমাচার দেবের আবির্ভাব কাল সপ্তম শতাব্দীর প্রথম পাদে, হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে বলিয়া অনুমান করেন।

চারিখানি তাম্রশাসনেই রাজমুদ্রা মুদ্রিত ছিল। প্রথম তিনখানিতে রাজমুদ্রা বর্ত্তমান রহিয়াছে, কিন্তু চতুর্থ খানির রাজমুদ্রা বিলুপ্ত হইয়াছে। এই রাজমুদ্রা গোলাকৃতি এবং মধ্যদেশ দুইটী সমান্তরাল রেখা দ্বারা অসমান রূপে বিভক্ত হইয়াছে। উপরার্দ্ধে রাজমুদ্রার-চিহ্ন অঙ্কিত এবং নিম্নার্দ্ধে "বারক মণ্ডল বিষয়াধিকরণস্য" লিখিত আছে। উপরার্দ্ধের দুই দিকে দুইটী বৃক্ষ এবং তন্মধ্যবর্ত্তী স্থানে পদ্ম-পুষ্প ও মৃণাল-বিজড়িত একটী স্ত্রীমূর্ত্তি (লক্ষ্মী ?) দণ্ডায়মান, ও দুইপার্শ্ব হইতে করিদ্বয় ইহার মস্তকোপরি সলিল সিঞ্চন করিতেছে। এই রাজমুদ্রা, মজঃফরপুর জেলান্তর্গত বসড় নামক স্থানে ডাঃ ব্লক কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত প্রাচীন গুপ্তরাজগণের রাজমুদ্রার প্রায় অনুরূপ। ইহা বারক মণ্ডল বিষয়াধিপতির রাজমুদ্রা। ত্রিপুরাতে প্রাপ্ত একখানি তাম্রশাসন ব্যতীত এ পর্য্যন্ত অপর কোনও তাম্রশাসনেই রাজকর্ম্মচারীগণের রাজমুদ্রা অঙ্কিত হয় নাই। সম্ভবতঃ গুপ্তরাজগণের সময়ে বারক মণ্ডলের বিষয়াধিপতির এই রাজমুদ্রা ছিল, এবং বিষয়াধিপতির মৃত্যু হইলে উহা তদীয় অধস্তন পুরুষগণের হস্তগত হয়; গুপ্ত সাম্রাজ্য ধ্বংস হইলে কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত ইহারাই বারকমণ্ডলে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিয়া আসিতেছিল। স্থানীশ্বর-রাজগণের সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হইলে গুপ্ত-রাজগণের কর্ম্মচারিবৃন্দের অধস্তন পুরুষদিগের প্রভাব পুনরায় বঙ্গদেশে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। গুপ্ত রাজগণের সময়ে

তাঁহাদিগের কোন কোন রাজকীয় কার্য্যে কর্ম্মচারিগণ বংশপরম্পরায় নিযুক্ত থাকিতেন (১)।

এই সময়ে বঙ্গদেশ কতিপয় মণ্ডলে এবং মণ্ডলগুলি কতিপয় বিষয়ে বিভক্ত ছিল। মোসলমান শাসন সময়ে মণ্ডলগুলি পরগণায় পরিণত হইয়াছিল ; কয়েকটী গ্রাম লইয়া এক একটী বিষয় হইত।

প্রথম তাম্রশাসনে দৃষ্ট হয়, তৎকালে বারক মণ্ডল মহারাজ স্থাণুদত্তের দ্বারা শাসিত হইত ; কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় তাম্রশাসনের সময়ে মহারাজের পদ বিলুপ্ত হইয়াছিল এবং উপরিক নাগদেব কর্ত্তৃক উহার শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। তিনি মহাপ্রতীহার পদে নিযুক্ত ছিলেন। মহাপ্রতীহার শব্দে দ্বারপাল বুঝায় ("chief warder of the gate"), কিন্তু তৃতীয় তাম্রশাসনে মহাপ্রতীহার শব্দের বিশ্লেষণ করিয়া "মূল ক্রিয়ামাত্য" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। মণ্ডলান্তর্গত বিষয় গুলি একজন বিষয় পতির অধীনে অথবা অধিকরণ (a Board of officials) দ্বারা শাসিত হইত। অধিকরণের অধীনে সাধনিক, ব্যাপারকারণ্ডয় (বাণিজ্য সংক্রান্ত কার্য্যের পরিদর্শক), মহত্তর, পুস্তপাল, কুলবার প্রভৃতি ছিল।

পুস্তপালের পদ মহত্তরদিগের অধীনে ছিল। ইনি গ্রামের জমিজমার বিবরণ-সম্বলিত কাগজ-পত্রাদির রক্ষক ছিলেন। ব্রাহ্মণকেও অধিকরণিক ও মহত্তর দিগের নিকট আবেদন করিয়া ও উপযুক্ত মূল্য দিয়া জমি খরিদ করিতে হইত।

---

(১) প্রথম কুমার গুপ্তের রাজ্যকালে (১১৭ গুপ্ত-সংবৎ বা ৪৩৫—৩৬ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ শিলা-লিপি হইতে জানা যায় যে, পৃথিবী সেন নামধেয় জনৈক ব্রাহ্মণ শৈলেশ্বর স্বামক মহাদেবেরপদপ্রান্তে প্রতিষ্ঠিত পৃথিবীশ্বর মহাদেবের উদ্দেশ্যে কিঞ্চিৎ দান করিয়া ছিলেন। এই পৃথিবীসেন প্রথমে প্রথমকুমার গুপ্তের মন্ত্রী ও কুমারামাত্য এবং পরে প্রধান সেনাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইহার পিতা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী ছিলেন।

নদী-মাতৃক পূর্ব্ববঙ্গে বাণিজ্যাদি কার্য্য প্রধানতঃ অর্ণবপোত দ্বারাই সম্পন্ন হইত। বাণিজ্যাদি কার্য্য পরিদর্শন জন্য একটী স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল, উহার পরিচালনার ভার "ব্যাপার-কারণ্ডয়ের" হস্তে ন্যস্ত ছিল; তাহার অধীনে ব্যাপারাণ্ডয় পদ ছিল। ব্যাপার কারণ্ডয় হইতে সাধনিকের পদ উচ্চতর ছিল। কারণ প্রথম তাম্রশাসনে সাধনিক ভূমিদাতা এবং ২য় ৩য় শাসনের দাতা "ব্যাপার" কর্ম্মচারীগণ; উহারা ভূমিক্রয়ের জন্য অধি-করণ ও মহত্তরের নিকট প্রার্থী হইয়াছিল কিন্তু সাধনিক কেবলমাত্র মহত্তরের নিকটেই প্রার্থী হইয়া শাসনে রাজমুদ্রা অঙ্কিত করাইতে সমর্থ হইয়াছিল। আবার ভূমি ক্রয় কালে সাধনিক বলিতেছেন "ইচ্ছাম্যহং ভবতাং সকাশাৎ", কিন্তু ব্যাপার কারণ্ডয় গোপাল স্বামী "সাদর মভিগম্য" বলিতেছেন, ইচ্ছেয়ম্ ভবতাং প্রসাদাৎ।"

ধর্ম্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচার দেব, মহারাজাধিরাজ বলিয়া পরিচিত হইলেও "মণ্ডল" বা "বিষয়ের" শাসন কার্য্যে "উপরিক" গণই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। এই "উপরিক" গণও মহারাজ উপাধিতেই ভূষিত হইতেন; বারক মণ্ডলের উপরিক স্থাণুদত্তকে আমরা মহারাজ উপাধিতেই ভূষিত দেখিতে পাই। ধর্ম্মাদিত্যের অপর তাম্র-শাসনে নাগদেব "মহাপ্রতি-হারোপরিক" বলিয়া পরিচিত। উভয় তাম্রশাসন আলোচনা করিলে "মহারাজ" ও "মহাপ্রতিহারোপরিক" এই দুইটি বিরুদ পৃথক হইলেও উভয়ের তুল্যাধিকারছিল বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে। ধর্ম্মাদিত্যের সময়ে, নাগদেবকে আমরা "মহাপ্রতিহারোপরিক" রূপে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই; কিন্তু গোপচন্দ্রের সময়ে, নাগদেব "মহা প্রতিহার-ব্যাপরাণ্ড্য-ধৃত-মূল-ক্রিয়ামাত্য" পদে সমাসীন। "মূলক্রিয়ামাত্য" শব্দ সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রীপদ বাচ্য কিনা, তাহা বিবেচ্য। মহারাজাধিরাজ সমাচার দেবের শাসনকালে জীবদত্ত সুবর্ণ বীথির অধ্যক্ষ এবং অন্তরঙ্গো-

পরিক অর্থাৎ গুপ্ত মন্ত্রণা সচিবগণ মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, এই উপরিকগণই প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা, এবং বিষয়-পতিগণ স্থানীয় শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ধর্ম্মাদিত্যের সময়ে, বারক-মণ্ডলে জজাব, এবং সমাচার দেবের সময়ে, পবিত্রুক বিষয়-পতিপদে সমাসীন ছিলেন। গোপচন্দ্রের সময়ে কে বিষয়পতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাহা জানা যায় না; সম্ভবতঃ নাগদেবই উপরিক ও বিষয়পতির কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। অধিকরণ বিভাগে, ধর্ম্মাদিত্য ও গোপচন্দ্র এই উভয়ের শাসন সময়েই, জ্যেষ্ঠকায়স্থ নয়সেন প্রধান অধিকরণিক বা বিচারপতি ছিলেন। সমাচার দেবের সময়ের তাম্রশাসনে দামুক জ্যেষ্ঠাধিকরণিক বা প্রধান বিচারপতি পদে আসীন ছিলেন।

তাম্রশাসনে শিবচন্দ্রের হস্তের পরিমাপানুসারে ভূমির পরিমাপ করা হইয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে; শিবচন্দ্রকে ১৮ বৎসর হইতে ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত কার্য্যক্ষম বলিয়া অনুমান করিয়া লইলে, প্রথম ও তৃতীয় তাম্রশাসনের সময়ের পার্থক্য ৫২ বৎসরের অধিক হয় না, বরং ৪০।৪৫ বৎসরও হইতে পারে। প্রথম এবং তৃতীয় তাম্রশাসনে অনাচার এবং ঘোষচন্দ্র নামক মহত্তর দ্বয়ের নামও উল্লিখিত হইয়াছে; সুতরাং ইহাদিগের প্রতি ও উপরোক্ত যুক্তিই প্রযুজ্য। অতএব ধর্ম্মাদিত্যের তৃতীয় রাজ্যাঙ্ক হইতে গোপচন্দ্রের ঊনবিংশ রাজ্যাঙ্ক পর্য্যন্ত, ৫২ বৎসরের অধিক অতিবাহিত হইয়া ছিলনা, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় তাম্রশাসনে শিবচন্দ্রকে "প্রতীত ধর্ম্মশীল" বলা হইয়াছে; কিন্তু প্রথম শাসনে শিবচন্দ্রের কোনও বিশেষণ নাই। প্রথম তাম্রশাসন উৎকীর্ণ হইবার সময়ে শিবচন্দ্রের সততা সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, বোধ হইতেছে; সুতরাং প্রথম তাম্রশাসন শিবচন্দ্রের যৌবন সময়ে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় তাম্রশাসন তাহার পরিণত বয়সে

উৎকীর্ণ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। ইহা দ্বারা আরও দেখিতেছি যে, প্রথম ও দ্বিতীয় শাসনের পার্থক্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় শাসনের সময়ের পার্থক্য অপেক্ষা বেশী। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শাসনে অধিকরণ-মহত্তর, জ্যেষ্ঠ-কায়স্থ নয় সেনের নাম উল্লিখিত হওয়ায় আমাদের উপরোক্ত অনুমান সমর্থিত হইতেছে। তৃতীয় তাম্রশাসন গোপ চন্দ্রের ১৯শ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ হইয়াছে; এবং দ্বিতীয় খানি ধর্ম্মাদিত্যের কোনও অনির্দ্দিষ্ট রাজ্যাঙ্কে প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং এই উভয় তাম্রশাসনের সময়ের পার্থক্য ১৯ বৎসরের কম হইতে পারে না; বরঞ্চ কিছু বেশী হওয়াও অসম্ভব নহে। কিন্তু এই পার্থক্য ১৯ বৎসর অপেক্ষা অনেক বেশী হইতেও পারে না, যেহেতু উভয় তাম্রশাসনের সময়েই "জ্যেষ্ঠকায়স্থ" নয়সেনকে আমরা অধিকরণ মহত্তর পদে সমাসীন দেখিতে পাইতেছি। সুতরাং দ্বিতীয় তাম্রশাসন সম্ভবতঃ ধর্ম্মাদিত্যর রাজত্বের শেষ সময়েই উৎকীর্ণ হইয়াছিল; এবং ধর্ম্মাদিত্যের পরে এবং গোপচন্দ্রের পূর্ব্বে যদি অপর কোনও রাজার অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় তথাপি তাঁহার রাজত্ব যে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া ছিল না, ইহা সুনিশ্চিত।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় তাম্রশাসনে "নব্যাবকাশিকায়াম্" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। মিঃ পার্জ্জিটার বলেন এই শব্দটি (নব্য+অবকাশিক) এইরূপে সিদ্ধ হইয়াছে। তিনি উহা একটি স্থানের নাম (সম্ভবতঃ বারকমণ্ডলের রাজধানী) বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু মিঃ হোরণ্‌লির মতে, নব্যাব-কাশিক কোনও স্থানের নাম হইতে পারে না। তিনি বলেন, সম্ভবতঃ এই শব্দটি দ্বারা "অভিনব অরাজকতার সময়" সূচিত হইয়াছে। এই শব্দটি, দ্বিতীয় তাম্রশাসনে মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মাদিত্যের রাজত্ব সময়ে, এবং তৃতীয় তাম্রশাসনে মহারাজাধিরাজ গোপ চন্দ্রের রাজ্যকালেও উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, তৎকালে "মহারাজাধিরাজের" অভাব হইয়া

অরাজকতা উপস্থিত হয় নাই। উপরোক্ত উভয় সময়েই উপরিক নাগদেব কর্ত্তৃক বারকমণ্ডল শাসিত হইত। সুতরাং প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তার পদও শূন্য হইয়াছিল না। প্রথম তাম্রশাসনে মহারাজ স্থাণুদত্তকে আমরা বারকমণ্ডলে অধিষ্ঠিত দেখিতে পাই; কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় তাম্রশাসনে "মহাপ্রতিহারোপরিক" এবং "মহাপ্রতিহার-ব্যাপারাণ্ড্য-ধৃতমূল ক্রিয়ামাত্য-উপরিক" কর্ত্তৃক "মহারাজের" স্থান অধিকৃত হইয়াছে। হয়ত, মহারাজ স্থাণুদত্তের মৃত্যু হইলে, তৎপদে প্রতিষ্ঠিত নূতন মহারাজা সেই সময়ে শৈশবও অতিক্রম করেন নাই, সুতরাং মন্ত্রী কর্ত্তৃকই মণ্ডল শাসিত হইত। কিন্তু চতুর্থ তাম্রশাসনেও "নব্যাব কাশিকায়াম্" শব্দটি ব্যবহৃত হওয়ায়, এই অনুমানের পরিপন্থী হইয়া পড়িয়াছে। চতুর্থ তাম্রশাসনে মহারাজাধিরাজ সমাচার দেবকে সম্রাট পদে বিরাজিত দেখিতে পাই। ইহাতে উক্ত হইয়াছে যে, মহারাজাধিরাজ সমাচারদেবের "চরণ-কমল-যুগল" আরাধনা করিয়া উপরিক জীবদত্ত নব্যাবকাশিকার সুবর্ণবোথ্যের অন্তরঙ্গ-পদে, এবং উক্ত উপরিক জীবদত্তের অনুমোদন-ক্রমে পবিত্রক বারক-মণ্ডলের বিষয় পতি পদে, অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন (১)। এই তাম্রশাসনে, নব্যাব কাশিক শব্দটি যে কোনও স্থানের নাম স্বরূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কারণ, তাহা না হইলে অর্থবোধ ও সঙ্গতি রক্ষা হয় না। বিশেষতঃ এই তাম্রশাসন খানি সমাচার দেবের চতুর্দ্দশ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ। সুতরাং এই তাম্রশাসন খানি তৃতীয় তাম্রশাসনের অন্ততঃ ১৪ বৎসর পরেই প্রদত্ত হইয়াছে! অতএব দেখা যাইতেছে যে, দ্বিতীয় তাম্রশাসন ও চতুর্থ তাম্রশাসনের সময়ের পার্থক্য

---

(১) "এতচ্চরণ-কমল (কমল?)-যুগলারাধনোপাত্ত নব্যাবকাশিকায়াং-সুবর্ণবোথ্যাধিকৃতান্তরঙ্গ উপরিক জীবদত্তস্তদনুমোদিতকবারক-মণ্ডলে বিষয়-পতি-"দ্দারক" &c. &c.

অন্যূন (১৯+১৪) ৩৩ বৎসর। তাহা হইলে "নব্য" শব্দটির আর সার্থকতা কোথায়? এই সমুদয় বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া বোধ হয়, "নব্যাবকাশিক" বারকমণ্ডলের রাজধানী ব্যতীত অপর কিছুই হইতে পারে না।

৩০০ গুপ্তাব্দে বা ৬২৯—৬৩০ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ গঞ্জাম-তাম্রশাসনে শশাঙ্ককে "চতুরুদধি-সলিল-বীচি-মেখলা-নিলীন সদ্বীপ গিরিপত্তনবতী বসুন্ধরার" সম্রাট বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ইহা অত্যুক্তি বলিয়াই মনে হয়। ষষ্ঠশতাব্দীর শেষ ভাগে, যে সুযোগে পশ্চিমদিকে স্থানীশ্বরের প্রভাকর বৰ্দ্ধন এক অভিনব সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছিলেন, সেই সুযোগে গৌড়াধিপ শশাঙ্ক পূৰ্ব্বদিকে "লৌহিত্য-নদের উপকণ্ঠ হইতে গহন-তাল-বনাচ্ছাদিত মহেন্দ্রগিরির উপত্যকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ বশীভূত করিয়া গৌড়রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন" (১)। শশাঙ্কের বহুমুদ্রা বাঙ্গালার নানাস্থানে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে কতক গুলিতে "শশাঙ্ক" এবং কতকগুলিতে "নরেন্দ্রগুপ্ত" নাম লিখিত আছে। ডাক্তার বুলার বলেন, তিনি হর্ষ চরিতের একখানি হস্ত লিখিত গ্রন্থে শশাঙ্কের স্থলে নরেন্দ্র গুপ্ত নাম দেখিয়াছেন; তাহা হইলে শশাঙ্কের অপর নাম যে নরেন্দ্রগুপ্ত এবং তিনি যে গুপ্ত বংশ সম্ভূত তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। গুপ্তরাজ-বংশের কোনও খোদিত লিপিতে শশাঙ্কের বা নরেন্দ্র গুপ্তের নাম বা বংশ পরিচয় আবিষ্কৃত হয় নাই। মগধের গুপ্ত রাজবংশের মাধব গুপ্ত হর্ষবৰ্দ্ধনের সমসাময়িক ছিলেন। "উত্তরকালে যদি কখনও শশাঙ্কের বংশ পরিচয় আবিষ্কৃত হয় তাহা হইলে হয়ত দেখিতে পাওয়া যাইবে যে মগধরাজ্যে শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত মাধবগুপ্তের পূৰ্ব্ববর্ত্তী রাজা। অনেক সময়ে জ্যেষ্ঠ অপুত্রক

শশাঙ্ক
৬০০—৬২৫

(১) গৌড় রাজ মালা ৭---৮ পৃষ্ঠা

মৃত হইলে বা কনিষ্ঠ কর্ত্তৃক রাজচ্যুত হইলে কনিষ্ঠের বা তদ্বংশীয় গণের রাজ্যকালীন উৎকীর্ণ লিপিতে জ্যেষ্ঠের নাম পাওয়া যায় না (১)।

"ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে, স্থানীশ্বরের (থানেশ্বরের) অধিপতি প্রভাকর বর্দ্ধন উত্তরা পথের পশ্চিম ভাগে স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন এবং "মহারাজাধিরাজ" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৬০৫ খৃষ্টাব্দে প্রভাকর বর্দ্ধন সহসা কালগ্রাসে পতিত হইলে, উত্তরাপথের সার্ব্বভৌম নৃপতির পদলাভের জন্য ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল। প্রভাকর বর্দ্ধনের জামাতা মৌখরী গ্রহবর্ম্মা পাঞ্চালের রাজধানী কান্যকুব্জের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। প্রভাকর বর্দ্ধনের মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র, মালব হইতে দেবগুপ্ত (?) সসৈন্যে কান্যকুব্জাভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন। মালবরাজ কান্যকুব্জে উপনীত হইয়া, যুদ্ধে গ্রহবর্ম্মাকে নিহত এবং রাজপুরী অধিকৃত করিয়া, তদীয়পত্নী, স্থানীশ্বর রাজদুহিতা রাজ্যশ্রীকে, লৌহশৃঙ্খলাবদ্ধ চরণে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া স্থানীশ্বর অভিমুখে যাত্রা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। এই দুঃসংবাদ পাইবামাত্র, প্রভাকর বর্দ্ধনের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্য বর্দ্ধন দশ-সহস্র অশ্বারোহী লইয়া, মালব-রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করিয়া, সহজেই মালব সৈন্যের পরাভব সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু এই বিজয়ের শ্রান্তিদূর হইতে না হইতেই, ভগিনীর কারামোচনের পূর্ব্বেই, তিনি প্রবলতর প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হইয়াছিলেন। এই অভিনব প্রতিদ্বন্দ্বী গৌড়াধিপ শশাঙ্ক। "যিনি স্বীয় রাজধানী কর্ণ-সুবর্ণ হইতে কান্যকুব্জ জয়ার্থ যাত্রা করিতে সাহসী হইয়াছিলেন, তিনি যে পূর্ব্বেই বঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যাইতে পারে" (২)।

---

(১) প্রবাসী কার্ত্তিক ১৩১৯।

(২) গৌড় রাজ মালা ৬---৭ পৃষ্ঠা

রাজ্য বর্দ্ধনের হত্যা এবং বোধি দ্রুম নাশ এই দুইটী কলঙ্ক কালিমা শশাঙ্কের প্রতি আরোপিত হইয়াছে। কিন্তু গৌড়রাজ মালার লেখক, বিবিধ যুক্তিজালের অবতারণা করিয়া, এই উভয় অভিযোগই ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন। ভাণ্ডীর, "দেবভূয়ম্ গতে দেবে রাজ্য-বর্দ্ধনে গুপ্ত নামা চ গৃহীতে কুশ স্থলে," উক্তি হইতে মনে হয় যে রাজ্য-বর্দ্ধনের হত্যাকারী গুপ্ত নামধেয় কোন গৌড়াধিপ। পরে এই গুপ্তকে "কুল পুত্র" নামে অভিহিত করা হইয়াছে; সুতরাং ইনি শশাঙ্ক হইতে অভিন্ন হইতে পারেন না। অথবা "শশাঙ্ক হয়ত আত্মরক্ষার জন্য রাজ্য-বর্দ্ধনকে নিহত করিয়াছিলেন, হয়ত পিতৃরাজ্য রক্ষার্থ গুপ্ত-বংশ-সম্ভূত রাজ-গণের চিরশত্রু স্থানীশ্বরাধিপতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, অথবা তাঁহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠাংশ গৌড়ের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যই অতিবাহিত হইয়াছিল। হর্ষ বর্দ্ধনের সিংহাসন প্রাপ্তির ছয় বৎসর কাল মধ্যে শশাঙ্ক বিজিত হন নাই। হর্ষের রাজ্যাভিষেকের ত্রয়োদশবর্ষ পরেও শশাঙ্ক সম্রাট বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। স্থানীশ্বরের অগণিত সেনা তাহাকে গৌড়বঙ্গ হইতে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইলেও পিতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতের পাদদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও তিনি স্বীয় গর্ব্বোন্নত মস্তক অবনত করেন নাই (১)।"

অপসড় গ্রামে আবিষ্কৃত শিলালিপিতে লিখিত আছে যে, মাধবগুপ্ত হর্ষবর্দ্ধনের সংসর্গ কামনা করিয়াছিলেন (২)। এই মাধব গুপ্তই হয়ত শশাঙ্কের দুর্দ্দশার কারণ।

(১) প্রবাসী কার্ত্তিক ১৩০৯।

(২) "আজ্ঞৌ ময়া বিনিহতা বলিনো দ্বিশন্ত
কৃত্যং ন মেত্ত্যপরমিত্যবধার্য্য বীরঃ
শ্রীহর্ষদেব নিজ সঙ্গম বাঞ্ছয়া চ" * * *

অদৃষ্টনেমীর আবর্ত্তনে আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণাপথে যে সমুদয় রাজবংশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংসবিশেষ গ্রহণ করিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহাদিগের অধঃপতন আরব্ধ হইল। বহুদূরে, প্রাচীন পূণ্যক্ষেত্রে, স্থানীশ্বরের গৌরব-ভাস্কর সমুদিত হইতেছিল। তখনও গুপ্ত রাজগণ সম্রাট উপাধিতে ভূষিত হইতেন। গুপ্ত বংশের কন্যা বিবাহ করিয়া জয়বর্দ্ধন ধন্য হইয়াছিলেন। রাজ্যবর্দ্ধনের প্রতাপে হিমানী মণ্ডিত শিখরে বসিয়া কাম্বোজ-রাজ ভয়ে কম্পিত হইতেন। পুরুষপুর হইতে কামরূপ পর্য্যন্ত, হিমাচলের পাদদেশ হইতে নর্ম্মদাতীর পর্য্যন্ত, হর্ষবর্দ্ধনের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল।

হর্ষ বর্দ্ধন। ৬০৬—৬৪৭

রাজ্যবর্দ্ধন সত্যানুরোধে প্রজাপুঞ্জের প্রিয়কার্য্য সাধন নিমিত্ত অরাতিভবনে প্রাণত্যাগ করিলে (১) তদীয় কনিষ্ঠ হর্ষবর্দ্ধন পঞ্চসহস্র হস্তী, দ্বিসহস্র অশ্বারোহী এবং পঞ্চাশৎ সহস্র পদাতিক সৈন্যসহ গৌড় সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন (২)। কিন্তু ছয় বৎসর যুদ্ধ করিয়াও "চতুরুদধি-সলিল-বীচি-মেখলা-নিলীন-সদ্বীপ-গিরিপত্তন-বতী-বসুন্ধরার অধীশ্বর মহারাজাধিরাজ" শশাঙ্কের (৩) বিশেষ ক্ষতি করিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু শশাঙ্কের মৃত্যুর পর যে তদীয় সাম্রাজ্য "পঞ্চ ভারত" বিজেতা হর্ষবর্দ্ধনের পদানত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। হিমালয় হইতে নর্ম্মদা নদী পর্য্যন্ত সমগ্র প্রদেশ, মালব, গুর্জ্জর এবং সৌরাষ্ট্র রাজ্য লইয়া তাঁহার সাম্রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। পশ্চিমে, জামাতা বলভী-

(১) "উৎখায় দ্বিষতো বিজিত্য বসুধাঙ্কৃত্বা প্রজানাং প্রিয়ং
প্রাণানুজ্ঝিতবানরাতি ভবনে সত্যানুরোধেন যঃ।"
Banskhera Plate of Harsha. Epi. Indica vol IV.

(২) Beal's Records vol 1 Page 213.

(৩) Epi. Indica vol VI. Page 143.

পতি এবং পূর্ব্বে কামরূপাধিপতি ভাস্কর বর্ম্মাও তাঁহার শাসন মান্য করিয়া চলিতেন। সুতরাং সমতট ও বঙ্গ যে হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

শ্রীহর্ষচরিত প্রণেতা কবি বাণভট্ট তাঁহার সভা সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ইউয়ান চোয়াং বাঙ্গালার বিভিন্ন রাজধানী পুণ্ড্রবর্দ্ধন, সমতট, তাম্রলিপ্তি এবং কর্ণসুবর্ণের বিবরণে তথাকার কোনও নৃপতির নাম উল্লেখ করেন নাই। সম্ভবতঃ সমতট প্রভৃতির প্রাচীন রাজবংশ শশাঙ্ক কর্ত্তৃক উন্মূলিত হইয়াছিল (১)। ইউয়ান চোয়াংএর বিবরণী হইতে জানা যানা যায়, ৬৪৮ খৃঃঅব্দে হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যু হইয়াছিল।

চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াং সমতট রাজ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন:—"সমতট রাজ্য চক্রাকারে ৩০০০ লি বা ৬০০ মাইল এবং সমুদ্রের তীরবর্ত্তী; ভূমি নিম্ন ও উর্ব্বরা। রাজধানী চক্রাকারে ২০লি বা ৪ মাইল। ভূমি রীতি মত কর্ষিত হয়, এবং পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শস্য জন্মে। সর্ব্বত্র ফল ও ফুল পাওয়া যায়। জল বায়ু স্বাস্থ্যকর, এবং লোকের আচার ব্যবহার প্রীতিপ্রদ। সমতটবাসীরা স্বভাবতঃ কষ্ট সহিষ্ণু, ক্ষুদ্রকায় ও কৃষ্ণবর্ণ। তাহারা বিদ্যানুরাগী, সকলে যত্ন সহকারে বিদ্যা উপার্জ্জন করে। সমতট রাজ্যে সত্যধর্ম্ম (বৌদ্ধধর্ম্ম) ও অপধর্ম্ম (হিন্দুধর্ম্ম) উভয়ধর্ম্মের বিশ্বাসীগণই বাস করে। এখানে ন্যূনাধিক ত্রিশটি সংঘারাম বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সকল মঠে প্রায় দুই হাজার পুরোহিত অবস্থিতি করেন। ইহাঁরা সকলেই স্থবির নামক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত। সমতট রাজ্যে ন্যূনাধিক একশত দেব মন্দির বিদ্যমান আছে। ইহার প্রত্যেক দেব মন্দিরেই নানা সম্প্রদায়ভুক্ত লোক সমূহ উপাসনা করে। নির্গ্রন্থ নামক অসংখ্য উলঙ্গ সন্ন্যাসী এই রাজ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। নগর

(১) গৌড়রাজমালা ১৩ পৃষ্ঠা।

হইতে অনতিদূরে অশোক নির্ম্মিত স্তূপ। এই স্থানে পুরাকালে তথাগত এক সপ্তাহ দেবগণের হিতকল্পে সুগভীর ও রহস্যপূর্ণ শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ইহার পার্শ্বে যেখানে চারিজন বুদ্ধ উপবেশন ও ভ্রমণ করিতেন, তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঐ স্তূপের অনতিদূরে একটি সংঘারামে হরিত প্রস্তর নির্ম্মিত বুদ্ধ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। এই মূর্ত্তি আটফিট উচ্চ। সমতট হইতে ৯০০ লি বা ১৮০ মাইল পশ্চিমে তাম্রলিপ্তি দেশ।

চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াংএর গুরু অদ্বিতীয় শাস্ত্রজ্ঞ ও পণ্ডিত শীলভদ্র সমতটের ব্রাহ্মণ-রাজবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি অত্যন্ত জ্ঞানানুরাগী ছিলেন, বহুদূর দেশেও তাঁহার যশোরাশি বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। ধর্ম্মতত্ত্বের অনুসন্ধানে ইনি সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। অতঃপর মগধরাজ্য উপনীত হইয়া নালন্দা সংঘারামে আচার্য্য ধর্ম্মপাল বোধি-সত্ত্বের সহিত ইহার সাক্ষাৎকার হয়। এই আচার্য্যের মুখে জটিল ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকটে ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হন। এই স্থানে তিনি দুরূহ সমস্যা সমূহের অধ্যয়ন ও অনুশীলন করেন। এইরূপে শীলভদ্র স্বীয় অসাধারণ প্রজ্ঞাবলে সমগ্র পণ্ডিত-মণ্ডলী-মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দূর দেশান্তরেও তাঁহার প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

শীলভদ্র

এই সময়ে দক্ষিণ ভারতের একজন বিশ্রুতনামা পণ্ডিত দিগ্বিজয় মানসে মগধে উপনীত হইয়াছিল। ভারতীর প্রিয়-নিকেতন নালন্দা সংঘারামের আচার্য্য ধর্ম্মপাল বোধি-সত্ত্বের যশোগৌরবের খ্যাতি সুদুর দাক্ষিণাত্যেও শ্রুত হইত। এজন্য এই পণ্ডিত প্রবরের আত্মাভিমান ক্ষুণ্ণ হওয়াতে অসূয়া পরবশ হইয়া, ইনি দুর্গম গিরিকন্দর ও নদনদী সমাকুল সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া দিগন্ত-বিশ্রুত-কীর্ত্তি আচার্য্য প্রবরের সহিত

তর্ক যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত, মগধ রাজ্যে আগমন করিয়াছিলেন। পণ্ডিতবর সভায় উপনীত হইয়া বলিলেন, "আমি দাক্ষিণাত্যবাসী, এই রাজ্যের একজন অসাধারণ শাস্ত্র-জ্ঞান-সম্পন্ন মনীষীর বিষয় শ্রুত হইয়াছি; আমি "অজ্ঞ, তথাপি তাঁহার সহিত শাস্ত্রালোচনা করিতে ইচ্ছা করি।" এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মগধরাজ বলিলেন, "হাঁ, এখানে অশেষ মনীষা সম্পন্ন একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত আছেন বটে।" এই কথা বলিয়াই রাজা আচার্য্য ধর্ম্ম-পালের নিকট বলিয়া পাঠাইলেন, "দাক্ষিণাত্যবাসী একজন পণ্ডিত বহুদূর দেশান্তর হইতে আপনার সহিত শাস্ত্রের বিচার করিতে এইস্থানে আগমন করিয়াছেন, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক রাজসভায় আসিয়া তাঁহার সহিত শাস্ত্রালাপ করিবেন কি?" আচার্য্য ধর্ম্মপাল মগধরাজের আমন্ত্রণ প্রাপ্ত হইয়া, অগৌণে রাজসমীপে উপনীত হইবার জন্য উদ্যোগ করিলেন। এই সময়ে তদীয় প্রধান শিষ্য শীলভদ্র-প্রমুখ অপরাপর শিষ্য-মণ্ডলী তাঁহাকে চারিদিকে পরিবেষ্টন করিলেন। প্রধান শিষ্য শীলভদ্র বিনয়নম্র বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুরুদেব আপনি এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাইতেছেন?" ধর্ম্মপাল উত্তর করিলেন, "জ্ঞান-সূর্য্য অস্তমিত হইবার পর (অর্থাৎ ভগবান বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণের পরে) উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত তদীয় প্রচারিত ধর্ম্মমতের একটি মাত্র প্রদীপ ধীরভাবে জ্বলিতেছে, ধর্ম্ম-বিরোধী পণ্ডিত-কীট-সমূহ মেঘখণ্ডের ন্যায় উদিত হইয়াছে, সুতরাং আমি উহার একটিকে তর্কযুদ্ধে ধ্বংস করিবার জন্য যাইতেছি।"

শীলভদ্র গুরুদেবের উত্তর শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "আমি নানাপ্রকার শাস্ত্রালোচনায় যোগদান করিয়াছি, এই বিধর্ম্মীকে পরাভূত করিবার জন্য আমাকেই অনুমতি প্রদান করুন।" আচার্য্য ধর্ম্মপাল শীলভদ্রের পূর্ব্ব-বিবরণ সমুদয় পরিজ্ঞাত ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে সেই তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার জন্য অনুমতি করিলেন। কিন্তু এই সময়ে শীলভদ্রের বয়ঃক্রম

ত্রিংশৎ বৎসর মাত্র হইয়াছিল, এজন্য শিষ্যমণ্ডলী তাঁহার নবীন বয়স এবং ইনি একাকী এই বিষম তর্কযুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিবেন কিনা, এই সমুদয় বিষয় বিবেচনা করিয়া এবং তদীয় প্রাজ্ঞতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া ক্ষুণ্ণ হন। আচার্য্য ধর্ম্মপাল তাহাদিগের মনোগত ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া বলিলেন, "কোনও ব্যক্তির ধীশক্তির পরিমাণ করিবার সময় তাঁহার কয়টি দন্ত উদ্গত হইয়াছে. তাহার নির্দ্ধারণ করা অনাবশ্যক। আমি সমস্ত অবস্থা পর্য্যলোচনা করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি যে শীলভদ্র এই বিধর্ম্মীকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইবে। তাঁহার যথেষ্ট মানসিক বল আছে।"

যাহা হউক, বিচারের দিন সমাগত হইলে সভাস্থল লোকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। সে তর্ক-যুদ্ধ দেখিবার জন্য নানা দূর দেশান্তর হইতে যুবক বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে বহুলোক সমবেত হইয়াছিল। প্রথমতঃ দক্ষিণদেশীয় পণ্ডিত বিবিধ কূট-যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া জলদ-গম্ভীর-স্বরে স্বীয় মত সকলের ব্যাখ্যা করেন। তারপর শীলভদ্র অপূর্ব্ব যু্ক্তির অবতারণা করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীর সমুদয় মত বাদ খণ্ডন করিয়া দেন। তখন দক্ষিণদেশীয় পণ্ডিত প্রত্যুত্তর প্রদানে অসমর্থ হইয়া লজ্জায় অধোবদন হন।

"মগধাধিপতি শীলভদ্রের জয়লাভে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার গুণের পুরস্কার স্বরূপ একখানি গ্রাম দান করেন। কিন্তু শীলভদ্র রাজদত্ত এই দান গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইয়া বলিলেন, "যে ব্যক্তি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছে, তাহার অর্থের কোনও প্রয়োজন নাই, সে অল্পেই সন্তুষ্ট, এবং স্বীয় পবিত্রতা রক্ষা করিতে সমর্থ; সুতরাং গ্রাম লইয়া আমি কি করিব?" ইহাতে মগধরাজ উত্তর করেন, "ধর্ম্মরাজের তিরোভাব হইয়াছে, জ্ঞান-তরণী তরঙ্গে পতিত হইয়াছে; যদি এই সময় পণ্ডিতও মূর্খে পার্থক্য না থাকে, তবে বিদ্যার্থীকে ধর্ম্মপথে গমনকালে উৎসাহ প্রদান অসম্ভব হইয়া উঠিবে। অতএব প্রার্থনা করি, এই দান গ্রহণ করুন।" অতঃপর

শীলভদ্র নিরাপত্তিতে ঐ দান গ্রহণ করিয়া একটি সুবিশাল সংঘারামের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ রাজদত্ত গ্রামের সমুদয় আয় ন্যস্ত করিয়া দেন। এই সংঘারাম "শীলভদ্রের সংঘারাম" নামে পরিচিত ছিল। এই স্থান "গুণমতির বিহার" হইতে ২০ লি বা ৪ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে, এবং গয়া হইতে ৪০।৫০ লি বা ১০।১২ মাইল উত্তর পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। কামরূপাধিপতি ভাস্করবর্ম্মা চৈনিক শ্রমণ ইউয়ান চোয়াংকে তদীয় রাজ্যে নিমন্ত্রণ করিলে তিনি তিনবার তাঁহার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে স্বীয় গুরু শীলভদ্রের উপদেশে তথায় যাইতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ড হইতে আবিষ্কৃত কামরূপাধিপতি ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনে লিখিত আছে, "মহানৌহস্ত্যশ্বপত্তি সংপত্ত্যু পাত্ত জয়শব্দান্বয়ার্থ-স্কন্ধাবারাৎ কর্ণসুবর্ন বাসকাৎ।" সুতরাং ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কামরূপ-রাজ এক সময়ে কর্ণ সুবর্ণ পর্য্যন্ত অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ভাস্করবর্ম্মা কান্য-কুব্জাধিপতি হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হইয়াছিলেন। ৬৪৮ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যু হইলে

ভাস্করবর্ম্মা

তাঁহার সাম্রাজ্য মধ্যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, এবং সুযোগ বুঝিয়া মগধাধিপ আদিত্য সেন সমুদয় প্রাচ্যভারত হস্তগত করিয়া মহারাজাধিরাজ উপাধিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে ভাস্করবর্ম্মা হর্ষবর্দ্ধনের সেনাপতি রাজ্যাপহারক অর্জ্জুন অরুণাশ্বকে পদচ্যুত করিবার জন্য চীনদূতকে সাহায্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সময়ের চৈনিক গ্রন্থ সমূহে ভাস্কর বর্ম্মা প্রাচ্যভারতের অধীশ্বর বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন (১)। সম্ভবতঃ যে সুযোগে হর্ষবর্দ্ধনের সেনাপতি অর্জ্জুন বলপূর্ব্বক স্বীয় প্রভুর সিংহাসন হস্তগত করিয়াছিলেন, রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের সেই শুভ

(১) V. A. Smith's H. of India 2nd Edition Page 327.

অবসরে ভাস্করবর্ম্মা প্রাচ্যভারতে একাধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সুতরাং সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গ যে ভাস্করবর্ম্মার শাসন মান্য করিয়াছিল তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ-সিং ৬৭২ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি লিখিয়াছেন, তৎপূর্ব্বে সেঙ্গচি নামক জনৈক চীন দেশীয় পরিব্রাজক দক্ষিণ সমুদ্র বাহিয়া জলপথে চীনদেশ হইতে সমতটে আগমন করিয়াছিলেন (১)। তাঁহার বিবরণী হইতে জানা যায় যে তৎকালে তিনি "হো-লো-শে-পো-তো" নামক একজন নিষ্ঠাবান "উপাসককে" সমতটের সিংহাসনে সমাসীন দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই নরপতি বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, বৌদ্ধ শ্রমণগণের অদ্বিতীয় প্রতিপালক, সদ্ধর্ম্মের এক নিষ্ঠ সাধক, এবং বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘ এই ত্রিরত্নের প্রতি পরম ভক্তিমান ছিলেন (২)। ইউয়ান চোয়াং ৬৩৮ খৃঃ অব্দে সমতটের রাজধানীতে দ্বিসহস্র শ্রমণ দেখিতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু এই অল্পকাল মধ্যেই পরম সৌগতোপাসক সমতটাধিপতির আশ্রয়ে শ্রমণ সংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া চতুঃ সহস্রে পরিণত হইয়াছিল। ইউয়ান চোয়াং এই শ্রমণ দিগকে প্রাচীন স্থবির মতাবলম্বী দেখিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু ইৎসিং এর সময়ে তাহারা মহাযান সম্প্রদায় ভুক্ত বলিয়া পরিচিত ছিল (৩)।

সেঙ্গচির বিবরণ

প্রাচ্য বিদ্যা মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় সেঙ্গচির লিখিত

---

(১) Introduction to I-Tsing's Record of the Buddhist Religion—Translated by J.Takakusu Page X L--X Li

(২) Beal's Life of Hiuen Tsiang. Page XXX. Thomas Watters on Yuan Chwang Vol II. Page 188.

(৩) I-Tsing's Record of the Buddhist Religion, translated by J. Takakusu.

সমতট-রাজের সহিত আসরফ-পুরের তাম্র-শাসনোল্লিখিত দেবখড়্গা-তনয় রাজ রাজ ভট্টের একত্ব প্রতিপাদন করিতে প্রয়াসী (১)। কিন্তু আমরা ইহা সমীচীন বলিয়া মনে করি না (২)। ফরাসী পণ্ডিত মেঁাসো সেভানিজ এই সমতট-রাজের নাম হর্ষভট বলিয়া অনুমান করেন, কিন্তু মিঃ ওয়াটার্স "হো-লো-শে" এই অক্ষর ত্রয়ের মর্ম্ম "রাজ" শব্দ দ্যোতক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। মিঃ বীল ও ওয়াটার্সের মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। তাহা হইলে সেঙ্গচির লিখিত সমতটের রাজার নাম (হো-লো-শে = রাজ ; পো-তো = ভট) রাজভট বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু নাম-বাচক শব্দের লিপি মালার একাংশ, ইচ্ছামত, মর্ম্মার্থ দ্যোতক রূপে এবং অপরাংশ যথাযথরূপে কেন গ্রহণ করিতে হইবে তাহা জানিবার জন্য কৌতূহল হয়। ওয়াটার্সের ব্যাখ্যা সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিলেও নামের সামঞ্জস্য ব্যতীত দেবখড়্গা তনয় রাজ রাজ ভট্টের সহিত সেঙ্গচির লিখিত "রাজভটে"র অপর কোনও সম্বন্ধের আরোপ করা যায় না। পরবর্ত্তী সময়ে এতৎ-সংস্পৃষ্ট কোনও অভিনব তথ্য আবিষ্কৃত হইলে ও এই একীকরণের ঐতিহাসিক স্বপ্ন ফলবতী হইবে কিনা সন্দেহ।

---

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রাজন্যকাণ্ড ৭৭ পৃষ্ঠা।

(২) ৬ষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

পঞ্চম অধ্যায়।

শূরবংশ।

শূর-বংশের ইতিহাস আলোচনায় প্রখ্যাত-নামা মহারাজ আদি-শূরের নাম স্বতঃই সর্ব্বাগ্রে সকলের মনে উদিত হয়। কিন্তু আদি-শূরের সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলোচনা করিবার উপযুক্ত মালমসল্লা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। অধুনা এই আদিশূরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই বহু মনীষী সন্দেহ করিতেছেন। সুপ্রসিদ্ধ ঐতি-

আদিশূর।

হাসিক মিঃ ভিন্সেণ্ট স্মিথ লিখিয়াছিলেন, "Bengali tradition traces the origin of many notable families to five Brahmans and Five Kayasths supposed to have been imported from Kanauj by a half-mythical King named Adisura in order to revive orthodox Hindu customs, which had fallen into disuse during the time when Buddhism was pre dominant. But no authentic record of this monarch has been discoverd, and his real existence may be doubted. If he ever existed he must have reigned in Bengal earlier than the Palas."...............(১)।

গৌড় রাজ মালার গ্রন্থকার মনীষী শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি, এ, ও প্রত্নতত্ত্ব বিৎ শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ এতদ্বিষয়ে বহু

---

(১) V, A. Smith's Early History of India (2nd Edition) Pages 366-367. কিন্তু এই গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে হরিমিশ্র ও এড়ু মিশ্রের কারিকার উল্লেখ করিয়া গ্রন্থকার পূর্ব্ব মতের আংশিক পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।

গবেষণাপূর্ণ আলোচনা দ্বারা মিঃ স্মিথের উক্তির পোষকতা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাদিগের মতে, আদিশূরের ঐতিহাসিক ভিত্তি অতি ক্ষীণ; কারণ পরবর্ত্তী কালে রচিত পরস্পর-বিরোধী কুল-গ্রন্থ নিচয় এবং প্রচলিত কিম্বদন্তী ব্যতীত তাঁহার অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও নিদর্শন অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই; এবং ভুবনেশ্বরের প্রশস্তিতে উল্লিখিত ভট্ট ভবদেবের বংশ বৃত্তান্তের সহিত আদিশূর কর্তৃক ব্রাহ্মণানয়ন-বৃত্তান্তের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না।

আদিশূরের অস্তিত্ব বিষয়ে নানা সন্দেহ

গৌড় রাজমালায় লিখিত হইয়াছে, "ভবদেব সাবর্ণ গোত্রীয়, তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণ সিদ্ধল গ্রামবাসী, এবং তাঁহার জননী বন্দঘটীবংশীয়া ছিলেন। সুতরাং ভবদেব যে রাঢ়ি-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, তদ্বিষয়ে আর সংশয় হইতে পারে না। প্রশস্তির রচয়িতা, ভবদেবের সুহৃদ্ বাচস্পতি, যে ইদানীন্তন কালের ঘটকগণের অপেক্ষা ভবদেবের পূর্ব্ব-পুরুষগণ সম্বন্ধে অনেক অধিক খবর রাখিতেন, একথা অস্বীকার করা যায় না। প্রশস্তিতে ভবদেব বালবলভী ভুজঙ্গকে ধরিয়া সাত পুরুষের বিবরণ আছে। প্রশস্তিতে উল্লিখিত প্রথম ভবদেব খৃষ্টীয় দশম শতাব্দের শেষ পাদে বর্ত্তমান ছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে; এবং এই প্রথম ভবদেব যে গৌড় নৃপ হইতে হস্তিনী ভট্ট গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি সম্ভবতঃ প্রথম মহীপাল। বাচস্পতি যে ভাবে প্রশস্তির সূচনায় সিদ্ধল গ্রামবাসী সাবর্ণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, যেন স্মরণাতীত কাল হইতে সাবর্ণ গোত্রীয় শ্রোত্রীয়েরা তথায় বাস করিতে ছিলেন। এখন যেমন সাবর্ণগোত্রীয় রাঢ়ীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ মাত্রেই আদিশূর আনিত বেদগর্ভ বা পরাশর হইতে বংশপরিচয় দিয়া থাকেন, তখন এই প্রবাদ প্রচলিত

থাকিলে, বাচস্পতি বোধ হয় প্রিয়-সুহৃদের প্রশস্তিতে তাহার উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইতেন না। ভবদেবের ভুবনেশ্বরের প্রশস্তিতে আদিশূর কর্ত্তৃক সাবর্ণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ আনয়নের প্রতিকূল প্রমাণ দেখিয়া, আদিশূর বৃত্তান্তের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে ঘোর সংশয় উপস্থিত হয়। যতদিন না কোনও তাম্রশাসন বা শিলালিপি দ্বারা এই সংশয় অপসারিত হয়, ততদিন পরস্পর বিরোধী কুলশাস্ত্রের প্রমাণ অবলম্বনে, আদিশূরের ইতিহাস উদ্ধারের যত্ন বিড়ম্বনা মাত্র" (১) অন্যত্র লিখিত হইয়াছে "বাৎস্য-গোত্র ছাড়িয়া দিলে বর্ত্তমান কালকে আদিশূর-আনীত ব্রাহ্মণগণের কাল হইতে গড় পড়তায় ৩৪।৩৫ পুরুষের কাল বলা যাইতে পারে। প্রতি পুরুষে ২৫ বৎসর ধরিয়া লইলে, আদিশূর ৮৫০ বৎসর পূর্ব্বে [১০৬০ খৃষ্টাব্দে] বর্ত্তমান ছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। এই অনু-মান, "বেদবাণাঙ্ক শাকেতু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ" [৯৫৪ শাকে বা ১০৩২ খৃষ্টাব্দে গৌড়ে ব্রাহ্মণগণ আগমন করিয়াছিলেন] এই কিম্বদন্তীর বিরোধী নহে, এবং তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে কর্ণাট রাজকুমার বিক্রমাদিত্যের সহিত বল্লালসেনের পূর্ব্বপুরুষের গৌড়ে আগমন কালের সহিত ঠিকঠাক মিলিয়া যায়। প্রথম রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় লিপিতে দক্ষিণ রাঢ়ের অধিপতি রণশূরের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আদিশূরকে রণশূরের পুত্র বা পৌত্র ধরিয়া লইলে, কোন গোলই থাকে না" (২)

"ভুবনেশ্বরের কুল প্রশস্তিতে ভবদেবের ঊর্দ্ধতন সাত পুরুষের নাম দেওয়া হইয়াছে! প্রশস্তি রচয়িতা বাচস্পতি, গোত্রপ্রতিষ্ঠাতা সাবর্ণ মুনির পরেই প্রথম ভবদেবের নাম করিয়াছেন তিনি যখন

(১) গৌড় রাজমালা—৫৯ পৃষ্ঠা।

(২) গৌড় রাজমালা ৫৮—৫৯ পৃষ্ঠা

প্রথম ভবদেবের (১) কথা লিপিবদ্ধ করিতে পারিয়াছেন, তখন অবগত থাকিলে এবং সত্য হইলে তিনি অবশ্যই আদিশূর কর্ত্তৃক বেদগর্ভ বা পরাশরের আনয়ন বার্ত্তা লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতেন। সুতরাং তাঁহার নাম না

---

(১) বাচস্পতি প্রশস্তিতে লিখিত ভবদেব-বংশমালা উদ্ধৃত করা গেল।
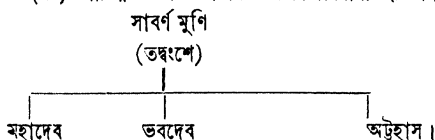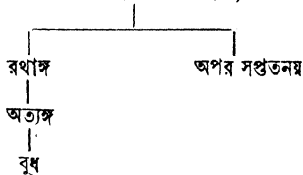
থাকাই সন্দেহ জনক" (১)। আমরা কিন্তু এই যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। ভবদেব প্রশস্তিতে

ভবদেব প্রশস্তি

আদিশূর কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণানয়নের বৃত্তান্ত উল্লিখিত হইবার কোনই কারণ নাই। কারণ এই ব্যাপার ভবদেব বংশের বিশেষত্ব নহে। ভবদেবের ঊর্দ্ধতন পুরুষগণ মধ্যে যাহারা কৃতী ছিলেন, তাঁহাদিগের কীর্ত্তির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রশস্তিতে লিখিত হইয়াছে। ইহাই ভবদেব-বংশের বিশেষত্ব। সম্ভবতঃ বেদগর্ভ বা পরাশর হইতে কেশব পর্য্যন্ত এই বংশে কোনও খ্যাতনামা লোক জন্ম গ্রহণ করেন নাই ; পরে প্রথম ভবদেবই এই বংশে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন ; সে জন্যই প্রথম ভবদেব হইতে সপ্তম পুরুষের নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে।

খৃষ্টিয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বঙ্গে গোবিন্দ চন্দ্র রাজত্ব করিতে ছিলেন। ভবদেব বালবলভী ভুজঙ্গের পিতামহ আদিদেব যে বঙ্গ রাজের বিশ্রাম সচীব পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি সম্ভবতঃ বঙ্গাধিপ গোবিন্দচন্দ্র। প্রথম ভবদেব বোধ হয় খৃষ্টিয় দশম শতাব্দীর প্রথম পাদে প্রাদুর্ভূত পাল বংশীয় নারায়ণ পাল দেবের নিকট হইতেই হস্তিনীভট্ট গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। গৌড়াধিপ নারায়ণপাল দেব পরম ভট্টারক ও পরম সৌগত বলিয়া কীর্ত্তিত হইলেও তিনি দেব মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া পাশুপত আচার্য্যকে দেবসেবা নির্ব্বাহার্থ ভূমিদান করিয়াছিলেন, বলিয়া জানা যায়। ইহাতে অনুমিত হয়, ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি পরম উদার ছিলেন। এই সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব ধীরে ধীরে অস্তমিত হইতেছিল এবং হিন্দুধর্ম্ম শনৈঃ শনৈঃ পূর্ব্ব প্রাধান্য লাভ করিতেছিল। রাজাগণ প্রজাপুঞ্জের সন্তোষ বিধানার্থ হিন্দু দেবালয়ের প্রতিষ্ঠা ও তাহার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ব্রাহ্মণদিগকে ভূমি দান করিতে ছিলেন।

(১) ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন—আশ্বিন, ১৩২০।

বেদ গর্ভের ৬ষ্ঠ পুত্র বশিষ্ঠ বাসের জন্ত সিদ্ধল গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাহা হইতেই সিদ্ধল গাঁইর উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া কুলগ্রন্থাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে। সিদ্ধল গ্রামী বলিয়া পরিচিত করিলেই সেই বংশ যে বেদগর্ভাত্মজ বশিষ্ঠের অনন্তর-বংশ, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না। এ জন্তই [গৌড় নৃপতি হইতে হস্তিনীভট্ট গ্রাম প্রাপ্ত হইলেও] ভুবনেশ্বর প্রশস্তিতে এই বংশকে সিদ্ধল গ্রামী বলিয়াই পরিচিত করা হইয়াছে। প্রশস্তি রচয়িতা বাচস্পতি লিখিয়াছেন :—

"সাবর্ণস্ত মুনের্মহীয়সিকুলে যে যজ্জিরে শ্রোত্রীয়া
স্তেষাং শাসনভূময়োঽজনি গ্রহংগ্রামাঃ শতং সন্ততে।
আর্য্যাবর্ত্তভুবাংবিভূষণমিহখ্যাতস্ত সর্ব্বাগ্রিমো গ্রামঃ
সিদ্ধল এব কেবল মলঙ্কারোঽস্তি রাঢ়াশ্রিয়ঃ"॥

অর্থাৎ, "সাবর্ণ মুনির সুমহান বংশে যে সকল শ্রোত্রিয়-ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের সন্তান-সন্ততিগণ রাজপ্রদত্ত একশত খানি গ্রামেই বাস করিতেন। তন্মধ্যে আর্য্যাবর্ত্ত ভূমির ভূষণ স্বরূপ সিদ্ধল গ্রামই সমূদয় গ্রামের শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বদা বিখ্যাত রাঢ়াশ্রীর অলঙ্কার স্বরূপে বর্ত্তমান।" এস্থলে সিদ্ধল গ্রামের উল্লেখ থাকায় ভবদেব যে বেদগর্ভবংশ-সম্ভূত তাহা স্পষ্টই সূচিত হইতেছে, আদিশূরের নামোল্লেখ করিয়া বংশ-পরিচয় বিবৃতি করিবার কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই। সুতরাং ভবদেব ভট্টের কুলপ্রশস্তি হইতে গৌড়রাজমালার লেখক মহাশয় যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। পক্ষান্তরে, ভবদেব-জননী সাঙ্গকা দেবী বন্দ্যঘটী বংশোদ্ভবা ছিলেন বলিয়া প্রশস্তিতে উক্ত হইয়াছে (১)। সুতরাং বঙ্গাধিপতি হরিবর্ম্ম দেবের পূর্ব্বেই

(১) "বন্দ্যাং বন্দ্যঘটীয়স্ত ব্রহ্মণঃপ্রবতাং সুতাং।
সাঙ্গকামজনা বভুং পত্নীং স পরিণীতবান্"॥

যে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের গাঞী নিরূপিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

ত্রিপুরায় প্রাপ্ত সামন্তরাজ লোকনাথের তাম্রশাসন খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এম, এ মহাশয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন (১)। এই তাম্রশাসন হইতে জানা গিয়াছে যে, "সুব্বুঙ্গ" বিষয়স্থিত অটবী ভূখণ্ডে প্রদোষশর্ম্মা "দেবাবসথ" নির্ম্মাণ করাইয়া, "ভগবান অবিদিতান্তানন্ত নারায়ণ" স্থাপিত করিয়া, দেবতার বলি-চরু-সত্র-প্রবর্ত্তনের জন্য ও কৃতবিদ্য ব্রাহ্মণগণের ব্যবহারের জন্ত রাজ সমীপে ভূমি-প্রার্থী হইয়াছিলেন। অটবী ভূখণ্ডের কত পাটক ভূমি কোন ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হইবেন, তাহার বিভাগ সূচনার জন্ত, এই তাম্রশাসনে শতাধিক ব্রাহ্মণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

ত্রিপুরার তাম্র-শাসন।

এই প্রসঙ্গে রাধাগোবিন্দ বাবু নিম্ন-লিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন ;—"ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, সপ্তম শতাব্দীতে আমাদের দেশে ব্রাহ্মণের অভাব ছিল না। এই সকল ব্রাহ্মণ অন্ত কোনও প্রদেশ হইতে আনীত বা বিনির্গত বলিয়া উল্লেখ দেখা যায় না। ইহার সহিত আদিশূর কাহিনীর কিরূপ সামঞ্জস্য সাধিত হইতে পারে, তাহা কুল-শাস্ত্রজ্ঞ সুধীগণের আলোচ্য" (২)। প্রত্যুত্তরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম, এ, পি, আর, এস মহাশয়ের মন্তব্য উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। তিনি লিখিয়াছেন,

(১) সাহিত্য ১৩২১, জ্যৈষ্ঠ, ১৪০, ১৪৬ পৃষ্ঠা। ডাঃ বুলার এই তাম্রশাসনের লিপিকাল দশম শতাব্দীতে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। কিন্তু রাধাগোবিন্দ বাবুর নির্দ্দেশিত কালই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

(২) সাহিত্য ১৩২১; জ্যৈষ্ঠ ১৪৫ পৃষ্ঠা।

"সপ্তম শতাব্দীতে এদেশে ব্রাহ্মণ ছিল তাহা এই ত্রিপুরার শাসনের পাঠোদ্ধারের পূর্ব্বে লোকে বিশেষ ভাবেই জানিতেন, তদ্বিষয়ে বহু প্রমাণ বিদ্যমান এবং কুলশাস্ত্রজ্ঞগণও সম্ভবতঃ তাহা অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু আদিশূর কাহিনীর সহিত ইহার সামঞ্জস্য কোথায়, ইহা নির্দ্ধারণ করা শক্ত। বরং এই তাম্রশাসনেই এমন একটি কথা রাধাগোবিন্দ বাবু আবিষ্কার করিয়াছেন যাহাতে আদিশূর কাহিনী কিয়ৎ পরিমাণে সমর্থিত হয় বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। সে কালে ব্রাহ্মণ ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তৎকালে "দ্বিজ-সত্তমেরা"ও শূদ্রানীর গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। লোকনাথের তাম্রশাসন হইতে বর্ত্তমান বিষয়ে যদি কিছু প্রমাণিত হয় তবে তাহা এই যে, সপ্তম শতাব্দীর বঙ্গদেশস্থ ব্রাহ্মণগণ শূদ্রানী গ্রহণ করিতেন। কিন্তু আমরা জানি যে, বঙ্গদেশে শীঘ্রই অসবর্ণ বিবাহ প্রথা রহিত হয় এবং আনুসঙ্গিক অন্যান্য আচার অনুষ্ঠান ও সম্ভবতঃ পরিবর্ত্তিত হয়। এই পরিবর্ত্তনের মূলে যে বঙ্গদেশীয় একজন নরপতি ও তৎকর্ত্তৃক আনীত বিশুদ্ধ আচার সম্পন্ন পঞ্চ ব্রাহ্মণ ছিলেন বা থাকিতে পারেন, ইহাতে অসামঞ্জস্য বা অস্বাভাবিকত্ব কিছুই নাই" (১)।

কুলশাস্ত্র ও শিলালিপি।

যদিও মহারাজ আদিশূর-সম্পর্কে পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ মধ্যে বিশেষ মতভেদ রহিয়াছে, যদিও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধরূপে কোনও কথা জানা যায় নাই, যদিও পাল এবং সেন রাজগণের ন্যায় ইঁহার নামাঙ্কিত কোনও শিলালেখ বা তাম্রশাসন অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই, তথাপি লোক পরম্পরাগত প্রাচীনও প্রবল কিম্বদন্তী, পুরুষানুক্রমিক রক্ষিত ও সংগৃহীত কুলাচার্য্য-

(১) প্রতিভা, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৮২ পৃষ্ঠা।

গণের বিবরণ, পরস্পর বিরোধী হইলেও, একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। কুলাচার্য্যগণের বিবরণীগুলিতে অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইলেও, বঙ্গাধিপতি আদিশূরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেহই সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই। এই সমুদয় কিম্বদন্তী ও কুলগ্রন্থোক্ত বিবরণ হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, মহারাজ আদিশূর নামে একজন নরপতি বঙ্গের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন (১)। প্রবল জনশ্রুতির যদি কোনও ঐতিহাসিক মূল্য থাকে তবে আদিশূরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে ; যে পর্য্যন্ত এই জনশ্রুতি কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিরোধী বলিয়া স্থিরীকৃত না হয়, সে পর্য্যন্ত উহা অসার বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না। অধিকাংশ শিলালেখ এবং তাম্রপট্টোল্লিখিত প্রমাণগুলিও যেরূপ অত্যুক্তি-দোষ-দুষ্ট ও অনিরপেক্ষ (২) কুলগ্রন্থগুলিও তদ্রূপ ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ। বহু আবর্জ্জনাই ইহাতে লব্ধ-প্রবিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং শিলাফলক এবং তাম্রশাসনের শ্লোকগুলির মর্ম্ম যেরূপ বিশেষ সাবধানতার ও সহিত গ্রহণ করিতে হইবে, কুলগ্রন্থাদির প্রমাণগুলিও ইতিহাসের উপাদান স্বরূপ ব্যবহার করিতে হইলে, বিশেষ বিচারপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অদ্যাপি কুলশাস্ত্রের প্রমাণগুলির যথার্থ মূল্য নির্ণীত হয় নাই এবং এতদর্থে কোনও চেষ্টা করা হয় নাই। কুলশাস্ত্রগুলিকে প্রমাণ স্বরূপ

---

(১) আদিশূর কোনও ব্যক্তি বিশেষের নাম নহে, উহা একটি উপাধি বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। রবি সেন মহামণ্ডল কৃত "কুল-প্রদীপ" এবং জয় সেনের "বৈদ্য কুলচন্দ্রিকায়" ইহা স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে।

(২) As the authors who composed the grants cannot be expected to be impartial in their account of the reigning monarch, much of what they say about him cannot be accepted as historically true. And even in the case of his ancestors, the vague praise that we often find, must be regarded simply as meaningless, & & &. Early History of Dakkan by R. G. Bhandarkar, introduction page ii.

ব্যবহার করিবার পক্ষে যথেষ্ট অন্তরায় রহিয়াছে সন্দেহ নাই ; কিন্তু বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস প্রণয়ন করিতে হইলে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং কায়স্থাদির কুলগ্রন্থ গুলিকে উপেক্ষা না করিয়া বরং বিভিন্ন কুলশাস্ত্র হইতে কোনও সারোদ্ধার করা যায় কি না তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যিনি এই কার্য্যে অগ্রসর হইবেন, তাঁহাকে ন্যায় ও সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নিরপেক্ষ ভাবে কঠোর বিচারকের ন্যায় কার্য্য করিতে হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ কুলগ্রন্থ আবিষ্কারের বন্যা আসিয়াছে, তাহাতে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা নিতান্ত নিরাপদ নহে।

আদিশূরের নামের সহিত বঙ্গে সাগ্নিক ব্রাহ্মণের আগমনের বিবরণ ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত। কিন্তু ইহার পূর্ব্বেও যে বঙ্গে সাগ্নিক ব্রাহ্মণের অভাব ছিল না, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। সুতরাং আদিশূরই যে বঙ্গে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া বৈদিক ধর্ম্মের উন্নতি বিধান করিয়া ছিলেন, তাহা স্বীকার করা যায় না। রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকায় আদিশূর সামবেদী ব্রাহ্মণই আনয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে (১)। সমুদয় কুলজ্ঞগণের মতেই আদিশূর যজ্ঞসম্পন্ন করিবার জন্যই ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে। যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে অধ্বর্য্যু, হোম ও উদ্গান এই তিনটী ক্রিয়ার প্রয়োজন। তন্মধ্যে অধ্বর্য্যু সম্বন্ধীয় কার্য্য যজুঃ দ্বারা, হোমক্রিয়া ঋক্ দ্বারা, উদ্গান সাম দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে (২)। সুতরাং যজ্ঞ সম্পন্ন করিবার জন্য বঙ্গে ব্রাহ্মণ আনয়নের প্রয়োজন হইলে, সুধু সামবেদী ব্রাহ্মণ দ্বারা ঐকার্য্য কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে ?

(১) "সস্ত্রীকান্ শাস্ত্র সংযুক্তান্ আনীতান্ সামগান্ দ্বিজান্„।
গৌড়ে ব্রাহ্মণ ৪৮ পৃঃ পাদটীকা।

(২) "অধ্বর্য্যবং যজুর্ভিঃ স্যাদৃগ্‌ভি র্হৌত্রং দ্বিজোত্তমাঃ।
উদ্গানং সামভিশ্চক্রে' ব্রহ্মত্বকাপ্যথর্ব্বভিঃ"। কূর্ম্ম পুরাণ, ৪৯ অঃ।

আদিশূর সম্বন্ধে প্রচলিত প্রবাদ এই যে, তিনি হিন্দুধর্ম্মের প্রধান সহায় এবং আশ্রয়দাতা প্রবল পরাক্রান্ত কান্যকুব্জাধিপতির নিকট প্রার্থনা করিয়া বঙ্গে পাঁচজন বেদবিৎ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। কুলগ্রন্থকারগণের মধ্যে এই ঘটনার কারণ সম্বন্ধে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের "আদিশূর ও বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ" প্রবন্ধে যে কয়েকটী কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা এই স্থানে লিখিত হইল।

আদিশূর সম্বন্ধে প্রচলিত প্রবাদ পরম্পারা!

(১) "আদিশূর পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদনের সঙ্কল্প করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার পুর্ব্ববর্ত্তী বৌদ্ধরাজগণের সময়ে উৎসাহ অভাবে বাঙ্গালায় বেদবিৎ ব্রাহ্মণ বিলুপ্ত হইয়াছে।

(২) রাজপ্রাসাদের উপরি গৃধ্র পাত ও রাজ্যে অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দৈবোৎপাতের শান্তি কামনায় যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিতে রাজার সাগ্নিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয়।

(৩) তিনি কান্যকুব্জের রাজা চন্দ্রকেতুর কন্যা চন্দ্রমুখীকে বিবাহ করেন, এবং রাজ্ঞীর চান্দ্রায়ণ ব্রত নিষ্পন্ন করিবার জন্য বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগণ অসমর্থ হইলে রাজা পত্নীর অনুরোধে সদ্বিদ্বান বেদবিৎ ব্রাহ্মণ প্রেরণের নিমিত্ত কনোজপতি বীরসিংহকে পত্র লিখেন।

(৪) কাশীর রাজাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া আদিশূর বারাণসী হইতে করস্বরূপ পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হইয়া স্বরাজ্যে আনয়ন করেন।

(৫) পঞ্চ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ কনোজ হইতে আনীত হয়।

উপরে যে কয়টী মত উদ্ধৃত হইল, সবগুলিই পরস্পর বিরোধী। আমাদের বিবেচনায় উহার কোনটীই প্রকৃত নহে। উহা বহু পূর্ব্ব ঘটনার

দূর-শ্রুত প্রতিধ্বনি মাত্র। এই সমুদয় বিভিন্ন মতের মধ্যে এই ঐতিহাসিক তত্ত্ব পাওয়া যায় যে, আদিশূরের সময়ে উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে একদল ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আগমন পূর্ব্বক উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র কুলাচার্য্যগণের মতে ক্ষিতীশের পুত্র ভট্টনারায়ণ (রাঢ়ীয়) ও দামোদর (বারেন্দ্র), সুধানিধির পুত্র ছান্দর (রাঢ়ীয়) ও ধরাধর (বারেন্দ্র), বীতরাগের পুত্র দক্ষ (রাঢ়ীয়) ও সুষেণ (বারেন্দ্র), তিথিমেধার পুত্র শ্রীহর্ষ (রাঢ়ীয়) ও গৌতম (বারেন্দ্র) এবং সৌভরীর পুত্র বেদগর্ভ (রাঢ়ীয় ও পরাশর (বারেন্দ্র) হইতে যথাক্রমে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র কুল উদ্ভূত হইয়া সমুদয় বঙ্গদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে।

ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতে লিখিত আছে যে, আদিশূর বঙ্গের তদানীন্তন ব্রাহ্মণগণকে যজ্ঞ সম্পাদনে অসমর্থ দর্শনে কান্যকুব্জাধিপতির নিকট প্রার্থনা করিয়া ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, শ্রীহর্ষ, ছান্দর এবং বেদগর্ভ নামে বেদবিৎ পঞ্চ ব্রাহ্মণ গৌড়ে আনয়ন করেন। তাঁহারা পত্নী ও ভৃত্য সহ এখানে আগমন করিয়াছিলেন। বাচস্পতি মিশ্র ও দেবীবরের মতে শাণ্ডিল্য গোত্রজ ক্ষিতীশ, কাশ্যপ গোত্রীয় সুধানিধি, বাৎস গোত্রজ বীতরাগ, ভরদ্বাজ গোত্রজ তিথিমেধা (বা মেধাতিথি) ও সাবর্ণ গোত্রজ সৌভরি এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ গৌড়ে আগমন করেন। বঙ্গে সমাগত ব্রাহ্মণগণের নাম সম্বন্ধে বারেন্দ্র কুলাচার্য্যগণ মধ্যেও মতানৈক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। "কেহ কেহ বলেন, শাণ্ডিল্য গোত্রজ নারায়ণ, কাশ্যপগোত্রজ সুষেণ, বাৎস গোত্রজ ধরাধর, ভরদ্বাজ গোত্রজ গৌতম ও সাবর্ণ গোত্রজ পরাশর গৌড়ে আসিয়াছিলেন। ইহারা কে কোন গ্রাম হইতে আগমন করিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধেও মতভেদ রহিয়াছে।

কোন কোন কুলাচার্য্য গণের মতে ইহারা কোলাঞ্চ দেশ হইতে গৌড়ে আগমন করেন। শব্দ রত্নাবলি মতে কোলাঞ্চ কনোজের নামান্তর

মাত্র। আবার কেহ কেহ বলেন কাম্বোজ দেশ হইতে ব্রাহ্মণ পঞ্চকেরা বঙ্গে সমাগত হইয়াছিলেন। ফরাসী পণ্ডিত ফুঁসে লিখিয়াছেন,—নেপালে প্রচলিত কিম্বদন্তী অনুসারে তিব্বত দেশেরই নামান্তর কাম্বোজ দেশ।

বঙ্গে ব্রাহ্মণাগমনের কাল সম্বন্ধেও বহু মতামত লক্ষিত হইয়া থাকে। "কুলার্ণবের" মতে "বেদ বাণাহিমেশাকে" অর্থাৎ ৮৫৪ বা ৬৫৪ শাকে (১) বাচস্পতি মিশ্রের মতে "বেদবাণাঙ্কশাকে" অথবা "বেদ বাণাঙ্গ শাকে" অর্থাৎ ৯৫৪ বা ৬৫৪ শাকে, "বারেন্দ্র কুল পঞ্জী" মতে

বঙ্গে ব্রাহ্মণানয়নের কাল।

বেদ কলঙ্ক ষট্‌ক বিমিতে" অথবা "বেদ কলঙ্ক ষট্‌ক বিমিতে" অর্থাৎ ৬০৪ বা ৬৫৪ শাকে, ভট্টগ্রন্থ মতে "শক ব্যবধান কর অবধান ব্রাহ্মণ পশ্চাৎ যদা। অঙ্কে অঙ্কে বামা গতি বেদমুক্তা তদা॥ কন্যাগত তুলাঙ্ক অঙ্কে শুক্র পূর্ণ দিশে। সহর পহর ত্যজিয়ে গৌড়ে প্রবেশিলেন এসে"॥ অর্থাৎ ৯৯৪ শাকে। "ক্ষিতীশ বংশাবলি" মতে "নব নবত্যধিক নবশতী শকাব্দে" অর্থাৎ ৯৯৯ শাকে, কায়স্থ কৌস্তভের মতে ৩৮০ বঙ্গাব্দে (৮১ শাকে)। "দত্তবংশমালা" মতে

---

(১) "শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী রায় মহাশয় বলেন, কুলার্ণব গ্রন্থে "বেদ বাণাহিমে শাকে" পাঠ দেখা যায়। ইহার পাঠান্তর দেখা যায় না, কিন্তু অর্থান্তর ঘটিয়া ৮৫৪ শক হইয়াছে। অহিম অর্থ ৮ ধরা হইয়াছে। হিমালয় প্রভৃতি ৭টী বর্ষ পর্ব্বত আছে, তন্মধ্যে অহিম অর্থাৎ হিমালয় বাদে ৬টী পর্ব্বত অবশিষ্ট থাকে, তদনুসারেই অহিম অর্থে ৬ বুঝিতে হইবে। সূর্য্য সিদ্ধান্তের মতে ৭ টী গ্রহ আছে। যথা—"চন্দ্রামরেজ্য ভূপুত্র সূর্য্য শুক্রেন্দু জেন্দবঃ। অর্থাৎ "শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, সূর্য্য, শুক্র, বুধ ও চন্দ্র,' এখানে চন্দ্র সপ্তমে আছে। চন্দ্রের এক নাম হিম। এই সপ্ত গ্রহকে অহিম করিলে অর্থাৎ চন্দ্র বাদ দিলে ৬টী থাকে, এরূপেও অহিম অর্থ ৬ হয়: শব্দটী "অহিম" ধরিলে বসন্ত হইতে হিমঋতু পর্য্যন্ত ৬ ঋতু হয়, এই অর্থেও ৬ পাওয়া যায়। সুতরাং ৮ হইবেনা, ৬ হইবে ; অতএব "বেদ বাণাহিম" অর্থ ৬৫৪ পাওয়া গেল"!

"শাকে সবেদাষ্ট শতাব্দকে" অর্থাৎ ৮০৪ শাকে। সম্বন্ধ নির্ণয়ের মতে ৯৯৯ সংবতে অর্থাৎ ৮৬৪ শকাব্দে, "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" রচয়িতার মতে ৯৫৪ শকাব্দে, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে ৯৬৪ খৃষ্টাব্দে (৮৮৬ শকে), বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রচয়িতার মতে ৬৭৫ হইতে ৬৭৭ শকাব্দের মধ্যে (১), গৌড়রাজমালা-লেখকের মতে আনুমানিক ১০৬০ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ৯৮২ শকাব্দে, লঘু ভারত কারের মতে ৯৫১শকাব্দে মহারাজ আদিশূরের রাজ্যারম্ভ হয় (২)। বিপ্রকল্পলতা মতে ৮৬৪ শকাব্দে আদিশূর গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন (৩)। এই সমুদয় পরস্পর বিরোধী প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বঙ্গে ব্রাহ্মণাগমনের কাল নির্ণয় করা অসম্ভব। হয়ত আদিশূর নামে খ্যাত কোনও রাজা

---

(১)। রাজন্যকাণ্ডে "রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী ধৃত" বসুকর্ম্মাঙ্গকে শাকে গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ" এই প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া ৬৬৮ শাক বা ৭৪৬ খৃষ্টাব্দ ব্রাহ্মণাগমনের কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

(২) "শূন্যবহ্নি বিধুবেদমিতে কল্যব্দকে গতে।
তেজশেখর বংশৈক আদিশূরো নৃপোহভবৎ"॥
লঘুভারত ২ খণ্ড ১১০ পৃষ্ঠা।

"কলির ৪৯৭২ গতাব্দে (১৭৯৩ শাকে) লঘু ভারতের দ্বিতীয় খণ্ড লিখিত হয়। সেই সময়ে গ্রন্থকর্ত্তা, কলির ৪২৩০ বৎসর গতে আদিশূর রাজ্য করা লিখিতেছেন। কলির গতাব্দ ৪৯৭২ হইতে ৪১৩০ বিয়োগ করিলে ৮৪২ অঙ্ক লব্ধ হয়। শকাব্দ ১৭৯৩ হইতে ৮৪২ অঙ্ক বিয়োগ করিলে ৯৫১ লব্ধাঙ্ক শকাব্দার মানজ্ঞাপক।। অথবা কলির ৩১৭৯ বৎসরে শকাব্দারম্ভ হয়;—৪১৩০ হইতে ৩১৭৯ বিয়োগ করিলে ৯৫১, শকাব্দার মানজ্ঞাপক অঙ্ক পাওয়া যায়।"

গৌড়ে ব্রাহ্মণ ৩৩ পৃষ্ঠা পাদটীকা।

(৩) "বিধুবাণ গ্রহমিতে শকাব্দে বিগতে পুরা।
তদ্বংশে জনতিঃ শ্রীমান্ আদিশূরো মহীপতিঃ"

পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় ৯৫১ কে শাক মনে না করিয়া

বঙ্গের সিংহাসন এক সময়ে সমলঙ্কৃত করিয়া ছিলেন, এবং তাঁহার সময়ে কতিপয় ব্রাহ্মণ বঙ্গে আসিয়াছিলেন। পরবর্ত্তি কুলগ্রন্থ লেখকগণ এই ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য নানা প্রকার কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং এজন্যই কুলগ্রন্থ সমূহে অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

অষ্টম শতাব্দীর চতুর্থ পাদ হইতে একাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত গৌড়ে পাল নৃপতিগণ রাজত্ব করিতেন। একাদশ শতাব্দে শূর-রাজ-বংশের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এবং মধ্যদেশ বা কান্যকুব্জ হইতে বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ আগমন সম্বন্ধে প্রমাণ ক্রমশঃ আবিষ্কৃত হইয়াছে সন্দেহ নাই (১)। কিন্তু ৭৮০—১১০০ খৃঃঅঃ মধ্যে আদিশূরের প্রাচ্য ভারতে সার্ব্বভৌমত্ব লাভের অবসর ছিল না। সুতরাং আদিশূরের অভ্যুদয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম পাদেই নির্দ্দেশিত করিতে হইবে। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ গণের কুলগ্রন্থ

সংবৎ বলিয়া অনুমান করেন। কারণ, বিপ্রকল্পলতা-গ্রন্থকার ইহার অব্যবহিত পরেই লিখিয়াছেন:—

"বেদষট্ ভণি বানাব্দে শাকে সদ্‌গুণ সাগরঃ।
গৌড় রাজ্যাধি রাজঃ সন্ অভিষিক্তো মহামতিঃ"॥

৯৫১ শকাব্দে জন্ম হইলে ৮৬৪ শকাব্দে রাজ্যাভিষেক হয় না। ·৯৫১ সংবতে ৮১৬ শকাব্দা হয়। আদিশূর ৮১৬ শকাব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়া ৮৬৪ শকাব্দে গৌড় রাজ্যের রাজা হইতে পারেন।

(১) রাজেন্দ্র চোলের ১০২৩ খৃষ্টাব্দে সম্পাদিত তিরুমলয় লিপিতে দক্ষিণ রাঢ়ের অধিপতি রণশূরের পরিচয় পাওয়া যায়। নবাবিষ্কৃত বিজয় সেনের তাম্রশাসনে বিজয় সেনের মহিষী এবং বল্লাল সেনের জননী বিলাসদেবী শূররাজ বংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া লিখিত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত "রাম চরিত" পুস্তকে রামপালের অধীন সামন্তরূপে অপার-মন্দারাধিপতি লক্ষ্মীশূরের অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়। বিজয় সেনের তাম্রশাসনের প্রতিগ্রহ-কর্ত্তা বাৎস গোত্রীয়

হইতে অবগত হওয়া যায় যে, যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আদিশূর কর্তৃক বঙ্গদেশে আনীত হইয়াছিলেন, মহারাজ বল্লালসেনের সময়ে তাঁহাদেরই অধস্তন ৮ম হইতে ১৫শ পুরুষ পর্য্যন্ত গত হইয়াছিল। সুতরাং বল্লাল সেনের সময়কে আদিশূরানীত ব্রাহ্মণ গণের কাল হইতে গড়পড়তায় ১২।১৩ পুরুষের কাল বলা যাইতে পারে। প্রতি পুরুষে ৩০ বৎসর ধরিয়া লইলে আদিশূর বল্লালসেনের ৩৯০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। ১১১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে লক্ষ্মণাব্দ আরম্ভ হয়। সুতরাং ১১১৯—৩৯০ = ৭২৯ খৃষ্টাব্দে আদিশূরের আনুমানিক আবির্ভাব কাল নির্দ্দেশিত হইতে পারে।

আদিশূরের আবির্ভাবকাল

চতুর্ভুজের হরিচরিত কাব্য হইতে জানা যায় যে, বরেন্দ্র ভূমে করঞ্জ নামে এক শ্রেষ্ঠ গ্রাম আছে, এখানে শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ কুশল ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন। এই গ্রামে বিপ্রবর স্বর্ণরেখ জন্মগ্রহণ করেন। রাজা ধর্ম্মপালের নিকট হইতে তিনি উক্ত গ্রাম খানি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (১)। এই ধর্ম্মপাল গৌড়ীয় পালবংশীয় ধর্ম্মপালের প্রায় ২০০ বৎসর পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ দিগের কুলগ্রন্থ, চতুর্ভুজ বিরচিত হরি চরিত কাব্য এবং রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় লিপিতে ইহার অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়। সুতরাং তিনি যে ১০২৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই (২)। বারেন্দ্র

এবং তাহার প্রপিতামহ মধ্যদেশ বিনির্গত বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ভোজ বর্ম্মার বেলাব লিপির প্রতিগ্রহ কর্ত্তা সাবর্ণ গোত্রীয় ছিলেন এবং তাঁহার প্রপিতামহ মধ্যদেশ বিনির্গত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

(১) হরিচরিত কাব্য ১৩শ অধ্যায়।

(২) South Indian Inscriptions Vol. III.

কুলগ্রন্থ মতে বারেন্দ্র কাশ্যপ গোত্রীয় বীজীপুরুষ সুষেণ (ইনি আদিশূরানীত ব্রাহ্মণ পঞ্চকের অন্যতম) হইতে স্বর্ণরেখ ১০ম পুরুষ অধস্তন। ৺রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্রের মতানুসারে ৩০ বৎসরে একপুরুষ গণনা করিয়া সুষেণ হইতে স্বর্ণরেখ পর্য্যন্ত ৩০০ বৎসর প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং ধর্ম্মপালের সমসাময়িক স্বর্ণরেখ আদিশূরের সমসাময়িক সুষেণ হইতে ৩০০ বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিতে হইবে। এই হিসাবেও ১০২৪—৩০০=৭২৪ খৃষ্টাব্দ আদিশূরের আনুমানিক আবির্ভাব কাল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

প্রাচীন কুলাচার্য্য হরিমিশ্র সেনবংশীয় নৃপতি দনৌজ মাধবের সমসাময়িক। ইনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। হরিমিশ্রের গ্রন্থ আমাদের দেখিবার সুযোগ হয় নাই, কিন্তু পূজ্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, এই হরিমিশ্রের কারিকায় বঙ্গে পঞ্চ ব্রাহ্মণানয়নের অত্যল্পকাল পরেই পাল রাজগণ বঙ্গরাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পালরাজগণ যে ৭৮০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে বঙ্গে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা আধুনিক অনুসন্ধানে নির্ণীত হইয়াছে। সুতরাং আদিশূরকে পাল রাজগণের পূর্ব্বেই স্থাপিত করিতে হইবে। আবার, বারেন্দ্রগণের লাহেড়ী বংশাবলী পাঠে জানা যায়, পালবংশীয় দেবপালের পিতা ধর্ম্মপাল ক্ষিতীশের পৌত্র ভট্টনারায়ণ-সুত আদিগাঞি ওঝাকে ধামসার গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন (১)। ভট্টনারায়ণের জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম আদিগাঞি ওঝা, রাঢ়ীয় শ্রেণীর মতে আদি বরাহ বন্দ্য

(১) "রাজা শ্রীধর্ম্মপালঃ সুখ সুরধুনী তীর দেশে বিধাতুং
নাম্নাদিগাঞি বিপ্রং গুণযুত তনয়ং ভট্টনারায়ণস্য।
বজ্রাব্দে দক্ষিণার্দ্ধং সকনক রজতৈর্ধামসারাভিধানং
গ্রামং তস্মৈ বিচিত্রং সুরপুর সদৃশং প্রাদদৎ পুণ্যকামঃ"॥
লাহেড়ী কুলপঞ্জী।

আদিগাঞি ওঝা ও আদি বরাহ বন্দ্য একইব্যক্তি। ইনি আদিশূরানীত ব্রাহ্মণ পঞ্চকের অন্ততম শাণ্ডিল্য গোত্রজ ক্ষিতীশের পৌত্র। ক্ষিতীশের পুত্র ভট্টনারায়ণ, ভট্টনারায়ণের পুত্র আদিগাঞি।

"তৎসুতশ্চ ক্ষিতীশঃ স আগতো গৌড়মণ্ডলে।
ভট্টনারায়ণস্তস্মাৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ ॥
তৎপুত্রা ভূরিবিখ্যাতাঃ সর্ব্ব শাস্ত্রেষু পণ্ডিতাঃ।
আদ্যো বরাহ বাটুশ্চ রামো নানো নিপোস্তথা"।

—হরিমিশ্র।

ধর্ম্মপাল সম্ভবতঃ ৭৯৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুতরাং অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে ক্ষিতীশ ও আদিশূরের আবির্ভাবকাল নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

উল্লিখিত বিবরণ সত্য হইলে আদিশূর যে পালবংশীয় নৃপতি ধর্ম্মপালের তিন পুরুষ পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না। বপ্পভট্টিসূরি চরিত, রাজশেখরের প্রবন্ধ কোষ প্রভৃতি জৈনগ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, কান্তকুব্জাধিপতি যশোবর্ম্মদেবের পুত্র আমরাজ গৌড়াধিপ ধর্ম্মপালের চিরশত্রু ছিলেন। উভয়ের মধ্যে সর্ব্বদাই বাদ বিসম্বাদ হইত। তাহা হইলে আদিগাঞি ওঝার পিতামহ আমরাজের পিতা যশোবর্ম্মদেবের সমসাময়িক ছিলেন; সুতরাং বঙ্গাধিপতি মহারাজ আদিশূর হয়ত কান্তকুব্জাধিপ যশোবর্ম্মদেবের সময়েই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ডাক্তার ভাণ্ডারকারের মতে যশোবর্ম্মদেব প্রায় ৭৫৩ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন (১)। পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, "মহাকবি ভবভূতি

যশোবর্ম্মা ও আদিশূর।

(১) Dr. Bhandarkar's Notices of Sanskrit Mss. 188-384, Page 15.

উক্ত কান্যকুব্জাধিপতি যশোবর্ম্মদেবের রাজসভা সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ব হইতেই সুপ্রসিদ্ধ কুমারিল ভট্ট ও শঙ্করাচার্য্য কর্তৃক সমগ্র ভারতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতেছিল। কুমারিল-শিষ্য রাজকবি ভবভূতিও যে ভারতব্যাপী এই আন্দোলনে স্বীয় গুরুর সহায়ক হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই (১)। সুতরাং কান্যকুব্জের অনতিদূরবর্ত্তী বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠানকল্পে ভবভূতি-নিয়ন্ত্রিত যশোবর্ম্মদেব যে আদিশূরের সাহায্য করিয়া থাকিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? অতএব মনে হয়, আদিশূর কর্তৃক কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণানয়ন-প্রসঙ্গ কুলাচার্য্যগণের উর্ব্বর মস্তিষ্ক প্রসূত অসার কল্পনা মাত্র নহে" (২)। কিন্তু পূজ্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে কল্পনার আশ্রয়ই গ্রহণ করিয়াছেন।

অষ্টম শতাব্দীর প্রথম পাদে যশোবর্ম্মা নামক একজন নৃপতি কান্যকুব্জের সিংহাসন অধিকার করিয়া মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের রাজধানীর প্রণষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। যশোবর্ম্মার দিগ্বিজয় কাহিনী তদীয় সভা কবি বাক্‌পতিরাজ কর্তৃক "গউড় বহো" নামক প্রাকৃত ভাষায় রচিত কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে, "যশোবর্ম্মা পলায়নপর "মগহ নাহ" বা মগধ নাথকে নিহত করিয়া, তাল চিনির সুগন্ধে পরিপূর্ণ সমুদ্রতীরস্থিত বঙ্গরাজ্যে উপনীত হইলে, অসংখ্য হস্তীর অধিনায়ক বঙ্গেশ্বর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বিজেতার

(১) মালতী মাধবে পরিব্রাজিকা কামন্দকীর কার্য্যকলাপ দ্বারা বৌদ্ধ সমাজের ভগ্নাবস্থা চিত্রিত করা হইয়াছে। বীর চরিত এবং উত্তর চরিতে বৈদিক মার্গ প্রবর্ত্তনের চেষ্টা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়।

(২) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1912. Page 348.

পদানত হইয়াছিলেন" (১)। চীনদেশের ইতিহাসে যশোবর্ম্মা I-cha-fon-mo নামে পরিচিত (২)। চীনদেশের ইতিহাস পাঠে জানা যায়, ৭৩১ খৃষ্টাব্দে যশোবর্ম্মা চীন সম্রাটের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। যশোবর্ম্মার প্রতিদ্বন্দ্বী "গৌড়পতি" সম্ভবতঃ আদিত্য সেনের প্রপৌত্র মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় জীবিত গুপ্ত। তৎকালে মগধেশ্বর শশাঙ্ক-প্রবর্ত্তিত উত্তরাপথের পূর্ব্বাংশের অধিপতি "গৌড়াধিপ" উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। কিন্তু "বঙ্গপতি" এই সামন্ত চক্রের বহির্ভূত ছিলেন (৩)। যশোবর্ম্মা কর্ত্তৃক পরাজিত এই বঙ্গপতির পরিচয় অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই।

ব্রাহ্মণডাঙ্গা নিবাসী ৺বংশীবদন বিদ্যারত্ন ঘটক-সংগৃহীত কুলপঞ্জিকা গ্রন্থে "ভূশূরেণ চ রাজ্ঞাপি শ্রীজয়ন্ত সুতেন চ" লিখিত আছে, দেখিতে পাইয়া, প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় "বিশ্বকোষ" এবং "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ১ম ভাগে" প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, জয়ন্ত ও আদিশূর অভিন্ন ব্যক্তি এবং ইনিই রাজতরঙ্গিণীতে উল্লিখিত গৌড়াধিপ জয়ন্ত। পরে শ্রীযুক্ত নিখিল নাথ রায় মহাশয় ও "সাহিত্য" ১২শ ভাগ ৭২৩ পৃষ্ঠায় নগেন্দ্র বাবুর মতের পোষকতা করিয়াছেন। "গৌড়ের ইতিহাস" এবং "বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত" গ্রন্থেও উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজন্যকাণ্ডে, নগেন্দ্র বাবু উপরোক্ত বচনের আকর "প্রায় দুইশত বর্ষের হস্তলিখিত" "রাঢ়ীয় কুল-মঞ্জরী" বলিয়া উপস্থিত করিয়াছেন।

আদিশূর ও জয়ন্ত।

(১) গউড়বহো—Bombay Sanskrit Series No. 34.

(২) M. M. Chavannes and Levi, Journal Asiatic Society of Bengal 1895. Page 353.

(৩) গৌড় রাজমালা ১৫ পৃষ্ঠা।

এই "রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী" গ্রন্থ হইতে তিনি যে আর একটি অভিনব তথ্য আহরণ করিয়াছেন তাহা এই—

"বেদবাণাঙ্কশাকেতুনৃপোংভুচ্চাদিশূরকঃ!
বসুকর্ম্মাঙ্ককে শাকে গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ" ॥

অর্থাৎ ৬৫৪ শাকে আদিশূর রাজা হন, এবং ৬৬৮ শাকে সাগ্নিক বিপ্রগণ গৌড়ে আগমন করেন।

কিন্তু এই বচনটি "ব্রাহ্মণকাণ্ডে" উদ্ধৃত হয় নাই কেন তাহা কৌতুহল জনক। "রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরীর" উপরোক্ত বচনটি ৺বংশীবদন বিদ্যারত্ন মহাশয়ের দৃষ্টিপথই বা অতিক্রম করিয়াছিল কেন তাহাও বুঝিতে পারা যায় না।

সম্প্রতি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় কলিকাতা সাহিত্যসভায় "আদিশূর'' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। তাহাতে জানা গিয়াছে যে, বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ, রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী-ধৃত বচন দুইটির পাঠশুদ্ধি বিষয়ে সংশয়ান্বিত হইয়া উহার যাথার্থ্য নিরূপণ জন্য সমিতির সহকারী পুস্তক রক্ষক শ্রীযুক্ত পুরন্দর কাব্যতীর্থকে ব্রাহ্মণ-ডাঙ্গায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। কাব্যতীর্থ মহাশয় ৺বংশীবদন বিদ্যারত্ন ঘটকের পৌত্র শ্রীযুক্ত মণিমোহন ঘটকের বাড়ী হইতে "কুলদোষ" নামক একখানি প্রাচীন পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় বলেন, "এই কুল দোষ গ্রন্থই যে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব কর্ত্তৃক "ব্রাহ্মণকাণ্ডে" বংশীবদন বিদ্যারত্ন সংগৃহীত "কুল-পঞ্জিকা" বা "কুলকারিকা" নামে অভিহিত এবং রাজন্যকাণ্ডে "রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী" নামে অভিহিত, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু এই গ্রন্থে বসু মহাশয় ধৃত—

বেদ বাণাঙ্গ শাকেতু নৃপোঽভূচ্চাদি শূরকঃ।
বসু কর্ম্মাঙ্গকে শাকে গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ" ॥

দেখিতে পাওয়া যায় না।

২য় পৃষ্ঠায় এই বচনটি আছে—

"বেদবাণাঙ্ক শাকেতু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ"।

"কুলদোষ" গ্রন্থে নগেন্দ্র বাবুর উদ্ধৃত "ভূশূরেণ চ রাজ্ঞাপি শ্রীজয়ন্ত সুতেন চ" বচন নাই, আছে—

"ভূশূরেণ চ রাজ্ঞাপি আদিশূর সুতেন চ।
নাম্নাপি দেশভেদৈস্ত রাঢ়ী বারেন্দ্র সাতশতী" ॥

এই গ্রন্থে আদিশূরের কালজ্ঞাপক ও বঙ্গে ব্রাহ্মণাগমনের সময় নির্দ্দেশক শ্লোক পরিলক্ষিত হয় না। ইহার পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত শ্লোকটী দেখিতে পাওয়া যায়—

"ক্ষত্রিয় বংশে সমুৎপন্নো মাধবো কুলসম্ভবঃ।
বসুধর্ম্মাষ্টকে শাকে নৃপ (বো) ভু (ভূ) চ্চাদিশূরকঃ" ॥

কিন্তু বংশীবদন বিদ্যারত্নের বাড়ীতে "কুলমঞ্জরী" গ্রন্থ খুজিয়া পাওয়া যায় নাই। সুতরাং বংশীবদন বিদ্যারত্নের ঘরের পুস্তকের দোহাই দিয়া আদিশূর ও জয়ন্ত অভিন্ন বলা চলে না, এবং ৬৬৮ শকাব্দে গৌড়ে ব্রাহ্মণ আগমন করিয়াছিলেন এ কথাও বলা চলে না"। যখন রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী গ্রন্থ উক্ত বিদ্যারত্ন ঘটকের বাড়ীতে খুজিয়া পাওয়া যায় নাই, তখন ঐ গ্রন্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দেহ জন্মিতেছে। সুতরাং উক্ত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত বচন প্রমাণ স্বরূপে গৃহীত হইতে পারে না। কুলদোষ গ্রন্থে আদিশূর ও জয়ন্তের একত্ব প্রতিপাদক কোনই প্রমাণ নাই। সুতরাং ইহারা অভিন্ন ছিলেন বলিয়া যে তথা-কথিত প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাঁহা ভিত্তিহীন।

রাজতরঙ্গিণীর জয়ন্ত-জয়াপীড়-কাহিনী উপন্যাসের ন্যায় অদ্ভুত আমরা রাজতরঙ্গিণীর এই স্থানটি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম (১)।

"স্বদেশ গমনানুজ্ঞাং সৈন্যস্যাপ্ত মুখেন সঃ।
দত্ত্বা নিশায়ামেকাকী নিযযৌ কটকান্তরাৎ॥

*　　*　　*

গৌড়রাজাশ্রয়ং গুপ্তং জয়ন্তাখ্যেন ভূভুজা।
প্রবিবেশ ক্রমেণাথ নগরং পৌণ্ড্র বর্দ্ধনম্॥
তস্মিন্ সৌরাজ্য রম্যাভিঃ প্রীতঃ পৌর বিভূতিভিঃ।
লাস্যং স দৃষ্টুমবিশৎ কার্ত্তিকেয় নিকেতনম্॥
ভরতানুগমালক্ষ্য নৃত্যগীতাদি শাস্ত্রবিৎ।
ততো দেব গৃহদ্বার-শিলা মধ্যাস্ত স ক্ষণম্॥
তেজোবিশেষ চকিতৈর্জনৈঃ পরিহৃতান্তিকম্।
নর্ত্তকী কমলা নাম কান্তিমন্তং দদর্শ তম্॥
অসামান্যাকৃতেঃ পুংসঃ সা দদর্শ সবিস্ময়া।
অংসপৃষ্ঠেঽথ ধাবন্তং করং তস্যান্তরান্তরা॥
অচিন্তয়ৎ ততো গূঢ়ং চরন্নেষ ভবেদ্ ধ্রুবম্।
রাজা বা রাজপুত্রো বা লোকোত্তর কুলোদ্ভবঃ॥
এবং গ্রহীতুমভ্যাসঃ পৃষ্ঠস্থাঃ পর্ণবীটিকাঃ।
অংস পৃষ্ঠেন যেনাস্যং লসৎ পাণিঃ প্রতিক্ষণম্॥
লোলশ্রোত্রপুটামোদং কমধুপাপাতভয়েঽপি দ্বিপঃ।
সিংহো হসত্যপি পৃষ্ঠতঃ করিকুলে ব্যাবৃত্য বিপ্রেক্ষিতা॥
মেঘৈঃ মুখা শমেঃপ্যাশা-বদনোন্মীর্ণ স্বরো-বহির্গঃ।
শ্চেষ্টানাং বিরমেন্ন হেতু বিগমেঽপ্যভ্যাস-দীর্ঘা স্থিতিঃ॥

(১) রাজতরঙ্গিণী চতুর্থ তরঙ্গ ৪২৯—৪৬৮ শ্লোক।

ইত্যন্ত শ্চিন্তয়ন্তী সা কৃত্বা সংক্রান্ত সংবিদম্।
সখীমভিন্ন-হৃদয়াং বিসসর্জ্জ তদন্তিকম্ ॥
প্রাগ্‌বৎ পৃষ্ঠংগতে পাণৌ পূগ খণ্ডাং স্তয়াপিতান্।
বক্তে ক্ষিপন্ জয়া-পীড়ঃ পরিবৃত্য দদর্শ-তাম্ ॥
ভ্রূসংজ্ঞয়াসি কস্য ত্বং পৃষ্টায়া ইতি সুভ্রুবঃ।
দদত্যা বীটিকাস্তস্যা বৃত্তান্ত মুপলব্ধবান্ ॥
তয়া জনিত দাক্ষিণ্যৈস্তৈস্তৈর্ম্মধুরভাষিতৈঃ!
[illegible] নৃত্যায়া নিন্যে স বসতিং শনৈঃ ॥
অগ্রাম্য পেশলালাপা তথা তং সা বিলাসিনী।
উপাচরৎ পরার্দ্ধ্যশ্রীঃ সোহপ্যভূদ্বিস্মিতো যথা ॥
ততঃ শশাঙ্ক ধবলে সঞ্জাতে রজনী মুখে।
পাণিনালম্ব্য ভূপালং শয্যাবেশ্ম বিবেশ সা ॥
ততঃ কাঞ্চনপর্য্যঙ্ক-শায়ী মৈরেয়-মত্তয়া।
তয়ার্থিতোহপি শিথিলং বিদধে নাধরাং শুকম্ ॥
প্রবেশয়ন্নিব বৃহদ্বক্ষস্তাং সত্রপাং ততঃ।
দীর্ঘবাহুঃ সমাশ্লিষ্য স শনৈরিদমব্রবীৎ ॥
ন ত্বং পদ্মপলাশাক্ষি ন মে হৃদয় হারিণী।
কিন্তু কালানুরোধোহয়ং সাপরাধং করোতি মাম্ ॥
দাসস্তবায়ং কল্যাণি গুণৈঃ ক্রীতোহস্যাকৃত্রিমৈঃ।
অচিরাজ্‌জ্ঞাতবৃত্তান্তা ধ্রুবং দাক্ষিণ্যমেষ্যসি ॥
কার্য্যশেষ মনিষ্পাদ্য সজ্জং মানিনি কঞ্চন।
অভোগে কৃতসংকল্পং সুখানাং ত্বমবেহি মাম্ ॥
তামেব মুক্ত্বা পর্য্যঙ্কং সাঙ্গুলীয়েন পাণিনা।
বাদয়ন্নিব নিশ্বস্য শ্লোকমেতং পপাঠ সঃ ॥

অসমাপ্ত জিগীষস্য স্ত্রীচিন্তা কা মনস্বিনঃ।
অনাক্রম্য জগৎ কৃৎস্নং নো সন্ধ্যাং ভজতে রবিঃ॥
শ্লোকেনাত্মগতং তেন পঠিতেন মহীভুজা।
সা কলাকুশলাজ্ঞাসীন্মহাত্মং কঞ্চিদেব তম্॥
গন্তুকামঞ্চ তং প্রাতনৃ'পং প্রণয়িনী বলাৎ।
অর্থয়িত্বা চিরং কালমপ্রস্থান মযাচত॥
একদা বন্দিতুং সন্ধ্যাং প্রযাতঃ সরিতস্তটম্।
চিরায়াতো গৃহং তস্যা দদর্শ ভৃশবিহ্বলম্॥
কিমেতদিতি পৃষ্টাথ তমূচে সা শুচিস্মিতা!
সিংহোঽত্র সুমহান্ রাত্রৌ নিপত্যাহস্তি দেহিনঃ॥
নরনাগাশ্ব সংহারঃ কৃতস্তেন দিনে দিনে!
ত্বয্যভূবং চিরায়াতে তদ্ভয়েন সমাকুলা॥
রাজানো রাজপুত্রা বা তদ্ভয়েন বিস্মৃত্রিতাঃ।
গৃহেভ্যো নাত্র নির্যান্তি প্রবৃত্তে ক্ষণদাক্ষণে॥
তামিতি ব্রুবতীং মুগ্ধাং নিষিধ্য চ বিহস্য চ।
সব্রীড় ইব তাং রাত্রিং জয়াপীড়োঽত্যবাহয়ৎ॥
অপরেদ্যুর্দিনাপায়ে নির্গতো নগরান্তরাৎ।
সিংহাগম প্রতীক্ষোঽভূন্মহাবটতরোরধঃ॥
অদৃশ্যত ততো দূরাদুৎফুল্লবকুলচ্ছবিঃ।
অট্টহাসঃ কৃতান্তস্য সঞ্চারীব মৃগাধিপঃ॥
অধ্বনাস্তেন যান্তং তমথ মন্থরগামিনম্।
রাজসিংহো নদন্ সিংহং সমাহ্বয়ত হেলয়া॥
স্তব্ধশ্রোত্রো ব্যাত্তবক্তুঃ কম্প্রকূর্চ্চঃ প্রদীপ্তদৃক্।
উদস্তপূর্ব্বকায়স্তং সগর্জ্জঃ সমুপাদ্রবৎ॥

তস্য ন্যস্তাননবিলে কফোণিং পততঃ ক্রুধা।
ক্ষিপ্রকারী জয়াপীড়ো বক্ষঃ ক্ষুরিকয়াভিনৎ ॥
শোণিতং অন্ধগন্ধেভ-সিন্দুরাভং বিমুঞ্চতা।
এক প্রহারভিন্নেন তেনাত্যজ্যত জীবিতম্ ॥
আমুক্ত ব্রণপট্টঃ স কফোণি মথ গোপয়ন্।
প্রবিশ্য নর্ত্তকীবেশ্ম নিশি সুষ্বাপ পূর্ব্ববৎ ॥
প্রভাতায়াং বিভাবর্য্যাংশ্রুত্বা সিংহং হতং নৃপঃ।
প্রহৃষ্টঃ কৌতুকাদ্ দ্রষ্টুং জয়ন্তো নির্যযৌ স্বয়ম্ ॥
সদৃষ্টাতং মহাকায়মেক প্রহৃতি সংহৃতম্।
সাশ্চর্য্যো নিশ্চয়াম্মেনে প্রহর্ত্তার মমানুষম্ ॥
তস্য দন্তান্তরালব্ধং কেয়ূরং পার্শ্বগার্পিতম্।
শ্রীজয়াপীড়নামাঙ্কং দদর্শাথ সবিস্ময়ঃ ॥
স্যাৎ কুতোহত্র স ভূপাল ইতি ব্রুবতি পার্থিবে।
জয়াপীড়াগমাশঙ্কিপুরমাসীদ্ ভয়াকুলম্ ॥
ততঃ পৌরান্ বিমৃশ্যৈবং জয়ন্তঃ ক্ষিতিপোহব্রবীৎ।
প্রহর্ষাবসরে মূঢ়াঃ কস্মাদ্ বো ভয়সম্ভবঃ ॥
শ্রূয়তে হি জয়াপীড়ো রাজা ভুজ বলোর্জ্জিতঃ।
কেনাপি হেতুনা ভ্রাম্যত্যেকাক্যেব দিগন্তরে ॥
রাজপুত্রঃ কলট ইত্যুক্ত্বা কল্যাণ দেব্যসৌ।
তস্মৈ নিয়মিতা দাতুং নিষ্পুত্রেণ সুতা ময়া ॥
সেহন্বেষ্যাশ্চেৎ স্বয়ং প্রাপ্তস্তত্রাহরণেচ্ছয়া।
রত্নদ্বীপং প্রতিষ্ঠাসোর্নিধানাসাদনং গৃহাৎ ॥
অস্মিন্নেব পুরে তেন ভাব্যং ভুবন শাসিনা।
আয়াদেনং মমান্বিষ্য যোহস্মৈ দত্তামভীপ্সিতম্ ॥

বাচি স প্রত্যয়াঃ পৌরা ভূপতেঃ সত্যবাদিনঃ।
অম্বিষ্য কমলাবাস-বর্ত্তিনং তং ন্যবেদয়ন্॥
সামাত্যাস্তঃ পুরোঽভ্যেত্য প্রযত্নেন প্রসাদ্য তম্।
ততঃ স্ববেশ্ম নৃপতি র্নিনায় বিহিতোৎসবঃ॥
কল্যাণ দেব্যাস্তেনাথ কল্যাণাভি নিবেশিনা।
রাজলক্ষ্যা ব্যাপাস্তায়া ইব সোঽভিগ্রহৎ করম্॥
ব্যাধাদ্ বিনাপি সামগ্রীং তত্র শক্তিং প্রকাশয়ন্।
পঞ্চ গৌড়াধিপান্ জিত্বা শ্বশুরং তদধীশ্বরম্" ॥

ইহার মর্ম্ম এই যে, জজ্জা নামক এক ব্যক্তি জয়াপীড়ের রাজত্ব হস্তগত করিলে তিনি অনুযাত্রীগণ সহ গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়াছিলেন এবং একাকী ছদ্মবেশ ধারণ পূর্ব্বক পুণ্ড্র বর্দ্ধন নগরে আগমন করেন। জয়াপীড় নগরে প্রবেশ করিয়া সন্দর্শন করিলেন যে কার্ত্তিকেয় মন্দিরে আরতি হইতেছে। সেই সময় দেবনর্ত্তকী কমলা মন্দির-প্রাঙ্গনে দেবতার সম্মুখে নৃত্য করিতেছিল; জয়াপীড় কমলার সৌন্দর্য্য দর্শনে মোহিত হন। কমলাও এই অপরিচিত যুবার সৌন্দর্য্যে অভিভূত হইয়া তাহাকে লইয়া স্বীয় আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই বারবিলাসিনীর গৃহ সজ্জা দর্শনে তিনি চমৎকৃত হইয়াছিলেন। এই রমণী সুবর্ণ-পর্য্যঙ্কে শয়ন করিত এবং তাহার আহারের পাত্রাদিও সুবর্ণ-নির্ম্মিত ছিল। কমলা সংস্কৃত জানিত, কিন্তু বারাঙ্গনা-সুলভ মদ্যপানেও অভ্যস্তা ছিল। এই সময়ে পুণ্ড্রবর্দ্ধনে সিংহভয় উপস্থিত হইয়াছিল। নগর-বাসীরা এই সিংহকে বিনাশ করিতে পারে নাই। জয়াপীড় কমলার মুখে নগর-বাসীদিগের বিপদের কথা শুনিয়া, সিংহের উদ্দেশে গমন করেন; জয়াপীড়ের হস্তে সিংহ বিনিষ্ট হয়। জয়াপীড়ের অজ্ঞাতসারে তাঁহার স্বনামাঙ্কিত অঙ্গদ সিংহ-মুখে সংসক্ত হইয়া থাকে। পরদিন নগরবাসিগণের মুখে সিংহের

নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধনাধিপতি জয়ন্ত সপার্ষদ ঘটনা স্থলে উপস্থিত হন ও সিংহের মুখে জয়াপীড়ের নামাঙ্কিত কেয়ূর দেখিতে পান। তিনি ইতঃপূর্ব্বেই লোকমুখে জয়াপীড়ের পূর্ব্ব-দেশাভিযান-প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়াছিলেন। জয়াপীড়কে অনুসন্ধান করিয়া কমলার গৃহে পাইলেন। অতঃপর তাঁহাকে স্বীয় প্রাসাদে আনয়ন পূর্ব্বক আপনার কন্যা কল্যাণী দেবীকে তাঁহার করে সমর্পণ করিলেন। জয়াপীড়, জয়ন্তের আলয়ে কিছুকাল অবস্থান পূর্ব্বক গৌড়ের পাঁচজন নৃপতিকে পরাজিত করিয়া শ্বশুরকে রাজচক্রবর্ত্তী করেন। অতঃপর জয়াপীড় নবপরিণীতা পত্নী কল্যাণীকে ও বারাঙ্গনা কমলাকে সঙ্গে লইয়া কাশ্মীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

এইরূপ অলৌকিক উপাখ্যান লইয়া সরস উপন্যাস রচিত হইতে পারে, কিন্তু ইতিহাসে ইহার স্থান হইতে পারে না।

রাজতরঙ্গিণী যে সর্ব্বাংশে বিশ্বাস-যোগ্য নহে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ডাঃ বুলার বলেন, "রাজতরঙ্গিণীর বিবরণগুলি কাশ্মীর বা ভারতেতিহাসের উপাদান স্বরূপ ব্যবহৃত হইবার পূর্ব্বে প্রথম হইতে কর্কটক রাজবংশের প্রথমাংশ পর্য্যন্ত বিচার পূর্ব্বক সংস্কার করা আবশ্যক (১)। রাজতরঙ্গিণীর ভূমিকায় ডাঃ ষ্টাইন গ্রন্থের প্রকৃত ঐতিহাসিক মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, কহ্লন মিশ্রকে সমসাময়িক ঘটনা ব্যতীত অপর কোনও বিষয়ে বিশ্বাস করা যায় না। ঐতিহাসিক ষ্টাইন লিখিয়াছেন :—

"Miraculous stories & legends taken from traditional lore are related in a form showing that the chronicler fully shared the nave credulity from which

(১) Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society Vol XII, Page 58—59.

they had sprung. Manifest impossibilities exaggerations and superstitious beliefs such as which we must expect to find mixed up with historical reminiscences in popular tradition, are reproduced without a mark of doubt and critical misgiving:—

All the above observations combine to show that Kalhan knew nothing of that critical spirit which to us now apears the indespensible qualification of the Historian. Prepared as he himself is to believe, we cannot expect him to have chosen his authorities to the events they profess to relate. Still less can we credit him with a critical examination of the statements he chose to reproduce from them." (১)।

Allusions have been made already to the fact that the Indian mind has never learned to divide mythology &legendary tardition from true history. That siprit of doubt does not arise which alone can teach how to separate tradition from historic truth, to distinguish between the facts and the reflections they have left in the popular mind": (২)

---

(১) Stein's Introduction to Raj Tarangini Page 28.

(২) Stein's Introduction to Raj Earangini Page 29.

বস্তুতঃ রাজতরঙ্গিণী-রচয়িতা অলৌকিক উপাখ্যান ও গল্প সমূহ বিচার পূর্ব্বক গ্রহণ করেন নাই, অকপট ভাবেই উহাতে আস্থা স্থাপন করিয়াছেন। পরম্পরাগত প্রাচীন ও প্রবল কিম্বদন্তী এবং বিচিত্র ও পৌরাণিক উপকথা ওতপ্রোত ভাবে আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে বিজড়িত রহিয়াছে সন্দেহ নাই। সেজন্যই এই সমুদয় বিষয় অতি সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া ইতিহাসের সহিত গ্রথিত করা আবশ্যক। কিন্তু কহ্লন মিশ্র উপাখ্যান বা কিম্বদন্তীতে অনুমাত্রও অবিশ্বাসের রেখা প্রাত করেন নাই। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ জয়াপীড়ের পৌণ্ড্র বর্দ্ধন নগরে অথবা গৌড়দেশে আগমনের কথা কাল্পনিক বলিয়া মনে করেন। (৩) ষ্টাইন সাহেব ও জয়াপীড়ের গৌড়-বিজয় কাহিনীকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই। (৪)

কহ্লনের মতে কাশ্মীর রাজ জয়াপীড় ৭৫১ খৃষ্টাব্দে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজ-তরঙ্গিণীর অনুবাদক ষ্টাইন সাহেব উহা নির্ভুল বলিয়া মনে করেন না। তিনি এতদ্বিষয়ে বহু পর্য্যালোচনা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, জয়াপীড় অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে ৭৭২—৭৮০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুতরাং জয়ন্ত-কাহিনীকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলেও পৌণ্ড্রবর্দ্ধনাধিপতি জয়ন্তকে অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগেই স্থাপিত করিতে হয়। জয়াপীড়ের পৌণ্ড্র বর্দ্ধনে আগমনের পূর্ব্বে তিনি একজন সামান্য নরপতি ছিলেন। তাঁহার ক্ষমতার দৌড় এই পর্য্যন্ত যে তিনি রাজধানী হইতে ব্যাঘ্র-ভীতি দূর করিতেও সমর্থ হন নাই।

(৩) V. A. Smiths Early History of India 3rd. E. D. Pages 375—376.

(৪) Chronicles of the kings of Kashmere Vol 1 Page 94.

জয়াপীড়কে কন্যা সম্প্রদান করিয়াই জামতার সাহায্যে তিনি তথা-কথিত "পঞ্চ গৌড়াধিপ" গণকে (?) জয় করিয়া আপনার রাজ্যসীমা বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কান্যকুব্জ হইতে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া বঙ্গদেশে বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা পুণ্ড্র বর্দ্ধনের একজন সামান্য রাজা দ্বারা সংঘটিত না হইয়া "পঞ্চ গৌড়াধিপ" (?) জয়ন্তের পক্ষেই কতকটা সম্ভব পর বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে; সুতরাং আদিশূর ও জয়ন্ত অভিন্ন হইলে, জয়ন্তের ব্রাহ্মণ আনয়নের ব্যাপার অষ্টম শতাব্দীর শেষ পাদের পূর্ব্বে কল্পনা করা যায় না। কিন্তু আমরা জানি যে, কনোজরাজ যশোবর্ম্মদেব ৭৫৩ খৃষ্টাব্দেই কাল গ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। যশোবর্ম্ম তনয় আমরাজ বপভট্ট সূরি কর্ত্তৃক অল্প বয়সেই জৈন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি যেরূপ জৈনধর্ম্মানুরাগী ছিলেন, তাহাতে তিনি যে বৈদিক ধর্ম্মের উন্নতি ও প্রসার কল্পে আদিশূরের সভায় সাগ্নিক ব্রাহ্মণ পাঠাইয়াছিলেন তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। সম্ভবতঃ যশোবর্ম্মই এই কার্য্যে আদিশূরের প্রধান সহায় ছিলেন। জয়ন্তের জামাতা কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের পিতামহ ললিতাদিত্য "বাকপতিরাজ-শ্রীভবভূতি" প্রভৃতি কবিগণ সেবিত কনোজাধিপতি যশোবর্ম্মদেবকে সমরে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া রাজতরঙ্গিনীতে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং জয়ন্ত কর্ত্তৃক বঙ্গে বৈদিক ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা যশোবর্ম্মার জীবিতকাল মধ্যে কিরূপে সংঘটিত হইতে পারে? যশোবর্ম্মার সম সাময়িক "আদিশূর" ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াপীড়ের বহু পূর্ব্বেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং আদিশূর এবং জয়ন্তকে অভিন্ন মনে করিবার যথেষ্ট অন্তরায় রহিয়াছে। গৌড়রাজমালা-প্রণেতার ন্যায় আমরাও বলি, "যতদিন না সমসাময়িক লিপিতে বা সাহিত্যে জয়ন্তের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়, ততদিন জয়ন্ত প্রকৃত ঐতিহাসিক ব্যক্তি, কিম্বা জয়াপীড়ের অজ্ঞাত বাস উপন্যাসের উপনায়ক মাত্র তাহা বলা কঠিন।"

"মাৎস্য-ন্যায়" বিদূরিত করিবার জন্য গৌড়ীয় প্রকৃতি-পুঞ্জ বপ্যট তনয় গোপালদেবকে ৭৮০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে গৌড়ের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। সুতরাং ৭৭২—৭৮০ খৃষ্টাব্দে জয়াপীড়ের পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আগমন এবং তৎকর্ত্তৃক পঞ্চগৌড়াধিপগণের (?) পরাজয়ের কাহিনী কিরূপে সমর্থিত হইতে পারে? কাশ্মীর-রাজ ললিতাদিত্য ৭২৩—৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া জান যায়; তৎপরে কুবলয়াপীড় ১ বৎসর, বজ্রাদিত্য ৭ বৎসর, পৃথীব্যাপীড় ৪ বৎসর, সংগ্রামপীড় ৭ দিবস, এবং তৎপরে জয়াপীড় ৩৬ বৎসর রাজত্ব করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ৭৭২ খৃষ্টাব্দে জয়াপীড় কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। জয়াপীড় প্রথমতঃ স্বরাজ্যে থাকিয়াই ভিন্ন ভিন্ন দেশের রাজাদিগকে বশীভূত করিয়াছিলেন এবং কতিপয় বৎসর পরে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছিলেন। অতএব ৭৭৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তাঁহার পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আগমন সম্ভবপর হয় না। ৭৭৫ খৃষ্টাব্দে বা তৎপরবর্ত্তী সময়ে গৌড় মণ্ডলে জামাতা জয়াপীড়ের সাহায্যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনাধিপতি জয়ন্তের সার্ব্বভৌমশ্রী অর্জ্জন করিবার কাহিনী সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে, "মৎস্যন্যায় প্রপীড়িত" গৌড়ীয় প্রকৃতি পুঞ্জের "রাজভট-বংশ-পতিত" গোপালদেবকে গৌড়ের সিংহাসনে সংস্থাপনের প্রয়োজনাভাব উপলব্ধি হয়।

শ্রীযুক্ত কৈলাস চন্দ্র সিংহ মহাশয় প্রচলিত কিম্বদন্তীকে অগ্রাহ্য করিয়া আদিশূরের সময়-নির্ণয়-প্রসঙ্গে এক অভিনব মত নব্যভারতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন "বৎস রাজদেব, তদীয় পিতা দেবশক্তিদেবের মৃত্যুর পর ৭৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৮০৫ খৃষ্টাব্দ (৭০২—৭২৭ শকাব্দ) পর্য্যন্ত কান্যকুব্জে পঞ্চবিংশতি বর্ষ কাল রাজত্ব করেন। এই সময়ে কনোজ রাজ্যের সীমা কাশ্মীর ও মালবদেশ হইতে গৌড়দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া, কনোজপতিদিগকে আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্বপ্রধান নরপতি করিয়া

তোলে"। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় নাসিকের একখানি ৭৩০ শকাব্দের (৮০৮ খৃষ্টাব্দ) লিখিত তাম্র শাসনের যে বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাহাতে লিখিত আছে যে, রাষ্ট্রকুট পতি গোবিন্দ রাজের পিতা পৌররাজ গৌড় বঙ্গবিজেতা বৎসরাজকে পরাজিত করিয়া উভয়ের রাজ ছত্র কাড়িয়া লইয়াছিলেন। কৈলাস বাবু বলেন,

বৎসরাজ ও আদিশূর

"এমতাবস্থায় ইহা সহজেই অনুমিত হয় যে, বৎসরাজ গৌড়ের বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী নরপতিকে উচ্ছেদ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে জনৈক হিন্দুকে গৌড়ের সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন। আমাদের বিবেচনায় ইনিই আদিশূর। বৎসরাজ শৈব ছিলেন, সুতরাং তৎকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজা আদিশূরও শৈব হওয়ারই সম্ভব। আদিশূর কোনবংশীয় নরপতি তাহার কোনও উল্লেখ নাই। আদিশূর কিম্বা তাহার উত্তর-পুরুষ কোন রাজা দিনাজপুর অঞ্চলে যে শিব মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই মন্দির স্তম্ভের খোদিত লিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ইহারা আপনাদিগকে কম্বোজ বংশজ বলিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে, বৎসরাজ কম্বোজ বংশীয় কোন সেনাপতিকে গৌড়ের সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন" (১)। উপরোক্ত অনুমানের কোনও কারণ প্রদর্শিত হয় নাই। দিনাজপুর স্তম্ভ লিপির "কাম্বোজান্বয়জেন গৌড়পতিনা" বাক্যাংশ দৃষ্টে তিনি বৎসরাজের কল্পিত সেনাপতি আদিশূরকে কাম্বোজ বংশীয় বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন।

কৈলাস বাবু এখানে সম্ভবতঃ গুর্জ্জরপতি বৎসরাজের বিষয়ই বলিতেছেন। হর্ষ বর্দ্ধনের মৃত্যুর কিঞ্চিদধিক এক শতাব্দী পরে গুর্জ্জর জাতি কর্ত্তৃক মধ্য ভারত বিজিত হইয়াছিল। গুর্জ্জরের প্রতি হার বংশীয়

(১) নব্যভারত ১২৯৬, বৈশাখ।

বৎসরাজ ভারতের পূর্ব্ব সীমান্ত পর্য্যন্ত জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইনি অবন্তিরাজকে পরাজিত এবং বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়া গৌড়পতি এবং বঙ্গপতি উভয়কেই পরাজিত করিয়াছিলেন এবং উভয়ের রাজছত্র হস্তগত করিয়াছিলেন। "ইহার কিয়ৎকাল পরেই রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব শ্রীবল্লভ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া গুর্জ্জরপতি বৎসরাজকে উত্তরাপথ হইতে তাড়িত করেন এবং গৌড়বঙ্গের ছত্রদ্বয় হস্তগত করেন"। এই সমুদয় ঘটনা ৭০৫ শকাব্দের পূর্ব্বেই সংঘটিত হইয়াছিল, কারণ জৈন হরিবংশ প্রণেতা জিন সেন লিখিয়াছেন (১) :—

"শাকেষব্দ শতেষু সপ্তসু দিশং পঞ্চো চত্তরেষূত্তরাং
পাতীন্দ্রায়ুধ নাম্নি কৃষ্ণনৃপজে শ্রীবল্লভে দক্ষিণাম্।
পূর্ব্বাং শ্রীমদবন্তি ভূভৃতি নৃপে বৎসাদি(ধ)রাজেহপরাং
সৌর্য্যাণামধিমণ্ডলং জয়যুতে বীরে বরাহেহবতি"।

অর্থাৎ :—৭০৫ শকাব্দে ইন্দ্রায়ুধ নামক রাজা উত্তর দিক শাসন করিতেছিলেন, কৃষ্ণরাজের পুত্র শ্রীবল্লভ (রাষ্ট্রকূট রাজধ্রুব) দক্ষিণ দিক শাসন করিতেছিলেন, পূর্ব্বদিক অবন্তিরাজের শাসনাধীনে ছিল এবং পশ্চিম দিক বৎসরাজ কর্ত্তৃক শাসিত হইতেছিল, এবং সৌর্য্যগণের রাজ্য বীর জয় বরাহের শাসনাধীনে ছিল।

"কিন্তু যশোবর্ম্মার ন্যায় বৎসরাজকেও শত্রুর তাড়নায়, অচিরকাল মধ্যেই গৌড়-বঙ্গ-বিজয়-ফল-সম্ভোগে বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল। রাষ্ট্রকূট রাজ ধ্রুব বৎসরাজকে নবজিত প্রদেশ নিচয় ত্যাগ করিয়া রাজপুতনার মরুভূমিতে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিয়াছিলেন" (২)। ধ্রুবশাসিত গুর্জ্জর

(১) Indian Antiqury XV Page 141 and J. R. A. S. 1909 P 253. গৌড়রাজ মালা ২০ পৃষ্ঠা।

(২) গৌড়রাজ মালা ২০ পৃষ্ঠা; প্রবাসী ১৩১৯ অগ্রহায়ণ ২০১ পৃষ্ঠা।

রাজ কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত আত্মরক্ষার্থেই যত্নবান ছিলেন। সুতরাং বৎসরাজ কর্তৃক গৌড়ের সিংহাসনে তদীয় সেনাপতিকে সংস্থাপিত করিবার কল্পনা অমূলক বলিয়াই মনে হয়। তৃতীয় গোবিন্দের ওয়ানি এবং রাধনপুরের তাম্রশাসনে গুর্জ্জরপতি বৎসরাজের গৌড় বঙ্গ বিজয় প্রসঙ্গ নিম্নলিখিত ভাবে লিপিবদ্ধ লইয়াছে (১):—

"হেলা স্বীকৃত গৌড় রাজ্য কমলা মত্তং প্রবেশ্যাচিরা-
দ্দুর্মার্গং মরুমধ্যমপ্রতি বলৈর্যো বৎসরাজং বলৈঃ।
গৌড়ীয়ং শরদিন্দু পাদধবলং ছত্রদ্বয়ং কেবলং
তস্মান্নাহৃত তদ্‌যশোপি ককুভাং প্রান্তেস্থিতং তৎক্ষণাৎ" ॥

অর্থাৎ "তিনি (ধ্রুব) অতুল পরাক্রম-সৈন্য বলের দ্বারা, হেলায় গৌড়রাজ্য জয়জনিত অহঙ্কারে মত্ত বৎসরাজকে অচিরাৎ দুর্গম মরু মধ্যে তাড়িত করিয়া, কেবল যে (তাঁহার) গৌড়জয়লব্ধ শরদিন্দু ধবল ছত্রদ্বয়ই কাড়িয়া লইয়াছিলেন এমন নহে; তৎক্ষণাৎ তাঁহার দিগন্তব্যাপী যশও কাড়িয়া লইয়াছিলেন।

বরোদায় প্রাপ্ত ইন্দ্ররাজ তনয় কর্করাজের ৭৩৪ শকাব্দের তাম্রশাসনে এই ঘটনা আরও স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে (২):—

"গৌড়েন্দ্র বঙ্গপতি নির্জ্জয় দুর্ব্বিদগ্ধ সদ্‌গুর্জ্জরেশ্বর দিগর্গলতাং চ যস্য।
নীত্বা ভূজং বিহত মালব রক্ষণার্থং স্বামী তথান্যমপি রাজ্য ফলানি ভূঙ্‌ক্তে॥"

অর্থাৎ :—"প্রভু (তৃতীয় গোবিন্দ) পরাজিত মালবরাজকে রক্ষা করিবার জন্য, তাহার (কর্করাজের) এক হস্তকে গৌড়েন্দ্র এবং বঙ্গপতি

(১) Indian Antiquary Vol. XI. Page 157. Epigraphia Indica Vol. VI. Page 243.

(২) Indian Antiquary Vol. XII. Page 190.

বিজেতা দুরাশা মত্ত গুর্জ্জর-পতির আক্রমণার্থ আগমন পথের সুদৃঢ় অর্গলে পরিণত করিয়া, অপর হস্তকে রাজ্যফল স্বরূপ উপভোগ করেন।" এই গুর্জ্জর-পতি যে বৎসরাজ তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কারণ ধ্রুব কর্তৃক গুজরাট ও মালবে রাষ্ট্রকূট প্রাধান্য স্থাপিত হইলে, আর কোনও গুর্জ্জরপতির পুনর্ব্বার গৌড়বঙ্গ বিজয়ের অবসর পাইবার সম্ভাবনা ছিলনা (১)। গুর্জ্জরপতি বৎসরাজ যে বঙ্গাধিপতিকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজছত্র হস্তগত করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম জানা যায় নাই। সুতরাং বৎসরাজের সহিত আদিশূর বা তদ্বংশীয় কোনও নৃপতির সংশ্রব কল্পনা করা সমীচীন নহে।

কানিংহাম সাহেব, ৺রমেশচন্দ্র দত্ত এবং ডাক্তার ৺রাজেন্দ্রলাল মিত্র আদিশূর ও বীরসেনকে অভিন্ন বলিয়া প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তদনুসারে স্বর্গীয় রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর আদিশূরকে বীরসেন বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; কিন্তু অধুনা এইমত পরিত্যক্ত হইয়াছে। ডাক্তার হরণ্লি বলেন, বিজয়সেন আদিশূরের নামান্তর মাত্র। সুতরাং তাঁহার মতে বল্লালের পিতার রাজ্য শাসনকালে ব্রাহ্মণগণ কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গে আসিয়াছিলেন। কিন্তু পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশাবলী গণনা দ্বারা আদিশূরের সহিত বল্লালের ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪ ও ১৫ পুরুষ অন্তর দৃষ্ট হইতেছে। পিতা পুত্রের মধ্যে কখনই এতাধিক অন্তর হইতে পারে না।

আদিশূর ও বীরসেন।

নেপালাধিপতি জয়দেব পরচক্রকামের ১৫৩ হর্ষ সম্বতের (৭৫৮ খৃষ্টাব্দের) শিলা লিপিতে কামরূপরাজ হর্ষদেবের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া

(১) গৌড়রাজমালা ২০ পৃষ্ঠা।

যায়। এই শিলালিপিতে উক্ত হইয়াছে যে, জয়দেব (নেপালরাজ), ভগদত্ত বংশীয় "গৌড়োড্রাদি-কলিঙ্গ-কোশল-পতি" এই হর্ষদেবের কন্যা রাজ্যমতীর পাণি-গ্রহণ করিয়াছিলেন (১)। প্রাচীন কামরূপের নৃপতিগণ নরক এবং ভগদত্তের বংশধর বলিয়া আত্ম পরিচয় দিতেন। হর্ষদেব সম্ভবতঃ কামরূপের প্রাচীন রাজবংশ সমুদ্ভব ছিলেন; এবং কামরূপ ত্যাগ করিয়া, কামরূপের পশ্চিম সীমান্ত স্থিত করতোয়া নদী পার হইয়া, বঙ্গরাজ্য উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক যশোবর্ম্মার সাম্রাজ্যের অধঃপতন জনিত উত্তরাপথব্যাপী বিপ্লবের সুযোগে গৌড়, উৎকল, কলিঙ্গ এবং কোশল লইয়া এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কামরূপের প্রত্যন্ত প্রদেশে অবস্থিত বঙ্গরাজ্য, হয়ত হর্ষদেবের এই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সহায়ক হইয়াছিল, অথবা স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া এই অভিনব সাম্রাজ্য-চক্রের কণ্ঠলগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। হর্ষদেবের সমসাময়িক বঙ্গরাজের পরিচয় পাওয়া যায় না। বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে বঙ্গে শূররাজ বংশের আবির্ভাব কাল অষ্টম শতাব্দীর প্রথম পাদে নির্দ্ধারিত হইলে, আদিশূর বা তাহার পুত্রকে হর্ষদেবের সমসাময়িকরূপে গ্রহণ করা অসঙ্গত হইবে না।

কামরূপাধিপতি হর্ষদেব ও বঙ্গরাজ।

---

(১) "মাদ্যদ্দন্তি সমূহ-দন্তমুষল-ক্ষুণ্ণারি-ভূভৃচ্ছিরো
গৌড়োড্রাদি কলিঙ্গ কোশল পতি-শ্রীহর্ষদেবাত্মজা।
দেবী রাজমতী কুলোচিত গুণৈর্যুক্তাপ্রভূতাকুলৈ-
র্যে নোঢ়া ভগদত্ত রাজ কুলজা লক্ষ্মীরিব ক্ষ্মাভুজা॥"
Indian Antiquary, Vol, IX, Page 178,

আদিশূরের পূর্ব্ববর্ত্তী বঙ্গাধিপ।

কোনও কোনও কুলগ্রন্থকারের মতে, আদিশূরের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল এবং বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী রাজবংশ বঙ্গের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন। আদিশূরের অভ্যুদয়ে বঙ্গদেশে হিন্দুধর্ম্ম সগর্ব্বে মস্তক উন্নত করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম উন্মূলনের সবিশেষ চেষ্টা করে।

ধনঞ্জয়ের কুলপ্রদীপে উক্ত হইয়াছে ঃ—

"শ্রীমদ্রাজাদিশূরোঽভবদবনিপতি স্তত্র বঙ্গাদি দেশে,
সল্লোকঃ সদ্বিচারৈরিদিতি সুতপতিঃস্বর্যথাসীৎ তথাসীৎ।
প্রতাপাদিত্য তপ্তাখিল তিমির রিপু স্তত্ববেত্তা মহাত্মা,
জিত্বা বুদ্ধান্ চকার স্বয়মপি নৃপতি গৌড়রাজ্যাৎ নিরস্তান্॥"

বারেন্দ্র কুলপঞ্জীতে লিখিত আছে ঃ—

"তত্রাদিশূরঃ শূরবংশসিংহো বিজিত্য বৌদ্ধং নৃপপালবংশম্।
শশাস গৌড়ং দিতিজান্ বিজিত্য যথা সুরেন্দ্রস্ত্রিদিবং শশাস॥"
(কুলরমা)।

এখানে "বৌদ্ধং নৃপপালবংশম্", বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পালরাজগণকে না বুঝাইয়া বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী নরপতিগণের বংশও বুঝাইতে পারে।

রবিসেন মহামণ্ডল প্রণীত কুলপ্রদীপে লিখিত হইয়াছে ঃ—

"আসীৎ পুরা বৈদ্যবংশে লক্ষ্মীনারায়ণো নৃপঃ।
গাঙ্গেয় ইব ধর্ম্মাত্মা দৃঢ় ব্রতো মহাবলঃ॥
দানে বৈকর্ত্তনঃ কর্ণো রণে চাপি ধনঞ্জয়ঃ।
নিহত্যনাস্তিকান্ বৌদ্ধান্ আদিশূরাখ্যঃ কীর্ত্তিত॥

অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য যদা বঙ্গে বভূবহ—
তদানয়ৎ দ্বিজান্ পঞ্চ সাগ্নিকান্ কাণ্যকুব্জতঃ॥"

ধ্রুবানন্দ মিশ্রের গ্রন্থে লিখিত আছে :—
"আগমৎ ভারতং বর্ষং দারদাৎ স রবিপ্রভঃ।
জিত্বা চ বৌদ্ধ রাজানং তথা গৌড়াধিপং বলান্॥"

আদিশূর কাণ্যকুব্জাধিপতির নিকট যে লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়া কুলগ্রন্থাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে ও তিনি ব্রাহ্মণদিগকে "সুজিত-সুগত-বৃন্দে" (১) গৌড়রাজ্যে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আসিতে অনুরোধ করিতেছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কুলাচার্য্যগণের মতে আদিশূর এক বৌদ্ধ রাজবংশ জয় করিয়া বঙ্গের সিংহাসন হস্তগত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই বৌদ্ধ রাজবংশের পরিচয় কোনও কুলশাস্ত্রে লিখিত হয় নাই।

আদিশূরের রাজধানী কোন! স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তদ্বিষয়েও মত ভেদ রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব মহাশয় বলেন, "এখনও পূর্ব্ববঙ্গের বহু লোকের বিশ্বাস, আদিশূর বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপাল নামক স্থানেই রাজত্ব করিতেন এবং এখানেই পঞ্চব্রাহ্মণ প্রথম আগমন করেন। কিন্তু এই প্রবাদের মূলে কোন ঐতিহাসিক সত্য লুক্কায়িত নাই। গৌড়াধিপ আদিশূর কোন কালে বিক্রমপুরে পদার্পন করিয়াছেন কিনা, তাহারই

আদিশূরের রাজধানী।

(১) "সুকৃত সুকৃত সংযাঃ সর্ব্ব-শাস্ত্রার্থ দক্ষা,
লপিত হত বিপক্ষাঃ স্বস্তি বাক্যাঃ শ্রুতিজ্ঞাঃ।
সুজিত সুগত বৃন্দে গৌড় রাজ্যে মদীয়ে,
দ্বিজকুল বরজাতাঃ সানুকম্পাঃ প্রায়ান্তু॥"

বিশ্বাসজনক প্রমাণাভাব। আদিশূর যে সময়ে গৌড়ের অধীশ্বর, পৌণ্ড্র বর্দ্ধন নগরে তৎকালে রাজধানী ছিল" (১)। পূজনীয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়-কুমার মৈত্রেয় মহাশয় "রারেন্দ্রকুল পঞ্জীর" লিখিত—

"সকল গুণ সমেতাঃ সাগ্নিকা ব্রহ্মনিষ্টাঃ,
হুতবহসমভাসা ব্রাহ্মণাঃ কান্যকুব্জাৎ।
নিজপরিকর বর্গৈঃ পাবনং পাপমুক্তং,
সুরসরিদবধৌতং যান্তি গৌড়ং মনোজ্ঞং॥"

এই বচনটি অধ্যাহার করিয়া বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণগণ সুরসরিদ্-বিধৌতপাদ গৌড়নগরে সমাগত হইয়াছিলেন।

"গৌড়ের ইতিহাস প্রণেতা" এবং "বঙ্গের পুরাবৃত্ত"—রচয়িতা প্রভৃতি অনেকে উপরোক্ত মতেরই সমর্থন করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে লঘুভারত-কর্ত্তা ৺ গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ, সম্বন্ধনির্ণয়-প্রণেতা পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি, বেণীসংহার নাটকের ভূমিকায় ৺ মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, ৺ কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর সি, আই, ই, পণ্ডিতাগ্রণি শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, এবং আদিশূর ও বল্লাল সেন প্রণেতা প্রভৃতি অনেকে বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপালের পক্ষপাতী। আদিশূরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই যখন এখন পর্য্যন্ত কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না, তখন তাঁহার রাজধানী কোনস্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল তদ্বিষয়ে কোনও প্রশ্নই উঠিতে পারে না। কিন্তুও তবু একথা স্থির যে আদিশূরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইলে তাঁহার রাজধানী প্রাচীন বঙ্গেই স্থাপন করিতে হইবে।

নগেন্দ্র বাবুর উক্তির সমালোচনা করা নিষ্প্রয়োজন, কারণ উহার মূলে কোনও যুক্তি বা প্রমাণ নাই। কুল-গ্রন্থগুলি ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণ কাণ্ড, ১ মাংশ ১০৯ পৃষ্ঠা।

লিখিত হয় নাই। তৎকালে গৌড়রাজ্য বলিতে গৌড় ও বঙ্গ এই উভয় প্রদেশই বুঝাইত। রামদেবের "বৈদিক কুলমঞ্জরী" গ্রন্থে সামলবর্ম্মা সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, তিনি "গৌড়ান্তর্গত কান্ত বিক্রমপুরোপান্তে পুরী" নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অপরাপর কুলগ্রন্থ সমূহেও এরূপ দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। বারেন্দ্রকুলপঞ্জীতে লিখিত গৌড় শব্দ নগরার্থে ব্যবহৃত না হইয়া প্রদেশার্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। গঙ্গা বা পদ্মা গৌড় বঙ্গের বক্ষোদেশ ভেদ করিয়াই সাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে, সুতরাং গৌড় ও বঙ্গ যে সুরসরিদবধৌত তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। গঙ্গার প্রবাহ যে বহু পশ্চিমে সরিয়া পড়িয়াছে, তাহা অনেক মনীষিই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মেজর রেণেল, বুকানন হেমিল্টন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মধুপুরের পশ্চিম ও দক্ষিণ পশ্চিমস্থ নিম্নভূমি গঙ্গার প্রাচীন খাত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অতি প্রাচীনকালে রাজসাহীর চলন বিলে এবং ঢাকার আইরল বিলেই গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম ঘটিয়াছিল। এবিষয় ঢাকার ইতিহাস প্রথম খণ্ডে বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে, এই স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং "সুরসরিদবধৌতপাদ" প্রমাণের বলে আদিশূরের রাজধানীকে পশ্চিম বঙ্গে নেওয়া চলে না।

খৃষ্টিয় অষ্টম শতাব্দীর তৃতীয়পাদ হইতে একাদশ শতাব্দীরঅন্ত পর্য্যন্ত গৌড় মণ্ডলে পালরাজ গণের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সময়ের মধ্যে শূররাজের প্রাচ্য ভারতে সার্ব্বভৌমত্ব লাভের অবসর ছিল না। আবার বাক্‌পতি রাজের "গৌড়বহো" কাব্য হইতে জানা যায় যে অষ্টম শতাব্দীর প্রথম পাদে মগধেশ্বর শশাঙ্ক-প্রবর্ত্তিত উত্তরা পাথের পূর্ব্বাংশের অধিপতি "গৌড়াধিপ" উপাধিতে ভুষিত ছিলেন! সুতরাং তৎকালে গৌড় মণ্ডল যে মগধাধিপতির করায়ত্ত ছিল তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। যশো-বর্ম্মার প্রতিদ্বন্দী এই "গৌড়পতিকে" গৌড়রাজ মালার লেখক আদিত্য

সেনের প্রপৌত্র মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় জীবিত গুপ্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (১) এবং আমরাও উহাই সত্য বলিয়া মনে করি। দ্বিতীয় জীবিত গুপ্ত অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে গৌড়পতি বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে তৎকালে আদিশূরকে গৌড়ে স্থাপন করা কঠিন হইয়া পড়ে।

কুলাচার্য্য গণের লিখিত গ্রন্থসমূহে আদিশূরের বংশাবলী পওয়া যায়, কিন্তু উহা ধারাবাহিক রূপে লিখিত হয় নাই। কুলগ্রন্থে এবং প্রাচীন কুলজ্ঞ গণের কথানুসারে নিম্ন লিখিত বংশাবলী জানা যায়, কিন্তু ইহা কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না। কবিশূর

শূর বংশাবলী।

তৎপুত্র মাধবশূর, তৎপুত্র আদিশূর, তৎপুত্র ভূশূর। তৎপুত্র ক্ষিতিশূর. তৎপুত্র ধরাশূর, তাহার পর প্রদ্যুম্নশূর ও বরেন্দ্রশূর। তাহার পরে অনুশূর গৌড়ে রাজা হন (২)। আচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় তদীয় ঐতিহাসিক চিত্রের ৮৫ পৃষ্ঠাতে বলিয়াছিলেন, "বারেন্দ্র কুলশাস্ত্র গ্রন্থে এ বিষয়ে আরও একটী জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। আদিশূরের পর ভূশূর, এবং তৎপরে বরেন্দ্রশূর ও প্রদ্যুম্ন শূর নামে দুই ভ্রাতা রাজা হন। তাঁহাদের সময়ে বিপ্লব সংঘটীত হইয়া বরেন্দ্র একদেশে ও প্রদ্যুম্ন অন্যদেশে রাজ্য স্থাপন করায় কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগের অনুসরণ করিয়াছিলেন। বরেন্দ্রের নামানুসারে বরেন্দ্রদেশ এবং প্রদ্যুম্নের রাজ্য রাঢ় দেশ নামে খ্যাত। বাসস্থানের নামানুসারে কাল ক্রমে ব্রাহ্মণগণ রাঢ়ী ও বারেন্দ্র নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন"।

(১) গৌড়রাজ মালা ১৫ পৃষ্ঠা।

(২) পক্ষান্তরে রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী অনুসারে আদিশূর বংশীয় সাতজন নরপতির

আইন্-ই-আকবরি গ্রন্থে আদিশূর-বংশ নিম্ন লিখিত ভাবে লিপি বদ্ধ হইয়াছে :—

১। আদিশূর
২। জমেনি ভান্ (যামিনী ভানু) ?
৩। আনরুদ (অনিরুদ্ধ) ?
৪। পরতাপ রুদর (প্রতাপ রুদ্র) ?
৫। ভবদৎ (ভবদত্ত) ?
৬। রেকদেত্ত (রঘুদেব) ?
৭। গিরধার (গিরিধারী) ?
৮। পরতিহিধর (পৃথ্বীধর) ?
৯। শিস্টিধর (সৃষ্টিধর) ?
১০। পিরভাকর (প্রভাকর) ?
১১। জয়ধর।

বিপ্রকল্প লতা গ্রন্থে লিখিত আছে :—

"আসীৎ বৈদ্যো মহাবীর্য্যঃ শাল বান্নাম ভূপতিঃ।
বঙ্গ রাজ্যাধিরাজঃ স স্বধর্ম্ম পরিপালকঃ।
তদ্বংশে জনিত শ্চৈকঃ প্রতাপ চন্দ্র ভূপতিঃ।
তৎকুলে জনিত শ্চান্য স্তেজঃশেখর সংজ্ঞকঃ॥
বিধুবাণ গ্রহমিতে শকাব্দে বিগতে পুরা।
তদ্বংশে জনিতঃ শ্রীমান্ আদিশূরো মহীপতিঃ॥

নাম পাওয়া যায়।..যথা :—

আদিশূরো ভূশূরোশ্চ ক্ষিতিশূরোবনীশূরঃ।
ধরনীশূরকশ্চাপি ধরাশূরো রণশূরো॥
এতে সপ্তশূরোঃ প্রোক্তাঃ ক্রমশঃ সুতবর্ণিতাঃ"।

কিন্তু ইহাতেও শালবান্, প্রতাপ চন্দ্র, তেজঃশেখর ও আদিশূরের পরস্পরের সম্পর্ক নির্ণীত হয় না। লঘুভারত-প্রণেতা তেজঃ শেখরকে আদিশূরের পিতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (১)। জামনা নিবাসী পণ্ডিত-প্রবর জয়সেন বিশ্বাস মহাশয় তদীয় বৈদ্যকুল চন্দ্রিকা গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

"যেনানীতা দ্বিজাঃ পূর্ব্বং লক্ষ্মীনারায়ণেন চ।
জয়তি শ্রীমহারাজ আদিশূরাখ্য কীর্ত্তিতঃ॥
লক্ষ্মী নারায়ণ সন্তানো বিমলাখ্যো নৃপো মহান্।
কারিকা কুল কর্ত্তাসৌ মহাবংশস্থ সম্মতঃ॥"

অর্থাঃ—যিনি বঙ্গে ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ, তাঁহার উপাধি আদিশূর এবং তাঁহার পুত্রের নাম মহারাজ বিমল, তিনি বহুকারিকা প্রণয়ন করেন, কুলীন গণ তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন।

"সাহিত্য দর্পণ" প্রণেতা মহামহোপাধ্যায় বিশ্বনাথ কবিরাজ "ভূশূরকে "ভানুদেব" নামে অভিহিত করিয়াছেন, যথা :—

"মম তাত পাদানাং মহাপাত্র চতুর্দ্দশ ভাষা বিলাসিনী ভুজঙ্গ মহাকবীশ্বর শ্রীচন্দ্র শেখর সান্ধিবিগ্রহিকাণাং—

দূর্গালঙ্ঘিত বিগ্রহো মনসিজং সম্মীলয়ন্ তেজসা,
প্রোদ্যদ্রাজকলো গৃহীত গরিমা বিষগ্ বৃতো ভোগিভিঃ।
নক্ষত্রেশকৃতেক্ষণো গিরি গুরৌ গাঢ়াং রুচিং ধারয়ন্,
গামাক্রম্য বিভূতিভূষিত তনুং রাজত্যুমাবল্লভঃ॥"

---

(১) বল্লাল মোহমুদ্গার ৩২৪ পৃষ্ঠা।

অত্র প্রকরণেন অভিধয়া উমানাম্নী মহাদেবী তদ্বল্লভ ভানুদেব নৃপতি-রূপে অর্থে নিয়ন্ত্রিতে ব্যঞ্জনয়ৈব গৌরীবল্লভরূপঃ অর্থো বোধ্যতে।"

সাহিত্য দর্পণ, ৫২।৫৩ পৃষ্ঠা।

অশেষ শাস্ত্রার্থদর্শী শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন, "এখানে বৈদ্যকুল কেশরী মহামহোপাধ্যায় মহাকবি বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁহার পিতা চন্দ্রশেখর কবীন্দ্রের কথা বলিতেছেন যে তিনি চতুর্দ্দশ ভাষায় মহাপণ্ডিত ও মহারাজ ভানুদেবের প্রধানামাত্য ও সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। রাজমহিষীর নাম উমা ছিল। আমরা মনে করি, এই ভানুদেব, যামিনীভানু, ভূশূর এবং বিমল সেন একই ব্যক্তি।" উক্ত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের লিখিত আদিশূরের বংশাবলী এস্থলে উদ্ধৃত হইল (১)।

	প্রকৃত নাম	উপনাম
১।	মহারাজ শালবান সেন	×
২।	প্রতাপচন্দ্র সেন	কবিশূর
৩।	তেজঃ শেখর সেন	মাধবশূর
৪।	লক্ষ্মীনারায়ণ সেন	আদিশূর
৫।	বিমল সেন	ভূশূর, যামিনী ভানু বা ভানুদেব।
৬।	অনিরুদ্ধ সেন	ক্ষিতিশূর
৭।	প্রতাপরুদ্র সেন	ধরাশূর
৮।	ভূদত্ত সেন (ভবদত্ত সেন) ?	
৯।	রঘুদেব সেন	×
১০।	গিরিধারী সেন	×

(১) বল্লালমোহমুদ্গার ৩২৬ পৃষ্ঠা।

১১। পৃথ্বীধর সেন ×

১২। সৃষ্টিধর সেন ×

১৩। জয়ধর সেন ×

গৌড়ের ইতিহাস প্রণেতা শ্রীযুক্ত রজনী কান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিয়াছেন,—আদিশূরের পর ভূশূর রাজা হন। ভূশূর রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও সাত শতী ব্রাহ্মণদিগের শ্রেণী বিভাগ করেন, তৎপুত্র ক্ষিতিশূর রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ দিগকে ছাপ্পান্ন খানি গ্রাম প্রদান করেন (১)। ইনি সাতশতী দিগকে ২৮ খানি গ্রাম প্রদান করেন। ইহার পর অবনীশূর, ধরণীশূর ধরাশূর, যথাক্রমে রাজা হন। ধরাশূর রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ দিগকে কুলাচল ও সংশ্রোত্রীয় এই দুই ভাগে বিভক্ত করেন। বন্দ্য প্রভৃতি ২২টী গাঞী কুলাচল বলিয়া গণ্য হয় এবং সিদ্ধল প্রভৃতি ৩৪টী গাঞী সচ্ছ্রোত্রীয় বলিয়া কথিত হয় (২)। তিরুমলয়ের শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে রাজেন্দ্র চোল উত্তর রাঢ়ের মহীপাল, দক্ষিণ রাঢ়ের রণশূর এবং দণ্ডভুক্তির ধর্ম্মপাল এবং বঙ্গের গোবিন্দ চন্দ্রকে পরাজিত করেন। বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত প্রণেতা শ্রীযুক্ত পরেশ নাথ বন্দোপাধ্যায়ের মতে এই রণশূর ধরাশূরের পুত্র! কিন্তু ইহার কোনও প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে আদিশূরের বংশাবলী সম্বন্ধেও নানা মুনির নানা মত। সুতরাং কোন বংশাবলীকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিব? সম্ভবতঃ প্রাচীন কিম্বদন্তী অবলম্বন করিয়াই পরবর্ত্তী সময়ে কুলশাস্ত্র গুলি রচিত

"(১) ক্ষিতিশূরেণ রাজ্ঞাপি ভূশূরস্য সুতেন চ।
ক্রিয়তে গাঞী সংজ্ঞানি তেষাংস্থান বিনির্ণয়াৎ"॥

(২) এই জন্য রাঢ়ীদিগের মধ্যে এই কথাটী প্রচলিত হয় যে, "পঞ্চগোত্র ছাপান্ন গাঁই, তা ছাড়া বামন নাই"।

হইয়াছিল। সুতরাং উহা প্রমাণ স্বরূপে ব্যবহৃত হইবার অযোগ্য। আবার অনেক স্থলে কুলগ্রন্থ গুলি কোনও উদ্দেশ্য মূলে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয় ; অভিনব ঐতিহাসিক আবিষ্কারের আলোক পাতে কুল গ্রন্থের অনেক স্থান প্রক্ষিপ্ত বলিয়াও প্রতিপন্ন হইয়াছে। এমতাবস্থায় কুলশাস্ত্রের প্রমাণ অবলম্বনে ইতিহাস রচনা করা নিরাপদ নহে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

খড়্গ রাজগণ।

কান্যকুব্জাধিপতি যশোবর্ম্মার সাম্রাজ্য-ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই গৌড়-বঙ্গের সহিত কান্যকুব্জের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। এই সময় হইতেই বিভিন্ন প্রদেশে স্বতন্ত্র রাজতন্ত্র-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার সূত্রপাত হইতেছিল বলিয়া অনুমিত হয়। রায়পুরা-থানার অন্তর্গত আসরফপুর গ্রামে আবিষ্কৃত দেব-খড়্গের তাম্রশাসনদ্বয় হইতে নবম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত

আসরফ পুরের তাম্রশাসন

বঙ্গের এক অভিনব রাজবংশের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই রাজবংশ ভগবান বুদ্ধদেবের পরম ভক্তিমান উপাসক ছিলেন। উভয় তাম্রশাসনের প্রারম্ভেই, "অবিদ্যাহতি হেতুভূত সংসার মহাম্বুরাশি সংতীর্ণ, ভগবান মুণীন্দ্রের" এবং "অনুশয়ান্ধকার দূরী-করণে সমর্থ বৈনায়িক দিগের বিবেক বুদ্ধির উন্মেষ কারী ভাস্কর প্রতিম জিনের তেজোময় বাক্যাবলির" জয় ঘোষণা করা হইয়াছে। তাম্রশাসনের সহিত প্রাপ্ত একটি চৈত্য (১) কলিকাতা যাদুঘরে রক্ষিত আছে। এই চৈত্যটি ত্রিস্তর বিশিষ্ট পিরামিডের অনুকরণে নির্ম্মিত এবং আতপত্রাচ্ছাদিত ছিল। ইহার শীর্ষদেশের চতুর্দ্দিকে ধ্যানী বুদ্ধ মূর্ত্তি চতুষ্টয়, তন্নিম্নে অপর চারিটি বুদ্ধমূর্ত্তি এবং পাদ-দেশের প্রত্যেক দিকে তিনটি করিয়া দ্বাদশটি মুদ্রাসন সংবদ্ধ বুদ্ধ মূর্ত্তি বিরাজিত। এই চৈত্যটি এবং অপরাপর

(১) ঢাকার ইতিহাস প্রথম খণ্ড ৫৬৩ পৃষ্ঠায় এই চৈত্যটির একখানি আলোক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

চৈত্র সম্ভবতঃ দ্বিতীয় তাম্রশাসনোল্লিখিত বুদ্ধ-মণ্ডপে অথবা বিহার বিহারিকা চতুষ্টয়েই রক্ষিত হইত।

এই তাম্রশাসনে খড়্গোদ্যম, জাত খড়্গ দেব খড়্গ এবং রাজরাজ ভট্ট ব্যতীত মহাদেবী প্রভাবতী, এবং উদীর্ণ খড়্গেরও নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। উদীর্ণ খড়্গও এই খড়্গ বংশীয়ই ছিলেন, কিন্তু দেবখড়্গের সহিত ইহার কি সম্বন্ধ ছিল তাহা জানা যায় না। নিম্নে এই খড়্গরাজ গণের বংশলতা প্রদত্ত হইল।
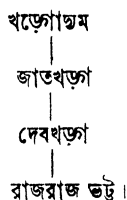
শ্রীযুক্ত নলিনী কান্ত ভট্টশালী এম, এ, মহাশয়ের মতে রাজভট্ট সপ্তম শতাব্দীর শেষ পাদে প্রাদুর্ভূত হইয়া ছিলেন; এবং গুপ্ত-সাম্রাজ্য ধ্বংস হইলে, ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষ পাদে, খড়্গবংশীয় প্রথম নরপতি খড়্গোদ্যম সমতটে স্বীয় প্রাধান্য-বিস্তার করিবার অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (১)।

খড়্গরাজগণের আবির্ভাব কাল

প্রাচ্য বিদ্যা মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তদীয় বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্য কাণ্ডে লিখিয়াছেন, "আমরা তাম্র শাসনের লিপি আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছি, গঞ্জাম হইতে আবিষ্কৃত শশাঙ্ক দেবের মহাসামন্ত মাধবরাজের তাম্রশাসন এবং অফ্‌সড় হইতে আবিষ্কৃত মগধাধিপ আদিত্য সেনের খোদিত লিপির অক্ষর বিন্যাসের সহিত দেবখড়্গের তাম্রপট্ট লিপির যথেষ্ট সামঞ্জস্য রহিয়াছে। এরূপ স্থলে

(১) J. A. S. B. March, 1914, page 87.

দেবখড়্গকেও আমরা খৃষ্টিয় ৭ম শতাব্দীর লোক বলিয়া অনায়াসেই গ্রহণ করিতে পারি। ৬৫০—৬৫৫ খৃঃঅব্দ মধ্যে চীন পরিব্রাজক সেঙ্গচি সমতট-পতি রাজভটের বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগিতা ও শ্রমণ-প্রতিপালকতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এখন দেবখড়্গাপুত্র উক্ত রাজরাজভট ও রাজভট উভয়কেই অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে কোন সন্দেহ থাকিতেছেনা। ইৎসিংএর আগমনের পূর্ব্বে প্রায় ৬৫০ হইতে ৬৫৫ খৃঃঅব্দ মধ্যে রাজভট নামক নৃপতি সমতটে আধিপত্য করিতেন। সম্ভতঃ য়ূঅনচু অঙ্গ কামরূপ হইয়া সমতট রাজ্যে আসিলেও রাজধানীতে উপস্থিত হইতে সমর্থ হন নাই, অথবা সমতটপতি দেবখড়্গ তাঁহার সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করেন নাই,—একারণ তিনি বৌদ্ধ সমৃদ্ধির উল্লেখ করিলেও নৃপতির নামোল্লেখ আবশ্যক মনে করেন নাই" (১)। কিন্তু অক্ষর তত্ত্বের আলোচনায় আসরফপুর তাম্রশাসনের ভূমিদাতা দেবখড়্গের আবির্ভাব কাল নবম শতাব্দীর পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। দেবখড়্গ বা রাজরাজভট্ট যে সমতটের সিংহাসন সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, এবং ইৎসিং কথিত সমতট-রাজ "হো-লো-শে-পো-ত" ই যে দেবখড়্গ-তনয় রাজরাজ ভট্ট তাহা প্রমাণ সাপেক্ষ। নামের সমতা (?) এবং বৌদ্ধধর্ম্মানুরক্তি ব্যতীত উভয়ের একত্ব প্রতিপাদনের অপর কোনও কারণ বিদ্যমান নাই। পক্ষান্তরে তাম্রশাসনের অক্ষর বিন্যাসই এই অনুমানের প্রধান পরিপন্থি।

আসরফপুর তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার-কারী মদীয় সতীর্থ ৺গঙ্গামোহন লস্কর এম, এ, উভয় তাম্রশাসনের লেখমালার আলোচনা করিয়া উহা অষ্টম অথবা নবম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন (২)। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে ও এই তাম্রশাসনের কাল ৮ম শতাব্দী

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজন্যকাণ্ড, ৭৬, ৭৭ পৃষ্ঠা।

(২) Memoirs Asiatic Society of Bengal vol. I, page 86.

তাম্রশাসনের লেখমালা

বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে (১)। ৺গঙ্গামোহন লস্কর লিখিয়াছিলেন, "অক্ষরগুলি উত্তর ভারতীয় প্রাচীন কুটিলাক্ষর সদৃশ। "মাত্রা' সমূহ বিশেষ-রূপে পরিস্ফুট হয় নাই; 'প,' 'ম,' 'য, 'ষ', 'স' প্রভৃতি অক্ষর মাত্রা শূন্যরূপেই উৎকীর্ণ হইয়াছে। সুযোগ সত্বেও "অবগ্রহ" চিহ্ন ব্যবহৃত হয় নাই। "বিরাম" পরিলক্ষিত হয় না। সংবৎ শব্দে "ৎ" ব্যবহৃত হইয়াছে। অক্ষরগুলি পালও সেনরাজ গণের তাম্রশাসনে ব্যবহৃত অক্ষর অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়াই মনে হয়" (২)।

শ্রীযুক্ত নলিনী কান্ত ভট্টশালী এম, এ মহাশয় বলেন "অষ্টম শতাব্দীর শাসনাবলী এবং লেখ-মালার সহিত তুলনা করিলে নিমিষে প্রতীয়মান হইবে যে এই তাম্রশাসনদ্বয় উহাদের চেয়ে অনেক প্রাচীন। এমন কি ৭ম শতাব্দীর শেষভাগের লিপিমালার সহিত তুলনা করিলেও দেখিতে পাওয়া যাইবে যে তাম্রশাসনদ্বয় তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী। হর্ষ সম্বতের ৬৬ বৎসর (৬৭২ খৃষ্টাব্দ) মানাঙ্কযুক্ত মহারাজ আদিত্য সেনের সাহাপুরের মূর্ত্তি লিপি এবং মহারাজ আদিত্য সেনেরই অপসড় শিলালিপির সহিত আসরফপুর তাম্রশাসনের অক্ষরের তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে আসরফপুর তাম্রশাসনের অক্ষরগুলি উক্ত লিপি দ্বয় হইতে প্রাচীনতর। মহারাজধিরাজ হর্ষবর্দ্ধনের মধুবন এবং বাঁশখারায় প্রাপ্ত তাম্রশাসন দ্বয়ের অক্ষরের সহিত আসরফপুরের তাম্রশাসন দ্বয়ের অক্ষরের এত সাদৃশ্য আছে যে, দেখিয়াই মনে হয়, এই চারিখানি তাম্রশাসন একই সময়ের"(৩)।

(১) Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1885 page 51

(২) Memoirs Asiatic Society of Bengal vol I page 87.

(৩) প্রতিভা ১৩২০, চৈত্র, ৩৮১ পৃষ্ঠা,

Journal of the Asiatic Society of Bengal, March 1914, page 86

পরে, আবার লিখিত হইয়াছে, "ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে আসরফপুরের তাম্রশাসনের ভূমিদাতা মহারাজ দেবখড়্গ হর্ষের সমসাময়িক রাজা। ইৎচিঙের বিবরণ পড়িয়া এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র থাকে না" (১)।

বস্তুতঃ আসরফপুরের তাম্রশাসনের অক্ষর বিন্যাসের সহিত আদিত্য-সেনের সাহাপুর মূর্ত্তিলিপি, অপসড় শিলালিপি, বাঁশখারা তাম্রশাসন, এবং গঞ্জাম হইতে আবিষ্কৃত মহাসামন্ত মাধবরাজের তাম্রশাসনের লেখমালা তুলনা করিলে সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত না হইয়া বরং বিসদৃশই লক্ষিত হইয়া থাকে। আসরফপুর তাম্রশাসনের ("ˊ")রেফ গুলি সর্ব্বত্রই অক্ষরের মাথার উপর প্রলম্বমান। কিন্তু বাঁশখারা লিপির সর্ব্বত্র এবং অপসড় লিপির কোনও কোন স্থানে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়; অনেক স্থলেই "রেফ" মাত্রার উপরে দেওয়া হয় নাই; যে অক্ষরের সহিত "রেফ" যুক্ত হইবে, সেই অক্ষরের বামদিকে মাত্রার সমসূত্রে একটি ক্ষুদ্র রেখা মাত্র টানা হইয়াছে। বাঁশখারা লিপির "স" এর নীচের দিকের বামকোণের বক্রাগ্রভাগ বড়শীর ন্যায়; কিন্তু আসরফপুর লিপিতে "স" এর ঐ স্থানটি চ্যাপটা, সুতরাং রেখাগুলি পরস্পর সংলগ্ন না হওয়ায় মধ্যে ফাঁক রহিয়াছে। আবার বাঁশখারা লিপিতে, এই বক্রস্থান হইতে যে রেখাটি দক্ষিণদিকের প্রলম্বমান রেখার সহিত মিলিত হইয়াছে, তথায় একটি কোণের সৃষ্টি করিয়াছে; কিন্তু আসরফপুর তাম্রশাসনে এই রেখা অর্দ্ধবৃত্তাকারে অগ্রসর হইয়াই প্রলম্বমান রেখা স্পর্শ করিয়াছে। অপসড় ও বাঁশখারা লিপির "গ" এর নীচের দিকে বামকোণের বক্র টানটির অভাব আসরফপুর লিপিতে পরিলক্ষিত হয়; প্রাচীনকালের লিপির ন্যায় ইহার উপরিভাগ সরল রেখাকৃতি না

(১) প্রতিভা ১৩২০ চৈত্র ৩৮২ পৃষ্ঠা।

হইয়া গোলাকৃতি ধারণ করিয়াছে এবং সপ্তম শতাব্দীর অক্ষরে যেরূপ কীলকের আকার দৃষ্ট হয়, আসরফপুর তাম্রশাসনে সেরূপ দৃষ্ট হয় না। আসরফপুর লিপির "খ" এর বামদিগের বক্রাংশ অপসড় লিপিতে পরিলক্ষিত হয় না। অপসড় লিপির "ন" বর্ত্তমান দেবনাগর অক্ষরের অনুরূপ, পক্ষান্তরে আসরফপুর লিপির "ন" এর ডানদিকের প্রলম্বমান রেখা বিলুপ্ত। বাঁশখারা লিপির "য" এর নীচের দিকে বামকোণের অর্দ্ধবৃত্তটি একটু বেশী গোলাকার, বামদিকের উপরের রেখাটি ও মাত্রা হইতে ঋজুভাবে এই অর্দ্ধাবৃত্তের সহিত মিলিত হইয়াছে; আসরফপুর লিপির "য" এর এই অর্দ্ধবৃত্তটি ডিম্বাকার, বামদিকের উপরের রেখাটিও মাত্রা হইতে বক্রভাবাপন্ন হইয়াই নিম্নস্থ অর্দ্ধবৃত্তের প্রান্তদেশ স্পর্শ করিয়াছে। আসরফপুর লিপির "শ" এর উপরিভাগ বাঁশখারা ও অপসড় লিপির "শ" উপরিভাগের ন্যায় চ্যাপটা না হইয়া গোলাকৃতি ধারণ করিয়াছে। আসরফপুর লিপির "ষ" এর ডিম্বাকার স্থানদ্বয়ের মধ্যে ফাঁক নাই, কিন্তু অপসড় লিপিতে "ষ" এর এই ফাঁকটি অনেক বেশী। ৭ম শতাব্দীর অক্ষরের ন্যায় "প", "ম", "য", "ষ" "স" এর উপরিভাগ খোলা হইলেও ব্যঞ্জন বর্ণের সহিত সংযুক্ত (া), (ি), (ৌ), (ে), (ো) প্রাচীনকালের ন্যায় মাত্রার উপরে না হইয়া, পরবর্ত্তী কালের ন্যায় মাত্রা হইতে প্রলম্বমান। আসরফপুর লিপির একার দামোদর গুপ্ত প্রণীত "কুট্টিনীমতম্" নামক হস্ত লিখিত পুথিতে ব্যবহৃত একারের অনুরূপ। অপসড় লিপির "জ" পুরাতন ঢঙ্গের, পক্ষান্তরে আসরফপুর তাম্রশাসনের "জ", "ত", "ট", "র" ও "ল" সপ্তম শতাব্দীর বহুপরবর্ত্তী কালের বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। শ্রীহর্ষের মধুবন ও বাঁশখারা লিপি, শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ড হইতে আবিষ্কৃত ভাস্করবর্ম্মার লিপি, আদিত্যসেনের অপসড় শিলা-

লিপি ও সাহাপুরের মূর্ত্তিলিপি হইতে আসরফপুর লিপিতে মাত্রা সমূহের ক্রমবিকাশ অধিকতর পরিস্ফুট। লিপিমালা পর্য্যালোচনা করিয়া আসরফপুর তাম্রপট্টোল্লিখিত "ত" ও "র", ৯৯৩ খৃঃ অব্দে উৎকীর্ণ দেবল প্রশস্তির, "ষ", ৮৭৬ খৃঃ অব্দে উৎকীর্ণ গোয়ালিয়রের ভোজ-প্রশস্তির, "গ", ১০৪২ খৃঃ অব্দে উৎকীর্ণ কর্ণদেবের তাম্রশাসনের, "স", ৮০৭ খৃঃ অব্দে উৎকীর্ণ রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের প্রশস্তির, "ব", "জ" ও "দ" ৯০০ খৃঃ অব্দে উৎকীর্ণ পেহোবা প্রশস্তির, "প" ৮০৪ খৃঃ অব্দে উৎকীর্ণ বৈজনাথ প্রশস্তির অনুরূপ বলা যাইতে পারে আলোচ্য লিপিতে উপাধ্মানীয় ও জিহ্বামূলীয় চিহ্ন ব্যবহৃত হয় নাই অপসড় ও বাঁশখারা লিপির ন্যায়, "ম" এর নীচের দিকে বামকোণে পুঁটুলি দেখা যায়না, তৎস্থলে উপরমুখী একটি টান আছে। এই লক্ষণটি প্রাচীনতর কালের সন্দেহ নাই, কিন্তু এই প্রথা দেবপালের ঘোঁষরাবা প্রশস্তিতে ও একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই। পরবর্ত্তীকালে অপর কোনও অভিনব তথ্য আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত কেবলমাত্র অক্ষরতত্ত্বের আলোচনা করিয়া, খড়্গরাজগণের আবির্ভাবকাল নির্ণয় করা অসম্ভব। অক্ষর-বিন্যাস দৃষ্টে আসরফপুরের লিপিকাল সপ্তম শতাব্দীর না হইয়া নবম-শতাব্দীর হওয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। কান্যকুব্জাধিপতি যশোবর্ম্মার সাম্রাজ্য-ধ্বংসের বহুকাল পরে, নবম শতাব্দীর প্রথমপাদে খড়্গোদ্যম এবং ঐ শতাব্দীর শেষপাদে দেবখড়্গ ও রাজ রাজভট্টের আবির্ভাব কাল অনুমান করা যাইতে পারে। সুতরাং ইৎ-সিং-কথিত সমতট-রাজের সহিত দেব-খড়্গ-তনয় রাজ-রাজভট্টের একত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা নিষ্ফল। খড়্গ-রাজগণ সম্ভবতঃ গৌড়ীয় পাল নৃপতিগণের সামন্ত ভূপতি রূপেই সুবর্ণগ্রাম অঞ্চল শাসন করিতেন।

"সর্ব্বলোক-বন্দ্য ত্রৈলোক্য খ্যাতকীর্ত্তি ভগবান সুগত এবং তৎ-প্রতিষ্ঠিত শাস্ত্র, ভব-বিভব-ভেদ-কারী, যোগীগণের যোগগম্য ধর্ম্ম" এবং তদীয় "অপ্রমেয় বিবিধ গুণ সম্পন্ন সংঘের পরম ভক্তিমান উপাসক", খড়্গবংশের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ খড়্গোদ্যম "সমগ্র-ক্ষিতিতল" জয় করিলে ও ("ক্ষিতিরিয়মভিতো নির্জ্জিতা যেন") তাঁহার রাজোপাধি দৃষ্ট হয় না। বিভিন্ন তাম্রশাসনোল্লিখিত নৃপতিগণের ন্যায় খড়্গবংশীয় রাজগণ "পরমভট্টারক", উপাধিতেও ভূষিত হন নাই। লিপিকর "পরম সৌগতোপাসক" পুরদাস জাতখড়্গকে "ক্ষিতিপতি" এবং দেব খড়্গকে "নৃপতি" বা "নরপতি" বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন। সুতরাং খড়্গবংশীয় রাজগণকে সামন্ত রাজা বলিয়াই গ্রহণ করা সঙ্গত।

খড়্গোদ্যম।

খড়্গোদ্যম-তনয়-"ক্ষিতিপতি" জাতখড়্গ স্বীয় শৌর্য্যপ্রভাবে "বাত বিক্ষিপ্ত তৃণ এবং করি-তাড়িত অশ্ববৃন্দের ন্যায় অরি-সংঘ বিধ্বস্ত" করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ("যেন সর্বারি সংঘো বিধ্বস্তঃ শূরভাবা তৃণমিব মরুতা দন্তিনেবাশ্ব-বৃন্দং")। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, অবিরত রাজবিপ্লবে এবং পুনঃ পুনঃ বহিঃশত্রুর আক্রমণে গৌড়-বঙ্গ জর্জ্জরিত হইবার পরে পরাক্রান্ত-শত্রু-বিদারণ-পটু জাতখড়্গের শাসনাধীনে পূর্ব্ববঙ্গের প্রজাপুঞ্জ ক্ষণকালের জন্যও শান্তির কোমল-ক্রোড়ে আশ্রয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

জাতখড়্গ।

জাত-খড়্গের পরে, "অশেষ ক্ষিতি-পাল-মৌলি-মালা মণি-দ্যোতিত-পাদ-পীঠ" অরিজিৎ দেবখড়্গ পিতৃ সিংহাসন সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এই নরপতিই আসরফপুর তাম্রশাসন দ্বয়ের প্রতিপাদয়িতা। প্রথম

তাম্রশাসন দ্বারা দশ-দ্রোণাধিক নবপাটক ভূমি কুমার রাজরাজভট্টের আয়ুষ্কামণার্থে আচার্য্যবন্দ্য সংঘমিত্রের বিহার-বিহারিকা চতুষ্টয়ে প্রদত্ত হইয়াছে (১)।

দেবখড়্গ।

দেব খড়্গের ত্রয়োদশ রাজ্যাঙ্কে, ১৩ই বৈশাখ তারিখে, পরম-সৌগত পুরদাস কর্ত্তৃক প্রশস্তি লিখিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় তাম্রশাসন দ্বারা দশ-দ্রোণাধিক ষট্‌পাটক ভূমি বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘ এই ত্রিরত্নের উদ্দেশ্যে শালিবর্দ্ধক-স্থিত আচার্য্য সংঘমিত্রের বিহারে প্রদত্ত হইয়াছে (২)। এই তাম্রশাসন খানিও দেব খড়্গের ত্রয়োদশ রাজ্যাঙ্কে ২৫শে পৌষ তারিখে পরমসৌগত পুরদাস কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ হইয়াছে।

খড়্গবংশের রাজমুদ্রা।

দ্বিতীয় তাম্র-শাসনের শীর্ষদেশের মধ্যস্থলে একটি রাজমুদ্রা সংযুক্ত আছে। তন্মধ্যে "শ্রীমদ্দেবখড়্গ" এই নামটি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। রাজার নামের উপর উপবেশনোপবিষ্ট বৃষমূর্ত্তি অঙ্কিত। অর্হৎ-গণের ধ্বজা ও বাহন সমূহ মধ্যে বৃষ অন্যতম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে (৩)। সম্ভবতঃ খড়্গ রাজগণ এই বৃষভ-লাঞ্ছিত ধ্বজা ব্যবহার করিতেন।

আসরফ পুরের দ্বিতীয় তাম্রশাসন পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, দেবখড়্গের শাসনকালে, সুবর্ণগ্রামের কোনও স্থানে একটি বুদ্ধ-মণ্ডপ

(১) ঢাকার ইতিহাস প্রথম খণ্ড, ৫২৭ পৃষ্ঠা।
(২) ঢাকার ইতিহাস প্রথম খণ্ড, ৫৩০ পৃষ্ঠা।
(৩) "বৃষো গজোঽশ্বঃ প্লবগঃ ক্রৌঞ্চোঽব্জং স্বস্তিকঃ শশী।
মকরঃ শ্রীবৎসঃ খড়্গী মহিষঃ শূকর স্তথা॥
শ্যেনো বজ্রং মৃগশ্ছাগো নন্দ্যাবর্ত্তো ঘটোঽপি চ।
কূর্ম্মো নীলোৎপলং শঙ্খঃ ফণী সিংহোঽর্হতাং ধ্বজাঃ"॥
হেমচন্দ্রঃ।

প্রতিষ্ঠিত ছিল (১)। এই বুদ্ধ-মণ্ডপটি কোথায় অবস্থিত ছিল তাহা নির্ণয় করা শক্ত। কিন্তু তাম্রশাসন এবং চৈত্যের প্রাপ্তিস্থান রায়পুরা থানার অন্তর্গত আসরফপুর গ্রাম; সুতরাং বুদ্ধমণ্ডপটি যে আসরফপুরের অনতিদূরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। এই

বুদ্ধমণ্ডপ ও বিহার।

তাম্রশাসনদ্বয় হইতে খড়্গরাজগণের রাজত্বকালে সুবর্ণ-গ্রাম-স্থিত বিহার-বিহারিকা চতুষ্টয়ের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। নৃপতি দেবখড়্গ কুমার রাজ রাজ ভট্টের আয়ু-স্কামনার্থে দশ দ্রোণাধিক নবপাটক ভূমি আচার্য্য বন্দ্য সংঘ মিত্রকে প্রদান করিয়া বিহার বিহারিকা চতুষ্টয় একগণ্ডীভুক্ত করিয়াছেন। দ্বিতীয় তাম্রশাসনে সংঘমিত্র শালিবর্দ্ধক স্থিত বিহারের আচার্য্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। শালিবর্দ্ধক সম্ভবতঃ রায়পুরা থানার অন্তর্গত শাবর্দ্দিয়া মৌজা বা গ্রাম। শালিবর্দ্ধক স্থিত বিহারটিই সম্ভবতঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিহার ছিল; সকারণ এই বিহারের ভারই আচার্য্যবন্দ্য সংঘমিত্রের হস্তে ন্যস্ত ছিল।

খড়্গরাজগণ বঙ্গের কোন স্থানে রাজত্ব করিতেন, তাঁহাদিগের রাজ্য কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এবং তাঁহাদের রাজধানীই বা কোন স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা অদ্যাপি তিমিরাচ্ছন্ন রহিয়াছে। নলিনী বাবু "পূর্ব্ববঙ্গের একটি বিস্মৃত জনপদ" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রতিভা পত্রিকায় এবং "A forgotten Kingdom of East Bengal" প্রবন্ধে ১৯১৪ সনের

খড়্গরাজগণের রাজ্য বিস্তৃতি।

মার্চ্চ মাসের এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় এই বিষয়ে বহু আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই খড়্গরাজগণ সমতটের রাজা ছিলেন, এবং কুমিল্লার অনতি দূরবর্ত্তী বড় কামতা বা

(১) "বুদ্ধমণ্ডপ প্রাপি বৃহৎ পরমেশ্বরেণ প্রতিপাদিতক বৎসনাগ পাটক"।

কর্ম্মান্ত নগর এই বৃহৎ রাজ্যের রাজধানী ছিল। তাঁহার এই সিদ্ধান্তের মূল আসরফ তাম্রশাসনোক্ত "লিখিতং জয় কর্ম্মান্তবাসকে পরম সৌগতো-পাসক-পুরদাসেন" এবং "জয় কর্ম্মান্ত বাসকাৎ লিখিতং পরম-সৌগত পুরদাসেনেতি" (১) এই কথা কয়টি, এবং বড় কামতায় প্রাপ্ত একটি ভগ্ন নর্ত্তেশ্বর মূর্ত্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ শিলালিপি (২)। এই নর্ত্তেশ্বর মূর্ত্তির পাদপীঠে লিখিত আছে (৩):—

১। "শ্রীমল্লড (?)হ চন্দ্র-দেব-পাদীয় বিজয় রাজ্যে অষ্টা * * * কৃ চতুর্দ্দশ্যা (ং) তিথৌ বৃহস্পতি বারে যু (পু) ষ্য নক্ষত্রে কর্ম্মান্তপাল শ্রী

২। কুসুম-দেব-সুত শ্রীভাবুদে (ব)-কারিত-শ্রীনর্ত্তেশ্বর ভট্টা * * * (চন্দ্রশর্ম্মা ?) আষাঢ় দিনে ১৪॥ খনিতঞ্চ রাতাকেন সর্ব্বাক্ষরঃ (রং)। খনিতঞ্চ শ্রীমধুসূদনেতি॥"

অর্থাৎ শ্রীমল্লড়হ চন্দ্রদেবের বিজয়রাজ্যের অষ্ট পূর্ব্ব-দাশমিক-সমন্বিত সংবতে কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে বৃহস্পতিবারে পুষ্যানক্ষত্রে আষাঢ় মাসের ১৪ই তারিখে কর্ম্মান্ত পাল শ্রীকুসুম দেবের পুত্র শ্রীভাবুদেব শ্রীনর্ত্তেশ্বর

---

(১) স্বর্গীয় গঙ্গামোহন লিখিয়াছিলেন, "Both the charters were issued in the same year (Samvat 13) from the Jaya Karmanta Vasaka " অর্থাৎ ত্রয়োদশ রাজ্যাঙ্কে জয়কর্ম্মান্ত বাসক নামক স্থান হইতে তাম্র শাসন দ্বয় প্রচারিত হইয়াছিল।

(২) উৎকীর্ণ শিলালিপি সমন্বিত এই ভগ্ন নটেশ মূর্ত্তিটি শ্রীযুক্ত নলিনী বাবুর প্রশংসনীয় উদ্যমের ফলে ঢাকা সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে রক্ষিত আছে।

(৩) সাহিত্য, আশ্বিন ১৩২১।

নলিনী বাবু উৎকীর্ণ লিপির চিত্র সহ ১৩৩০ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসের প্রতিভা পত্রিকায় উহার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এম, এ মহাশয় সাহিত্য পত্রিকায় উহার সংশোধিত পাঠ প্রকাশ করিয়াছেন। রাধাগোবিন্দ বাবুর পাঠই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

ভট্টারকের প্রতিমা স্থাপন করিয়াছিলেন। সমুদয় অক্ষর রাতাক দ্বারা খনিত। শ্রীমধুসূদন দ্বারাও খনিত।

নলিনী বাবু কর্ম্মান্তকে একটি নগরের নাম মনে করিয়া কুম্মমদেবকে তথাকার রাজসিংহাসনে স্থাপন করিয়াছেন, এবং আসরফপুর লিপিদ্বয়ে উৎকীর্ণ "জয় কর্ম্মান্তবাসক" ও কামতা শিলালিপির "কর্ম্মান্ত" কে অভিন্নস্থান মনে করিয়া, ইৎসিং-কথিত সমতট-রাজের সহিত দেবখড়্গ তনয় রাজরাজ ভট্টের সমন্বয় বিধান করিয়া, "কর্ম্মান্ত" নগরকে সমতটের রাজধানী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কুমিল্লা বা কমলাঙ্ক সমতটের অন্তর্গত কিনা তদ্বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। প্রতীচ্য পণ্ডিত গণের মতে সমতটের কিঞ্চিৎ উত্তর-পূর্ব্বস্থিত চৈনিক পরিব্রাজকের উল্লিখিত "শ্রীক্ষেত্র" বা "শ্রীক্ষত্র" দেশ বর্ত্তমান ত্রিপুরা জেলার অধিকাংশ স্থান লইয়া বিস্তৃত (১)। সুতরাং সমতটের রাজধানী অন্যত্র নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

কুসুম দেবকে কর্ম্মান্ত-রাজ বলিয়া মনে করিবার কোনও কারণ পরিলক্ষিত হয় না। হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন ঃ—

"গ্রাম সীমা তূপশল্যং মালং গ্রামান্তরাটবী।
পর্য্যন্তভূঃ পরিসরঃ স্যাৎ কর্ম্মান্তস্ত কর্ম্মভূঃ॥"

শব্দ কল্পদ্রুমে, "কর্ম্মান্তঃ কর্ম্মভূঃ কৃষ্টভূমিঃ ইতি হেমচন্দ্রঃ" বলিয়া লিখিত হইয়াছে। প্রকৃতিবাদ অভিধানে কর্ম্মান্তিক শব্দের প্রতিশব্দ কর্ম্মকার বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মনু সংহিতায়ও কর্ম্মান্ত শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে ঃ—

"তেষামর্থে নিযুঞ্জীত শূরান্ দক্ষাণ্ কুলোদ্গতান্।
শুচীনাকর-কর্ম্মান্তে, ভীরূনন্ত নিবেশনে॥" (২)।

---

(১) Waters, Vol II. Pags 189.
(২) মনুসংহিতা ৭।৬২।

এই শ্লোকের টীকায় মেধাতিথি লিখিয়াছেন. "কর্ম্মান্তাঃ ভক্ষ্য কার্পাস বাপাদয়ঃ," কুল্লুক ভট্টের টীকায় লিখিত আছে "কর্ম্মান্তেষু ইক্ষু ধান্যাদি সংগ্রহ স্থানেষু।" কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে কর্ম্মান্ত শব্দ শিল্পশালা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে :—

"ধাতু-সমুত্থিতং তজ্জাত-কর্ম্মান্তেষু প্রযোজয়েৎ।" লোহাধ্যক্ষঃ তাম্র সীস-ত্রপু-বৈকৃন্ত-আরকূট-বৃত্ত কংসতাল-লোধ্রক-কর্ম্মান্তান্ কারয়েৎ।" খন্যাধ্যক্ষঃ শঙ্খ বজ্রমণি-মুক্তা-প্রবাল-ক্ষার কর্ম্মান্তান্ কারয়েৎ।" (১)।

"দ্রব্য-বন-কর্ম্মান্তাংশ্চ প্রযোজয়েৎ।"

বহিরন্তশ্চ কর্ম্মান্তা বিভক্তাঃ সর্ব্বভাণ্ডিকাঃ।

আজীব-পুর-রক্ষার্থাঃ কার্য্যাঃ কুপ্যোপ জীবিনা॥ (২)।

"আকর কর্ম্মান্ত-দ্রব্যহস্তি বন-ব্রজ্র বণিক্ পথ প্রচারাণ্ বারিস্থল পথপণ্য পত্তনানি চ নিবেশয়েৎ।" (৩)।

উপরি উদ্ধৃত প্রমাণের বলে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এম. এ. মহাশয় কর্ম্মান্তপাল শব্দের অর্থ "ধান্যাদি সংগ্রহ স্থানের কার্য্যাধ্যক্ষ [the superintendent of the grain market], কৃষ্টভূমির অধ্যক্ষ, অথবা ধাতু, মণি, মুক্তা প্রভৃতি দ্রব্য সমূহকে ব্যবহারোপযোগী করিয়া শিল্পরূপে পরিণত করিবার জন্য যে সমস্ত শিল্পশালা বা কারখানা থাকে, তাহার তত্ত্বাবধানকারী রাজকর্ম্মচারী" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং কর্ম্মান্ত শব্দকে সংজ্ঞা বাচক বলিয়া অনুমান করিবার কোনও কারণ নাই। কান্তার নর্ত্তেশ্বর মূর্ত্তির পাদপীঠ লিপিতে উল্লিখিত কুম্ভদেব সম্ভবতঃ এইরূপ রাজকর্ম্মচারী

---

(১) অর্থ শাস্ত্র—২ অধিঃ। ১২ অঃ।

(২) ঐ ২ অধিঃ। ১৭ অঃ।

(৩) ঐ ২ অধিঃ। ২১ অঃ।

ছিলেন। এমতাবস্থায়, আসরফপুর তাম্রশাসনোল্লিখিত "জয়কর্ম্মান্ত বাসক" শব্দ নগরার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। রাজা দেবখড়্গ বা তৎপুত্র রাজ রাজ ভট্ট কল্পিত "কর্ম্মান্ত নগর" হইতে দানা দেশ প্রচার করেন নাই। "বরং লেখক বৌদ্ধ পুরোদাসই দেব খড়্গের কর্ম্মান্তপাল বা কর্ম্মান্তিক হইলেও হইতে পারেন, এবং তাঁহার বাসস্থান বা কারখানা হইতেই লিপিদ্বয় লিখিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে"।

আসরফপুরের তাম্রশাসনে এমন কোনও কথা পাওয়া যায় না, যাহার উপর নির্ভর করিয়া দেবখড়্গ অথবা রাজরাজভট্টকে সচ্ছন্দে সমতটের অধিপতি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। খড়্গোদ্যম, জাতখড়্গ বা দেব-খড়্গের "পরমেশ্বর" "পরম ভট্টারক" অথবা "মহারাজ" প্রভৃতি কোনও বিশেষণই পরিলক্ষিত হয় না। ভূমিদান সময়ে অপরাপর তাম্রশাসনের ন্যায় বিভিন্ন রাজকর্ম্মচারীবর্গকে জানাইয়া ও রাজাদেশ প্রচার করা হয় নাই; কেবল মাত্র "বিষয়পতি" এবং "কুটুম্ব" গণকেই দানের বিষয় বিজ্ঞা-পিত করা হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় খড়্গরাজগণের রাজ্য কতিপয় গ্রাম মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল (১)। এই তাম্রশাসনোক্ত "পরনাতননাদ বর্ম্মি", "পলশত", "তলপাটক", "দত্তকটক", "শালি বর্দ্ধক", "কোড়ার চোরক","নবরোপ্য" প্রভৃতি স্থান কাপাসিয়া ও রায়পুরা থানান্তর্গত বর্ম্মিয়া, পলাশ, তলপাড়া, দত্তগাঁও, শাবর্দ্ধিয়া, কোতালের চর, নবিপুর প্রভৃতি গ্রাম হওয়া অসম্ভব নহে। সম্ভবতঃ সুবর্ণগ্রাম এবং ভাওয়ালের কতকাংশ লইয়াই খড়্গরাজগণের রাজ্য বিস্তৃত ছিল। পক্ষান্তরে ইৎসিংএর সমতট

(১) স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও এইরূপ অনুমান করিয়া ছিলেন,, "These Kings were local Kings of no very extensive dominion"—Memoirs of A. S. B. Vol I Page. 86.

বর্ণনা পাঠে অনুমিত হয়, সমতটাধিপতি একজন গণনীয় রাজা ছিলেন। সম্ভবতঃ ত্রিপুরা জিলার চাঁদপুর মহকুমা; বরিশাল, যশোহর ও ফরিদপুর জিলার সমুদয়; ঢাকা জিলার মধুপুর বনভূমি এবং ভাওয়ালের কতকাংশ ব্যতীত সমগ্রস্থান; এবং খুলনা জিলার কতকাংশ লইয়াই সমতট রাজ্য গঠিত হইয়াছিল।

সপ্তম অধ্যায়।

পালরাজগণ।

গুপ্তবংশীয় মহারাজ আদিত্যসেনের প্রপৌত্র মহারাজ দ্বিতীয় জীবিত গুপ্ত এবং শূররাজ আদিশূরের মৃত্যুর পরে কোনও রাজাই মগধ গৌড় এবং বঙ্গে স্বীয় প্রাধান্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করিতে পারেন নাই। এই সময়ে উত্তরাপথের প্রাচ্যভূখণ্ডে সার্ব্বভৌম শাসনতন্ত্র বিলুপ্ত হইয়াছিল, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারিগণ সর্ব্বদা আত্ম-কলহ এবং যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকিতেন। অবিরত রাজ-বিপ্লবে গৌড়-বঙ্গ জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছিল। কান্যকুব্জাধিপতি

মাৎস্যন্যায়।

যশোবর্ম্মা, গুর্জ্জরপতি বৎসরাজ, রাষ্ট্রকূট বংশীয় ধ্রুব, কামরূপরাজ হর্ষদেব প্রভৃতি বিদেশীয় রাজগণ কর্ত্তৃক বারংবার আক্রান্ত হইয়া গৌড়বঙ্গের প্রজাবৃন্দ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ফলে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে গৌড়বঙ্গে ভীষণ অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। "সুযোগ পাইয়া মদ-বল-দৃপ্ত দুষ্টগণ দুর্ব্বল প্রতিবেশীকে অত্যাচার উৎপীড়নে জর্জ্জরিত করিতেছিল। তিব্বত-দেশীয় লামা তারানাথ তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, "গৌড়ের এক রাজমহিষী গৌড়ের সিংহাসনে যে রাজা উপবেশন করিতেন তাঁহাকেই বিনাশ করিতেন" (১)। এই সময়ের গৌড়বঙ্গের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া তিনি লিখিয়াছেন, "উড়িষ্যা, বঙ্গ এবং প্রাচ্যভূখণ্ডের অপর পাচটী বিভিন্ন অংশে প্রত্যেক ক্ষত্রিয়, প্রত্যেক

---

(১). Indian Antiquary vol IV. Page 366.

ব্রাহ্মণ, এবং প্রত্যেক বৈশ্য পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগে আপন আপন প্রাধান্য স্থাপিত করিয়াছিলেন, কিন্তু সমগ্র দেশের কোনও রাজা ছিলনা" (১)। এই অরাজক অবস্থাই সংস্কৃত ভাষায় "মাৎস্যন্যায়" নামে অভিহিত হয় (২)।

---

(১). "In Odivisa, in Bengal, and the other five provinces of the east, each Kshatriya Brahman and Merchant constituted himself a king of his surroundings, but there was no king ruling the Country.

The Indian Antiquary vol IV. Page 365-366.

(২) "মাৎস্যন্যায়" সংস্কৃত সাহিত্যে সুপরিচিত একটি লৌকিক ন্যায়। তাহার অর্থ, দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার জনিত অরাজকতা। উদাসীন শ্রীরঘুনাথ বর্ম্ম-বিরচিত "লৌকিক ন্যায় সংগ্রহ" গ্রন্থে "মাৎস্যন্যায়" এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যথা :—

"প্রবল-নির্ব্বল-বিরোধে সবলেন নির্ব্বল-বাধাবিবক্ষায়াং তু মাৎস্যন্যায়াবতারঃ। অয়ং প্রায়ঃ ইতিহাস-পুরাণাদিষু দৃশ্যতে, যথাহি বাসিষ্ঠে প্রহ্লাদখ্যানে তৎ সমাধিং প্রস্তুত্যোক্তম্,—

এতাবতাথ কালেন তদ্রসাতল-মণ্ডলং
বভূবারাজকং তীব্রং মাৎস্যন্যায় কদর্থিতম্ ॥

যথা :—প্রবলা মৎস্যা নির্ব্বলাং স্তান্ গ্রসন্তি সেতি ন্যায়ার্থঃ ॥"

অধ্যাপক বোথলিঙ্গ একটি কারিকা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যথা :—

পরস্পরাভিবতয়া জগতো ভিন্ন বর্ত্তনঃ।
দণ্ডাভাবে পরিধ্বংসী মাৎস্যোন্যায়ঃ প্রবর্ত্ততে ॥

Von Bohtlingk's Inde Spruche.
গৌড় লেখমালা—১১ পৃষ্ঠা পাদটীকা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় রামচরিতের ভূমিকায় মাৎস্যন্যায়ো-পহিতুম্" নিম্নলিখিত রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "To escape from being absorbed into another kingdom, or to avoid being swallowed up like a fish." অর্থাৎ অন্যরাজ্য ভুক্ত হইবার আশঙ্কা বিদূরিত করিবার উদ্দেশ্যে অথবা অপর মৎস্যের উদরস্থ হইবার আশঙ্কা দূরীকরণ জন্য।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে মাৎস্যন্যায়ের নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা লিখিত হইয়াছে" "অপ্রণীতো হি মাৎস্যন্যায় মুদ্ভাবয়তি বলীয়ান্ অবলং হি গ্রসতে দণ্ডধরা ভাবে" অর্থাৎ দণ্ড অপ্রণীত থাকিলে মাৎস্যন্যায়ের প্রভাব উপস্থিত হয়, দণ্ডধরের অভাবে বলবান হীনবলকে গ্রাস করিয়া থাকে।

এই মাৎস্যন্যায়ের ফলেই গৌড়বঙ্গে পাল রাজগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল। গৌড়বঙ্গে মাৎস্যন্যায় প্রবর্ত্তিত হইলে উহা হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্যই, প্রকৃতিপুঞ্জ দয়িত বিষ্ণুর পৌত্র, রণনীতি-কুশল বপ্যটের পুত্র গোপালদেবকে গৌড়বঙ্গের সিংহাসন প্রদান করিয়াছিল। ধর্ম্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসনে লিখিত আছে, "মাৎস্যন্যায় দূর করিবার অভিপ্রায়ে প্রকৃতিপুঞ্জ যাঁহাকে রাজলক্ষ্মীর করগ্রহণ করাইয়া (রাজা নির্ব্বাচিত করিয়া) দিয়াছিল, পূর্ণিমা রজনীর দিঙ্মণ্ডল-প্রধাবিত জ্যোৎস্নারাশির অতিমাত্র ধবলতাই যাঁহার স্থায়ী যশোরাশির অনুকরণ করিতে পারিত, নরপাল-কুলচূড়ামণি গোপাল নামক সেই প্রসিদ্ধ রাজা বপ্যট হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (১)। লামা তারা নাথও জনসাধারণের এই নির্ব্বাচনের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন (২)।

গোপাল
৭৮০-৭৯৫খৃঃঅঃ

দেবপালদেবের মুঙ্গের লিপি হইতে জানা যায় যে "তিনি (গোপাল দেব) সমুদ্র পর্য্যন্ত ধরণীমণ্ডল জয় করিবার পর, আর যুদ্ধোদ্যমের

---

(১) "মাৎস্যন্যায়মপোহিতুং প্রকৃতিভির্লক্ষ্ম্যাঃ করোগ্রাহিতঃ।
শ্রীগোপাল ইতি ক্ষিতীশ শিরসাং চূড়ামণিস্তৎসুতঃ।
যস্যানুক্রিয়তে সনাতন যশোরাশি র্দিশা মাশয়ে
শ্বেতিম্না যদি পৌর্ণমাসী-রজনী জ্যোৎস্নাতি ভারশ্রিয়া।"
খালিমপুর তাম্রশাসন, গৌড়লেখ মালা ১২ পৃষ্ঠা।

(২) "The widow of one of these departed chiefs used to kill every night the person who had been chosen as king, until after several years, Gopal, who had been elected king, managed to free himself, and obtained the kingdom."
Cunningham's Archaeological Survey Reports vol XV. Page 148.

প্রয়োজন নাই বলিয়া, মদমত্ত রণকুঞ্জরগণকে বন্ধন হইতে মুক্তিদান করিলে, তাহারা স্বাধীনভাবে বনগমন করিয়া, আনন্দাশ্রুপূর্ণ-লোচনে আনন্দাশ্রুপূর্ণ-লোচন-বন্ধুগণকে পুনরায় দর্শন করিয়াছিল। তাঁহার অসংখ্য সেনাদল যুদ্ধার্থ প্রচলিত হইলে, সেনা পদাঘাতোত্থিত ধূলি-পটলে পরিব্যাপ্ত হইয়া, গগনমণ্ডল দীর্ঘকালের জন্য বিহঙ্গমগণের বিচরণোপ-যোগী পদ প্রচারক্ষম অবস্থাপ্রাপ্ত হইত বলিয়া প্রতিভাত হইত" (১) ইহাদ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে যে গোপাল দেবের রাজ্য সমতট পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিল।

তাঁহার রাজত্বের প্রথমাংশ গৌড়বঙ্গের অরাজকতা নিবারণ, স্থানীয় বিদ্রোহ দমন এবং বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্যই ব্যয়িত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। নারায়ণ পালদেবের ভাগলপুর লিপিতে লোক-নাথ এবং গোপালদেব তুল্যভাবে প্রশংসিত হইয়াছেন। উহাতে লিখিত আছে, "যিনি কারুণ্যরত্ন প্রমুদিত হৃদয়ে মৈত্রীকে প্রিয়তমারূপে ধারণ করিয়াছিলেন, যিনি তত্ত্বজ্ঞান তরঙ্গিনীর সুবিমল সলিল ধারায় অজ্ঞান পঙ্ক প্রক্ষালিত করিয়াছিলেন, যিনি কামক (কামদেব) অরির পরাক্রম সঞ্জাত আক্রমণ পরাভূত করিয়া, শাশ্বতী শান্তি লাভ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীমান দশবল লোকনাথের জয় হউক। এবং যিনি করুণারত্নোল্লাসিত ক্ষ প্রজাবর্গের মিত্রতা ধারণ করিয়া, সম্যক্-সম্বোধ-প্রদায়িনী জ্ঞান-রঙ্গিনীর সুবিমল সলিল-ধারায় লোক সমাজের অজ্ঞান-পঙ্ক প্রক্ষালিত-

---

(১) "বিজিত্য যেনাজলধের্বসুন্ধরাং বিমোচিতামোঘ পরিগ্রহ ইতি।
সবাষ্প মুদ্বাষ্প বিলোচনান্ পুনর্ব্বনেষু বন্ধুন্ দদৃ (শু) র্ম্মতঙ্গজাঃ॥
চলৎঘনন্তেষু বলেষু যস্ত বিশ্বম্ভরায়া নিচিতং রজোভিঃ।
পাদপ্রচার ক্ষম মন্তরীক্ষং বিহঙ্গমানাং সুচীরং বভূব॥"
গৌড় লেখমালা ৩৫, ৩৬, ৪১, ৪২ পৃষ্ঠা।

করিয়া, দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার পরায়ণ স্বেচ্ছাচারী কামকারিগণের সঞ্জাত মাৎস্যন্যায়ের আক্রমণ পরাভূত করিয়া রাজ্যমধ্যে চিরশান্তি সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, সেই শ্রীমান গোপালদেব নামক অপর রাজাধিরাজ লোকনাথেরও জয় হউক (১)।

ধর্ম্মপালের খালিমপুর লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে গোপালদেবের পত্নীর নাম "দদ্দদেবী"। অধ্যাপক কীলহর্ণ দদ্দদেবীকে ভদ্র নামক রাজার কন্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কোনও প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লিখিয়াছেন, "এখানে কোন ঐতিহাসিক তথ্য প্রকটিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না, এখানে কেবল পৌরাণিক আখ্যায়িকাই সূচিত হইয়াছে।

গোপালদেব নালন্দ নামক স্থানে একটি বৌদ্ধ দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মিঃ ভিন্সেণ্ট স্মিথের মতে গোপালদেব ৭৩০-৭৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং গোপালদেবের নিকট হইতেই বৎসরাজ গৌড়বঙ্গের শ্বেত ছত্রদ্বয় হস্তগত করিয়াছিলেন (২)। কিন্তু ইহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর সম্ভবতঃ তদীয় মাতুল পুত্র ভণ্ডির বংশ কনোজের

আবির্ভাবকাল।

(১) "মৈত্রীং কারুণ্যরত্ন প্রমুদিত হৃদয়ঃ প্রেয়সীং সন্দধানঃ
সম্যক সম্বোধি বিদ্যা সরিদমল জল-ক্ষালিতাজ্ঞানপঙ্কঃ।
জিত্বা যঃ কামকারি প্রভবমভিভবং শাশ্বতীং প্রাপশান্তিং
স শ্রীমান্ লোকনাথো জয়তি দশবলোহন্যশ্চ গোপাল দেবঃ॥"
গৌড়লেখ মালা, ৫৩, ১৩৮, ১৯৯, ৬৩, ৯৪পৃষ্ঠা।

(২) V. A. Smith's Early History of India. 3rd Edi. Page 378 & 397-398.

সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গুর্জ্জরপতি বৎসরাজ বলপূর্ব্বক এই ভণ্ডির অনন্তর বংশীয়গণের হস্ত হইতে সাম্রাজ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন (১)। বৎসরাজ কর্ত্তৃক ভণ্ডির বংশের অধিকার লোপ, এবং কনোজের সিংহাসন হস্তগত করা, ধ্রুব ধারাবর্ষ কর্ত্তৃক তাঁহার পরাজয়ের পূর্ব্বেই সংঘটিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। ধ্রুব ধারাবর্ষ ৭০৫-৭১৬ শকাব্দের (৭৮৩-৭৯৪ খৃষ্টাব্দের) মধ্যে পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ইন্দ্রায়ুধ কান্যকুব্জের সিংহাসনে (উত্তরদিকের) অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই ইন্দ্রায়ুধ গুর্জ্জর-প্রতীহার রাজগণের আশ্রিত ছিলেন এবং ধর্ম্মপাল ইহাকে কনোজের সিংহাসন হইতে চ্যুত করিলে বৎসরাজের পুত্র দ্বিতীয় নাগভট তাঁহার পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্মপালের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সুতরাং ৭৮৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই কান্যকুব্জ হইতে বৎসরাজ কর্ত্তৃক ভণ্ডির বংশের প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়াছিল। ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে ৭৮৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই বৎসরাজ গৌড় ও বঙ্গের শ্বেত-ছত্রদ্বয় হস্তগত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের শেষাংশে গৌড়-বঙ্গ গুর্জ্জর, রাষ্ট্রকূট এবং কামরূপাধিপতির পুনঃপুনঃ আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত; সুতরাং তৎকালে গোপালদেব সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। বহিঃশত্রুর পুনঃপুনঃ প্রবল আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য অভিনব রাজশক্তির সমুদয় উদ্যম নিয়োজিত হইলে ধর্ম্মপাল আর্য্যাবর্ত্ত জয় করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। সম্ভবতঃ বিদেশীয় রাজগণের আক্রমণ শেষ হইলে গোপালদেব গৌড় বঙ্গের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন (২)।

---

(১) Archaeological Survey of India. Annual Report—1903-1904. Page 280-281.

(২) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal vol V. Page [illegible]

বৎসরাজ ৭৮৩ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু সম্ভবতঃ তিনি তৎকালে ধ্রুব ধারাবর্ষ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া মরুময় প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং এই সময়ে গোপালদেব স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (১)। এই সমুদয় কারণে মনে হয় ৭৮৩ খৃষ্টাব্দের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বা ইহার সন্নিকটবর্ত্তী কোনও সময়ে গোপালদেব সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন।

তারানাথের মতে গোপালদেব ৪৫ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন (২)। মিঃ স্মিথও ইহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার কোনও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু সম্ভবতঃ গোপালদেব প্রৌঢ়বয়সেই রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন; কারণ শক্রর আক্রমণে দীর্ণ গৌড়বঙ্গকে অত্যাচারের কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য রণনীতি বিশারদ প্রবীণবয়ঃ লোকের সাহায্যই আবশ্যক হইয়াছিল। মিঃ স্মিথের মতে ৮০০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে গোপাল দেবের দেহাত্যয় ঘটিয়াছিল। গোপাল-তনয় ধর্ম্মপাল যে ৮ ০ খৃষ্টাব্দ মধ্যেই পিতৃ-সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে।

থালিমপুরের তাম্রশাসনে গোপালের পিতামহ দয়িত-বিষ্ণু সর্ব্ব বিদ্যাবিৎ ('সর্ব্ববিদ্যাবদাত') এবং তদীয় পিতা বপ্যট শক্রজিৎ ("খণ্ডিতারাতি") এবং তাঁহার কীর্ত্তিমালা সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ৭৩০ খৃষ্টাব্দে গৌড় বঙ্গ কনোজ-রাজ যশোবর্ম্মদেবের পদানত হইয়াছিল। এই সময়ে দয়িত-বিষ্ণু বিপুল-

পূর্ব্ব পুরুষ।

---

(১) গৌড়রাজ মালা ২২ পৃষ্ঠা।

(২) Indian Antiquary vol IV Page 366.

বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায় (১)। তোর-মাণের প্রথম বর্ষে উৎকীর্ণ ইয়াণ প্রস্তর লিপিতে ইন্দ্র-বিষ্ণুর প্রপৌত্র, বরুণ বিষ্ণুর পৌত্র, হরিবিষ্ণুর পুত্র, ধন্যবিষ্ণুর ভ্রাতা, মাতৃবিষ্ণু নামধেয় জনৈক মহারাজের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়। দয়িত বিষ্ণুর সহিত ইহাদের কোনও সম্পর্ক থাকা অসম্ভব নহে।

গৌড় ও বঙ্গের প্রকৃতি-পুঞ্জ গোপালদেবের গলদেশে রাজমাল্য অর্পণ করিলেও, সম্ভবতঃ তিনি অধিকদিন রাজ্যভোগ করিতে পারেন নাই;

ধর্ম্মপাল
৭৯৫-৮৩০
খৃঃ অঃ

তদীয় প্রণয়পাত্রী, মহিষী দদ্দ দেবীর গর্ভজাত ধর্ম্মপালই তাহার ফলভোগী হইয়াছিলেন। ধর্ম্মপাল অতি পরাক্রমশালী নৃপতি ছিলেন; তিনি প্রায় সমুদয় আর্য্যবর্ত্তেই স্বীয় প্রাধান্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ত্রৈকূটক বিহারের আচার্য্য মহাযান-মতাবলম্বী হরিভদ্র অষ্ট সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন; তিনি ধর্ম্মপালের সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। আচার্য্য হরিভদ্র ধর্ম্মপালকে "রাজ ভট-বংশ পতিত" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (২)। ইহা হইতেই কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন যে পালরাজগণ আসরফ পুরের তাম্রশাসনোক্ত দেবখড়্গ-তনয় রাজরাজভট্টের অনন্তর-বংশ্য। কিন্তু ইহা সমীচীন

(১) Stein's Introduction to Rajtarangini Page 49. and Gouda vaho.

(২) Introduction to Ramacarita by Sandhyakara Nandi. Edited by Mahamahopadhaya Haraprasad Sastri : Page 6·

"রাজ্যে রাজভটাদি বংশ পতিত শ্রীধর্ম্মপালস্যবৈ
তত্ত্বালোক বিধায়িনী বিরচিতা সৎপঞ্জিকেয়ং ময়া"।

বলিয়া মনে হয় না। পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় "রাজভট" শব্দের অর্থ "The descendant of a military officer of some King" বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন (১)। খড়্গা রাজগণ মধ্যে দেবখড়্গা তনয় রাজ রাজ ভটের প্রতিষ্ঠা ও যশো গৌরবের এরূপ কোনও নিদর্শন অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই যাহাতে অনন্তর বংশীয়-গণ তাঁহার নামোল্লেখ করিয়া স্বীয় বংশের পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক গৌর-বান্বিত হইতে পারেন। পালরাজ গণের সহিত খড়্গাবংশের কোনও সম্বন্ধ থাকিলে খড়্গোত্তম, জাতখড়্গা বা দেবখড়্গোর নাম উল্লিখিত থাকিবারই অধিকতর সম্ভাবনা ছিল। বিশেষতঃ আসরফপুরের তাম্রশাসনের অক্ষর বিন্যাসের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে রাজ রাজ ভটকে ধর্ম্মপালের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করা চলেনা। এমতাবস্থায় পূজ্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের ব্যাখ্যাই আমাদের নিকট যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়।

পালবংশীয় নরপতিগণের সহিত যে সমতট বঙ্গের ঘনিষ্ঠ সংশ্রব ঘটিয়াছিল তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের অধ্যবসায় এবং গবেষণার ফলে পালরাজগণের যে কয়খানি প্রস্তরলিপি বা তাম্রশাসন এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহারা "গৌড়েশ্বর" ও "গৌড়াধিপ" বলিয়া কীর্ত্তিত হইলেও প্রতিহার-রাজ ভোজের সাগর-তালের শিলালিপিতে ধর্ম্মপালকে "বঙ্গপতি" এবং তাঁহার সেনাগণকে বাঙ্গালী (বঙ্গান্) বলা হইয়াছে। বঙ্গ পালরাজগণের সাম্রাজ্য ভুক্ত না হইলে এরূপ উক্তি নিরর্থক হয়। দিনাজপুরের বাদাল প্রস্তর-লিপির (গরুড় স্তম্ভলিপি) দ্বিতীয় শ্লোকে লিখিত আছে, "সেই গর্গ এই বলিয়া বৃহস্পতিকে উপহাস করিতেন যে, শক্র (ইন্দ্রদেব) কেবল পূর্ব্ব-দিকেরই অধিপতি, দিগন্তরের অধিপতি ছিলেন না, কিন্তু বৃহস্পতির

(১) Introduction to Ram carita—Page 6.

ন্যায় মন্ত্রী থাকিতেও তিনি সেই একটিমাত্র দিকেও সদ্যঃ দৈত্যপতিগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন; আর আমি সেই পূর্ব্বদিকের অধিপতি ধর্ম্ম নামক নরপালকে অখিল দিকের স্বামী করিয়া দিয়াছি" (১)। এস্থলে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লিখিয়াছেন, "পালবংশীয় নরপালগণ প্রথমে বঙ্গদেশে অধিকার লাভ করিয়া, পরে মগধ জয় করিবার যে কিংবদন্তী তারানাথের গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, "তদধিপ" শব্দে তাহা সমর্থিত হইতেছে। পাল নরপালগণ যে বাঙ্গালী ছিলেন, এই বিশেষণ হইতে তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়" (২)।

তারানাথের মতে ধর্ম্মপাল প্রথমে বঙ্গে আধিপত্য করিতেন, পরে গৌড় প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হয়। এই সমুদয় কারণে মনে হয় ধর্ম্মপাল হয়ত গোপালের জীবিতাবস্থায় বঙ্গের শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ধর্ম্মপালের সময় নিরূপণ

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় লিখিয়াছেন (৩), "কোন্ সময়ে যে ধর্ম্মপাল পিতৃ সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, এবং ইন্দ্রায়ুধকে পরাভূত করিয়া উত্তরাপথের সার্ব্বভৌম হইয়াছিলেন, তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন। রাষ্ট্রকূটরাজ অমোঘ বর্ষের একখানি অপ্রকাশিত তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে, অমোঘ বর্ষের পিতা তৃতীয় গোবিন্দ উত্তরাপথ আক্রমণ করিলে—

(১) শক্রঃ পুরোদিশ পতিন্দিগন্তরেষু
তত্রাপি দৈত্য পতিভির্জ্জিত এব (সদ্যঃ)
ধর্ম্মঃ কৃত স্তদধিপ স্ত্বখিলাসু দিক্ষু
স্বামী ময়েতি বিজহাস বৃহস্পতিঃ যঃ।"
গৌড়লেখ মালা ৭১,৭২; ৭৭ পৃষ্ঠা,।

(২) গৌড়লেখ মালা ৭৭ পৃষ্ঠা, পাদ টীকা।

(৩) গৌড় রাজমালা ২৩, ২৪ পৃষ্ঠা।

"স্বয়মেবোপনতৌ চ যস্য মহত স্তৌ ধর্ম্ম চক্রায়ুধৌ (১)

ধর্ম্মপাল এবং চক্রায়ুধ এই উভয় নৃপতি স্বয়ং আসিয়া, (গোবিন্দের নিকট) নতশির হইয়াছিলেন। ধর্ম্মপাল প্রকৃত প্রস্তাবে তৃতীয় গোবিন্দের নিকট নতশির হইয়া থাকুন আর নাই থাকুন, এই পংক্তিটি প্রমাণ করিতেছে, রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের মৃত্যুর পূর্ব্বে, ধর্ম্মপাল চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন। তৃতীয় গোবিন্দ ৭৯৪ হইতে ৮১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, এবং অমোঘবর্ষ ৮১৭ হইতে ৮৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাষ্ট্রকূট সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে (২)। অনেকে মনে করেন, ৮১৭ খৃষ্টাব্দের ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে, তৃতীয় গোবিন্দ পরলোকগমন করিয়াছিলেন, এবং অমোঘ বর্ষ পিতৃরাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহার রাজত্ব সুদীর্ঘ ৬১ বৎসর কালস্থায়ী হওয়ার বিশিষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে, তাঁহার রাজ্যাভি-ষেক কাল আরও পিছাইয়া ধরিয়া, ৬১ বৎসরেরও অধিক কাল ব্যাপী রাজত্ব কল্পনা অসঙ্গত। তৃতীয় গোবিন্দ ৮১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, এরূপ ধরিয়া লইয়া, ইহার ২।১ বৎসর পূর্ব্বে, (৮১৫ কি ৮১৬ খৃষ্টাব্দে) ধর্ম্মপাল ইন্দ্রায়ুধকে পরাভূত এবং চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন, এবং ঐ ঘটনার অব্যবহিত পূর্ব্বেই, পিতৃ সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

৮১৭ খৃষ্টাব্দের এত অল্পকাল পূর্ব্বে, ধর্ম্মপালের রাজ্যলাভ অনুমানের কারণ, ধর্ম্মপালের পুত্র দেবপালের মুঙ্গেরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে—ধর্ম্মপাল রাষ্ট্রকূট-তিলক শ্রীপরবলের দুহিতা রন্না দেবীর

(১) Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic. Society. Page 116.

(২) Epigraphia Indica, Vol VIII, Appendix II. Page 3.

পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। মধ্য ভারতের অন্তর্গত "পথরি" নামক করদ রাজ্যের প্রধান নগর পথরিতে অবস্থিত একটি প্রস্তর-স্তম্ভ-গাত্রে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায়, রাষ্ট্রকূট পরবলের রাজত্বকালে (সম্বৎ ৯১৭ বা ৮৬১ খৃষ্টাব্দে) পরবলের প্রধান মন্ত্রী কর্ত্তৃক এই স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এপর্য্যন্ত এই স্তম্ভ লিপিতে উক্ত পরবল ভিন্ন আর কোন রাষ্ট্রকূট বংশীয় পবরলের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। এই নিমিত্ত, কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, এই স্তম্ভলিপির পরবলই ধর্ম্মপালের পত্নী রণ্ণাদেবীর পিতা। এই অনুমানই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। ধর্ম্মপাল দীর্ঘকাল সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। খালিমপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসন তাঁহার "অভি বর্দ্ধমান বিজয় রাজ্যের ৩২ সম্বতে" সম্পাদিত হইয়াছিল, এবং তারানাথ লিখিয়াছেন, ধর্ম্মপাল ৬৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া ছিলেন। ৮১৫ সালে রাজ্যের আরম্ভ ধরিলে, তারানাথের মতানুসারে, ৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মপালের রাজত্বের অবসান মনে করিতে হয়। খালিম পুরের শাসনোক্ত ৩২ বৎসর, এবং জনশ্রুতির ৬৪ বৎসরের মধ্যে, ধর্ম্মপাল অন্যূন ৫০ বৎসর বা ৮৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া ছিলেন এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে।"

গত কতিপয় বৎসর মধ্যে বহু খোদিত লিপি আবিষ্কৃত হওয়ায় ধর্ম্মপালের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে কানিংহাম, হোরণ্‌লি, রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতির মত ভ্রম-সঙ্কুল বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। এক্ষনে অভিনব আলোক পাতে ধর্ম্মপালের কাল-নির্ণয় কতকটা সুলভ হইয়াছে সন্দেহ নাই। এজন্যই সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মিঃ ভিন্সেণ্টস্মিথ ধর্ম্মপালের আবির্ভাবকাল অষ্টম শতাব্দীর শেষাংশে নির্দ্দেশ করিয়াছেন (১)।

(১) V. A. Smith's Early History of India.
3rd Edition Page 398.

নারায়ণ পাল দেবের ভাগলপুরের তাম্রশাসনে ধর্ম্মপাল সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, "সেই বলবান্ রাজা ইন্দ্ররাজ প্রভৃতি শত্রুবর্গকে জয় করিয়া, মহোদয়শ্রী কান্যকুব্জের রাজশ্রী লাভ করিয়াছিলেন; এবং পুরাণ-প্রসিদ্ধ বলি রাজা যেমন পুরাকালে ইন্দ্রাদি শত্রুগণকে জয় করিয়া, মহোদয়শ্রী লাভ করিয়াও যাচকরূপী চক্রায়ুধ [illegible] তৎসমস্ত দান করিয়াছিলেন, এই বলবান্ রাজাও সেইরূপ প্রণতি পরায়ণ বামনরূপে চরণাবনত চক্রায়ুধ নামক সামন্ত নরপালকে কান্যকুব্জের রাজশ্রী প্রদান করিয়াছিলেন" (১)। ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, জিনসেন প্রণীত জৈন-হরিবংশের উপসংহারে, ৭০৫ শাকে বা ৭৮৩-৭৮৪ খৃষ্টাব্দে, ইন্দ্রায়ুধ নামক রাজা উত্তর দিক পালন করিতেছিলেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে (২)। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন,—ভাগলপুর তাম্রশাসনোক্ত ইন্দ্ররাজই জৈন হরিবংশে উল্লিখিত উত্তর দিক্‌পাল ইন্দ্রায়ুধ।

গোয়ালিয়র-নগর-প্রান্তস্থিত সাগরতাল নামক স্থানে প্রাপ্ত দ্বিতীয় নাগভটের পৌত্র মিহির ভোজের শিলালিপিতে নাগভটের কীর্ত্তি-কলাপ সম্বন্ধে লিখিত আছে,—"আদিপুরুষ (বিষ্ণু) পুনরায় বৎসরাজ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া, বিখ্যাত-কীর্ত্তি এবং গজ সেনা বিশিষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া, সেই (নাগভট) নামধারী হইয়াছিলেন। তাঁহার কৌমার কালের প্রজ্জ্বলিত প্রতাপ-বহ্নিতে অন্ধ্র, সৈন্ধব, বিদর্ভ এবং কলিঙ্গের ভূপতিগণ পতঙ্গের মত পতিত হইয়াছিলেন। বেদোক্ত পুণ্য কর্ম্মের সমৃদ্ধি ইচ্ছা করিয়া, তিনি ক্ষত্রিয়ের নিয়মানুসারে কর

---

(১) "জিত্বেন্দ্ররাজ প্রভৃতী নরাতী মুপার্জ্জিতা যেন মহোদয় শ্রী।
দত্তা পুনঃ সা বলিনার্থয়িত্রে চক্রায়ুধায়ানতি বামনায়॥"
গৌড়লেখমালা ৫৭, ৬৫ পৃষ্ঠা।

(২). Journal of the Royal Asiatic Society, 1909. Page 253. & Rajen dra lal's Sanskrit M. S. S; vol VI. Page 80.

ধার্য্য করিয়াছিলেন। পরাধীনতা যাঁহার নীচ ভাব প্রকাশ করিয়াছিল, সেই চক্রায়ুধকে পরাজিত করিয়াও তিনি বিনয়াবনত দেহে বিরাজ করিতেন। দুর্জ্জয় শত্রুর (বঙ্গপতির স্বকীয়) শ্রেষ্ঠগজ, অশ্ব, রথ সমূহের একত্র সমাবেশে গাঢ় মেঘের ন্যায় অন্ধকাররূপে প্রতীয়মান বঙ্গপতিকে পরাজিত করিয়া, তিনি ত্রিলোকের একমাত্র আলোক দাতা উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বিশ্ববাসিগণের হিতে রত তাঁহার অসাধারণ (অতীন্দ্রিয়) পরাক্রম (আত্ম বৈভব) আনর্ত্ত, মালব, তুরুষ্ক, বৎস, মৎস্য প্রভৃতি দেশের রাজগণের গিরিদুর্গ বল পূর্ব্বক অধিকার দ্বারা, শৈশবকাল হইতে (আকুমারং) পৃথিবীতে প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন" (১)।

---

(১) "আদ্যঃ পুমান্ পুনরপি স্ফুট কীর্ত্তিরস্মা
জ্জাতস্ স এব কিল নাগভট স্তদাখ্যঃ।
যত্রান্ধ্র-সৈন্ধব-বিদর্ভ কলিঙ্গ-ভূপৈঃ
কৌমার ধামনি পতঙ্গ সমৈ রপাতি॥
এয্যাস্পদস্থ স্কৃতস্য সমৃদ্ধি মিচ্ছ্-
র্যঃ ক্ষত্রধাম-বিধিবদ্ধ-বলি-প্রবন্ধঃ।
জিত্বা পরাশ্রয় কৃত-স্ফুটনীচ ভাবং
চক্রায়ুধং বিনয় নম্র বপু র্ব্যরাজৎ॥
দুর্ব্বার বৈরি (?) বর বারণ বাজিবার
যানৌঘ সংঘটন ঘোর ঘনান্ধকারং।
নির্জ্জিত্য বঙ্গপতি মাবির ভূ দ্বিবস্বা
নুদ্যন্নিব ত্রিজগদেক বিকাশ-কোষঃ॥
আনর্ত্ত-মালব-কিরাত-তুরুষ্ক বৎস-
মৎস্যাদিরাজ গিরিদুর্গ হটাপহারৈঃ।
যস্যাত্ম-বৈভব-মতীন্দ্রিয়-মাকুমার-
মাবির্ব্বভূব বিশ্ব জনীন বৃত্তেঃ" ॥

Annual Report : Archaeological Survey of India. 1903-04. page 281.

গৌড় রাজমালা ২৩ পৃষ্ঠা।

সাগর তাল লিপির এই পরাশ্রিত চক্রায়ুধ যে ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক কান্যকুব্জের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত চক্রায়ুধ, এবং এই বঙ্গপতি যে স্বয়ং ধর্ম্মপাল, তদ্বিষয়ে কোনও সংশয়ই উপস্থিত হইতে পারে না (১)। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের পুত্র প্রথম অমোঘ বর্ষের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হওয়ার পরে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। এই শেষোক্ত তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তৃতীয় গোবিন্দ নাগভট নামক জনৈক রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং ধর্ম্ম (পাল) এবং চক্রায়ুধ এই উভয় নৃপতি স্বয়ং আসিয়া (গোবিন্দের নিকট) নতশির হইয়াছিলেন (২)। এই তাম্রশাসনে আরও লিখিত আছে

---

(১) গুর্জ্জর এবং মালবের বহির্ভাগে অবস্থিত, গান্ধার (পেশোয়ার প্রদেশ) হইতে মিথিলার সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমস্ত উত্তরাপথ ইন্দ্রায়ুধের করতলগত ছিল। ধর্ম্মপাল ইন্দ্রায়ুধ এবং তাঁহার সামন্তগণকে পরাজিত করিয়া, উত্তরা পথের সার্ব্ব ভৌমের সমুন্নত পদলাভ করিয়াছিলেন। এত বৃহৎ সাম্রাজ্য স্বয়ং শাসন করিতে সমর্থ হইবেন না মনে করিয়া, তিনি আয়ুধ-রাজ বংশীয় আর একজনকে (চক্রায়ুধকে) স্বকীয় মহাসামন্তরূপে কান্যকুব্জে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন।

গৌড় রাজমালা—২২ পৃষ্ঠা।

(২) "হিমবৎ পর্ব্বত নির্ঝরাম্বু-তুরগৈ পীতঞ্চ গাঢ়ঙ্গজৈ
র্ধ্বনিতং মজ্জন্ তূর্য্যকৈ র্দ্বিগুনিতম্ ভূয়োঽপি তৎ কন্দরে।
স্বয়মেবোপনতৌ চ যস্য মহতি স্তৌ ধর্ম্ম চক্রায়ুধৌ
হিমবান্ কীর্ত্তিস্বরূপতামুপগতস্তৎ কীর্ত্তি নারায়ণঃ"।

Verse 13.

Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society 1906. page 118.

যে, তৃতীয় গোবিন্দ কর্ত্তৃক পরাজিত গুর্জ্জর রাজের নামই নাগভট (১)। এই নাগভট যে দ্বিতীয় নাগভট তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই, কারণ যোধপুর রাজ্যান্তর্গত বিলাড়া জিলায় বুচকলা গ্রামে আবিষ্কৃত শিলা-লিপিতে "মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর শ্রীবৎস রাজদেব পাদানুধ্যাত পরম-ভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর শ্রীনাগভট্টদেবের প্রবর্দ্ধমান রাজ্যের" উল্লেখ দৃষ্ট হয় (২)।

উল্লিখিত ভাগলপুরের তাম্রশাসন, গোয়ালিয়রের প্রস্তর লিপি, এবং প্রথম অমোঘবর্ষের তাম্রশাসন দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, গৌড়-বঙ্গপতি ধর্ম্মপাল, কান্যকুব্জাধিপতি ইন্দ্রায়ুধ ও চক্রায়ুধ, রাষ্ট্রকূটপতি তৃতীয় গোবিন্দ এবং গুর্জ্জর প্রতীহার বংশীয় দ্বিতীয় নাগভট সমসাময়িক (৩)।

রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ ধ্রুবধারাবর্ষের পুত্র। তিনি ৭৯৪ খৃষ্টাব্দের কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে পিতৃ সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কারণ ৭১৬ শকাব্দের (৭৯৪ খৃষ্টাব্দের) বৈশাখ মাসের অমাবস্যা তিথিতে সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে দক্ষিণাপথস্থিত প্রতিষ্ঠান নগরী হইতে ইনি কতিপয় ব্রাহ্মণকে একখানি গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন (৪)। তোর খেড়ের

---

(১) "স নাগ ভট চন্দ্র গুপ্ত নৃপয়ো র্যশোর্থ্যং (?) রণে
স্বহার্য্য মপহার্য্য ধৈর্য্য বিকলানথোন্মূলয়ন্।
যশোর্জ্জন পরো নৃপান্ স্বভুবিশালি শস্যানিব
পুনঃ পুনরতিষ্টিপৎ স্বপদ এব চান্তানপি"॥

Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society 1906. Page 118.

(২). Epigraphia Indiea, vol IX Pages 198-200.

(৩). Epigraphia Indica vol. IX Page 26 note 4.

৪ Epigraphia Indica vol III. Page 105.

তাম্রশাসন হইতে জানা গিয়াছে যে, তৃতীয় গোবিন্দ ৮১৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসেও জীবিত ছিলেন (১)। ৭৩৬ শকাব্দে বা ৮১৪ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় গোবিন্দ পরলোক গমন করিলে তদীয় পুত্র প্রথম অমোঘবর্ষ সিংহাসন প্রাপ্ত হন (২)। সুতরাং তৃতীয় গোবিন্দকে আমরা ৭৯৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ৮১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত দেখিতে পাইতেছি। সুতরাং তৃতীয় গোবিন্দের সমসাময়িক ধর্ম্মপাল ৮১৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই ইন্দ্রায়ুধকে পরাজিত করিয়া চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের রাজশ্রী প্রদান করিয়াছিলেন, এবং স্বয়ং গুর্জ্জর প্রতীহার বংশীয় দ্বিতীয় নাগভট কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া রাষ্ট্রকূটপতি তৃতীয় গোবিন্দের নিকট আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন।

রাধনপুরে আবিষ্কৃত তৃতীয় গোবিন্দের তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে যে, ৭৩০ শকাব্দের (৮০৮ খৃষ্টাব্দের) শ্রাবণ মাসের অমাবস্যার পূর্ব্বে তৃতীয়

(১). Epigraphia Indica vol III. Page 54 & 161. vol VII. Appendix. page 12.

(২) সিরুর ও নীলগুণ্ড স্থান দ্বয়ে আবিষ্কৃত দুইখানি শিলালিপি হইতে জানা গিয়াছে যে ৭৮৮ শকাব্দে বা ৮৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম অমোঘ বর্ষের ৫২ রাজ্যাঙ্ক গণিত হইত, সুতরাং ৭১৪ খৃষ্টাব্দ তৃতীয় গোবিন্দের পুত্র প্রথম অমোঘ বর্ষের রাজ্যের প্রথম বৎসর। ডাঃ কিলহর্ণ শকাব্দের অতীত বর্ষ ও প্রচলিত বর্ষ গণনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ৮১৭ খৃষ্টাব্দের পর প্রথম অমোঘ বর্ষের রাজত্বের প্রথম বৎসর পতিত হইতে পারে না; কিন্তু ৮১৫ বা ৮১৬ খৃষ্টাব্দে পতিত হইবার পক্ষে কোনও বাঁধা থাকে না।

Epigraphia Indica vol VI. Page 104-5

Epigraphia Indica vol IV. Page 210.

Epigraphia Indica vol VIII. Appendix. II Page 3

গোবিন্দ গুর্জ্জরবংশীয় জনৈক রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন (১)। শ্রীধর রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার কর্ত্তৃক আংশিক প্রকাশিত প্রথম অমোঘ বর্ষের তাম্রশাসন হইতে এই পরাজিত গুর্জ্জর পতির নাম নাগভট বলিয়া জানা গিয়াছে। সুতরাং ৮০৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই যে তৃতীয় গোবিন্দ গুর্জ্জর রাজ দ্বিতীয় নাগভটকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তৃতীয় গোবিন্দ দিগ্বিজয় উপলক্ষে হিমালয়ে উপস্থিত হইলে ধর্ম্মপাল ও চক্রায়ুধ তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া ছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বেই ধর্ম্মপাল ইন্দ্রায়ুধকে কান্যকুব্জের সিংহাসন হইতে অপসৃত করিয়া চক্রায়ুধকে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন; এবং এ জন্যই সাগরতল লিপিতে "পরাশ্রয় কৃত স্ফুট নীচ-ভাব" এই বিশেষণ দ্বারা চক্রায়ুধকে চিহ্নিত করা হইয়াছে। সুতবাং দেখা যাইতেছে যে, ৮০৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তৃতীয় গোবিন্দ গুর্জ্জর প্রতীহার বংশীয় দ্বিতীয় নাগভটকে, পরাজিত করেন; ইহার পূর্ব্বে দ্বিতীয় নাগভট চক্রায়ুধ ও ধর্ম্মপালকে পরাজিত করিয়াছিলেন; ইহারও পূর্ব্বে ধর্ম্মপাল ইন্দ্রায়ুধকে পরাজিত করিয়া কান্যকুব্জের সিংহাসনে চক্রায়ুধকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং ইহারও পূর্ব্বে ধর্ম্মপাল গৌড়-বঙ্গের সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উল্লিখিত ঘটনা পরম্পরার সমাবেশ ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ধর্ম্মপালের রাজ্যাভিষেক কাল ৮০০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে (সম্ভবতঃ ৭৯৫ খৃষ্টাব্দে) নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। তারানাথের মতে ধর্ম্মপাল ৬৪ বৎসর

---

(১) "সংধায়াশু শিলীমুখাং স্বসময়াং বাণাসনস্থোপরি
প্রাপ্তং বর্দ্ধিত বংধুজীব বিভবং পদ্মাভিবৃদ্ধ্যন্বিতং।
যন্নক্তত্র মুদীক্ষ্য যং শরদৃতুং পর্জ্জন্যবদ্ গুর্জ্জরো
নষ্টঃ কাপি ভয়াত্তথা ন সমরং স্বপ্নেপি পশ্যেত্তথা।"

Epigraphia Indica vol VI. pages 242-44.

রাজত্ব করিয়াছিলেন। গৌড় রাজমালা-লেখক ধর্ম্মপালের রাজত্বকাল ৫০ বৎসর বলিয়া অনুমান করেন। খালিমপুরের তাম্রশাসন তাঁহার ৩২ রাজ্যাঙ্কে প্রদত্ত হইয়াছিল। সুতরাং ধর্ম্মপালের রাজত্ব কাল ৩৫ বৎসর অনুমান করাই সঙ্গত।

ধর্ম্মপালের পুত্র দেবপালের মুঙ্গের শাসনে উক্ত হইয়াছে যে, ধর্ম্মপাল রাষ্ট্রকূট-তিলক শ্রীপরবলের কন্যা রন্না দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন (১)। মধ্যভারতে পাথারি নামক স্থানে অবস্থিত একটী দেবমন্দিরের গাত্রে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায় যে রাষ্ট্রকূট পরবলের রাজত্বকালে সম্বৎ ৯১৭ বা ৮৬১ খৃষ্টাব্দে পরবলের প্রধান মন্ত্রী কর্ত্তৃক এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই শিলালিপিতে পরবলের পিতার নাম কক্করাজ এবং তাঁহার পিতামহের নাম জেজ্জ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। "এপর্য্যন্ত এই স্তম্ভলিপিতে উক্ত পরবল ভিন্ন আর কোন রাষ্ট্রকূট বংশীয় পরবলের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। এই নিমিত্ত, কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, এই স্তম্ভলিপির পরবলই ধর্ম্মপালের পত্নী রন্নাদেবীর পিতা" (২)। পরবল ৮৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, সুতরাং তাঁহার কন্যাকে ধর্ম্মপালের বিবাহ করা অসম্ভব বলিয়াই আপাততঃ মনে হইতে পারে। সম্ভবতঃ এজন্যই প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন, "অনেকের মতে ধর্ম্মপাল-রাজমহিষী রন্নাদেবী এই পরবলের কন্যা। রাষ্ট্রকূট সম্রাট ৩য় গোবিন্দ অনুজ ইন্দ্ররাজকে লাটের

---

(১) "শ্রীপরবলস্য দুহিতুঃ ক্ষিতিপতিনা রাষ্ট্রকূট তিলকস্য।
রন্নাদেব্যাঃ পাণির্জগৃহে গৃহমেধিনা তেন॥"
গৌড়লেখ মালা—৩৬, ৩৭ পৃষ্ঠা।

(২) গৌড়রাজ মালা ২৪ পৃষ্ঠা।

আধিপত্য প্রদান করেন। কর্করাজ সেই ইন্দ্ররাজের পুত্র, সুতরাং রণ্ণাদেবী হইতেছেন, রাষ্ট্রকূট সম্রাট ৩য় গোবিন্দের ভ্রাতুষ্পুত্রের পৌত্রী অর্থাৎ রাষ্ট্রকূট সম্রাটের ৪র্থ পুরুষ অধস্তন। এদিকে ধর্ম্মপাল ৩য় গোবিন্দের সমসাময়িক। এরূপস্থলে তাঁহার সহিত কর্করাজের পৌত্রীর বিবাহ কখনই সম্ভবপর নহে। ডাক্তার ফ্লিট পরবল, ৩য় গোবিন্দেরই একটি বিরুদ পাইয়াছেন। তাঁহার মতে, এই ৩য় গোবিন্দই রণ্ণাদেবীর পিতা, সুতরাং ধর্ম্মপালের শ্বশুর। (Dynasties of the Kanarese Districts, P. 394 in Bom. Gaz. Vol I. pt, II) এই মতই সমীচীন" (১)।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, "পাথারির মন্দির নির্ম্মাণ কালে পরবল নিশ্চয়ই বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছিলেন; কারণ, ধর্ম্মোদ্দেশ্যে দেব মন্দিরের প্রতিষ্ঠান তরুণ রাজার পক্ষে অসম্ভব বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। বিশেষতঃ পরবল এবং তাঁহার পিতা এই উভয়েই যে দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে (২)। ৭৫৬ খৃষ্টাব্দের কিয়ৎকাল পরে পরবলের পিতা এবং জেজ্জর পুত্র কক্করাজ, নাগাবলোক নামক গুর্জ্জরের জনৈক রাজাকে পরাজিত করিয়া, তাঁহার রাজ্য ধ্বংস করিয়াছিলেন (৩)। এমতাবস্থায় কক্করাজ এবং পরবলকে ৭৫৬-৮৬১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে স্থাপন করিতে হয়। সুতরাং কক্করাজ এবং পরবল যে একশতাব্দীরও অধিককাল জীবিত

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড; ১৫৫ পৃষ্ঠা, পাদটীকা।

(২). Epigraphia Indica vol IX Page 253.

(৩). Introduction to Ramacarita—by Mahamahopadhya H. P. Shastri Page 5.

ছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, এবং নাগাবলোকের প্রতিদ্বন্দ্বী কর্ক্ক রাজের পুত্র পরবল ৮৬১ খৃঃ অব্দে, দীর্ঘকালব্যাপী রাজত্বের পর বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছিলেন, ইহাও স্বীকার করিতে হয়; সুতরাং ধর্ম্মপালের পরবলের দুহিতার পাণিগ্রহণ করা অসম্ভব ত নহেই, বরং খুব স্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হয়। পরবল যে তৃতীয় গোবিন্দের বিরুদ্ধ ছিল তাহার কোনও প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। পাথারি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে কেহ কেহ অনুমান করিতেন যে পরবল রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ অথবা প্রথম অমোঘ বর্ষেরই অপর নাম (১)। তৃতীয় গোবিন্দ তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইন্দ্ররাজকে লাটের আধিপত্য প্রদান করিয়া ছিলেন সন্দেহ নাই ; কিন্তু পরবলের পিতা কক্করাজ তৃতীয় গোবিন্দের অনুজ ইন্দ্ররাজের পুত্র নহেন। পাথারি লিপি হইতে জানা গিয়াছে যে পরবলের পিতার নাম কক্করাজ এবং তাঁহার পিতামহের নাম জেজ্জ, পক্ষান্তরে তৃতীয় গোবিন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র কক্কের পিতার নাম ইন্দ্ররাজ। তৃতীয় গোবিন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র কক্করাজের অভ্যুদয়কাল ৮১২ খৃষ্টাব্দ হইতে ৮২১ খৃষ্টাব্দ মধ্যে। কিন্তু পরবলের পিতা কক্করাজ ৭৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রাদুর্ভূত নাগাবলোকের সমসাময়িক (২)। সুতরাং প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় যে ভ্রান্তমত পোষণ করিতেছেন তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

"রাষ্ট্রকূট পরবলের পক্ষে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া ধর্ম্মপালের ন্যায় পরাক্রমশালী নৃপতির আশ্রয় গ্রহণ করিবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। রাষ্ট্রকূট মহাসামন্তাধিপতি কর্ক্করাজ সুবর্ণবর্ষের (বরোদায় প্রাপ্ত)

---

(১). Epigraphia Indica vol IX Page 251.

(২). Epigraphia Indica vol IX Page 251.

৭৩৪ শকাব্দের (৮১২ খৃষ্টাব্দের) তাম্রশাসন হইতে জানা যায়,—রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ, কর্করাজের পিতা ইন্দ্ররাজকে "লাট" মণ্ডলের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং এই নিমিত্তই হয়ত রাষ্ট্রকূট পরবলকে লাট (গুজরাত) ত্যাগ করিয়া, পথরি-প্রদেশে সরিয়া আসিতে হইয়াছিল। গুর্জ্জরের উচ্চাভিলাষী প্রতীহার রাজগণ এখানে হয়ত পরবলকে উৎপাত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রতীহার রাজের প্রবল প্রতিদ্বন্দী ধর্ম্মপালের আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন, পরবলের আত্ম-রক্ষার উপায়ান্তর ছিলনা। সম্ভবতঃ এই সূত্রেই পরবল রণ্ণাদেবীকে ধর্ম্মপালের হস্তে সম্প্রদান করিয়াছিলেন" (১)।

তারানাথ লিখিয়াছেন, "ধর্ম্মপাল কামরূপ, তিরহুতি, গৌড় প্রভৃতি অধিকার করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহার রাজ্য পূর্ব্বদিকে সমুদ্র হইতে পশ্চিমে তিলি (দীল্লি ?) পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।"

ধর্ম্মপালের খালিমপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে, "অগ্রগামী (নাসীর নামক) সেনা সমূহের (চরণাঘাতোত্থিত) ধুলি পটলে দশদিক্ আচ্ছন্নকারী সেনাদলকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া, তাহার ইয়ত্তা করিতে না পারিয়া, তাহাকে (পুরাণ প্রসিদ্ধ অসংখ্য) মান্ধাতৃ সৈন্যের সংমিশ্রণ (ব্যতিকর) মনে করিয়া, মহেন্দ্র (ভয়ে) চক্ষু নিমীলিত করিয়াছিলেন; (কিন্তু) সেই সেনাদল যুদ্ধ বাসনায় পুলকিত গাত্র হইলেও, তাহাদের পক্ষে (ধর্ম্মপাল) রাজার শত্রু কুলক্ষয়কারী বাহুযুগলের সাহায্য করিবার অবকাশ উপস্থিত হয় নাই। তিনি মনোহর ভ্রূভঙ্গি-বিকাশে (ইঙ্গিত মাত্রে) ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন,

ধর্ম্মপালের রাজ্য বিস্তৃতি।

---

(১) গৌড়রাজ মালা ২৪, ২৫ পৃষ্ঠা।

অবন্তি, গন্ধার, এবং কীর প্রভৃতি (১) জনপদের (সামন্ত ?) নরপালগণকে প্রণতি পরায়ণ চঞ্চলাবনত মস্তকে সাধু সাধু বলিয়া কীর্ত্তন করাইতে করাইতে, হৃষ্টচিত্ত-পাঞ্চালবৃদ্ধ কর্ত্তৃক মস্তকোপরি আত্মাভিষেকের স্বর্ণ কলস উদ্ধৃত করাইয়া, কান্যকুব্জকে (অভিষিক্ত করাইয়া) রাজশ্রী প্রদান করিয়াছিলেন (২)।

---

(১) বুন্দেল খণ্ড ও জয়পুর ভোজ ও মৎস্যদেশ বলিয়া প্রাচীন কালে পরিচিত ছিল। মদ্র, কুরু ও যদু পাঞ্জাবের প্রাচীন নাম। অবন্তি বা উজ্জয়িনী মালব দেশের রাজধানী। যবন তুরুষ্ক দেশেরই নামান্তর। পূর্ব্বকালে সিন্ধুনদের পশ্চিম তীর হইতে আফ্গানিস্থানের অধিকাংশ স্থান গান্ধার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কাঙ্গড়া বা জ্বালামুখী কীর দেশ বলিয়া পরিচিত। ভোজ মৎস্যাদি দেশ সম্বন্ধে অধ্যাপক কিলহর্ণ লিখিয়া গিয়াছেন, "Kanyakubja itself was in the Country of the Panchalas in Madhyadesha. According to the topographical list of the Brihatsamhita, the Kurus and Matsyas also belong to the middle country, the Madras to the north west, the Gandharas to the northern and Kiras to the North East division of India. The Avantis are the people of Ujjayini in Malava. Yadus according to the Lakkha mandal prasasti, were long ruling in part of the Punjab, but they are found also south of the Jamuna; and south of the river and north of the Narmada probably were also the Bhojas who head the list." Epigraphia Indica vol IV. Page 246.

(২) "নাসীর-ধূলী-ধবল-দশদিশাং দ্রাগপশ্যন্বিবৃত্তাং
ধত্তে সাক্ষাত্কৃ সৈন্য-ব্যতিকর চকিতোধ্যান তন্ত্রীষ্বহেন্দ্রঃ।
তাসামপ্যাহবেচ্ছা—পুলকিত বপুষাং বাহিনীনাং বিধাতুং
সাহায্যং যস্য বাহ্বো নিখিল-রিপুকুলধ্বংসিনোর্নাবকাশঃ॥
ভোজৈর্মৎস্যৈঃ সমদ্রৈঃ কুরুযদু যবনাবন্তি-গান্ধার কীরৈ
র্ভূপৈ র্ব্যালোল-মৌলি প্রণতি পরিণতৈঃ সাধু-সঙ্কীর্য্যমাণঃ।
হৃষ্যৎ পঞ্চাল বৃদ্ধোদ্ধৃত-কনকময়-স্বাভিষেকোদকুম্ভো
দত্তঃ শ্রীকন্যকুব্জস্ সললিত-চলিত-ভ্রূলতালক্ষ্ম যেন॥"

গৌড় লেখমালা ১৩, ১৪, ২১, ২২ পৃষ্ঠা।

শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লিখিয়াছেন, (১) উপরোক্ত দুইটি শ্লোকে "ধর্ম্মপালের শাসন সময়ের দুইটি উল্লেখ যোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা সূচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। একটি ঘটনা কান্যকুব্জাধিপতি ইন্দ্র (মহেন্দ্র) নামক নরপতির ধর্ম্মপালের হস্তে পরাভব; অপর ঘটনা মহেন্দ্রের রাজ্যে ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক চক্রায়ুধ নামক সামন্ত-নরপালের অভিষেক। মহেন্দ্র ধর্ম্মপালকে অসংখ্য সেনাবল লইয়া অগ্রসর হইতে দেখিয়া, যুদ্ধে পরাভব অনিবার্য্য মনে করিয়া, এতদূর বিহ্বল হইয়াছিলেন যে, ধর্ম্মপালের অসংখ্য সেনাবল যুদ্ধার্থ উৎসুক থাকিলেও, তাহাদিগকে রণশ্রম স্বীকার করিতে হয় নাই,—ধর্ম্মপাল রাজধানীতে উপনীত হইবামাত্রই তাহা অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন।" পূর্ব্বোক্ত শ্লোক হইতে প্রতীয়মান হয় যে ভোজ মৎস্যাদি দেশের রাজন্যবর্গ, কান্যকুব্জপতি চক্রায়ুধের রাজ্যাভিষেক কালে, প্রণতি-পরায়ণ-চঞ্চলাবনত-মস্তকে, সাধুবাদ প্রদান করিয়াছিলেন, সুতরাং ইন্দ্রায়ুধকে পরাজিত ও সিংহাসন চ্যুত করিয়া কান্যকুব্জের সিংহাসনে চক্রায়ুধকে প্রতিষ্ঠাপিত করিবার পূর্ব্বেই ধর্ম্মপালকে কাঙ্গড়া, তুরুষ্ক, পঞ্চনদ এবং রাজপুতনা প্রভৃতি প্রদেশ জয় করিতে হইয়াছিল। "ধর্ম্মপাল কান্যকুব্জের স্বাধীনতা হরণ করিয়াও, তাহার জন্য একজন স্বতন্ত্র রাজা নিযুক্ত করায় কান্যকুব্জ পুনরায় রাজশ্রী প্রাপ্ত হইয়াছিল" (২)। ইহাতে মনে হয়, শাসন সৌকর্য্যার্থই—সম্ভবতঃ ধর্ম্মপাল চক্রায়ুধকে স্বীয় সামন্ত-রাজরূপে কান্যকুব্জের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

---

(১) গৌড় লেখমালা ২১ পৃষ্ঠা, পাদ টীকা।

(২) নারায়ণ পালের ভাগলপুর তাম্রশাসনে এই ঘটনাটি আরও স্পষ্ট করিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

পাল নরপতিগণের তাম্রশাসনাদিতে গুর্জ্জর-প্রতীহার-বংশীয় দ্বিতীয় নাগভটের সহিত ধর্ম্মপালের বিরোধ বা পরাজয়ের বিবরণ উল্লিখিত না হইলেও নাগভটের পৌত্র মিহির ভোজের সাগর তাল লিপিতে ইহার স্পষ্টতঃ উল্লেখ রহিয়াছে (১)। "নাগভট পিতৃরাজ্যের ন্যায় উত্তরাধিকারি সূত্রে পিতার উচ্চাভিলাষ ও লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং ধর্ম্মপাল ও নাগভট্টের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইতে বিলম্ব হইলনা" (২)।

নাগভট ও ধর্ম্মপাল।

সাগরতাল লিপিতে দ্বিতীয় নাগভট কর্ত্তৃক আনর্ত্ত, মালব, কিরাত, তুরুষ্ক, বৎস ও মৎস্যাদি রাজগণের গিরি দুর্গ অধিকারের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। ধর্ম্মপালের খালিমপুর লিপি হইতে জানা গিয়াছে যে, মালব, তুরুষ্ক, মৎস্য প্রভৃতি দেশ ধর্ম্মপাল এবং তদীয় সামন্ত কান্যকুব্জাধিপতি চক্রায়ুধের শাসনাধীন ছিল। গুর্জ্জরপতি এই সমুদয় প্রদেশ আক্রমণ করিলে চক্রায়ুধ এবং ধর্ম্মপাল সম্ভবতঃ একযোগে নাগভটের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার অপ্রতিহত গতি রোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; ফলে ইহারা উভয়েই পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়াছিলেন।

নাগভটের পিতা বৎসরাজও অত্যন্ত পরাক্রমশালী নৃপতিছিলেন; তিনি প্রায় সমুদয় আর্য্যাবর্ত্তে স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রকূট-রাজ তৃতীয় গোবিন্দের পিতা ধ্রুব ধারা-

---

(১). Annual Report, Archaeological Survey of India 1903-04. Page 281.

(২) গৌড়রাজ মালা, ২৫ পৃষ্ঠা।

বর্ষের হস্তে বৎসরাজকে লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল। তৃতীয় গোবিন্দ দ্বিতীয় নাগভটের প্রবল এবং প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। সুতরাং ধর্ম্মপাল ও চক্রায়ুধ নাগভট কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া গুর্জ্জর রাজের বিরুদ্ধে তৃতীয় গোবিন্দের নিকট প্রতীকার প্রার্থী হইয়াছিলেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্রীধর রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকরের নিকট রক্ষিত প্রথম অমোঘ বর্ষের তাম্রশাসন হইতে জানা গিয়াছে যে, তৃতীয় গোবিন্দ দিগ্বিজয় উপলক্ষে হিমালয় গমন করিলে ধর্ম্মও চক্রায়ুধ স্বেচ্ছায় তাঁহার নিকট আসিয়া নতশীর্ষ হইয়াছিলেন। ধর্ম্মপাল ও চক্রায়ুধ স্বেচ্ছায় তৃতীয় গোবিন্দের নিকট নতশীর্ষ হন নাই; গত্যন্তর ছিলনা বলিয়াই ধর্ম্মপাল ও চক্রায়ুধ রাষ্ট্রকূট-পতিকে গুর্জ্জরপতির বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। এই অভিযানের ফলে নাগভট গোবিন্দ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পিতার ন্যায় মরু প্রদেশে আশ্রয়লাভ করিতে বাধ্য হন। গুর্জ্জর গণের পুনঃ পুনঃ উত্তরাপথ আক্রমণের পথ রুদ্ধ করিবার জন্যই গোবিন্দ তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র কক্ককে গুর্জ্জর রাজ্যের রুদ্ধ দ্বারের অর্গলস্বরূপ গুর্জ্জর রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন (১)। সুতরাং গোবিন্দ সমুদয় উত্তরাপথ জয় করিয়া হিমালয় পর্ব্বতে উপনীত হইলে কৃতজ্ঞতাবনত ধর্ম্মপাল ও চন্দ্রায়ুধ তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন (২)। প্রথম অমোঘ বর্ষের সিরুর ও নীলগুণ্ডের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, প্রথম অমোঘ বর্ষের পিতা

ধর্ম্মপাল ও তৃতীয় গোবিন্দ।

---

(১). Indian Antiquary, vol XII. Page 160.

(২). Pal Kings of Bengal (manuscript) by Babu R. D. Bannerjee M. A.

তৃতীয় গোবিন্দ গৌড়ীয়গণকে পরাজিত করিয়াছিলেন (১)। রাষ্ট্রকূট পতির সহিত ধর্ম্মপালের বিরোধের অপর কোনও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। গুর্জ্জরপতি ২য় নাগভটকে দমন করিবার জন্য যে ধর্ম্মপালকে গোবিন্দের নিকট নতশির হইতে হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অমোঘ বর্ষের শিলালিপিতে তাহারই ইঙ্গিত করা হইয়াছে কিনা, বুঝা যায় না।

বাহুকধবল ও ধর্ম্মপাল।

বোম্বাই প্রদেশস্থিত উনানগরে আবিষ্কৃত বাহুক ধবলের প্রপৌত্র ২য় অবনীবর্ম্মার একখানি তাম্রশাসনে বাহুকধবল সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, "তদনন্তর মহানুভাব শ্রীমান বাহুক ধবল জন্মগ্রহণ করেন, তিনি নিত্য ধর্ম্মপালন করিলেও, রণোদ্ধত হইয়া, ধর্ম্মকে ধ্বংস করিয়াছিলেন" (২)। বাহুকধবল গুর্জ্জর প্রতীহার বংশীয় ২য় নাগভটের অধীন সৌরাষ্ট্রের মহা সামন্ত ছিলেন (৩)। ২য় নাগভটের সহিত ধর্ম্মপালের সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে বাহুকধবল হয়ত স্বীয় প্রভুর সাহায্যার্থে ধর্ম্মপালের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সাগরতাললিপিতে এবং উনা তাম্রশাসনে উল্লিখিত ধর্ম্মপালের পরাজয় অভিন্ন বলিয়াই বোধ হয়।

---

(১) "কেরল-মালব-গৌড়ান্-সগুর্জ্জরাংশ্চিত্রকূটগিরিদুর্গস্থান্।
বদ্ধা কাঞ্চীশানথ স কীর্ত্তি নারায়ণো জাতঃ"॥
Epigraphia Indica, vol VI Pages 102-03.

(২) "অজনি ততোঽপি শ্রীমান বাহুক ধবলো মহানু ভাবো যঃ।
ধর্ম্ম ভবন্নপি নিত্যং রণোদ্ধতো নিনশাদ ধর্ম্মং"।
Epigraphia Indica vol IX Page 5.

(৩) Epigraphia Indica vol IX Page 7.

গুর্জ্জরপতি ২য় নাগভটকে মরুপ্রদেশে বিতাড়িত এবং উত্তরাপথের নরপতিগণকে পরাজিত করিয়া রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ দক্ষিণাপথে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, ধর্ম্মপাল উত্তরাপথের সার্ব্বভৌমত্ব লাভ করিবার অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নারায়ণ পালের ভাগলপুর তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে, "সত্যব্রত-পালন-পরায়ণ শ্রীরাম চন্দ্রের অনুজ সৌমিত্রীর তুল্য মহিম সমন্বিত বাক্‌পাল নামে এই রাজার এক (অনুজ) ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নীতি এবং বিক্রমের নিবাসস্থল ছিলেন, এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শাসনে অবস্থিত থাকিয়া, একচ্ছত্র-শাসন-সংস্থিত দশদিক্ শত্রু পতাকিনী শূন্য করিয়াছিলেন" (১)। দেবপালের মুঙ্গেরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে লিখিত হইয়াছে, "দিগ্বিজয়-প্রবৃত্ত সেই নরপতির ভৃত্যবর্গ কেদার তীর্থে যথাবিধি জলক্রিয়া (স্নান-তর্পনাদি) সম্পন্ন করিয়াছিলেন, এবং গঙ্গাসাগর সঙ্গমে তথা গোকর্ণ প্রভৃতি তীর্থেও ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এইরূপে এই রাজার দুষ্টদলন-শিষ্টপালন-বিষয়ক আনুসঙ্গিক সিদ্ধিও ভৃত্যবর্গের পারলৌকিক সিদ্ধিলাভের হেতুভূত হইয়াছিল। সেই নরপতি, দিগ্বিজয় ব্যাপারের অবসানে, (তৎকাল প্রসিদ্ধ) উৎকৃষ্ট পুরস্কার বিতরণের দ্বারা পরাজিত ভূপালবৃন্দের পরাজয় জনিত চিত্তক্ষোভ বিদূরিত করিয়া, তাঁহাদিগকে স্বস্ব ভবনে গমন করিবার জন্য অনুজ্ঞা প্রচার করিলে,

উত্তরাপথে ধর্ম্মপালের সার্ব্বভৌমত্ব।

---

(১) "রামস্যেব গৃহীত-সত্য তপস স্তস্যানুরূপো গুণৈঃ
সৌমিত্রেরুদপাদি তুল্য মহিমা বাক্ পালনামানুজঃ।
যঃ শ্রীমান্নয়বিক্রমৈক-বসতি ভ্র্াতুঃস্থিতঃ শাসনে
শূন্যাঃ শত্রু-পতাকিনীভিরক রোদেকাত পত্রা দিশঃ"।

গৌড় লেখমালা, ৫৭, ৬৫ পৃষ্ঠা।

ভূপালবৃন্দ স্বস্ব রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া, যেসময়ে রাজাধিরাজের সমুচিত কার্য্যকলাপের চিন্তা করিতেন, তখন তাঁহাদের হৃদয় পুণ্যক্ষয়ে স্বর্গভ্রষ্ট জাতিস্মর মানবের হৃদয়ের ন্যায়, প্রীতিভরে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিত" (১)। কেদার তীর্থ হিমালয় পর্ব্বতের পশ্চিমদিকে অবস্থিত এবং গোকর্ণ বোম্বে প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত। সুতরাং এতদ্বারা ধর্ম্মপালের দিগ্বিজয়ের উত্তর ও পশ্চিম সীমা সূচিত হইয়াছে। মধ্যভারতে রাষ্ট্রকূটশ্রীপরবল ধর্ম্মপালের আশ্রয়ে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ধর্ম্মপালের থালিমপুর তাম্রশাসনে লিখিত হইয়াছে "সীমান্তদেশে গোপগণ কর্ত্তৃক, বনে বনচরগণ কর্ত্তৃক, গ্রাম সমীপে জনসাধারণ কর্ত্তৃক, গৃহ চত্বরে ক্রীড়াশীল শিশুগণ কর্ত্তৃক, প্রত্যেক ক্রয় বিক্রয় স্থানে বণিক্ সমূহ (?) কর্ত্তৃক, এবং বিলাসগৃহের পিঞ্জরস্থিত শুকগণ কর্ত্তৃক গীয়মান আত্মস্তব শ্রবণ করিয়া, এই নরপতির বদনমণ্ডল লজ্জাবশে নিয়ত ঈষৎ বক্রভাবে বিনম্র হইয়া পড়িয়াছে" (২)।

---

(১) " কেদারে বিধিনোপযুক্ত পয়সাং গঙ্গা সমেতাম্বুধৌ
গোকর্ণাদিষু চাপ্যনুষ্ঠিত বতাং তীর্থেষু ধর্ম্ম্যাঃ ক্রিয়াঃ।
ভৃত্যানাং সুখমেব যস্য সকলানুদ্ধৃত্য দুষ্টানিমান্
লোকান্ সাধয়তোনুষঙ্গ জনিতা সিদ্ধি পরত্রাপ্য ভূৎ॥
তৈ স্তৈ র্দিগ্বিজয়াবসান সময়ে সম্প্রেষিতানাং পরৈঃ
সৎকারৈ রপনীয় খেদমখিলং স্বাং স্বাং গতানাং ভুবম।
কৃত্যন্তাবয়তাং যদীয় মুচিতং প্রীত্যা নৃপাণাম ভূৎ
সোৎকণ্ঠং হৃদয়ং দিবশ্চ্যুত বতাং জাতিস্মরাণামিব"॥
গৌড় লেখমালা, ৩৬; ৪২, ৪৩ পৃষ্ঠা

(২) গোপৈ সীম্নি বনেচরৈ র্বনভুবি গ্রামোপ কণ্ঠে জনৈঃ
ক্রীড়দ্ভিঃ প্রতিচত্বরং শিশুগণৈঃ প্রত্যাপনং মানপৈঃ।
লীলা বেশ্মনি পঞ্জরোদর-শুকৈরুদ্গীত মাত্মস্তবং
যস্যাকর্ণয়ত স্ত্রপা বিচলিতা নম্রং সদৈ বাননং"॥
গৌড় লেখমালা, ১৪, ২২ পৃষ্ঠা

গৌড়রাজমালা-প্রণেতা বলেন, "এই শ্লোকটি স্তাবকোক্তি বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে না। কারণ, আর কোনও প্রশস্তিতে রাজার সম্বন্ধে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রজার অভিমত এরূপ ভাবে উল্লিখিত হইতে দেখাযায় না; এবং বিশেষ কারণ ব্যতীত, এরূপ বিশেষোক্তি ধর্ম্মপালের প্রশস্তিতে স্থান পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। প্রজাপুঞ্জ যাহার পিতাকে রাজলক্ষ্মীর পাণিগ্রহণ করাইয়াছিলেন, সেই ধর্ম্মপাল যে প্রজারঞ্জনে যত্নবান হইবেন, এবং তাঁহার যে প্রতিভা এক সময় তাঁহাকে উত্তরাপথের সার্ব্বভৌম পদলাভে সমর্থ করিয়াছিল, সেই প্রতিভাবলে তিনি যে প্রজা রঞ্জনে সফল মনোরথ হইবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি ?"

ধর্ম্মপাল দেবের খালিমপুর তাম্রশাসনে "যুবরাজ ত্রিভুবন পালের" নাম উল্লিখিত হইয়াছে (১); "ইহা দেবপাল দেবের নামান্তর কিনা, জানা যায় নাই। তজ্জন্য অনেকে অনুমান করিয়াছেন,—ধর্ম্মপাল দেব বর্ত্তমান থাকিতেই, ত্রিভুবনপাল পরলোক গমন করায়, দেবপাল দেব পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ইহার কোনরূপ প্রমাণ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই (২)। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় লিখিয়াছেন, "ধর্ম্মপাল প্রৌঢ়কালে রাষ্ট্রকূট রাজকন্যা রণ্ণাদেবীকে বিবাহ করেন, তাহারই গর্ভে দেবপালের জন্ম। কিন্তু ত্রিভুবনপাল ধর্ম্মপালের পূর্ব্ব মহিষীর গর্ভজাত। সম্ভবতঃ ধর্ম্মপালের শেষাবস্থায় গৌড় রাজধানীতে তাঁহার

দেবপাল (৮৩০-৮৬৫)।

---

(১) "মত মস্ত ভবতাং মহাসামন্তাধিপতি শ্রীনারায়ণ বর্ম্মণা দূতক যুবরাজ শ্রীত্রিভুবন পাল মুখেন বয়মেবং বিজ্ঞাপিতাঃ"।

গৌড় লেখমালা, ১৬ পৃষ্ঠা।

(২) গৌড়লেখমালা, ২৬ পৃষ্ঠা পাদ টীকা।

আত্মীয় রাষ্ট্রকূটগণের প্রভাব বাড়িয়াছিল। তাঁহাদের চেষ্টাতেই রাষ্ট্র-কূট-রাজ-দৌহিত্র দেবপাল গৌড়-সিংহাসন লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন” (১)। বলাবাহুল্য যে এই সমুদয়ই বসুজ মহাশয়ের কল্পনা প্রসূত। ডাক্তার হুলজ দেবপালকে এবং জয়পালকে বাক্‌পালের পুত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। স্যর উইলিয়ম জোন্সের টিপ্পনীসহ ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় দেবপাল দেবের মুঙ্গের লিপির মর্ম্ম ইংরাজী ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, কিন্তু পাঠোদ্ধার শৈথিল্যে এবং [illegible] দেবপাল দেব (ধর্ম্মপালের ভ্রাতা) বাক্‌পালের পুত্র বলিয়া পরিচিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এখনও অনেকের প্রবন্ধে ও গ্রন্থে এই ভ্রম সংক্রামিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু অধ্যাপক কিলহর্ণ যেরূপ পাঠ উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন, তদনুসারে দেবপাল দেব এই তাম্রশাসনে আপনাকে ধর্ম্মপাল দেবের পুত্র বলিয়াই আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন (২)।

নারায়ণপাল দেবের ভাগলপুর তাম্রশাসনে লিখিত আছে (৩):—

“রামস্যেব গৃহীত-সত্য তপস স্তস্যানুরূপো গুণৈঃ
সৌমিত্রে রূদপাদিতুল্য-মহিমা বাক্‌পাল নামানুজঃ।
যঃ শ্রীমান্নয়-বিক্রমৈক-বসতির্ভ্রাতুঃ স্থিতঃ শাসনে
শূন্যাঃ শত্রু-পতাকিনীভিরকরোদেকাতপত্রাদিশঃ॥

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস-রাজন্যকাণ্ড, ১৫৭, ১৫৮ পৃষ্ঠা।

(২) “শ্লাঘ্যা পতিব্রতাসৌ মুক্তা রত্নং সমুদ্র-শুক্তিরিব।
শ্রীদেবপাল দেবং প্রসন্ন বক্ত্রং সুত প্রসূত”।
দেবপাল দেবের মুঙ্গের তাম্রশাসন, ১১ শ্লোক।
গৌড়লেখমালা ৩৪, ৩৭ পৃষ্ঠা।

(৩) গৌড়লেখমালা ৫৭ পৃষ্ঠা।

তস্মাদুপেন্দ্র চরিতৈর্জ্জগতীং পুনানঃ
পুত্রোবভূব বিজয়ী জয়পাল নামা।
ধর্ম্মদ্বিষাং শময়িতা যুধি দেবপালে
যঃ পূর্ব্বজেভুবন রাজ্য-সুখান্যনৈষীৎ ॥"

শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় উপরি উদ্ধৃত শেষোক্ত শ্লোক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন (১), "এই শ্লোকের ব্যাখা-বিভ্রাটে পালবংশীয় নরপালগণের বংশ বিবরণ ভ্রম সঙ্কুল হইয়া পড়িয়াছিল। "তস্মাৎ"-শব্দকে (পূর্ব্বশ্লোকোক্ত) বাক্‌পালের দ্যোতক রূপে গ্রহণ করিয়া, ডাক্তার হুল্‌জ্‌ এবং অন্যান্য মনীষিগণ দেবপালকে এবং জয়পালকে বাক্‌পালের পুত্র বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবপালদেব কিন্তু তাঁহার (মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত) তাম্রশাসনে (একাদশ শ্লোকে) আপনাকে ধর্ম্মপালের পুত্র বলিয়াই স্পষ্টাক্ষরে পরিচয় প্রদান করিয়াগিয়াছেন। বর্ত্তমান শ্লোকে সেই দেবপাল জয়পালের "পূর্ব্বজ" বলিয়া উল্লিখিত থাকায়, জয়পালকে ও ধর্ম্মপালের পুত্র বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু অধ্যাপক কিলহর্ণ স্বয়ং দেবপাল দেবের মুঙ্গের লিপির পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যা-সাধন করিয়াও লিখিয়া গিয়াছেন,—দেবপালদেব মুঙ্গের লিপিতে ধর্ম্মপালের পুত্র এবং অন্যান্য লিপিতে ধর্ম্মপালের ভ্রাতার পুত্র বলিয়া উল্লিখিত থাকায়, মুঙ্গের লিপির উক্তিকে সত্য, এবং অন্যান্য লিপির উক্তিকে ভ্রমাত্মক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে (২)। কোন তাম্রশাসনের বংশ-বিবরণই ভ্রমাত্মক বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারেনা; সকল তাম্রশাসনে একই বংশ বিবরণ উল্লিখিত রহিয়াছে বলিয়াই অনুমান করা কর্ত্তব্য। এখানে

(১) গৌড় লেখমালা, ৬৫, ৬৬ পৃষ্ঠা—পাদ টীকা।

(২) J. A. S. B. Vol Lxi Page 80

"তস্মাৎ" শব্দে ধর্ম্মপালকে গ্রহণ করিলেই, প্রকৃত অর্থ প্রকাশিত হইত। "তস্মাৎ" শব্দের বিকৃতার্থ গ্রহণ করিয়া, দেবপালকে ধর্ম্মপালের ভ্রাতার পুত্র কল্পনা করিয়া, মনীষিগণই এই অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।"

সুতরাং শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের মতে ধর্ম্মপাল, বাক্‌পাল, জয়পাল ও দেবপালের মধ্যে নিম্নলিখিত সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয়—
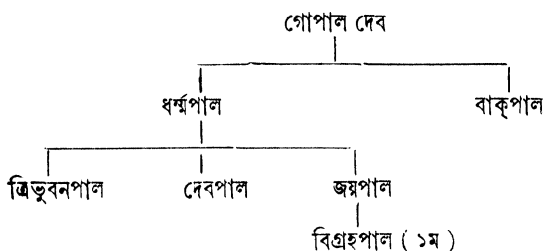
উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সমীচান বলিয়া গ্রহণ করিলে, নারায়ণ পাল, মহীপাল, বিগ্রহপাল প্রভৃতি পরবর্ত্তী পাল রাজগণের তাম্রশাসনে বাক্‌পাল ও জয়পালের উল্লেখ কেন করা হইয়াছে এবং ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনেই বা বাক্‌পালের নাম কেন পরিত্যক্ত হইয়াছে তাহা বুঝা যায় না। ইহা দিগের তাম্রশাসনে বাক্‌পাল ও জয়পালের উল্লেখ রহিয়াছে দেখিয়া মনে হয়, নারায়ণ পাল প্রভৃতি বাক্‌পাল ও তৎপুত্র জয়পালের শাখায়ই জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন ; নতুবা ইহাদের উল্লেখ নিরর্থক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। বংশ-বিজ্ঞাপক শ্লোক গুলির রচনা রীতির প্রতি লক্ষ্য করিলে এই শেষোক্ত সিদ্ধান্তকেই অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। তাহা হইলে ধর্ম্মপাল, বাক্‌পাল, দেবপাল ও জয়পালের সম্বন্ধ নিম্নলিখিত রূপে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে,—

গোপাল দেব

ধর্ম্মপাল　　　　বাক্‌পাল

ত্রিভুবনপাল　　দেবপাল　　জয়পাল

বিগ্রহপাল (১ম)
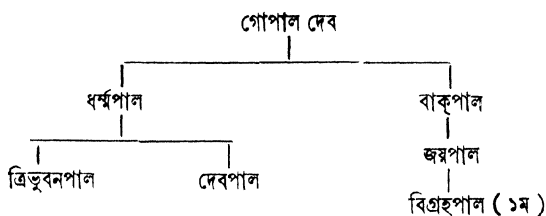
কিন্তু এই শেষোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে দেবপালকে জয়পালের "পূর্ব্বজ" বলিয়া পরিচিত করিবার কারণ কি তাহা প্রতিভাত হয় না। দেবপাল, জয়পালের "পূর্ব্বজ" বলিয়া উল্লিখিত থাকায় জয়পালকে ধর্ম্ম-পালের পুত্র এবং দেবপালের কনিষ্ঠ সহোদর বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, সন্দেহ নাই। নারায়ণ পালের তাম্রশাসনের চতুর্থ শ্লোকে "বাক্‌পালের গুণ-কর্ম্মাদির উল্লেখ থাকিলেও, ইহা মুখ্যতঃ (তদীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা) ধর্ম্ম-পালেরই প্রশংসা বিজ্ঞাপক" (১)। সুতরাং ৫ম শ্লোকের "তস্মাৎ" শব্দটীকে ধর্ম্মপালের দ্যোতকরূপেও গ্রহণ করা যাইতে পারে। নারায়ণ পাল ও তদ্বংশীয় পাল নরপতিগণের তাম্রশাসনোক্ত বংশ-বিজ্ঞাপক শ্লোক-গুলির মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। সুতরাং ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম তাম্রশাসনের শ্লোকগুলিই অপরাপর তাম্রশাসনে যথাযথ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

কিন্তু "ছান্দোগ পরিশিষ্ট প্রকাশে" নারায়ণ লিখিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ পরিতোষের বংশধর পণ্ডিতাগ্রণী ও বহুশিষ্যের অধ্যাপক উমাপতিকে ক্ষ্মাপাল জয়পাল তাঁহার পিতার শ্রাদ্ধকালে শ্রাদ্ধের মহা দান

---

(১) গৌড় লেখ মালা—৬৫ পৃষ্ঠা—পাদ টীকা।

প্রদান করিয়াছিলেন (১)। এস্থলে জয়পালের পিতার নাম উল্লিখিত হয় নাই। গৌড়বঙ্গাধিপতি ধর্ম্মপাল জয় পালের পিতা হইলে নারায়ণ জয়পালের সঙ্গে তদীয় পিতা ধর্ম্মপালের নাম উল্লেখ করিতে সম্ভবতঃ বিস্মৃত হইতেন না। সুতরাং ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে জয়পালের পিতা গৌড়বঙ্গাধিপতি ছিলেন না। নারায়ণ পাল ও তদ্বংশীয় পালরাজগণের তাম্রশাসনে যে ভাবে বাক্‌পাল ও জয়পালের গুণকীর্ত্তন করা হইয়াছে তাহাতে স্বতঃই মনে হয় যে নারায়ণ পাল প্রভৃতি বাক্‌পাল ও তৎপুত্র জয়পালের বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই সমুদয় বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া শেষোক্ত বংশলতাই গ্রহণ করা সঙ্গত মনে করি।

রাজ্যবিস্তৃতি।

দেবপালদেবের মুঙ্গের লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, "একদিকে হিমালয়, অপর দিকে শ্রীরামচন্দ্রের কীর্ত্তি-চিহ্ন সেতুবন্ধ,—একদিকে বরুণ-নিকেতন অপর দিকে লক্ষ্মীর জন্মনিকেতন (ক্ষীরোদ-সমুদ্র,) —এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন সমগ্র ভূমণ্ডল সেই রাজা (দেবপাল) নিঃসপত্ন ভাবে উপভোগ করিয়াছেন" (২)। গৌড়রাজমালায় এসম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে,—"একথা কবি-কল্পিত হইলেও ইহার অভ্যন্তরে গৌড়াধিপ এবং গৌড়জনের অন্তর্নিহিত উচ্চাভিলাষের ছায়া প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে. এবং

---

(১) "তস্মাদ্ ভূষিত সাব্ধি ভূমিবলয়ঃ শিষ্যোপশিষ্য ব্রজৈ-
র্ব্বিদ্বন্মৌলিরভূদুমাপতিরিতি প্রভাকর গ্রামণীঃ।
শ্মাপাল জয়পালতঃ সহি মহাশ্রাদ্ধং প্রভূতং মহা-
দানং চার্থি গণার্হণার্দ্র হৃদয়ঃ প্রত্য গ্রহীৎ পুণ্যবান্" ॥

Eggeling's Catalogue of Sanskrit Manuscript in the India Office Library, Part I Page 92-93.

(২) "আগঙ্গাগম-মহিতাৎ সপত্ন শূন্যা
মাসেতোঃ প্রথিত —দশাস্যকেতু-কীর্ত্তেঃ।

দেবপাল এই অভিলাষ পূরণে সমর্থ না হইলেও, উহার উদ্যোগ করিতে গিয়া, তিনি যে তৎকালীন ভারতীয় নরপতি-সমাজে বাহুবলে স্বীয় শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না" (১)। এই অনুমান সঙ্গত বলিয়াই মনে হয়, কারণ, ভট্টগুরব মিশ্রের দিনাজপুর স্তম্ভলিপিতে উক্ত হইয়াছে, "সেই দর্ভপাণির নীতি কৌশলে শ্রীদেবপাল-নৃপতি মতঙ্গজ মদাভিসিক্ত শিলা সংহতিপূর্ণ রেবা নদীর জনক হইতে মহেশ ললাট শোভি ইন্দুকিরণ শ্বেতায়মান গৌরীজনক পর্ব্বত পর্য্যন্ত, সূর্য্যোদয়াস্ত কালে অরুণ-রাগ রঞ্জিত জলরাশির আধার পূর্ব্ব সমুদ্র এবং পশ্চিম সমুদ্র (মধ্যবর্ত্তী) সমগ্র ভূভাগ করপ্রদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন" (২)। তারানাথ বলেন, দেবপাল বিন্ধ্য ও হিমালয়ের মধ্যবর্ত্তী সমুদয় ভূভাগ অধিকার করিয়াছিলেন (৩)।

উর্ব্বী মাবরুণ নিকে (ত) নাচ্চ সিন্ধো
রালক্ষ্মী—কুল ভবনাচ্চ যো বুভোজ" ॥

গৌড় লেখমালা ৩৮, ৪৪ পৃষ্ঠা।

(১) গৌড় রাজমালা ৩২ পৃষ্ঠা।

(২) "আরেবা-জনকান্মতঙ্গজ-মদ-স্তিম্যাচ্ছিলা-সংহতে
র'গৌরী-পিতু-রীশ্বরেন্দু-কিরণৈঃ পুষ্যৎ সিতিম্নোগিরেঃ।
মার্ত্তণ্ডাস্তময়ো দয়ারুণ-জলদাবারি-রাশি-দ্বয়াৎ
নীত্যা যস্ত ভুবং চকার করদাং শ্রীদেবপালো নৃপঃ" ॥

গৌড় লেখমালা ৭২, ৭৮ পৃষ্ঠা।

(৩) Indian Antiquary Vol IV.

নারায়ণ পালের ভাগলপুর তাম্রশাসনে লিখিত হইয়াছে, যে ভ্রাতার (দেবপাল দেবের) নির্দ্দেশ ক্রমে সেই বলবান (জয়পাল) দিগ্বিজয়ার্থ চতুর্দ্দিকে প্রধাবিত হইলে, দূর হইতে (তাঁহার) নামমাত্র শ্রবণ করিয়াই, উৎকলাধীশ অবসন্ন হইয়া, (স্বকীয়) রাজধানী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রাগ্‌জ্যোতিষের অধীশ্বরও তদীয় উচ্চ মস্তকে (জয়পালের) যুদ্ধোদ্যমো-পশম-কারিণী (জয়পালের আজ্ঞা শ্রবণ করিয়াই, প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতির যুদ্ধ সংক্রান্ত বাদানুবাদ উপশমিত হইয়া গিয়াছিল) আজ্ঞা ধারণ করিয়া, আত্মীয়বর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া, চিরকাল (পরমসুখে) অবস্থিতি করিয়াছিলেন" (১)। ডাক্তার হুলজ্‌ লিখিয়া গিয়াছেন, "The sense of this stanza seems to be that Jaypala supported the King of Pragjyctisa successfully against the King of Utkala," (২) কিন্তু শ্লোকের মধ্যে এরূপ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহাতে উৎকলাধিপতির পরাজয়ের, এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতির সহিত সন্ধিবন্ধনের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় (৩)। দিনাজপুরের গরুড়-

উৎকলেশ, প্রাগ্‌জ্যোতিষপতি, ও দেবপাল।

---

(১) "যস্মিন্ ভ্রাতুর্নিদেশাদ্বলবতি পরিতঃ প্রস্থিতে জেতুমাশাঃ
সীদন্নাম্নৈব দূরান্নিজপুর মজহাদুৎ কলানামধীশঃ।
আসাঞ্চক্রে চিরায় প্রণয়ি-পরিবৃতো বিভ্রদুচ্চেন মূর্দ্ধ্না
রাজা প্রাগ্‌জ্যোতিষাণামুপশমিত সমিৎ সং কথাং যস্য চাজ্ঞাং"।

গৌড়লেখমালা ৫৮, ৬৩ পৃষ্ঠা।

(২) "Indian Antiquary Vol XV. P. 304.

(৩) গৌড় লেখমালা ৬৩ পৃষ্ঠা, পাদ টীকা।

স্তম্ভ লিপীতেও "উৎকলকুল-উৎকিলিত" করিবার কথা পাওয়া যায় (১)। গৌড়রাজমালায় লিখিত হইয়াছে, (২) "ভগদত্তবংশীয় প্রলম্বের প্রপৌত্র জয়মাল বীরবাহু সম্ভবত এই সময়ে প্রাগ্‌জ্যোতিষের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রাগ্‌জ্যোতিষপতি পরাক্রান্ত গৌড়াধিপের নিকট ন্যূনতা স্বীকার করিয়া, মৈত্রী স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়া থাকিবেন। কিন্তু যিনি জয়পালের নাম শুনিয়াই রাজধানী ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, সেই উৎকলপতি যে কে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। খৃষ্টীয় নবম দশম এবং একাদশ শতাব্দের, অর্থাৎ কলিঙ্গের গঙ্গাবংশীয় রাজা অনন্তবর্ম্মা চোড়-গঙ্গ (১০৭৮-১১৪২) কর্ত্তৃক উড়িষ্যা বিজয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, উড়িষ্যার ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। কলিঙ্গের সঙ্গে উড়িষ্যা সপ্তম শতাব্দে যেমন গৌড়াধিপ শশাঙ্কের এবং অষ্টম শতাব্দে গৌড়াধিপ হর্ষের পদানত হইয়াছিল, জয়পাল কর্ত্তৃক উড়িষ্যা আক্রমণের কাল হইতে উৎকল পতিগণও সম্ভবত সেইরূপ পালরাজগণের পদানত থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন"।

কামরূপাধিপতি বনমালের তেজপুর-তাম্রশাসন ও বলবর্ম্মার নওগাঁও-তাম্রশাসন হইতে হর্জ্জরবংশীয় রাজগণের বংশবিবরণ অবগত হওয়া যায় (৩)। তেজপুর সহরের সন্নিকৃষ্ট ব্রহ্মপুত্র-তীরস্থিত পর্ব্বতগাত্র লিপিতে নরপতি হর্জ্জরের নাম এবং লিপির সন ৫১০ অব্দ উৎকীর্ণ আছে (৪)। ডাক্তার কিলহর্ণ এই অঙ্ক গুপ্তাব্দ বলিয়া অনুমান

---

(১) গরুড় স্তম্ভ লিপি ১৩ শ্লোক—গৌড় লেখমালা ৭৪ পৃষ্ঠা।

(২) গৌড় রাজমালা ২৯ পৃষ্ঠা।

(৩) J. A. S. B. 1840. Page 766 : J. A. S. B. 1897 Part I Page 285. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৭ ভাগ—১১৩ পৃষ্ঠা।

(৪) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ২০শ ভাগ—১৯০ পৃষ্ঠা।

করিয়াছেন। তাহা হইলে এই লিপির সন ৮২৯ খৃষ্টাব্দ হয়। হর্জ্জর ৮২৯ খৃষ্টাব্দে কামরূপের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে তদীয় পৌত্র জয়মালকে দেবপালের সমসাময়িক না ধরিয়া তাঁহার পুত্র বনমালকেই দেবপালের সমসাময়িকরূপে গ্রহণ করা সঙ্গত।

উৎকল ও প্রাগ্‌জ্যোতিষ-বিজয়ের যশোমাল্য দেবপালের খুল্লতাত পুত্র জয়পালের মস্তকেই অর্পিত হইয়াছে। নারায়ণ পালের ভাগলপুর তাম্রশাসনে এবং গরুড়স্তম্ভ লিপিতে একথা স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে।

দেবপালের মুঙ্গের তাম্রশাসনে, দেবপালের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে, "যুবক অশ্বগণ ও কম্বোজ দেশে উপনীত হইয়া দীর্ঘকালের পর স্বকীয়-হর্ষ-সম্ভুত হ্রেষারব মিশ্রিত হ্রেষারব-কারী প্রিয়তমা বৃন্দের দর্শনলাভ করিয়াছিল" (১)। গুরব মিশ্রের গরুড়স্তম্ভ লিপিতেও দেবপাল "মহেশ-ললাট-শোভি-ইন্দু-কিরণ শ্বেতায়মান গৌরীজনক (হিমালয়) পর্ব্বত পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ করপ্রদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (২)। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে কম্বোজগণ যে হিমালয় হইতে বহির্গত হইয়া গৌড়রাজ্য হস্তগত করিতে সমর্থ হইয়াছিল তাহা বানগড়ের ভগ্ন-স্তূপ হইতে সংগৃহীত এবং দিনাজপুর রাজবাড়ীর উদ্যানে পরিরক্ষিত একটি প্রস্তরস্তম্ভের পাদদেশে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা

কাম্বোজ ও হূণগণ এবং দেবপাল।

(১) "কাম্বোজেষু চ যস্ত বাজি যুবভি র্ধ্বস্তান্য রাজৌজসো
হেষা মিশ্রিত হারি হেষিত রবাঃ কান্তা শ্চিরং বীক্ষিতাঃ"
গৌড় লেখমালা ৩৭, ৪৪ পৃষ্ঠা।

(২) গৌড় লেখমালা, ৭৮ পৃষ্ঠা।

গিয়াছে (১)। সুতরাং অনুমান হয় দেবপালের শাসনকালে কাম্বোজগণ বিশেষ পরাক্রমশালী হইয়া উঠিলে দেবপাল সসৈন্যে হিমালয় প্রদেশে উপনীত হইয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

দেবপাল দেব কর্ত্তৃক হূণ-গর্ব্ব খর্ব্বীকৃত হইয়াছিল বলিয়া গরুড়স্তম্ভ-লিপিতে উক্ত হইয়াছে (২)। "ষষ্ঠ শতাব্দের প্রথমার্দ্ধে যশোধর্ম্ম কর্ত্তৃক পরাজিত হূণরাজ মিহিরকুলের মৃত্যুর পর, হূণরাজ্যের অস্তিত্বের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না; কিন্তু উত্তরাপথের স্থানে স্থানে, বিশেষত মধ্যভারতে, দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত হূণ প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। হর্ষচরিতে থানেশ্বরের অধিপতি প্রভাকর বর্দ্ধন "হূণ হরিণের সিংহ" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন; এবং ৬০৫ (খৃষ্টাব্দে) তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে, তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যবর্দ্ধনকে "হূণ-হত্যার জন্য উত্তরাপথে প্রেরণ করিয়াছিলেন", এরূপ উল্লেখ আছে (৩)। মিহির ভোজের পুত্র কান্যকুব্জরাজ মহেন্দ্রপালের সৌরাষ্ট্রের মহাসামন্ত দ্বিতীয় অবনি বর্ম্মা-

---

(১) " দুর্ব্বারারি বরূথিনী প্রমথনে দানে চ বিদ্যাধরৈঃ
সানন্দং দিবি যস্য মার্গণ গুণ গ্রামগ্রহো গীয়তে।
কাম্বোজান্বয়জেন গৌড় পতিনা তেনেন্দু মৌলে রয়ং
প্রাসাদো নিরমায়ি কুঞ্জর ঘটা বর্ষেণ ভূ ভূষণঃ" ॥

Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol VII Page 619.

(২) গরুড়স্তম্ভলিপি ১৩শ শ্লোক, গৌড়রাজমালা ৭৪ পৃষ্ঠা।

(৩) অথ কদাচিৎ রাজা রাজ্যবর্দ্ধনং কবচহরম্ আহূয় হূণান্ হন্তুং হরিণান্ ইব হরির্হরিণেশ কিশোরম্ অপরিমিত বলানুযাতং চিরন্তনৈঃ অমাত্যৈঃ অনুরক্তৈশ্চ মহাসামন্তৈঃ কৃত্বা সাভিসারম্ উত্তরাপথং প্রাহিণোৎ"।

জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের সংস্করণ হর্ষচরিত ৫ম উচ্ছাস ৩১০ পৃষ্ঠা।

যোগের, উনায়প্রাপ্ত ৯৫৬ বিক্রম সংবতের (৮৯৯ খৃষ্টাব্দের) তাম্রশাসনে তাঁহার পিতা বলবর্ম্মা সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, তিনি জজ্জপাদি নৃপতিগণকে নিহত করিয়া, ভুবন হূণবংশ হীন করিয়াছিলেন (১)। দেবপালের পরবর্ত্তী যুগে, খৃষ্টীয় দশম শতাব্দে, হূণগণ মালবে উদীয়মান পরমার রাজ-বংশের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। পদ্মগুপ্তের "নবসাহসাঙ্কচরিত" এবং পরমার রাজগণের প্রশস্তি হইতে জানা যায়, পরমার রাজ দ্বিতীয় শিয়ক, তদীয় পুত্র উৎপল মুঞ্জরাজ (৯৭৪—৯৯৫ খৃঃ অঃ) এবং সিন্ধুরাজ, যথাক্রমে হূণরাজগণের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। দেবপাল সম্ভবত মালবের হূণগণের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছিলেন (২)।

দ্রবিড়েশ্বর, গুর্জ্জর-পতি ও দেবপাল।

গুরবমিশ্রের গরুড়স্তম্ভ লিপি হইতে জানা যায় যে, "মন্ত্রী কেদার মিশ্রের বুদ্ধিবলের উপাসনা করিয়া, গৌড়েশ্বর দেবপালদেব উৎকলকুল উৎকিলিত করিয়া, হূণ গর্ব্ব খর্ব্বীকৃত করিয়া, এবং দ্রবিড় গুর্জ্জর-নাথ-দর্প চুর্ণীকৃত করিয়া, দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সমুদ্র-মেখলাভরণা বসুন্ধরা উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন" (৩)। আবার ৫ম শ্লোক হইতে দেবপালের বিন্ধ্যপর্ব্বতে অভিযান প্রেরণের প্রসঙ্গও অবগত হওয়া যায় (৪)। দেবপাল দেবের মুঙ্গের

(১) Epigraphia Indica Vol. IX. P. 8.

(২) গৌড়রাজমালা ৩১-৩২ পৃষ্ঠা।

(৩) "উৎকীলিতোৎকল-কুল হৃত-হূণ-গর্ব্বং
খর্ব্বী কৃত দ্রবিড় গুর্জ্জর নাথ দর্পং।
ভুপীঠ মব্ধি রশনাভরণ মুভোজ
গৌড়েশ্বর শ্চির মুপাস্য ধিয়ং যদীয়াং"॥

গৌড় লেখমালা ৭৪, ৮১ পৃষ্ঠা।

(৪) গৌড় লেখমালা ৭২ পৃষ্ঠা, গরুড়স্তম্ভ লিপি।

তাম্রশাসনেও লিখিত আছে, "অপর নৃপতিবৃন্দের গর্ব্ব খর্ব্বকারক সেই রাজার দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে রণকুঞ্জরগণ ভ্রমণ করিতে করিতে বিন্ধ্যগিরিতে উপনীত হইয়া আনন্দাশ্রু প্রবাহ প্লাবিত বন্ধুগণকে পুনরায় দর্শন করিয়াছিল" (১)। বিন্ধ্যপর্ব্বত, গুর্জ্জর ও দ্রবিড় বা রাষ্ট্রকূট রাজ্যের সীমান্ত স্থানে অবস্থিত। সুতরাং দেবপালদেবের বিন্ধ্যপর্ব্বতে গমন এবং দ্রবিড় ও গুর্জ্জরনাথের দর্প চূর্ণীকৃত করিবার কথা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বিন্ধ্যপর্ব্বতের কোনও স্থানেই এই উভয় নৃপতির সহিত তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল এবং তাহার ফলে ইহারা উভয়েই দেবপালের হস্তে পরাজিত হইয়া তাঁহাকে করপ্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। এক্ষণে কথা হইতেছে যে এই দ্রবিড়পতি ও গুর্জ্জরনাথের নাম কি?

যে দ্রবিড়পতি ও গুর্জ্জরনাথ দেবপালের হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নাম প্রশস্তিতে উল্লিখিত হয় নাই। গৌড় রাজমালা লেখকের মতে "এই দ্রবিড়রাজ অবশ্য মান্যখেটের রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণ [অনুমানিক ৮৭৭-৯১৩] এবং গুর্জ্জরনাথ গুর্জ্জরের প্রতিহার বংশীয় মিহির-ভোজ, যিনি তৎকালে কান্যকুব্জের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন" (২)। দেবপাল কান্যকুব্জ-বিজয়ী গুর্জ্জর-প্রতীহার-বংশীয় রামভদ্র ও মিহির-ভোজের (দ্বিতীয় নাগভটের পৌত্র প্রথম ভোজের) সমসাময়িক ছিলেন সন্দেহ নাই (৩), কিন্তু তিনি তৃতীয় গোবিন্দের পৌত্র দ্বিতীয় কৃষ্ণের সিংহাসন প্রাপ্তি পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন কি না তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

---

(১) "ভ্রাম্যদ্ভির্বিজয় ক্রমেণ করিভি (: স্বা) মেব বিন্ধ্যাটবী
মুদ্দামপ্লবমান বাষ্প পয়সো দৃষ্টাঃ পুনর্ব্বান্ধবাঃ"।
গৌড় লেখমালা, ৩৭ পৃষ্ঠা।

(২) গৌড় রাজমালা ৩০ পৃষ্ঠা।

(৩) দ্বিতীয় নাগভটের পুত্র রামভদ্রই সম্ভবতঃ দেবপাল কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন।

তৃতীয় গোবিন্দের পুত্র প্রথম অমোঘ বর্ষ যে ৮১৫ খৃষ্টাব্দেই পিতৃসিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, তাহা ধর্ম্মপালের প্রসঙ্গে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই অমোঘবর্ষ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। সৌন্দত্তির শিলালিপি ৭৯৭ শকে বা ৮৭৫ খৃষ্টাব্দে অকাল বর্ষ বা দ্বিতীয় কৃষ্ণের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে। পক্ষান্তরে কান্‌হেরি গুহার শিলালেখ ইহার দুই বৎসর পরে, ৭৯৯ শকে বা ৮৭৭ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় কৃষ্ণের পিতা প্রথম অমোঘ বর্ষের শাসন সময়ে খোদিত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে (১)। সুতরাং আপাততঃ এই উভয় শিলালেখ-বর্ণিত তারিখে বৈষম্য দেখা গেলেও, অমোঘবর্ষ বিরচিত "প্রশ্নোত্তর-রত্নমালিকায়" ইহার মীমাংসা রহিয়াছে। উক্তগ্রন্থে লিখিত আছে যে, বিবেক-প্রবুদ্ধ অমোঘবর্ষ পরিণত বয়সে সংসারে বীতস্পৃহ হইয়া রাজ্য হইতে অবসর গ্রহণপূর্ব্বক রত্নমালিকা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন (২)। সুতরাং অমোঘবর্ষের জীবিতকাল মধ্যে তদীয় পুত্র অকালবর্ষ বা দ্বিতীয়কৃষ্ণ রাষ্ট্রকূট সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন বলিয়াই কান্‌হেরি ও সৌন্দত্তির শিলালেখ-বর্ণিত সময়ের বৈষম্য দেখা যাইতেছে। যাহা হউক দ্বিতীয়কৃষ্ণ যে ৮৭৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে সিংহাসন লাভ করেন নাই, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

কিন্তু দেবপাল যে ৮৭৫ খৃষ্টাব্দের পরেও জীবিত ছিলেন তাহার কোনও প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। এজন্য আমরা মনে করি

(১) Bhandarkar's History of Deccan Page 200,

(২) "বিবেকাত্যক্ত রাজ্যেন রাজ্ঞেয়ং রত্নমালিকা।
রচিতামোঘবর্ষেণ সুধিয়াঃ সদলং কৃতিঃ"।

Bhandar kar's Search for Sanskrit Mss. for 1883-84. Notes &c Page ii.

রাষ্ট্রকূটপতি প্রথম অমোঘ বর্ষের সহিতই গৌড়-বঙ্গাধিপতি দেবপালের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। আবার প্রথম অমোঘবর্ষের সিরুর ও নীল-গুণ্ডে আবিষ্কৃত শিলালিপিদ্বয় হইতে জানা যায় যে, অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, মালব ও বেঙ্গীর অধিপতিগণ তাঁহার অর্চ্চনা করিয়াছিলেন (১)। সুতরাং ইহা হইতেও গৌড়-বঙ্গাধিপতির সহিত প্রথম অমোঘ বর্ষের যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। অমোঘবর্ষ ষষ্টি বৎসরেরও অধিককাল মান্যখেটের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। সুতরাং তিনি সম্ভবতঃ দেবপাল দেবেরই সম সাময়িক। কিন্তু এই পাল রাষ্ট্রকূট দ্বন্দ্বে বিজয়লক্ষ্মী কাহার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়াছিল তাহা নির্দ্ধারণ করা শক্ত, কারণ আমরা উভয়পক্ষের প্রশস্তিকারকেই সমস্বরে জয়ঘোষণা করিতে দেখিতে পাইতেছি। শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায় অনুমান করেন যে, পালরাষ্ট্রকূটের এই সংঘর্ষের ফলে দেবপাল বা প্রথম অমোঘ বর্ষ কেহই জয়লাভ করেন নাই (২)। ফ্লিট সাহেব সিরুর লিপির উক্তি অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে করেন (৩)।

যোধপুর রাজ্যের অন্তর্গত দৌলতপুরা নামক স্থানে আবিষ্কৃত ৯০০ বিক্রমাব্দে বা ৮৪৩ খৃষ্টাব্দে সম্পাদিত গুর্জ্জর প্রতীহার রাজ দ্বিতীয়

---

(১) "অরিনৃপতি মুকুট ঘট্টিত চরণঃ সকল ভুবন বন্দিত শৌর্য্যঃ।
বঙ্গাঙ্গ মগধ মালব বেঙ্গীশৈরর্চ্চিতোঽতিশয় ধবলঃ॥

Epigraphia Indica Vol VI. P. 103 & Indian Antiquary Vol XII P. 218.

(২) প্রবাসী ১৩১৯, চৈত্র ৫৮২ পৃষ্ঠা।

(৩) "The Sirur inscription claims that worship was done to him by the Kings of Anga, Vanga, Magadha,

নাগভটের পৌত্র, রামভদ্রের পুত্র, প্রথম ভোজদেবের (মিহির ভোজের) একখানি তাম্রশাসন মহোদয় বা কান্যকুব্জ হইতে প্রদত্ত হইয়াছে (১)। সুতরাং ৮৪৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই যে মহোদয় বা কান্যকুব্জ প্রথম ভোজদেবের হস্তগত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। স্বীয় অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য দেবপালকে সম্ভবতঃ প্রথম ভোজদেবের সহিত সর্ব্বদা কলহে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল। গোয়ালিয়রে প্রাপ্ত প্রথম ভোজদেবের শিলালিপিতে ভোজদেব সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে (২):—

"যস্যবৈরি বৃহদ্বঙ্গান্দহতঃ কোপ-বহ্নিনা।
প্রতাপাদর্ণ সাংরাশীন্ পাতুর্ব্বৈতৃষ্ণমাবভৌ"॥

অর্থাৎ কোপাগ্নির দ্বারা পরাক্রান্ত শত্রু বঙ্গগণকে দহনকারী এবং প্রতাপের দ্বারা সাগরের জলরাশি পানকারী তাঁহার তৃষ্ণাভাব শোভা পাইয়াছিল" (৩)। কিন্তু গোয়ালিয়র প্রশস্তিতে প্রথম ভোজদেব কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ অধিকারের বিবরণ উল্লিখিত হয় নাই। সুতরাং ইহা হইতে মনে হয়, গোয়ালিয়র প্রশস্তি রচনা করিবার সময়ে মিহির ভোজের সহিত দেবপালের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার

Malava, and Vengis. As regards Anga, Vanga, and Magadha—places which lay very far to the East, in the directions of Bengal,—the assertion is doubtless hyperbolical."

Bombay Gazetteer Vol I Part ii Page 402.

(১) Epigraphia Indica, Vol V. P. 211.

(২) Epigraphia Indica Vol IX. P, 5.

(৩) গৌড় রাজমালা, ২৭ পৃষ্ঠা। রামভদ্রের পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার জন্যই সম্ভবতঃ ভোজদেব কান্যকুব্জ অধিকার করিয়াছিলেন।

ফলে মিহিরভোজ তৎকালে সম্ভবতঃ দেবপালকে পরাজয় করিয়া পাল সাম্রাজ্যের কোনও অংশই অধিকার করিতে সমর্থ হন নাই (১)।

কিন্তু গুর্জ্জরগণের পুনঃপুনঃ আক্রমণ প্রতিহত করিতে দেবপালও সক্ষম হন নাই। বারম্বার কান্যকুব্জ হইতে বিতাড়িত হইয়া গুর্জ্জরগণ মিহিরভোজের নেতৃত্বাধীনে ৮৪৩ খৃষ্টাব্দ মধ্যে মহোদয় বা কান্যকুব্জ অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই অধিকার এত দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল যে ইতিহাসে বৎসরাজের বংশ মহোদয়-গুর্জ্জর-প্রতীহার-বংশ-নামে বিখ্যাত। মিহিরভোজ উত্তর-পশ্চিমে পঞ্চনদ সীমান্ত-স্থিত হূণ রাজ্য, দক্ষিণ-পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র, উত্তর-পূর্ব্বে কান্যকুব্জ ও দক্ষিণপূর্ব্বে নর্ম্মদার উৎপত্তি স্থান পর্য্যন্ত প্রায় সমগ্র উত্তরাপথে প্রাধান্য সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

গুরব মিশ্রের গরুড়স্তম্ভ লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, গুরব-মিশ্রের প্রপিতামহ দর্ভপাণি দেবপালেরও প্রধান অমাত্য পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কেবলমাত্র বাকপাল তনয় জয়পালের ভুজবলেই দেবপাল আর্য্যাবর্ত্তে স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন করিতে সমর্থ হন নাই, দর্ভপাণির নীতি কৌশলের সম্বন্ধও তাহার সহিত বর্ত্তমান ছিল। দেবপাল দর্ভ-পাণিকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন। "নানা মদমত্ত-মতঙ্গজ-মদবারি-নিষিক্ত-ধরণিতল-বিসর্পি-ধূলি পটলে দিগন্তরাল সমাচ্ছন্ন করিয়া, দিক্‌চক্রাগত ভূপালবৃন্দের চির সঞ্চরমান সেনাসমূহ যাঁহাকে নিরন্তর দুর্ব্বিলোক করিয়া রাখিত, সেই দেবপাল নামক

দেবপালের মন্ত্রিগণ।

(১) প্রথম ভোজদেবের সাগর তাল লিপিতে দেবপালের পরাজয়ের কোনই উল্লেখ নাই—Annual Report of the Archaeological Survey of India. 1903—4 Page 281.

নরপাল উপদেশ গ্রহণের জন্য দর্ভপাণির অবসরের অপেক্ষায় তাঁহার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিতেন" (১)। "সুররাজ কল্প দেবপাল নরপতি সেই মন্ত্রিবরকে অগ্রে চন্দ্র বিম্বানুকারী মহার্হ আসন প্রদান করিয়া, নানা-নরেন্দ্র মুকুটাঙ্কিত-পাদ-পাংসু হইয়াও স্বয়ং সচকিত ভাবেই সিংহাসনে উপবেশন করিতেন" (২)। "প্রবল পরাক্রান্ত পাল-সাম্রাজ্যের সিংহাসনে স্বকীয় মন্ত্রিবরের সম্মুখে দেবপাল দেবের "সচকিত ভাবে" উপবেশন করিবার কারণ কি, তাহা উল্লিখিত হয় নাই। প্রকৃতি পুঞ্জ কর্ত্তৃক দেবপালের পিতামহ গোপালদেব সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইবার কথা স্মরণ করিলে, লোক-নায়ক-মন্ত্রি গণকেই (King Maker) রাজ-নির্ব্বাচনকারী বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। "সচকিত" শব্দের প্রয়োগে ইঙ্গিতে সেই ঐতিহাসিক-তত্ত্ব সূচিত হইয়া থাকিতে পারে। নচেৎ কেবল মন্ত্রিবরের প্রতি পদোচিত সম্মান-প্রদর্শন বিজ্ঞাপনার্থ "সচকিত"-শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে না। ইহাতে বৌদ্ধ নরপালগণের শাসন সময়ে বাঙ্গালা দেশে ব্রাহ্মণের সমুচিত পদমর্য্যাদার অভাব না থাকিবারই প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় অধ্যাপক কিলহর্ণ "অগ্রে" শব্দের অর্থ করিয়াছেন,

---

(১) "মাদ্যন্নানা গজেন্দ্র-স্রবদন বরতোদ্দাম-দান-প্রবাহো
স্মৃষ্ট ক্ষৌণী-বিসর্পি-প্রবল-ঘনরজঃ-সম্বৃতাশাবকাশং।
দিক্‌চক্রায়াত-ভূভৃৎ-পরিকর-বিসরদ্বাহিনী-দুর্ব্বিলোক
স্তস্থৌ-শ্রীদেবপালো নৃপতি রবসরাপেক্ষয়া দ্বারি যস্য"॥

গৌড় লেখমালা, ৭২, ৭৮ পৃষ্ঠা।

(২) দত্বাপ্যনল্পমুড়ুপচ্ছবি-পীঠমগ্রে যস্যাসনং নরপতিঃ সুররাজ কল্পঃ।
নানা-নরেন্দ্র-মুকুটাঙ্কিত-পাদপাংসুঃ সিংহাসনং সচকিতঃ স্বয়মাসসাদ"॥

গৌড় লেখমালা, ৭২, ৭৯ পৃষ্ঠা।

first offered to him a chair of state, মন্ত্রিবংশের কিরূপ প্রাধান্য ছিল, ইহাতেও তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়" (১)।

দর্ভপাণির পুত্রের নাম সোমেশ্বর। তিনি সম্ভবতঃ দেবপালের একজন সেনাপতি ছিলেন; কারণ গরুড় স্তম্ভ লিপিতে উক্ত হইয়াছে, "তিনি বিক্রমে ধনঞ্জয়ের সহিত তুলনা লাভের উপযুক্ত উচ্চস্থানে আরোহণ করিয়াও বিক্রম প্রকাশের পাত্রাপাত্র বিচার সময়ে ধনঞ্জয়ের ন্যায় ভ্রান্ত বা নির্দ্দয় হইতেন না" (২)। সোমেশ্বর তনয় কেদারমিশ্র দর্ভপাণির পরে দেবপালের অমাত্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। "তাঁহার বিস্ফারিত শক্তি দুর্দ্দমনীয় বলিয়া পরিচিত ছিল। আত্মানুরাগ-পরিণত অশেষ বিদ্যা যোগ্যপাত্র পাইয়া তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছিল। তিনি স্বকর্ম্মগুণে দেব-নরের হৃদয়-নন্দন হইয়াছিলেন" (৩)। এই মন্ত্রিবরের বুদ্ধিবলের উপাসনা করিয়া, গৌড়েশ্বর দেবপালদেব উৎকলকুল উৎকিলিত করিয়া হূণ-গর্ব্ব খর্ব্বীকৃত করিয়া, এবং দ্রবিড় গুর্জ্জরনাথ দর্প চূর্ণীকৃত করিয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সমুদ্র-মেখলা-ভরণা বসুন্ধরা উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

দর্ভপাণি, সোমেশ্বর এবং কেদার মিশ্র এই তিন পুরুষ যখন দেবপালের সমসাময়িক ছিলেন, তখন দেবপাল যে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত গৌড়-বঙ্গের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। দেবপালদেবের মুঙ্গের-লিপি তদীয় বিজয়-রাজ্যের ৩৩ সংবৎসরে উৎকীর্ণ হইয়াছে। সুতরাং দেবপালের রাজ্যকাল ৩৫ বৎসর নির্দ্দেশ করা যাইতে

রাজ্যকাল।

(১) গৌড় লেখমালা ৭৯ পৃষ্ঠা পাদটীকা।

(২) গৌড় লেখমালা, ৭৯ পৃষ্ঠা।

(৩) গৌড় লেখমালা ৮০ পৃষ্ঠা।

পারে। তিনি সম্ভবতঃ ৮৩৫—৮৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গৌড়বঙ্গের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

দেবপালের রাজত্বকালে নগরহার নগরের (বর্ত্তমান জালালাবাদ) অধিবাসী ইন্দ্রগুপ্তের পুত্র বীরদেব বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন সমাপন পূর্ব্বক বৌদ্ধমতের অনুরাগী হইয়া অধ্যয়নার্থ কণিষ্ক-বিহারে গমন করিয়াছিলেন, তথায় সর্ব্বজ্ঞ শান্তি নামক আচার্য্যের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া এবং বৌদ্ধমতে দীক্ষিত হইয়া, তিনি বুদ্ধগয়াধামের মহাবোধি দর্শন করিবার উদ্দেশ্যে, প্রাচ্যভারতে আগমন করিয়াছিলেন এবং দীর্ঘকাল যশোবর্ম্মপুর নামক (১) তৎকাল-প্রসিদ্ধ বৌদ্ধবিহারে অবস্থিতি করিয়া দেবপাল কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন (২)। দেবপাল বীরদেবকে নালন্দা মহাবিহারের সংঘস্থবির নিযুক্ত করিয়াছিলেন (৩)। দেবপাল যেমন বৌদ্ধাচার্য্য বীর দেবের পূজা করিয়াছিলেন তদ্রূপ বেদবিদ্ ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা-রক্ষায়ও যত্নবান্ ছিলেন। মুঙ্গের লিপি দ্বারা তিনি উপমন্যব গোত্রীয় আশলায়ন শাখার ব্রহ্মচারী বিশ্বরাতের পৌত্র বরাহরাতের পুত্র

দেবপালের ধর্ম্মমত।

---

(১) বর্ত্তমান ঘোষরাবা নামক স্থানেই সম্ভবতঃ যশোবর্ম্মপুরের বিহার প্রতিষ্ঠিত ছিল।

(২) "তিষ্ঠন্নথেহ সুচিরং প্রতিপত্তি সারঃ
শ্রীদেবপাল-ভুবনাধিপলব্ধ-পূজঃ।
প্রাপ্ত-প্রভঃ প্র[illegible]-পূ[illegible]:
পূষেব দারিততমঃ প্রসরো বরাজ"॥
গৌড় লেখমালা ৪৮ পৃষ্ঠা।

(৩) "ভিক্ষোরাত্মসমঃ সুহৃত্তুন্ন ইব শ্রীসত্যবোধের্নির্জো
নালন্দা পরিপালনায় নিয়তঃ সংঘস্থিতের্য স্থিতঃ"।
গৌড় লেখমালা ৪৮ পৃষ্ঠা।

বীহেকরাতমিশ্রকে শ্রীনগর ভুক্তির ক্রিমিরক বিষয়ান্তর্গত মেষিকা গ্রাম নিজ পিতামাতার পুণ্য ও যশোবৃদ্ধির জন্য প্রদান করিয়াছিলেন (১)।

দেবপাল অত্যন্ত দাতা ছিলেন। মুঙ্গের লিপিতে উক্ত হইয়াছে, "সত্যযুগে যে দানপথ বলিরাজা কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ত্রেতাযুগে যে দানপথে ভার্গব অগ্রসর হইয়াছিলেন, দ্বাপরে কর্ণ যাহার অনুসরণ করিতেন, কালক্রমে বিক্রমাদিত্যের তিরোভাবে যে দানপথ কলিতাড়নে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, এই রাজা কর্ত্তৃক সেই পুরাতন দানপথ পুনরায় প্রকাশিত হইয়াছে (২)।

দেব পালের মৃত্যুর পরে প্রথম বিগ্রহপাল গৌড়-বঙ্গের সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইতিহাসে ইনি প্রথম শূরপাল বলিয়াও পরিচিত। ডাঃ কিলহর্ণের মতে প্রথম বিগ্রহপাল বা প্রথম শূরপাল প্রথম গোপাল দেবের দ্বিতীয় পুত্র ও ধর্ম্মপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাক্ পালের পৌত্র এবং জয়পালের পুত্র (৩)। কিন্তু এই মত এখনও সর্ব্বত্র গৃহীত হয় নাই। এখনও দেবপালের সহিত বিগ্রহ পালের সম্বন্ধ লইয়া নানা তর্ক বিতর্ক চলিতেছে। এসিয়াটিক সোসাইটির সেটিনারী রিভিউ পুস্তকের ইতিহাসাংশের পরিশিষ্টে আমগাছি-লিপির আলোচনা

বিগ্রহ পাল ১ম
(৮৬৫—৮৭০)

---

(১)　দেবপাল দেবের মুঙ্গের তাম্রশাসন।

(২)　"যঃপূর্ব্বং বলিনাকৃতঃ কৃতযুগে যেনাগমদ্ভার্গব-
ন্ত্রেতায়াং প্রহতঃ প্রিয় প্রণয়িনা কর্ণেন যো দ্বাপরে।
বিচ্ছিন্নঃ কলিনা শক-দ্বিষি গতে কালেন লোকান্তরং
যেন ত্যাগপথঃ স এব হি পুন র্বিস্পষ্ট মুন্মীলিতঃ॥
গৌড় লেখমালা ৩৭, ৪৪ পৃষ্ঠা।

(৩)　Epigraphia Indica, Vol VIII. Appendix I. P. 1

প্রসঙ্গে ডাঃ হরণ্‌লি বলিয়া ছিলেন, "তাম্রশাসন আলোচনা করিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বিগ্রহপাল দেবপালের ভ্রাতুষ্পুত্র নহেন, তাঁহার পুত্র; কারণ, (৫ম শ্লোকের) "তৎ সূনুঃ" অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বিশেষ্য দেবপালকেই সূচিত করিতেছে" (১)। শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার

সম্বন্ধ নির্ণয়

মৈত্রেয় মহাশয় ডাঃ হরণ্‌লির মত সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন, "রচনা-রীতির প্রতি লক্ষ্য করিলে, প্রথম বিগ্রহপাল দেবকে দেবপাল দেবের পুত্র বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। দেবপাল দেবও অপুত্রক ছিলেন না। তাঁহার মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে (৫১—৫২ পংক্তিতে) রাজ্যপাল নামক তদীয় পুত্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত থাকিবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি যে পিতার জীবিত কালেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণাভাব। গরুড় স্তম্ভ লিপিতে (১৬ শ্লোকে) দেবপালের পরবর্ত্তী নরপাল শূরপাল নামে উল্লিখিত। সকলেই তাঁহাকে প্রথম বিগ্রহপাল বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম বিগ্রহ পালের একাধিক নামের

---

(১) "It seems clear from this grant that VigrahaPal was not a nephew, but a son of Deva Pala; for the pronoun "his son" (tat sunuh) must refer to the nearest preceding noun which is Deva Pala."

Centenary Review-Appendix II P. 206.

কিন্তু তাম্রশাসনে জয়পালের প্রশংসা বিজ্ঞাপক শ্লোক উল্লিখিত হওয়ায় এইস্থান যে দুর্বোধ হইয়াছে তাহাও স্বীকার করিয়াছেন" this reference is obscured through the interpolation of an inter mediate verse in praise of Jaya Pala, which makes lt appear as if Vigraha Pala were a son of Jaya Pala"—Ibid.

এইরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, যুবরাজ রাজ্যপালকে, শূরপালকে এবং প্রথম বিগ্রহ পালকে, অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয়। এই সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া গৃহীত হইলে, পাল বংশীয় নরপাল গণের প্রচলিত বংশাবলীর ভ্রম সংশোধন করিতে হইবে" (১)।

পালরাজ গণের বংশলতা-বিজ্ঞাপক শ্লোকগুলির রচনা রীতি পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, গোপাল দেবের প্রসঙ্গে একটি শ্লোক, ধর্ম্মপালের প্রসঙ্গে একটি শ্লোক, বাক্‌পালের প্রশংসায় একটি শ্লোক, জয়পালের শৌর্য্যবর্ণনায় দুইটী শ্লোক, বিগ্রহ পালের পরিচয় জ্ঞাপক দুইটি শ্লোক এবং দেবপালের প্রসঙ্গে শ্লোকার্দ্ধমাত্র রচিত হইয়াছে। বিগ্রহপাল দেবপালের পুত্র হইলে পালরাজকুলগৌরব দেবপালের এরূপ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা স্বাভাবিক হয় না। সুতরাং বিগ্রহপাল যে দেবপালের পুত্র নহেন তাহা সুনিশ্চিত।

গরুড়-স্তম্ভ লিপিতে লিখিত হইয়াছে, "সেই বৃহস্পতি প্রতিকৃতি (কেদার মিশ্রের) যজ্ঞস্থলে, সাক্ষাৎ ইন্দ্রতুল্য শত্রু সংহারকারী নানা সাগর মেখলাভরণা বসুন্ধরার চির কল্যাণকামী শ্রীশূরপাল নামক নরপাল স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, অনেকবার শ্রদ্ধা সলিলাপ্লুত হৃদয়ে, নতশিরে, পবিত্র শান্তিবারি গ্রহণ করিয়াছিলেন" (২)। নারায়ণ পাল, প্রথম মহীপাল,

---

(১) গৌড় লেখমালা ৬৭ পৃষ্ঠা পাদ টীকা।

(২) যস্যেজ্যাসু বৃহস্পতি প্রতিকৃতেঃ শ্রীশূরপালো নৃপঃ
সাক্ষাদিন্দ্রইব ক্ষতাপ্রিয়বলো গত্বৈব ভূয়ঃ স্বয়ং।
নানাম্ভোনিধি-মেখলস্য জগতঃ কল্যাণ-সঙ্গী (?) চিরং
শ্রদ্ধাম্ভঃপ্লুত-মানসোনত শিরা জগ্রাহ পূতম্পয়ঃ"।

গৌড় লেখমালা ৭৪, ৮২ পৃষ্ঠা।

তৃতীয় বিগ্রহপাল ও মদনপালের তাম্র শাসন হইতে জানা যায় যে, জয়পালের "অজাত শক্রর ন্যায় শ্রীমান বিগ্রহপাল নামক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার বিমল জলধারায় ন্যায় বিমল অসিধারায় শক্রবনিতা বর্গের সধবা জনোচিত অঙ্গরাগ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তিনি শক্রবর্গকে গুরুতর বিপদ ভোগের পাত্র এবং সুহৃদ্‌বর্গকে যাবজ্জীবন সম্পৎ সম্ভোগের পাত্র করিয়াছিলেন" (১)। গরুড়-স্তম্ভ লিপিতে দেবপালের পরে ও নারায়ণ পালের পূর্ব্বে শূরপালের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, এবং নারায়ণ পাল, প্রথম মহীপাল, তৃতীয় বিগ্রহপাল ও মদন পালের তাম্রশাসনে নারায়ণ পালের পিতার নাম বিগ্রহপাল বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আবার, গরুড়-স্তম্ভ লিপিতে শূরপালকে "নরপাল" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, সুতরাং শূরপাল ও বিগ্রহপাল অভিন্ন না হইলে গরুড় স্তম্ভ লিপিতে বিগ্রহ পালের নাম এবং নারায়ণ পাল প্রভৃতির তাম্রশাসন গুলিতে শূরপালের নাম উল্লিখিত না হইবার কোনই কারণ দেখা যায় না। সুতরাং শূরপাল যে বিগ্রহ পালেরই নামান্তরমাত্র তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

ডাঃ হরণ্‌লি লিখিয়াছেন(২), "বাদাল স্তম্ভ লিপিতে শূরপাল দেবপালের অব্যবহিত পরবর্ত্তী রাজা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; কেহ কেহ হয়ত

---

(১) "শ্রীমান্ বিগ্রহপাল স্তৎ সূনুরজাত শক্র রিবজাতঃ।
শক্র-বনিতা-প্রসাধন-বিলোপ-বিমলাসি-জলধারঃ
রিপবো যেন গুর্ব্বীণাং বিপদা মাস্পদীকৃতাঃ।
পুরুষায়ুষ-দীর্ঘাণাং সুহৃদঃ সম্পদামপি॥

গৌড় লেখমালা, ৫৮, ৯৩, ৯৪, ১২৪, ১৪৯ পৃষ্ঠা।

(২) Centenary Review Appendix II Page 297.

বলিতে পারেন, বাদাল স্তম্ভ লিপিতে পালরাজ গণের বংশলতা বিবৃত করা প্রশস্তিকারের উদ্দেশ্য নহে, উহাতে তাঁহাদিগের মন্ত্রিবর্গের বংশ বিবরণই লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। প্রত্যুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, মন্ত্রিগণের বংশ বিবরণ পাল রাজগণের বংশ বিবরণের পাশাপাশি ভাবে উল্লিখিত হওয়ায় ইহা ইহাতেই পাল রাজগণের বংশলতা নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। ষষ্ঠশ্লোকে দর্ভপাণি দেবপালের মন্ত্রী বলিয়াই উক্ত হইয়াছেন। ত্রয়োদশ শ্লোক হইতে জানা যায় যে, যিনি উৎকল কুল উৎকিলিত করিয়া হূণ-গর্ব্ব খর্ব্বীকৃত করিয়া, এবং দ্রবিড় গুর্জ্জর নাথদর্প চূর্ণীকৃত করিয়াছিলেন, দর্ভপাণির পৌত্র কেদার মিশ্র সেই গৌড়েশ্বর পাল রাজার মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পঞ্চদশ শ্লোক হইতে জানা গিয়াছে যে এই কেদার মিশ্র শূরপালের ও মন্ত্রী ছিলেন। আবার দেবপাল দেবের মুঙ্গের লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে যিনি বাদাল স্তম্ভ লিপির লিখিত দিগ্বিজয় ব্যাপার সংসাধন করিয়া ছিলেন তিনিই দেবপাল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কেদার মিশ্র দেবপাল এবং শূরপাল এই উভয় নরপতিরই মন্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সুতরাং ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে দেবপালের পরে শূরপালই সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে নারায়ণ পাল দেবের ভাগলপুর লিপি হইতে জানা যায় যে বিগ্রহ পালই দেবপালের পরে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং শূরপাল এবং বিগ্রহপাল যে অভিন্ন তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

গরুড়স্তম্ভ লিপির ২৫শ শ্লোকে "নানা সাগর মেখলা ভরণা বসুন্ধরার চির কল্যাণকামী শূরপালের অনেকবার শ্রদ্ধা সলিলাপ্লুত হৃদয়ে নতশিরে পবিত্র শান্তিবারি গ্রহণ করিবার কথা উল্লিখিত থাকায় ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্রের মতানুসরণ করিয়া অনেকে এই শ্লোকে শূরপাল

দেবের অভিষেক ক্রিয়ার সন্ধানলাভ করিয়া থাকেন। “কিন্তু “ভূয়ঃ” শব্দ তাহার প্রবল অন্তরায়। বহুলোকে আত্ম কল্যাণ কামনায় যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া, মস্তকে শান্তিবারি গ্রহণ করিয়া থাকে। “নানা সাগর মেখলা ভরণা বসুন্ধরার চির কল্যাণকামী শূরপাল নামক নরপাল ও তাহাই করিতেন। ভূয়ঃ শব্দে কেদার মিশ্রের অনেকবার যজ্ঞ করিবার এবং শূরপালও অনেকবার যজ্ঞ স্থলে মস্তকে শান্তিবারি গ্রহণ করিবার পরিচয় প্রকাশিত হইতেছে। এই শ্লোকে যদি কোন ঐতিহাসিক তথ্য পরিস্ফুট হইয়া থাকে, তবে তাহা এই,—(ক) শূরপাল দেবের শাসন সময়েও, বরেন্দ্র মণ্ডলে যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত। (খ) বৌদ্ধ মতাবলম্বী রাজা যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া শন্তিবারি গ্রহণ করিতে শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন, এবং তাহাতে রাজ্যের কল্যাণ হইবে বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন। কেদার মিশ্রকে বৃহস্পতির সহিত এবং শ্রীশূরপাল দেবকে ইন্দ্রদেবের সহিত তুলনা করিয়া, কবি তাহারই আভাস প্রদান করিয়া গিয়াছেন” (১)।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় শূরপালকে দেবপালের দ্বিতীয় পুত্র বলিয়া স্থির করিয়াছেন (২)। কিন্তু তাহা হইলে নারায়ণ পালের মন্ত্রী গুরব মিশ্র গরুড়-স্তম্ভ-লিপিতে নারায়ণ পালের অব্যবহিত পূর্ব্বে তাহার পিতার নাম উল্লেখ না করিয়া দেবপালের পুত্রের নাম উল্লেখ করিবেন কেন?

প্রথম বিগ্রহপাল দেবের বিমল অসিধারায় শত্রু বণিতাবর্গের অল-রাগ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল কিনা, অথবা তিনি কোন শত্রুবর্গকে

---

(১) গৌড় লেখমালা ৮২ পাদ টীকা।

(২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রাজন্যকাণ্ড ২১৬ পৃষ্ঠা।

গুরুতর বিপদ ভোগের পাত্র এবং সুহৃদ্বর্গকে যাবজ্জীবন সম্পৎ-সম্ভোগের পাত্র করিয়াছিলেন কিনা তাহার প্রমাণ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। গৌড়রাজমালার লেখক বলিয়াছেন, "ভাগলপুরের তাম্রশাসনে যে প্রশস্তিকার ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ-বিজয় এবং দেবপালের আদেশে জয়পাল কর্ত্তৃক কামরূপ ও উৎকল-বিজয় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, বিগ্রহপালের সম্বন্ধে তেমন কিছু বলিবার থাকিলে তিনি যে তাহা না বলিয়া ছাড়িতেন, এরূপ বোধ হয় না। বিগ্রহপাল, ধর্ম্মপাল এবং দেবপালের প্রতিভা এবং উচ্চাভিলাষ উভয়েই বঞ্চিত ছিলেন" (১)। এই অনুমান সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। তিনি সম্ভবতঃ অল্পকাল মাত্রই রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন।

নারায়ণ পালের ভাগলপুর লিপি হইতে জানা যায় যে, বিগ্রহপাল পুত্র-হস্তে রাজ্য ভার সমর্পন করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছিলেন (২)।

বিগ্রহপাল হৈহয়-রাজকুমারী লজ্জা দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই লজ্জা দেবীর বিশুদ্ধ চরিত্র তদীয় পিতৃবংশে এবং পতিবংশে পরম "পাবন-বিধি" বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল (৩)।

---

(১) গৌড় রাজমালা, ৩৩ পৃষ্ঠা।

(২) "তপো মমাস্তু রাজ্যং তে দ্বাভ্যামুক্ত মিদং দ্বয়োঃ।
"যস্মিন্ বিগ্রহপালেন সগরেণ ভগীরথে"।
গৌড় লেখমালা ৬০ পৃষ্ঠা।

(৩) "লজ্জেতি তস্য জলধেরিব জহ্নু-কন্যা
পত্নী বভূব কৃত-হৈহয়-বংশভূষা।
যস্যাঃ শুচীনি চরিতানি পিতুশ্চ বংশে
পত্যুশ্চ পাবন-বিধিঃ পরমো বভূব"॥
গৌড় লেখমালা, ৫৮ পৃষ্ঠা।

নারায়ণ পাল।

(৮৭০-৯২৫)।

প্রথম বিগ্রহপাল বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলে পর মহারাণী লজ্জা দেবীর গর্ভজাত নারায়ণ পাল গৌড়-বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। নারায়ণ পাল সুদীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। সৎসমতট-জন্মা শুভদাস-তনয় শ্রীমান মংথদাস নামক শিল্পি কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ মহারাজ নারায়ণ পাল দেবের ভাগলপুর তাম্রশাসন তদীয় বিজয় রাজ্যের সপ্তদশ বর্ষে প্রদত্ত হইয়া ছিল (১)।

রাজ্যকাল। নারায়ণ পালের ৫৪ রাজ্যাঙ্কে উদন্তপুর নামক স্থানে জনৈক বণিক কর্ত্তৃক একটি পিত্তলময়ী পার্ব্বতী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। সুতরাং নারায়ণ পাল যে ৫৫ বৎসর কাল গৌড় বঙ্গের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যাইতে পারে।

নারায়ণ পাল এবং তদীয় পিতা বিগ্রহ পালের সময় হইতেই পাল-রাজগণের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িতেছিল। দেব পালের সময়েই গুর্জ্জর-প্রতীহার গণের বিজয়-বৈজয়ন্তী মহোদয় বা কান্যকুব্জে উড্ডীন হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু তৎকালে পাল সাম্রাজ্যের কোনও অংশই পরহস্তগত হয় নাই। এই সময়ে গুর্জ্জর-প্রতীহার

গুর্জ্জরপতি ভোজদেব ও নারায়ণ পাল

রাজগণের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ছিল। "অজাত শত্রু" বিগ্রহ পাল বা তদীয় পুত্র "বিজিগীষু" নারায়ণ পাল এই গুর্জ্জরগণের অপ্রতিহত আক্রমণ ব্যর্থ করিতে সমর্থ হন নাই। সামন্ত-চক্রের মিলিত শক্তির সাহায্যে গুর্জ্জর-পতি প্রথম ভোজ দেব বারাণসী হস্তগত করিতে

(১) গৌড় লেখমালা, ৫৬ পৃষ্ঠা।

সমর্থ হইয়া মুদ্গগিরি পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। মুদ্গগিরিতে নারায়ণ পালের সহিত ভোজদেব এবং তদীয় সামন্ত রাজগণের যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে নারায়ণ পালই সম্ভবতঃ পরাজিত হইয়াছিলেন। কারণ ভাগলপুর তাম্রশাসনে অথবা নারায়ণ পালের পরবর্ত্তী রাজগণের লিপিতে এরূপ কোনও কথাই পাওয়া যায় না যাহা দ্বারা গুর্জ্জর গণের পরাজয় সূচিত হইতে পারে। পক্ষান্তরে ভোজদেবের সামন্ত-চক্রমধ্যে কলচুরী-বংশীয় প্রথম গুণাম্ভোধিদেব এবং মাণ্ডব্যপুরের প্রতীহার-বংশীয় কক্ক এই উভয় রাজার বংশধর গণের খোদিত লিপিতে গৌড়-যুদ্ধে যশোলাভের কথা উল্লিখিত রহিয়াছে।

কক্কের পুত্র বাউকের চতুর্থ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ যোধপুর শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, কক্ক গৌড়ীয় গণের সহিত মুদ্গগিরির যুদ্ধে যশোলাভ করিয়াছিলেন (১)। কলচুরী বংশীয় প্রথম শঙ্করগণের পুত্র প্রথম গুণাম্ভোধিদেবের অধস্তন ষষ্ঠপুরুষ সরযূ পারের অধিপতি সোঢ়দেবের কহ্লগ্রামে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন হইতে জানা গিয়াছে যে, প্রথম গুণাম্ভোধিদেব (প্রথম গুণ সাগর) সংগ্রামে গৌড়-লক্ষ্মী অপহরণ করিয়াছিলেন (২)। এখন দেখা যাউক, কোন সময়ে ভোজদেবও

---

(১) "ততোঽপি শ্রীযুতঃ কক্কঃ পুত্রো জাতো মহামতিঃ।
যশোমুদ্গগিরৌ লব্ধং যেন গৌড়ৈ(ঃ) সমং রণে"॥

J. R. A. S. 1894. p. 7: (Verse. 25).

(২) তৎসূনু র্ধাম ধাম্নাং নিধিরধিক ধিয়াং ভোজদেবাপ্তভূমিঃ
প্রত্যাবৃত্ত্যপ্রকারঃ প্রথিতপৃথুযশাঃ শ্রীগুণাম্ভোধি দেবঃ।
যেনোদ্দামৈকদর্পদ্বিপঘটিতঘটাবাতসংসক্তমুক্তা-
সোপানোদ্দন্তুরাসিপ্রকটপৃথুপতেনাহৃতা গৌড়লক্ষ্মীঃ"॥

Epigraphia Indica, Vol vii page 89.

তদীয় সামন্তগণ কর্ত্তৃক মুদ্গগিরি বিজিত হইয়াছিল। নারায়ণ পালের সপ্তদশ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ ভাগলপুরের তাম্রশাসন মুদ্গগিরি সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। এই তাম্রশাসন দ্বারা তিনি তীর-ভুক্তির অন্তর্গত কক্ষ-বিষয়স্থিত মকুতিকা গ্রাম "কলসপোত" নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরের এবং পাশুপতাচার্য্য পরিষদের ব্যবহারার্থ প্রদান করিয়াছিলেন (১)। সুতরাং নারায়ণ পালের সপ্তদশ রাজ্যাঙ্ক পর্য্যন্ত যে তীরভুক্তি এবং মুদ্গগিরি তাঁহার শাসনাধীনে ছিল তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণ ও নারায়ণ পাল।

দেউলীতে প্রাপ্ত রাষ্ট্রকূট রাজ তৃতীয় কৃষ্ণের তাম্রশাসনে তদীয় প্রপিতামহ দ্বিতীয় কৃষ্ণ সম্বন্ধে লিখিত আছে, "প্রথম অমোঘবর্ষের, গুর্জ্জরের ভয় উৎপাদন কারী, লাটের ঐশ্বর্য্য জনিত বৃথা-গর্ব্বহরণকারী, গৌড়গণের বিনয়-ব্রতের শিক্ষাগুরু, সাগরতীর বাসিগণের নিদ্রাহরণ কারী, দ্বারস্থ অঙ্গ, কলিঙ্গ, গাঙ্গ এবং মগধগণকে আজ্ঞাবহনকারী, সত্যবাদী, দীর্ঘকাল ভুবনপালন কারী শ্রীকৃষ্ণরাজ নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল" (২)। গৌড়গণের বিনয় ব্রতের শিক্ষা গুরু রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণের সময় গৌড়বঙ্গের সিংহাসনে কোন্ নৃপতি সমাসীন ছিলেন তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয়

(১) গৌড় লেখমালা, ৬০—৬১ পৃষ্ঠা।

(২) তস্মোত্তর্জ্জিতগুর্জ্জরো হৃতহটল্লাটোদ্ভটশ্রীমদো
গৌড়ানাং বিনয়ব্রতার্পণগুরুঃ সামুদ্রনিদ্রাহরঃ।
দ্বারস্থাঙ্গকলিঙ্গগাঙ্গমগধৈ রভ্যর্চ্চিতাজ্ঞ শ্চিরং
সূনুঃ সূনৃতবাগ্ ভুবঃ পরিবৃঢ়ঃ শ্রীকৃষ্ণরাজোঽভবৎ"।
Epigraphia Indica Vol. V page 193
গৌড় রাজমালা, ৩০-৩১ পৃষ্ঠা।

নাই। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় লিখিয়াছেন, "ত্রিপুরির (জবলপুরের নিকটবর্ত্তী তেবারের) কলচুরি-রাজ কর্ণের (১০৪২ খৃষ্টাব্দের বারাণসীতে প্রাপ্ত) তাম্রশাসনে কলচুরি রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কোকল্ল সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে (১),—

"ভোজে বল্লভরাজে শ্রীহর্ষে চিত্রকূট-ভূপালে।
শঙ্করগণে চ রাজনি যস্যাসীদভয়দঃ পাণিঃ" ॥ (৯ শ্লোকঃ)

"যাহার ভূজ ভোজকে, বল্লভরাজকে, চিত্রকূটপতি শ্রীহর্ষকে এবং রাজা শঙ্করগণকে অভয় দান করিয়াছিল"।

"বিল হরিতে প্রাপ্ত শিলালিপিতে কোকল্ল-সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—(২)

"জিত্বা কৃৎস্নাং যেন পৃথ্বীমপূর্ব্বঙ্কীর্ত্তিস্তম্ভ-দ্বন্দ্ব মারোপ্যতে স্ম।
কৌম্ভোদ্ভব্যান্দিশ্যসৌ কৃষ্ণরাজঃ কৌবের্য্যাঞ্চ শ্রীনিধির্ভোজদেবঃ" ॥
(১৭ শ্লোকঃ)।

"যিনি সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া, দুইটি অপূর্ব্ব কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন,—দক্ষিণদিকে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণরাজ এবং উত্তরদিকে শ্রীনিধি ভোজদেব"।

"দ্বিতীয় কৃষ্ণরাজ কৃষ্ণ-বল্লভ-নামেও পরিচিত। সুতরাং কোকল্লের নিকট অভয়-প্রাপ্ত বল্লভরাজ, এবং তাঁহার দ্বারা দক্ষিণদিকে প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণরাজ একই ব্যক্তি, কোকল্লের জামাতা দ্বিতীয় কৃষ্ণরাজ। ভোজ-অবশ্যই গুর্জ্জর-প্রতীহার মিহির-ভোজ; চিত্রকূটপতি শ্রীহর্ষ জেজা ভুক্তির চান্দেল্ল বংশীয় রাজা শ্রীহর্ষ (৩)। এখন জিজ্ঞাস্য, কোন্ শত্রুর হস্ত হইতে কোকল্ল এই সকল প্রবল পরাক্রান্ত নরপালগণকে

(১) Epigraphia Indica Vol II Page 306.
(২) Epigraphia Indica Vol I. page 256.
(৩) Epigraphia Indica Vol II. page 300-301.

রক্ষা করিয়াছিলেন? তৎকালে গৌড়েশ্বর দেবপাল ভিন্ন রাষ্ট্রকূট রাজ বা কান্যকুব্জ-রাজের সহিত প্রতিযোগীতা করিতে সমর্থ আর কোন নরপালের পরিচয় এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য, প্রতীহার-রাজ মিহিরভোজ, কলচুরিরাজ কোকল্ল, রাষ্ট্রকূট-রাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণ, এবং চান্দেল্লরাজ শ্রীহর্ষ, আত্ম রক্ষার জন্য সম্মিলিত হইয়া, বিজিগীষু দেবপালের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন"।

কোন্ শত্রুর হস্ত হইতে কোকল্ল এই সকল প্রবল পরাক্রান্ত নরপালগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করা শক্ত। তবে ইহা স্থির যে, কোকল্লদেব চিত্রকূট ভূপাল হর্ষদেবের এবং রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণের সমসাময়িক হইলে তাঁহাকে গুর্জ্জর-প্রতীহার বংশীয় প্রথম ভোজদেবের সমসাময়িক বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত নহে। যদি কোকল্ল দেবকে প্রথম ভোজদেবের এবং দ্বিতীয় কৃষ্ণের সমসাময়িক বলিয়াই গ্রহণ করিতে হয়, তবুও কোকল্লদেব যে দেবপালের হস্ত হইতেই ইহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য অভয় দান করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ নাই। পরন্তু, প্রথম ভোজদেব এবং দ্বিতীয় কৃষ্ণের প্রধান ও প্রবল শত্রু দ্বিতীয় ধ্রুব বা ধ্রুবরাজদেব এবং চালুক্য বংশীয় তৃতীয় গুণক বিজয়াদিত্য ব্যতীত অপর কেহই হইতে পারে না। আমরা জানি যে, রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইন্দ্রের প্রপৌত্র ধ্রুবরাজদেব বা দ্বিতীয় ধ্রুব, প্রথম অমোঘবর্ষের আদেশে মিহির ভোজকে পরাজিত করিয়াছিলেন (১)। গুণক বিজয়াদিত্য (৩য়) ও, "দুর্দ্ধর্ষ

(১) "ধারা বর্ষ সমুন্নতিং গুরুতরমালোক্য লক্ষ্ম্যা যুতো
ধামব্যাপ্ত দিগন্তরোপি মিহিরঃ সদ্বগুবাহান্বিতঃ।
যাতঃ সোপি শমং পরাভবতমোব্যাপ্তাননঃ কিং
যুন র্যেতীবামলতেজসা বিরহিতা হীনাশ্চ দীনা ভুবি"।
Indian Anitquary Vol XII page 184.

পরাক্রমশালী দ্বিতীয় কৃষ্ণের ভীতি উৎপাদন পূর্ব্বক তাঁহার রাজধানী মান্যক্ষেত্র ভস্মীভূত করিয়াছিলেন" (১)। কলচুরিরাজ কোকল্লদেব হয়ত ভোজদেব এবং দ্বিতীয় কৃষ্ণের এই বিপদের সময়েই তাঁহাদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, প্রথম ভোজদেবকে কোকল্লদেবের সমসাময়িক বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত হইবে না। সুতরাং কোকল্লের আশ্রিত ভোজদেব প্রথম ভোজের পৌত্র দ্বিতীয় ভোজদেব হওয়াই সম্ভব। প্রথম ভোজদেবের পুত্র মহেন্দ্র পালের মৃত্যুর পর প্রতীহার রাজগণের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। দ্বিতীয় ভোজদেব নির্ব্বিবাদে কান্যকুব্জের পৈত্রিক সিংহাসন লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। সম্ভবতঃ কোকল্লদেবের সাহায্যেই তিনি কান্যকুব্জের সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

নারায়ণ পালের চরিত্র।

নারায়ণ পালের ভাগলপুর তাম্রশাসনে তাঁহার ন্যায়-নিষ্ঠা, দান-শীলতা এবং সাধু চরিত্রের ভূয়সী প্রশংসা করা হইয়াছে। ইহাতে লিখিত আছে যে, "যিনি পৃথিবী পালনার্থ দিক্ পালগণ কর্ত্তৃক বিভক্ত শ্রী (গুণ সমূহ) আত্ম শরীরে ধারণ করিতেছেন, সেই পুণ্যোত্তর শ্রীমান নারায়ণ পাল নামক পুত্রকে বিগ্রহপাল দেব লজ্জা দেবীর গর্ভে জন্মদান করিয়াছিলেন। সেই পুত্র সমস্ত-সামন্ত-শিরোমণি-জ্যোতিঃ-সংস্পর্শ সুশোভিত-পাদ-পীঠসংযুক্ত ন্যায়ার্জ্জিত রাজ সিংহাসন আত্ম-চরিত্র-(জ্যোতিঃ)-সংস্পর্শে অলঙ্কৃত করিতেছেন। চিত্তক্ষেত্রে পুরাণ-বর্ণিত পবিত্র বৃত্তান্তের ন্যায় প্রতীয়মান নারায়ণপাল দেবের (ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-রূপ) চতুর্ব্বর্গ-নিধানভূত পবিত্র চরিত্রের অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিবার জন্য সকল মহীপালই ইচ্ছা করিয়া

(১) Indian Antiquary Vol XX. page 102-103.

থাকেন। সজ্জন-মনোমোদিনী সু-উক্তি দ্বারা তিনি সাতিবাহন রাজাকে অকাল্পনিক সত্যপুরুষ বলিয়া, এবং দানশীলতায় (কর্ণ নামক) অঙ্গাধিপতির (দান শীলতার) কাহিনী বিশ্বাস যোগ্য বলিয়া প্রতিপাদন করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার ইন্দীবরশ্যাম অসিপত্র, রণস্থলে বিস্ফুরিত হইবার সময়ে, তাঁহাকে শত্রুগণ (ভয়াতিশয্যে) পীত লোহিত-বর্ণ-বিশিষ্ট বলিয়া দর্শন করিত। তিনি প্রজ্ঞাবলে এবং বাহুবলে জগদ্বাসিগণকে বিনীত করিয়া, নিয়ত অবিচলিত ভাবে আত্মধর্ম্মে অভিনিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন;—তাঁহার নিকট অর্থিজন সমাগত হইলে, অত্যন্ত কৃতার্থ হইয়া যায়; আর কখনও কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতে পারে না। তাঁহার চরিত্রে বিচিত্র (বিরুদ্ধ) গুণ সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি (ঐশ্বর্য্য-গৌরবে) শ্রীপতি (লক্ষ্মীপতি) হইলেও, (অমলিন-কর্ম্মপরায়ণ বলিয়া) অ-কৃষ্ণ-কর্ম্মা;—বিদ্বদ্বর্গের অধিনায়ক হইলেও, (ভোগৈশ্বর্য্যের অধিকারী বলিয়া) মহা-ভোগী;—প্রতাপে অনল-সদৃশ বলিয়া প্রতিভাত হইলেও, (কার্য্যকালে) পুণ্যশ্লোক নলের তুল্য বলিয়াই সুপরিচিত। তদীয় শরচ্চন্দ্র-মরীচিবৎ শুভ্র যশঃ ত্রিলোকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, মনে হইতেছে যেন, (তাহা অতি শুভ্র বলিয়াই) রুদ্রদেবের (সুবিখ্যাত শুভ্র) অট্টহাস্যও তাঁহার শোভাকে ধারণ করিতে পারিতেছে না; এবং (তদীয় যশোরাশির প্রভাতিশয্যে) সিদ্ধাঙ্গনাগণের মস্তকার্পিত (শুভ্র) কেতকী মালাও দীর্ঘকাল দৃষ্টিগোচর না হইয়া, কেবল অলি-গুঞ্জন রবেই অনুমেয় হইয়া রহিয়াছে"(১)।

নারায়ণ পালের মৃত্যুর পরে তদীয় পুত্র রাজ্যপাল গৌড়বঙ্গের সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রথম মহীপাল দেবের বাণগড় তাম্রশাসনে

(১) গৌড় লেখমালা—
নারায়ণ পালদেবের ভাগলপুর তাম্রশাসন ১০—১৬ শ্লোক,—৬৮।৬৯ পৃষ্ঠা।

লিখিত আছে, "তিনি (রাজ্যপাল) অগাধ-জলধিমূল-তুল্য গভীর-গর্ভ-সংযুক্ত জলাশয়ের এবং কুলাচল-তুল্য সমুচ্চকক্ষ-সংযুক্ত দেবালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া, খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন" (১)।

রাজ্যপাল।
৯২৫-৯৩০

রাজ্যপাল রাষ্ট্রকূটকুলচন্দ্র উত্তুঙ্গ-মৌলি তুঙ্গদেবের দুহিতা ভাগ্যদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া ছিলেন(২)। এই রাষ্ট্রকূট কুলচন্দ্র উত্তুঙ্গ মৌলি তুঙ্গদেবের পরিচয় প্রসঙ্গে মনীষিগণ নানা মত ব্যক্ত করিয়াছেন। ডাঃ কিলহর্ণের মতে রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণের পুত্র জগত্তুঙ্গই ভাগ্যদেবীর পিতা (৩)। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসুর মতে রাষ্ট্রকূটপতি শুভতুঙ্গ ২য় কৃষ্ণই রাজ্যপালের শ্বশুর (৪)। আবার কেহ কেহ অনুমান করেন যে, মহাবোধি (বুদ্ধগয়া) হইতে তুঙ্গ ধর্ম্মাবলোক নামক যে একজন নৃপতির শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে (৫), সেই তুঙ্গ ধর্ম্মাবলোকের কন্যার সহিতই রাজ্যপালের বিবাহ হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে এই সমুদয়ই অনুমান মাত্র।

---

(১) "তোয়া (শ) য়ৈর্জ্জলধি (মূল)-গভীর-গর্ভৈ-
র্দ্দেবালয়ৈশ্চ কুল ভূধর তুল্য-কক্ষৈঃ।
বিখ্যাত কীর্ত্তির (ভব) ত্তনয়শ্চ তস্য
শ্রীরাজ্যপাল ইতি মধ্যম লোকপালঃ" ॥
গৌড় লেখ মালা ৯৪, ৯৯ পৃষ্ঠা।

(২) "তস্মাৎ পূর্ব্বক্ষিতিধ্রান্নিধিরিব মহসাং (রাষ্ট্র) কূটা (ন্ব) য়েন্দো-
স্তুঙ্গস্যোত্তুঙ্গ-মৌলের্দ্দুহিতরি তনয়ো ভাগ্যদেব্যাং প্রসূতঃ"।
গৌড় লেখমালা,—৯৪ পৃষ্ঠা।

(৩) "I understand the King referred to be the Rastrakuta Jagatunga II, who must have ruled in the begining of the 10th century"—J. A S. B. 1892 pt. I. page 90

(৪) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজন্যকাণ্ড ১৬৮ পৃষ্ঠা।

(৫) Rajendra Lal Mitra's Buddha Gaya page 195.

রাজ্যপাল দেবের মৃত্যুর পর ভাগ্যদেবীর গর্ভজাত পুত্র দ্বিতীয় গোপাল গৌড়-বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন (১)। পাল-রাজগণের প্রশস্তিতে রাজ্যপালের ন্যায় এই গোপাল দেব সম্বন্ধে ও গৌরব জনক কিছুই লিপিবদ্ধ হয় নাই। কিন্তু, গোপাল দেবের প্রথম রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত নালন্দার বাগীশ্বরী মূর্ত্তি (২), গয়ার মহাবোধিতে শক্র সেন নামক জনৈক ব্যক্তি কর্ত্তৃক বুদ্ধ প্রতিমা প্রতিষ্ঠা (৩), এবং তাঁহার পঞ্চদশ রাজ্যাঙ্কে মগধের বিক্রমশিলা-বিহারে লিখিত "অষ্ট সাহস্রিকা প্রজ্ঞা পারমিতা" পুথী আবিষ্কৃত হওয়ায় (৪), প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, গোপাল দেব অপহৃত পাল সাম্রাজ্যের কিয়দংশ উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় গোপাল
৯৩০-৯৪৫,

দ্বিতীয় গোপালের মৃত্যুর পরে তদীয় পুত্র দ্বিতীয় বিগ্রহপাল গৌড়-বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সিংহাসন প্রাপ্তির অল্পকাল

---

(১) "শ্রীমান্ গোপাল দেব শ্চিরত্তরম (বনে রেক) পত্ন্যা ইবৈকো
ভর্ত্তাভূন্নৈক-(রত্নদ্যু) তি-খচিত-চতুঃ সিন্ধু চিত্রাংশুকায়াঃ"॥
গৌড় লেখমালা, ৯৪ পৃষ্ঠা।

(২) "সম্বৎ ১ আশ্বিন সুদি ৮ পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর শ্রীগোপাল রাজনি শ্রীনালন্দায়াং শ্রীবাগীশ্বরী ভট্টারিকা-সুবর্ণব্রীহি-সক্তা"————বাগীশ্বরী প্রস্তর লিপি, গৌড়লেখমালা ৮৭ পৃষ্ঠা।

(৩) গৌড় লেখমালা ৮৯ পৃষ্ঠা।

(৪) "পরমেশ্বর পরমভট্টারক পরম সৌগত মহারাজাধিরাজ শ্রীমদ্গোপাল দেব প্রবর্দ্ধমান কল্যাণবিজয়রাজ্যেত্যাদি সম্বৎ ১৫ অশ্বিন দিনে ৪ শ্রীমদ্বিক্রম শিল দেব বিহারে লিখিতেয়ং ভগবতী"।

Journal of the Royal Asiatic Society 1910, page 150-151.

পরেই বিগ্রহপালকে গৌড়রাজ্য ত্যাগ করিয়া বঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। খাজুরাহোগ্রামে আবিষ্কৃত চন্দেল্ল বংশীয় যশোবর্ম্ম দেবের ১০১১ বিক্রমাব্দে (৯৫৪ খৃঃ অঃ) উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি গৌড়, কোশল, কাশ্মীর, মিথিলা, মালব, চেদী, কুরু, ও গুর্জ্জর রাজগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন (১)। সুতরাং ৯৫৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই যে গৌড় ও মিথিলা যশোবর্ম্মদেব বা লক্ষবর্ম্মের হস্তগত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। বিগ্রহপাল যশোবর্ম্মার ভয়েই গৌড়দেশ পরিত্যাগ করিয়া নদা-মেখলা-বেষ্টিত পূর্ব্ববঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক আত্ম রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সুধু যশোবর্ম্মার ভয়ে নহে, কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াও তাঁহাকে গৌড় দেশের মায়া পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। ৮৮৮ শকাব্দে অর্থাৎ ৯৬৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই যে কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতি গৌড়দেশ হস্তগত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত বাণগড় বা বাণগড়ের বিশাল ভগ্নস্তূপ হইতে সংগৃহীত এবং দিনাজপুর রাজ-বাটীর উদ্যানে পরিরক্ষিত একটি প্রস্তর স্তম্ভের পাদদেশে উৎকীর্ণ লিপির "কুঞ্জর ঘটা বর্ষেণ" পদ হইতে জানা গিয়াছে (২)। প্রথম মহীপাল দেবের বাণগড় লিপিতে লিখিত আছে যে, "সূর্য্য হইতে

দ্বিতীয় বিগ্রহপাল।
৯৪৫—৯৭৫

(১) গৌড় ক্রীড়ালতাসিস্তুলিত খসবলঃ কোশলঃ কোশলানাং
নশ্যৎ কাশ্মীর বীরঃ শিথিলিত মিথিলঃ কালবন্ মালবানাং।
সীদৎসাবদ্যচেদিঃ কুরু তরুষু মরুৎ সংজ্বরো গূর্জ্জরাণাং
তস্মাত্তস্মাং স যজ্ঞে নৃপ কুল তিলকঃ শ্রীযশোবর্ম্ম রাজঃ"॥

Epigraphia indica Vol I. page 126.

(২) J. A. S. B. New Series Vol VII. Page 690.

যেমন কিরণ কোটি-বর্ষী চন্দ্রদেব উৎপন্ন হইয়াছেন, তাহা হইতেও সেইরূপ রত্ন-কোটী-বর্ষী বিগ্রহ পাল দেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নয়নানন্দ দায়ক সুবিমল কলাময় সেই রাজকুমারের উদয়ে ত্রিভুবনের সন্তাপ বিদূরিত হইয়া গিয়াছিল" (১)। শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লিখিয়াছেন, "মহীপাল দেবের পিতার কোনরূপ বীরকীর্ত্তির উল্লেখ নাই। তাঁহাকে সূর্য্য হইতে "চন্দ্র"-রূপে উদ্ভূত বলিয়া, এবং তজ্জন্য তাঁহাতে কলাময়ত্বের আরোপ করিবার সুযোগ পাইয়া, কবি ইঙ্গিতে তাঁহার ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের আভাস প্রদান করিয়া থাকিবেন (২)।" আমরা এই উক্তি সম্পুর্ণ নির্ভর-যোগ্য বলিয়া মনে করি। কারণ, মহীপাল দেবের বাণগড় লিপির পরবর্ত্তী শ্লোকে (১১শ শ্লোকে) লিখিত আছে যে, "তদীয় অভ্রতুল্য সেনা গজেন্দ্রগণ (প্রথমে) জল-প্রচুর পূর্ব্বাঞ্চলে স্বচ্ছ সলিল পান করিয়া, তাহার পর (তদনু) মলয়োপত্য-কার চন্দন বনে যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া, ঘনীভূত শীতল শীকরোৎক্ষেপে তরু সমূহের জড়তা সম্পাদন করিয়া, হিমালয়ের কটকদেশ উপভোগ করিয়াছিল" (৩)। ইহাতে বিগ্রহপাল দেবের নানা স্থানে

---

(১) তস্মাদ্বভূব সবিতু (র্ব্বসু কোটী বর্ষী
কালে) ন চন্দ্র ইব বিগ্রহ পাল দেবঃ।
নেত্র-প্রিয়েণ বিমলেন কলাময়েন
যেনোদিতেন দলিতো (ভুবন) স্য তাপঃ॥ গৌড় লেখমালা, ৯৫, পৃষ্ঠা।

(২) গৌড় লেখমালা ১০০ পৃষ্ঠা—পাদ টীকা।

(৩) "(দেশে প্রাচি) প্রচুর-পয়সি স্বচ্ছ মাপীয় তোয়ং
স্বৈরং ভ্রান্ত্বা তদনুমলয়োপত্যকা-চন্দনেষু।
কৃত্বা (সান্দ্রৈ স্তরুষু জড়তাং) শীকরৈ রভ্রতুল্যাঃ
প্রালেয়া [দ্রে]ঃ কটক মভজন্ যস্য সেনা-গজেন্দ্রাঃ"॥
গৌড় লেখমালা, ৯৫, ১০০ পৃষ্ঠা।

আশ্রয় লাভের চেষ্টাই সূচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় (১)। কম্বোজান্বয়জ গৌড়পতির আক্রমণে গৌড় হইতে বিতাড়িত হইয়া বিগ্রহপাল সম্ভবতঃ বঙ্গদেশের পূর্ব্ব সীমান্ত সমতটে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার হতবল ছিন্ন ভিন্ন কটক সমূহ পূর্ব্বাঞ্চলের পার্ব্বত্য প্রদেশ সমূহে লক্ষ্যহীন হইয়া ঘুড়িয়া বেড়াইতে ছিল (২)।

বিগ্রহ পালের ২৬শ রাজ্যাঙ্কে লিখিত "পঞ্চরক্ষা" নামক একখানি গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে (৩)। সুতরাং তিনি যে ত্রিংশৎ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় বিগ্রহ পালের দেহাত্যয় ঘটিলে তদীয় পুত্র প্রথম মহীপাল পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। মহীপাল কেবলমাত্র সমতটের আধিপত্যই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে সমতট প্রদেশে থাকিয়া বলসঞ্চয় ও সৈন্য পরিচালনা পূর্ব্বক "রণক্ষেত্রে বাহুদর্প প্রকাশে সমুদয় বিপক্ষ পক্ষ নিহত করিয়া, "অনধিকৃত বিলুপ্ত" পিতৃরাজ্যের উদ্ধার সাধন করিয়া, রাজগণের মস্তকে চরণপদ্ম সংস্থাপিত করিয়া অবনীপাল হইয়াছিলেন" (৪)। মহীপাল সমুদয় রাজন্যবৃন্দের মস্তকে চরণপদ্ম ন্যস্ত করুন আর নাই করুন তিনি যে পৈত্রিক রাজ্যের

মহীপাল ১ম।
৯৭৫—১০২৬

(১) গৌড় লেখমালা ১০০ পৃষ্ঠা পাদটীকা।

(২) প্রবাসী ১৩২১, কার্ত্তিক ৪৬ পৃষ্ঠা।

(৩) "পরমেশ্বর পরম ভট্টারক পরম সৌগত মহারাজাধিরাজ শ্রীমদ্বিগ্রহপাল দেবস্য প্রবর্দ্ধমান বিজয় রাজ্যে......সম্বৎ ২৬ আষাঢ় দিন ২৪।

—Bendall, Catalogue of the Sanscrit manuscripts in the British Museum, P. 232 ; Journal of the Royal Asiatic Society, 1910. Page 151.

(৪) "হত সকল বিপক্ষঃ সঙ্গরে-বাহু-দর্পা-
দনধি কৃত বিলুপ্তং রাজ্য মাসাদ্য পিত্র্যং।

উদ্ধার সাধন পূর্ব্বক একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। "প্রজাশক্তির সাহায্যে যে পালরাজ-বংশের অভ্যুত্থান হইয়াছিল, কোন আকস্মিক প্রবল বিপ্লবে তাহার পতন হইলেও প্রজা সাধারণের প্রিয় সেই পালবংশের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইতে বিলম্ব হয় নাই" (১)। কিন্তু অনধিকৃত বিলুপ্ত পিতৃরাজ্যের উদ্ধার সাধন করিতে যাইয়া দক্ষিণরাঢ় ও বঙ্গ তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল। কারণ দক্ষিণাপথাধিশ্বর দিগ্বিজয়ী রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয়-লিপিতে মহীপালের সমসাময়িক ভূপতিরূপে আমরা দক্ষিণরাঢ়ে রণশূরকে, দণ্ডভুক্তিতে [উৎকল রাজ্যের উত্তর সীমায় অবস্থিত প্রদেশ] (২) ধর্ম্মপালকে এবং বঙ্গাল দেশে গোবিন্দ চন্দ্রকে দেখিতে পাই। ইহারা যে মহীপালের অধীনস্থ সামন্ত নৃপতি ছিলেন তাহার কোনও প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং আমরা অনুমান করিতে বাধ্য যে, মহীপাল পাল-সাম্রাজ্যের বিনষ্ট ও অপহৃত অংশের উদ্ধার সাধন করিতে সমর্থ হইলেও ভাগ্যবিপর্য্যয়ের সময়ে তাঁহার পিতা যে স্থানে আশ্রয়লাভ করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন এবং তিনি স্বয়ং উত্তরাধিকার-সূত্রে পালসাম্রাজ্যের যে ক্ষুদ্র অংশ প্রথমে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই।

ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত বাঘাউরা নামক স্থানে প্রাপ্ত একটি

নিহিত চরণ পদ্মো ভূভৃতাং মূর্দ্ধ্নি

তস্মাদভবদবনিপালঃ শ্রীমহীপাল দেবঃ ॥"

গৌড় লেখমালা ৯৫, ১০০ পৃষ্ঠা।

(১) প্রবাসী ১৩২১—কার্ত্তিক, ৪৬ পৃষ্ঠা।

(২) Mss Pal Kings of Bengal by R. D. Banerjee.

বাঘাউরায় প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্ত্তির পাদ-পীঠস্থ শিলালিপি।
প্রথম মহীপাল দেবের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ।

[illegible] প্রেস, —বাগবাজার,—কলিকাতা।

চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তির পাদ-পীঠে উৎকীর্ণ শিলা লিপিতে লিখিত আছে (১):—

(১ম) "ওঁ সম্বত্ ৩ মাঘ দিনে ২৭? (১৪?) শ্রীমহীপাল দেবরাজ্যে

(২য়) কীর্ত্তিরিয়ং নারায়ণ ভট্টারকাখ্য সমতটে বিলকিন্ন

(৩য়) কীয় পরম বৈষ্ণবস্য বণিক লোকদত্তস্য বসুদত্ত সুত

(৪র্থ) স্যমাতা পিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যযশো অভিবৃদ্ধয়ে"॥

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এক মহীপাল দেবের রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে সমতট প্রদেশ তাঁহার শাসনাধীন ছিল। পালবংশে দুইজন মহীপালের অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়। একজন প্রথম বিগ্রহ পালের পুত্র এবং অপরজন তৃতীয় বিগ্রহ পালের পুত্র। প্রথম মহীপাল দ্বিতীয় মহীপালের প্রপিতামহ। সুতরাং এক্ষণে কথা হইতেছে, বাঘাউরা লিপির এই মহীপাল কে? দ্বিতীয় মহীপাল কখনও সমতটে রাজ্য-বিস্তৃতি করিতে পারেন নাই। তৎকালে সমতট-বঙ্গে বর্ম্মবংশীয় রাজগণের আধিপত্য ছিল। সুতরাং বাঘাউরা লিপির লিখিত মহীপাল দ্বিতীয় মহীপাল হইতে পারেন না। বিশেষতঃ প্রথম মহীপালের বাণগড় লিপির সহিত বাঘাউরা লিপির অক্ষরের তুলনা করিলে উভয় লিপিমালা এক সময়ের বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।

---

(১) Dacca Review May 1914 Page 58 plate.

এই বিষ্ণুমূর্ত্তিটি ঢাকা সাহিত্য পরিষদের পুরাতত্ত্ব সমিতির সভ্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র গুহ বি, এ, মহাশয় আবিষ্কার করিয়া অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এম, এ, মহাশয়ের সহায়তায় পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন। পরে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম এ, মহাশয় উক্ত পাঠের কোন কোন ক্রটী প্রদর্শন করিয়া ঢাকা রিভিউ পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন এবং রাধাগোবিন্দ বাবু তাঁহার পূর্ব্ব পাঠের স্থান বিশেষ পরিবর্ত্তন করিয়া স্বতন্ত্র প্রবন্ধের অবতারণা করেন।

মদনপাল দেবের মনহলি-লিপিতে দ্বিতীয় মহীপাল সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, 'সেই বিগ্রহপাল দেবের চন্দনবারি-মনোহর-কীর্ত্তিপ্রভা-পুলকিত-বিশ্বনিবাসি-কীর্ত্তিত শ্রীমান মহীপাল নামক নন্দন মহাদেবের ন্যায় দ্বিতীয় "দ্বিজেশ মৌলি" হইয়াছিলেন" (১)। মনহলি-লিপির এই উক্তি যে অত্যুক্তি-দোষ-দুষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই। অধস্তন-পুরুষের শাসন লিপিতে পূর্ব্বপুরুষের অপযশের কথা লিপিবদ্ধ হইতে কুত্রাপি দেখা যায় না। শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লিখিয়াছেন, "দ্বিজেশ মৌলি" শব্দে শ্লিষ্ট প্রয়োগের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। শিবপক্ষে তাহার অর্থ সুগম, মহীপাল-পক্ষে অর্থ কি, তাহা প্রতিভাত হয় না। তিনি পরলোকগত হইয়া [শিবত্বলাভ করিয়াছিলেন] এরূপ অর্থে "শিববদ্বভূব" প্রযুক্ত হইয়া থাকিতে পারে। প্রশস্তিতে পরাভবের স্পষ্ট উল্লেখ থাকে না বলিয়াই, তাহা ইঙ্গিতে সূচিত হইয়া থাকিতে পারে (২)। সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত রামচরিত কাব্যে তৃতীয় বিগ্রহপাল সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। রামচরিত কাব্যে লিখিত বিবরণ হইতেও প্রমাণিত হয় যে মনহলি লিপিতে দ্বিতীয় মহীপাল সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা অলীক। রামচরিতে লিখিত আছে, তৃতীয় বিগ্রহপাল উপরত হইলে দ্বিতীয় মহীপাল রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়া মন্ত্রীগণের পরামর্শের বিরুদ্ধে নীতি-বিগর্হিত আচরণ আরম্ভ

---

(১) "তন্নন্দন শ্চন্দন-বারি-হারি-
কীর্ত্তি প্রভানন্দিত-বিশ্বগীতঃ।
শ্রীমান মহীপাল ইতি দ্বিতীয়ো
দ্বিজেশ-মৌলিঃ শিববদ্বভূব"।

গৌড় লেখমালা, ১৫১, ১৫৬ পৃষ্ঠা।

(২) গৌড়লেখমালা ১৫৬ পৃষ্ঠা—পাদ টীকা।

করিয়াছিলেন এবং ভ্রাতৃদ্বয় কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইবার ভয়ে রামপালের সহিত অপর ভ্রাতা শূরপালকেও লৌহ নিগড়বদ্ধ করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া ছিলেন। খলস্বভাব ব্যক্তিগণ মহীপালকে বলিয়াছিল যে, রামপাল কৃতী এবং ক্ষমতাশালী, সুতরাং তিনি বলপূর্ব্বক তাঁহার হস্ত হইতে রাজ্যগ্রহণ করিবেন অথবা তাঁহাকে হত্যা করিবেন। রামপাল দেব যে সময়ে কারারুদ্ধ, সেই সময়ে মহীপাল সামান্য সেনা লইয়া বিদ্রোহী দিগের সম্মিলিত সেনা সমূহের সহিত সংগ্রামে পরাজিত হইয়া নিহত হইয়াছিলেন" (১)।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দ্বিতীয় মহীপাল অতি অল্পকাল মাত্রই সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন এবং যে কয়দিন ছিলেন তাহা ভ্রাতৃ-নির্য্যাতনেই ব্যয়িত হইয়াছিল; পরে বরেন্দ্রের প্রজা-বিদ্রোহ-দমন করিতে যাইয়া বিদ্রোহীদিগের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে পূর্ব্ববঙ্গে আধিপত্য-বিস্তার বা বিনষ্ট রাজ্যের পুনরুদ্ধার করিবার একেবারেই অবসর ছিল না। এই সমুদয় বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, বাঘাউরা-লিপি প্রথম মহীপাল দেবেরই তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। প্রথম মহীপাল পিতৃ-রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া বরেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হইলে, পূর্ব্ববঙ্গ তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়াছিল। তাঁহার বংশধরগণ মধ্যে আর কেহই তাহা মুক্ত করিতে সমর্থ হন নাই।

মহীপাল দেবের নবম-রাজ্যাঙ্কে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তঃপাতী কোটিবর্ষ বিষয়ে গোকলিকা মণ্ডলে চুটপল্লিকা বর্জ্জিত কুরটপল্লিকা গ্রাম মহাবিষুব সংক্রান্তিতে বুদ্ধ ভট্টারকের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণাদিত্য দেব

(১) রামচরিত ১।২১, ৩১, ৩৩, ৩৬, ৩৭ টীকা।

শর্ম্মাকে প্রদত্ত হইয়াছিল (১)। নালন্দ মহাবিহার অগ্নিদাহে ধ্বংস হইলে কৌশাম্বী-বিনির্গত হরদত্তের নপ্তা, গুরুদত্তের পুত্র, তৈলাঢ়ক বাসী মহাযান মতাবলম্বী জ্যাবিষ বালাদিত্য, মহীপালদেবের একাদশ রাজ্যাঙ্কে উহার সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন (২)। বুদ্ধগয়ার মহা-বোধি-মন্দির-প্রাঙ্গনস্থিত একটি মূর্ত্তির পাদপীঠস্থ খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমন্মহীপাল দেবের প্রবর্দ্ধমান বিজয়-রাজ্যের দশম সম্বৎসরে উহা প্রতিষ্ঠিত হইয়া ছিল (৩)। মহীপালদেবের ৪৮ রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত কতিপয় পিত্তল মূর্ত্তি মজঃফরপুর জেলায় ইমাদপুর গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে (৪)। সারনাথে প্রাপ্ত ১০৮৩ সম্বতের (১০২৬ খৃষ্টাব্দের) একখানি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, মহীপাল দেবের আদেশে বারাণসী ধামে স্থিরপাল ও বসন্ত পাল নামক তদীয় অনুজদ্বয় কর্ত্তৃক ঈশান ও চিত্রা ঘণ্টাদির শত কীর্ত্তিরত্ন প্রতিষ্ঠিত, ধর্ম্মরাজিকা ও সাঙ্গ ধর্ম্ম চক্র সংস্কৃত এবং অষ্ট মহাস্থান শৈলগন্ধকূটী নির্ম্মিত হইয়াছিল (৫)। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রথম মহীপাল দেব ১০২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তারানাথের মতে মহীপাল দেব ৫২ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন (৬)।

মহীপালের পিতৃ-সিংহাসন লাভের অনতিকাল পরেই তুরুষ্কগণ কর্ত্তৃক উত্তরাপথ বিজয়ের সূত্রপাত হইতেছিল। দশম শতাব্দীর তৃতীয় পাদে

---

(১) মহীপালদেবের বাণগড় লিপি—গৌড় লেখমালা ৯৭ পৃষ্ঠা।
(২) বালাদিত্য-প্রস্তর লিপি—গৌড় লেখমালা ১০২ পৃষ্ঠা।
(৩) Cunningham's Archaeological Survey Reports, Vol III. P 122. No 9.
(৪) Indian Antiquary, Vol XIV. P. 165 & note 17.
(৫) সারনাথ লিপি—গৌড়লেখমালা ১০৪-১০৮ পৃষ্ঠা।
(৬) Indian Antiquary Vol IV. page 366.

সামানী রাজ্যের সেনানায়ক আলপ্তিগীন গজনীতে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আলপ্তিগীনের মৃত্যুর পর তদীয় ক্রীতদাস সবুক্তিগীন গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তদীয় দশম রাজ্যাঙ্কে, ৯৮৭ খৃষ্টাব্দে উত্তরাপথের সিংহদ্বার সাহিরাজ্য অধিকারে বদ্ধপরিকর হইয়া উহা আক্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। "সবুক্তগীন আরব্ধ সাহি রাজ্য-ধ্বংস-সাধন ব্রত অসম্পূর্ণ রাখিয়া ৯৯৯ খৃষ্টাব্দে কালগ্রাসে পতিত হইলে, তদীয় উত্তরাধিকারী মহ্‌মুদ প্রবলতর পরাক্রমে বারম্বার আক্রমণ করিয়া সাহিরাজ্য ধ্বংস করিয়াছিলেন। আর্য্যাবর্ত্তের এই ঘোর দুর্দ্দিনের সময় সাহি জয়পাল উদভাণ্ডপুরের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। কাশ্মীর, কান্যকুব্জ ও কালঞ্জরের (জেজাভুক্তি) অধিপতিগণ প্রাণপণে বিপন্ন সাহিরাজের সহায়তা করিয়াছিলেন। মহ্‌মুদের গতিরোধ করিতে যাইয়া সাহি জয়পাল, তদীয় পুত্র সাহি অনঙ্গপাল এবং পৌত্র সাহি ত্রিলোচন পাল একে একে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলে সাহিরাজ্য মহ্‌মুদের করায়ত্ত হইয়াছিল। "শেষ মুহূর্ত্তে আর্য্যাবর্ত্ত-রাজগণের চৈতন্য হইলে প্রতীহার, চন্দেল্ল ও লোহর বংশীয় রাজগণ, যখন সাহিগণকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া ছিলেন, তখনও মহীপাল আর্য্যাবর্ত্ত রক্ষার জন্য স্বদেশীয় রাজবৃন্দের সহিত এই মহাযুদ্ধে যোগদান করেন নাই। মোসলমান ঐতিহাসিকগণ যুদ্ধার্থে সমবেত আর্য্যাবর্ত্ত-রাজগণের মধ্যে গৌড়েশ্বরের নাম করেন নাই, সুতরাং ইহা স্থির যে, গৌড়েশ্বর সাহি-রাজগণের সাহায্যার্থে অগ্রসর হন নাই" (১) শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদচন্দ মহীপালের এই অমনোযোগ লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন (২), "মামুদের আক্রমণ সম্বন্ধে গৌড়াধিপ

(১) বাঙ্গালার ইতিহাস—শ্রীরাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ২২৭ পৃষ্ঠা।
(২) গৌড় রাজমালা ৪১, ৪৩ পৃষ্ঠা।

মহীপালের ঔদাসীন্যের আলোচনা করিলে মনে হয়, কলিঙ্গ জয়ের পর মৌর্য্য অশোকের ন্যায় [কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতির কবল হইতে] বরেন্দ্র উদ্ধার করিয়া, মহীপালেরও বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছিল, এবং অশোকের ন্যায় মহীপালও যুদ্ধ বিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া পরহিতকর এবং পারত্রিক কল্যাণকর কর্ম্মানুষ্ঠানে জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। বারাণসীধামকে কীর্ত্তিরত্নে সজ্জিত করিতে গিয়া, মহীপাল এমনই তন্ময় হইয়া পড়িয়া ছিলেন যে, আর্য্যাবর্ত্তের অপরার্দ্ধের তীর্থক্ষেত্রের কীর্ত্তি-রত্নের কি দশা হইতেছিল, সে দিকে দৃক্‌পাত করিবার ও তাঁহার অবসর ছিল না"।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু লিখিয়াছেন (১), "বাস্তবিক তখন মহীপালের বৈরাগ্যের উপযুক্ত কাল উপস্থিত হয় নাই। তখনও রাজেন্দ্র চোল রাঢ়দেশে পদার্পণ করেন নাই, তখনও মহীপাল আপন পৈতৃক সম্পদ্ উদ্ধারে ব্রতী ছিলেন, তখনও তিনি নানাবিধ উপায়ে নিজের গৌড়রাজ্য রক্ষায় মনোযোগী ছিলেন, বিশেষতঃ যে কালঞ্জর পতি তাঁহার পিতামাতাকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত মিত্রতা ও একতাস্থাপন করিয়া বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ হইতে উত্তরাপথ রক্ষা করিতে যাওয়া কখনই তিনি উপযুক্ত মনে করেন নাই।" শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন (২), "চন্দজ মহাশয় বৈরাগ্যের যুক্তি দেখাইয়া মহীপালের কাপুরুষতা ও সঙ্কীর্ণ চিত্ততা গোপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বস্তুতঃ মহীপালের ঔদাসীন্যের কোনই উপযুক্ত কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না, কাপুরুষতাও ঈর্ষাই যে মহীপালের ধর্ম্মযুদ্ধের প্রতি ঔদাসীন্যের প্রধান কারণ, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ

---

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস-রাজন্যকাণ্ড ১৭৬ পৃষ্ঠা।

(২) বাঙ্গলার ইতিহাস, শ্রীরাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ২২৮ পৃষ্ঠা।

নাই।” “প্রাচীন সাহী-রাজ্য ধ্বংস করিয়া সুলতান মহমুদ যখন উত্তরাপথের প্রসিদ্ধ নগরসমূহ ধ্বংস করিতে ছিলেন, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, অনুমান করেন যে, গৌড়েশ্বর তখন “বারাণসী ধামকে কীর্ত্তিরত্নে সজ্জিত করিতে গিয়া তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলেন”। “স্থানীশ্বর, মথুরা, কান্যকুব্জ, গোপাদ্রি, কলঞ্জর সোমনাথ প্রভৃতি নগর, দুর্গ ও পবিত্র তীর্থসমূহ যখন ধ্বংস হইতেছিল, তখন উত্তরাপথের পূর্ব্বাদ্ধের অধীশ্বর পরম নিশ্চিন্ত মনে “কর্ম্মানুষ্ঠান” করিতে ছিলেন। দুর্জ্জের গোপাদ্রিদুর্গ অধিকৃত হইল, প্রাচীন কান্তকুব্জ নগরে বৎসরাজ, নাগভট ও ভোজদেবের বংশধর রাজ্যপাল দেব আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া মহমুদের শরণাগত হইলেন। মহমুদ তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলে, চন্দেল্লরাজ গণ্ডের পুত্র বিদ্যাধরের আদেশে কচ্ছপঘাত বংশীয় অর্জ্জুন রাজ্যপালের মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন (১)। তখনও কি গৌড়েশ্বর বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন?”

যিনি “অনধিকৃত-বিলুপ্ত-পিতৃ-রাজ্যের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন, যাঁহার বাহুবলে দিগ্বিজয়ী চোল-ভূপতি রাজেন্দ্র চোলের উত্তরবঙ্গ অভিযান বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাঁহাকে কাপুরুষ বলা চলে না। মহমুদ কর্ত্তৃক সোমনাথ মন্দির ধ্বংসের সময়ে, সাহি রাজ্যের পতনকালে বা কান্তকুব্জ ও কালঞ্জর রাজ্যের বিপদে মহীপালও নিরাপদ ছিলেন না।

(১) শ্রীবিদ্যাধরদেব কার্য্যনিরতঃ শ্রীরাজপালং হঠাৎ
কণ্ঠাস্থি চ্ছিদনেক বাণ নিবহৈ হত্বা মহত্যাহবে।
ডিংডীরাবলি চংদ্রমণ্ডল মিলন্মুক্তা কলাপোজ্জ্বলৈ
স্ত্রৈলোক্যং সকলং যশোভিরচলৈ র্যোজস্রমাপূরয়ৎ” ॥

দুবকুণ্ডে আবিষ্কৃত বিক্রমসিংহের শিলালিপি।

Epigraphia Indica, Vol II P 237.

সোমবংশোদ্ভব গৌড়ধ্বজ গাঙ্গেয় দেব (১) ও দিগ্বিজয়ী রাজেন্দ্র চোল এই সময়েই তাহার রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে স্বীয় রাজ্যরক্ষার উপায় নির্দ্ধারণ করিতেই ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল; আর্য্যাবর্ত্তের অপরাংশের কি দশা হইতেছিল, হয়ত তাঁহার সে দিকে দৃষ্টিপাত করিবারও অবসর ছিলনা; অথবা হয়ত তিনি সেরূপ ক্ষমতাশালীও ছিলেন না। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ্র যথার্থই বলিয়াছেন, "তিনি স্বীয় রাজ্যের বহির্ভূত তীর্থক্ষেত্র সম্বন্ধে একান্ত উদাসীন ছিলেন, সুলতান মামুদের অভিজাননিচয় সম্বন্ধে গৌড়াধিপ মহীপালের এই প্রকার ঔদাসীন্য উত্তরাপথের সর্ব্বনাশের অন্যতম কারণ। যদি মহীপাল গৌড়রাষ্ট্রের সেনাবল লইয়া সাহি জয়পাল, অনঙ্গপাল, বা ত্রিলোচন পালের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইতেন, তবে হয়ত ভারতবর্ষের ইতিহাস স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিত।" কিন্তু মগধে গোবিন্দ পাল ও বঙ্গে লক্ষণ সেনের পুত্রগণ প্রায় দ্বিশত বৎসর পরে মহীপালের এই ঔদাসীন্যের ফলভোগ করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় লিখিযাছেন, "রাঢ়দেশে (মুর্শিদাবাদ

(১) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক নেপালে আবিষ্কৃত একখানি রামায়ণের পুষ্পিকায় লিখিত আছে, "সংবৎ ১০৭৬ আষাঢ় বদি ৪ মহারাজাধিরাজ পুণ্যাবলোক সোমবংশোদ্ভব গৌড়ধ্বজ শ্রীমদ্ গাঙ্গেয় দেব ভুজ্যমান তীরভুক্তৌ কল্যাণ বিজয় রাজ্যে নেপাল দেশীয় শ্রীভাক্ শালিক শ্রী আনন্দস্য পাটকাবস্থিত [কায়স্থ] পণ্ডিত শ্রীশ্রীকুরস্যাত্মজ শ্রী গোপতিনা লেখিদম্। (Journal of the Asiatic Society of Bengal. Vol LXXII. 1903, pt I P. 18.) সুতরাং মহীপাল দেবের রাজ্যকালে, ১০১৯ খৃষ্টাব্দে সোম বংশোদ্ভব গাঙ্গেয় দেব যে গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিয়া মিথিলা অধিকার করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। বেণ্ডল এই গাঙ্গেয় দেবকে চেদীর কলচুরি বংশীয় গাঙ্গেয় দেবের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ চন্দ্র বলেন, "ফরাসী পণ্ডিত লেভি স্বরচিত নেপালের ইতিহাসে (Levis Le Nepal, Vol II. P. 202. note) বেণ্ডেলের উক্ত

জেলায়) "সাগর দীঘি" এবং বয়েছে (দিনাজপুর জেলায়) "মহীপাল দীঘি" অদ্যাপি মহীপালের পরহিত নিষ্ঠার পরিচয় দিতেছে। তিনটি সুবৃহৎ নগরের ভগ্নাবশেষ—বগুড়া জেলার অন্তর্গত "মহীপুর", দীনাজপুর জেলার "মহীসন্তোস" এবং মুর্শিদাবাদ জেলার "মহীপাল,"—মহীপালের নামের সহিত জড়িত রহিয়াছে" (১)। দক্ষিণ বিক্রমপুরের অন্তর্গত মহীসার গ্রাম এবং মহীসারের বিপুলায়তন দীর্ঘিকা প্রথম মহীপাল দেবেরই অন্যতম কীর্ত্তি বলিয়া মনে হয়। বহুকাল হইতে বিক্রমপুরে দুইটি কালীক্ষেত্র পীঠস্থানবৎ পূজিত হইয়া আসিতেছে। তন্মধ্যে একটি চাচুর তলার "ঠারিণ বাড়ী" অপরটি মহীসারের দিগম্বরী বাড়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রবাদ যে মহীসারে চাঁদ কেদার রায়ের গুরু গোসাই ভট্টাচার্য্য সিদ্ধিলাভ করেন (২)। বিক্রমপুরের মধ্যে মহীসার এক প্রাচীনতটিম স্থান। এইস্থানের মৃত্তিকা খননকালে প্রায়ই ইষ্টকাদি এবং দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পাঠের বিশুদ্ধি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন, বেগুলের ব্যাখ্যাও গ্রহণ করেন নাই। "গৌড়ধ্বজ" বা গৌড়রাজ্যের পতাকা অর্থে গৌড়াধিপকেই বুঝাইতে পারে। চেদীর কলচুরী বংশীয় কোনও রাজা কর্ত্তৃক কখনও গৌড়াধিপ উপাধি ধারণের প্রমাণ বিদ্যমান নাই। চেদীরাজ গাঙ্গেয় দেবের সময়ে মগধ যে গৌড়াধিপ মহীপালের পদানিত ছিল, তাহার প্রমাণ আছে, এবং মগধের পশ্চিমদিগ্‌বর্ত্তী জেজাভুক্তি (বুন্দেল খণ্ড) চন্দেল্ল রাজগণের অধিকৃত ছিল। সুতরাং মগধও জেজাভুক্তি ডিঙ্গাইয়া, চেদীরাজের পক্ষে মিথিলায় কল্যাণ বিজয় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নহে। নেপালী লেখক কর্ত্তৃক উল্লিখিত এই সোমবংশীয় গাঙ্গেয় দেব হয়ত মিথিলার একজন সামন্ত নরপাল ছিলেন" (গৌড়রাজমালা ৪২পৃষ্ঠা)। রাখাল বাবু কোনও যুক্তি প্রদর্শন না করিয়াই এই আপত্তিকে অন্যথা বলিয়া বেগুলের মতানুসরণ করিয়াছেন।

(১) গৌড় রাজমালা ৪১—৪২ পৃষ্ঠা।

(২) বারভূঞা শ্রীআনন্দ নাথ রায় প্রণীত ১১ পৃষ্ঠা।

অষ্টম অধ্যায়।

চন্দ্ররাজগণ।

কোন সময়ে কিরূপ ঘটনা চক্রের মধ্যে বঙ্গ পাল-সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। অভিনব আবিষ্কারের আলোক-পাত ব্যতীত ইহার মীমাংসা হইবেনা। পুনঃপুনঃ বহিঃশত্রুর আক্রমণে এবং অন্তর্বিপ্লবে পাল সাম্রাজ্য অবনতির চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিল। ফলে পাল-সাম্রাজ্যের অধিকাংশই পরহস্তগত হইয়া পড়িয়াছিল। অনন্যসাধারণ অধ্যবসায়ের বলেন অনধিকৃত-বিলুপ্ত পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিতে সমর্থ হইলেও প্রথম মহীপালের অদৃষ্টে অধিক দিন অখণ্ড পাল-সাম্রাজ্য-সম্ভোগ ঘটিয়া উঠে নাই। বরেন্দ্র ও মগধে মহীপাল দেবের সমর-বিজয়-যাত্রার সুযোগেই সম্ভবতঃ চন্দ্রদ্বীপের সামন্তরাজ শ্রীচন্দ্র হরিকেল বা পূর্ব্ববঙ্গ অধিকার করিয়াপালরাজ গণের সংশ্রব ছিন্ন করিয়াছিলেন। শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসনে যে রাজমুদ্রা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা পালরাজ গণের রাজমুদ্রা। সুতরাং ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, চন্দ্ররাজগণ পালরাজগণের সামন্ত রাজা ছিলেন।

ইদিলপুরে এবং রামপালে শ্রীচন্দ্রের দুইখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। রামপাল লিপি (শ্রীচন্দ্র দেবের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন) এবং ইদিলপুরের তাম্রশাসন হইতে মধ্যযুগে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী বঙ্গরাজ শ্রীচন্দ্র দেবের অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়। স্বর্গীয় বন্ধুবর গঙ্গা মোহন লস্কর এম, এ ইদিলপুর শাসনের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা ১৯১২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের "ঢাকা রিভিউ" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত জে, টি, রেঙ্কিন মহোদয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ইদিলপুর ও রামপাল লিপি

হইয়াছে। এই তাম্রশাসন খানি এখনও অপঠিত অবস্থায় ইদিলপুরের কোনও একটি উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত জমিদার-ভবনে রক্ষিত আছে। গঙ্গা মোহন উহার ছাপমাত্রই সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু মূল তাম্রশাসন খানি বহুচেষ্টায়ও হস্তগত করিতে পারেন নাই।

রামপাল-লিপির উদ্ধার কর্ত্তা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এম্, এ। ইহা এখন বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি কর্ত্তৃক সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। এই প্রশস্তির বিবরণ উক্ত অধ্যাপক মহাশয় কর্ত্তৃক ১৩২০ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ এবং ভাদ্র সংখ্যার সাহিত্যে তাম্রফলকের আলোক-চিত্রসহ প্রকাশিত হইয়াছে।

এই উভয় লিপিতে এই বৌদ্ধ নৃপতিগণের যেরূপ বংশলতা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, আমরা তাহা এস্থানে উদ্ধৃত করিলাম।

ধর্ম্ম-চক্র-মুদ্রা সমন্বিত এই উভয় তাম্র শাসনই বিক্রমপুর সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। রামপাল লিপির প্রারম্ভে রাজকবি বুদ্ধ, ধর্ম্মও সংঘ এই ত্রিরত্নের উল্লেখ করিয়া রাজবংশের বৌদ্ধ মতানুরক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

রামপাল-লিপিতে উক্ত হইয়াছে, "চন্দ্রদিগের বংশে পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ পূর্ণচন্দ্র পৃথিবীতে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। প্রতিমার পাদ-পীঠিকাতে সন্তানির অগ্রভাগে এবং টঙ্কোৎকীর্ণ নবপ্রশস্তি-সমন্বিত জয়স্তম্ভে ও

তাম্রপট্টে ইহার নাম পঠিত হইত। যে ভগবান অমৃতরশ্মি (চন্দ্রমা) ভক্তিবশতঃ বুদ্ধরূপী শশক জাতক (১) অঙ্কে ধারণ করিতেছেন, সেই চন্দ্রের কুলেজাত বলিয়াই যেন পূর্ণচন্দ্রের পুত্র সুবর্ণচন্দ্র জগতে বৌদ্ধ বলিয়া বিশ্রুত ছিলেন। জনশ্রুতি এইরূপ যে, এক অমাবস্যা রজনীতে সুবর্ণচন্দ্রের মাতা গর্ভাবস্থায় স্পৃহাবশতঃ উদয়িচন্দ্রবিম্ব দর্শনের অভিলাষ জ্ঞাপন করিলে সুবর্ণনির্ম্মিত চন্দ্র দ্বারা স্বামী কর্ত্তৃক পরিতোষিতা হইয়াছিলেন, এজন্য লোকে (তাহার পুত্রকে) সুবর্ণচন্দ্র বলিয়া অভিহিত করিত। "(মাতৃ-পিতৃ) উভয়কুল পাবন, (সুবর্ণচন্দ্রের) পুত্রের অপবাদ-ভীরু গুণাবলী চতুর্দ্দিকে অতিথিরূপে ভ্রমণ করিত বলিয়া, সেই পুত্র ত্রৈলোক্যে ত্রৈলোক্যচন্দ্র নামে বিদিত হইয়াছিলেন। হরিকেল-রাজ্যের রাজচিহ্ন-সূচক পুত্র যে রাজ-লক্ষ্মীর হাস্যরূপে উদ্ভাসিত হইত, সেই রাজ্য-লক্ষ্মীর আধার, দিলীপোপম এই পুত্র চন্দ্রদ্বীপে নৃপতি হইয়াছিলেন। চন্দ্রদ্বীপাধিপতি ত্রৈলোক্যচন্দ্রের শ্রীকাঞ্চনা নাম্নী কাঞ্চনকান্তি কান্তার গর্ভে রাজযোগ মুহূর্ত্তে শ্রীচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই শ্রীচন্দ্র সতত বিবুধ-মণ্ডলী পরিবেষ্টিত থাকিয়া এবং রাজাকে একাতপত্র সুশোভিত করিয়া অরিগণকে কারানিবদ্ধ করিয়া, স্বীয় যশঃসৌরভে দিঙ্‌মণ্ডল আমোদিত করিয়াছিলেন।" (২)

---

(১) বুদ্ধদেব "শশকরূপে একবার ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এইরূপ পৌরাণিক কাহিনী আর্য্যশুর রচিত জাতক মালার ৬ষ্ঠ স্তবকে বর্ণিত আছেঃ—

"সংপূর্ণেঽপি তদিদং শশবিম্বং নিশাকরে।
ছায়াময়মিবাদর্শে রাজতে দিবি রাজতে॥
ততঃ প্রভৃতিলোকেন কুমুদাকর হাসনঃ
ক্ষণদতিলকশ্চন্দ্রঃ শশাঙ্ক ইতি কীর্ত্যতে॥"

আর্য্যশুর রচিত জাতক মালা ৬।৩৭-৩৮

(২) শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসন (২—২) শ্লোক, সাহিত্য ২৪শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় বলেন, "ত্রৈলোক্যচন্দ্রের ভার্য্যাকে রাজকবি প্রিয়া" মাত্র বলিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন, মহিষী বলেন নাই। এই কারণেএ বং ত্রৈলোক্যচন্দ্রের "নৃপতি" মাত্র উপাধি দর্শনে, মনে হয়, তিনি কোনও প্রবল পরাক্রমশালী রাজাধিরাজের সামন্তশ্রেণীভুক্ত "নৃপতি" উপাধি লইয়াই চন্দ্রদ্বীপ শাসন করিতে ছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্রীচন্দ্র ভবিষ্যতে "রাজা" হইবেন, ইহাই জ্যোতিষিকগণ তাঁহার জন্মসময়ে সূচিত করিয়াছিলেন।" * * * "বিক্রমপুরে শ্রীচন্দ্রের রাজধানী ছিল। ইহাতে তিনি বঙ্গপতি ছিলেন এই কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। বিক্রমপুরে শ্রীচন্দ্রই মধ্যযুগে বৌদ্ধ নরপতি বলিয়া প্রতিভাত। শ্রীচন্দ্রের পর তাহার বংশধর অন্য কেহ বঙ্গরাজ ছিলেন কি না, তাহা বর্ত্তমান অবস্থায় (অন্য কোনও প্রমাণ না থাকায়) নিঃসন্দেহে বলা যায় না"।

"এখন জিজ্ঞাস্য—কোন্ সময়ে কিরূপ ঘটনাচক্রে, ত্রৈলোক্যচন্দ্র চন্দ্রদ্বীপে 'নৃপতি হইয়াছিলেন—কোন সময়ে কিরূপ ঘটনাচক্রে, তৎপুত্র শ্রীচন্দ্র বঙ্গে রাজ্যস্থাপন করিয়া বিক্রমপুর হইতে শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন, কোন্ সময়ে কিরূপ ঘটনাচক্রেই বা এই অভিনব চন্দ্রবংশীয় বৌদ্ধ নরপতির (বা নরপতিগণের) রাজ্যপতন সংঘটিত হইয়াছিল? লিপিকাল-বিচার ও সমসাময়িক অন্যান্য ঘটনার সমালোচনা করিয়া এই সমস্যার যথাযোগ্য মীমাংসা করা যাইতে পারে না। অক্ষর হিসাবে এই লিপির স্থান দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। এই শাসনের "ত" "ন" ও "ম" বর্ম্মবংশীয় ভোজবর্ম্মদেবের বেলাবলিপি ও হরিবর্ম্মদেবের মন্ত্রী ভট্ট ভবদেবের প্রশস্তির "ত" "ন" ও "ম" এর অনুরূপ। কিন্তু আলোচ্য শাসনে "প" এবং "য" কিছু বেশী আধুনিক। "ব" বিজয়সেনের দেবপাড়া-লিপির অনুরূপ। বেলাবলিপিতে ও ভট্টভবদেবের প্রশস্তিতে

অবগ্রহ চিহ্ন আদৌ ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু শ্রীচন্দ্রের শাসনে কোনও কোনও স্থানে অবগ্রহ চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে, কোনও কোনও স্থানে হয় নাই। এই সমস্ত কারণে, এই লিপির কাল যেন বর্ম্মরাজগণের লিপিকালের অব্যবহিত পরে, এবং সেনরাজগণের লিপিকালের অব্যবহিত পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। অর্থাৎ সেনরাজ বিজয়সেন দেবের বিক্রমপুর অধিকার করিবার পূর্ব্বে এবং বর্ম্মরাজ হরিবর্ম্মদেবের পুত্রের রাজ্যনাশের পরেই ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্র বিক্রমপুরে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনপূর্ব্বক কিছুকালের জন্য এক অভিনব বৌদ্ধরাজ্য সংস্থাপিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। • * ভোজবর্ম্মদেব এবং তৎপরবর্ত্তী বর্ম্মরাজগণ শেষ পাল রাজগণের সময়েই বিক্রমপুর হইতে বঙ্গ রাজ্যশাসন করিতেন। এদিকে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রামপাল দেবের তনুত্যাগের পর, তৎপুত্র কুমারপালদেব বরেন্দ্রভূমিতে (রামাবতী নগর হইতে) রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। কুমার পাল দেবের সময় হইতেই পাল-সাম্রাজ্যের বন্ধন বিঘট্টিত হইয়া আসিতেছিল। কুমার পাল দেবের প্রধান সহায় ছিলেন তাঁহার সচিব ও সেনাপতি বৈদ্যদেব। এই সময়ে রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল, "বৈদ্যদেবই অনুত্তরবঙ্গে" অর্থাৎ দক্ষিণবঙ্গে নৌবল লইয়া বিদ্রোহ দমনে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই ঐতিহাসিক তথ্য আমরা তদীয় (কমৌলীতে প্রাপ্ত) তাম্রশাসনে উল্লিখিত দেখিতে পাই। বৈদ্যদেব কর্ত্তৃক এই দক্ষিণবঙ্গের বিদ্রোহবহ্নি নির্ব্বাপিত হইলেই হয়ত পালরাজ সর্ব্বগুণ-বিমণ্ডিত বৌদ্ধ ত্রৈলোক্যচন্দ্রকে উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়া, চন্দ্রদ্বীপের সামন্তরূপে নিযুক্ত করিয়া "নৃপতি" উপাধিতে বিভূষিত করিয়া থাকিবেন। এই বিদ্রোহ সময়েই হয়ত চন্দ্রদ্বীপ বঙ্গরাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, এবং এই সময় হইতেই হয়ত বর্ম্মরাজগণের দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়া থাকিবে। পূর্ব্বেই

উক্ত হইয়াছে যে রাজকবি ত্রৈলোক্যচন্দ্রকে হরিকেল (বঙ্গ) রাজলক্ষ্মীর আধার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই সময়েই ভট্টভবদেবযন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত হরিবর্ম্মা বা তদাত্মজ (অজ্ঞাতনামা রাজার) অধিকার হইতে বঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত চন্দ্রদ্বীপ হস্তচ্যুত হইয়াছিল। তৎপর বৈদ্যদেব যেমন কামরূপে তিগ্মদেবকে সিংহাসন ভ্রষ্ট করিয়া স্বাতন্ত্র্যাবলম্বন করিয়াছিলেন, সেইরূপ বোধ হয়, পালরাজগণের ও বর্ম্মরাজগণের দুর্ব্বলাবস্থা অবলোকন করিয়া, ত্রৈলোক্যচন্দ্র-পুত্র শ্রীচন্দ্র ও বর্ম্মবংশীয় শেষ নরপতিকে কোনও কারণে সিংহাসন ভ্রষ্ট কারয়া স্বয়ং "পরমেশ্বর ভট্টারক মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিয়া বঙ্গে সর্ব্বভৌম নরপতি সাজিয়া বাসয়াছিলেন, অথবা বর্ম্মরাজ্য অন্য কোনও কারণে উন্মূলিত হহলে, শ্রীচন্দ্রহ বঙ্গে একচ্ছত্রাধিপত্য বিস্তৃত করিয়া শত্রুকুলকে কারানিবদ্ধ করিয়া, বিক্রমপুর হইতে শাসন পরিচালন করিয়াছিলেন। আলোচ্য শাসনের অষ্টম শ্লোকে এইরূপ ঐতিহাসিক তথ্য ইঙ্গিতে সূচিত হইয়া থাকিবে। অপর দিকে এই সময়েহ বিজয় সেন সাম্রাজ্যের দুরবস্থা ও দুর্ব্বলতা দেখিয়া, বরেন্দ্রীতে রাজ্য পাতিবার উপক্রম করিতেছিলেন, এবং পরে এহ বিজয়সেন কর্তৃকই হয়ত বৌদ্ধ শ্রীচন্দ্রের সংস্থাপিত রাজ্যের বিনাশ সাধিত হইয়া থাকিবে।"

"সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে যখন বরেন্দ্রীতে কুমারপাল দেব এবং বঙ্গে হরিবর্ম্ম দেব ও তদীয় পুত্র সিংহাসনারূঢ় ছিলেন এবং বিজয় সেন গৌড়ে রাজ্যস্থাপনের সুযোগ অন্বেষণ করিতে ছিলেন এবং কুমারপাল দেবের দক্ষিণ বাহুরূপী সচিব বৈদ্যদেব, তিগ্মদেবকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া কামরূপে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, তখনই চন্দ্রদ্বীপ নৃপতি ত্রৈলোক্য চন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্র বর্ম্মরাজকে বিতাড়িত করিয়া অথবা অন্য কারণে বর্ম্মরাজের নাশ ঘটিলে পর, বঙ্গে স্বাতন্ত্র্যাবলম্বনপূর্ব্বক বিক্রমপুর রাজধানী হইতে দেশ শাসন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।"

শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রলেখের পাঠোদ্ধারকারী উহার লেখমালা দ্বাদশ শতাব্দীর উৎকীর্ণ লিপি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ১ম মহীপালের বানগড় লিপির সহিত রামপাল লিপির অনেক সাদৃশ্য রহিয়াছে; সুতরাং অক্ষরতত্ত্বের হিসাবে রামপাললিপিকে দ্বাদশ শতাব্দীর উৎকীর্ণ না বলিয়া দশম বা একাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ বলিয়াও নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ মহাশয় এই লিপির কাল একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার মতে রামপাল লিপি বেলাব লিপির পুরবর্ত্তী। বিশেষতঃ ভোজবর্ম্মদেবের বেলাব লিপি আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, বিজয় সেনের পূর্ব্বে বঙ্গে সামলবর্ম্মা ও তাহার পিতা জাতবর্ম্মা স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। পালরাজগণের সহিত ইহাদের কোন সংশ্রব ছিল না। সুতরাং মনে করিতে হইবে যে জাতবর্ম্মার পূর্ব্বেই পালরাজগণের অধিকার পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল। বর্ম্মরাজগণের প্রবল শক্তি উপেক্ষা করিয়া পালরাজগণের সামন্ত-রাজ রূপে চন্দ্রদ্বীপ অঞ্চল শাসন করিবার সামর্থ্য শ্রীচন্দ্রদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী চন্দ্ররাজগণের ছিল কি না সন্দেহ। এমতাবস্থায় শ্রীচন্দ্রকে বর্ম্মরাজগণের পূর্ব্বে স্থাপিত না করিলে পালরাজগণের সামন্ত রাজারূপে চন্দ্ররাজগণকে চন্দ্রদ্বীপের সিংহাসনে স্থাপিত করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। সুতরাং রামপাল লিপির অষ্টম শ্লোকোল্লিখিত "অরি" শব্দ দ্বারা বর্ম্মবংশীয় কোনও নরপতি সূচিত হইতে পারে না।

"বিগ্রহপাল যখন অনধিকারীর হস্তে পিতৃরাজ্য ছাড়িয়া দিয়া পূর্ব্ববঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন হয়ত তিনি তদীয় সামন্ত চন্দ্ররাজগণের আতিথ্যই গ্রহণ করিয়াছিলেন'। চন্দ্ররাজগণেরও উচ্চাভিলাষ ছিল। পালরাজগণের দুর্ব্বলতার বিষয় তাঁহারা উত্তমরূপেই পরিজ্ঞাত ছিলেন। সুতরাং মহীপাল যখন পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া বরেন্দ্র

চলিয়া গিয়াছিলেন তখন শ্রীচন্দ্রের উচ্চাভিলাষ পূরণ করিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল।

দুর্ল্লভমল্লিক রচিত গোবিন্দচন্দ্র গীতে লিখিত আছে :—

"সুবর্ণ চন্দ্র মহারাজা ধাড়িচন্দ্র পিতা।
তার পুত্র মাণিকচন্দ্র শুন তার কথা॥"

উপরোক্ত প্রমাণাবলির সাহায্যে মাণিকচন্দ্রের বংশলতা নিম্নলিখিত রূপে লিখিত হইতে পারে।

সুবর্ণচন্দ্র
|
ধাড়িচন্দ্র
|
মাণিকচন্দ্র
|
গোবিন্দ্র চন্দ্র

কেহ কেহ উক্ত বংশাবলী দৃষ্টে রামপাল ও ইদিলপুর লিপির সুবর্ণচন্দ্র এবং গোবিন্দ চন্দ্র গীতের সুবর্ণচন্দ্র এই উভয়ের অভিন্নত্ব কল্পনা করিয়া থাকেন; তাহা হইলে রামপাল লিপির ত্রৈলোক্য চন্দ্রের অপর নাম ধাড়িচন্দ্র ছিল অনুমান করিতে হয়। আবার ময়নামতীর গানে ময়নামতী তিলোকচাঁদের (ত্রৈলোক্য চন্দ্র ?) কন্যা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। এই উভয় ত্রৈলোক্য চন্দ্র অভিন্ন হইলে মাণিকচন্দ্র, ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র না হইয়া জামাতারূপেই পরিচিত হইয়া পড়েন। ধাড়িচন্দ্র ত্রৈলোক্যচন্দ্রের নামান্তর হইলে রামপাল লিপির চন্দ্ররাজগণ এবং ময়নামতীর গানের গোবিন্দ চন্দ্রের মধ্যে নিম্ন-লিখিত সম্বন্ধ স্থাপিত হয় :—

গোবিন্দচন্দ্র
বনাম
গোবিন্দচন্দ্র
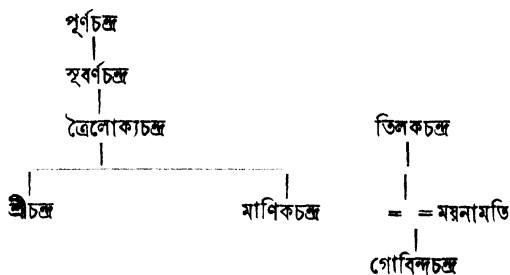
উপরোক্ত সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইলে এবং মাণিকচন্দ্র-তনয় গোবিন্দচন্দ্র তিরুমলয় শিলালিপির গোবিন্দচন্দ্র হইতে অভিন্ন হইলে, বলিতে হয় যে, শ্রীচন্দ্র অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করিলে গোবিন্দচন্দ্র শ্রীচন্দ্রের পরিত্যক্ত রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন; এবং সেজন্যই রাজেন্দ্র চোল ১০২৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন সময়ে গোবিন্দচন্দ্রকে বঙ্গালদেশের অধিপতি দেখিয়াছিলেন।

আবার ময়নামতীর পিতা তিলোকচাঁদ এবং শ্রীচন্দ্রের পিতা ত্রৈলোক্য চন্দ্র অভিন্ন হইলে ময়নামতীকে শ্রীচন্দ্রের ভগিনী এবং মাণিকচন্দ্রকে ভিন্ন-বংশীয় বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। তাহা হইলে এই উভয় বংশলতা আবার নিম্নলিখিত আকার ধারণ করে,—
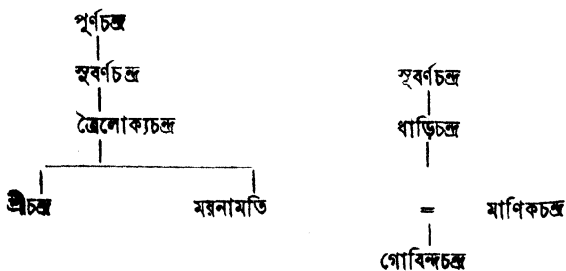
এবং শ্রীচন্দ্রকে অপুত্রক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গোবিন্দচন্দ্রকে মাতুলের ত্যক্ত সিংহাসনের অধিকারী বলিয়া সাব্যস্ত করিতে হয়, এবং ময়নামতীর পিতৃরাজ্য বিক্রমপুরে ছিল বলিয়া যে ময়নামতীর গানে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা নির্ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু, তিলক চাঁদই রামপাল লিপির ত্রৈলোক্যচন্দ্র কিনা, অথবা এই ত্রৈলোক্যচন্দ্রের অপর নাম ধাড়িচন্দ্র ছিল কিনা, তাহা জানা যায় নাই। উপরোক্ত সিদ্ধান্ত দ্বয় পরস্পর বিরোধী, সুতরাং উহার একটি সত্য [illegible] হইবে। বর্ত্তমান সময়ে এমন কোনও প্রমাণই আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহা দ্বারা ময়নামতীর, গানের তিলোকচাঁদের সহিত [illegible] ত্রৈলোক্যচন্দ্রের, ধাড়িচন্দ্রের সহিত ত্রৈলোক্যচন্দ্রের, অথবা গোবিন্দচন্দ্র গীতের স্বর্ণচন্দ্রের সহিত রামপাল লিপির স্বর্ণচন্দ্রের সম্বন্ধ নিঃসন্দেহে নির্ণয় করা যাইতে পারে। কেবলমাত্র নামের সামঞ্জস্য দ্বারা ঐতিহাসিক সত্য নিরূপণ করা কখনও সমীচান নহে।

পরকেশরী বর্ম্মা বা শ্রীরাজেন্দ্র চোলদেব ১০১২ খৃষ্টাব্দে চোল সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং তিরুমলয় পর্ব্বত-লিপি তদীয় রাজত্বের দ্বাদশ বৎসরে বা ১০২৪ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। উক্ত তিরুমলয় পর্ব্বত গাত্রস্থিত তামিল ভাষার লিপিতে উক্ত হইয়াছে :—

রাজেন্দ্র চোলের দিগ্বিজয়।

"পরকেশরী বর্ম্মা বা শ্রীরাজেন্দ্র চোল দেবের (রাজত্বের) দ্বাদশ বৎসরে —যিনি·········তাহার মহান্ সমরপটু সেনা দ্বারা (নিম্নোক্ত দেশ সকল) অধিকার করিয়াছেন,—দুর্গম ওড্ডবিষয়, (যাহা তিনি) প্রবলযুদ্ধে (পদানত করিয়াছিলেন,) মনোরম কোশল-নাড়ু, যেখানে ব্রাহ্মণগণ মিলিত হইয়াছিল; মধুকর-নিকর-পরিপূর্ণ-উদ্যান-বিশিষ্ট তন্দবুত্তি, ভীষণ যুদ্ধে ধর্ম্মপালকে নিহত করিয়া তিনি যে দেশ অধিকার করিয়াছিলেন; সকল দিকে প্রসিদ্ধ তক্কণলাড়ম্, সবেগে

রণশূরকে আক্রমণ করিয়া তিনি যে দেশ অধিকার করিয়াছিলেন; বঙ্গালদেশ, যেথানে ঝড় বৃষ্টির কখনও বিরাম নাই, এবং গজপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া যেথান হইতে গোবিন্দচন্দ্র পলায়ন করিয়াছিলেন; কর্ণভূষণ, চর্ম্মপাদুকা এবং বলয়-বিভূষিত মহীপালকে ভীষণ সমরক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়া, যিনি তাঁহার অদ্ভূত বলশালী করি সমূহ এবং রত্নোপমা রমণীগণকে হস্তগত করিয়াছিলেন; সাগরের ন্যায় রত্ন সম্পন্ন উত্তির লাড়ম্; বালুকাময় তীর্থ ধৌত কারিনী গঙ্গা” (১)।

উক্ত শিলালেখে যে সমুদয় স্থানের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ওড্ড বিষয়—উড়িষ্যা। বহু তাম্রশাসনাদিতে ওড্র বিষয়ের নাম পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ওড্ডবিষয় এবং ওড্র বিষয় সম্ভবতঃ অভিন্ন।

কোশল-নাডু—কোশলনাড় বা দক্ষিণকোশল (সম্বলপুর ও উড়িষ্যার গড়জাত স্থান)।

তন্দবুত্তি—দণ্ডভুক্তির বিকৃতিতে তন্দবুত্তি হইয়াছে। রামচরিতে রাম-পালের সামন্তচক্র মধ্যে দণ্ডভুক্তি-পতি-জয়সিংহের নাম আছে (২)। সম্ভবতঃ মেদিনীপুর জেলাস্থিত দান্তন বা দাঁতনগড় প্রাচীন তন্দবুত্তির রাজধানীর স্মৃতিরক্ষা করিতেছে। কেহ কেহ মগধের অন্তর্গত উদন্তপুর বিহারের সহিত তন্দবুত্তির অভিন্নত্ব কল্পনা করিয়াছিলেন (৩)। তিরু-মলয় লিপিতে কোশল দেশের পরে, এবং দক্ষিণরাঢ়ের পূর্ব্বে, দণ্ড ভুক্তির

---

(১) Epig. Indica Vol IX. pp. 232-233
গৌড়রাজ মালা ৩৯ পৃষ্ঠা।

(২) রামচরিত ২।৫ টীকা।

(৩) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal vol. iii P. 10.

নাম উল্লিখিত হইয়াছে, সুতরাং দণ্ডভুক্তি কখনই বিহার হইতে পারে না। রাজেন্দ্রচোল উত্তর রাঢ়ের গঙ্গাতীর পর্য্যন্তই উপস্থিত হইয়াছিলেন, তিনি যে গঙ্গা উত্তরণ পূর্ব্বক অপর তীরেও গমন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না (১)।

তক্কণলাড়ম্—দক্ষিণরাঢ়। রায়বাহাদুর বেঙ্কয় এবং ডাক্তার হুল্‌জ্‌ "তক্কম্ লাড়ম্" দক্ষিণবিরাট বা দক্ষিণবেরার অর্থে এবং "উত্তিরলাড়ম্" উত্তরবেরার অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ওড্‌ড বিষয়, বঙ্গালদেশ এবং গঙ্গার সহিত উল্লিখিত দেখিয়া "লাড়"কে রাঢ় অর্থে গ্রহণ করাই সঙ্গত। রাজেন্দ্রচোল দক্ষিণরাঢ়ের রণশূরকে পরাজিত করিয়াই বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন।

উত্তিরলাড়ম্—উত্তররাঢ়। কোশল বা দণ্ডভুক্তি জয় করিয়া দক্ষিণ বিরাট অভিযান, তথা হইতে যুদ্ধার্থে বঙ্গদেশে আগমন, বঙ্গদেশ হইতে উত্তর বিরাটে গমন এবং তথা হইতে গঙ্গাতীরে প্রত্যাবর্ত্তন অসম্ভব বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। সুতরাং তক্কণলাড়ম্ এবং উত্তিরলাড়ম্, দক্ষিণ রাঢ় ও উত্তর রাঢ় বলিয়া গ্রহণ করাই সঙ্গত (২)।

বঙ্গালদেশ—পূর্ব্ববঙ্গ।

তিরুমলয়ের লিপিতে যে ভাবে প্রথম রাজেন্দ্র চোলের দিগ্বিজয় বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে তিনি উড়িষ্যা, মেদিনীপুরও দক্ষিণরাঢ় হইয়া বঙ্গাল দেশে লব্ধপ্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। উত্তর রাঢ়ের মহীপালের সহিত সম্মুখ যুদ্ধের পরেই হউক, বা পূর্ব্বেই হউক, আর অধিক দূর অগ্রসর হওয়া যুক্তি যুক্ত বিবেচনা

---

(১) Pal Kings of Bengal by Babu R. D. Banerjee.

(২) Pal Kings of Bengal by R. D. Banerjee.

না করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। চোলরাজ গঙ্গাপার হইতে সাহসী হন নাই, উত্তররাঢ় হইতেই তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। এই সমুদয় বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় যে, বঙ্গালদেশাধিপতি গোবিন্দচন্দ্র পূর্ব্ববঙ্গেই রাজত্ব করিতেন। সুতরাং গোবিন্দ চন্দ্রগীতের এবং ময়নামতীর গানের গোবিন্দচন্দ্রের সহিত বঙ্গালদেশাধিপতি গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচন্দ্রের কোনও সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয় না। শেষোক্ত গোবিন্দচন্দ্র "বঙ্গের গোসাঞি" "বঙ্গাধিকারী" "বঙ্গের ইশ্বর," "বঙ্গের মহীপাল" বলিয়া পরিচিত হইলেও তাঁহার রাজ্য ষোল দণ্ডের পথ পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে। বিশেষতঃ গোবিন্দচন্দ্র হাড়িসিদ্ধাকে গুরু করিবার কথায় অবজ্ঞা প্রকাশ করিলে, রাণী ময়নামতী পুত্রকে বলিতেছেন :—"এ দেশী আ হাড়ি নএ বঙ্গদেশে ঘর"। সুতরাং এই গোবিন্দচন্দ্র যে বঙ্গালদেশে বা পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করেন নাই, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। বিশেষতঃ যে গোবিন্দচন্দ্র মাতার উপদেশে রাজ্যপরিত্যাগ পূর্ব্বক দীর্ঘজীবন কামনায় বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া হাড়িসিদ্ধার সহিত বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তিনি যে কাঞ্চিপতি দিগ্বিজয়ী চোল ভূপতির সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিলেন, ইহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার রাজ্য পাটিকানগরের ও তৎসলগ্ন কতিপয় গ্রাম মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল সন্দেহ নাই।

সুরেশ্বর প্রণীত "শব্দ প্রদীপের" ব্যঞ্জনাদিকাণ্ডে লিখিত আছে :—

"শ্রীমদ্‌গোবিন্দচন্দ্রস্য রাজ্ঞো বৈদ্যগণাগ্রণীঃ।
করণাং দয়জঃ (করণান্বয়জঃ ?) শ্রীমানভূদ্ দেবগণঃ সুধীঃ ॥
তস্মাদজায়ত সুধাকর কান্তকীর্ত্তিঃ।
শ্রীমান্ যশোধন ইতি প্রথিতস্তনুজঃ।
তস্মাত্মজঃ সকল বৈদ্যকসারবেত্তা
ভদ্রেশ্বরঃ কবিকদম্বক চক্রবর্ত্তী ॥

স্বৈরং নিজ গুণোৎকর্ষৈঃ শ্রীমদ্বংগেশ্বরস্য যঃ।
রাজ্যং প্রাপ্য মলংচক্রে রামপালস্য ভূপতে ॥
তস্যাত্মজঃ পরম সজ্জনকৈ রবেন্দুঃ
শ্রীমান্ সুরেশ্বর ইতি প্রথিতঃ পৃথিব্যাং।
পাদীশ্বরস্য ভূজনির্জিত বীর বৈরি
শ্রীভীমপাল নৃপতে ভিষগন্তরংগ ॥" (১)

ইহা হইতে জানা যায় যে, পাদীশ্বর ভীমপালের "ভিষগান্তরঙ্গ" সুরেশ্বরের পিতা "সকল বৈদ্যকসারবেত্তা" "কবি কদম্বক চক্রবর্ত্তী" ভদ্রেশ্বর বঙ্গরাজ রামপালের সভা কবি এবং প্রধান চিকিৎসক ছিলেন; ভদ্রেশ্বর-জনক "সুধাকর কান্তকীর্ত্তি" যশোধন। এই যশোধনের পিতা "সুধী" দেবগণ, রাজা গোবিন্দ্র চন্দ্রের রাজ সভায় "বৈদ্যগণাগ্রণী" ছিলেন। যিনি রামপালদেবের সভা কবি এবং প্রধান চিকিৎসক ছিলেন, তাঁহার পিতামহ যে তিরুমলয়ের শিলা লিপিতে উল্লিখিত বাঙ্গাল দেশাধিপতি গোবিন্দচন্দ্রের রাজসভার বৈদ্যগণাগ্রণী ছিলেন তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই পাদীশ্বর ভীমপালের ভিষগান্তরঙ্গ সুরেশ্বরকে একাদশ শতাব্দীর চতুর্থপাদে প্রাদুর্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (২)। সুতরাং সুরেশ্বরের প্রপিতামহ গোবিন্দচন্দ্র রাজার বৈদ্যগণাগ্রণী দেবগণকে দশম শতাব্দীর শেষপাদে, বা একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে স্থাপিত করা যাইতে পারে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই গোবিন্দচন্দ্রকে মহীপাল এবং রাজেন্দ্র

---

(১) India office Catalogue 2739, vol. v.

(২) Chronology of Indian Authors—J. A. S. B. 1907. Page. 20.

চোলের সমসাময়িক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন (১)। কিন্তু তিনি ময়নামতীর গানের এবং গোবিন্দচন্দ্র গীতের গোবিন্দচন্দ্রকেও রাজেন্দ্র চোলের সম সাময়িক গোবিন্দচন্দ্রের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করিয়াছেন কেন, তাহার কোনও কারণ প্রদর্শন করেন নাই।

---

(১) "The grandfather of Bhadrasvara, Devagana by name, was Court physician of that Govinda Candra, contemporary of mohipala and Rajendra Coda, so well known in Bengali Songs."

Memoirs A. S. B. Vol III. p. 15.

নবম অধ্যায়।

বর্ম্মরাজগণ।

চন্দ্ররাজগণের শাসন-পাট উন্মূলিত হইবার পরেই সম্ভবতঃ বঙ্গে বর্ম্মরাজগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল। বেলাবলিপি, ভবদেবভট্টের কুল-প্রশস্তি, হরিবর্ম্ম দেবের বেজনীসার-তাম্রলেখ প্রভৃতি হইতে বঙ্গাধিপতি বর্ম্ম-বংশীয় নরপালগণের কথঞ্চিৎ পরিচয় উদ্ঘাটিত হইয়াছে। হরিবর্ম্মার ১৯ শ রাজ্যাঙ্কে লিখিত "অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা" নামক একখানি পুঁথি, তদীয় ৩৯ শ রাজ্যাঙ্কে লিখিত বিমলপ্রভা নামক লঘুকাল-চক্রযান টীকা, ভুবনেশ্বর-মন্দির-গাত্রে-উৎকীর্ণ ভট্ট ভবদেবের কুলপ্রশস্তি, হরিবর্ম্মার বেজনীসার লিপি, রাঘবেন্দ্র কবিশেখর-বিরচিত ভবভূমিবার্ত্তা, প্রভৃতিতে হরিবর্ম্মা নামক জনৈক বঙ্গাধিপতির নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বেলাব লিপির ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্লোকের মধ্যেও এক হরিবর্ম্মার আভাস পাওয়া যায়; এবং পঞ্চম শ্লোকোল্লিখিত "হরে র্বান্ধবাঃ" এই কথা কয়টীতে আভাস-প্রাপ্ত হরিবর্ম্মার সহিত ভোজবর্ম্মার জ্ঞাতিত্বের ইঙ্গিত আছে বলিয়া মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অনুমান করেন (১)।

হরি বর্ম্মা

বেলাব তাম্রশাসনে লিখিত আছে, "তিনিও (যযাতি) যদুকে পুত্র রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহা হইতে যে রাজবংশ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল সেই রাজবংশে বীরশ্রী এবং হরি বহুবার প্রত্যক্ষবৎ দৃষ্ট হইয়াছিলেন। সেই হরিও ইহলোকে গোপীশত কেলিকার মহাভারত

---

(১) ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন—১৩১০, কার্ত্তিক—৩১৯ পৃষ্ঠা।

ঐ ১৩২০, বৈশাখ—পৃষ্ঠা।

সূত্রধার পূজ্য পুরুষ অংশাবতার কৃষ্ণ বলিয়া ও অভিহিত হইয়াছিলেন এবং পৃথিবীর ভার উদ্ধার করিয়াছিলেন।

সেই পুরুষের আবরণ ত্রয়ী (বেদ), হীনাও নহে এবং নগ্নাও নহে অর্থাৎ সেই পুরুষের বেদই অবলম্বন, তিনি কখন বৈদিকাচার ছাড়া নহেন এবং নগ্ন বা বৌদ্ধ ক্ষপণকাদির মত অবৈদিকাচার সম্পন্নও ছিলেন না। ত্রয়ী বিদ্যায় এবং অদ্ভূত সমর ক্রীড়ায় আনন্দ হেতু রোমোদ্গম দ্বারা বর্ম্মিণঃ (বর্ম্মাবৃত কলেবর বা বর্ম্মা উপাধি ধারী) হরির বান্ধব বা জ্ঞাতিবর্গ, "বর্ম্মণ" এই অতি গভীর নাম এবং শ্লাঘ্য বাহু যুগল ধারণ করিয়া সিংহ-বিবর তুল্য সিংহপুর নামক স্থান আশ্রয় করিয়াছিলেন" (১)।

"উক্ত ৩টী শ্লোক মধ্যে যাদব বংশে বহু হরির জন্ম এবং হরির "বর্ম্মা" উপাধি দেখিয়া মনে হয়, কবি যেন বঙ্গাধিপ হরি বর্ম্মাকেই ইঙ্গিত

---

(১) সোপ্যায়ুং সমজীজনন্মনুসমো রাজ্ঞস্ততো জজ্ঞিবান্
ক্ষ্মাপালো নহুষ স্ততোজনি মহারাজো যযাতিঃ সুতম্।
সোপিপ্রাপ যদুং ততঃ ক্ষিতিভুজাং বংশোয়মুজ্জস্ততে
বীরশ্রীশ্চ হরিশ্চ যত্র বহুশঃ প্রত্যক্ষমেবৈক্ষ্যত ॥
সোপীহ গোপীশত-কেলিকারঃ।
কৃষ্ণ মহাভারত-সূত্রধারঃ।
অর্ঘাঃ পুমানংশকৃতাবতারঃ
প্রাদুর্বভূবোদ্ধৃত ভূমিভারঃ ॥
পুংসামাবরণং ত্রয়ী ন চ তয়া হীনা ন নগ্না ইতি
ত্রয্যা (ন্) চাদ্ভুত-সঙ্গরেষু চ রসাদ্রোমোদ্গামৈর্বর্ম্মিণঃ।
বর্ম্মাণোতি-গম্ভীর নাম দধতঃ শ্লাঘ্যোভুজৌ বিভ্রতো
ভেজু সিংহপুরং গুহামিব মৃগেন্দ্রাণাং হরের্বান্ধবাঃ" ।

সাহিত্য ১৩১৯, ভাদ্র, ৩৮১—৩৮২ পৃঃ

J. A. S. B. New Series vol x Page 126-127.

করিতেছেন। ভুবনেশ্বর হইতে আবিষ্কৃত ভবদেব ভট্টের প্রশস্তির ১৬ শ শ্লোকে হরিবর্ম্মার "ধর্ম্মবিজয়ী" বিশেষণ দৃষ্ট হয় (১)। তিনি ধর্ম্ম-সংস্থাপন করিবার জন্য অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন এবং বিধর্ম্মী দলন করিয়াছিলেন বলিয়া, হয়ত তিনিও কৃষ্ণাবতার বলিয়া প্রথিত হইয়াছিলেন" (২)।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এবং পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের মতানুসারে হরিবর্ম্মা ভোজবর্ম্মার পরবর্ত্তী বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে (৩)। শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "শিলালিপির সহিত শিলালিপি এবং তাম্রশাসনের সহিত তাম্রশাসনের তুলনা করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, বিহারে আবিষ্কৃত রামপালের দ্বিতীয় ও দ্বিচত্বারিংশ রাজ্যাঙ্কের শিলালিপি অপেক্ষা ভবদেবের প্রশস্তি প্রাচীন এবং কমৌলিতে আবিষ্কৃত বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন অপেক্ষা হরিবর্ম্ম দেবের তাম্রশাসনের অক্ষর প্রাচীন" (৪)। বাস্তবিক পক্ষেও হরিবর্ম্মাকে ভোজ বর্ম্মার পরে স্থাপন করা অসম্ভব।

হরি বর্ম্মদেবের তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার করিয়া প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তদীয় বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ডে

(১) মন্ত্রশক্তি সচিবঃ সুচিরং চকার রাজ্যং স ধর্ম্ম বিজয়ী হরিবর্ম্ম দেবঃ"।

ভবদেব ভট্টের কুলপ্রশস্তি, ১৬শ শ্লোক।

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণ কাণ্ড প্রথমাংশ) পৃষ্ঠা।

(২) ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন—১৩১৯ কার্ত্তিক, ৩১৯ পৃষ্ঠা।

(৩) "If Hari Varma cannot be proved to hava belonged to a dynasty different from that of Bhoja Varma, he can have no place in history before Bhoja Varma."

Modern Review, 1912, P. 249.

(৪) বাঙ্গালার ইতিহাস—প্রথমভাগ ২৭৪ পৃষ্ঠা।

উহা প্রকাশিত করিয়াছেন। এই তাম্রশাসন পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, মহারাজাধিরাজ জ্যোতি বর্ম্মা, হরি বর্ম্মার পিতা এবং এই তাম্রশাসন হরি বর্ম্মার ৪২ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ হইয়াছিল (১)। কিন্তু ইহা হইতেও হরিবর্ম্মার সময় নিরূপণ করিবার উপায় নাই। সুতরাং হরিরর্ম্মার সময় নিরূপণার্থে বর্ত্তমান সময়ে ভবদেব ভট্টের কুল প্রশস্তিই আমাদের একমাত্র অবলম্বনীয়। ভবদেব কর্ত্তৃক ভুবনেশ্বরের অনন্ত বাসুদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা কালে তাঁহার মিত্র বাচস্পতি ভবদেবভট্টের মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক উক্ত মন্দির গাত্রস্থিত প্রস্তর ফলকে যে প্রশস্তি রচনা করিয়াছিলেন, তাহাই ভবদেব ভট্টের কুল প্রশস্তি নামে পরিচিত। এই প্রশস্তির পাঠ কাপ্তেন মার্সাল সাহেব কর্ত্তৃক এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে (২), এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তদীয় Antiqui ties of Orissa গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে উহা অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন (৩)। পরে ডাক্তার কিলহর্ণ এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা গ্রন্থেও উহা প্রকাশ করিয়াছেন (৪)। ভবদেব প্রশস্তির বাচস্পতি বাণীতে ভবদেব ভট্ট, হরি বর্ম্মদেব ও তদীয় পুত্রের মন্ত্রণা সচিব বলিয়া উক্ত হইয়াছেন (৫)।

---

(১) "ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন দ্বাচত্বারিংশদব্দীয় মুদ্রয়া তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তাস্মাভিঃ"। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড ২১৬ পৃষ্ঠা।

(২) Journal of the Asiatic Society of Bengal Vol. vi, Pages.

(৩) The Antiquities of Orissa Vol. ii Pages 84—85.

(৪) *E*pig. Ind. vol. vi. pp. 205-7.

(৫) "যন্মন্ত্রশক্তি সচিবঃ সুচিরং চকার
রাজ্যং স ধর্ম্ম বিজয়ী হরিবর্ম্ম দেবঃ।
তন্নন্দনে বর্ত্তি যস্য চ দণ্ডনীতি
বর্ম্মাম্বুগা বহল কজ্জলতেব লক্ষ্মীঃ"।

৺ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রশস্তি-রচয়িতা ও ভবদেব সখা বাচস্পতিকে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাচস্পতিমিশ্রের সহিত অভিন্ন মনে করিয়া উঁহাকে একাদশ শতাব্দের শেষাংশে স্থাপিত করিয়াছেন (১)। কিন্তু

আবির্ভাব কাল

তাঁহার এই যুক্তি বিচার-সহ নহে। প্রশস্তি রচয়িতার নাম বাচস্পতি বলিয়াই যে তিনি বাচস্পতি মিশ্রের সহিত অভিন্ন হইবেন, তাহার কোনও কারণ নাই। বাচস্পতি মিশ্র "ন্যায় সূচী নিবন্ধ" নামে ন্যায় বার্ত্তিক তাৎপর্য্য গ্রন্থের যে টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে "বস্বঙ্ক বসু বৎসরে" বা ৮৯৮ শকাব্দে (৯৭৬ খৃষ্টাব্দে) উহা লিখিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় (২)। সুতরাং বাচস্পতি মিশ্রের আবির্ভাব কাল দশম শতাব্দীর (একাদশ শতাব্দীর নহে) শেষাংশ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

অক্ষরানুশীলন-তত্ত্ব প্রমাণে ডাক্তার কিলহর্ণ এই প্রশস্তির অক্ষরগুলিকে দ্বাদশ শতাব্দীর লিপি বলিয়াছেন (৩)। প্রত্নতত্ত্ব বিৎ মহারথী

---

(১) "The record was composed by Vacaspati Misra, a distiuguished Pandit, author of many original works and Commentaries. The date of Vacaspati is well-known; it was about close of the 11th Century."

The Antiquities of Orissa Pages 84—85.

(২) "ন্যায়সূচী নিবন্ধো সাবকারী সুধিয়াং মুদে।
শ্রীবাচস্পতি মিশ্রেন বস্বঙ্কবসু বৎসরে"। Printed Ed Page 26.

(৩) "On palaeographical grounds I do not hesitate to assign this record...to about A. D. 1200.—Epig. Ind. vol. vi P. 205.

ডাঃ কিলহর্ণের এবংবিধ উক্তি যে সমধিক মূল্যবান তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, সুধু অক্ষরানুশীলন তত্ত্বের প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই তাম্রশাসন, শিলালিপি অথবা দলিলাদির সময় নিরূপণ করা আলেয়ার পশ্চাদ্ধাবন করিতে যাওয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। পূর্ব্ব-ভারতীয় অক্ষর গুলির বিবর্ত্তনের ক্রম আজ পর্য্যন্তও পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিবৃত, অধীত এবং পর্য্যবেক্ষিত হয় নাই,—হইলেও, মধ্যযুগের অক্ষর গুলির আকৃতি, স্থান এবং কালানুসারে এরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে, কেবলমাত্র উহা দ্বারাই দলিলাদির সময় নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব (১)।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী ভবদেবের আবির্ভাব কাল ১০১৬—১১৫০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন (২)। কিন্তু তাঁহার যুক্তি অবলম্বন করিয়াই ভবদেবের আবির্ভাব কাল আরও সংক্ষিপ্ত করা যাইতে পারে।

বল্লাল-গুরু চাম্পাহট্টীয় ধর্ম্মাধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় অনিরুদ্ধভট্ট বিরচিত "কর্ম্মোপদেশিনী পদ্ধতি" গ্রন্থে ভবদেব ভট্টের নাম উল্লিখিত হইয়াছে (৩)। দানসাগর গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিত আছে, বল্লাল সেন উক্ত গ্রন্থ প্রণয়ন কালে তদীয় গুরুদেব অনিরুদ্ধ ভট্ট হইতে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। লক্ষণ সংবতের কাল-নির্ণয় দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে

---

(১) Journal of the Asiatic Society of Bengal. 1912, Septr. Page 342.

(২) Ibid Page 333—347.

(৩) "ভবদেব ভট্ট নির্ণয়ামৃতে"—India office Library Catalogue Page 475 (Mss. 1553).

যে, বল্লাল সেন ১১১৯ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন।

অনিরুদ্ধ লক্ষ্মীধর ও ভবদেব

সুতরাং১১১৯খৃষ্টাব্দ অনিরুদ্ধভট্টের আবির্ভাব কাল ধরা যাইতে পারে। ইহার পূর্ব্বেই যে ভবদেব ভট্ট আবির্ভূত হইয়াছিলেন তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অনিরুদ্ধ ভট্টের "কর্ম্মোপদেশিনীপদ্ধতি" নামক গ্রন্থে কান্য-কুব্জাধিপতি মহারাজ গোবিন্দচন্দ্র দেবের সন্ধি বিগ্রহিক লক্ষ্মিধর ভট্ট-বিরচিত "কল্পতরু" ("কৃত্য কল্পতরু") পুস্তকের উল্লেখ রহিয়াছে (১)। মহারাজ গোবিন্দচন্দ্র দেবের ১১০৪—১১৫৪ খৃষ্টাব্দের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে (২)। সুতরাং অনিরুদ্ধ ভট্টকে ১১০৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করা চলে না। ভবদেব ভট্ট ইহারও পূর্ব্ববর্ত্তী হইবেন সন্দেহ নাই।

ভবদেব ও বিশ্বরূপ

ভবদেব প্রণীত "প্রায়শ্চিত্ত নিরূপণম্" গ্রন্থে বিশ্বরূপের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ রচনা কালেও তিনি বঙ্গাধিপের সান্ধিবিগ্রহিক পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন (৩)। হেমাদ্রিকৃত পরিশেষ খণ্ডে বিশ্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকে অনুমান করেন, ইনিই যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির টীকা রচনা করিয়াছিলেন। দেবণ্ণ-বিরচিত ব্যবহারকাণ্ডেও এই বিশ্বরূপের উল্লেখ

---

(১) "ইতি কল্পতরু কাম ধেন্বাদি সংগ্রহাকৃষ্টে মহামহোপাধ্যায়েন বিরচিতে শুদ্ধি প্রকরণেঽন্ত্যেষ্টি বিধিঃ"—India office Libray Catalogue Page 475 (Mss. folio 114 b).

(২) Epigraphia Indica vol IV. Page 116.

(৩) ইতি সান্ধি বিগ্রহিক শ্রীভবদেব কৃতৌ প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণে বধ পরিচ্ছেদঃ সমাপ্ত :—প্রথম অধ্যায়।

রহিয়াছে। বিশ্বরূপ, ধারেশ্বর বা ধারারাজ ভোজের পরবর্ত্তী বলিয়া সুপরিচিত (১)। উদয়পুর প্রশস্তি, নাগপুর-প্রশস্তি, মেরুতুঙ্গের প্রবন্ধ চিন্তামণি ও রাসমালা (২) একত্র পাঠ করিলে অনুমিত হয় যে, কর্ণচেদী এবং গুর্জ্জরাধিপতি প্রথম ভীম এই দুই প্রবল পরাক্রান্ত সীমান্ত-রাজের সম্মিলিত শক্তি কর্ত্তৃক ধারা রাজ্য আক্রান্ত হইলে ভোজরাজ এই ভীষণ রণযজ্ঞে আত্মাহুতি প্রদান করিয়াছিলেন, অথবা এই সঙ্কট সময়েই তিনি পরলোকে গমন করিয়াছিলেন। মেরুতুঙ্গের সার্দ্ধশত বৎসর পূর্ব্বের রচিত হেমচন্দ্রের "দ্বয়াশ্রয়" কাব্যে অথবা চেদীরাজগণের কোনও শিলালিপিতেই ভীম অথবা কর্ণদেব কর্ত্তৃক একাদশ শতাব্দীর এই সুপ্রসিদ্ধ নৃপতির বিনাশের ইঙ্গিত পরিলক্ষিত হয় না। ১০৭৮ শকাব্দে (১০২১ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ ভোজরাজের একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে (৩)। অলবেরুনি কর্ত্তৃক "ইণ্ডিকা" গ্রন্থ রচিত হইবার সময়ে অর্থাৎ ১০৩০ খৃষ্টাব্দে ভোজরাজ, ধারা এবং মালবরাজ্য শাসন করিতেছিলেন (৪)। ভোজরাজের "রাজ মৃগাঙ্ক করণ" নামক জ্যোতিগ্রন্থ "শাকো বেদর্ত্তু নন্দে" অর্থাৎ ৯৬৪ শকাব্দে বা ১০৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দে বিরচিত হইয়াছে। সুতরাং ১০৪৩ খৃষ্টাব্দেও তিনি জীবিত ছিলেন দেখা যাইতেছে। আবার বিহ্লনের "বিক্রমাঙ্কদেব চরিত" গ্রন্থে লিখিত আছে :—

ভোজরাজ ও বিশ্বরূপ।

"ভোজঃ ক্ষমাভৃৎ স খলু ন খলৈস্তস্য সাম্যং নরেন্দ্রৈ
স্তৎ প্রত্যক্ষং কিমিতি ভবতা নাগতং হা হতাস্মি।

---

(১) Catalogos Catalogorum. Pt II Page 138.
(২) প্রবন্ধ চিন্তামণি ১১৭ পৃঃ, রাসমালা ৬৮ পৃঃ।
(৩) Indian Antiquary vol. vi Page 53.
(৪) Professor Sachau's Translation of Al Beruni's Indica vol. I. Page 191.

যস্য দ্বারোড্ডমরশিখর ক্রোড় পারাবতানাং
নাদ ব্যাজাদিতি সকরুণং ব্যাজহারেব ধারা” ॥

ইহা দ্বারা অনুমিত হয় যে, বিহ্লন হয়ত ধারারাজ ভোজের মৃত্যুর জন্যই শোকব্যাকুলিত হৃদয়ে উপরোক্ত শ্লোক লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

কিন্তু, উপরোক্ত শ্লোকদ্বারা ভোজরাজের মৃত্যু কল্পনা করা যায়না বলিয়া বুলার সাহেব অনুমান করেন। তিনি বলেন, হয়ত কোনও অনুল্লিখিত কারণে ভোজরাজের সন্দর্শন না পাইয়াই বিহ্লন এরূপ উক্তি করিয়াছেন এবং তাঁহার মধ্যভারত পরিভ্রমণকালে ভোজরাজ জীবিত ছিলেন। এই অনুমান সত্য হইলে ভোজরাজের মৃত্যু ১০৬২ খৃষ্টাব্দের পরেই সংঘটিত হইয়াছিল বলা যাইতে পারে; কারণ এই সময়েই বিহ্লন কাশ্মীর হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন (১)। কিন্তু তাম্রশাসন দ্বারা বুলার সাহেবের অনুমান সমর্থন করা যায় না।

---

(১) রাজতরঙ্গিনীর সপ্তম তরঙ্গে উক্ত হইয়াছে :—

“কাশ্মিরেভ্যো বিনির্যাস্তং রাজ্যে কলশ ভূপতেঃ। (৯৩৫ শ্লোক)।

অর্থাৎ রাজা কলশের রাজ্য শাসনকালে (পণ্ডিত বিহ্লন) কাশ্মীর ত্যাগ করিয়া (কর্ণাটে) গিয়াছিলেন।

২৩৩ শ্লোকে লিখিত আছে :—

“একান্ন চত্বারিংশস্য বর্ষস্য হনয়ঃ সিতে।
যষ্ঠেহ্নি বাহুলস্যাভূদভিষিক্তো মহীভুজা” ॥

“লৌকিকাব্দের উনচল্লিশ বৎসরে (১০৬৩ খৃঃ অঃ) কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে (অনন্ত দেব) পুত্র কলশকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন।”

২৫৯ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে :—

“সচ ভোজ নরেন্দ্রশ্চ দানোৎকর্ষেণ বিশ্রুতৌ।
সূরী তস্মিন্ ক্ষণে তুল্যং দ্বাবাস্তাং কবিরাজকৌ ॥”

তৎকালে ভোজরাজও দান ধর্ম্মে (ক্ষিতিরাজের কলশের) তুল্য প্রসিদ্ধ ছিলেন;

কারণ, উদয়পুর মন্দিরের প্রশস্তিতে ভোজরাজের পরবর্ত্তী উদয়াদিত্যের সময় বিক্রম সম্বৎ ১১১৬ বা শক সম্বৎ ৯৮১ (১০৫৯-৬০ খৃষ্টাব্দ) বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (১)। আবার ধারারাজ জয়সিংহের ১১১২ বিক্রমসংবতে উৎকীর্ণ তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হওয়ায় ধারেশ্বর ভোজদেব এবং উদয়াদিত্যের মধ্যে জয়সিংহ নামক অপর একজন রাজার অস্তিত্ব উপলব্ধি হইয়াছে (২)। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে জয়সিংহই ভোজদেবের অব্যবহিত পরে এবং উদয়াদিত্যের পূর্ব্বে ধারার সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং ভোজদেবকে ১১১২ বিক্রমসংবৎ বা ১০৫৫ খৃষ্টাব্দের পরে ধারার সিংহাসনে রাখা চলে না। বিশ্বরূপ হয়ত এই সময়েই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। উপরোক্ত প্রমাণের বলে আমরা অনায়াসেই সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, হরিবর্ম্মদেবের সান্ধি বিগ্রহিক ভবদেব ভট্ট তদীয় প্রায়শ্চিত্ত নিরূপণম্" গ্রন্থ ১০৫৫ খৃষ্টাব্দের পরেই এবং ১১০৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে রচনা করিয়াছিলেন।

উভয়েই তুল্যজ্ঞানী, বিদ্বান এবং কবিগণের উৎসাহ দাতা ছিলেন।

"তস্মিন্ ক্ষণে" এই কথা কয়টিতে কলশের রাজ্যাভিষেক কালের পরবর্ত্তী সময়ই সূচিত হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন।

(১) Journal American Or, Soc. vol vii Page 35.

(২) "পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর শ্রীবাক্‌পতিরাজ দেব পাদানুধ্যাত পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর শ্রীসিন্ধুরাজদেব পাদানুধ্যাত পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর শ্রীভোজদেব পাদানুধ্যাত পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর শ্রীজয়সি [ংহ] দেবঃ কুশলী। সংবৎ ১১১২ আষাঢ় বদি ১৩।"

Mandhata plate of Jaysimha of Dhara. Epigraphia Indica vol III. Page 40.

কৃষ্ণমিশ্রের "প্রবোধ চন্দ্রোদয়" নাটকের প্রস্তাবনা হইতে জানা যে, চন্দেল্লরাজ কীর্ত্তিবর্ম্মার ব্রাহ্মণ সেনাপতি গোপাল, দাহলাধিপতি কর্ণ চেদীকে রণে পরাজিত করিয়া কীর্ত্তিবর্ম্মার প্রহৃত রাজ্যের পুনরুদ্ধার সাধন পূর্ব্বক তাঁহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার অব্যবহিত পরে, গোপালের আদেশে উহা কীর্ত্তিবর্ম্মার সমক্ষে অভিনীত হইয়াছিল *।

প্রবোধচন্দ্রোদয় ও ভবদেব।

উক্ত নাটকের দ্বিতীয় সর্গে বঙ্গীয় দার্শনিকগণকে মূর্ত্তিমন্ত অহঙ্কার রূপে অঙ্কিত করা হইয়াছে। এই নাটকের একস্থানে এইরূপ লিখিত আছে (§) :—

---

* "গোপাল ভূমিপালান্ প্রসভমসিলতামাত্রমিত্রেণ জিত্বা সাম্রাজ্যে কীর্ত্তিবর্ম্মা নরপতি তিলকো যেন ভূয়োভ্যষে চি ॥"

"প্রবোধ চন্দ্রোদয়", কলিকাতা সংস্করণ, ৫ পৃষ্ঠা।

এই নাটকের তিন স্থানে কর্ণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে :—

(১) "যেনচ। বিবেকেনেব নির্জ্জিত্য কর্ণংমোহমিবোর্জিতম্ শ্রীকীর্ত্তিবর্ম্ম নৃপতে বোধস্যেবোদয়ঃ কৃতঃ"। ৮ পৃষ্ঠা।

(২) সকল ভূপাল কুল প্রলয়-কালাগ্নি রুদ্রেন চেদিপতিনা সমুন্মূলিতং চন্দ্রাত্রেয় পার্থিবানাং পৃথিব্যামাধিপত্যং স্থিরীকর্ত্তুময়মস্ত সংরম্ভঃ"। ৭ পৃষ্ঠা।

(৩) "যেন কর্ণসৈন্য সাগরং নির্মথ্য মধু মথনে নব ক্ষীর সমুদ্রং সমাসাদিতা সমর বিজয় লক্ষ্মী"। প্রাকৃত ভাষায় লিখিত অংশের সংস্কৃতানুবাদ, ৬ পৃষ্ঠা।

কবি বিহ্লন কর্ণকে "কালঞ্জর গিরিপতি বিমর্দ্দন" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; সুতরাং অনুমিত হয়, চন্দেল্লরাজ কীর্ত্তিবর্ম্মা কর্ণদেবের হস্তে পরাজিত হইবার পরে কীর্ত্তি বর্ম্মার সেনাপতি গোপালের হস্তে কর্ণের পরাভব হইয়াছিল।

(§) "প্রবোধ চন্দ্রোদয়"—দ্বিতীয় সর্গ।

"অহংকার—"অহো মূর্খ বহুলং জগৎ। তথাহি-
নৈবাশ্রাবি গুরোর্মতং ন বিদিতং তৌতাতিতং দর্শনং
তত্ত্বং জ্ঞাতমহো না শারিকগিরাং বাচস্পতেঃ কা কথা।
সূক্তং নাহপি মহোদধেরধিগতং মাহাব্রতী নেক্ষিতা
সূক্ষ্মা বস্তু বিচারণা নৃপশ্রুভি স্বস্থৈঃ কথং স্থীয়তে"॥

এখানে মীমাংসা-দর্শন এবং তৌতাতিতের উল্লেখ থাকায় ভবদেব-প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ "তৌতাতিকমততিলকম্" গ্রন্থের ইঙ্গিত রহিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন (১)। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দে প্রাদুর্ভূত রাজা কৃষ্ণরায়ের সমসাময়িক টীকাকার নাণ্ডিল্লগোপও তদীয় "চন্দ্রিকা" নামক টীকায় উপরোদ্ধৃত অংশের পাদদেশে লিখিয়াছেন (২)—

"ভবদেববস্তুবনাথ বৎ শারিকনাথ মতানুবর্ত্তী মহোদধিঃ চ্ছারিকনাথ প্রতিস্পর্দ্ধী ইদানীমাচার্য্যমতে ভবদেব মতস্থ গুরুমতে ভবনাথ মত সৈব প্রাচুর্য্যমিতি গ্রন্থকারৈরনুল্লিখিতমপি মতদ্বয়মস্মাভিরুক্তংকম্" (Nir—Sag—Press. Edi. Page 53)

সুতরাং, এস্থলে ভবদেবের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত থাকিলে বুঝা যাইতেছে যে প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক লিখিত হইবার পূর্ব্বেই ভবদেব প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, উক্ত নাটক কীর্ত্তিবর্ম্মার রাজত্ব সময়ে রচিত হইয়াছিল। কীর্ত্তিবর্ম্মা ১০৫০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন (৩)। আবার তাঁহার ১১৫৪ বিক্রম সংবতে (১০৯৮ খৃঃ অব্দে) উৎকীর্ণ লিপিও

---

(১) J. A. S. B. New Series Vol Viii Page 346.

(২) Ibid—Footnote.

(৩) Indian Antiquary Vol. xvi P. 204.

পাওয়া গিয়াছে (১)। সুতরাং কীর্ত্তিবর্ম্মা যে ১০৫০—১০৯৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। এই সময়ের মধ্যেই চেদীপতি কর্ণদেবের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল।

কর্ণদেব ১১০০ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। সুতরাং ১১০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই যে তিনি কীর্ত্তিবর্ম্মার সেনাপতি গোপাল-কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে গোপাল কর্ত্তৃক কর্ণ দেবের পরাজয় ১০৮০ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হইয়াছিল (২)। শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুমান সত্য বলিয়া গৃহীত হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, ১০৮০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এবং ১০৫৫ খৃষ্টাব্দের পরে ভবদেব ভট্ট বালবলভি ভুজঙ্গ, বঙ্গাধিপতি হরিবর্ম্মার সান্ধিবিগ্রহিক পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। যাহা হউক ভবদেব যে ১১০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এবং ১০৫৫ খৃষ্টাব্দের পরে হরিবর্ম্মদেবের সচীব ছিলেন তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ হইতে পারে না।

বেলাব লিপির চতুর্দ্দশ শ্লোকের পাদ টীকায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধা-গোবিন্দ বসাক মহাশয় লিখিয়াছেন, 'অলঙ্কাধিপ' শব্দটি রামকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়া থাকিলে, এবং তদ্দ্বারা 'রামপাল' নামক পাল বংশীয় নরপাল সূচিত হইয়া থাকিলে, এই শ্লোক আর hopelessly indistinct বলিয়া কথিত হইতে পারেনা।" অধ্যাপক বসাক মহাশয় উক্ত শ্লোকে রামপালের ইঙ্গিত আছে বলিয়া মনে করেন। তাহা হইলে ভোজবর্ম্মাকে রামপালের সমসাময়িক বলা যাইতে পারে। রামপাল ১০৫৫ খৃঃ অঃ হইতে ১০৯৭ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের মতানুসরণ করিয়া ভোজবর্ম্মার অব্যবহিত পরেই জ্যোতির্ব্বর্ম্মা

(১) Indian Antiquary Vol. xviii Page 238,

(২) Introducti on to Rama carita Page 11.

এবং তদীয় পুত্র হরিবর্ম্মার রাজত্বকাল অনুমান করিয়া লইলেও ১০৯৭ খৃঃ অব্দের পরেই হরিবর্ম্মাকে স্থাপন করিতে হয়; কিন্তু আমরা প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, হরিবর্ম্মার সচিব "সান্ধিবিগ্রহিক" ভবদেবভট্ট, ১০৫৫ খৃঃ অঃ হইতে ১১০০ খৃঃ অঃ মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং হরি বর্ম্মার রাজ্যারম্ভকাল একাদশ শতাব্দের প্রথমার্দ্ধে স্থাপন করিলেই সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে। ভবদেব হরিবর্ম্মার রাজত্বের শেষাংশে তদীয় মন্ত্রীত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

রাজেন্দ্র চোল "বঙ্গাল" দেশে রাজা গোবিন্দ চন্দ্রকে পরাজিত করিয়াছিলেন। চোল রাজের ১৩শ রাজ্যাঙ্কের পূর্ব্বেই তাঁহার উত্তরা-পথাভিযান শেষ হইয়াছিল। ডাক্তার ফ্লিট, সিউয়েল, ও ডাক্তার হুলজের গণনানুসারে অনুমান ১০১১।১২ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্র চোল সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তদনুসারে অনুমিত হয় যে, ১০২৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই চোলরাজের উত্তরাপথাভিযান শেষ হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এই সময়েই হরিবর্ম্মার পিতা জ্যোতিবর্ম্মা পূর্ব্ববঙ্গ অধিকার করিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। জ্যোতিবর্ম্মার বিষয়ে অদ্যাবধি কিছুই জানিতে পারা যায় নাই, তিনি যে দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন এরূপ বোধ হয় না। এই সমুদয় বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া হরিবর্ম্মার রাজত্বকাল ১০২৫—১০৬৭ খৃষ্টাব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

হরিবর্ম্মা, "নিখিলশাস্ত্রাস্ত্রনিপুণ-পরিজ্ঞান-লব্ধানল্পবৈচক্ষণ্য—বালভট্ট-ভট্টাচার্য্য-গর্গ-বাচস্পতি-প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত সপ্ত সচিবের" (১) সাহায্যে স্বীয় এবং পরকীয় রাষ্ট্রের সর্ব্বকার্য্য সুসম্পন্ন করিতেন। রাজকীয়

(১) রাঘবেন্দ্র কবি শেখরের ভবভূমি বার্ত্তা—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণ-কাণ্ড, ২য়াংশ), ৬০ পৃষ্ঠা।

কার্য্যে নিযুক্ত থাকা সময়েই ভবদেবের "প্রায়শ্চিত্ত নিরূপণম্" গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল। উক্ত গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে, "ইতি সান্ধি বিগ্রহিক শ্রীভবদেব কৃতৌ প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণে বধ পরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ"॥ অনন্ত বাসুদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং ভুবনেশ্বর-প্রশস্তি রচিত হইবার বহু পূর্ব্বেই তিনি বহুগ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে; কারণ ভবদেব-প্রশস্তির বাচস্পতি-বাণীতে লিখিত হইয়াছে :—

"যিনি ব্রহ্মাদ্বৈতবিদ্‌দিগের (অদ্বৈত বাদিগণের) উদাহরণ স্থান, উদ্ভূত বিদ্যা সমূহের অদ্ভুত স্রষ্টা, ভট্টগণের বাক্যাবলীর গভীরতাগুণের প্রত্যক্ষ দর্শক ও কবি, বৌদ্ধরূপ সমুদ্রের অগস্ত্যমুনি এবং পাষণ্ড ও বৈতণ্ডিক দিগের প্রজ্ঞা খণ্ডনে পণ্ডিত,—ইনি পৃথিবী তলে সর্ব্বজ্ঞের ন্যায় লীলা করিতেন। যিনি সিদ্ধান্ত, তন্ত্র ও গণিত রূপ অর্ণবের পারদর্শী, ফল সংহিতা সমূহে বিশ্বের অদ্ভুত প্রসবিতা নূতন হোরাশাস্ত্রের প্রণেতা ও প্রচারক হইয়া স্ফুটরূপে অপর বরাহ স্বরূপ হইয়াছিলেন। যিনি ধর্ম্মশাস্ত্র পদবীতে সমুচিত প্রবন্ধ সকল রচনা করিয়া জীর্ণ নিবন্ধ সমুদয় অন্ধীকৃত করিয়াছিলেন এবং ব্যাখ্যা দ্বারা মুনিদিগের ধর্ম্ম গাথা সকল বিশদীকৃত করিয়া স্মার্ত্তক্রিয়া বিষয়ের সংশয় রাশি ছিন্ন করিয়াছিলেন। ইনি কুমারিল ভট্ট-কথিত নীতি অনুসারে মীমাংসা দর্শনের এক উপায় রচনা করেন, যাহাতে সূর্য্যকিরণ স্বরূপ সহস্র সহস্র ন্যায় সন্নিবিষ্ট থাকিয়া তমোভাব দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অধিক কি, ইনি সামবেদের সীমাভাগে, সমস্ত কবি কলাতে, সমুদয় আগমে এবং আয়ুর্ব্বেদ, অস্ত্রবেদ প্রভৃতি সমুদয় শাস্ত্রেই কৃতবিদ্য হইয়া জগতে অদ্বিতীয় হইয়াছিলেন। যাঁহার "বাল-বলভী ভুজঙ্গ" এই নামটী কাহার নিকট না

ভবদেব

আদৃত হইয়াছে? মীমাংসা কর্ত্তৃকও ঐ নামটী সপুলকে আকর্ণিত হইয়াছে, বর্ণিত হইয়াছে এবং উদ্‌গীত হইয়াছে" (১)।

"যিনি রাঢ়দেশে জলশূন্য জঙ্গলপথে, গ্রামের উপকণ্ঠে ও সীমা-স্থান সমূহে শ্রান্তপান্থ গণের প্রাণতৃপ্তিকর এবং পর্য্যন্তভূভাগে স্নাত কুলাঙ্গনা-গণের মুখপদ্মের প্রতিবিম্বে-বিমুগ্ধ মধুপীগণ কর্ত্তৃক শূন্য-নলিনী বন একটি জলাশয় প্রস্তুত করিয়াছিলেন। (তিনি) ভবসমুদ্র পার হইবার সেতুর ন্যায় ধরাপীঠ প্রসাধনকারী ভগবান নারায়ণকে শিলারূপে প্রতিষ্ঠাপিত করেন, উহা প্রাচীদিগের বদনেন্দুর নীলবর্ণ তিলক, ভূমির লীলাবতংস উৎপল ও সর্ব্বসঙ্কল্পপ্রদ ভূতলের পারিজাত বৃক্ষ স্বরূপ হইয়াছিল। তিনি এই প্রাসাদকে কৈলাস পর্ব্বতের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া বর্দ্ধিতা-শ্রী এবং শ্রীবৎস লাঞ্ছন হরির মত শ্রীমান

ভবদেবের কীর্ত্তি

ও চক্রচিহ্ণ পরিশোভিত করিয়াছিলেন; যে (প্রাসাদ) বৈজয়ন্ত (ইন্দ্রপুরী) জয় করিয়া আকাশ মার্গে বৈজয়ন্তী শোভা বিস্তার করিতেছে এবং যাহার শ্রী সন্দর্শন করিয়া মহাদেব কৈলাসেও অভিলাষ করেন না। তিনি সেই প্রাসাদের গর্ভ গৃহ মধ্যে ব্রহ্মার মুখ সমূহে বেদ বিদ্যার ন্যায় ভগবান বিষ্ণুর নারায়ণ, অনন্ত ও নৃসিংহ এই তিনটী মূর্ত্তি সংস্থাপন করেন। তিনি এই হরি মেধাকে পৃথিবীতে বিশ্রামার্থ আগত বিদ্যাধরী সদৃশ একশত মৃগনয়না ললনা দান করিয়াছিলেন। উহারা (ভগবান) ত্রিনয়ন কর্ত্তৃক ভস্মীকৃত মদনকেও কটাক্ষপাতে উজ্জীবিত করিত এবং নানাবিধ সঙ্গীত কেলি ও শোভার আকর হইয়া কামিজনের একমাত্র সঙ্গমস্থান হইয়াছিল। তিনি সেই প্রাসাদের অগ্রভাগে জাগতিক পুণ্যের একমাত্র পথস্বরূপ ও মরকত

---

(১) ভবদেব ভট্টের কুল প্রশস্তি ২০—২৪ শ্লোক—প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত-বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণ কাণ্ড—প্রথমাংশ, ৩১১ পৃষ্ঠা।

মণির ন্যায় নির্ম্মল সুচ্ছায়-জলশালিনী একটি বাপী প্রস্তুত করেন, উহা জলমধ্যে যেন প্রতিবিম্ব চ্ছলে অহিকলন কারী বিষ্ণুর অদ্ভুত ধাম দেখাইয়া সমধিক রূপে শোভিত হইয়াছিল। তিনি স্বর্গ শোভাহারী সেই প্রাসাদের সমীপে সংসারের সার স্বরূপ একটি উদ্যান রত্ন প্রস্তুত করেন, উহা সকল মনুষ্যের নেত্র আনন্দ ক্ষরণের পাত্র, পরম রতি-উৎপাদক এবং ত্রিভুবন জয়ে ক্লান্ত অনঙ্গের বিশ্রাম স্থান" (১)।

ভবদেব-প্রশস্তিতে উক্ত হইয়াছে, বাল বলভীভুজঙ্গ ভবদেবের পিতামহ আদিদেব "বঙ্গরাজের রাজ্যলক্ষ্মীর বিশ্রাম সচিব, মহামন্ত্রী, মহাপাত্র ও অব্যর্থ-সন্ধিবিগ্রহী ছিলেন (২)। আদিদেবের পুত্র (ভবদেবের পিতা) গোবর্দ্ধন, বীরস্থলী মধ্যে (যুদ্ধক্ষেত্রে) ভুজলীলা দ্বারা বসুমতী বর্দ্ধিত করিয়া (রাজ্য বিস্তার করিয়া) স্বীয় গোবর্দ্ধন নামের সার্থকতা করিয়াছিলেন" (৩)। আদিদেব যে বঙ্গরাজের সচিব ছিলেন বলিয়া লিখিত হইয়াছে, তিনি সম্ভবতঃ বঙ্গাল দেশাধিপতি গোবিন্দচন্দ্র। গোবর্দ্ধন হয়ত জ্যোতিবর্ম্মা বা হরিবর্ম্মার একজন সেনা নায়ক ছিলেন, এবং পিতার জীবদ্দশায় পরলোক-গমন করায় মন্ত্রীপদে উন্নীত হইবার অবসর পাইয়া ছিলেন না। সুতরাং আদিদেবের মৃত্যুর-পর, ভবদেব বাল বলভীভুজঙ্গ হরিবর্ম্মার মন্ত্রিপদ লাভ করিয়াছিলেন,

ভবদেবের পূর্ব্বপুরুষ।

---

(১) ভবদেব ভট্টের কুলপ্রশস্তি—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ১মাংশ— ২৬-৩২ শ্লোক, ৩০৮; ৩১১-১২ পৃষ্ঠা।

(২) তস্মাদভূদভিজনাভ্যুদয়ৈকবীজ মব্যাজ পৌরুষ মহাতরু মূল কন্দঃ।
শ্রীআদি দেব ইতি দেব ইবাদি মূর্ত্তি র্মর্ত্যাত্মনা ভুবন নেত্রদলঙ্করিষ্ণুঃ।
যো বঙ্গরাজ-রাজ্যশ্রীবিশ্রাম সচিব শুচিঃ।
মহামন্ত্রী মহাপাত্রমব্যর্থ সন্ধিবিগ্রহী।"

(৩) "বীরস্থলীষু চ সভাসু চ তাত্ত্বিকানাং
দোর্লীলয়া চ কলয়া চ বচস্বিনাং যঃ।

এবং হরিবর্ম্মার মৃত্যুর পর, তাঁহার অনুল্লিখিতনামা পুত্রের সময়েও সেই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ভবদেব কেবলমাত্র ব্রহ্মাদ্বৈত বিদ্‌গণের উদাহরণ স্থান, উদ্ভূত বিদ্যা সমূহের অদ্ভুত স্রষ্টা, ভট্টগণের বাক্যাবলীর গভীরতা গুণের প্রত্যক্ষ দর্শক ও কবি, বৌদ্ধাম্বুধির অগস্ত্যমুনি এবং পাষণ্ড ও বৈতণ্ডিক গণের প্রজ্ঞাখণ্ডনে পণ্ডিত ছিলেন না, তদীয় "উজ্জ্বল-অসিযুক্ত-ভয়ঙ্কর ভূজলতার ভীষণ-রণক্রীড়া প্রভাবে রণস্থল রিপুরুধির-চর্চ্চিত হইত" (১)।

প্রশস্তি রচনাকালে যে ভবদেব বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছিলেন তাহা প্রশস্তি পাঠেই অনুমিত হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ তৎকালে তিনি হরিবর্ম্মার অনামক পুত্রের সচিব পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন না। কারণ, বাচস্পতি-বাণীতে হরিবর্ম্মার উল্লেখ থাকিলেও তাঁহার পুত্রের নাম উল্লিখিত হয় নাই। ভবদেব তৎকালে রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে উহাতে স্বীয় প্রভুর

যো বর্দ্ধয়ন্ বসুমতীঞ্চ সরস্বতীঞ্চ
মেধা ব্যধত্ত নিজনাম পদং সদর্থং॥"

(১) মহাগৌরী কীর্ত্তিঃ স্ফুরদসিকরালা ভুজলতা
রণক্রীড়া চণ্ডী রিপুরুধির চর্চ্চা রণভুবঃ।
মহালক্ষ্মী মূর্ত্তিঃ প্রকৃতি ললিতাস্তা গির ইতি
প্রপঞ্চং শক্তীনাং যমিহ পরমেশং প্রথয়তি॥"

যদ্ ব্রহ্ম তেজসি বলীয়সি মন্দবীর্য্যঃ খদ্যোত পোতকরণিং তরণি স্তনোতি;
উচ্চৈরুদঞ্চতি যদীয় যশঃ শরীরে জাত স্তবক়র শিখরী নমু জানু দঘ্নঃ।

ব্রহ্মাদ্বৈতবিদামুদাহরণ ভূরুদ্ভূত বিদ্যাদ্ভুত-
স্রষ্টা ভট্ট গিরাং গভীরিমগুণ প্রত্যক্ষ দৃশ্বা কবিঃ।
বৌদ্ধাম্ভোনিধিকুম্ভ সম্ভব মুনিঃ পাষণ্ড বৈতণ্ডিক-
প্রজ্ঞাখণ্ডন পণ্ডিতোঽয়মবনৌ সর্ব্বজ্ঞলীলায়তে॥"

সরস্বতী মূর্ত্তি।

বজ্রযোগিনী গ্রামে দীপাঙ্করের টোলবাড়ীর সন্নিকটে প্রাপ্ত।

কমলা প্রেস—বাগবাজার কলিকাতা।

কীর্ত্তি ঘোষণা না করিলেও তাঁহার নাম সংযুক্ত করিয়া দিতেন সন্দেহ নাই। আমাদের বিবেচনায় পুত্র পিতার উপযুক্ত ছিলেন না, সুতরাং অনুরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হন নাই; খুব সম্ভব, ইনি পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করিবার অব্যবহিত পরেই বজ্র বর্ম্মা কর্ত্তৃক রাজ্য-ভ্রষ্ট হইয়া ছিলেন এবং ইহার কিয়ৎকাল পরেই প্রশস্তি রচিত হইয়াছিল।

রাঘবেন্দ্র কবিশেখরের "ভব ভূমি বার্ত্তা" গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে (১):— "মহারাজাধিরাজ হরিবর্ম্মা নগেন্দ্রপত্তন প্রভৃতি নানাদেশ জয় করিয়া অত্যন্ত যশস্বী হইয়াছিলেন; তাঁহার প্রচণ্ড ভুজদণ্ডালঙ্কৃত করাল করবাল ভয়ে দক্ষিণাপথ হইতে সমাগত বহুসংখ্যক শত্রুরাজগণ প্রকম্পিত হইত।

হরি বর্ম্মার কীর্ত্তি।

তিনি জৈন ও বৌদ্ধ প্রভৃতি বিধর্ম্মীগণের "শর্ম্ম-সংমর্দ্দনকারী" ছিলেন। তাহার প্রভাবে সমস্ত রাজন্যবর্গের গর্ব্ব ও গৌরব খর্ব্ব হইয়াছিল। তিনি একাত্র কাননে হরি, হর, ব্রহ্মা, সীতা, রাম, লক্ষ্মণ, হনুমান প্রভৃতি অষ্টোত্তর শত দেববিগ্রহ এবং চারিদিকে অপূর্ব্ব পতাকা-পরিশোভিত, সুরভি কুসুম সমূহাদির সৌন্দর্য্যে নন্দনকানন অপেক্ষা মনোহর অত্যুত্তম আমোদময় উদ্যান সমূহে পরিবেষ্টিত অত্যুচ্চ সুন্দর মন্দির সকল, এবং মন্দাকিনীর ন্যায় স্বচ্ছতোয়, কমল-কহ্লার ইন্দীবর ও কোকনদবৃন্দে সমুদ্ভাসিত বিস্তৃত সরোবর সমূহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। নিখিল শাস্ত্রাস্ত্র-নিপুণ-পরিজ্ঞান-লব্ধ অনন্ত-বিচক্ষণ বালভট্ট-ভট্টাচার্য্য-গর্গ-বাচস্পতি-প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত সপ্তসচিবের সাহায্যে ইনি স্বীয় এবং পরকীয় রাষ্ট্রের সর্ব্বকার্য্য সুসম্পন্ন করিতেন এবং বারাণসীশ্বর বিশ্বেশ্বরের পদারবিন্দ সন্দর্শনার্থ-সমুত্সুক স্বীয় জননীর স্বচ্ছন্দগমন জন্য একটী প্রশস্ত বর্ত্ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। প্রতিনিয়ত সাধুজন-সেবিত সুনীতির অনুসরণ করিয়া

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড প্রথম) ৩/, ৩/, পৃষ্ঠা।

ইনি সর্ব্ববিষয়ে শুভফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গাদি অশেষ জনপদে তাঁহার অদ্ভুত কর্ম্মকাহিনী বিঘোষিত। ইহার কর্ম্ম সকল ধর্ম্মানুগত, কীর্ত্তিকলাপ দিগ্‌দিগান্তরে বিস্তৃত হইয়াছিল। পরম দয়ালু এই নরপতি ব্রাহ্মণদিগকে ভূসম্পত্তি দান করিয়া অশেষ পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন।" প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু লিখিয়াছেন (১),—"ভুবনেশ্বরের অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরে বাচস্পতি মিশ্র রচিত ভবদেব ভট্টের কুল-প্রশস্তি উৎকীর্ণ রহিয়াছে, তাহাতে বঙ্গাধিপ হরিবর্ম্মদেব "ধর্ম্মবিজয়ী" বলিয়াই অভিহিত হইয়াছেন। তিনি যে ধর্ম্ম রক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন এবং বৈদিক বিদ্বেষী জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্ম সম্প্রদায়কে পরাজয় করিয়াছিলেন, তাহা ভবভূমিবার্ত্তা হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে। হরিবর্ম্মা অস্ত্রবলে এবং ভবদেব শাস্ত্রীয় যুক্তিবলে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। হরিবর্ম্ম দেবের সময়ে দক্ষিণাপথ হইতে জৈন বৌদ্ধাদির আক্রমণ চলিতেছিল। হরিবর্ম্মদেবের হস্তে তাঁহারা পরাজিত হন। খুব সম্ভব এই সময়েই হরিবর্ম্মা কলিঙ্গ পর্য্যন্ত অধিকার করেন এবং ভুবনেশ্বর ক্ষেত্রে ১০৮টী দেবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রক্ষা করিয়াছিলেন"।

তাম্রশাসনাদির প্রমাণে কবিশেখরের উক্তি সমর্থিত হইয়াছে দেখিয়া মনে হয়, রামপাল হইতে যে সুপ্রশস্ত রাস্তা সোজা পশ্চিম দিকে চলিয়া গিয়াছে, তাহাই হরিবর্ম্মার নির্ম্মিত রাস্তা।

হরিবর্ম্মার তাম্রশাসন হইতে জানা যায়।—

(ক) মহারাজাধিরাজ জ্যোতিবর্ম্ম-পাদানুধ্যাত পরম বৈষ্ণব পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীহরিবর্ম্মদেব বিক্রমপুর সমাবাসিত শ্রীমজ্জয় স্কন্ধাবার হইতে এই তাম্রশাসন প্রদান করেন।

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রাজন্যকাণ্ড ২৮৪, ২৮৫ পৃষ্ঠা।

(২) পৌণ্ড বর্দ্ধন ভুক্ত্যন্তঃপাতি পঞ্চকুসুম শৈল উপরি নিচক্র বিষয়ের বড় পর্ব্বত গ্রামস্থিত স্বশ্রীত্রিষষ্ট্যধিক ষড়্দ্রোন্নাপেতহলভূমি বাৎস্যগোত্রীয় ভার্গব-চ্যবন-আপ্নুবৎ-ঔর্ব্ব-জামদগ্ন্য-প্রবর ঋগ্বেদ আশ্বলায়ন শাখাধ্যায়ী ভট্টপুত্র জয়বাচি শ্রীদেবের প্রপৌত্র, ভট্টপুত্র বেদগর্ভ শর্ম্মার পৌত্র, ভট্টপুত্র পদ্মনাভের পুত্র, ভট্টপুত্র বেদার্থ বাচিক শ্রীকৃষ্ণধর মিশ্রকে প্রদত্ত হইয়াছে।

বঙ্গে বৈদিক ব্রাহ্মণ আগমন।

রাঘবেন্দ্র কবিশেখরের "ভবভূমি বার্ত্তা" হইতে জানা যায় যে, "যবনাগম" "রাজ্যনাশ", "দাবানল" ও "দস্যুভয়" প্রভৃতি সন্দর্শন করিয়া গঙ্গাগতি-প্রমুখ বহু ব্রাহ্মণ কর্ণাবতী পরিত্যাগ পূর্ব্বক বঙ্গদেশে আগমন করেন। "তিনি বঙ্গে আসিয়া সর্ব্বপ্রথমে নকুলেশ সংজ্ঞক শিবলিঙ্গ, গঙ্গা ও মহাপীঠগতা দেবীর দর্শন ও পূজা করিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বঙ্গদেশের তাৎকালিক প্রাকৃতিক শোভা দেখিয়া তাঁহাদিগের মনে আনন্দের সঞ্চার হইল। তাঁহারা দেখিলেন, বঙ্গের পাদপশ্রেণী ফলফুলে লতায় পাতায় পরিশোভিত, নানা-জাতীয় বিহঙ্গম কুলকূজিত, ভূমি সকল শস্যে পরিপূর্ণ এবং সুমিষ্ট সলিল সকল স্থানেই সুলভ। এই সকল দেখিতে দেখিতে ক্রমে তাঁহারা বহুদিন পরে যশোহর নামক স্থানে উপনীত হইলেন, তথায় কিয়দ্দিন অবস্থান পূর্ব্বক তথাকার নানাপ্রকার দোষ প্রত্যক্ষ করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন— তথায় পথে সর্প, বনে ব্যাঘ্র, জলে কুম্ভীর, স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দের চিত্ত বক্র এবং নদী সকল লবণাক্ত জলে পরিপূর্ণ। এই সকল দোষ দেখিয়া শুনিয়া গঙ্গাগতি তথায় বাস করিতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি নানা-বিষয়ে চিন্তাকুল হইয়া তথা হইতে পূর্ব্বাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ক্রমে কোটালীপাড়স্থান নিকটবর্ত্তী হইল। তিনি দেখিলেন—স্থানটী বহুশস্যে

পরিপূর্ণ ও অতীব রমণীয়। তখনও সে স্থানে বহুলোকের সমাগম হয় নাই। স্থানীয় বৃক্ষ সকল ফলভরে বিনম্র। বানর, শূকর, ভল্লুক, ব্যাঘ্র প্রভৃতি দুষ্ট বন্যজন্তুগণের উপদ্রব ও দস্যু তস্কারাদির ভয় তথায় নাই। সাধু সন্ন্যাসীগণও সেস্থানে আশ্রয় করিয়া থাকেন। এইরূপ দেখিয়া তাঁহারা সেইস্থানেই বাস করিতে অভিলাষ করিলেন। কোটালপাড়ের মধ্যে যেস্থান দিয়া ঘর্ঘর নদ প্রবাহিত এবং যে নদকে কেহ কেহ ব্রহ্মপুত্র বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তাহার তীরভূমির পূর্ব্বদিকে এক অত্যুন্নত ভূভাগে তখন তাঁহারা ঔৎসুক্যযুক্ত হইয়া নয়খানি পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিলেন। পরে কোনও এক সময়ে তিনি রাজ সভাপতি বাচস্পতির সহিত রাজভবনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। গঙ্গাগতি রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া আশীর্ব্বাদ বাক্যে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করিলেন, এবং স্বয়ং ও তত্রত্য ব্রাহ্মণগণ দ্বারা সম্মানিত হইলেন। অনন্তরঃ তিনি বাচস্পতির সহিত সম্মিলিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের মঙ্গলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা হরিবর্ম্ম দেবও এই সময়ে গঙ্গাগতিকে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বিপ্রবর! আপনি কোথা হইতে কি নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিয়াছেন; অভিলষিত বিষয় প্রকাশ করিয়া বলুন। আপনি যথাযোগ্য সমস্তই আমার নিকট প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। গঙ্গাগতি রাজার প্রশ্ন শুনিয়া বলিলেন,—রাজন্ আমার নাম গঙ্গাগতি বৈষ্ণব মিশ্র। আমি আপনার অধিকৃত কোটালিপাড় নামক স্থানে বাস করিতেছি। সম্প্রতি আমি কান্যকুব্জ হইতে সমাগত হইয়াছি। আপনার নিকট আমার বক্তব্য এই যে, আমি আপনার অধিকৃত স্থাসে বাস স্থাপন করিয়াছি, অতএব আপনি আমার প্রতি যথাযোগ্য কর নির্দ্দেশ পূর্ব্বক পুত্রের ন্যায় আমাদিগকে প্রতিপালন করুন, তাহা হইলে তথায় বাস করিতে আমাদিগের আর কোন ভয়ের সম্ভাবনা থাকিবে না। রাজা এইকথা শুনিয়া

উত্তর করিলেন, আমি ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে করগ্রহণ করিব না। অতএব আপনার বাসস্থান এবং তাহার চতুষ্পার্শে যে সকল ভূমি আছে, আপনি কর ব্যতীত বৃত্তিস্বরূপ তাহা গ্রহণ করুন। গঙ্গাগতি রাজার কথায় তুষ্ট হইয়া তথা হইতে পুনরায় কোটালিপাড়স্থ স্বগৃহে আগমন করিলেন।" কবিশেখরের বর্ণনা আড়ম্বর পূর্ণ বা অতিরঞ্জিত নহে। তিনি তদীয় পূর্ব্বপুরুষ সম্বন্ধে—বংশপরম্পরাগত ক্রমে যাহা শুনিয়াছেন, তাহাই সরলভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং উহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। পূর্ব্ব অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে যে, সুলতান মহমুদ ১০১৯ খৃষ্টাব্দে কনোজ জয়ে অগ্রসর হন। প্রাচীন কান্যকুব্জ নগরে বৎসরাজ, নাগভট্ট ও ভোজদেবের বংশধর রাজ্যপালদেব আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া মহমুদের শরণাগত হন। মহমুদ তাহাকে আশ্রয় দিয়া রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিলে চন্দেল্লরাজ গণ্ডের পুত্র বিদ্যাধরের আদেশে কচ্ছপঘাত বংশীয় অর্জ্জুন রাজ্যপালের মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন। "তারিখ-ই-বাইহাকী" নামক পারস্য ভাষায় রচিত ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে (১) মামুদের পুত্র মাসুদ যখন গজনীর অধীশ্বর, তখন (১০৩৩ খৃষ্টাব্দে) লাহোরের শাসনকর্ত্তা আহম্মদ নিয়ালতিগীন্ বারাণসী নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন।" তিনি সসৈন্যে গঙ্গাপার হইয়া, বামতীর দিয়া চলিয়া গিয়া, হঠাৎ বেনারস নামক সহরে উপনীত হইলেন। এবং অল্প সময়ের মধ্যে কাপড়ের বাজার, সুগন্ধি দ্রব্যের বাজার, এবং মণিমুক্তার বাজার লুণ্ঠন করিয়া সৈন্যগণ খুব লাভবান হইয়াছিল। সকলেই সোণা, রূপা, আতর এবং মণিমুক্তা প্রাপ্ত হইয়াছিল।" সম্ভব এই সমুদয় রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়েই গঙ্গাগতি প্রাণ ও মান সম্ভ্রম রক্ষার জন্য সপরিবারে বঙ্গে পলায়ন করিয়া আসিয়াছিলেন।

---

(১) Epigraphia Indica vol I p. 229.

কল্যাণের চালুক্য-রাজ আহবমল্ল প্রথম সোমেশ্বরের দ্বিতীয় পুত্র

চালুক্য বিক্রমাদিত্য ও হরিবর্ম্মা

কুমার বিক্রমাদিত্য ১০৪৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০৭১ খৃষ্টাব্দ মধ্যে পিতার আদেশ ক্রমে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া গৌড় এবং কামরূপ আক্রমণ করিয়াছিলেন। বিহ্লন "বিক্রমাঙ্ক দেব চরিতে" এই দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :—

"গায়ন্তি স্ম গৃহীত-গৌড়-বিজয়-স্তম্বেরমস্যাহবে
তস্যোন্মূলিত-কামরূপ নৃপতি-প্রাজ্য-প্রতাপশ্রিয়ঃ।
ভানু-স্যন্দন-চক্র-ঘোষ-মুষিত-প্রত্যুষ নিদ্রারসাঃ
পূর্ব্বাদ্রেঃ কটকেষু সিদ্ধ বনিতাঃ প্রালেয়শুভ্রং যশঃ॥

৩।৭৪॥

"সূর্য্যের রথচক্রের শব্দে প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, সিদ্ধ বনিতাগণ পূর্ব্বাদ্রির কটিদেশে, যুদ্ধে গৌড়ের বিজয় হস্তী গ্রহণকারী এবং কামরূপাধিপতির বিপুল-প্রতাপ উন্মূলনকারী কুমার বিক্রমাদিত্যের তুষার শুভ্র যশ গান করিয়াছিল" (১)।

১০২৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০৬৭ খৃষ্টাব্দ মধ্যে হরিবর্ম্মদেব বঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিক্রমাঙ্কদেব চরিতে এই বঙ্গরাজের উল্লেখ না থাকায়, মনে হয়, কুমার বিক্রমাদিত্য গৌড় ও কামরূপাধিপতিকে পরাজিত করিলেও বঙ্গাধিপ হরিবর্ম্মদেবকে পরাজিত করিতে সমর্থ হন নাই, অথবা কামরূপ অভিযানের সময় তাঁহাকে বঙ্গ রাজ্য অতিক্রম করিতে হয় নাই।

---

(১) গৌড়রাজ মালা—৪৬ পৃষ্ঠা।

ভেরাঘাট হইতে সংগৃহীত কর্ণের পৌত্রবধূ অহ্লনা দেবীর শিলাফলকে

হরিবর্ম্মা ও কর্ণদেব

উক্ত হইয়াছে ঃ—"কর্ণদেবের শৌর্য্যবিভ্রমের অপূর্ব্ব প্রভায় পাণ্ড্যগণ প্রচণ্ড ভাব পরিত্যাগ করিয়াছিল, মুরলগণ গর্ব্ব ত্যাগ করিয়াছিল, কুঙ্গ সৎপথ অবলম্বন করিয়াছিল, বঙ্গ কলিঙ্গের সহিত প্রকম্পিত হইয়াছিল এবং পিঞ্জরাবদ্ধ পারাবতের ন্যায় কীরগণ স্বীয় গৃহে নিশ্চলভাবে অবস্থিত ছিল এবং হূণগণ সানন্দে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল" (১)। জয়সিংহের শিলালিপিতে লিখিত আছে, গৌড়াধিপ গর্ব্বত্যাগ করিয়া কর্ণের আজ্ঞা বহন করিতেন (২)। কর্ণের সহিত বঙ্গাধিপ হরিবর্ম্মদেবের সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নহে।

বজ্রবর্ম্মা

কোন সময়ে কিরূপ ঘটনা চক্রে হরিবর্ম্মার অনামক পুত্রের অধিকার বঙ্গদেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল, এবং কোন সুযোগে যাদব-বর্ম্ম-বংশ বঙ্গের শাসন দণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা অবগত হইবার কোন উপায় অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। (৩) বেলাব লিপিতে এই বর্ম্মবংশের যেরূপ পরিচয় প্রদান করা

---

(১) "পাণ্ড্যশ্চণ্ডিমতামুমোচ মুরল স্তত্যাজ গর্ব্বং (গ্র;হং
(কু;ঙ্গঃ সদ্গতি মাজগাম চকপে (চকম্পে ?) বঙ্গঃ কলিঙ্গৈঃ সহ।
কীর কীবর বাস পঞ্জর গৃহে হূণ প্রহর্ষং জহৌ
যস্মিন্নাজনি শৌর্য্য বিভ্রম ভরং বিভ্রত্যপূর্ব্বপ্রভে॥"
Bheraghat Inscription of Alhana Devi—
Epigraphia Indica vol I. Page 11.

(২) Epigraphia Indica vol. II. Page. 11.

(৩) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "রাজেন্দ্র চোল, দ্বিতীয় জয়সিংহ অথবা গাঙ্গেয় দেবের সহিত এই যাদব বংশজাত বজ্রবর্ম্মা নামক জনৈক সেনাপতি উত্তরাপথের পশ্চিমার্দ্ধ হইতে পূর্ব্বার্দ্ধে আসিয়া একটি নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন।"—
বাঙ্গালার ইতিহাস—২০৬ পৃষ্ঠা।

হইয়াছে, তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, যযাতির বংশে এই রাজ বংশের উদ্ভব এবং বজ্রবর্ম্মা হইতে এই বংশের ধারাবাহিক পরিচয় আরম্ভ (১)। বেলাব লিপিতে বজ্রবর্ম্মা যাদবসেনাগণের সমরযাত্রার মঙ্গলরূপী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন; তিনি রিপুকুলের পক্ষে শমন, বান্ধবকুলের পক্ষে প্রিয়দর্শন চন্দ্র, কবিকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি, এবং পণ্ডিত কুলের মধ্যে প্রধান পণ্ডিত ছিলেন (২)। হরির (হরি বর্ম্মার ?) জ্ঞাতিবর্গ বর্ম্মা উপাধিধারী যাদবগণ সিংহপুর নামক যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, সেই স্থানে বজ্রবর্ম্মার অভ্যুদয় হইয়াছিল। (৩)

সিংহপুরের অবস্থান লইয়া নানা আলোচনা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসুর মতে, ঈশ্বর বৈদিক কাশীর নিকটে যে স্বর্ণরেখা পুরীর (৪) নাম

---

(১) J. A. S. B. Vol. X No. 5 (New Series). Page. 27
সাহিত্য, ২৩শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা ৩৮১, ৩৮২ পৃষ্ঠা।

(২) "অতবদথ কদাচিদ্ যাদবীনাং চমূনাং
সমর বিজয় যাত্রা মঙ্গলং বজ্রবর্ম্মা [।]
শমন ইব রিপূণাং সোমবদ্বান্ধবানাং
কবিরপি চ কবিনাং পণ্ডিতঃ পণ্ডিতানাম্ ।"

J. A. S. B. vol X No. 5 (new Series) P. 27.

(৩) "বর্ম্মাণোত্তি-গভীর-নাম দধতঃ প্রাপ্তৌ ভূজৌ বিভ্রতো
ভেজুঃ সিংহপুরং গুহামিব মৃগেন্দ্রাণাং হরের্ব্বান্ধবাঃ ।"
সাহিত্য ২৩ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা ৩৮২ পৃষ্ঠা।

J. A. S. B. Vol X No. 5 (new Series) P. 127

(৪) বেলাব তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইবার অত্যল্পকাল পরে বসুজ মহাশয় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত ঈশ্বর বৈদিকের কুল পঞ্জিকার সহিত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড দ্বিতীয়াংশে উদ্ধৃত ঈশ্বর বৈদিকের কুলপঞ্জিকার এই স্থান তুলনা করিলে দেখা যায় যে, নবাবিষ্কৃত পুস্তকে "সেনবংশ" স্থানে "শূরবংশ", "কাশীপুর সমীপতঃ" স্থানে, "দেশে কাশী সমীপতঃ, "বর্ণরেখা নদী" স্থানে "বর্ণরেখা পুরী" ইত্যাদি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সুতরাং কোন গ্রন্থ খানিকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিব ?

করিয়াছেন, তাহাই সিংহপুর। কিন্তু আবার বলিয়াছেন যে সিংহপুর ইউয়ানচোয়াং-বর্ণিত সাং-হো-পু-লো (১)। নগেন্দ্র বাবুর এই উভয়বিধ উক্তির সামঞ্জস্য বিধান অসম্ভব। কারণ ইউয়ানচোয়াং-বর্ণিত সাং-হো-পু-লো কাশ্মীরের পাদমূলে অবস্থিত, পক্ষান্তরে ঈশ্বর বৈদিকের স্বর্ণরেখা-পুরী ভাগীরথী-তীর-সংস্থিত। আর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিম সীমায় পঞ্চনদ প্রদেশের সিংহপুর নগর প্রাচীন যাদব জাতীর পুরাতন রাজধানী (২)। হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশস্থ লক্ষামণ্ডল নামক স্থানে প্রাপ্ত খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দের অক্ষরে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপিতে সিংহপুরের যাদববংশীয় বর্ম্মরাজগণের বিস্তৃত বংশাবলী বিবৃত রহিয়াছে। এই সিংহপুর তক্ষশিলা হইতে ৮৪ মাইল দূরে অবস্থিত। সিংহপুর রাজধানীর বর্ত্তমান নাম কেতস্ (৩)। ইউয়ানচোয়াং খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে সিংহপুর রাজ্য দর্শন করিয়াছিলেন (৪)।

তাম্রশাসনের ৬ষ্ঠ শ্লোক পাঠ করিলে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, বজ্রবর্ম্মা যাদব সেনার অধিনায়ক ছিলেন। তাঁহার রাজা উপাধি ছিল না। সম্ভবতঃ তদীয় তনয় জাতবর্ম্মাই এই বংশের প্রথম রাজা।

---

(১) ভারতবর্ষ—১ম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু লিখিত—"কুলগ্রন্থের ঐতিহাসিকতা ও ভোজের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন" শীর্ষক প্রবন্ধ।

(২) বাঙ্গালার ইতিহাস—শ্রীরাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, ২৬৫ পৃষ্ঠা।

(৩) Epigraphia Indica vol. xii. Page 37—41.
Epigraphia Indica vol. I Page 12—14.
J. A. S. B. vol. x No. 5 (new series) Page 127.

(৪) Watters on Yuan Chwang vol. I Page 248.

ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসনের ৭ম ও ৮ম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে :—"শান্তনু হইতে যেমন গাঙ্গেয় ভীষ্মদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ বজ্রবর্ম্মা হইতেও জাতবর্ম্মা জন্মগ্রহণ করেন। দয়াই তাঁহার ব্রত, যুদ্ধই তাঁহার ক্রীড়া এবং ত্যাগই তাঁহার মহোৎসব ছিল। তিনি বেণের পুত্র পৃথুর শ্রীকে ধারণ করিয়া, কর্ণের (কন্যা) বীরশ্রীকে বিবাহ করিয়া, অঙ্গদেশে শ্রীবিস্তার করিয়া, কামরূপ-শ্রীকে পরাভব করিয়া, দিব্য নামক কৈবর্ত্ত-নায়কের ভুজশ্রীকে নিন্দা করিয়া, গোবর্দ্ধনের শ্রীকে বিফল করিয়া, শ্রোত্রীয়-ব্রাহ্মণগণকে ধনরত্ন প্রদান করিয়া সার্ব্বভৌম শ্রী বিস্তৃত করিয়াছিলেন" (১)।

জাতবর্ম্মা

৮ম শ্লোকে কয়েকটী ঐতিহাসিক তথ্যের ইঙ্গিত রহিয়াছে। জাতবর্ম্মা কর্ণের কন্যা বীরশ্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই কর্ণ কলচুরি চেদীবংশীয় গাঙ্গেয় দেবের পুত্র। ইনি কর্ণ চেদী নামে প্রথিত। সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত রামচরিত কাব্যে লিখিত আছে যে, "গৌড়াধিপ তৃতীয় বিগ্রহপাল বলরক্ষিত ও রণজিত দাহলাধিপতি কর্ণের কন্যা যৌবন শ্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট ভূমিকাঞ্চন গজাশ্বাদি বহু

জাতবর্ম্মা ও কর্ণদেব

---

(১) "জাত বর্ম্মা ততো জাত গাঙ্গেয় ইব শান্তনোঃ !
দয়াব্রতং রণঃ ক্রীড়া ত্যাগো যস্য মহোৎসবঃ।
পৃথুন্ বৈণ্য পৃথুশ্রিয়ং পরিণয়ন্ কর্ণস্য বীরশ্রীয়ম্
যোঙ্গেষু প্রথয়ন্নিয়ং পরিভবং তাং কামরূপ শ্রিয়ম্।

দান লাভ করিয়াছিলেন” (১)। তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যকালে কর্ণদেব গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং পরাজিত হইয়াই স্বীয় দুহিতা-রত্নকে বিগ্রহপালের করে সমর্পণ করিয়া সন্ধি করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে তৃতীয় বিগ্রহ পালের পিতা নয়পাল দেবের সময়ে কর্ণের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের যত্নে উভয় পক্ষে মৈত্রী স্থাপিত হইয়াছিল। কর্ণ চিরজীবন প্রতিবেশী রাজন্য বর্গের সহিত বিরোধে রত ছিলেন। সুতরাং অনুমান হয়, তিনি সন্ধির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই। কর্ণদেবের যৌবনশ্রী-নাম্নী অপর কন্যা জাত-বর্ম্মা বিবাহ করিয়াছিলেন। চেদীপতি কর্ণ, রাষ্ট্রকূট মহনদেব, পালবংশীয় ৩য় বিগ্রহপাল এবং বর্ম্মবংশীয় জাতবর্ম্মার সম্বন্ধ-বিজ্ঞাপক বংশলতা পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। এই বংশলতা হইতেই প্রতিপন্ন হয় যে, কর্ণদেব, ৩য় বিগ্রহপাল এবং জাতবর্ম্মা সম সাময়িক ছিলেন।

দিব্যন্দিব্য ভুজশ্রিয়ং বিকলয়ন গোবর্দ্ধনস্য শ্রিয়ঃ
কুর্ব্বন্ শ্রোত্রিয় সাচ্ছি্রং বিতত বান্ যাং সার্ব্ব ভৌমশ্রিয়ম্।”
J. A. S. B. vol, x No 5 (new series) Page 127.

(১) “সহসাবিক্তরণজিতকর্ণঃ ক্ষৌণীং যৌবনশ্রিয়োদুহে।
অশ্রান্ত দানবারাস্তিশয়ো যোভুব্ বাসুচরঃ।”　　১।৯

টীকাঃ—অস্তব্র। “যো বিগ্রহপালো যৌবনশ্রিয়া কর্ণস্য রাজ্ঞঃ দুহিত্রা সহ ক্ষৌণীমুদুহে বান্। সহসা বলেনাবিক্তো রক্ষিতো রণজিতঃ সংগ্রামজিতঃ কর্ণোডাহলাধিপতি যেন। রণজিত এব পরস্ত রক্ষিতো ন উন্ মিতঃ কপাল সন্ধি ষ (ম) টবাৎ। দানবারো দান সমূহেরো ভূমি কাঞ্চন করিতুরগাদিভির্নানাপ্রকারং দানং তস্যাতিশয়ঃ প্রাচুর্য্যং স চাশ্রান্তোহ বিচ্ছিন্নো যস্য অত এব ভূযাদূচতো ধর্ম্মানুগতঃ।”

লক্ষ্মণ রাজদেব
যুবরাজ দেব
কোকল্ল
গাঙ্গেয় দেব
কর্ণ = অহল্লনাদেবী (হূণরাজ দুহিতা)
১ম মহীপাল
নয়পাল
রাষ্ট্রকূটবংশ
বজ্রবর্ম্মা
জাতবর্ম্মা = বীরশ্রী
গয়কর্ণ
যৌবনশ্রী = তৃতীয় বিগ্রহপাল = কন্যা
মহনদেব
মালব্য দেবী = সামলবর্ম্মা
২য় মহীপাল
২য় শূরপাল
ভোজবর্ম্মা
রামপাল
নরসিংহ দেব
জয়সিংহ দেব
বিজয়সিংহ দেব
অজয়সিংহ দেব।
কুমারপাল
মদনপাল
৩য় গোপাল

চেদীপতি কর্ণদেবের পিতা গাঙ্গেয় দেবের সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রয়াগ হইতে ৭৯৩ চেদী সংবতে (১০৪১ খৃষ্টাব্দ) প্রদত্ত কর্ণদেবের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে ; আবার সম্প্রতি ডাক্তার হুল্জ এলাহাবাদজেলার গোহাড়োয়া নামক স্থানে আবিষ্কৃত কর্ণদেবের একখানি তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার করিয়া Epigraphia Indica পত্রিকার একাদশ ভাগে উহা প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহাতে লিখিত আছে, "শ্রীমৎ কর্ণ প্রকাশে ব্যবহরণে সপ্তম সম্বৎসরে কার্ত্তিকমাসি সুক্লপক্ষ কার্ত্তিকো পৌর্ণমাস্যাং তিথৌ গুরুদিনে" ইত্যাদি। ইহা হইতে ডাক্তার ফ্লিট এই তাম্রশাসনের তারিখ গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, উহা কর্ণদেবের রাজ্যের সপ্তম বৎসরে অর্থাৎ ১০৪৭ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত হইয়াছিল (১)। সুতরাং ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, কর্ণদেব ১০৪০ খৃষ্টাব্দে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রবলপরাক্রান্ত কর্ণদেব প্রায় ৬০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন (২)। তাহা হইলে কর্ণদেবের রাজত্বকাল ১০৪০ খৃঃ অব্দ হইতে ১১০০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সন্ধ্যাকর নন্দী-বিরচিত রামচরিতে উক্ত হইয়াছে, "তৃতীয় বিগ্রহপালদেব উপরত হইলে তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র ২য় মহীপালদেব পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দুষ্কার্য্যরত (অনীতিকারম্ভরত) হইয়াছিলেন, এবং কনিষ্ঠ শূরপালকে ও রামপালকে লৌহ নিগড়ে নিবদ্ধ করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তখন কৈবর্ত্তনায়ক দিব্য বা দিব্বোক মহীপালকে

---

(১) Epigraphia Indica vol, xv. Goharwa plates of Karna Deva.

(২) Introduction to Ramacarita—Edited by Mahamahopadhya Hara Prasad Sastri Page 11,

যুদ্ধে নিহত করিয়া জনক-ভূ (পালরাজগণের পিতৃভূমি বা বরেন্দ্র) অধিকার করিয়াছিলেন (১)। শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন দিব্বোক বোধ হয়, গৌড় অধিকার করিয়া বঙ্গ, আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং সেই সময়ে জাতবর্ম্মা তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন (২)। তৃতীয় বিগ্রহ পালের পরলোক গমনের পর দ্বিতীয় মহীপালের অত্যাচারে প্রপীড়িত বরেন্দ্রের প্রকৃতিপুঞ্জ দিব্যের সহায়তায় পাল সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু দিব্য কোনও সময়ে বঙ্গ আক্রমণ করিয়াছিল কি না তাহার প্রমাণ নাই। পাল সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইলেও অঙ্গদেশ সম্ভবতঃ এই সময়ে মহন দেবের শাসনাধীনে ছিল। সুতরাং জাতবর্ম্মা কোন সুযোগে যে অঙ্গদেশে শ্রী বিস্তার করিয়াছিলেন তাহা বলা যায় না। জাত বর্ম্মার সহিত তৃতীয় বিগ্রহপালের সম্পর্ক ছিল। সুতরাং তিনি যে পালরাজগণের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া অঙ্গদেশ হস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা অনুমান করা যায় না। জাত বর্ম্মা পাল সাম্রাজ্যের দুরবস্থার সময়ে দিব্যের সহিত বিরোধ করিয়াছিলেন কি না, তাহার ও কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং জাতবর্ম্মা কোন সময়ে যে দিব্যের সহিত বল পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং অঙ্গদেশে তদীয় প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা শক্ত।

দিব্য ও জাতবর্ম্মা

বেলাব-লিপি হইতে জানা গিয়াছে যে, জাতবর্ম্মা গোবর্দ্ধনকে পরাজিত করিয়াছিলেন। জাতবর্ম্মা কর্ত্তৃক পরাজিত এই গোবর্দ্ধন কে? রামচরিতে ঘোরপবর্দ্ধন নামক জনৈক কৌশাম্বী-অধিপতির নাম

---

(১) রামচরিত ১।১৯, ৩১—৩৩।

(২) বাঙ্গালার ইতিহাস—শ্রীরাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ২০০ পৃষ্ঠা।

আছে (১)। শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করেন,

গোবর্দ্ধন ও জাত বর্ম্মা।

লিপিকর প্রমাদে শ্রীগোবর্দ্ধন স্থানে দ্বোরপবর্দ্ধন লিখিত হইয়াছে, এবং এই গোবর্দ্ধনই জাতবর্ম্মা কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। জাত বর্ম্মা কর্ত্তৃক পরাজিত কামরূপাধিপতির নাম জানা যায় নাই।

জাতবর্ম্মার মৃত্যুর পরে সামলবর্ম্মা পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বেলাব-তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, "জগতে প্রথম মঙ্গল-নামধারী জাতবর্ম্মা-নন্দন সামলবর্ম্মা বীরশ্রীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি কর্ণ দেবের দৌহিত্র। সামলবর্ম্মা অখিল রাজগুণে বিভূষিত ছিলেন বলিয়া বেলাব লিপিতে উক্ত হইয়াছে। তাম্র শাসনের ১০ম ও ১১শ শ্লোকে সামলবর্ম্মার শ্বশুর কুলের পরিচয় রহিয়াছে (২)। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতানুসরণ করিয়া বলিতে চাহেন যে, "১০ম শ্লোকে যে উদয়ীর নাম রহিয়াছে, তিনি ধারের পরমার রাজবংশের উদয়াদিত্য এবং ১১শ শ্লোকে যে জগদ্বিজয় মল্লের উল্লেখ আছে তিনি উদয়াদিত্য দেবের তৃতীয় পুত্র জগদ্দেব। উদয়াদিত্যের নাগপুর প্রশস্তি হইতে অবগত হওয়া যায় যে ইনি ডাহলাধিপতি কর্ণ দেবের কবল হইতে মালব রাজ্য মুক্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং কর্ণদেব এবং উদয়াদিত্য যে সমসাময়িক তদ্বিষয়ে কোনও

---

(১) "বৰ্দ্ধন ইতি কৌশাম্বী পতির্দ্বোরপবর্দ্ধনঃ। রামচরিত, ২।৩ টীকা।

(২) "ততো বশী দসুরজুৎ প্রভূত প্রতাপ বীরেষপি সঙ্গরেষু।
বন্ধত্রহা (স) প্রতি বিধিতং যযেকং মুখং সমুখ বীক্ষতেস।
তস্য বাল্যমেবাসীৎ কন্যা ত্রৈলোক্য সুন্দরী।
জগদ্বিজয় মল্লস্য বৈজয়ন্তী মনোভুবঃ॥"

সন্দেহ নাই। জগদ্দেবের নাম কোনও খোদিত লিপিতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কিন্তু চারণ গণের নিকট ইনি সুপরিচিত।

সামল বর্ম্মা।

জগদ্দেব গুজরাটের চালুক্য বংশীয় রাজা সিদ্ধরাজ জয় সিংহের সেনাপতি ছিলেন। মেরুতুঙ্গের প্রবন্ধচিন্তামণিতে উদয়াদিত্য-নন্দন জগদ্দেবের অপূর্ব্ব আখ্যায়িকা বিস্তৃত ভাবে বিবৃত হইয়াছে। মেরুতুঙ্গ ইহাকে ধারার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন, কিন্তু সমসাময়িক শিলালিপি ও তাম্র শাসন দ্বারা ইহা সমর্থিত হয় না। নব প্রকাশিত মালব ইতিহাস (১) পাঠে জানা যায় যে, মালবরাজ উদয়াদিত্যের তিনপুত্র, প্রথম লক্ষ্মণদেব, দ্বিতীয় নরবর্ম্মা, তৃতীয় জগদ্দেব। উদয়াদিত্যের মৃত্যুর পর প্রথমে লক্ষ্মণ এবং পরে নরবর্ম্মা, পিতৃ সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, জগদ্দেব কখনও রাজা হন নাই। তাহার মৃত্যু সম্বন্ধে ভাটদিগের গ্রন্থে লিখিত আছে :—

"সম্বৎগ্যারসৌ একাবন চৈত্র সুদী রবিবার।
জগদেব সীস সমীপয়ে ধারানগর পঁবার॥"

অর্থাৎ ১১৫১ বিক্রম সংবতে (১০৯৪ খৃঃ অব্দে) চৈত্র শুক্লপক্ষে রবিবার ধারা নগরের পরমার জগদ্দেব কালীদেবীকে মাথা দিয়াছিলেন।" শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, "বেলাব তাম্রশাসনের ১০ম শ্লোকটী দেখিলে বোধ হয় ৯ম এবং ১০ম শ্লোকের মধ্যে এক বা ততোধিক শ্লোক লেখকের অনবধানতার জন্য বাদ পড়িয়া গিয়াছে। জগদ্বিজয় মল্ল শব্দটী নাম না হইয়া মনস্তু বা কামের বিশেষণ হইলেও হইতে পারে। জগদ্বিজয় মল্ল যদি কাহারও নামই হয় তাহা হইলেও জগদ্দেব নামের সহিত ইহার এমন কি বিশেষ সাদৃশ্য আছে? জগদ্দেব অপেক্ষা জগদেক মল্লের সহিত জগদ্বিজয় মল্লের অধিকতর

১) Paramaras of Dhara and Malwa, by C. E. Luard.

সাদৃশ্য আছে। কল্যাণের চালুক্য বংশের দ্বিতীয় জগদেক মল্ল গুজরাটের সিদ্ধরাজ জয় সিংহের সমসাময়িক" (*)। একমাত্র বেলাব লিপির সাহায্যে সামল বর্ম্মার শ্বশুর-বংশ ঠিক নির্ণী হয় না। নূতন আবিষ্কার না হইলে এই বিষয়ের মীমাংসা হইবে না।

সামল বর্ম্মা ও শ্যামল বর্ম্মা।

বেলাব তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইবার বহুপূর্ব্বে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু সিদ্ধান্ত বারিধি মহাশয়, তদীয় বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণ কাণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ড) নামক গ্রন্থে বহু কুলশাস্ত্র মন্থন করিয়া শ্যামল বর্ম্মা নামক চন্দ্রবংশীয় বঙ্গাধিপের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি শ্যামল বর্ম্মার যেরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা এস্থলে উল্লেখ করা গেল।

(১) "বিষ্ণোঃ কুলেহ জনি নৃপতি স্ত্রিবিক্রমঃ স্ববিক্রম প্রতিহতবৈরি বিক্রমঃ।
ত্রিবিক্রমঃ স্ববনিতয়েব লোলয়ানুরূপয়া স পরিবব্রে তয়া শ্রিয়া॥
মায়া বিজয় সেনং স জনয়ামাস নন্দনং।
স্ফুরন্ময় গুণোপেতং তেজোব্যাপ্ত দিগন্তরং॥
রাজাভূৎ সোঽপি ভূপেন্দ্রো দেবেন্দ্র সদৃশ স্তদা।
প্রজাঃ সংপালয়ন্ সম্যক্ শশাস পৃথিবীং মুদা॥
মহিষ্যামথ মালব্যাং গুণবত্যাং স ভূমিপঃ।
মল্ল শ্যামল বর্ম্মাণৌ জনয়া মাস নন্দনৌ।
মল্লো মল্ল সহস্র সম্মিত বলস্তীব্র প্রতাপোজ্জ্বলঃ পুণ্যশ্চন্দ্রমলঃ সুকীর্ত্তি ধবলঃ
সৎকীর্ত্তি সমুজ্জ্বলঃ।
দুর্ব্বোৎসাহবলঃ কৃপামৃতরলঃ শান্তঃ প্রজা পেশলঃ শশ্বদ্বৈরিদল স্ফুরদ্ভুজবলঃ
সাক্ষাদিবাখণ্ডলঃ॥
তং সমীক্ষ্যাগ্রজং ভূপমতিবিজ্ঞং পিতুঃ পদে।
শ্রীমান শ্যামল বর্ম্মা স দিগ্ জয়ায় মনোদধে॥
অগণ্য সৈন্য সহিতো মহামাত্যো মহীপতিঃ।
পর্য্যটন বহুশো দেশান জিতবানবনীপতীন॥

(*) প্রবাসী—শ্রাবণ, ১৩২০।

নানা দেশ বিদেশ বাস নিরতান্ লীলা বিশেষাম্বিতান্ জিত্বা তীব্র পরাক্রমেণ
পৃথিবী পালান্ প্রতাপান্বিতান্।
দেশেহশেষ গুণোত্তরে নিরূপমে বাসাভিলাষাদসৌ গৌড়ান্তর্গত কান্ত
বিক্রম পুরোপান্তে পুরীং নির্ম্মমে ॥
বৈদিক কুলমঞ্জরী—রামদেব বিদ্যাভূষণ।

"চন্দ্রবংশে ত্রিবিক্রম নামে এক নরপতি জন্ম গ্রহণ করেন। এই ত্রিবিক্রম নিজ বিক্রমে শত্রু বিক্রম বিদলিত করিয়াছিলেন এবং ত্রিবিক্রম যেমন স্বীয় প্রণয়িনী (লক্ষ্মী) কর্ত্তৃক পরিশোভিত হন, ইনিও সেইরূপ স্বীয় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রাজলক্ষ্মী দ্বারা বিরাজমান ছিলেন। ইনি বিজয় সেন নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। কালে এই পুত্রের তেজঃ প্রভাবে সর্ব্বদিক পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। এই দেবেন্দ্র-প্রতিম ভূপেন্দ্র বিজয় সেন যথা-কালে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া প্রকৃতি পুঞ্জের মনোরঞ্জন পূর্ব্বক প্রীত মনে পৃথিবী মণ্ডল সম্যকরূপে সুশাসিত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা বিজয়সেন তাঁহার মালতী নাম্নী গুণবতী মহিষীর গর্ভে মল্ল ও শ্যামল নামে দুইটি পুত্র উৎপাদন করেন। এই পুত্রদ্বয়ের মধ্যে মল্ল অত্যন্ত প্রতাপ শালী ছিলেন। ইনি সহস্র সহস্র মল্লের বল ধারণ করিতেন। ইহার প্রভাবে শত্রুগণ দূরে পলায়ন করিত। ইনি পুণ্যবলে পাপরাশি বিদূরিত করিয়া সাতিশয় কীর্ত্তিশালী, কৃপালু, প্রজাবৎসল ও শান্ত প্রকৃতি হইয়াছিলেন। ইহার ভুজ বলের নিকট বৈরীদল সর্ব্বদাই পরাভব স্বীকার করিত। ইনি অচিরকাল মধ্যেই সাক্ষাৎ ইন্দ্রের ন্যায় মহৈশ্বর্য্যশালী হইয়াছিলেন।

"শ্রীমান শ্যামল বর্ম্মা অগ্রজ মল্ল বর্ম্মাকে পিতৃ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিয়া স্বয়ং দিগ্বিজয় করিতে মনোযোগী হইলেন। মহামান্য মহীপতি শ্যামল বর্ম্মা অগণিত সৈন্য সমভিব্যাহারে বহুদেশ পর্য্যটন করিয়া নরপতি দিগকে পরাজিত করিলেন। দেশ বিদেশ বাসী বহু সংখ্যক প্রবল প্রতাপান্বিত নরপতিবৃন্দ তাঁহার তীব্র পরাক্রমে পরাভূত হইলে তিনি স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া গৌড়ান্তর্গত রমণীয় বিক্রমপুরের উপান্তভাগে স্বীয় বাসার্থ এক পুরী নির্ম্মাণ করিলেন। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—২য় খণ্ড, ৮ পৃষ্ঠা।

[২] 'আসীদ্ গৌড়ে মহারাজঃ শ্যামলো ধর্ম্মতৎপরঃ।
প্রচণ্ডা শেষ ভূপালৈ রঞ্জিত স মহীপতিঃ ॥

বেদ গ্রহ গ্রহমিতে স বভূব রাজা গৌড়ে স্বয়ং নিজ বলৈঃ পরিভূয় শত্রূন্।
শূরান্বয়াতিমহান্ বিজিতান্তরাত্মা শাকে পুনঃ শুভ তিথৌ বিজয়স্য সূনুঃ॥
তস্মৈ দদৌ সুতাং ভদ্রাং কাশীরাজো মহাবলঃ।
গজাশ্ব রথ রত্নাদ্যৈরাজ্যৈ রপি পুরস্কৃতঃ॥"

পাশ্চাত্য বৈদিক কুল পঞ্জিকা।

"গৌড় দেশে শ্যামল নামে এক ধর্ম্মপরায়ণ মহারাজ ছিলেন। সেই মহীপাল বহু প্রচণ্ড নৃপতি কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়াছিলেন। তিনি শূর বংশীয় বিজয়ের পুত্র, অতি প্রভাব শালীও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। নিজ বাহু বলে শত্রুগণকে পরাভব করিয়া ৯৯৪ শকাব্দে শুভ তিথিতে রাজা হইয়াছিলেন। কাশীরাজ গজ, অশ্ব, রথ, রত্নাদি ও বিষয় বৈভবাদি পুরস্কার সহ নিজ ভদ্রা নাম্নী কন্যা তাহাকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন।"

(বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—ব্রাহ্মণ কাণ্ড, ২য় খণ্ড—দ্বিতীয়াংশ, ১৮ পৃষ্ঠা)।

[৩]　　"গঙ্গায়া পূর্ব্ব ভাগঞ্চ মেঘনা নদ্যাশ্চ পশ্চিমং।
উত্তরাল্লবণাব্ধেশ্চ বারেন্দ্রাচ্চৈব দক্ষিণং॥
করদং রাজ্য মাসাদ্য শ্যামলাখ্যোঽপ্যশাসয়ৎ।
সেন বংশীয় ভূপানামাশ্রয়েণ স্বধর্ম্ম ভাক্॥"

সামন্ত সারের বৈদিক কুলার্ণব।

'গঙ্গার পূর্ব্বে, মেঘনার পশ্চিমে, লবণ সমুদ্রের উত্তরে এবং বারেন্দ্রের দক্ষিণে স্বধর্ম্ম শীল শ্যামল বর্ম্মা সেন বংশীয় নৃপতি গণের আশ্রয়ে করদরূপে রাজ্য শাসন করিতেন।

(বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয়াংশ—১৯ পৃষ্ঠা)

[৪]　　"ত্রিবিক্রম মহারাজ সেন বংশ সমুদ্ভবঃ।
আসীৎ পরম ধর্ম্মজ্ঞঃ কাশীপুর সমীপতঃ॥
স্বর্ণ রেখা নদীযত্র স্বর্ণ বর্ত্ম নদী শুভা।
স্বর্গঙ্গা সলিলৈঃ পূতা সল্লোক জন তারিণী॥
অসৌ তত্র মহীপালো বালতাং বালতঃ স্থিরাং।
আত্মজং জনয়ামাস নাম্না বিজয় সেনকং॥
আসীৎ স এব রাজা চ তত্র পূর্ব্বাং মহামতিঃ।
পত্নী তস্য বিলোলা চ পূর্ণচন্দ্র সমদ্যুতিঃ॥

স্ত্রিয়াং তস্যাংহি পুত্রৌ যৌ মল্ল শ্যামল বর্ম্মকৌ।
স এব জনয়ামাস ক্ষৌণী রক্ষ করা বুভৌ॥
মল্ল স্তত্রৈব প্রথিতঃ শ্যামলোহত্র সমাগতঃ।
জেতুং শত্রু গণান্ সর্ব্বান্ গৌড়দেশ নিবাসিনঃ॥
বিজিত্য রিপু শার্দ্দুলং বঙ্গদেশ নিবাসিনং।
রাজাসীৎ পরম ধর্ম্মজ্ঞো নাম্না শ্যামল বর্ম্মকঃ॥

জিত্বা সর্ব্ব মহীপতিং ভুজ বলৈঃ পঞ্চাস্ত ভুল্যোবলী শ্রীমদ্বিক্রম পুর নাম নগরে রাজা ভবন্নিশ্চিতং।
ভূপালেন্দ্র কুলাবতার কলিতঃ ক্ষৌণী সরঃপঙ্কজঃ সোহয়ং বঙ্গ শিরোমণিঃ ক্ষিতি তলে খ্যাতেন্দু কীর্ত্তি পরঃ॥

ঈশ্বর কৃত বৈদিক কুলপঞ্জী (প্রথম সংস্করণ)

"মহারাজ ধর্ম্মজ্ঞ ত্রিবিক্রম কাশীপুরী সমীপে বাস করিতেন। তাঁহার রাজধানীর নিকট দিয়া প্রসন্ন সলিলা স্বর্ণরেখা নদী প্রবাহিত ছিল। এই নদী গঙ্গা সলিল সংসর্গে পবিত্র হইয়া সাধুজন গণের উদ্ধারের উপায় হইয়াছিল। মহীপাল ত্রিবিক্রম সেই স্থানে অবস্থান করিয়া তাহার মহিষী মালতীর গর্ভে বিজয় সেন নামক এক পুত্র উৎপাদন করেন। কালে মহামতি বিজয় সেনই সেই পুরে রাজা হন। বিজয় সেনের পত্নীর নাম ছিল বিলোলা। বিলোলা পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা শালিনী ছিলেন। এই বিলোলার গর্ভে রাজা বিজয় সেন দুইটী পুত্র উৎপাদন করেন। পুত্র দ্বয়ের মধ্যে একজনের নাম মল্লবর্ম্মা এবং অপর জনের নাম শ্যামল বর্ম্মা। মল্লবর্ম্মা ও শ্যামলবর্ম্মা ইহারা উভয়েই রাজ্য রক্ষায় দক্ষ। মল্লবর্ম্মা পৈতৃক রাজ্যে থাকিয়াই খ্যাতি লাভ করেন। শ্যামল বর্ম্মা গৌড়দেশ বাসী শত্রুগণকে জয় করিবার জন্ত এখানে সমাগত হন। এই স্থানে আসিয়া তাঁহার বঙ্গদেশীয় প্রধান শত্রুকে জয় করিয়া অতি ধর্ম্মজ্ঞ শ্যামলবর্ম্মা রাজা হইয়াছিলেন।

(বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—দ্বিতীয় ভাগ, দ্বিতীয়াংশ—১৪ পৃষ্ঠা)

এতদ্ব্যতীত সিদ্ধান্ত বারিধি মহাশয় অপর একখানি অজ্ঞাত নাম বৈদিক কুল পঞ্জিকায় শ্যামল বর্ম্মার তাম্রশাসনের কিয়দংশ উদ্ধৃত আছে দেখিতে পাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "দুইশত বর্ষের হস্তলিখিত

অপর বৈদিক কুল পঞ্জিকায় শ্যামল বর্ম্মার তাম্রশাসনের অনুলিপি যেরূপ গৃহীত হইয়াছে, আমরা নিম্নে তাহাই উদ্ধৃত করিলাম।"

"তত্র তাম্রশাসনং যথাঃ—

"ইহ খলু বিক্রমপুর নিবাসি কটক পতেঃ শ্রীশ্রীমতঃ জয়স্কন্ধাবারাৎ স্বস্তি সমস্ত সুপ্রশস্ত্যা পেত সতত বিরাজ মানাশ্বপতি গজপতি নরপতি রাজত্রয়াধিপতি বর্ম্ম বংশ কুল কমল প্রকাশ ভাস্কর সোমবংশ প্রদীপ প্রতিপন্ন কর্ণগাঙ্গের শরণাগত বজ্র পঞ্জর পরমেশ্বর পরম ভট্টারক পরম সৌর মহারাজাধিরাজ অরিরাজ বৃষভ শঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্যামল বর্ম্মদেব পাদবিজয়িনঃ সমুপগতাশেষ রাজন্যক রাজ্ঞী রাণক রাজপুত্র রাজামাত্য মহা ধার্ম্মিক মহা সান্ধি বিগ্রহিক পৌরপতিক দণ্ড নায়ক বিষয়ি প্রভৃতীনন্যাংশ্চ রাজপাদোপ জীবিনোহধ্যক্ষ প্রচরান্ চট্ট ভট্ট জাতীয়ান্ জনপদ ক্ষেত্রকরান্ ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্মণোত্তমান্ যথার্হং সমাজ্ঞা পয়তি বিদিত মস্ত ভবতাং বঙ্গবিষয় পাঠে বিক্রমপুর ভূভ্যন্তে পূর্ব্বে নাগর কূণ্ডা দক্ষিণে ধীপুর পশ্চিমে লঙ্কাচূরা উত্তরে কুলকুণ্ঠ চতুঃসীমা বচ্ছিন্ন পাঠকত্রয়া ভূমিঃ সজল স্থলাসখিল নানা সাকল্যপূলা সগুবাক নারিকেলাদি নানাবিধফলা মহা ভূপেন ঘটিতা আচন্দ্রার্ক ক্ষিতিং যাবৎ স্বচ্ছন্দ ভোগেনোপভোক্তুং বৈদেয়ীয় বেদাভ্যর্থতারারণ শাখৈক দেশ ধারিণে শুনক গোত্রায় শ্রীযশোধর দেব শর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় প্রাসাদোপরি শকুন প্রপাতি যজ্ঞ বিধৌ ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তাস্মাভিঃ। যদেতদ্ভি দেয়া ভূমি স্ত্রিংশোত্তরমতা তাদৃশ হরণে নরকপতনভয়ং ধর্ম্মং গৌরবাৎ। ধর্ম্মার্থ সংস্রিষ্টাঃ।

ভূমিং যঃ প্রতি গৃহ্লাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি।
তাবুভৌ পুণ্য কর্ম্মাণৌ নিয়তৌ স্বর্গ গামিনৌ।
বহুভির্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ।
যস্য যস্য যদা ভূমি স্তস্য তস্য তদা ফলং॥
স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেচ্চ বসুন্ধরাং।
স বিষ্ঠায়াং কৃমি র্ভূত্বা পচ্যতে পিতৃভিঃ সহ॥
মম্ম দত্তামিমাং ভূমিং যঃ করোতি হি পালনং।
তস্য দাসস্য দাসোহহং ভবেয়ং জন্মজন্মনি॥
তস্য হেয়া ন কর্ত্তব্যা শ্রোত্রিয়াণাং কদাচন।

যদীচ্ছসি মহারাজ শাশ্বতীং গতিমাত্মনঃ।
ভূমি দানস্য তু ফলং বৈকুণ্ঠ গতি রক্ষয়া।

উপরোক্ত প্রমাণাবলির সাহায্যে বসুজ মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শ্যামল বর্ম্মা বল্লাল সেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, বিজয় সেনের দ্বিতীয় পুত্র। হেমন্ত সেনের অপর নাম ত্রিবিক্রম এবং শ্যামল বর্ম্মা সেনরাজগণের করদ ভূপতি ছিলেন। বেলাব তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, শ্যামল বর্ম্মা সেনবংশ-সমুদ্ভূত নহেন; তাঁহার পিতার নাম বিজয় সেন, এবং তাহার মাতার নাম মালতী বা বিলোলা নহে। বসুজ মহাশয় কর্ত্তৃক উল্লিখিত অধিকাংশ কুলগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শ্যামলাবর্ম্মা বারাণসী বা কান্যকুব্জ রাজের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বেলাব তাম্রশাসন হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে শ্যামল বর্ম্মার প্রধান মহিষীর নাম মালব্য দেবী। প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপেক্ষা করিয়া পরবর্ত্তীকালে রচিত কুলশাস্ত্রের উক্তির উপর আস্থা স্থাপন করা উচিত নহে। সুতরাং বলিতে হয় যে শ্যামলবর্ম্মা সম্বন্ধে কুলশাস্ত্রে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে তাহার মূল্য অতি অল্প। বেলাব তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইবার পরে বসুজ মহাশয় টালা নিবাসী ৺গুরুচরণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটী হইতে একখানি তাল পত্রে লিখিত প্রাচীন পুঁথি পাইয়াছেন। ইহাও ঈশ্বর কৃত বৈদিক কুলপঞ্জিকা। এই গ্রন্থে শ্যামল বর্ম্মার যে পরিচয় আছে, তাহা ১৩১১ সালে প্রকাশিত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে উদ্ধৃত শ্যামল বর্ম্মার পরিচয়ের সহিত একত্র স্থাপন করাই সঙ্গত। উহাতে লিখিত আছে :—

(৫) "ত্রিবিক্রম মহারাজ শূর বংশ সমুদ্ভবঃ।
আসীৎ পরমধর্ম্মজ্ঞো দেশে কাশী সমীপতঃ।
বর্ণরেখা পুরীমধ্যে বর্ণ মধ্যমণী কৃতা।
বর্ণজা সলিলৈঃ পূতা সর্ব্বলোক জন তোষিণী।

অসৌ তত্র মহীপালো মালত্যাং নামতঃ স্ত্রিয়াং।
আত্মজং জনয়ামাস নাম্না কণক সেনকং ॥
আসীৎ সএব রাজা চ তত্র পূর্য্যাং মহামতিঃ।
কন্যা তস্য বিলোলাচ পূর্ণচন্দ্র সমদ্যুতিঃ।
স্ত্রিয়াং তস্যাং হি যৌ পুত্রৌ মল্ল শ্যামল বর্ম্ম কৌ ॥
স এব জনয়া মাস ক্ষৌণী রক্ষক বা বুভৌ ॥
জেতুং শত্রু রিপু শার্দ্দূলং বঙ্গদেশ নিবাসিনঃ ॥
বিজিত রিপু শার্দ্দূলং বঙ্গদেশ নিবাসিনঃ।
রাজাসীৎ পরম ধর্ম্মজ্ঞো নাম্না শ্যামল বর্ম্মক ॥
জিত্বা সর্ব্ব মহীপতিং ভুজবলৈঃ পঞ্চাস্য তুল্যোবলী ॥
শ্রীমদ্বিক্রমপুর নাম নগরে রাজা ভবন্নিশ্চিতং ॥

ঈশ্বর বৌদিক কৃত বৈদিক কুলপঞ্জী (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

এই শ্লোকোক্ত উভয় পুঁথিই প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক "আবিষ্কৃত" এবং তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত। এই উভয় পুঁথি "তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঈশ্বর বৈদিকের কুলপঞ্জিকার দ্বিতীয় পুঁথিতে "কাশীপুর" স্থানে "দেশে কাশী" "স্বর্ণরেখা নদী" স্থানে "স্বর্ণরেখা পুরী" "বিজয় সেনকং" স্থানে "কর্ণ সেনকং" "পত্নী তস্য বিলোলা" স্থানে "কন্যা তস্য বিলোলা," "স্ত্রিয়াং" স্থানে "স্ত্রিয়াং" পরিবর্ত্তিত হইয়াছে" (১)। "আটবৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয় পাঠকবর্গ বসুজ মহাশয়ের নিকটই শুনিয়া ছিলেন যে সেন বংশীয় মহারাজ ত্রিবিক্রমের পত্নী মালতীর গর্ভে বিজয় সেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বিজয় সেনের বিলোলা নাম্নী পত্নীর গর্ভে মল্লবর্ম্মা ও শ্যামলবর্ম্মা নামে দুইপুত্র জন্মিয়াছিল। "শ্যামলবর্ম্মা গৌড় দেশবাসী" শত্রুগণকে জয় করিবার জন্য এখানে সমাগত হন। আট বৎসর পরে বেলাব তাম্রশাসন

(১) বাঙ্গালার ইতিহাস—১মখণ্ড, শ্রীরাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ১০০ পৃষ্ঠা

আবিষ্কৃত হইলে যখন স্পষ্ট প্রমাণিত হইলে যে কুলশাস্ত্রোদ্ধৃত শ্যামলবর্ম্মার পরিচয় সর্ব্বৈব মিথ্যা, তখন বসুজ মহাশয় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত দ্বিতীয় পুঁথির বিবরণ মুদ্রিত হইল। বেলাব তাম্রশাসন হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে শ্যামলবর্ম্মার মাতার নাম বীরশ্রী; তিনি বিশ্ববিজয়ী চেদীরাজ কর্ণের কন্যা ও গাঙ্গেয় দেবের পৌত্রী। বসুজ মহাশয় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত দ্বিতীয় পুঁথি হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে, শূরবংশীয় মহারাজ ত্রিবিক্রম মালতী নাম্নী পত্নীর গর্ভে কর্ণসেন নামক একপুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। কর্ণের বিলোলা নাম্নী এক কন্যা ছিল, এই কন্যার গর্ভে মল্ল ও শ্যামল নামক দুইটী পুত্র জন্মগ্রহণ করে। বসুজ মহাশয় যদি বেলাব তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে এই নূতন পুঁথির আবিষ্কার বার্ত্তা প্রচার করিতেন, তাহা হইলে আমরা নিঃসন্দেহ চিত্তে তাহা গ্রহণ করিতাম। কিন্তু বেলাব তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইবার পরে এই নূতন আবিষ্কার নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যায় না। বেলাব তাম্রশাসনে শ্যামল বর্ম্মার মাতামহ চেদীরাজ কর্ণদেবের নাম আছে, সুতরাং উক্ত তাম্রশাসন আবিষ্কারের পরে ঈশ্বর বৈদিক কৃত দ্বিতীয় পুঁথি আবিষ্কার হওয়ায় স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, কোন দুষ্টবুদ্ধি, অর্থলোলুপ ব্যক্তি ঈশ্বর বৈদিকের প্রথম পুথি "সংস্কার" করিয়া উদারচেতা, সরল বিশ্বাসী, দয়ার্দ্র হৃদয় বসুজ মহাশয়কে প্রতারিত করিয়াছে" *।

বর্ত্তমান অবস্থায় দুইটি মাত্র সিদ্ধান্ত হইতে পারে † :—(১) কুলশাস্ত্রের শ্যামল বর্ম্মা ও যাদব বংশের জাত বর্ম্মার পুত্র সামলবর্ম্মা এক ব্যক্তি নহেন; (২) শ্যামল বর্ম্মা ও সামল বর্ম্মা একই ব্যক্তি।

* প্রবাসী ১৩২০—৭০৪ পৃষ্ঠা।

† প্রবাসী ১৩২০ ১ম ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা ৪৫৩ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, কুলশাস্ত্রের কোনও ঐতিহাসিক মূল্য নাই। কারণ, কুলশাস্ত্রের লিখিত শ্যামল বর্ম্মার পরিচয়ের সহিত বেলাব-তাম্রশাসনোক্ত সামল বর্ম্মার বংশপরিচয় ঐক্য হয় না।

সামলবর্ম্মা বা শ্যামলবর্ম্মা নামে যে একজন নৃপতি বিক্রমপুরের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। হয়ত তাঁহার সময়েই বঙ্গদেশে বৈদিক ব্রাহ্মণগণের আগমন ঘটিয়াছিল এবং তিনি তাঁহাদিগকে সসম্মানে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে কুলাচার্য্যগণ প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়াই কুলশাস্ত্র রচনা করিয়া ছিলেন এবং সেইজন্য বহু আবর্জ্জনা ইহাতে লব্ধ-প্রবিষ্ট হইয়াছে। বসুজ মহাশয় লিখিয়াছেন, "যে সময়ে কৈবর্ত্ত নায়কের হস্ত হইতে গৌড়েশ্বর রামপাল হিন্দু ধর্ম্মানুরাগী রাজন্যবর্গের আনুকূল্যে বরেন্দ্রী উদ্ধার করিয়া মহোৎসবে ব্যাপৃত ছিলেন, তৎকালে রাঢ়দেশে শ্যামল বর্ম্মার অভিষেক উৎসব উপলক্ষেও ব্রাহ্মণ-গৌরব-প্রতিষ্ঠার সূচনা হইতেছিল। যাদব, কর্ণাট ও মালব বীরগণ সকলেই প্রায় বৈদিক ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন, তাঁহাদিগের উৎসাহে নানাস্থান হইতে বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ আসিয়া রাঢ়াধিপতির সভায় সম্মানিত হইয়াছিলেন। কিন্তু রাঢ়ের রাজলক্ষ্মী বেশীদিন সামল বর্ম্মার প্রতি প্রসন্না ছিলেন না। সামলের শ্বশুর-কুল-পালিত মালব ও মাতামহ-পুষ্ট কর্ণাটসেনা রাঢ় ভূমি পরিত্যাগ করিবার পর সেন বংশ প্রবল হইয়া তাঁহাকে রাঢ় দেশ হইতে সম্ভবতঃ বিতাড়িত করেন এবং পূর্ব্ব বঙ্গে সেন বংশের করদরূপে কিছুকাল আধিপত্য করিতে থাকেন" *। বলা বাহুল্য যে এই সমুদয় উক্তিই বসুজ

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্য কাণ্ড, ২৯৪ পৃষ্ঠা।

মহাশয়ের কল্পনা-প্রসূত; ইহার সমর্থক কোনও প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

পাশ্চাত্য বৈদিকগণের অনেক কুল-গ্রন্থেই লিখিত আছে, বঙ্গাধিপ শ্যামল বর্ম্মাই পাশ্চাত্য-বৈদিকানয়নের কারণ। রাজ প্রাসাদোপরি গৃধ্রপাত-জনিত অনিষ্ট দূর করিবার জন্যই নাকি শ্যামল বর্ম্মা শাকুন সত্র যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। "তৎকালে বঙ্গদেশবাসী সম্মানিত রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ সকলেই নিরগ্নিক হইয়া পড়িয়াছিলেন। বৈদিক কুলমঞ্জরী, সম্বন্ধ-তত্ত্বার্ণব, সামন্ত-চূড়ামণি-রচিত শ্যামল-চরিত, ঈশ্বর বৈদিকের কুলপঞ্জী, রামভদ্রের বৈদিক-কুল-দীপিকা প্রভৃতি সমুদয় বৈদিক কুলগ্রন্থেই লিখিত হইয়াছে যে, তৎকালে বঙ্গদেশে (রাঢ়ীয়-বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ মধ্যে) আর সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ছিলেন না;

শ্যামল বর্ম্মা ও বৈদিক ব্রাহ্মণ।

সুতরাং শাকুনসত্ররূপ বৈদিক যজ্ঞ সম্পন্ন করিবার জন্য বৈদিক ব্রাহ্মণ প্রয়োজন হইয়াছিল" (১)। রাঢ়ী-বারেন্দ্র-কুলগ্রন্থের ন্যায় বৈদিক-কুলশাস্ত্র গুলিও যে অসংবদ্ধ ও অনৈক্য দোষে দূষিত তাহা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু ও স্বীকার করিয়াছেন (২)। তিনি বলেন, "বৈদিক কুলপঞ্জিকা ও বৈদিক কুলপঞ্জীর মতে শুনক যশোধরের সঙ্গে অপর চারি গোত্রও আসিয়াছিলেন। কিন্তু বৈদিক কুলদীপিকা, বৈদিক কুলপঞ্জী ও সম্বন্ধ তত্ত্বার্ণবকার একথা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে শুণক বা শৌনক গোত্রজ যশোধরই রাজা শ্যামল বর্ম্মার শাকুন সত্র যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, অপর চারি গোত্রীয় পাশ্চাত্য বৈদিক

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ব্রাহ্মণকাণ্ড, দ্বিতীয়াংশ ৩৮, ৩৯ পৃষ্ঠা]।

(২) ঐ ৩৯/, ৭, ৩৮-৪৮ পৃষ্ঠা।

মুন্সীগঞ্জে প্রাপ্ত নটরাজ গণেশ

কমলা প্রেস,—বাগবাজার, কলিকাতা।

সে সময়ে আগমন করেন নাই। সম্বন্ধ তত্ত্বার্ণবকার মহাদেব শাণ্ডিল্যের মতে, বৈবাহিক আদান প্রদানের সুবিধা করিবার জন্য যশোধর ১০০২ শকে বশিষ্ঠ, শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ ও সাবর্ণ এই চারি গোত্রের চারিজন ব্রাহ্মণকে আনাইয়া রাজ-সম্মানিত করিয়াছিলেন। বৈদিক-কুলদীপিকাকার রামভদ্র বলেন যে, শাকুন সত্র সম্পন্ন করিয়া যশোধর স্বদেশে গমন করেন, কিন্তু গৌড়াগমন হেতু তথায় কেহ তাঁহাকে আদর করেন নাই, তাই ব্রাহ্মণ-প্রবর আর চারিজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও নিজ অনুজকে লইয়া বঙ্গে আগমন করিলেন। আবার ঈশ্বর বৈদিক কুলপঞ্জীতে লিখিয়াছেন, কালক্রমে শাকুন সত্র সম্পাদক ব্রাহ্মণ প্রবর যশোধর মিশ্রের বহু পুত্র কন্যা জন্মিল। তখন এখানে উপযুক্ত বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলনা, কাজেই তিনি পুত্র কন্যার বিবাহের জন্য চিন্তিত হইলেন ও অবশেষে পুনরায় কনৌজে যাওয়াই যুক্তি সঙ্গত মনে করিলেন। যাহা হউক, অবশেষে তাঁহার কথায় রাজা শ্যামল বর্ম্মা চারিগোত্রের চারিজন ব্রাহ্মণকে পুত্রাদি সহ আনাইয়া গ্রাম দান করিয়া তাহাতে বাস করাইলেন"।(১)। পাশ্চাত্য বৈদিকগণের যে পঞ্চ জন বঙ্গে আগমন করেন, বিভিন্ন কুল গ্রন্থে তন্মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির নাম ও পিতৃ নামের ও পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

রাঘবেন্দ্র কবিশেখরের ভবভূমি বার্ত্তা, হরিবর্ম্ম দেবের তাম্রশাসন এবং ভবদেব ভট্টের কুলপ্রশস্তি হইতে জানা যায় যে, শ্যামল বর্ম্মার সময়ে বঙ্গে সাগ্নিক ব্রাহ্মণের অভাব ছিলনা; সুতরাং শ্যামল বর্ম্মা কর্ত্তৃক বঙ্গে বৈদিক ব্রাহ্মণ আনয়নের প্রয়োজনাভাব উপলব্ধি হয়। বস্তুতঃ বৈদিক ব্রাহ্মণগণ যখন কুলগ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন,

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—ব্রাহ্মণ কাণ্ড, ২য়াংশ, ৩৮ পৃষ্ঠা।

তখন তাঁহাদিগের এইমাত্র স্মরণ ছিল যে, তাঁহারা কর্ণাবতী (১) হইতে শ্যামল বর্ম্মা নামক কোন রাজার রাজত্বকালে বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। এই প্রবাদের মূলে যে সত্য নিহিত আছে তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই, কারণ বেলাব তাম্রশাসন হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই প্রবাদ সুদৃঢ় সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠাপিত, কিন্তু কুলশাস্ত্রের অবশিষ্ট অংশ গুলি প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই মনে হয়।

অধিকাংশ বৈদিক কুল গ্রন্থেই "শাকেন্দুশূন্যখবিধোশকাব্দে" বা "সোমশূন্যাম্বরেন্দুমে" অর্থাৎ ১০০১ শকে যশোধরের বঙ্গাগমন স্থিরীকৃত হইয়াছে; কিন্তু ঈশ্বর বৈদিকের বৈদিক কুলপঞ্জীতে "শাকেবেদ রসেন্দুচন্দ্র গণিতে" বা ১১৬৪ শকাব্দে শ্যামল বর্ম্মা কনোজ স্থিত ব্রাহ্মণ-দিগকে এদেশে আনিয়া স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। শ্যামল বর্ম্মার সময়ে বঙ্গে ব্রাহ্মণ আগমন সত্য বলিয়া পরিগৃহীত হইলে এবং শ্যামল বর্ম্মাও সামলবর্ম্মা অভিন্ন বলিয়া প্রমাণিত হইলে ১০০১ শকাব্দে বা ১০৭৯ খৃষ্টাব্দে বৈদিক ব্রাহ্মণগণের বঙ্গে আগমন অসম্ভব হইবে না।

---

(১) পাশ্চাত্য বৈদিক গণের প্রায় সমুদয় গ্রন্থেই লিখিত আছে যে, কর্ণাবতী সমাজ হইতেই তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ এদেশে আগমন করেন। এই কর্ণাবতী সমাজ বারাণসীর পশ্চিমদিকে অবস্থিত ছিল বলিয়া মহাদেব শাণ্ডিল্যের সম্বন্ধ তত্ত্বার্ণবে উল্লিখিত হইয়াছে। সামলবর্ম্মার মাতামহ চেদীপতি কর্ণদেবের জব্বলপুর তাম্রশাসনে লিখিত আছে,—

"কনক সি (শি) খরবেদ্মদ্বৈজয়ন্তী সমীর প্রণীতগ ম খেলৎ খেচরী চক্রখে (দঃ)।
কিমপরমিহ কাস্যাং (স্তাং) য (স্য) দ্রুত্বাপি বীচীবল [যব] হল [কীর্ত্তে]
কীর্ত্তনং কর্ণমেরুঃ।
অগ্রংধাম শ্রে (শ্রে) য়সো বেদ বিদ্যাবল্লীকন্দঃস্বঃ প্রবন্ত্যাঃ কিরীটং।
ব্রহ্মস্তংভো যেন কর্ণাবতীতি প্রত্য [ষ্টাপি] স্থাতম ব্রহ্মলো (কঃ)।"

Epi Indica vol II. P. 4.

কর্ণদেব প্রতিষ্ঠিত এই কর্ণাবতী সমাজ হইতে সামল বর্ম্মার শাসন সময়ে বঙ্গে বৈদিক ব্রাহ্মণের আগমন স্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হয়।

মুন্সীগঞ্জে প্রাপ্ত উচ্ছিষ্ট গণেশ।

কমলা প্রেস, বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্যামল বর্ম্মার পরলোক গমনের পর তদীয় পুত্র ভোজবর্ম্মা বঙ্গের সিংহাসন লাভ করিয়া ছিলেন। ভোজবর্ম্মা তাঁহার ৫ম রাজ্যাঙ্কে পৌণ্ড বর্দ্ধন ভুক্তির অন্তঃপাতী অধঃপত্তন মণ্ডলে কৌশাম্বী অষ্টগচ্ছ মণ্ডল সংবদ্ধ উপ্পলিকা বা উপ্যলিকা গ্রাম, সাবর্ণ-

ভোজবর্ম্মা।

গোত্রোৎপন্ন, ভৃগু-চ্যবন-আপ্নবান-ঔর্ব জমদগ্নি-প্রবর, বাজসনেয় চরণোক্ত ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠাতা, যজুর্ব্বেদের কণ্ শাখাধ্যায়ী, মধ্যদেশ বিনির্গত উত্তর-রাঢ়ায় অবস্থিত সিদ্ধল গ্রামবাসী পীতাম্বর দেবশর্ম্মার প্রপৌত্র জগন্নাথ দেবশর্ম্মার পৌত্র, বিশ্বরূপ দেবশর্ম্মার পুত্র, শাস্ত্যাগারাধিকৃত শ্রীরাম দেবশর্ম্মাকে প্রদান করিয়াছিলেন (১)।

রাম চরিত হইতে জানা যায় যে, বর্ম্মবংশীয় পূর্ব্বদেশের জনৈক রাজা নিজের পরিত্রাণের জন্য নিজের হস্তীও রথ প্রভৃতি রামপালকে উপহার দিয়া তাঁহার আরাধনা করিয়াছিলেন (২)। এই বর্ম্মবংশীয় নরপতি কে? নবম শতাব্দীর অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই কামরূপে বর্ম্মরাজগণের শাসন লোপ পাইয়াছিল। একাদশ শতাব্দীতে রামপালের সমসাময়িক রূপে কামরূপে আমরা পাল নরপতিগণকে সমাসীন দেখিতে পাই। সুতরাং প্রাগ্দেশীয় বর্ম্মরাজা কামরূপের কোন রাজা হইতে পারেন না। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন, "যেখানে সামল বর্ম্মা গৌড়াধিপ রামপালকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, সেই স্থানই বোধ হয় এক্ষণে বিক্রমপুরের মধ্যে "রামপাল"

---

(১) Journal of the Asiatic Society of Bengal (new series) Vol X. P. 128-129.

(২) "স্বপরিত্রাণ নিমিত্তং পত্যাবঃ প্রাগ্দিশীয়েন।
বর বারণেন চ নিজ-স্যন্দন-দানেন বর্ম্মণা রাধে"।
রামচরিত ৩।৪৪

নামে পরিচিত হইয়াছে (১)। সুতরাং তাঁহার মতে রামপালের অর্চ্চনাকারী এই প্রাগ্দেশীয় বর্ম্ম রাজা ভোজবর্ম্মার পিতা সামলবর্ম্মা। শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "ভোজবর্ম্মা অথবা তাঁহার পুত্র রামপালের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন" (২)।

বর্ম্মবংশীয় নরপতি কর্ত্তৃক রামপালের আশ্রয় গ্রহণের দুইটী কারণ অনুমান করা যাইতে পারে; প্রথম,—রামপাল কর্ত্তৃক বঙ্গ আক্রমণ এবং দ্বিতীয়,—সেন বংশীয় বিজয় সেন কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ অধিকার।

বেলাব তাম্রশাসনে লিখিত আছে :—

"হাধিক্কষ্ট মবীর মদ্য ভুবনং ভূয়োঽপি কিং রক্ষসা

মুৎপাতোয়মু (প) স্থিতোস্ত কুশলী শঙ্কাম্বলঙ্কাধিপঃ"।

"হা ধিক্, কষ্টের বিষয়, ভুবন অদ্য বীরশূন্য হইয়াছে, আবার কি রাক্ষসদের এই উৎপাত উপস্থিত হইয়াছে! এই শঙ্কার সময়ে অলঙ্কাধিপ (রাম) জয়যুক্ত হউন" (৩)। শ্রীযুক্ত নলিনী কান্ত ভট্টশালী মহাশয় লিখিয়াছেন (৪)। রামচরিতের একটি শ্লোকে প্রাগ্দেশীয় এক বর্ম্ম-রাজা যে রাজ্য পুনরুদ্ধারের পর নানা উপঢৌকন দিয়া রামপালকে আসিয়া আরাধনা করিয়াছিল, সেই বিষয় অবগত হওয়া যায়। ভোজবর্ম্মার বেলাব-শাসনে রাক্ষস-দের উপস্থিত উৎপাতে রামপালের কুশলের জন্য প্রার্থনায় মনে হয় ভোজ বর্ম্মাই রামচরিতে উল্লিখিত বর্ম্মরাজা। এই উৎপাত যখন পুনর্ব্বার সমুস্থিত উৎপাত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে

---

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজন্যকাণ্ড ২২৫—২২৬ পৃষ্ঠা।

(২) বাঙ্গালার ইতিহাস—শ্রীরাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত—২৬৬ পৃষ্ঠা।

(৩) প্রবাসী, ১৩২১, মাঘ ৪৩৪ পৃষ্ঠা।

(৪) প্রবাসী, ১৩২১ মাঘ ৪৩৪—৩৫ পৃষ্ঠা।

তখন অনুমান করি ভীমের মৃত্যুর পর (১) তদীয়-সুহৃৎ হরি যে পুনর্ব্বার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রামপালকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, এবং ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পর পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন,—ইহা সেই প্রসঙ্গ"।

ভীম অথবা হরি বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন কিনা না তাহা জানা যায় নাই। কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহ বরেন্দ্র ছাড়াইয়া বঙ্গদেশেও সংক্রামিত হইয়াছিল কিনা তাহারও কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং হরির রামপালকে আক্রমণ করিবার জন্যই যে বঙ্গাধিপ ভোজবর্ম্মা নানাবিধ উপঢৌকন সহ রামপালের আরাধনা করিতে যাইবেন তাহা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় না।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু লিখিয়াছেন, "বঙ্গাধিপ ভোজবর্ম্মা বিক্রমপুর পরগণার মধ্যে যেখানে নিজনামে ভোজেশ্বর নামে দেব মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, সেই স্থানই সম্ভবতঃ অধুনা ভোজেশ্বর নামে পরিচিত ও পাশ্চাত্য বৈদিকগণের একটি সমাজ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে" (২)। বসুজ মহাশয়ের এই অনুমান সমর্থন করিবার কোনই উপায় নাই, কারণ ভোজেশ্বর গ্রামে ভোজ বর্ম্মার প্রতিষ্ঠিত কোন মূর্ত্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। অধুনা এই স্থান ভীম প্রবাহা কীর্ত্তিনাশা নদীর কুক্ষিগত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু গ্রামটি নদীগর্ভে বিলীন হইবার পূর্ব্বেও নগেন্দ্র বাবুর লিখিত কোনও মূর্ত্তি ঐ স্থানে বিদ্যমান ছিল না।

---

(১) কৈবর্ত্তরাজ ভীম যুদ্ধকালে জীবিতাবস্থায় হস্তীপৃষ্ঠে ধৃত হইয়াছিলেন (রামচরিত ২।১৭, ২০ টীকা)। যুদ্ধান্তে ভীম বিত্তপাল নামক জনৈক কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন (রামচরিত ২।৩৬)। হরির সহিত যুদ্ধে রামপালের পুত্র বীরত্ব প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। (রামচরিত)

(২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রাজন্যকাণ্ড ২৯৬ পৃষ্ঠা।

দশম অধ্যায়।

সেন রাজগণ।

বর্ম্ম রাজগণের প্রাধান্য বিলুপ্ত হইলে বঙ্গে সেন রাজগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল। সেন রাজবংশ বঙ্গের শেষ হিন্দুরাজ বংশ হইলেও কিরূপে কোন দুর্লঙ্ঘ্য সূত্র অবলম্বনে ইহারা বঙ্গে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি নিসংশয়ে নির্ণীত হয় নাই। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় যথার্থই লিখিয়াছেন, "জনশ্রুতি এই রাজবংশকে নানা কল্পনা জল্পনার আধার করিয়া তুলিয়াছে। এই রাজবংশের অধঃপতন কাহিনীর ন্যায় ইহার অভ্যুদয় কাহিনী ও প্রহেলিকা পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। সম্প্রতি (কাঁটোয়ার নিকটবর্ত্তী স্থানে) এই রাজবংশের দ্বিতীয় রাজা, বল্লাল সেন দেবের যে তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে নানা সংশয় মুখরিত হইয়াছে" (১)।

কিরূপে "দাক্ষিণাত্য ক্ষৌণীন্দ্র বংশোদ্ভব" এই সেন রাজবংশ গৌড় বঙ্গে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে অনেকানেক মনীষিই অল্পাধিক পরিমাণে মস্তিষ্ক পরিচালনা করিয়াছেন। এখনও বহু পণ্ডিত গণের গবেষণার ফলে নানা প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়া ঐতিহাসিক কারণ পরম্পরার মর্ম্মোদ্ঘাটনের আয়োজন চলিতেছে। গৌড়ীয় পালসাম্রাজ্যের অধঃপতন সময়ে এবং বঙ্গে বর্ম্মরাজ গণের শাসনদণ্ড শিথিলতা প্রাপ্ত হইলেই যে এই আগন্তুক রাজবংশ শক্তি সঞ্চার করিয়া গৌড়বঙ্গে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

"সেন রাজবংশের প্রথম রাজা বিজয় সেন দেবের [রাজসাহীর

---

(১) গৌড়রাজ মালা—উপক্রমণিকা ।৶ পৃষ্ঠা।

অন্তর্গত দেবপাড়ায় প্রাপ্ত] প্রদ্যুম্নেশ্বর-মন্দির লিপিতে দেখিতে পাওয়া যায় :—(১),

"বংশে তস্যামরস্ত্রী বিতত রত কলা-সাক্ষিণো দাক্ষিণাত্য
ক্ষৌনীন্দ্রৈর্বীর সেন প্রভৃতিভিরভিতঃ কীর্ত্তি মদ্ভির্বভূবে।
যচ্চারিত্রানুচিন্তা-পরিচয় শুচয়ঃ সূক্তি-মাধ্বীক ধারাঃ
পারাশর্য্যেণ বিশ্ব-শ্রবণ পরিসর-প্রীণনায় প্রণীতাঃ" ॥

লক্ষ্মণ সেনের মাধাইনগর তাম্রশাসনেও লিখিত আছে (২) :—

"পৌরাণীভিঃ কথাভিঃ প্রথিত গুণগণে বীরসেনস্য বংশে
কর্ণাট ক্ষত্রিয়াণামজনি কুলশিরোদাম সামন্ত সেনঃ।
কৃত্বা নির্ব্বীর মুর্ব্বীতল মধিকতরাত্তু পাত্তা নাক নস্থাং
নির্ম্মিক্তো যেন যুধ্যদ্রি পুরুধিরকণা কীর্ণ ধারঃ কৃপাণঃ ॥"

উপরোক্ত প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, সেন রাজগণ "দাক্ষিণাত্য ক্ষৌণীন্দ্র" বীর সেনের বংশ-সম্ভূত। বল্লাল চরিতে লিখিত আছে যে, বীরসেন কর্ণের বংশে জন্ম পরিগ্রহ করেন এবং অঙ্গদেশ হইতে গৌড়ে আগমন করেন (৩)। গৌড়ের ইতিহাস প্রণেতা স্কন্দপুরাণে সহ্যাদ্রিখণ্ডে বীরসেন নামক এক দাক্ষিণাত্য বীরের সন্ধান পাইয়া তাঁহাকেই

বীরসেন

---

(১) Epigraphia Indica vol 1 Page 307.

(২) Journal Procudinps of the Asiatic Society of Bengal vol V. New Series P. 471.

(৩) "যঃ কর্ণং প্রতি জগ্রাহ তেব কর্ণস্য সুতজঃ।
কর্ণস্য বৃষসেনস্তু পৃথুসেনস্তদাত্মজঃ।
পৃথুসেনান্বয়ে বীরো বীর সেনা ভবিষ্যতি।
গৌড় ব্রাহ্মণ কন্যাংবঃ সোমটামুদ্বহিষ্যতি" ॥

বল্লাল চরিতম্, দ্বাদশ অধ্যায় ৪৭-৪৮ শ্লোক।

সেন রাজগণের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া স্থির করিয়াছেন (১)। দেবীপুরাণে অযোধ্যায় বীরসেন নামক রাজার নাম আছে দেখিয়া হাণ্টার সাহেব মনে করেন, বীরসেন অযোধ্যা হইতে বাঙ্গালায় আগমন করেন। "বিপ্রকুলকল্প-লতিকা" গ্রন্থের মতে দাক্ষিণাত্য-বৈদ্যরাজ অশ্বপতি সেনের বংশে চন্দ্রকেতু সেন জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার বংশে বীরসেন উৎপন্ন হন (২)। শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলেন "পারশর্য্য ব্যাস দেব যাঁহাদিগের চরিত্র-বর্ণনায় বিশ্ব নিবাসিগণকে প্রীতি প্রদান করিয়া গিয়াছেন, সেই চন্দ্র বংশীয় দাক্ষিণাত্য-ভূপতি বীরসেন প্রভৃতির বংশে সেন রাজগণ জন্মগ্রহণ করিবার এইরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াও [মহাভারতোক্ত নল রাজার পিতা বীরসেনের কথা চিন্তা না করিয়া] কেহ কেহ বীরসেনকে আদিশূর বলিয়াই ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন (৩)।

"ভারত বর্ষের বিভিন্ন স্থানে বীরসেন নামক অনেক রাজা রাজত্ব করিয়াছেন। হর্ষ চরিতে আছে—রাজ গজাধ্যক্ষ স্কন্দগুপ্ত হর্ষবর্দ্ধনকে বলিতেছেন; মহাদেবীর গৃহের গূঢ় ভিত্তিতে লুক্কায়িত থাকিয়া ভদ্রসেনের

---

(১) গৌড়ের ইতিহাস প্রথম খণ্ড ১৫৬ পৃষ্ঠা।

"সৌমিনী দেবতা ভক্তঃ শাণ্ডিলাখ্য-ঋষে কুলে।
মহারাজ ইতিখ্যাত স্ততোঽভূদ্ভুব শঙ্করঃ॥
তদম্বয়ে চক্রবর্ত্তী দ্যুমৎসেন ইতীরিতঃ।
তদম্বয়ে বীরসেনঃ কান্তি মালী ততোঽপিচ"॥

সহ্যাদ্রি খণ্ডে পূর্ব্বার্দ্ধে ৩৪।২৫-২৬ শ্লোক।

(২) "দাক্ষিণাত্য বৈদ্যরাজশ্চৈ কোঽশ্বপতি সেনকঃ।
তদ্বংশে জনিতশ্চন্দ্র কেতুসেনো মহাধনঃ।
তস্যবংশে বীর সেনঃ ভূপ পুরঞ্জয়ঃ।

বল্লাল মোহ মুদ্গর ৩৪৭ পৃষ্ঠা।

(৩) গৌড়রাজ মালা উপক্রমণিকা।৶ পৃষ্ঠা।

ভ্রাতা বীর সেন স্ত্রীবিশ্বাসী কলিঙ্গরাজের মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল (১)। হর্ষচরিতেই সৌবীর পতি অন্য এক বীরসেনের নাম পাওয়া যায় (২)। এই সকল বীরসেন সেন বংশের পূর্ব্বপুরুষ নহেন, কারণ সেনরাজ গণের পূর্ব্বপুরুষ বীরসেন দাক্ষিণাত্য ক্ষৌণীন্দ্র ছিলেন।

সেনরাজ গণের তাম্রশাসনে ও শিলালিপিতে সর্ব্ব প্রথমে সামন্ত সেনের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। বল্লাল সেনের সীতাহাটী তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহার (সেই চন্দ্র দেবের) সমৃদ্ধ বংশে অনেক রাজপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহারা বিশ্ব নিবাসিগণকে নিরন্তর অভয় দান করিয়া বদান্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন, এবং ধবল কীর্ত্তি তরঙ্গে আকাশ তলকে বিধৌত করিয়াছিলেন। তাঁহারা সদাচার পালন খ্যাতি গর্ব্বে গর্ব্বান্বিত রাঢ়দেশকে অনন্য ভূতপূর্ব্ব প্রভাবে বিভূষিত করিয়াছিলেন।"

সামন্ত সেন

তাঁহাদিগের বংশে প্রবল প্রতাপান্বিত, সত্যনিষ্ঠ, অকপট, করুণাধার, শত্রু সেনাসাগরে প্রলয় তপন, সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কীর্ত্তি জ্যোৎস্নায় শোভা প্রাপ্ত হইয়া প্রিয়জনরূপ কুমুদ বনের উল্লাস লীলা সম্পাদক শশধর রূপে প্রতিভাত হইতেন; এবং আজন্ম স্নেহ পাশ নিবদ্ধ বন্ধুগণের মনোরাজ্যে সিদ্ধি প্রতিষ্ঠার শ্রীপর্ব্বতের ন্যায় বিরাজ মান ছিলেন।" (৩)

---

(১) "স্ত্রীবিশ্বাসিনশ্চ মহাদেবী গৃহগূঢ়ভিত্তিভাক্ ভ্রাতা ভদ্র সেনস্য অভবন অত্যায়ে কালিঙ্গস্য বীরসেনঃ"—হর্ষচরিতম্ (জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের সংস্করণ), ষষ্ঠ উচ্ছাস, ৪৭৬ পৃষ্ঠা।

(২) হর্ষচরিতম (জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের সংস্করণ), ষষ্ঠ উচ্ছাস, ৪৮১ পৃষ্ঠা।

(৩) সাহিত্য, ২২শ বর্ষ, ১৩১৮। পৃঃ ৫৭৬।

"বংশে তস্যা ভ্যুদায়িনি সদাচার চর্য্যা-নিরূঢ়ি
প্রৌঢ়াং রাঢ়ামকলিতচরৈ র্ভূষয়ন্তোহনু ভাবৈঃ।
শশ্ব দ্বিশাভয় বিতরণ স্থূললক্ষ্যা বলক্ষৈঃ
কীর্ত্তূ্যল্লোলৈঃ স্নপিত বিয়তো জজ্ঞিরে রাজপুত্রাঃ।

বিজয়সেনের দেবপাড়া প্রশস্তিতে উক্ত হইয়াছে যে, বিজয়সেনের পিতামহ সামন্তসেন কর্ণাট লক্ষ্মীর লুণ্ঠন কারী দস্যুগণকে নিহত করিয়াছিলেন (১)। পরবর্ত্তী শ্লোকে লিখিত আছে, "যে স্থান আজ্য ধূমের সুগন্ধে আমোদিত, যে স্থানে মৃগ শিশু বৈখানস-রমণী গণের স্তন্যক্ষীর পান করিত, যে স্থান ব্রহ্মপরায়ণ, ভব ভয়াক্রান্ত ধার্ম্মিক তপস্বিগণ সেবিত সেই গঙ্গা পুলিন পরিসরের পুণ্যাশ্রম নিচয়েই তিনি শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন" (২)। সামন্তসেনের কর্ণাটলক্ষ্মী লুণ্ঠনকারী দুর্ব্বৃত্ত গণের দমন ও বৃদ্ধ বয়সে গঙ্গাপুলীন পরিসরের অরণ্যময় পুণ্যাশ্রমে বাস, এবং রাজ্য লাভের পূর্ব্বে বিজয় সেনের পিতৃ পিতামহ-কর্ত্তৃক রাঢ় মণ্ডলকে অতুল বিভবে বিভূষিতা করার উক্তিতে অসামঞ্জস্য ও বিরোধ লক্ষ্য করিয়া, গৌড় রাজ মালার লেখক মহাশয় এই সমুদয় প্রমাণ পরম্পরা আলোচনা পূর্ব্বক প্রাচীন লিপির "কর্ণাট" রাজ্য কোথায় ছিল, তাহার পরিচয় প্রদান জন্য কল্যাণের চালুক্য রাজ্যকেই কর্ণাট বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি

তেষাম্বংশে মহৌজাঃ প্রতিভট-পৃতনাম্ভোধি কল্পান্ত সূরঃ
কীর্ত্তিজ্যোৎস্নোজ্জ্বলশ্রীঃ প্রিয় কুমুদ বনোল্লাস-লীলা-মৃগাঙ্কঃ।
আসীদাজন্ম রক্ত-প্রণয়িগণ-মনোরাজ্য-সিদ্ধি প্রতিষ্ঠা
শ্রীশৈল-সত্যশীলো নিরুপধি-করুণাধাম সামন্ত সেনঃ॥

বল্লাল সেনের সীতাহাটী তাম্রশাসন ৩-৪ শ্লোক।

(১) Epigraphia Indica vol I Page 308.

(২) "উদ্গন্ধীন্যাজ্য ধূমৈর্ম্মৃগশিশু রসিত খিন্ন বৈখানস স্ত্রী
স্তন্য ক্ষীরাণি কীর প্রকর পরিচিত ব্রহ্মপারায়ণানি।
যেনাসেব্যন্ত শেষে বয়সি ভব ভয়া স্কন্দিভির্মস্করীন্দ্রৈঃ
পূর্ণোৎসঙ্গানি গঙ্গা পুলিন পরিসরারণ্য পুণ্যাশ্রমাণি"।

দেওপাড়া প্রশস্তি ৯ম শ্লোক।

Epi. Indica vol I Page 308.

বিহ্লন দেব রচিত "বিক্রমাঙ্ক চরিত" গ্রন্থের একটি শ্লোক অবলম্বন করিয়া (১) কল্যাণীর চালুক্য বংশীয় কুমার বিক্রমাদিত্যের সময় যাত্রার সহিত সামন্ত সেনের বঙ্গে আগমন প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি বলেন, "এক সময়ে গৌড়রাজ্যের একাংশের (রাঢ়ের) সহিত কর্ণাট (২) রাজ্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। সেন বংশের প্রথম নরপতি বিজয় সেনের দেব পাড়া প্রশস্তিতে উক্ত হইয়াছে, বিজয় সেনের পিতামহ সামন্ত সেন "একাঙ্গ সেনা লইয়া, অরি কুলাকীর্ণ কর্ণাট-লক্ষ্মী লুণ্ঠন কারি দুর্বৃত্ত গণকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন (৩), এবং শেষ বয়সে, গঙ্গাতীরবর্ত্তী পুণ্যাশ্রম নিচয়ে বিচরণ করিয়াছিলেন। আবার বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেনের

---

(১) "গায়ন্তিস্ম গৃহীত-গৌড়-বিজয়স্তম্বে রমস্তাহবে
তস্যোন্মূলিত কামরূপ-নৃপতি-প্রাজ্য প্রতাপশ্রিয়ঃ।
ভানু-স্যন্দন-চক্রঘোষ মুষিত-প্রত্যূষ নিদ্রারসাঃ
পূর্ব্বাদ্রেঃ কটকেষু সিদ্ধ বনিতাঃ প্রালেয় শুভ্রং যশঃ"।

বিক্রমাঙ্ক দেব চরিতম্ ৩।৭৩।

অর্থাৎ "সূর্য্যের রথ চক্রের শব্দে প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, সিদ্ধ বনিতাগণ পূর্ব্বাদ্রির কটিদেশে, যুদ্ধে গৌড়ের বিজয় হস্তী গ্রহণকারী এবং কুমার বিক্রমাদিত্যের তুষার শুভ্র যশ গান করিয়াছিল"। গৌড়রাজ মালা ৪৬ পৃষ্ঠা।

(২) "বিহ্লন বিক্রমাঙ্ক দেব চরিতে" (১৮।১০২) স্বীয় প্রভুকে "কর্ণাটেন্দু" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; এবং কহ্লন "রাজতরঙ্গিনীতে (৭।৯৩৬) বিহ্লনের যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে "পর্মাড়ি ভূপতি" বা বিক্রমাদিত্যকে "কর্ণাট" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং কর্ণাট বলিতে তৎকালে যে কল্যাণের চালুক্য গণের রাজ্য বুঝাইত, এ বিষয়ে আর সংশয় নাই"— গৌড়রাজ মালা ৪৬ পৃষ্ঠা।

(৩) "দুর্বৃত্তানাময়মরিকুলাকীর্ণ কর্ণাট লক্ষ্মী
লুণ্ঠাকানাং কদনমতনোত্তাদৃগেকাঙ্গ বীরঃ।
যস্মাদদ্যাপ্য বিহিত বসামাংস মেদঃ সুভিক্ষাং
হৃষ্যৎ পৌরস্ত্যজতি ন দিশং দক্ষিণাং প্রেতভর্ত্তা"।

Epigraphia Indica vol I P. 308.

(কাটোয়ায় প্রাপ্ত) তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে, "চন্দ্রবংশে অনেক রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; * * * * তাঁহারা সদাচার পালন খ্যাতি গর্ব্বে রাঢ় দেশকে অনন্য ভূতপূর্ব্ব প্রভাবে বিভূষিত করিয়াছিলেন (৩ শ্লোক)। এই রাজ পুত্র গণের বংশে "শত্রু সেনা সাগরের প্রলয় তপন সামন্ত সেন জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন (৪শ্লোক)।" এই উভয় বিবরণে আপাতত বিরোধ দেখা যায়। প্রথম লিপি অনুসারে মনে হয়, সামন্ত সেন শেষ বয়সে কর্ণাট ত্যাগ করিয়া, তীর্থ ভ্রমণ উপলক্ষে বাঙ্গলায় আসিয়াছিলেন। দ্বিতীয় লিপিতে দেখা যায়, তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা রাঢ় নিবাসী ছিলেন। অথচ এই দুইটি লিপি প্রায় একই সময় রচিত। এইরূপ তুল্য কালীন লিপিতে এত বিরোধ কল্পনা অসম্ভব। কিন্তু যদি অনুমান করা যায়, রাঢ়দেশ কর্ণাট রাজের পদানত ছিল, এবং কর্ণাট-রাজ কর্ত্তৃক রাঢ় শাসনার্থ নিয়োজিত, (লক্ষ্মণ সেনের মাধাই নগরে তাম্রশাসনে কথিত) "কর্ণাট ক্ষত্রিয়" বংশজাত রাজপুত্র গণের বংশে সামন্ত সেন জন্ম গ্রহণ করিয়া রাঢ়দেশেই কর্ণাট রাজের শত্রুগণের সহিত যুদ্ধে রত ছিলেন, তাহা হইলে এই বিরোধের ভঞ্জন হয়। বিহ্লন বিবৃত চালুক্য রাজকুমার বিক্রমাদিত্য গৌড়াধিপের এবং (হয়ত গৌড়াধিপের সাহায্যার্থ আগত) কামরূপাধিপের পরাজয় বৃত্তান্ত এই অনুমানের অনুকূল প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। চন্দেল্লরাজ কীর্ত্তি বর্ম্মার (রাজত্ব ১০৪৯—১১০০ খৃষ্টাব্দ) আশ্রিত "প্রবোধ চন্দ্রোদয়" রচয়িতা কৃষ্ণমিশ্র যাহাকে "গৌড়ং রাষ্ট্র মনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়া" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কুমার বিক্রমাদিত্য গৌড়াধিপকে পরাজিত করিয়া, সেই রাঢ়দেশ গৌড়রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন। নবজিত রাঢ় শাসনার্থ কর্ণাট রাজ যে রাজপুত বা ক্ষত্রিয় সেনা নায়ককে নিয়োগ করিয়াছিলেন, সামন্ত সেন তাহারই বংশধর (১)।

---

(১) গৌড়রাজ মালা (৪৬-৪৭ পৃষ্ঠা)।

"(কলিঙ্গাধিপতি) গঙ্গবংশীয় নৃপতিগণের তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে, —চোড়গঙ্গ গঙ্গার তীর পর্য্যন্ত স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, এবং গঙ্গাতীরবর্ত্তী যুদ্ধক্ষেত্রে "মন্দারাধিপতিকে" পরাজিত এবং আহত করিয়াছিলেন (১)। এই সূত্রেই হয়ত কলিঙ্গপতির সহিত গৌড়পতির সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, এবং কলিঙ্গপতিকে প্রতিদ্বন্দ্বীর অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল। চোড়গঙ্গের অতি দীর্ঘকালব্যাপী রাজত্বের প্রথম-ভাগে তাঁহাকে রামপালের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। সেই সময় গৌড়া-ধিপের নিকট মস্তক অবনত করা অসম্ভব নহে ; এবং রামপালের মৃত্যুর পর হয়ত চোড়গঙ্গ প্রবলতর হইয়াছিলেন। রামপাল রাঢ়ও অবশ্য কর্ণাট-রাজের কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। দেবপাড়ার শিলালিপি অনুসারে সামন্ত সেন যে সকল কর্ণাট-লক্ষ্মী লুণ্ঠনকারী দুর্বৃত্তগণকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তাহারা গৌড়াধিপেরই সেনা। সামন্ত সেন এই সকল "দুর্বৃত্তগণকে" বিনাশ করিয়াও রাঢ়ে কর্ণাট-রাজের আধিপত্য অটুট রাখিতে না পারিয়া, হয়ত শেষ বয়সে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন" (২)।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী অনুমান করেন, "সম্ভবতঃ সামন্ত সেনের সহিত কলিঙ্গাধিপতি চোরগঙ্গের সংশ্রব ছিল। চোরগঙ্গ উৎকলপ্রদেশ জয় করিয়া গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থানে মন্দারাধিপতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন (৩)। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে,

---

(১) J. A. S. B. vol L X V. Pt I Page 241.

(২) গৌড়রাজ মালা ৫১-৫২ পৃষ্ঠা।

(৩) "আরম্যানগরাৎ কলিঙ্গজবন প্রত্যাগ্রভগ্নাবৃতি
প্রাকারারত তোরণ প্রভৃতিতো গঙ্গাতট স্বাত্ততঃ।
পার্শ্বাস্থৈর্যুধি জর্জ্জরী কৃতনযত্রাদেব গাত্রাকৃতি
র্মন্দারাধিপতির্গতো রণ ভুবোগঙ্গে যরানুক্রতঃ"।
J. A. S. B. vol L X V. Pt I Page 241.

চোরগঙ্গ মন্দারাধিপতিকে নিহত করিয়া সামন্ত সেনকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। চোরগঙ্গ কর্ত্তৃক উৎকল রাজ্য ১০৪০ শক বা ১১১৮—১৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই বিজিত হইয়াছিলেন"।

মনোমোহন বাবু সেনবংশের সময় নিরূপণ করিয়া যে বংশলতা প্রদান করিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল :—

সামন্ত সেন (সেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা)
(১১১৯-১১২০ খৃঃ অঃ)
|
তদীয় পুত্র
হেমন্ত সেন = যশোদেবী
|
পুত্র
বিজয় সেন (রাঘব এবং চোর গঙ্গের সমসাময়িক)
(১১৪০-১১৫৮-৬০ ?)
|
পুত্র
বল্লাল সেন (১১৫৮-৬০—১১৭০)
|
লক্ষ্মণ সেন (১১৭০-১২০০)= শ্রীতান্দ্রা (?)
সম্বৎ ৫১, ৭৪, ৮০, ৮১
মহম্মদ-ই-বক্তিয়ারের নবদ্বীপজয়
(১১৯৯)
|
পুত্র
বিশ্বরূপ সেন

আর্য্য ক্ষেমীশ্বর প্রণীত "চণ্ড কৌশিক" (১) নামক পঞ্চাঙ্ক নাটকের প্রস্তাবনায় লিখিত আছে :—

---

(১) কবি আর্য্য ক্ষেমীশ্বর কার্ত্তিকের রাজার সভাসদ ছিলেন। কবির প্রপিতা মহ সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন বলিয়াই অনুমিত হয়, এ জন্যই তিনি স্বীয় পরিচয় প্রদানকালে

"অলমতি বিস্তরেণ। আদিষ্টোঽস্মি দুষ্টামাত্য-বুদ্ধিযাগুরাংলব্ধ্য সিংহরংহসা ভ্রূভঙ্গ লীলা-সমুদ্ধৃতাশেষ-কণ্টকেন সমর-সাগরান্ত র্ব্বভুজ দণ্ড মন্দরাকৃষ্ট-লক্ষ্মী-স্বয়ংবর প্রণয়িনা শ্রীমহীপাল দেবেন। যস্তেমাং পুরাবিদঃ প্রশস্তি গাথা মুদাহরন্তি —

যঃ সংশ্রিত্য প্রকৃতি গহনা মার্য্যচাণক্য-নীতিং
জিত্বা নন্দান্ কুসুম নগরং চন্দ্রগুপ্তো জিগায়।
কর্ণাটত্বং ধ্রুব মুপগতা নদ্য তানেব হন্তুং
দোর্দ্দর্পাঢ্যঃ স পুনরভবৎ শ্রীমহীপাল দেবঃ" ॥

এ স্থলে কবি লিখিয়াছেন, মহীপাল চন্দ্রগুপ্তের অবতার। সম্প্রতি নন্দগণ কর্ণাটত্ব লাভ করিয়া পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করায়, তাহাদিগকে নিধন কারবার জন্যই মহীপাল নন্দবংশের উচ্ছেদকারী চন্দ্র গুপ্ত রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় রামচরিতের ভূমিকায় ইহাকে মহীপাল কর্ত্তৃক রাজেন্দ্র চোলের পরাভব কাহিনী বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া কর্ণাট রাজ্যকে চোল রাজ্যের একাংশ রূপে গ্রহণ করিয়াছেন (১)।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় গৌড়রাজ মালার উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন, "চোল রাজকে কর্ণাটরাজ বলিয়া গ্রহণ করিবার উপযোগী বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণ দেখিতে না পাইয়া, গৌড় রাজমালা-লেখক কল্যাণের চালুক্য রাজ্যকেই কর্ণাট রাজ্য বলিয়া গ্রহণ

আপনাকে আর্য্যক্ষেমীশ্বরের প্রপৌত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কর্ণাট রাজের সহিত মহীপাল দেবের সংঘর্ষের ফলে মহীপাল বিজয়লাভ করিয়াছিলেন, এই বিজয়োৎসব চিরস্মরণীয় করিবার জন্য "চণ্ডকৌশিক" নাটক রচিত ও অভিনীত হইয়াছিল।

(১) Introduction to Ramcarit by Mahamahopadhya H. P. Shastri Page 10.

করিতে বাধ্য হইয়াছে। কর্ণাট শব্দের এরূপ অর্থে চণ্ডকৌশিকের প্রস্তাবনা পাঠ করিলে, বলা যাইতে পারে অনেকদিন হইতেই প্রাচ্য ভারতের গৌড়ীয় সাম্রাজ্য করতলগত করিবার জন্য অনেকের হৃদয়ে উচ্চাভিলাষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। অনেকেই গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন, এবং পরাভূত হইয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কল্যাণের চালুক্য-রাজগণের উচ্চাভিলাষের অভাব ছিল না; তাঁহারাও মহীপাল দেবের সহিত একবার শক্তি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার ফলে "কর্ণাটলক্ষ্মী" লুণ্ঠিত হইয়াছিল,—মহীপালের বিজয়োৎসবে নাট্যাভিনয় সম্পাদিত হইয়াছিল। সেন রাজবংশের পূর্ব্ব পুরুষগণ এই সকল যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়া, কালক্রমে (দক্ষিণ রাঢ়ে কর্ণাট রাজের প্রভুত্ব সংস্থাপিত হইবার পর) বাঙ্গালী প্রজাপুঞ্জের নির্ব্বাচিত পাল রাজবংশের প্রবল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল বরেন্দ্র মণ্ডলেও অধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন" (১)।

শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্. এ মহাশয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া সেন রাজগণের পূর্ব্ব পুরুষ কোনও "ভাগ্যান্বেষী দরিদ্র উচ্চবংশোদ্ভব সৈনিককে" রাজেন্দ্র চোলের বিজয়যাত্রার অনুগামী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। রাখাল বাবু গৌড় রাজমালা-রচয়িতার যুক্তি জাল খণ্ডন করিবার মানসে যে সমুদয় তর্ক উপস্থিত করিয়া স্বীয় মত প্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন, আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তিনি বলেন, "সম্ভবতঃ কল্যাণের চালুক্য বংশীয় কুমার বিক্রমাদিত্য গৌড় ও কামরূপ বিজয় করিয়াছিলেন। তৃতীয় বিগ্রহপাল ও তাঁহার পুত্রত্রয়ের সময়ে পাল সাম্রাজ্যের যে দুরবস্থা ঘটিয়াছিল তাহাতে সকলই সম্ভব।

(১) গৌড়রাজ মালা উপক্রমণিকা ৮০ পৃষ্ঠা।

কিন্তু দিগ্বিজয়ের পরে কল্যাণের চালুক্য রাজগণ যে গৌড়, মগধ বা বঙ্গের কোন প্রদেশ আয়ত্ত রাখিতে পারিয়াছিলেন তাহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। কল্যাণ হইতে রাঢ় বহু দূর, তখনও আর্য্যাবর্ত্ত বা দাক্ষিণাত্য রাজশূন্য হয় নাই। কল্যাণ হইতে গৌড় বঙ্গে বিজয় যাত্রা করা সম্ভব, কিন্তু গৌড় বঙ্গের কোন প্রদেশ অধিকার করিয়া আয়ত্তাধীন রাখা তখন দাক্ষিণাত্যের কোন রাজার পক্ষেই সম্ভবপর নহে। তখন প্রাচীন পাল সাম্রাজ্যের অন্তিমদশা উপস্থিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তখনও ত্রিপুরীতে ও রত্নপুরে চেদীরাজগণ, জেজাভুক্তিতে চন্দ্রাত্রেয়গণ, মালবে পরমারগণ অত্যন্ত প্রতাপশালী। * * * * বিহ্লনদেবের বাক্য হয়ত সত্য, কিন্তু চালুক্যরাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য যে রাঢ় অধিকার করিয়া তাহার শাসন ভার কর্ণাট দেশীয় সেনাপতির হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিলেন এবং তিনি যে স্বাধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন একথা ইতিহাসের ক্ষেত্রে টিকিবে কিনা সন্দেহ। কর্ণাট বলিলে কনাড়া ভাষা প্রচলিত দেশকে বুঝায়; কল্যাণ এই কর্ণাট দেশে অবস্থিত, কিন্তু তথাপি স্বীকার করা যায় না যে, একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে কর্ণাট দেশীয় কোন রাজা আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্ব প্রান্তে আসিয়া স্থায়ী অধিকার স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। * * * * * ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের পিতামহ জগদেক মল্ল দ্বিতীয় জয়সিংহ দাক্ষিণাত্য রাজচক্রবর্ত্তী রাজেন্দ্র চোল কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। মেলপাডি গ্রামে চোলেশ্বর মন্দিরে তামিল ভাষায় লিখিত পর কেশরীবর্ম্মা প্রথম রাজেন্দ্র চোল দেবের নবম রাজ্যাঙ্কের যে খোদিত লিপি আছে তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে জয়সিংহদেব চোলরাজ কর্ত্তৃক মুশঙ্গি বা মুষঙ্গি ক্ষেত্রে পরাজিত হইয়াছিলেন (১)।

(১) Sonth Indian Inscriptions, vol iii No 18 Page 27.

চালুক্যরাজ এই পরাজয় স্বীকার করেন নাই। বালগাম্বে গ্রামে আবিষ্কৃত কন্নাড়া ভাষায় লিখিত এই জগদেক মল্ল দ্বিতীয় জয়সিংহ দেবের রাজ্য কালীন একখানি খোদিত লিপি হইতে জানা গিয়াছে যে চালুক্যরাজ পরাজিত হইলেও প্রশস্তিকারগণ তাঁহাকে সিংহের সহিত এবং রাজেন্দ্র চোল দেবকে গজের সহিত তুলনা করিতেন (১)। মুশঙ্গি যুদ্ধক্ষেত্রে চালুক্যরাজ পরাজিত হইয়া চোল সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিলে বোধহয় বহু কর্ণাট-দেশীয় সৈনিক তাঁহার সেনাদলভুক্ত হইয়াছিল। রাজেন্দ্রচোল দেব যখন উত্তরাপথ আক্রমণের উদ্দেশ্য প্রচার করিয়াছিলেন তখন হয়ত কোনও ভাগ্যান্বেষী দরিদ্র উচ্চবংশোদ্ভব সৈনিক ধন-ধান্য-পূর্ণা গৌড়ভূমির খ্যাতি শ্রবণ করিয়া চোল বিজয় বৈজয়ন্তীর রক্ষার্থ অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল। চোল মণ্ডল হইতে রাজেন্দ্র চোলের বিজয়-বাহিনী উত্তর রাঢ়ের উত্তর সীমায় গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত দেশ বিজয় করিয়া সম্ভবতঃ গঙ্গোত্তরণকালে প্রথম মহীপাল দেব কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিল। রাজেন্দ্রচোল প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সেই ভাগ্যান্বেষী সৈনিক পুরুষ সম্ভবতঃ রাঢ় দেশে বাস করিয়াছিল, তাঁহারই বংশে সামন্ত সেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবপাড়া প্রশস্তি ও বল্লাল সেনের তাম্রশাসন উভয়ের উক্তি সত্য, সামন্ত সেন কর্ণাট-লক্ষ্মী লুণ্ঠনকারী দুর্ব্বৃত্তগণকে শাসন করিয়াছিলেন, তাহার অর্থ এই যে রাঢ়মণ্ডলে শত্রুসৈন্য পরিবৃত্ত হইয়া তিনি বিদেশীয় গণের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাঢ়মণ্ডল বাসিগণ যথাসাধ্য বিদেশীয় কণ্টকোন্মূলনের চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু দেশে প্রকৃত রাজশক্তির অভাব হওয়ায় কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। সামন্ত সেন রাঢ়বাসীর উপর অধিপত্য বিস্তার করিয়াও জনকভূমি বিস্মৃত হইতে পারেন নাই, বাঙ্গালাদেশের কিয়দংশ অধিকার করিয়াও তিনি বাঙ্গালী হইতে পারেন

নাই, সেই জন্যই অরিকুলাকীর্ণ কর্ণাটলক্ষ্মীর কথা তাঁহার পৌত্রের প্রশস্তিতে স্থান পাইয়াছে। বল্লাল সেনের তাম্রশাসনে সামন্ত সেনের পিতৃগণ সম্বন্ধে যাহা কথিত হইয়াছে তাহাও সত্য, বর্দ্ধমান ভুক্তির রাঢ়মণ্ডল সেন রাজবংশের প্রথম অধিকার, তদ্বংশে বিজয় সেনের পূর্ব্বে কেহই সে অধিকার বিস্তৃত করিতে সমর্থ হয় নাই। রাঢ়ায় সেন রাজগণ পালবংশীয় সম্রাটগণের আধিপত্য স্বীকার করিতেন না, সেই জন্যই রামপালের বরেন্দ্রাভিযানে সাহায্যকারী সামন্ত রাজগণের মধ্যে কোন সেন রাজের নামের উল্লেখ নাই। রামপালদেব যখন কলিঙ্গাধিপতি চোড়গঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন তখন বোধ হয় হেমন্ত সেন রাজ্যচ্যুত হইয়া সামান্য ব্যক্তির ন্যায় দিনপাত করিতেছিলেন" (১)।

লক্ষ্মণ সেন দেব কর্ত্তৃক প্রদত্ত সুন্দর বনে, আনুলিয়ায় এবং তর্পণ দীঘিতে প্রাপ্ত তাম্রশাসন ত্রয়ের ৫ম শ্লোকে কর্ণাট রাজ্যের রাজধানী কাঞ্চী নগরীর নাম উল্লিখিত হইয়াছে (২)। ধোয়ী কবি-বিরচিত "পবনদূতম্" গ্রন্থের নায়ক লক্ষ্মণ সেন। এই গ্রন্থে চোল রাজধানী কাঞ্চীপুর বা কাঞ্চী নগরীকে অমর-নগর গর্ব্ব হরণকারী, দাক্ষিণাত্য ভূষণরূপে, বর্ণনা করা হইয়াছে (৩)। কাঞ্চী চোল রাজ্যের রাজধানী

---

(১) প্রবাসী শ্রাবণ ১৩১৯,—৩১৬ পৃষ্ঠা।

(২) "যদীয়ৈ রদ্যাপি প্রচিত ভুজতেজঃ সহচরৈঃ
যশোভিঃ শোভন্তে পরিধি পরিণদ্ধাইব দিশঃ।
ততঃ কাঞ্চীলীলা চতুর চতুরম্ভোধি লহরী
পরিতোর্ব্বী ভর্ত্তাঽজনি বিজয় সেনঃ স বিজয়ী।"

(৩) "লীলাশৈ (পা) রৈ রমর নগরস্যাপি গর্ব্বং হরন্তীঃ
গচ্ছেঃ কাঞ্চীপুরমথ দিশো ভূষণং দক্ষিণস্যাঃ।

ছিল। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই কাঞ্চী নগরী শাস্ত্র চর্চ্চা ও বিদ্যাবিষয়ক গৌরবের জন্য ভারত বিখ্যাত হইয়া উঠে। বর্ত্তমান সময়ে ইহা চিঙ্গল্‌পুট জেলার অন্তর্গত কঞ্জীভেরম্‌ নামক স্থান নামে পরিচিত।

ইহাতে অনুমীত হয় সেনরাজ গণের পূর্ব্ব পুরুষের অতীত গৌরব স্মৃতির সহিত কাঞ্চী নগরীর নাম বিশেষ ভাবে বিজড়িত ছিল, এজন্যই লক্ষ্মণ সেনের তাম্রশাসনে এবং "পবন দূতম্‌" গ্রন্থে ইহার নাম সগৌরবে উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে কাঞ্চী নগরী চোলরাজ গণের রাজধানী ছিল, সুতরাং মনে হয়, সেন রাজগণ চোল ভূপতির বিজয় যাত্রার অনুগামী হইয়াই প্রথমতঃ রাঢ়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। মহীপাল কর্ত্তৃক কর্ণাট-লক্ষ্মী লুণ্ঠিত হইলে সামন্ত সেন পরে গৌড়ীয় সেনাকুল বিধ্বস্ত করিয়া তাহার প্রতিশোধ লইয়া ছিলেন ইহাই হয়ত দেবপাড়া প্রশস্তি কারকের উল্লেখকরা উদ্দেশ্য ছিল। কল্যাণের চালুক্যরাজ কর্ণাটেন্দু বিক্রমাদিত্য (১০৪০-১০৭১ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী কোন সময়ে) কর্ত্তৃক গৌড়রাজ পরাজিত হইবার পূর্ব্বেই মহীপাল কর্ত্তৃক চোল সাম্রাজ্য আক্রান্ত হইয়াছিল। এই সময়েই হয়ত কর্ণাট লক্ষ্মী "দুর্ব্বৃত্ত" গৌড়ীয় সেনাদল কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছিল।

সামন্ত সেনের খোদিত লিপি বা তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয় নাই। সামন্ত সেনের পুত্রের নাম হেমন্তসেন। হেমন্তসেন সম্বন্ধে দেবপাড়া

নক্তং যত্র প্রহরিক ইবোজ্জাগরঃ নাগরাণাং
কুর্ব্বন্‌ প্রা (পা) পি প্রণিহ (হি) ত ধনুর্জ্জায়তে পঞ্চবাণঃ" ।
"হিত্বা কি (কা) ঞ্চী মবিল (ন) যবতী ভুক্ত রোধো নিকুঞ্জাং
তাং কাবেরী মনুসর ধবশ্রেণি বাচাল কূলাং ।"

J. A. S. B. 1905. Pages 54 & 55.

প্রশস্তিতে লিখিত হইয়াছে (১):—"ভীষ্মের ন্যায় অশেষ পরমাত্ম জ্ঞান সম্পন্ন সেই সামন্তসেন হইতে নিজভুজমদে মত্ত অরাতিগণের মারাঙ্ক বীর ও চিরস্থায়ীরূপে প্রকাশিত নিষ্কলঙ্ক গুণ সমূহ মহিমার আধার হেমন্তসেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

হেমন্ত সেন।

"তাহার মস্তকে অর্দ্ধেন্দু চূড়ামণি (মহাদেবের) চরণধূলি, কণ্ঠমধ্যে সত্যবাক্, কর্ণে শাস্ত্র, পদতলে শত্রুগণের কেশজাল এবং বাহুযুগলে সুদৃঢ় ধনুর ন্যায় চিহ্ন নিয়ত শোভিত ছিল।"

হেমন্ত সেনের ঔরসে "স্বপর-নিখিলান্তঃপুরবধুশিরোরত্ন-শ্রেণী কিরণ-সরণিস্মের-চরণা," "সাধ্বীব্রত বিতত নিত্যোজ্জ্বলযশা," "ত্রিভুবন মনোজ্ঞাকৃতি," "কান্তিমতী" মহারাজ্ঞী যশোদেবীর গর্ভে পৃথীপতি বিজয় সেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিজয় সেন।

তিনি কুমার কাল হইতেই "অরাতি বল ধ্বংস ও চতুর্জলধি মেখলা বলয়সীম বসুন্ধরাকে জয় করিয়া বিজয়সেন নামে খ্যাত হইয়াছিলেন" (২)। দেবপাড়া প্রশস্তি রচয়িতা কবি উমাপতি ধর লিখিয়াছেন, বিজয় সেনের কীর্ত্তিমালা প্রাচেতস অর্থাৎ

---

(১) "অচরমপরমাত্মজ্ঞান ভীষ্মাদমুষ্মান্নিজভুজমদমত্তারাতিমারাঙ্কবীরঃ।
অভবদনবসানোত্তিষ্ঠনির্ম্মিক্তত্তদ্গুণনিবহমহিম্নাং বেশ্মহেমন্তসেনঃ।
মূর্দ্ধন্যর্দ্ধেন্দুচূড়ামণি চরণরজঃ সত্যবাক্কণ্ঠভিত্তৌ
শাস্ত্রং শ্রোত্রেরিকেশাঃ পদভুবিভুজয়োঃ জ্যাকিণাঙ্কঃ।
নেপথ্যং যস্ত জজ্ঞে সততমিয়মিদং রত্নপুষ্পাণিহারা
তাড়ঙ্কং নূপুরস্রকনকবলয়মপ্যন্তভৃত্যাঙ্গনানাম্"।
দেবপাড়া প্রশস্তি, ১০—১১ শ্লোক।
Epigraphia Indica Vol I P. 308.

(২) "মহারাজ্ঞী যস্য স্বপর-নিখিলান্তঃপুরবধূ-
শিরোরত্ন-শ্রেণীকিরণ সরণি স্মের চরণা।

বাল্মীকি কিংবা পরাশর নন্দন বর্ণনা করিতে পারেন,—আমি কেবল বাক্য পবিত্র করিবার জন্য কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিলাম" (১)! অত্যুক্তি প্রিয় কবি বিজয় সেনকে রামচন্দ্র এবং অর্জ্জুন অপেক্ষাও সমধিক বীর্য্যশালী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (২)। তিনি বাহুবলে পৃথিবীতে অদ্বিতীয় কনকছত্রের অধিকারী হইয়াছিলেন" (৩)। লক্ষ্মণ সেনের তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত বিজয়সেনের রাজ্য বিস্তৃত ছিল (৪)।

সেন বংশের প্রকৃত প্রথম রাজা বিজয়সেন। প্রায় ৮ বৎসর পূর্ব্বে বিজয় সেনের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহার যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায় ১৩১৯ সালের শ্রাবণ সংখ্যা প্রবাসী পত্রিকায় এবং ১৩২০ সালের আষাঢ় সংখ্যা

নিধিঃ কান্তে সাধ্বীব্রত বিতত নিত্যোজ্জ্বল যশা
যশোদেবীনাম ত্রিভুবন মনোজ্ঞাকৃতিরভূৎ।
ততস্ত্রিজগদীশ্বরাৎ সমজনিষ্ট দেব্যাস্ততো
প্যরাতিবলশাতনোজ্জ্বলকুমার কেলি ক্রমঃ।
চতুর্জ্জলধিমেখলাবলয়সীম বিশ্বম্ভরা
বিশিষ্ট জয়সাধয়ো বিজয় সেন পৃথ্বীপতিঃ"।

দেবপাড়া প্রশস্তি, ১৪—১৫ শ্লোক।

Epigraphia Indica Vol I P. 309.

(১) দেবপাড়া প্রশস্তি ৩৩ শ্লোক—Epigraphia Indica Vol I. P. 311.

(২) দেবপাড়া প্রশস্তি ১৭ শ্লোক।

(৩) "বাহোঃ কেলিভিরদ্বিতীয় কনকচ্ছত্রং ধরিত্রীতলং"।

(৪) "ততঃ কাঞ্চীলীলা চতুরচতুরম্ভোধিলহরী
পরীতোর্ব্বীভর্ত্তাঽজনি বিজয় সেনঃ স বিজয়ী"।

মানসী পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছিলেন। রাখাল বাবু লিখিয়াছেন (১), "এই তাম্রশাসন খানির দ্বারা বিজয় সেন দেব তাহার মহিষী বিলাস দেবীর কনকতুলা পুরুষ মহাদানের হোমের দক্ষিণাস্বরূপ পৌণ্ড বর্দ্ধন ভুক্তির খাড়ি বিষয়ের ঘাস সম্ভোগ ভাট্ট বড়াগ্রামে চারিটি পাটক, কান্তি জোঙ্গী নিবাসী মধ্যদেশ বিনির্গত রত্নাকর দেবশর্ম্মার প্রপৌত্র, বহস্কর দেবশর্ম্মার পৌত্র ভাস্কর দেবশর্ম্মার পুত্র বাৎস্য গোত্রীয় ঋগ্বেদের আশ্বালায়ন শাখাধ্যায়ী ষড়ঙ্গের অনুশীলনকারী উদয় কর শর্ম্মাকে তাঁহার একত্রিংশ রাজ্যাঙ্কে প্রদান করিয়াছিলেন। এই তাম্রশাসন "বিক্রমপুরোপকারিকা মধ্যে" প্রদত্ত হইয়াছিল এবং ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বিলাসদেবী শূরবংশজাতা" (২)। সুতরাং ইহাতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, বিজয় সেনের ৩১ রাজ্যাঙ্কের পূর্ব্বেই বিক্রমপুরে বিজয় সেনের রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং বঙ্গে বর্ম্মরাজ গণের প্রাধান্য সম্পূর্ণ-রূপে বিলুপ্ত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ বিজয় সেনই বর্ম্মবংশীয় ভোজবর্ম্মা বা তাঁহার উত্তরাধিকারীর হস্ত হইতে বঙ্গের আধিপত্য কাড়িয়া লইয়াছিলেন।

দান সাগর গ্রন্থে লিখিত আছে :—

"তদনু বিজয় সেনঃ প্রাদুরাসীদ্বরেন্দ্রো (*)
দিশি বিদিশি ভজন্তে যস্তবীর ধ্বজত্বম্।

---

(১) বাঙ্গালার ইতিহাস—২৯১—২৯২ পৃষ্ঠা।

(২) "অভবৎ বিলাসী দেবী শূরকুলাম্ভোধি কৌমুদী তস্য।
নয়নযুগমভুথঞ্জন বিহার কেলী স্থলী মহিষী"।
বাঙ্গালার ইতিহাস, শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ২৯২ পৃষ্ঠা।

(*) কেহ কেহ "তদনু বিজয়সেনঃ প্রাদুরাসীদ্বরেন্দ্রো" এই পাঠও উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" প্রণেতা এবং গৌড়ের ইতিহাস রচয়িতা "বরেন্দ্রঃ" পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন, পক্ষান্তরে গৌড়রাজমালা, প্রভৃতি গ্রন্থে "বরেন্দ্র" পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে।

শিখর বিনিহতাজ্ঞা বৈজয়ন্তীং বহন্তঃ
প্রণতি পরিগৃহীতাঃ প্রাংশবো রাজবংশাঃ ॥"

ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন যে বরেন্দ্রেই বিজয় সেনের প্রথম অভ্যুদয় হইয়াছিল। গৌড়রাজ মালায় লিখিত হইয়াছে "বর্ম্মবংশের অভ্যুদয় এবং মদন পালের দুর্ব্বলতা নিবন্ধন গৌড়রাষ্ট্র যখন বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল, তখন সামন্ত সেনের পৌত্র (হেমন্ত সেন ও রাজ্ঞী যশোদেবীর পুত্র) বিজয় সেন বরেন্দ্র ভূমিতে একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হেমন্ত সেন একজন বড় যোদ্ধা ছিলেন। কিন্তু তিনি বাহুবলে গৌড়রাজ্যের কোন অংশ করতলগত করিতে পারিয়াছিলেন কিনা, বলা যায় না। হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন, রাঢ়ে এবং বঙ্গে, বর্ম্ম-রাজ্যের সহিত প্রতি যোগিতা করিতে অসমর্থ হইয়াই, সম্ভবতঃ স্বীয় অভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্য, বরেন্দ্র অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন। অথবা হেমন্ত সেনই হয়ত বরেন্দ্রে আশ্রয় লইয়া ছিলেন, এবং পরে সুযোগ পাইয়া, বিজয় সেন তথায় স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপনে ব্রতী হইয়াছিলেন" (১)।

হেমন্তসেনের বরেন্দ্রে আশ্রয় লওয়ার কোনও প্রমাণ অদ্যাপি আবিস্কৃত হয় নাই। দানসাগরের ভূমিকায় হেমন্তসেন সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাতে তাঁহার বরেন্দ্রে গমন লক্ষিত হয় না (২)। ইহারই

(১) গৌড়রাজমালা ৬৯ পৃষ্ঠা।

(২) "তত্রালঙ্কৃত সৎপথঃ স্থিরঘনচ্ছায়াভিরামঃ সতাং
স্বচ্ছন্দপ্রণয়োপভোগ সুলভঃ কল্পদ্রুমো জঙ্গমঃ।
হেমন্তে পরিপন্থিপঙ্কজসরঃ সান্দ্রস্তনৈঃ সন্ধিকৈ
রুদ্গীতঃ স্বগুণৈরুদাত্তমহিমা হেমন্ত সেনোঽজনি।"
বল্লালসেন কৃত দানসাগর লিখিত সেন বংশ বর্ণনা।
গৌড়ে ব্রাহ্মণ—পরিশিষ্ট ২৬১ পৃষ্ঠা।

পরের শ্লোকে হঠাৎ বিজয়সেনের বরেন্দ্রে প্রাদুর্ভাব সুসঙ্গত হয় না। "বিজয়সেন সম্ভবতঃ মদনপালদেবের অষ্টম রাজ্যাঙ্কের পরবর্ত্তী সময়ে বরেন্দ্রভূমি অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাঢ় ও বঙ্গ ইহার পূর্ব্বেই বিজয়সেনের হস্তগত হইয়াছিল; রাঢ়ে ও বঙ্গে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াই বিজয়সেন গঙ্গানদী উত্তরণপূর্ব্বক বরেন্দ্রের দক্ষিণাংশ অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন" (১)। এমতাবস্থায় বরেন্দ্রে বিজয়সেনের প্রথম অভ্যুদয় কল্পনা করিবার প্রয়োজন অনুভূত হয় না। বিজয়সেনই বাহুবলে গৌড়বঙ্গ-কামরূপ-কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশ জয় করিয়া অদ্বিতীয় নৃপতি হইয়াছিলেন। তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে সেনবংশের প্রথম রাজা। সুতরাং দানসাগরের ভূমিকায় লিখিত,—

"তদনু বিজয়সেনঃ প্রাদুরাসীদ্বরেন্দ্র"

সমীচীন পাঠ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। পক্ষান্তরে আলোচ্য শ্লোকটীর সমুদয় চরণের অর্থ সঙ্গতি করিলে—

"তদনু বিজয় সেনঃ প্রাদুরাসীন্নরেন্দ্রঃ"

পাঠই প্রকৃত বলিয়া মনে হয়।

বিজয় সেনের অভ্যুদয় সম্বন্ধে মনীষিগণ মধ্যে বিস্তর মতভেদ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। গৌড়রাজমালার লেখক প্রত্নতত্ত্ব বিশারদ মহারথী ডাঃ কিলহর্ণের মতানুসরণ করিয়া সামন্তসেনকে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর চতুর্থপাদে, হেমন্তসেনকে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে এবং বিজয়সেনকে দ্বিতীয়পাদে (আনুমানিক ১১২৫—১১৫০ খৃষ্টাব্দে) স্থাপিত করিতে প্রয়াসী (২)। আবার বিজয় সেনের দেবপাড়া প্রশস্তির

আবির্ভাবকাল।

(১) বাঙ্গালার ইতিহাস—শ্রীরাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত—২৮৮-২৮৯ পৃষ্ঠা।
(২) গৌড়রাজমালা—৬০ পৃষ্ঠা।

একবিংশ শ্লোক এবং লক্ষ্মণ সংবতের সময় নির্দ্ধারণ দ্বারা বিজয় সেনের অভ্যুদয়কাল একাদশ শতাব্দীর চতুর্থপাদ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। দেব-পাড়া প্রশস্তিতে উক্ত হইয়াছে (১) :—

"ত্বং নান্যবীর বিজয়ীতি গিরঃ কবীনাং
শ্রুত্বান্যমামননরূঢ়নিগূঢ় দোষঃ।
গৌড়েন্দ্রমদ্রবদপাকৃত কামরূপ
ভূপং কলিঙ্গমপি যস্তরসাং জিগায়" ॥

অর্থাৎ :—"আপনি নান্যবীর বিজয়ী" কবিদিগের এইবাক্য শ্রবণ করতঃ মনে তাহার অন্যর্থ গ্রহ হওয়াতে, (অর্থাৎ আপনি অন্য বীর বিজয়ী নহেন) তাঁহার অন্তঃকরণে গুপ্ত রোষের উদয় হইয়াছিল এবং তিনি কলিঙ্গ, কামরূপ এবং গৌড় অতি ত্বরায় জয় করিয়াছিলেন।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ সুধীগণ এই "নান্য"কে কর্ণাটক বংশের আদিপুরুষ নান্য-দেব বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন। নেপালের রাজা জয়প্রতাপ মল্লের কাটামুণ্ডুতে প্রাপ্ত ৭৬৯ নেপালী সম্বতের (১৬৪৯ খৃষ্টাব্দের) শিলালিপিতে উল্লিখিত মিথিলার এবং নেপালের "কর্ণাটক"বংশীয় রাজগণের বংশলতায় "নান্যদেব" উপরোক্ত বংশের আদিপুরুষ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন (২)। জর্ম্মানির প্রাচ্য বিদ্যানুশীলন সমিতির পুস্তকালয়ে রক্ষিত একখানি পুঁথিতে নান্যদেব ১০১৯ শকে বা ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া জানা

---

(১) Epigraphia Indica Vol. I, P. 309.

(২) Indian Antiquary Vol IX. P. 188. Vol XIII P.418. Keilhorn's List of Northern Inscriptions, Appendix Epigraphia Indica Vol V.

যায় (১)। নেপাল তরাই এর অন্তর্গত দোত্তিয়া পরগণার সিমরুণগড় নামক স্থানে ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে নান্যদেব একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যথাঃ—

"নন্দেন্দু বিন্দু বিধু সম্মিত শাকবর্ষে
তৎশ্রাবণ সিতদলে মুনি সিদ্ধতথ্যাম্।
স্বাতি শনৈশ্চর দিনে করিবৈরিলগ্নে
শ্রীনান্যদেব নৃপতির্বিদধীত বাস্তম্" ॥

সুতরাং এই নান্যদেবের প্রতিদ্বন্দ্বী বিজয়সেনকে একাদশ শতাব্দীর শেষপাদেই নিক্ষেপ করিতে হয়, ইহা লক্ষ্য করিয়া, গৌড়রাজমালার লেখক বলেন, "দেবপাড়া প্রশস্তির "নান্য" এবং কর্ণাটক বংশের আদিপুরুষ "নান্যদেব" অভিন্ন হইলেও একাদশ শতাব্দের শেষপাদে বিজয় সেনের রাজত্বকাল নিরূপণ অনাবশ্যক; পরন্তু নান্যদেব দ্বাদশ শতাব্দের দ্বিতীয়পাদ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, এবং সেই সময়ে বিজয় সেনের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে! কার্ণাটক-বংশীয় নৃপতিগণের বংশতালিকা অনুসারে নেপাল-বিজয়ী হরিসিংহ নান্যদেব হইতে অধস্তন অষ্টম পুরুষ। হরিসিংহের মন্ত্রী চণ্ডেশ্বর ঠাকুরের সংগৃহীত "বিবাদ রত্নাকরের" মঙ্গলাচরণ হইতে জানা যায়, হরিসিংহ ১২৩৯ শকাব্দে বা ১৩১৭ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। সুতরাং প্রতিপুরুষে গড়ে ২৫ বৎসর হিসাবে, হরিসিংহের ঊর্দ্ধতন সপ্তমপুরুষ নান্যদেব মোটামুটী ১১৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। গৌড়রাষ্ট্রের সেই অধঃপতনের সময়, কর্ণাট ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব বিজয় সেন বরেন্দ্রে যে কার্য্য সাধনে উদ্যোগী হইয়া-

---

(১) Deutsche Morganlandische Gessels chaft Vol II. P. 8.

গৌড়রাজমালা—৬১ পৃষ্ঠা।

ছিলেন, অপর একজন কর্ণাট ক্ষত্রিয়, নান্যদেব, পূর্ব্বাবধিই মিথিলায় সেই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। সুতরাং নূতন ব্রতী বিজয় সেনের সহিত পুরাতন ব্রতী নান্যদেবের সংঘর্ষ স্বাভাবিক" (১)। বিজয় সেন মিথিলা রাজ নান্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা হইলেও যিনি ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে মিথিলার সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন তাঁহার সমসাময়িক বিজয়সেনকে দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়পাদে নিক্ষেপ করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। মিথিলার কুলপঞ্জিকা হইতে জানা যায়, নান্যদেবের সপ্তমপুরুষ অধস্তন হরিসিংহদেব ১২৪৮ শকাব্দে বা ১৩২৬ খৃষ্টাব্দে তদীয় ৩২ রাজ্যাঙ্কে সভাস্থ পণ্ডিতগণের কুলমর্য্যাদা জ্ঞাপক পঞ্জী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন (২)! অতএব নান্যদেব হইতে তদীয় অধস্তন সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত ২২৯ বৎসরের ব্যবধান পাওয়া যায়। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের নির্দ্ধারিত তিনপুরুষে শতাব্দী গণনা ধরিয়া লইলেও ঐ সময়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং নান্যদেবের সমসাময়িক বিজয় সেনকে একাদশ শতাব্দীর চতুর্থপাদেই অনায়াসে স্থাপিত করা যাইতে পারে।

রাখাল বাবু বলেন, "কুমার দেবীর সারনাথ লিপিতে, রামপাল চরিতে, বা বৈদ্যদেব ও মদনপালের তাম্রশাসনে এমন কোন কথাই নাই যাহার উপর নির্ভর করিয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে বিজয়সেনকে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে নিক্ষেপ করা যায়। সারনাথে আবিষ্কৃত প্রথম মহীপাল দেবের খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে মহীপাল দেব ১০২৬ খৃষ্টাব্দের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিলেন। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে

(১) গৌড়রাজমালা—পৃষ্ঠা।

(২) শাকে শ্রীহরিসিংহদেব নৃপতেভূ‍র্পার্কতুল্যেঽজনি।
তস্মাদন্তমিতেঽব্দকে দ্বিজগণৈঃ পঞ্জী প্রবন্ধকৃতঃ।"

১০২৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম মহীপাল দেবের মৃত্যু হইয়াছিল তাহা হইলে পাল সাম্রাজ্যের ইতিহাসের নিম্নলিখিত পর্য্যায় লিখিত হইতে পারে :—(১)

খৃষ্টাব্দ ১০২৫—প্রথম মহীপাল দেবের মৃত্যু।

,, ১০৪০—নয়পাল দেবের মৃত্যু। (গয়ায় কৃষ্ণ দ্বারিকা মন্দির ও নরসিংহ দেবের খোদিত লিপি ১৫শ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ)।

* ,, ১০৫৩—তৃতীয় বিগ্রহপাল দেবের মৃত্যু। (আমগাছির তাম্রশাসন ১৩শ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ) !

* ,, ১০৫৫—২য় মহীপালের মৃত্যু।

* ,, ২য় শূরপাল দেবের মৃত্যু।

,, ১০৯৭—রামপাল দেবের মৃত্যু (চণ্ডীমৌয়ের শিলালিপি ৪২শ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ)।

,, ১১০০—কুমারপাল দেবের মৃত্যু।

,, ,, ৩য় গোপালের মৃত্যু।

* ,, ১১০৫—বিজয় সেন দেব কর্ত্তৃক দক্ষিণ বরেন্দ্র জয়।

* ,, ১১০৯—উত্তর বরেন্দ্রে মদনপাল দেব কর্ত্তৃক তাম্রশাসন প্রদান।

* ,, ১১১৪—মদনপাল দেবের মৃত্যু। জয়নগরের খোদিত লিপি ১৪শ রাজ্যাঙ্ক)।

,, ১১১৯—বল্লাল সেনের মৃত্যু।

* ,, ১১২০—লক্ষ্মণ সেন কর্ত্তৃক বরেন্দ্র বিজয় ও পাল সাম্রাজ্যের অধঃপতন।

---

(১) প্রবাসী শ্রাবণ ১৩১৯।

* তারকা চিহ্নিত তারিখ গুলি ব্যতীত অপর গুলি সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

"রামচরিত হইতে জানা গিয়াছে যে গাহড়বাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রদেব মদনপালের সমসাময়িক ব্যক্তি ও বন্ধু ছিলেন :—

"সিংহী সুত বিক্রান্তেনার্জ্জুন ধাম্না ভুব প্রদীপেন।
কমলা বিকাশ ভেষজ ভিষজা চন্দ্রেণ বন্ধুনোপেতম (তাম্) ॥
চণ্ডীচরণ সরো(জ) প্রসাদ সম্পন্ন বিগ্রহশ্রীকং।
নখলু মদনং সাঙ্গেশমীশমগাদ্ জগদ্বিজয়ঃ লক্ষ্মী:" ॥ (১)।

কান্যকুব্জাধিপতি চন্দ্রদেব ১১৪৮ বিক্রম সম্বৎসরে বা ১০৯০ খৃষ্টাব্দে একখানি তাম্রশাসন প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে কাশীর নিকট চন্দ্রাবতী গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রদেব বারাণসীতে ত্রিলোচন ঘট্টায় স্নান করিয়া বামন স্বামী শর্ম্মাকে যে গ্রাম দান করিয়াছিলেন তাহার তাম্রশাসন তৎপুত্র মদনপাল কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল। ১১০৪ খৃষ্টাব্দে মহারাজ পুত্র গোবিন্দচন্দ্র গঙ্গাতীরবর্ত্তী বিষ্ণুপুর গ্রাম হইতে একখানি তাম্রশাসন প্রদান করিয়াছিলেন, সুতরাং সে সময়ে তাঁহার পিতা মদনপাল দেব নিশ্চয়ই সিংহাসনারোহণ করিয়াছেন ও তাঁহার পিতামহ চন্দ্রদেব স্বর্গগমন করিয়াছেন। অতএব গৌড়ীয় মদন পাল দেব ১০৯০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১০৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন"। সুতরাং বিজয় সেনকে দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে নিক্ষেপ করিবার বিশেষ আবশ্যকতা নাই। বিজয় সেনের দেবপাড়া প্রশস্তি হইতে জানা যায় যে তিনি গৌড়েন্দ্রকে সবলে আক্রমণ করিয়াছিলেন (২)। উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধান্ত হইতেছে যে এই গৌড়েন্দ্র সম্ভবতঃ মদনপাল দেব।

---

(১) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal Vol III. Page 52.

(২) Epigraphia Indica Vol I. P. 309. Verse 20,

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, কুমার পাল ও মদন পালের যে সময় নিরূপণ করিয়াছেন (১), তাহা সম্ভবতঃ নির্ভুল হয় নাই। শ্রীযুক্ত আর্থার ভিনিস্ কৃষ্ণপক্ষীয় তিথিগুলিই গণনা করিয়াছেন (২), কিন্তু শুক্লপক্ষের হরিবাসরেও ভূমিদান করিবার পক্ষে কোনও বাধা হয় না। সুতরাং ভিনিস্ সাহেবের গণিত সন গুলি অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনের ২৮ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, "মহারাজ বৈদ্যদেব বৈশাখে বিষুবৎ-সংক্রান্তিতে হরিবাসরে ভূমিদান করিয়াছিলেন।" আমরা ঢাকা কলেজের ভূতপূর্ব গণিতাধ্যাপক জ্যোতিষ শাস্ত্রে অশেষ পারদর্শী পূজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত রাজ কুমার সেন এম,এ মহাশয়ের নিকট অবগত হইয়াছি যে, ১০৬০ হইতে ১১৬১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ১০৬২, ১০৬৬ *, ১০৭০ *, ১০৭৩, ১০৭৭, ১০৮১, ১০৮৫ *, ১১০০, ১১০৪ (দশমীযুক্ত একাদশী), ১১১৫, ১১১৯, ১১২৩, ১১৩৪ (শুদ্ধ দ্বাদশী), ১১৩৮, ১১৪২, ১১৫৩, ১১৫৭ সনে বিষুব-সংক্রান্তি দিন দ্বাদশীযুক্ত একাদশী কি শুদ্ধ দ্বাদশী তিথি পড়িয়াছিল। তারকা চিহ্নিত ৩ বৎসরে শেষ রাত্রিতে সংক্রমণ হওয়ায় পরদিন সংক্রান্তি কৃত্য হইয়াছিল এবং সেই পরদিন একাদশী ও দ্বাদশী হইয়াছিল। ১১১৫ খৃষ্টাব্দে বিষুব সংক্রান্তি দিন প্রথম দ্বাদশী এবং পরে ত্রয়োদশী ছিল, কাজেই একাদশীর উপবাস পূর্ব্বদিন হইয়াছিল বলিয়া উহা পরিত্যাগ করিতে হয়। ১১০০ খৃষ্টাব্দের বিষুব-দিন সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে সূক্ষ্ম ভাবে গণনা করিয়া জানা যায় যে, শুক্রবার ৩৬ দণ্ড ৫৮ পলে (মধ্যরেখাতে) এবং ৩৯ দণ্ড ৩২ পলে বা ৯ ঘণ্টা ৫১ মিনিটে (অস্মদ্দেশে) মহাবিষুবসংক্রান্তি হইয়াছিল। কিন্তু সেই দিন এ দেশের জন্য প্রত্যূষে ৬ ঘণ্টা ৫৪ মিনিটে

(১) গৌড়রাজমালা ৫৩ পৃষ্ঠা।

(২) Epigraphia Indica Vol II. P. 349.

(শুক্লা) দশমী ত্যাগ হয়, এবং রাত্রি ৪ ঘণ্টা ১৯ মিনিটে একাদশী ত্যাগ হয়, সুতরাং দশমীযুক্ত একাদশীতে উপবাস না হইয়া পরদিন ১লা বৈশাখ একাদশীর উপবাস হইয়াছিল। বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনে লিখিত আছে "সূর্য্যগত্যা বৈশাখ দিনে ১"; ইহার অর্থ ১লা বৈশাখ করিয়া যে রাত্রিতে সংক্রমণ হইয়াছিল, তাহার পরদিন হরিবাসরে ভূমিদান করা গ্রহণ করিলে, ১১০০ খৃষ্টাব্দই সুসঙ্গত হয়।

কুমার দেবীর সারনাথের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, রামপাল খৃষ্টিয় একাদশ শতাব্দীর শেষপাদে গৌড়ের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন (১)। রামপালের উত্তরাধিকারী কুমারপালদেব বোধ হয় অতি অল্পকাল রাজত্ব করিবার পরে পরলোক গমন করিয়াছিলেন, কারণ সন্ধ্যাকর নন্দী "রামচরিতে" একটি মাত্র শ্লোকে তাঁহার রাজত্ব কালের বিবরণ শেষ করিয়াছেন (২)। বিশেষতঃ তাঁহার মৃত্যুকালে, তাঁহার উত্তরাধিকারী তৃতীয় গোপালদেব শৈশবের সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন না (৩)। তৃতীয় গোপালদেবও অতি অল্প কালই সিংহাসনে আসীন ছিলেন এবং শৈশবেই গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (৪)। তৃতীয়

---

(১) Epigraphia Indica Vol IX, Pages 323—326.

(২) "অথ রক্ষতা কুমারোদিত পৃথু পরিপন্থিপার্থিব প্রমদঃ।
রাজ্যমুপভুজ্য ভরন্য শূনুরগমদ্দিবং তনুত্যাগাৎ।"
রামচরিত ৪।১১

(৩) "ধাত্রী-পালন-জ়ৃম্ভমান-মহিমা কর্পূর-পাংশুৎকরৈঃ-
দেবিঃ কীর্ত্তিময়ো নিজ [ঃ] বিতনুতে যঃ শৈশবে ক্রীড়িতম্।

(৪) "অপি শক্রমোপারাদ্গোপালঃ স্বর্গাম তৎ সূনুঃ।
হত্ত কুম্ভীনস্যাত্তনয়স্যো তস্য সামযিক মেতৎ।"
রামচরিত ৪।১২

গোপালদেবের মৃত্যুর পরে রামপালদেবের কনিষ্ঠ পুত্র মদন পাল দেব গৌড়ের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন (১)। এই গৌড়েন্দ্র মদন পালদেব-কেই সম্ভবতঃ বিজয় সেন পরাজিত করিয়াছিলেন। এই সমুদয় বিষয় পর্য্যা-লোচনা করিয়া ১১০০ খৃষ্টাব্দে বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন সম্পাদিত হইয়াছিল, এরূপ মনে করাই সঙ্গত। সুতরাং বিজয় সেনকে দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে স্থাপন করিবার প্রয়োজন অনুভূত হয় না।

দেবপাড়া প্রশস্তির একবিংশ শ্লোকে লিখিত আছে (২):—

"শূরং মন্যইবাসিনান্য কিমিহ স্বং রাঘব শ্লাঘ্যসে
স্পর্দ্ধাং বর্দ্ধন মুঞ্চ বীর বিরতো নাদ্যাপি দর্পস্তব।
ইত্যন্যোন্যমহর্নিশপ্রণয়িভিঃ কোলাহলৈঃ ক্ষ্মাভুজাং
যৎ কারাগৃহযামিকৈর্নিয়মিতো নিদ্রাপনোদক্রমঃ"॥

অর্থাৎ, হে নান্য! তুমি কি আপনাকে শূর বলিয়া মনে কর? হে রাঘব! তুমি কিরূপে এখানে শ্লাঘা করিতেছ? হে বর্দ্ধন! তুমি স্পর্দ্ধা ত্যাগ কর। হে বীর! অদ্যাপি কি তোমার দর্প দূর হইল না? (বিজয় সেন কর্তৃক কারানিবদ্ধ) বন্দী ভূপালদিগের পরস্পরের এবম্বিধ কথোপকথনে কারাগৃহের প্রহরীগণের নিদ্রাপনোদন-ক্লান্তি নিয়মিত হইয়াছিল।" সুতরাং ইহাতে মনে হয়, বিজয় সেন নান্য, রাঘব, বর্দ্ধন এবং বীর নামধেয় নরপতিগণকে পরাজিত করিয়া বন্দী করিয়া-

---

(১) "তস্মাদ্ মদন-দেবো নন্দনশ্চন্দ্রগৌরৈ-
শ্চরিত ভুবনগর্ভঃ প্রাংশুভিঃ কীর্ত্তিপূরৈঃ।
ক্ষিতিমচরমতাতস্যা সত্তাকিদাসৌ
মযূত মদনপালো রামপালাত্মজন্মা।"

গৌড় লেখমালা—১৫২ পৃষ্ঠা।

(২) Epigraphia Indica vol. I, page 309, verse 21.

ছিলেন। বিজয় সেন কর্ত্তৃক পরাজিত নান্যদেব যে মিথিলার কর্ণাটক রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। রামপালের বরেন্দ্র অভিযানের সহযাত্রী "কৌশাম্বীপতি দ্বোরপবর্দ্ধন" (১) এবং "নানারত্নকূটকুট্টিমবিকটকোটাটবিকণ্ঠীরবো দক্ষিণ সিংহাসন চক্রবর্ত্তী বীরগুণ" (২) নামক নরপতিদ্বয় বিজয় সেন কর্ত্তৃক পরাজিত ও বন্দীকৃত, বর্দ্ধন এবং বীর নামক ভূপালদ্বয় কিনা তাহা জানা যায় নাই। প্রত্ন-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী এই রাঘবকে কলিঙ্গাধিপতি রাঘব বলিয়া মনে করেন (৩)। তিনি বলেন, "১১৫৬—১১৭১ খৃষ্টাব্দে রাঘব নামক একজন রাজাকে কলিঙ্গের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায় (৪)। রাঘবের রাজত্বের প্রথমাংশে (১১৫৬—১১৬০ খৃষ্টাব্দে) বিজয় সেনের রাজত্বের শেষাংশ পতিত হইয়াছিল অনুমান করিলেই সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে" (৫)।

কলিঙ্গাধিপতি অনন্তবর্ম্মা চোরগঙ্গের তাম্রশাসনানুসারে ৯৯৯ শকে বা ১০৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হইয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছে (৬)। চোরগঙ্গ ১১৪২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কলিঙ্গের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন (৭)। তৎপরে তদীয় পুত্র ভানুদেবকে আমরা ১১৫২

(১) রামচরিত ২।৫ টীকা।

(২) রামচরিত ২।৬ টীকা।

(৩) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. 1905, page 49.

(৪) J. A. S. B. L XXII, page 113.

(৫) J. A. S. B. New Series vol. I, No. 3, page 49.

(৬) Epigraphia Indica Vol V. Appendix, Pages 510-52.

(৭) Ibid.

খৃষ্টাব্দে কলিঙ্গের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই এবং পরে ১১৫৬ খৃষ্টাব্দে বা তৎসমীপবর্ত্তী কোনও সময়ে রাঘব রাজ্য লাভ করেন (১)। সুতরাং কলিঙ্গাধিপতি রাঘবকে বন্দী করিতে হইলে, বিজয় সেন যে ১১৫৬ খৃষ্টাব্দেরও পরে জীবিত থাকিয়া সমরক্রীড়া করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। লক্ষ্মণ সম্বতের আরম্ভ কাল (১১১৯ খৃষ্টাব্দ) লক্ষ্মণ সেনের জন্ম সন ধরিয়া লইলেও লক্ষ্মণ সেনের জন্ম সময়ে তদীয় পিতামহের বয়ঃক্রম যে অন্যূন ৪০ বৎসর হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই হিসাবে ১১৫৬ খৃষ্টাব্দে বিজয় সেনের বয়স ৭৭ বৎসর হয়। সুতরাং ১১৫৬ খৃষ্টাব্দের পরে অশীতিপর বৃদ্ধ বিজয় সেন যে বানপ্রস্থাবলম্বন না করিয়া দিগ্বিজয়ে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, ইহা কোনও ক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। বিশেষতঃ, দেবপাড়া প্রশস্তির বিংশ শ্লোকের শেষার্দ্ধে বিজয় সেন কর্তৃক কলিঙ্গ এবং কামরূপ বিজয়ের প্রসঙ্গ লিখিত হইয়াছে, কিন্তু এই শ্লোকে কলিঙ্গাধিপতির নাম উল্লিখিত হয় নাই। ইহারই অব্যবহিত পরের শ্লোকে রাঘবের প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ হওয়ায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, রাঘব এবং কলিঙ্গাধিপতি অভিন্ন নহেন। কলিঙ্গ বিজয়ের আভাস পূর্ব্ব শ্লোকেই স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হইয়াছে, সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ প্রশস্তিকারের অভিপ্রেত হইতে পারে না। কলিঙ্গপতির নামোল্লেখ করাই যদি প্রশস্তিকারের উদ্দেশ্য হইত তবে গৌড়াধিপের এবং কামরূপ রাজেরও নামোল্লেখ করা হইল না কেন? সুতরাং নামের সামঞ্জস্য ব্যতীত দেবপাড়া প্রশস্তির রাঘবের সহিত কলিঙ্গাধিপতি চোরগঙ্গের পৌত্র রাঘবের অভিন্নত্ব কল্পনা করিবার অপর কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই।

(১) Ibid.

বল্লাল চরিতে লিখিত আছে (১),—

"তস্মাদ্বিজয় সেনোভূচ্চোড়গঙ্গ সখো নৃপঃ।

যোজয়ৎ পৃথিবীং কৃৎসাং চতুঃসাগর মেখলাম্" ॥

কলিঙ্গাধিপতি অনন্তবর্ম্মা চোরগঙ্গ ১০৭৮—১১৪২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি যে বিজয় সেনের সমসাময়িক ছিলেন তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু বিজয় সেনের সহিত তাঁহার সখ্যতা ছিল কিনা তাহা জানা যায় না। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন (১), "উৎকলরাজ দ্বিতীয় নরসিংহের তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনন্তবর্ম্মা গঙ্গাতীরবর্ত্তী ভূভাগের কর সংগ্রহ করিয়াছিলেন (২)। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, অনন্তবর্ম্মা উত্তর রাঢ়া ও দক্ষিণ রাঢ়া অধিকার করিয়াছিলেন। এই তাম্রশাসনের আর এক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনন্তবর্ম্মা মন্দার দুর্গ অধিকার করিয়া মন্দারাধিপতিকে পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন (৩)।

চোরগঙ্গ ও বিজয় সেন

এই সময়ে দক্ষিণ বঙ্গে একটি নৌযুদ্ধে বৈদ্যদেব জয়লাভ করিয়াছিলেন। "দক্ষিণ বঙ্গের সমর বিজয় ব্যাপারে চতুর্দ্দিক হইতে সমুত্থিত তদীয় নৌবাট হী হী রবে সন্ত্রস্ত হইয়াও, দিগ্‌গজ সমূহ গম্য স্থানের অসদ্ভাবেই স্বস্থান হইতে বিচলিত হইতে পারে নাই। উৎপতনশীল ক্ষেপণী বিক্ষেপে সমুৎক্ষিপ্ত জলকণা-সমূহ আকাশে স্থিরতা লাভ করিতে

(১) বল্লাল চরিত ১২।৫২

(২) বাঙ্গালার ইতিহাস—শ্রীরাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

(৩) "গৃহ্ণাতিস্ম করং ভূমের্গঙ্গাগোতমগঙ্গয়োঃ।

মধ্যে পশ্যৎসু বীরেষু প্রৌঢ়ঃ প্রৌঢ়স্ত্রিয়া ইব"।

J. A. S. B. 1896. Pt I P. 239.

পারিলে চন্দ্র মণ্ডল কলঙ্কমুক্ত হইতে পারিত” (২)। বিজয় সেন এই সময়ে অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গের সাহায্যে উত্তর রাঢ়া ও দক্ষিণ রাঢ়া অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। চোরগঙ্গের এই গৌড়াভিযানের পরে বোধ হয় তিনি দ্বিতীয়বার রাঢ় আক্রমণ করিয়াছিলেন, এবং সেই সময় বোধ হয়, বিজয় সেন তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন”।

বিজয় সেন যে চোর গঙ্গের সাহায্যে উত্তর রাঢ়া ও দক্ষিণ রাঢ়া অধিকার করিয়াছিলেন অথবা চোরগঙ্গ কর্ত্তৃক দ্বিতীয়বার রাঢ় আক্রমণের ফলেই যে তিনি বিজয় সেন কর্ত্তৃক রাঢ় দেশে পরাজিত হইয়াছিলেন, তাহার কোনই প্রমাণ নাই। বিজয় সেন কলিঙ্গ আক্রমণ করিয়া সম্ভবতঃ চোরগঙ্গকে কলিঙ্গের কোনও স্থানেই পরাজিত করিয়াছিলেন। এই কলিঙ্গ বিজয়ের প্রসঙ্গই বিজয় সেনের দেবপাড়া প্রশস্তিতে উল্লিখিত হইয়াছে। রামপালের রাজত্বের শেষ সময় হইতেই বিজয় সেনের প্রতাপ পালরাজ্যে অনুভূত হইতে ছিল। রামপালের পুত্র কুমার পাল অত্যন্ত বিলাসী ছিলেন (৩) সন্দেহ নাই, কিন্তু তদীয় মন্ত্রী ও সেনাপতি বৈদ্যদেবের বাহুবল-রক্ষিত পাল সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ অধঃপতন সংঘটিত হইতে

(১) J. A. S. B. 1896. Pt I Page 241.

(২) “যস্তানুত্তর বঙ্গ সঙ্গর জয়ে নৌবাট হীহীরব
ত্রস্তৈর্দ্দিক্করিভিশ্চ যন্নচলিতং চেন্নাস্তি তদাশ্রয়ঃ।
কিঞ্চোৎ পাতুককে নিপাত পতন প্রোৎসর্পিতৈঃ শীকরৈ
রাকাশে স্থিরতা কৃতা যদি ভবেৎ স্তান্নিষ্কলঙ্কঃ শশী॥
গৌড়লেখ মালা ১৩০ পৃষ্ঠা।

(৩) “তস্মাদ জায়ত নিজায়ত বাহুবীর্য্য
নিষ্পীত পীবর বিরোধি যশঃ পয়োধিঃ।
নৌদষ্ট কীর্ত্তিশ্চ নরেন্দ্র বধূ কপোল
কর্পূরপত্র মকরীষু কুমার পালঃ॥”
গৌড় লেখমালা ১৫২ পৃষ্ঠা।

আরও কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটিয়া ছিল। কুমার পালের পুত্র গোপাল দেবের পরে রামপালের অপর পুত্র মদন পাল সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি জ্যোৎস্না-ধবল-কীর্ত্তিপুর দ্বারা জগৎ পূর্ণ করিয়া সপ্ত সাগর মেখলা পৃথিবীকে পালন করিতে সমর্থ হইলেও ইহার সময়েই পাল সাম্রাজ্যের অধঃপতন সংঘটিত হইয়াছিল। মদন পালের রাজত্ব কালে পাল সাম্রাজ্য, মগধ ও উত্তর বঙ্গের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। যে পাল রাজগণের শৌর্য্যবিভ্রমে কুন্তল, অঙ্গ, কর্ণাট এবং মধ্যদেশের রাজন্যবর্গের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ খর্ব্ব হইয়াছিল (১), কালের কঠোর শাসনে বঙ্গীয় প্রকৃতিপুঞ্জের 'প্রিয় রাজবংশের বংশধর মদনপাল দেব সমগ্র বরেন্দ্রীর অধিকারও অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হন নাই। এই সময়েই বিজয় সেন বরেন্দ্রের দক্ষিণাংশ অধিকার করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বেই, রামপালের মৃত্যুর পরে, পাল সাম্রাজ্য বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িলে চোরগঙ্গ গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। চোরগঙ্গ বিজয় বাহিনী সহ স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পরে, বঙ্গের বর্ম্মরাজগণের হীনাবস্থা ও গৌড়ীয় পাল সাম্রাজ্যের দুর্ব্বলতা সন্দর্শন করিয়াই সম্ভবতঃ বিজয় সেন রাঢ়েও বঙ্গে স্বাধীন ভাবে রাজ্য-প্রতিষ্ঠা করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। রাঢ় ও বঙ্গে এই অভিনব রাজশক্তির অভ্যুদয় দেখিয়াই বোধ হয় বৈদ্যদেব দক্ষিণ বঙ্গের কোনও স্থানে জলযুদ্ধে বিজয় সেনের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, এবং এই জলযুদ্ধের ফলে বিজয় সেন বৈদ্যদেবের হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন।

দেবপাড়া প্রশস্তিতে লিখিত আছে, "প্রতিদিন রণস্থলে তৎকর্তৃক

(১) "স্বকলাপারিতকুন্তলরুচিমাবিললাটকান্তিমবনমদঙ্গাং।
অধরিতকর্ণাটেক্ষণলীলাধৃতমধ্যদেশতনিমানমপি।"

রামচরিত, ৩।২৪।

পরাজিত নৃপতিগণকে কাহার সাধ্য গণনা করে? এ জগতে তাঁহার স্ববংশের পূর্ব্ব পুরুষ সুধাংশুই কেবল রাজা উপাধি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সংখ্যাতীত কপীন্দ্র-সৈন্য-নেতা রামচন্দ্র বা পাণ্ডব চমূনাথ পার্থের সহিতই বা কি তুলনা করিব? তিনি খড়্গলতাবতাংসি ভুজদ্বারা সপ্ত-সমুদ্র-বেষ্টিত বসুধাচক্র একরাজ্য-ফল স্বরূপ লাভ করিয়াছিলেন। (দেবতাগণ মধ্যে) এক এক গুণে সিদ্ধ হইয়া কেহ সংহার করেন, কেহ রক্ষা করেন, কেহ জগৎ সৃষ্টি করেন, কিন্তু ইনি বহুগুণ দ্বারা বিদ্বেষিগণকে দলন, আশ্রিতগণকে পালন, এবং শত্রুগণকে সংহার পূর্ব্বক (স্বর্গে প্রতিষ্ঠা করিয়া) স্বয়ং দেব বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন। প্রতি পক্ষ রাজগণকে দিব্যভূমি দান করিয়া (স্বর্গে প্রেরণ করিয়া) বিনিময়ে স্বয়ং পৃথিবীর রাজ্য রাখিয়া

দিব্যোক ও বিজয় সেন।

---

(১) "গণয়তু গণশঃ কো ভূপতীং স্তানেনেন প্রতিদিন রণভাজা যে জিতা বা হতা বা।
ইহ জগতি বিষেহে যস্য বংশস্য পূর্ব্বঃ পুরুষ ইতি সুধাংশো কেবলং রাজশব্দঃ॥
সংখ্যাতীত কপীন্দ্র সৈন্য বিভুনা তস্যারি জেতু স্তুলাং
কিং রামেণ বদাম পাণ্ডব চমূনাথেন পার্থেন বা।
হেতোঃ খড়্গলতাবতংসিত ভুজা মাত্রস্য যেনার্জ্জিতং
সপ্তাম্ভোধিত টীপিনদ্ধ বসুধা চক্রৈক রাজ্যং ফলম্।
একৈকেন গুণেনবৈঃ পরিণতং তেষাং বিবেকাদৃতে
কশ্চিদ্ধন্ত্য পরশ্চ রক্ষতি সৃজত্যন্যশ্চ কৃৎস্নং জগৎ।
দেবোয়ংতু গুণৈঃ কৃতো বহুভিবৈ র্বীযান্ জঘান দ্বিষো
বৃত্তস্থান পুষচ্চকার চ রিপুচ্ছেদেন দিব্যাঃ প্রজাঃ।
দত্বা দিব্যভুবঃ প্রতিক্ষিতিভৃতামুর্ব্বীমুরী কুর্ব্বতা
বীরাস্ফুরিপিনাঙ্কিতোহসিরমূন প্রাগেব পত্রীকৃতঃ।
নেথং চেৎ কথমন্যথা বহুমতী ভোগে বিবাদম্মুখী
তত্রাকৃষ্ট কৃপাণ ধারিণি গতাস্তত্রং দ্বিষাং সন্ততিঃ॥"
Deopara Inscription of Vijay Sena-verse 16—19.—
Epigraphia Indica Vol I. P· 309.

তিনি বীরাস্থলিপ্ত স্বীয় অসিকেই দান পত্র স্বরূপ করিয়াছিলেন। যদি ইহার অন্যথা হইত তবে ভোগে বিবাদোন্মুখী বসুমতী আকৃষ্ট কৃপাণ ধারী এই রাজাকে কেন প্রাপ্ত হইবে এবং শত্রুসন্ততিগণই বা কেন (রণে) ভঙ্গ দিবে"? শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু লিখিয়াছেন, "উদ্ধৃত শিলালেখের ১৭ শ, ১৮ শ, ও ১৯ শ শ্লোক হইতে কতকটা প্রচ্ছন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার আভাস পাইতেছি। ঐ শ্লোক ত্রয়ের দ্ব্যর্থ রহিয়াছে। ১৭ শ শ্লোকোক্ত রাম ও পার্থ একপক্ষে রঘুকুল-তিলক রামচন্দ্র ও মহাবীর অর্জ্জুন, অপর পক্ষে গৌড়াধিপ রামপাল ও তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ অঙ্গাধিপ মহনকে ইঙ্গিত করিতেছে। ১৮ শ শ্লোকের "দিব্যাঃ প্রজাঃ", মদন পালের মনহলি-তাম্রলেখের ১৫ শ শ্লোক-বর্ণিত "দিব্য প্রজা" (১) এবং বিজয় সেনের দেওপাড়া-লিপির ১৯ শ শ্লোকের "দিব্যভুবঃ" এবং সন্ধ্যাকর নন্দীর রাম চরিতোক্ত (৪।২) "দিব্য বিষয়" (২) যেন একই বিষয়ের ইঙ্গিত করিতেছে"। "তাঁহার বাল্য ও প্রথম যৌবনের লীলাস্থলী উত্তর রাঢ় বটে, কিন্তু যখন ২য় মহীপালের হস্ত হইতে বরেন্দ্র ভূমি কৈবর্ত্ত নায়ক দিব্যোর অধিকারে আসিল, শূরপাল ও রামপাল পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, সেই

(১) মদন পালের মনহলি-তাম্রশাসনের ১৫শ শ্লোকে বর্ণিত "দিব্যপ্রজা" শব্দের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় লিখিয়াছেন, "এই শ্লোকের দিব্যপ্রজা দুইটী ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। কৈবর্ত্ত বিদ্রোহের নায়ক "দিব্য" তৎকালে প্রসিদ্ধিলাভ করায়, অন্যান্য স্থলেও তাঁহার নাম ইঙ্গিতে উল্লিখিত হইয়াছে।" ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসনেও ভোজবর্ম্মার পিতামহ জাতবর্ম্মার প্রসঙ্গে "দিব্যের" নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

(২) "অমুনা সতী বরেন্দ্রী বাভাধ দিব্য বিষয়োপভোগ সুখং।
কচিদপি কদাপি দুর্জন দু (দূ) ষিতচর্য্যাং [ঃ] ন সা সেহে।"

রামচরিত ৪।২

সময় বিজয় সেন নৌবিতান সাহায্যে গঙ্গার অপর পারে নিদ্রাবলী নামক স্থানে (১) আসিয়া আধিপত্য বিস্তার করেন, তৎপরে নিজ অধিকার রক্ষার জন্য কৈবর্ত্ত নায়ক দিব্যের সহিত তাঁহাকে একাধিক বার যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। অবশেষে তিনি গৌড়াধিপ রামপালের আহ্বানে তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইয়া ভীমের বিরুদ্ধে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। রামপালের জয়লক্ষ্মী-অর্জ্জন ও কৈবর্ত্ত নায়ক ভীমের সম্পূর্ণ পরাজয়ের সহিত বিজয় সেনেরও ভাবী সৌভাগ্য-পথ উন্মুক্ত হইয়াছিল। রামপাল প্রসঙ্গে লিখিয়াছি যে, সামন্ত রাজগণ সকলে মিলিয়া কৈবর্ত্ত প্রভাব ধ্বংস করিয়া বরেন্দ্রী উদ্ধার করিয়াছিলেন। অবশ্য ঐ ব্যাপারে বিজয় সেনেরও কিছু হাত ছিল সন্দেহ নাই। অত্যুক্তি প্রিয় বিজয় সেনের প্রশস্তিকার "দত্বা দিব্যভুবঃ প্রতিক্ষিতি ভৃতাং" ইত্যাদি উক্তি দ্বারা যেন বিজয় সেনের উপরই সেই পুরা বাহাদুরী দিতে চান। যাহা হউক বাল্যকাল হইতেই ক্রমাগত রণক্ষেত্রে অতিবাহিত করিয়া বয়োবৃদ্ধির সহিত বিজয় সেনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও নিজ প্রভুত্ব বিস্তারে ব্যগ্রতা আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহার ফলে পার্শ্ববর্ত্তী সকল নৃপতির সহিতই তাঁহার বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল। সুতরাং যে পালবংশের হইয়া একদিন তিনি অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, সেই পালবংশই তাঁহার উদীয়মান প্রভাব খর্ব্ব করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন, তাই বিজয় সেনের প্রশস্তিতে পালবংশ "প্রতিক্ষিতিভৃৎ" অর্থাৎ প্রতিপক্ষ নৃপতি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন" (২)।

---

(১) রামপালের সাহায্যকারী সামন্ত-নৃপালগণ মধ্যে "নিদ্রাবলীর বিজয় রাজ" নামক এক সামন্ত রাজের উল্লেখ রহিয়াছে দেখিয়া নগেন্দ্র বাবু তাহাকেই বিজয় সেন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

(২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজন্যকাণ্ড ৩০২—৩০৩ পৃষ্ঠা।

রামপালের বরেন্দ্র অভিযানে সাহায্যকারী সামন্ত-চক্রের অন্যতম নিদ্রাবলীর বিজয় রাজের সহিত বিজয় সেনের অভিন্নত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া নগেন্দ্র বাবু বিজয় সেনকে কৈবর্ত্ত নায়ক দিব্যের সমসাময়িক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং দেবপাড়া প্রশস্তির লিখিত "দত্বা দিব্যভুবঃ প্রতিক্ষিতি ভৃতাং" প্রভৃতি উক্তি হইতে রামপালের বরেন্দ্রী উদ্ধারে বিজয় সেনেরও কিছু হাত ছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। নিদ্রাবলীর বিজয় রাজই যে সেন বংশীয় বিজয় সেন তাহার বিশ্বাস যোগ্য কোন প্রমাণ আবিষ্কার হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বল্লাল সেনের সীতাহাটী তাম্রশাসন হইতে জানা গিয়াছে যে সামন্ত সেনের পূর্ব্ববর্ত্তী সেনবংশীয়গণ রাঢ় দেশে বাস করিতেন। সামন্ত সেনও হেমন্ত সেনের বরেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হইবার কোনই প্রমাণ নাই। বিজয় সেন যে প্রথমে রাঢ়ে ও বঙ্গে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াই সম্ভবতঃ বরেন্দ্র ভূমিতে লব্ধ-প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং নগেন্দ্র বাবুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট অন্তরায় রহিয়াছে।

বল্লাল সেনের সীতাহাটী-তাম্রশাসনে বিজয় সেনের পরিচয় প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে যে (১), "তাহা [হেমন্ত সেন] হইতে অখিল পার্থিব চক্রবর্ত্তী পৃথ্বিপতি বিজয় সেন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অকপট বিক্রমে সাহসাঙ্ক অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যকেও লজ্জিত করিয়াছিলেন এবং দিক্‌পালচক্রের নগরে তাঁহার কীর্ত্তি গীত হইত"। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন (২), "একে একে পাল রাজগণের

(১) "তস্মাদভূদখিল পার্থিব চক্রবর্ত্তী নির্ব্যাজ বিক্রম তিরস্কৃত-সাহসাঙ্কঃ।
দিক্‌পাল চক্রপুট ভেদন গীত কীর্ত্তিঃ পৃথ্বীপতি র্বিজয়সেন পদপ্রকাশঃ॥"
বল্লাল সেনের সীতাহাটী তাম্রশাসন, ৭ম শ্লোক।

(২) বর্দ্ধমানের ইতি কথা—৫৮, ৫৯ পৃষ্ঠা।

সামন্তচক্র নষ্ট করিয়াই মহারাজ বিজয় সেনের অভ্যুদয় হইয়াছিল (১)।

সাহসাঙ্ক ও বিজয় সেন।

রামচরিতে দেবগ্রাম বাল বলভী-পতি বিক্রমরাজ ও (২) রামপালের সামন্ত চক্র মধ্যেই কথিত হইয়াছেন। রাঢ়ের একাধিপত্য লাভের জন্য বিজয় সেনকে বিক্রমরাজের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। এই বিক্রমরাজও একজন অতি বিক্রমশালী নৃপতিছিলেন বলিয়াই সম্ভবতঃ প্রশস্তিকার ভারত প্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্যের সহিত তুল্যজ্ঞান করিয়া সাহসাঙ্ক (৩) নামেই পরিচিত করিয়া থাকিবেন।"

নগেন্দ্র বাবু "বিক্রম তিরস্কৃত-সাহসাঙ্ক "পদের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া দেবগ্রামপতি বিক্রমরাজকে বিক্রমাদিত্যের সমতুল্য বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। দেবগ্রামের বিক্রমরাজ যে সাহসাঙ্ক নামে পরিচিত হইতেন, তাহার প্রমাণ কি? এই সাহসাঙ্ক পদ ব্যবহার করিয়া প্রশস্তিকার হয়ত পুরাকালের বিক্রমাদিত্যকে অথবা চালুক্য-বংশের সাহসাঙ্ককে বিজয় সেন অপেক্ষা খাটো করিয়াছেন। দেবগ্রামের বিক্রম রাজ সম্বন্ধীয় এরূপ কোনও প্রমাণই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহার উপর নির্ভর করিয়া স্বচ্ছন্দে তাঁহাকে ভারত প্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্য অথবা চালুক্য বংশীয় সাহসাঙ্ক নৃপতির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। সুতরাং এস্থলে সাহসাঙ্ক পদ দ্বারা দেবগ্রামাধিপতি বিক্রমরাজের কোনও ইঙ্গিত কল্পনা করা যায় না। সাহসাঙ্ক নামে একজন রাজা

---

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজন্যকাণ্ড, ৩০৪ পৃষ্ঠা।

(২) "দেবগ্রামপ্রতিবদ্ধবসুধাচক্রবালবালবলভীতরঙ্গবহলগলহস্তপ্রশস্তহস্ত বিক্রমো বিক্রমরাজঃ"——রামচরিত ২। ৫ টীকা।

(৩) জটা ধরের সুপ্রাচীন সংস্কৃত কোষ অভিধান তন্ত্রে। "সাহসাঙ্ক" বিক্রমাদিত্যের নামান্তর বা পর্য্যায় বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

ছিলেন, তিনি বিজয় সেনের সমসাময়িক ব্যক্তি। সুতরাং তাঁহাকে ছাড়িয়া আমরা ক্ষুদ্র গ্রামের ক্ষুদ্র ভূস্বামীকে কেন ধরিতে যাই ?

দায়ভাগ-কার জীমূতবাহন, বিষক্ সেনের আমাত্য ও প্রাড়্ বিবাক ছিলেন বলিয়া এড়ু মিশ্রের কারিকায় উক্ত হইয়াছে (১)। ইনি সাবর্ণ গোত্রীয় পারিভদ্র কুলোদ্ভব। জীমূত বাহন ১০১৩—১০১৪ শাকে বা ১০৯২ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন (২)। বিষক্ সেন বিজয় সেনেরই নামান্তর ; সুতরাং বোধ হইতেছে, যে সময়ে বিজয় সেন রাঢ় মণ্ডলে অবস্থিতি করিয়া একদিকে পালরাজ এবং অপর দিকে বর্ম্মবংশীয় নৃপতিগণের কবল হইতে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় যত্নবান ছিলেন, ঐ সময়ে জীমূত বাহন তদীয় আমাত্য পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

জীমূত বাহন ও বিজয় সেন।

দেবপাড়া প্রশস্তিতে লিখিত আছে (৩), "পাশ্চাত্য চক্র জয় করিবার জন্য ক্রীড়াস্থলে তিনি গঙ্গা-প্রবাহ পথে যে নৌবিতান প্রেরণ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে একখানি ভর্গের মৌলিস্থিত গঙ্গার পঙ্কে [মহাদেবের শিরস্থিত] নিমজ্জিত হইয়া ভস্মে ইন্দুকলার ন্যায় জ্বলিতেছে"। ইহার

---

(১) "পঞ্চ গৌড়ে তদা সম্রাট বিষক সেনো মহাব্রতঃ।
জীমূতোঽপি নৃপামাত্যঃ স প্রাড় বিবাক ঈরিতঃ॥"

(২) Journal of the Asiatic Society of Bengal,
1907, page 206

(৩) পাশ্চাত্য জয় চক্র কেলিষু যস্ত যাবদ্
গঙ্গাপ্রবাহ মনুধাবতি নৌবিতানে।
ভর্গস্য মৌলি সরিদম্ভসি ভস্ম পঙ্ক
লগ্নোজ্ঝিতেব তরিরিন্দুকলা চকাস্তি॥"
—দেব পাড়া প্রস্তর লিপি ২২শ শ্লোক।
Epigraphia Indica vol. I, page 309

তাৎপর্য্য এই যে—"মহাদেবের মস্তক হইতে গঙ্গা ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। গঙ্গার উৎপতি স্থান পর্য্যন্ত পরাজয় না করিলে, অনুগাঙ্গ প্রদেশ সমস্ত অধিকার হইতে পারে না। এজন্য, বিজয় সেনের রণতরী সমূহ শিবের মস্তক পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিল, এবং তথায় একখানি রণতরী ভগ্ন হইয়াছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে"!

বিজয় সেনের নৌবিতান।

সুতরাং ইহা দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে যে, অনুগাঙ্গ প্রদেশ জয় করিবার জন্য বিজয় সেন নৌবিতান প্রেরণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একখানি গঙ্গার উৎপত্তি স্থানে ভগ্ন হইয়াছিল। কিন্তু এই যুদ্ধ যাত্রার ফল কিরূপ হইয়াছিল; কোন্ কোন্ ভূপতি বিজয় সেনের সহিত শক্তি পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা অবগত হওয়া যায় না। প্রকৃত পক্ষে বিজয় সেনের এই বঙ্গীয় নৌবহর গঙ্গার বীচিমেখলা আলোড়িত করিয়া হিমালয়ের পাদমূল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল কিনা, তাহার প্রমাণ অদ্যাপি অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে! "বাচঃ পল্লবয়িত" উমাপতি ধরের এই উক্তি ইতিহাসের কষ্টিপাথরে যাচাই করিলে কতদূর টিকিবে তাহা বলা যায় না। গৌড়রাজমালার লেখক বলেন, "গৌড় রাষ্ট্রের পশ্চিমাংশ [পাশ্চত্য চক্র] জয় করিবার জন্য, তিনি যে "নৌবিতান" প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। দক্ষিণ দিকে, বঙ্গে এবং রাঢ়ে, বর্ম্মরাজ "কর্ত্তৃক বিজয় সেনের গতিরুদ্ধ হইয়াছিল" (১)। কিন্তু পাশ্চত্য চক্র জয় করিবার জন্য বিজয় সেনের যে নৌবিতান গঙ্গার প্রবাহ পথে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইবার কোনই প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ

(১) গৌড় রাজমালা—৬৫ পৃষ্ঠা।

ধর্ম্মরাজগণের প্রভাব প্রতিহত হইবার পরেই বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার হইতে সম্ভবতঃ এই নৌবিতান প্রেরিত হইয়াছিল।

দেবপাড়া প্রশস্তিতে লিখিত আছে (১), "সর্ব্বদা অনুষ্ঠিত যজ্ঞের যূপস্তম্ভের অগ্রভাগ অবলম্বন পূর্ব্বক কালক্রমে ধর্ম্ম একপদ হইয়াও সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে পারিতেন। আহত-শত্রু-নিকর পরিব্যাপ্ত মেরু প্রদেশের পাদদেশ হইতে অমরদিগকে যজ্ঞদ্বারা আহ্বান করিয়া তিনি স্বর্গ ও মর্ত্তের অধিবাসীবৃন্দকে স্বীয় আবাস ভূমির পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। বহু সংখ্যক অত্যুচ্চ দেব মন্দির নির্ম্মাণ এবং বিস্তৃত জলাশয় সমূহ খনন করাইয়া স্বর্গ ও পৃথিবীর পরস্পরের সৌসাদৃশ্য সংঘটন করিয়াছিলেন"।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন (২), "কর্ণদেব-প্রতিষ্ঠিত কর্ণমেরুই উক্ত শ্লোকের মেরু। সুতরাং কর্ণমেরু-ভূষিত ভূস্বর্গ কাশীধামে গিয়া বিজয় সেন শত্রুকুল সংহার করিয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন তাহারই আভাস পাইতেছি। বলা বাহুল্য, তৎকালে কাশীধামে তাঁহার বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইয়াছিল। যজ্ঞ উপলক্ষে তিনি যে সকল দেব বা ব্রাহ্মণকে আনয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে বারাণসীর

---

(১) "অশ্রান্ত বিশ্রাণিত যজ্ঞযূপ স্তম্ভাবলীঃ গ্রাগবলম্ব মানঃ।
যস্যানুভাবাদ্ভুবি সঞ্চচার কালক্রমাদেক পদোপি ধর্ম্মঃ॥
মেরোরাহত বৈরিসঙ্কুল তটাদাহূয় যজ্ঞামরান্
ব্যত্যাসং পুর বাসিনামকৃত যঃ স্বর্গস্য মর্ত্তস্য চ।
উচ্চৈঃ সুরসদ্মভিশ্চ বিততৈস্তরৈশ্চ শেষীকৃতং
চক্রে যেন পরস্পরস্য চ সমং স্তাবা পৃথিব্যোর্ব্বপুঃ॥"

দেবপাড়া প্রশস্তি ২৪—২৫ শ্লোক।

Epigraphia Indica vol. I, page 310

(২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড—৩০৫ পৃষ্ঠা।

রামপালে প্রাপ্ত নটরাজ শিব

কমলা প্রেস,—বাগবাজার, কলিকাতা।

মধ্যবর্ত্তী কর্ণমেরুর পার্শ্ববর্ত্তী কর্ণাবতী-সমাজস্থ বৈদিক ব্রাহ্মণ বলিয়াই মনে হয়"। এই অনুমান হয়ত সত্য হইতে পারে। যাহা হউক এই শ্লোক হইতে জানা যায় যে, বিজয় সেন বারাণসী পর্য্যন্তও তদীয় বিজয় বাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন, সুতরাং বিজয় সেনের "নৌবিতান" গঙ্গা বাহিয়া যে বহুদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অন্ততঃ ইহা যে গৌড়-বঙ্গের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বারাণসী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

বিজয় সেনের ধর্ম্মানুরাগ।

পূর্ব্বোল্লিখিত শ্লোক দ্বয় হইতে বিজয় সেনের বৈদিক ধর্ম্মানুরাগ সূচিত হয়। বিজয় সেনের এই বৈদিক ধর্ম্মানুরাগের ফলে বৈদিক ব্রাহ্মণগণ প্রভূত বিভবশালী হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়! কবি উমাপতিধর সেই অভূতপূর্ব্ব বিভব প্রাপ্তি এবং রাজার দানশীলতার পরিচয় প্রদান করিয়া লিখিয়াছেন (১), "তাঁহার প্রসাদে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণ এরূপ বহু বিভবশালী হইয়াছিলেন যে, নাগরিকগণ সেই শ্রোত্রিয় রমণীগণের নিকট মুক্তাকে কার্পাসবীজ, মরকতকে শাক-পত্র, রৌপ্যকে অলাবু পুষ্প, রত্নকে দাড়িম্ব-বীজ এবং স্বর্ণকে কুষ্মাণ্ডলতার বিকশিত কুসুম বলিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছিল"।

বিজয় সেন দক্ষিণ বরেন্দ্রের দেওপাড়া নামক স্থানে স্বীয় বিজয়কীর্ত্তির স্তম্ভস্বরূপ প্রদ্যুম্নেশ্বরের বিশাল মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, এবং শিব মন্দিরের

---

(১) "মুক্তাঃ কার্পাসবীজৈর্ম্মরকত শকলং শাকপত্রৈরলাবু
পুষ্পৈ রূপ্যাণিরত্নং পরিণতিভিদুরৈঃ কুক্ষিভির্দাড়িমানাম্।
কুষ্মাণ্ডীবল্লরীণাং বিকসিত কুসুমৈঃ কাঞ্চনং নাগরীভিঃ
শিক্ষ্যন্তে যৎ প্রসাদাদ্বহুবিভবজুষাং যোষিতঃ শ্রোত্রিয়াণাম্॥"

দেবপাড়া প্রশস্তি ২০ শ্লোক।

Epigraphia Indica vol. I, page 310.

পুরোভাগে "পাতাল প্রদেশস্থ নাগরমণীগণের মুকুটমণির কিরণ জালে উজ্জ্বল এক প্রকাণ্ড সরোবর খনন করিয়াছিলেন" (১)। "ভূপাল স্বীয় অভিপ্রায়ানুসারে মহাদেবকে কল্প-কাপালিক বেশে সজ্জীভূত করিয়াছিলেন। ব্যাঘ্র চর্ম্মের পরিবর্ত্তে বিচিত্র কৈশেয় বস্ত্র দ্বারা, সর্পমালার পরিবর্ত্তে হৃদয়ে লম্বমান স্থূল হার দ্বারা, ভস্মের পরিবর্ত্তে চন্দনানুলেপন দ্বারা, জপমালা-গ্রথিত নীলমুক্তা দ্বারা, এবং নরকপাল-পরিবর্ত্তে মনোহর মুক্তাদ্বারা, তদীয় নেপথ্য-কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন" (২)। বিজয় সেনের "বৃষভশঙ্কর গৌড়েশ্বর" উপাধি দৃষ্টেও মনে হয় তিনি পরম শৈব ছিলেন। সেখ শুভোদয়ায় লিখিত আছে, "তিনি শিবপূজা না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না"।

"এই (বিজয় সেন) হইতে অশেষ ভুবনোৎসব কারনেন্দু জগৎপতি বল্লাল সেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন! তিনি যে কেবল সমুদয় নরেশ্বর গণের একমাত্র চক্রবর্ত্তী ছিলেন, তাহা নহে, তিনি সমগ্র বিবুধমণ্ডলীর ও চক্রবর্ত্তী ছিলেন" (৩)। "পুরুষোত্তম-দয়িতা পদ্মালয়ার ন্যায়, বাল রজনীকর-শেখরের পত্নী গৌরীর ন্যায়, মহারাজ বিজয় সেনের প্রধানা মহিষী বিলাস দেবী অন্তঃপুরের মৌলি-মণি স্বরূপ বিদ্যমান ছিলেন; ইনি সুতপস্যার সুকৃতির ফলে গুণ-গৌরবে অতুলনীয় বল্লাল সেনকে প্রসব

বল্লাল সেন।

---

(১) দেবপাড়া প্রশস্তি ২৯ শ্লোক।

(২) "চিত্রক্ষৌমৈশ্চর্ম্মাঙ্গদস্য বিনিহিত স্থূলহারোরগেন্দ্র
শ্রীখণ্ডক্ষোদভস্মা করমিলিত মহানীলরত্নাক্ষ মালঃ।
যেষ যেনাস্য ভেনে গরুড়মণিলতাগোন সঃ কান্তমুক্তা
নেপথ্যগ্রন্থিবিন্যাস সূচিত রচনঃ কল্প কাপালিকস্য।"
দেবপাড়া প্রশস্তি ৩১ শ্লোক—
Epigraphia Indica vol. I, page 311.

(৩) অস্মাদশেষ ভুবনোৎসব কারণেন্দুর্বল্লালসেন জগতীপতিরুজ্জগাম।

করিয়াছিলেন। যে নরদেব সিংহ পিতার অনন্তর একমাত্র বীর বলিয়া সিংহাসন রূপ পর্ব্বতের শিখর দেশে আরোহণ করিয়াছিলেন" (১)।

বল্লালের জন্ম সম্বন্ধে কিম্বদন্তী

বল্লালের জন্ম সম্বন্ধে বিবিধ অলৌকিক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। কেহ বলেন,—বল্লাল সেন বিষক সেনের ক্ষেত্রজ পুত্র (২), কেহ বলেন, তিনি ব্রহ্মপুত্র নদের পুত্র। কথিত আছে, "রাজা বিজয় সেন বল্লাল-জননীকে ব্রহ্মপুত্র-নদের তীরে নির্ব্বাসিত করেন। বল্লালের মাতা বিজয়ের জ্যেষ্ঠা মহিষী ছিলেন, কিন্তু সপত্নীর সহিত তাঁহার বনিত না; তজ্জন্যই তিনি নির্ব্বাসিত হন। ব্রহ্মপুত্র নদের তটে বল্লাল সেনের জন্ম হয়, তজ্জন্য তিনি ব্রহ্মপুত্র নদের পুত্র বলিয়া প্রথিত হইয়াছেন। অরণ্য-প্রদেশে জন্ম হওয়াতে, রাজকুমারের বল্লাল নাম হয়" (৩)। বলা বাহুল্য যে এই সমুদয় কিম্বদন্তীর বিশেষ কোনও মূল্য

যঃ কেবলং ন খলু সর্ব্ব নরেশ্বরাণামেকঃ সমগ্র বিবুধামপি চক্রবর্ত্তী।"

লক্ষ্মণ সেনের মাধাই নগরের তাম্রশাসন—৮ম শ্লোক।

J. A. S. B. 1909, page 472.

(১) "পদ্মালয়েব দয়িতা পুরুষোত্তমস্ত গৌরীব বাল-রজনীকর-শেখরস্য।
অস্যপ্রধান- মহিষী জগদীশ্বরস্য শুদ্ধান্তমৌলিমণিরাস বিলাস দেবী।
এষা সুতং সুতপসাং সুকৃতৈরসূত বল্লাল সেন মতুলং গুণ গৌরবেন।
অধ্যাস্ত যঃ পিতুরনন্তর মেকবীরঃ সিংহাসনাদ্রি শিখরং নরদেব সিংহ"।

—বল্লাল সেনের সীতাহাটী তাম্রশাসন, ১০—১১ শ্লোক।

সাহিত্য, ১৩১৮, কার্ত্তিক—৫২৪ পৃষ্ঠা।

(২) "আদিশূরের বংশ ধ্বংস সেন বংশ তাজা।
বিষক্ সেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বল্লাল সেন রাজা।"

রামজয় কৃত বৈদ্যকুলপঞ্জী।

(৩) গৌড়ের ইতিহাস ১৮৩ পৃষ্ঠা।
প্রতিভা,—১৩১৮, পৃঃ ৪৩৩।

নাই, সুতরাং কোনও প্রকার মন্তব্য প্রকাশ না করিয়াই এগুলি অনায়াসে উপেক্ষা করিতে পারি। কেহ কেহ বল্লাল নামের বৈচিত্র লক্ষ্য করিয়া, বরলাল, বনলাল বা বললাম (বলরাম ?) নাম সুসঙ্গত বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বল্লাল নাম অস্বাভাবিক নহে। দক্ষিণাপথের হোয়সল রাজবংশে বীর বল্লাল নামধেয় তিনজন নৃপতির সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথম বীর বল্লাল ১১০৩ খৃষ্টাব্দে. দ্বিতীয় বীর বল্লাল (ত্রিভুবন-মল্ল-ভুজবল বীর গঙ্গ) ১১৭৩—১২১২ খৃষ্টাব্দে, তৃতীয় বীর বল্লাল ১৩১০ খৃষ্টাব্দে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন(১)। সুতরাং "দাক্ষিণাত্য ক্ষৌণীন্দ্র" সেন রাজগণের মধ্যে বল্লাল নাম থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

দানসাগর গ্রন্থের পরিসমাপ্তিতে লিখিত আছে :—

"ধর্ম্মস্যাভ্যুদয়ায় নাস্তিক পাদোচ্ছেদায় জাতঃ কলৌ।
শ্রীকান্তোঽপি সরস্বতীং পরিবৃতঃ প্রত্যক্ষ নারায়ণঃ" ॥

এই মহাপুরুষ স্বীয় অনন্য-সাধারণ প্রতিভা এবং রাজশক্তির প্রভাবে বঙ্গীয় প্রকৃতি পুঞ্জের হৃদয়ে যে রত্নবেদী প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, অদ্যাপি তাহা বিলুপ্ত হয় নাই! সম্ভবতঃ এক সময়ে তিনি অবতার রূপে পূজিত হইয়াছিলেন বলিয়াই দান সাগরে তাঁহাকে "প্রত্যক্ষ নারায়ণ" রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, এবং এজন্যই হয়ত বল্লালের জন্ম সম্বন্ধে নানাবিধ অলৌকিক কিম্বদন্তীর সৃষ্টি হইয়াছে। দান সাগরে উক্ত হইয়াছে (২) :—

"দৈন্যোত্তাপভৃতামকালজলদ সর্ব্বোত্তরক্ষ্মাভৃতাং
শ্রীবল্লাল নৃপস্ততোঽজনি গুণাবির্ভাব গর্ভেশ্বরঃ" ॥

---

(১) The Dynasties of the Kanarese Districts by J. F. Fleet Esqr.—The Hoysalas of Dorasamudra, page 493.

(২) গৌড়ে ব্রাহ্মণ—পরিশিষ্ট—২৯১ পৃষ্ঠা।

এ স্থলে, "গুণাবির্ভাব গর্ভেশ্বর" পদটী প্রণিধান যোগ্য। বিজয় সেন কি বল্লালের জন্ম হইতেই তাঁহাকে স্বীয় সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী বলিয়া মনোনীত করিয়াছিলেন ?

মাধাইনগরে প্রাপ্ত লক্ষ্মণসেনদেবের তাম্রশাসন হইতে জানা গিয়াছে যে, মহারাজ বল্লালসেন দাক্ষিণাত্যের চালুক্য বংশীয়া রাম দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন (১)। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সেন রাজগণ গৌড়বঙ্গে স্বাধীন ভাবে রাজ্য শাসন করিবার পরেও সুদূর দাক্ষিণাত্যের সহিত সংশ্রব রাখিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন।

বল্লাল সেনের কাল নিরূপণ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় বল্লাল সেন বিরচিত অদ্ভুত সাগর গ্রন্থ হইতে বল্লাল সেনের রাজ্যাভিষেকের কাল আবিষ্কার করিয়াছেন (২)। অদ্ভুত সাগরের "[illegible]" প্রকরণে লিখিত

আবির্ভাবকাল।

আছে,—"ভুজ-বসু-দশ-মিতে (১০৮২ শকে) শ্রীমদ্ বল্লাল সেন রাজ্যাদৌ বর্ষৈকষষ্ঠিমুনির্বিনিহিতো বিশেষায়াম্", ইহাতে ১০৮২ শক বা ১১৬০ খৃষ্টাব্দ বল্লাল সেনের রাজত্বের প্রথম বৎসর বলিয়া অনুমিত হয়। বল্লাল সেন রচিত দান সাগর নামক নিবন্ধে লিখিত আছে :—

---

(১) "ধরা ধরান্তঃপুর মৌলিরত্ন
চালুক্য ভূপাল কুলেন্দু লেখা।
তস্য প্রিয়াভূদ্বহমান ভূমি
র্লক্ষ্মী পৃথিব্যোরপি রামদেবী।"

লক্ষণ সেনের মাধাই নগর – তাম্রশাসন ৯ শ্লোক

J. A. S. B. 1909, page 472

(২) Journal of the Asiatic Society of Bengal 1906, p. 17 note (India Government M. S. Fol, 52 a).

"নিখিল চক্র তিলক শ্রীমদ্বল্লাল সেনেন পূর্ণে-
শশি নব দশমিতে শক বর্ষে দানসাগর রচিত" (১)।

অর্থাৎ ১০৯১ শকাব্দ বা ১১৬৯ খৃষ্টাব্দ পূর্ণ হইলে, বল্লালসেন "দান সাগর" রচনা করিয়াছিলেন। ডাক্তার ভাণ্ডারকার বোম্বাই প্রদেশে সংগৃহীত বল্লাল সেন রচিত যে অদ্ভুত সাগরের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে লিখিত আছে :—(২)।

"শাকে খনব খেন্দ্বব্দে আরেভেঽদ্ভুত সাগরং
গৌড়েন্দ্র কুঞ্জরালান-স্তংভবাহুর্মহীপতিঃ॥
গ্রন্থেঽস্মিনসমাপ্ত এব তনয়া সাম্রাজ্যরক্ষা-মহা-
দীক্ষাপর্বণি দীক্ষন্নিজকৃতে র্নিষ্পত্তিমভ্যর্থ্য সঃ।
নানা দান চিতাংবু সংচলনতঃ সূর্য্যাত্মজা সংগমং
গঙ্গায়াং বিরচয্য নির্জরপুরং ভার্য্যানুযাতো গতঃ॥
শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন ভূপতি রতি শ্লাঘ্যো যতুদ্যোগতো
নিষ্পন্নোদ্ভুত সাগরঃ কৃতি রসৌ বল্লাল ভূমী ভুজঃ।
খ্যাতঃ কেবল মগ্রবঃ (?) সগরজ-স্তোমস্ত তৎ পূরণ
প্রাবীণ্যেন ভগীরথ স্তু ভুবনে ষদ্যাপি বিস্তোততে"॥

অর্থাৎ মহারাজ বল্লাল সেন ১০৯১ শাকে অদ্ভুত সাগরের আরম্ভ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি এই গ্রন্থ অসমাপ্ত রাখিয়া এবং তনয়ের উপর

---

(১) দান সাগর গ্রন্থের রচনা সম্বন্ধে "সময় প্রকাশ" প্রণেতা লিখিয়াছেন যে, এই গ্রন্থ "নিখিল নৃপচক্রতিলক শ্রীমদ্বল্লাল সেন দেব ১০১৯ শকাব্দে (১০৯৭ খঃ অঃ) রচনা করেন :—

"নিখিল নৃপচক্রতিলক শ্রীমদ্বল্লাল সেন দেবেন।
পূর্ণে নবশশি দশমিতে শকাব্দে দান সাগরো রচিত।"

(২) Bhandarkar's Report on the Search of Sanskrit Ma nuscripts 1894, page LXXXV.

সমাপ্ত করিবার ভার অর্পণ করিয়া, স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ সেনের উদ্যোগে অদ্ভূত সাগর সমাপ্ত হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দান সাগরের এবং অদ্ভূত সাগরের রচনা কাল-বিজ্ঞাপক শ্লোক গুলি প্রামাণ্যরূপে গৃহীত হইতে পারে না বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি উহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অনুমান করেন। তাঁহার এরূপ মনে করিবার কারণ এই যে, দান সাগরের এবং অদ্ভূত সাগরের যে সমুদয় পুঁথিতে কাল বিজ্ঞাপক শ্লোক রহিয়াছে, তাহা পরবর্ত্তী কালে লিপিবদ্ধ হওয়াই সম্ভব; কারণ উক্ত দুই গ্রন্থের আরও কয়েকখানি প্রতিলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে এই শ্লোকগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না।

বোম্বাইয়ের, কাশ্মীরের বা বঙ্গদেশের সমস্ত "দান সাগর" ও "অদ্ভূত সাগর" গ্রন্থই আধুনিক অক্ষরে লিখিত, ইহার মধ্যে একখানি গ্রন্থও দুইশত বৎসরের অধিক প্রাচীন নহে। যদি সত্য সত্যই রাজা বল্লাল সেন এই গ্রন্থ দ্বয়ের রচনা করিয়াছিলেন তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে শত শত লিপিকারের হস্তে লিখিত হইয়া তাহার পরে অধুনিক নাগরী বা বাঙ্গালাঅক্ষরে এই গ্রন্থ দ্বয় লিখিত হইয়াছে। বল্লাল সেনর মৃত্যুর পর প্রায় অষ্টশত বর্ষ অতীত হইয়াছে, ইহার মধ্যে এই গ্রন্থ কতবার লিখিত হইয়া তবে বঙ্গ বা নাগরী অক্ষরে লিখিত হইয়াছে তাহা অনুমান করাই অসম্ভব। বল্লাল সেন এতদ্দেশে আভিজাত্যাভিমানের প্রতিষ্ঠাতা। আভিজাত্যের অনুরোধে এখনও পর্য্যন্ত ইউরোপীয় সভ্যসমাজে কৃত্রিম বংশ পত্রিকা প্রস্তুত হইতেছে। সেই আভিজাত্যাভিমান রক্ষা করিবার জন্য এতদ্দেশীয় ধনিগণ কতশত কুল-শাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন তাহা কে বলিতে পারে। কুলগ্রন্থে উল্লিখিত কোন তারিখ সত্য প্রমাণ করাইবার জন্য কোন ব্রাহ্মণ হয়ত "অদ্ভূত-সাগর" ও "দান সাগরের" [illegible] শ্লোক কয়টি রচনা [illegible]

করিয়াছিলেন, সেই গ্রন্থ সমূহের অনুলিপি নানাদেশে নীত হইয়াছে ও তাহা হইতে শত শত অনুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু যখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে একখানি গ্রন্থে উক্ত শ্লোকগুলি নাই, তখন সে গুলিকে প্রক্ষিপ্ত ব্যতীত আর কিছু বলা চলে না" (১)।

গৌড়রাজমালার লেখক বলেন (২)। "দান সাগর" স্মৃতি নিবন্ধ, এবং "অদ্ভুত সাগর" জ্যোতিষের নিবন্ধ। যাহারা স্মৃতি বা জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনুশীলন করিতেন, তাঁহারাই এই সকল পুস্তকের প্রতিলিপি প্রস্তুত করিতেন বা করাইতেন। স্মৃতি, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রের অনুশীলনকারিগণ, গ্রন্থকারের জীবনী সম্বন্ধে বা গ্রন্থের রচনা কাল সম্বন্ধে চিরকালই উদাসীন। সুতরাং কোন কোন লিপিকর, অনাবশ্যক বোধে, আদর্শ পুস্তকের কাল বিজ্ঞাপক বচন পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারেন। সেই জন্য সকল পুস্তকে এই বচন দৃষ্ট হয় না"।

"এসিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তকালয়ে যে "অদ্ভুত সাগরের" পুঁথি আছে, তাহার মঙ্গলাচরণের সহিত ভাণ্ডারকার-বর্ণিত পুঁথির মঙ্গলাচরণের তুলনা করিলে, এইরূপ সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়। বোম্বাইএর পুঁথির মঙ্গলাচরণের প্রথম নয়টি শ্লোকে, সেনরাজবংশ, গ্রন্থকার বল্লাল সেন, এবং তাঁহার সহযোগী শ্রীনিবাস প্রশংসিত হইয়াছেন। এসিয়াটিক সোসাইটীর পুঁথিতে এই নয়টি শ্লোকের পাচটি মাত্র দৃষ্ট হয়; ২, ৩, ৪, এবং ৬নং শ্লোক একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে। বোম্বাইএর পুস্তকে এই নয়টি শ্লোকের পরে, সাতটি শ্লোকে, যে যে মূল গ্রন্থ হইতে "অদ্ভুত সাগরের" বচন প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাদের তালিকা-প্রদত্ত হইয়াছে; এবং তৎপরে আর দ্বাদশটি শ্লোকে গ্রন্থের

---

(১) প্রবাসী—১৩১৯, শ্রাবণ, ৩৯৯ পৃষ্ঠা।
(২) গৌড় রাজমালা, ৬২ পৃষ্ঠা।

আলোচ্য বিষয় সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। এইরূপ তালিকা এবং বিষয় সূচী অনেক নিবন্ধেই দৃষ্ট হয়। কিন্তু এসিয়াটিক সোসাইটীর পুঁথির ভূমিকায় এই ১৯টী শ্লোকের একটিও স্থান লাভ করে নাই। এই সকল শ্লোক ও কি তবে প্রক্ষিপ্ত?" বিষয়-সূচীর পর বোম্বাইএর পুঁথিতে যে তিনটি শ্লোক উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। উক্ত তিনটি শ্লোক এক সূত্রে গ্রথিত। ইহার একটিকে পরিত্যাগ করিয়া আর একটিকে রাখিবার উপায় নাই। কিন্তু এসিয়াটিক সোসাইটীর পুঁথিতে তাহাই করা হইয়াছে। প্রথম দুইটী পরিত্যক্ত এবং তৃতীয়টী মাত্র লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এ অবস্থায়, "শাকে খ-নব-খেন্দ্বব্দে" ইত্যাদি শ্লোকটিকে প্রক্ষিপ্ত বলা চলে না"।

বল্লাল সেন রচিত দান সাগর গ্রন্থের দুইখানি পুঁথিতে সময় বিজ্ঞাপক শ্লোক আছে। ইহার একখানি ইণ্ডিয়া আফিসে সংগৃহীত হইয়াছে, অপরখানি প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকটে রহিয়াছে। এই শেষোক্ত পুঁথি খানিতে আরও দুইটি শ্লোকসন্নিবেশিত আছে, তাহা দ্বারা বল্লাল সেনের সময় আরও বিশদরূপে নিরূপিত হইয়াছে। কিন্তু এই শ্লোক দুইটী অপর কোনও পুঁথিতে আছে বলিয়া জানা যায় না।

"রবি ভগণাঃ শরশিষ্টা যে ভুক্তা দান সাগরস্যান্ত।
ক্রমশোঽত্র সম্পরিদায়ুপান্তা বৎসরা পঞ্চ॥
তদেব মেকনবত্যধিকবর্ষসহস্রায়েঽষ্টিতে শাকে।
সম্বৎসরাঃ পতন্তি বিশ্বপদারভ্য চ"॥ (১)

দান সাগর এবং অদ্ভুত সাগরের উপরোক্ত সময় জ্ঞাপক শ্লোক কয়টী দেখিয়া ডাঃ কীলহর্ণ তাঁহার পূর্ব্বমত পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন (২)।

---

(১) H. P. Shastri's notices of Sanscrit Manuscripts—2nd Series, Vol I Page 170.

(২) Epigraphia Indica Vol Viii, appendix (Synchronistic List for Northern India).

দান সাগর ও অদ্ভুতসাগর-নির্দ্দিষ্ট শকাব্দ-দ্বয় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ গোল যোগ আছে লক্ষ্য করিয়া, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন (১), "কিন্তু ঐ শকাঙ্ক দুইটী সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে, যদি ১০৯০ শকে বৃদ্ধ বল্লাল সেন প্রিয়পুত্র লক্ষ্মণসেনকেই সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া থাকেন ও অদ্ভুত সাগর অসম্পূর্ণ রাখিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ১০৯১ শকে আবার তাহা দ্বারাই দান সাগর সম্পূর্ণ হইল কিরূপ ? বলা বাহুল্য, তাঁহার গুরুদেব অনিরুদ্ধ ভট্টই তাঁহার হইয়া দান সাগর সমাধা করেন। দান সাগরের প্রথমাংশে বল্লাল সেন যেরূপ ব্রাহ্মণ ভক্তি ও দৈন্য প্রকাশ করিয়াছেন, শেষাংশে তাহার সম্পূর্ণ অভাব লক্ষিত হয়। শেষাংশে বল্লাল সেনের গুণ-গৌরব যেরূপ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে কখনই তাহা বিনয়ী বল্লাল সেনের রচনা বলিয়া মনে হইবে না। অদ্ভুত সাগরের ন্যায় দান সাগরের শেষাংশও ভিন্ন হস্ত রচিত বলিয়া মনে করি"। দান সাগরে লিখিত আছে যে মহারাজ বল্লাল সেন তদীয় গুরু অনিরুদ্ধ ভট্টের উপদেশেই উক্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন (২)। বল্লাল সেন বৃদ্ধ বয়সে

---

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজন্যকাণ্ড ৩২২ পৃষ্ঠা।

(২) "বেদার্থ স্মৃতি সংগ্রহাদি পুরুষঃ শ্লাঘ্যো বরেন্দ্রীতলে
নিস্তন্দ্রোজ্জ্বল কীর্তিনাশ নয়নঃ সারপূতং ব্রহ্মণি।
ষট্ কর্ম্মা তবদার্য্যশীল নিলয়ঃ প্রখ্যাত সত্যব্রতো
বৃত্রারেরিবগীষ্পতির্ন্নৃপতেরস্যানিরুদ্ধোগুরুঃ।
আধ্যাত সকল পুরাণ স্মৃতিসারঃ শ্রদ্ধয়া গুরোরস্মাৎ।
কলিকল্মষোষদানং (?) দান নিবন্ধ বিধাকামপি"।
—"Danasagara",—H. P. Sastri's "Notices,' second Series, Vol I. Page 170.

অদ্ভুত সাগর রচনা করিতে যত্ন করিয়াছিলেন (১)। কিন্তু বল্লালের মৃত্যুর পর অসম্পূর্ণ দান সাগর গ্রন্থ যে অনিরুদ্ধ ভট্ট কর্তৃক সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার কোনও প্রমাণ নাই।

নগেন্দ্র বাবুর সংগৃহীত দানসাগর পুঁথি প্রাচীন নহে। উহা তিন শত বৎসরের অধিক প্রাচীন হইবে না। ইণ্ডিয়া আফিসের পুঁথি খানিও ঐরূপ অক্ষরেই লিখিত (২)। এসিয়াটিক সোসাইটীর সংগৃহীত দান সাগর পুঁথি খানিও আধুনিক বঙ্গাক্ষরে লিখিত, কিন্তু উহা বিশুদ্ধ ভাবেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই পুঁথিতে পূর্ব্বোক্ত তিনটী শ্লোকের অভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে, অথচ সেন রাজবংশাবলী সন্নিবেশিত হইয়াছে (৩)। কলিকাতা ঠাকুর মহারাজের পুস্তকালয়ের পুঁথিখানি ১৭২৮ শকাব্দায় লিখিত হইলেও উহাতে ও উক্ত শ্লোকগুলি লিখিত হয় নাই (৪)। এই রূপে প্রায় সমসাময়িক কালের লিখিত চারিখানির পুঁথির মধ্যে একখানিতে সময় জ্ঞাপক তিনটি শ্লোক, আর একখানিতে একটী শ্লোক রহিয়াছে, কিন্তু অপর দুইখানিতে উহা লিখিত হয় নাই। সুতরাং এতৎসমুদয় বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে সম্ভবতঃ অনুমিত হয় যে, সময় জ্ঞাপক প্রথম শ্লোকটী সর্ব্ব প্রথমে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এবং

(১) "জ্যোতির্ব্বিদার্য্যবচনানি বিচার্য্য তেষাং
তাৎপর্য্য পর্য্যবসিতৌ প্রথনানুপূর্ব্যা।
বিপ্রপ্রসাদন বশানবসাদ-বুদ্ধি
র্নিশঙ্ক শঙ্কর নৃপ কুরুতে প্রযত্নম্"।

(২) Eggelings India office Catalogue, pt III.

(৩) Mss no II.

(৪) Raja Rajendra Lal Mitra's Notices of Sanscrit Mss. 1st Series. Vol I Page 151.

এজন্যই উহা দুইখানি পুস্তকে লিখিত হইয়াছে; পরন্তু শেষ শ্লোক দ্বয় উহারও পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিয়াই একখানি পুঁথি ব্যতীত অপর কোনও পুঁথিতে উহা প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। ভাণ্ডার কার যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাও ঐ একখানি ব্যতীত অপর কোনও পুঁথিতে পরিলক্ষিত হয় না। অদ্ভুত সাগরের আরও অনেকগুলি পুঁথি বিভিন্ন স্থানে সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। তাহার কোনও খানিতেই উক্ত শ্লোকটী উদ্ধৃত হয় নাই। অদ্ভুত সাগরের যে যে পুঁথি বিভিন্ন স্থানে সংগৃহীত হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল :—

ক। কাশ্মিরের রঘুনাথ মন্দিরের পুঁথি (১)।

খ। বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্ব-সংগৃহীত আর একখানি খণ্ডিত পুঁথি (২)।

গ। বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর পুঁথি (৩)।

ঘ। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পুথি (৪)।

ঙ। ইণ্ডিয়া আফিসের পুঁথি (৫)।

ইহার মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ দফার পুঁথিতে শ্লোকগুলি নাই।

ডাক্তার ভাণ্ডারকার বলিয়াছেন যে, মূলের অশুদ্ধতার জন্য অনেক

---

(১) Catalogue of Sanscrit Mss in Kashmir by M. A. Stain.

(২) Report on the Search of Sanscrit Mss in the Bombay Presidency, 1884—86. by R. G. Bhandarkar P. 84. No. 861.

(৩) Govt No 1193.

(৪) H. P. Shastri's Notices of Sanscrit Mss Vol II.

(৫) Indica Office Catalogue, pt III. No. 712.

গুলি শ্লোক বোধগম্য হয় না। আধুনিক হস্ত লিখিত পুঁথিতে অশুদ্ধির পরিমাণ এত বেশী যে তজ্জন্য কোন্ অংশ আসল এবং কোন্ অংশ প্রক্ষিপ্ত তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। এই কারণে আধুনিক পুঁথি গুলিকে প্রমাণ স্বরূপ ধরা যায় না।" সুতরাং দান সাগরের এবং অদ্ভুত সাগরের আধুনিক কালে লিখিত পুঁথির উপর নির্ভর করিয়া বল্লাল সেনের সময় নিরূপণ করা সমীচীন নহে!

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত অষ্টগ্রামের দত্ত বংশের কুর্ছিনামার শিরোদেশে নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটী কথা লিখিত আছে বলিয়া জানা যায়:—

"অষ্ট গ্রামের দত্ত বংশ।

শকাব্দাঃ ১০৬১। সন ৫৪৬, বঙ্গ গমন।

মাহে চন্দ্রর্ত্তু শূন্যাবনী সংখ্য শাকে, বল্লাল ভীতে। খল দত্তরাজ।

শ্রীকণ্ঠ নাম্না গুরুণা দ্বিজেন শ্রীমাননন্দ প্রব্রগাম বঙ্গং"॥

শ্লোকটী অশুদ্ধ বলিয়া পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় স্বদীয় "বল্লাল মোহমুদ্গর" গ্রন্থে শুদ্ধ করিয়া নিম্ন লিখিত রূপে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন:—

"চন্দ্রর্ত্তু শূন্যাবনি সংখ্যশাকে, বল্লালভীতঃ খলুদত্তরাজঃ।

শ্রীকণ্ঠ নাম্না গুরুণা দ্বিজেন, শ্রীমাননন্তঃ প্রব্রগাম বঙ্গং॥"

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় উহার শেষ চরণটীর, "শ্রীমান নন্তৌ বিজহৌ চ বঙ্গং" এইরূপ পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। কুর্ছিনামায় শ্লোকটী যে ভাবে লিখিত হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, লিপিকর সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন না। সুতরাং তাঁহার লিখিত শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া বল্লালের রাজত্বকাল নির্ণয় করা সমীচীন নহে।

কথিত আছে যে, মহারাজ বল্লাল সেন স্বীয় অধিকৃত রাজ্য, রাঢ়, বারেন্দ্র, বঙ্গ, ও বাগড়ি ও মিথিলা এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া

প্রত্যেক ভাগে এক এক জন শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত করেন। প্রধান প্রধান নদীর স্রোতগতি দ্বারা স্বভাবতঃ বা রাজকীয় রাজস্ব সুবিধা মতে আদায়ের জন্য এই পাঁচ ভাগে সমগ্র দেশ বিভক্ত হয় তাহা জানা যায় নাই। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে হেমিণ্টন সাহেব বল্লাল কৃত এই দেশ বিভাগের বিষয় সর্ব্ব প্রথম উল্লেখ পূর্ব্বক সীমা নির্দ্দেশ বিবরণ প্রকাশ করেন। তুর্কিগণ কর্ত্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে এই বিভাগ অব্যাহত ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই বলিয়া ব্লকম্যান সাহেব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বাঙ্গলাদেশ বল্লালের বহু পূর্ব্ব হইতেই যে রাঢ়, বঙ্গ, পুণ্ড, উপবঙ্গ প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত ছিল তাহা প্রথম অধ্যায়েই বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং বল্লাল সেনকে এই বিভাগের কর্ত্তা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। হেমিণ্টন সাহেব কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা জানা যায় না। বল্লালসেন গৌড়েশ্বর উপাধি গ্রহণ করিয়া গৌড়-বঙ্গে একাধিপত্য লাভ করিলে তিনি যে শাসন সৌকর্য্যার্থ বিভিন্ন প্রদেশের জন্য পৃথক শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহা অসম্ভব না হইলেও, অদ্যাপি তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। আনন্দভট্ট কৃত বল্লাল চরিতের পরিশিষ্টে লিখিত আছে।—

সাম্রাজ্য বিভাগ।

"দান সাগর গ্রন্থস্য প্রণেত্রা লিখিতস্তথা।
বিজয় সেনাত্মজশ্চৈব হেমন্ত সেন পৌত্রকঃ॥
বিখণ্ডিতং তেন রাজ্যং পঞ্চ খণ্ডেন তদ্ যথা।
বঙ্গ বাগড়ি বারেন্দ্র রাঢ়াশ্চ মিথিলা তথা।
রাঢ়ী দ্বিজ কায়স্থানাং নিয়ন্ত্রা কুলকর্ম্মণঃ॥
তেন সংস্থাপিতস্তত্র রাজধানী ত্রয়স্ততঃ।
সুবর্ণ গ্রামে গৌড়ে চ নবদ্বীপে বিশেষতঃ॥"

গোপালভট্ট বিরচিত মূল বল্লাল চরিতে ইহার কোনও উল্লেখ নাই। আনন্দভট্ট গোপালভট্টের বহুপরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কোন প্রমাণের বলে ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা জানা যায় না। সুতরাং পরবর্ত্তী কালে রচিত আনন্দ ভট্টের উক্তির উপর আস্থা স্থাপন করা সঙ্গত নহে।

সকলেই বলিয়া থাকেন যে মহারাজ বল্লাল সেনই বঙ্গদেশে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্ত্তক। এ কথা কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না। এ পর্য্যন্ত সেনরাজ গণের প্রদত্ত যে কয়খানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে ইহার কোনও উল্লেখ অথবা আভাসও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, "বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন, কেশবসেন ও বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসন সমূহে তাম্রশাসন গ্রাহী ব্রাহ্মণগণের উল্লেখকালে বল্লালসেন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

কৌলীন্যপ্রথা।

আভিজাত্যের কোন কথাই নাই। বল্লালসেন যদি গৌড় বঙ্গীয় সমাজে এইরূপ কোন নূতন বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়া থাকিতেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার কথা তাম্রপট্টে উৎকীর্ণ হইত। হয়ত বল্লাল সেনের ১১শ রাজ্যাঙ্কের পরে এই নূতন অভিজাত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু তাহা হইলে লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন-চতুষ্টয়ে এবং কেশব সেন এবং বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায় না কেন? * * * * বল্লালসেন সত্যই কৌলিন্য প্রথার প্রতিষ্ঠাতা কিনা তাহার সত্য প্রমাণ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। কৌলিন্যপ্রথা সম্ভবতঃ মুসলমান বিজয়ের বহু শতাব্দী পরে কয়েকজন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল। যদি কোন দিন প্রমাণ হয় যে সত্য সত্যই বল্লাল সেনের সময়ে কৌলিন্য প্রথার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে প্রাচীন অভিজাত-সম্প্রদায়কে বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী ও প্রাচীন পাল রাজবংশের পক্ষপাতী দেখিয়া বিজয় সেন

ব্রাহ্মণ, বৈদ্যও কায়স্থ জাতির মধ্যে অভিজাত্য সৃষ্টি করিবার জন্য সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তৎপুত্র বল্লাল সেনের সময়ে আদিশূর ও পঞ্চ ব্রাহ্মণাদি সম্বন্ধীয় উপাখ্যান সৃষ্টি করিয়া নূতন আভিজাত্য প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। মুসলমান আক্রমণে বৌদ্ধধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় না হইলে এই নবজাত সম্প্রদায় টিকিত কিনা সন্দেহ। দৈববলে শত্রুপক্ষ নিহত হইলে পাদপহীন দেশে আভিজাত্যের নবজাত বৃক্ষ বৃহদাকার প্রাপ্ত হইয়া দেশকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, ইহাই বোধ হয় ঐতিহাসিক সত্যরূপে প্রমাণিত হইবে।”

হরিমিশ্রের কারিকায় লিখিত আছে :—

"উত্তমেভ্যো দদৌ পূর্ব্বং মধ্যমেভ্যস্তু তো নৃপঃ।
অধমেভ্যো ভয়াৎ পশ্চাৎ শাসনং বিধিবৎদদৌ ॥
তাম্র পাত্রে কুলং লেখ্য শাসনানি বহূনি চ।
এতেভ্যো দত্তবান্ পূর্ব্বং কলৌ বল্লাল সেনকঃ ॥”

ইহা দ্বারাও বল্লালসেন যে কৌলিন্য প্রথার প্রবর্ত্তক তাহা প্রমাণিত হয় না।

উপনিষৎ, রামায়ণ, মহাভারত, স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থাদিতে প্রসঙ্গতঃ কুলীন অকুলীন শব্দের উল্লেখ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। প্রাচীন কালে যিনি বিদ্যা, সৌজন্য, বিনয়, সত্য ও আর্জ্জব প্রভৃতি নানা গুণ-বিভূষিত হইতেন, সমাজে তিনিই কুলীন আখ্যা প্রাপ্ত হইতেন। রামায়ণে রামচন্দ্র মহর্ষি জাবালিকে বলিতেছেন ;—

"নির্মর্য্যাদপুরুষঃ পাপাচার সমন্বিতঃ।
মানং ন লভতে সৎসু ভিন্নচারিত্র দর্শনঃ ॥
কুলীন মকুলীনং বা বীরং পুরুষমানিনম্।
চারিত্রমেব ব্যাখ্যাতি শুচিং বা যদি বা শুচিম্ ॥”

মানবধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা কুলের উৎকর্ষ সাধনোদ্দেশ্যে উত্তম কুলের সহিত কন্যাদানাদি কার্য্য করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন; হীন-কুল বর্জ্জন পূর্ব্বক উত্তম কুলের সহিত ক্রিয়া করিলে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হয় এবং তদ্বিপরীতাচরণে করিলে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় বলিয়া লিখিত হইয়াছে (১)। আবার অন্যত্র লিখিত হইয়াছে :—

"তন্মধ্যাত্তোদ্বহেৎ কন্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাং।
কুলে মহতি সম্ভূতাং হৃদ্যাং রূপ সমন্বিতাং॥"
১১—৭ অঃ।

"পুরুষাণাং কুলীনানাং নারীনাঞ্চ বিশেষতঃ।
মুখ্যানাঞ্চৈব রত্নানাং হরণে বধমর্হতি॥"
২৩৩—৮ অঃ।

ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে মনুর সময়েই মহৎকুল ও কুলীন বলিয়া সমাজ-পার্থক্য জন্মিয়াছিল।

অমর কোষে লিখিত আছে, "মহাকুল কুলীনার্য্য সভ্য সজ্জন সাধবঃ।" মহাকুল, কুলীন, আর্য্য, সভ্য, সজ্জন, সাধু শব্দ একার্থ বোধক। যাজ্ঞবল্ক্যে উল্লিখিত আছে :—

"মহোৎসাহঃ স্থূল লক্ষঃ কৃতজ্ঞো বৃদ্ধ সেবকঃ।
বিনীতঃ সত্ত্ব সম্পন্নঃ কুলীনঃ সত্যবাক্ শুচিঃ॥"
৩০৯—১ অঃ।

(১) "উত্তমৈরুত্তমৈর্নিত্যং সম্বন্ধানাচরেৎ সহ।
নিনীষুঃ কুলমুৎকর্ষমধমানধমাংস্ত্যজেৎ॥
উত্তমানুত্তমান্ গচ্ছন্ হীনান্ হীনাংশ্চ বর্জ্জয়ন্।
ব্রাহ্মণঃ শ্রেষ্ঠতামেতি প্রত্যবায়েন শূদ্রতাম্"।
মনু—৪ অঃ ২৪৪।২৪৫।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ ঘটকর্পর বলিয়াছেন ;—

"ধনৈর্নিষ্কুলীনাঃ কুলীনাভবন্তি, ধনৈরাপদো মানবানিস্তরন্তি।
ধনেভ্যঃ পরো বান্ধবোনাস্তি লোকে, ধনান্যর্জয়ধ্বং ধনান্যর্জয়ধ্বং॥"

কলাপ ব্যাকরণকার সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্যও লিখিয়াছেন,—

"ধনেন কুলম্।"

কেহ কেহ অনুমান করেন, "যাহারা বল্লাল সেনের তান্ত্রিক কুলাচারের সমর্থন করিয়াছিলেন, বল্লাল সেন তাঁহাদেরই সম্মান বাড়াইয়া তাঁহাদিগকে কৌলিন্য মর্য্যাদা প্রদান করেন। তন্ত্রের যে নববিধ আচার (১) আছে, বল্লাল সেন সেই আচার লক্ষ্য করিয়া কুলীনত্ব দেওয়ার নিয়ম করেন। হলায়ুধের "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব" গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, এই সময়ে রাঢ়ীও বরেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বেদের অনুশীলন হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল, এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তান্ত্রিক ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন ও শক্তির উপাসক হইয়াছিলেন" (২)। কিন্তু বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেন, কেশব সেন ও বিশ্বরূপ সেনের যে কয়খানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে তান্ত্রিক কোনও ক্রিয়াকাণ্ডের জন্য ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিবার কথা উল্লিখিত হয় নাই। বিশ্বরূপ ও কেশব সেন শ্রুতিপাঠের জন্যই ভূমিদান করিয়াছিলেন বলিয়া তাম্রশাসনে লিখিত আছে।

---

(১) "আচারো বিনয় বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম।
নিষ্ঠা বৃত্তি স্তপো দানং নবধা কুল লক্ষণম্॥"

(২) "অত্র চ কলৌ আয়ুঃ প্রাজ্ঞোৎসাহ শ্রদ্ধাদীনামল্পত্বাৎ তৎ কেবলং পাশ্চাত্যাদিভিঃবেদাধ্যয়ন মাত্রং ক্রীয়তে। রাঢ়ীয় বারেন্দ্রৈস্ত অধ্যয়নং বিনা কিয়দেকদেশ বেদার্থস্ত কর্ম্ম-মীমাংসা দ্বারেণ যজ্ঞেতি কর্ত্তব্যতাবিচারঃ ক্রিয়তে। নচৈ তেনাপি মন্ত্রকর্ম্মবেদার্থজ্ঞানম্ যত্ত তৎ পরিজ্ঞান এব শুভ কলয়। তদজ্ঞানে চ দোষঃ শ্রূয়তে"।

ঢাকুরে বল্লাল সেন সম্বন্ধে লিখিত আছে :—

"কাহাকে কুলীন পদ দিয়া বাড়াইল।
কাহার কুলীন পদ কাড়িয়া লইল" ॥

বৈদ্য কুলগ্রন্থকার চতুর্ভুজ বলিয়াছেন :—

"তেন হি ভূমিপালেন বল্লালেন মহাত্মনা।
স্থাপিতা কুলমর্য্যাদা সিদ্ধাদি বংশ জন্মনাং।
তুহি সেন প্রভৃতিনাং পুরাহি কৃত নিশ্চিতা" ॥

পালবংশীয় রাজা নয়পালের মহানসাধ্যক্ষ নারায়ণ দত্তের পুত্র চক্রপানি দত্ত ১০৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সুবিখ্যাত "চক্রদত্ত" গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি যে মহারাজ বল্লালসেনের বহু পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই চক্রপানি দত্ত আপনাকে "লোধ্রবলী কুলীন" বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন (১)।

সুতরাং বল্লাল সেন যে কৌলিন্য প্রথার প্রবর্ত্তক নহেন, তৎপূর্ব্বেও যে দেশে কৌলিন্য সংবিধান ছিল, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

বল্লাল সেন স্বয়ং বিদ্বান এবং বিদ্যার উৎসাহদাতা ছিলেন। তাঁহার রচিত "দানসাগর" ও "অদ্ভুতসাগর" অতি বিখ্যাত গ্রন্থ। দান সাগর গ্রন্থ ৭০ অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে ১৩৭৫ প্রকার দানের

(১) গৌড়াধিনাথ রসবত্যধিকারীপাত্র-
নারায়ণস্ততনয়ঃ সুনয়োঽন্তরঙ্গাৎ।
ভানোরনুপ্রথিত লোধ্রবলীকুলীনঃ
শ্রীচক্রপাণিরিহ কর্তৃপদাধিকারী। "
লোধ্রবলী কুলীনঃ—"লোধ্রবলী সংজ্ঞকঃদত্তকুলোৎপন্নঃ"
শিবদাস সেন।

প্রকার, সময় ও পাত্রাদির বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এই বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন কালে ব্রহ্ম, বিষ্ণু, বরাহ, অগ্নি, ভবিষ্য, মৎস্ত, কূর্ম্ম, আত্ম প্রভৃতি পুরাণ, সাম্ব, কালিকা, নন্দী, আদিত্য নরসিংহ, মার্কণ্ডেয়, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর প্রভৃতি উপ পুরাণ, গোপথ-ব্রাহ্মণ, রামায়ণ, মহাভারত, কাত্যায়ণ, জাবাল, সনন্দন, বৃহস্পতি, মনু, বশিষ্ঠ সংবর্ত্ত, যাজ্ঞবল্ক্য, গৌতম, যম, যোগীযাজ্ঞবল্ক্য, দেবল, বৌধায়ন, আঙ্গিরস, দানব্যাস, শঙ্খ, বৃহৎ বশিষ্ঠ, হারীত, পুলস্ত্য, শাতাতপ, আপস্তম্ভ, শাট্যায়ণ, মহাব্যাস, লঘুব্যাস, লঘুহারীত, ছান্দোগ্য-পরিশিষ্ট প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্র সমূহ হইতে প্রমাণ গ্রহণ করা হইয়াছে।

বল্লাল সেনের পাণ্ডিত্য।

অদ্ভুত-সাগরে বৃদ্ধগর্গ, গর্গ, পরাশর, বশিষ্ঠ, গার্গীয়, বার্হস্পত্য, বৃহস্পতি, ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, কঠশ্রুতি, আথর্বন, অদ্ভুত, অসিত, ষড়্বিংশ-ব্রাহ্মণ, ঋষিপুত্র, গার্গী, অথর্ব, কালাবলি, সূর্য্যসিদ্ধান্ত, বিংধ্যবাসি, বাদরায়ণ, উশনা, শালিহোত্র, বিষ্ণু গুপ্ত, সুশ্রুত, পালকাপ্য, দেবল, ভার্গবীয়, বৈদ্যবাপ্য, কাশ্যপ, নারদ, ময়ূর, চিত্র, চরক, যবনেশ্বর, বরাহমিহিরাচার্য্য, বসন্তরাজ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, স্কান্দ, ভাগবত, আত্ম, আগ্নেয়, মৎস্তপুরাণ, রামায়ণ, ভারতাখ্যান, হরিবংশ, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর প্রভৃতি শাস্ত্রকার ও শাস্ত্র সকলের প্রমাণ ব্যবহৃত হইয়াছে।

বল্লাল সেনের রচিত একটি শ্লোক সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে (১)।

---

(১) "বিরমতিমির সাহসাবমুক্তা-
দিশবপি নিরন্তরপাংশুতকং কিং।
বলয়তি স পূর্ব্বোদয়ো মহোর্মি-
রুত বিরহত্যুয়তাম সুধাংশু"।

বল্লাল সেনের সীতাহাটী তাম্রশাসন সদাশিব মুদ্রাদ্বারা মুদ্রিত করা হইয়াছে (১), এবং বল্লাল সেন পরম মাহেশ্বর বলিয়া উক্ত হইয়াছেন (২)। তাম্রশাসনোক্ত ভূমি "শ্রীবৃষভ শঙ্কর সংজ্ঞক" নলের দ্বারা পরিমান করা হইয়াছে (৩)। এই তাম্রশাসনে লিখিত আছে,—"ওঁ নমঃ শিবায়। সন্ধ্যা কালীন নৃত্যকার্য্যে ভেরী-নিনাদ-তরঙ্গ দ্বারা ক্রীড়াপরায়ণ অনন্ত রসার্ণব অর্দ্ধ নারীশ্বর মহাদেব আপনাদিগের মঙ্গল বিধান করুন। যাঁহার নারীরূপ অর্দ্ধাঙ্গে ললিত অঙ্গহার বলন দ্বারা এবং পুরুষাকার অর্দ্ধাঙ্গে ভীমোদ্ ভট নৃত্যবেগ দ্বারা বিবিধ অভিনয় চেষ্টা জয়যুক্ত হইতেছে" (৪)। সুতরাং ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বল্লালসেনদেব শৈব ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন (৫), "রাজত্বের প্রথম সময়ে বল্লাল সেন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। কথিত আছে যে, সিদ্ধি বা সাফল্য লাভের জন্য তিনি জনৈক চণ্ডাল তনয়াকে অসদভিপ্রায়ে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। চণ্ডাল রমণীর বক্ষের উপর উপবেশন পূর্ব্বক জপ করিলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায়

বল্লাল সেনের ধর্ম্মমত।

---

(১) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩১৭—২৩৩ পৃষ্ঠা।

(২) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩১৭—২৩৬ পৃষ্ঠা।

(৩) ঐ—২৩৭ পৃষ্ঠা।

(৪) "ওঁ নমঃ শিবায়"।

"সন্ধ্যা-তাণ্ডব-সন্বিধান-বিলসন্নান্দী-নিনাদোর্ম্মিভি-
র্নির্ব্যাজ-রসার্ণবো দিশতু বঃ শ্রেয়োর্দ্ধ-নারীশ্বরঃ।
যস্যার্দ্ধে ললিতাঙ্গহারবলনৈরর্দ্ধে চ ভীমোদ্ভট-
নাট্যারম্ভ-রসোল্লসদভিনয়-বৈবাস্ফুরদ্বৈভবঃ"।

সাহিত্য ১৩১৮, কার্ত্তিক, ৫২০ পৃষ্ঠা।

(৫) Introduction to Modern Budhism P. 21.

বলিয়া তারা বা বৌদ্ধ-শক্তির উপাসকগণ বিশ্বাস করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, রাজত্বের প্রারম্ভকালে বল্লাল সেন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী না হইলেও তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি অতিশয় আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু পরে, গাড়োয়াল প্রদেশান্তর্গত যোশীমঠ হইতে আগত সিংহগিরি নামক জনৈক শৈব সন্ন্যাসীর নিকট শৈব মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ব্রাহ্মণ প্রতিপালক হইয়াছিলেন"। পূজ্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মত বল্লাল চরিতের উপর প্রতিষ্ঠিত। বল্লালচরিত বল্লালের মৃত্যুর প্রায় তিন শত বৎসর পরে রচিত হইয়াছে এবং শাসনলিপির প্রমাণে বল্লালচরিতের লিখিত বিষয়গুলি সমর্থিত হয় নাই। সুতরাং বল্লাল চরিতের উপর নির্ভর করিয়া বল্লাল সেন সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সমীচীন নহে।

১৩১৭ বঙ্গাব্দে বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়া মহকুমার সন্নিকটবর্ত্তী সীতাহাটী নামক স্থানে বল্লাল সেনের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই তাম্রশাসন দ্বারা বল্লালসেনদেব তাঁহার একাদশ রাজ্যাঙ্কে রাজমাতা বিলাস দেবীর সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে হেমাশ্ব মহাদানের দক্ষিণাস্বরূপ বর্দ্ধমান-ভুক্তির অন্তঃপাতী উত্তররাঢ়া-মণ্ডলে বাল্লহিট্ঠ গ্রাম বরাহ দেব শর্ম্মার প্রপৌত্র, ভদেশ্বর দেবশর্ম্মার পৌত্র, লক্ষ্মীধর দেব শর্ম্মার পুত্র, ভরদ্বাজ গোত্রীয় সামবেদী-কৌথুম-শাখা-চরণানুষ্ঠায়ী শ্রীও বাসুদেব শর্ম্মাকে প্রদান করিয়াছিলেন (১)। বল্লাল সেন সম্ভবতঃ ১১১৮ অথবা ১১১৯ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করিয়াছিলেন।

বল্লাল সেনের পরে তদীয় পুত্র লক্ষ্মণসেন গৌড়-বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন। "অদ্ভুত সাগর" গ্রন্থে লিখিত আছে :—

"গঙ্গায়াং বিরচয্য নির্জ্জর পুরং ভার্য্যানুযাতোগতঃ।"

---

(১) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা, ১৭শ ভাগ, ২৩৭—২৪৮ পৃষ্ঠা।

ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন, বল্লাল সেন বৃদ্ধ বয়সে বানপ্রস্থাবলম্বনপূর্ব্বক স্বীয় তনয়ের হস্তে রাজ্য ভার সমর্পণ করিয়া ভার্য্যাসহ গঙ্গাতীরস্থিত নির্জ্জরপুর নামক স্থানে বাস করিতে থাকেন।

লক্ষ্মণ সেন।

দুর্লভমল্লিক-কৃত গোবিন্দচন্দ্র গীতের ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে, "নদীয়া জেলার বাঙ্গালা মানচিত্রে (১৮৬৮ খৃঃ অঃ) বর্ত্তমান নবদ্বীপের কিঞ্চিদধিক এক মাইল উত্তর পূর্ব্বে "বল্লাল সেনের পুরাতন দীঘি" লিখিত আছে, ইহার নিকটে বল্লাল, প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এরূপ প্রবাদ শ্রুতি গোচর হয়; অতএব বোধ হয়, এইস্থানে নির্জ্জরপুর ছিল"। আবার নির্জ্জরপুর শব্দের অর্থ স্বর্গপুর ধরিয়া কেহ কেহ উপরোক্ত শ্লোকের ভিন্নার্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাদের মতে উক্ত শ্লোকের অর্থ এই যে, বল্লাল সেন স্বর্গপুরে গমন করিলে তদীয় ভার্য্যা সহমৃতা হইয়াছিলেন। বল্লাল সেন যে বৃদ্ধ বয়সে অদ্ভুতসাগর গ্রন্থ রচনা করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন তাহা উক্ত গ্রন্থেই লিখিত হইয়াছে। যথা :——

"জ্যোতির্বিদার্য্য বচনানি বিচার্য্য তেষাং
তাৎপর্য্য পর্য্যবসিতৌ প্রথনানুপূর্ব্যা।
বিপ্র-প্রসাদনবশানবসাদ-বুদ্ধি
র্নিশংক শংকর নৃপঃ কুরুতে প্রবন্ধন্" ॥

তিনি অদ্ভুত সাগরের রচনা কার্য্য সম্পূর্ণ করিবার অবসর পাইয়া ছিলেন না; আরব্ধ কার্য্য অসম্পূর্ণাবস্থায় রাখিয়া স্বীয় পুত্র লক্ষ্মণ সেনকে উহা সম্পূর্ণ করিবার জন্য অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন :—

"গ্রন্থেঽস্মিন্নসমাপ্ত এব তনয়ং সাম্রাজ্য রক্ষা মহা-
দীক্ষা পর্ব্বণি দীক্ষাণান্নিজকৃতে র্নিষ্পত্তিমভ্যর্থ সঃ"।

সুতরাং অদ্ভুত সাগর রচনারম্ভের অত্যল্প কাল পরেই যে তাঁহার দেহাত্যয় হইয়াছিল, ইহাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

সেন বংশীয় নরপতিগণ মধ্যে বিজয় সেনের পরে লক্ষণ সেনের ন্যায় বিপুল পরাক্রমশালী নৃপতি আর কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। কেশব সেনের তাম্র শাসনে উক্ত হইয়াছে (১) :—

"বাহূ বারণহস্ত-কাণ্ড সদৃশৌ বক্ষঃ শিলা সংহতং
বাণাঃ প্রাণহরদ্বিষাং মদজল প্রস্যন্দিনো দন্তিনঃ।
যস্যৈতাং সমরাঙ্গণ-প্রণয়িনীং কৃত্বা স্থিতিং বেধসা
কো জানাতি কুতঃ কুতো ন বসুধা চক্রেঽনুরূপোরিপুঃ" ॥

অর্থাৎ লক্ষণ সেনের বাহুদ্বয় বারণ-হস্ত-কাণ্ড সদৃশ, বক্ষঃ শিলাবৎ সংহত, বাণ শত্রু প্রাণহর ছিল ; লক্ষ্মণের হস্তিগণ, মদজল ক্ষরণ করিত। বিধাতা ঐ সকলকে সমরোপযোগী করিয়া তাঁহার অনুরূপ রিপু যে কোন স্থানে সৃষ্টি করিয়া ছিলেন, তাহা কে জানে ?

লক্ষ্মণ সেন যে ধনুর্ব্বিদ্যা বিশারদ ছিলেন তাহা "সেক শুভোদয়া গ্রন্থে"ও উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি গঙ্গাতীরে শরাভ্যাস করিতেন এবং তাঁহার শর গঙ্গার অপর তীরে গিয়া পড়িত বলিয়া উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে।

লক্ষ্মণ সেন দেবের চারিখানি (২) তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে ; তন্মধ্যে একখানি সুন্দর বনের নিকট, একখানি দিনাজপুরের তর্পণ দীঘির নিকট, একখানি রাণাঘাটের নিকট আনুলিয়াগ্রামে এবং অপরখানি মাধাই নগরে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। প্রথমোক্ত তিনখানিই বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত হইয়াছে।

(১) J. A. S. B. New Series vol X Page. 100—101. Verse 13.

(২) সম্প্রতি লক্ষ্মণসেনের অপর একখানি তাম্রশাসন ২৪ পরগণার অন্তর্গত দক্ষিণ গোবিন্দপুর নামক স্থানে পাওয়া গিয়াছে।

সুন্দরবনের তাম্রশাসন:—ইহা জগদ্ধর দেবশর্ম্মার প্রপৌত্র, নারায়ণ দেব শর্ম্মার পৌত্র, নরসিংহ দেব শর্ম্মার পুত্র, গার্গ গোত্রীয় অঙ্গিরা, বৃহস্পতি শৈলগর্গ ভরদ্বাজ প্রবর ঋগ্‌বেদাশ্বালায়ন-শাখাধ্যায়ী কৃষ্ণধর দেব শর্ম্মাকে দেওয়া হইয়াছে। প্রদত্ত ভূমি পৌণ্ড্র বর্দ্ধন ভুক্ত্যন্তপাতী খাড়িমণ্ডলিকার মধ্যবর্ত্তী তল্লপুর চতুরক গ্রামে, পূর্ব্বে শান্ত্যশাবিক প্রভা শাসন সীমা, দক্ষিণে চিতাড়ি খাতার্দ্ধ সীমা, পশ্চিমে শান্ত্যশাবিক রামদেব শাসন পূর্ব্ব সীমা, উত্তরে শান্ত্য শাবিক বিষ্ণুপাণি গড়োলী কেশব গড়োলী ভূমি সীমা, চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন ভূমি নারায়ণ ভট্টারকের উদ্দেশে মাতা পিতা এবং স্বীয় পুণ্য ও যশোবৃদ্ধি-কামনায় প্রদত্ত হইয়াছে। শাসন ভূমি উগ্রমাধব পাদীয় হস্তাঙ্কিত দ্বাদশাধিক হস্ত দ্বারা মাপ করা হইয়াছিল (১)।

লক্ষ্মণ সেনের তাম্রশাসন

তাম্রশাসনে "সহ্‌-দশাপরাধ" শব্দ আছে। যে দশবিধ অপরাধ করিলে ভূমির নিষ্করত্ব রহিত অথবা উহা বাজেয়াপ্ত করা হইত উৎসৃষ্ট গ্রাম সম্বন্ধে গ্রহীতার সেই দশটি অপরাধও সহ্য করা হইবে, ইহাই "সহ্য দশাপরাধ" শব্দ দ্বারা সূচিত হইতেছে।

দিনাজপুরের তাম্রশাসন:—এই শাসন দ্বারা হুতাশন দেবের প্রপৌত্র, মার্কণ্ডেয় দেবশর্ম্মার পৌত্র, লক্ষ্মীধর দেবশর্ম্মার পুত্র, ভরদ্বাজ গোত্রীয় ভরদ্বাজ-অঙ্গিরা-বার্হস্পত্য-প্রবর সামবেদ-কৌথুমশাখা-চরণানুষ্ঠায়ী হেমাশ্ব-রথ-মহাদানাচার্য্য ঈশ্বর দেবশর্ম্মাকে পৌণ্ড্র বর্দ্ধন

(১) উগ্রমাধব এক দেবতার নাম। বোধ হয় মাপকাঠিটি দ্বাদশ হস্তের কিঞ্চিৎ অধিক ছিল এবং উহাতে উগ্রমাধব পাদীয় হস্ত অঙ্কিত থাকিত। সম্ভবতঃ উগ্রমাধবের মন্দিরের সন্নিকটবর্ত্তী কোন স্তম্ভের উচ্চতা-পরিমিত মানদণ্ড দ্বারা ভূমির দৈর্ঘ্যপ্রস্থ মাপ করা হইত।

ভুক্ত্যন্তঃপাতী পূর্ব্বে বুদ্ধবিহারী দেবতা নিকর দেয়াস্মণ ভূম্যাঢ়া বাপ পূর্ব্বালিঃ সীমা, দক্ষিণে নিচডহার পুষ্করিণী সীমা, পশ্চিমে নন্দি হরিপা কুণ্ডী সীমা, উত্তরে মোল্লাণখাড়ি সীমা, এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন বিল্লহিষ্টী গ্রামীয় ভূভাগ নারায়ণ ভট্টারকের উদ্দেশে মাতা পিতা এবং স্বীয় পুণ্যও যশোবৃদ্ধির জন্য হেমাশ্ব রথ মহাদানের দক্ষিণাস্বরূপ (১) প্রদত্ত হইয়াছিল। প্রদত্ত ভূমিতে সংবৎসরে দেড়শত কপর্দ্দক পুরাণ (২) মূল্যের শস্য উৎপন্ন হইত। রাজা লক্ষ্মণ সেন এক সময়ে যে স্বর্ণ, অশ্ব, রথ প্রভৃতি বিতরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, দান গৃহীতা ঈশ্বর দেবশর্ম্মা তদুপলক্ষে রাজার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। সেই দান ব্যাপারের দক্ষিণা স্বরূপ আচার্য্যকে বিল্লহিষ্টী গ্রামীয় ভূভাগ নিষ্কর উপভোগের জন্য প্রদান করেন। ১২৫ আড়ত ধান্যবীজ দ্বারা বৎসর বৎসর তাহার উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ হইত।

আনুলিয়ার তাম্রশাসন :—ইহা দ্বারা বিপ্রদাস দেবশর্ম্মার প্রপৌত্র, শঙ্কর দেবশর্ম্মার পৌত্র, দেবদাস দেবশর্ম্মার পুত্র, কৌশিক গোত্রীয় বিশ্বামিত্র-বন্ধুল কৌশিক-প্রবর যজুর্ব্বেদ কাণ্ব-শাখ্যাধ্যায়ী পণ্ডিত রঘুদেব শর্ম্মাকে শ্রীপুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্ত্যন্তঃপাতি ব্যাঘ্রতটীস্থিত পূর্ব্বে অশ্বত্থ বৃক্ষ সীমা, দক্ষিণে জলপিল্লী সীমা, পশ্চিমে শান্তিগোপ শাসন সীমা, উত্তরে

---

(১) লক্ষ্মণসেন হেমাশ্বরথ-মহাদানকর্ম্ম সুসম্পন্ন করিবার জন্য ভরদ্বাজগোত্রীয় ঈশ্বর দেবশর্ম্মাকে আচার্য্যপদে বরণ করিয়াছিলেন এবং আচার্য্য-দক্ষিণা প্রদান করিবার জন্যই সম্ভবতঃ তাঁহাকে এই তাম্রশাসনোক্ত ভূমি দান করিয়াছিলেন। সুবর্ণাশ্ব দান মহাদান নামে পরিচিত ছিল। তাহারই এক শ্রেণী হিরণ্যাশ্বরথ নামে কথিত হইত।

(২) পুরাণ একটি পারিভাষিক শব্দ ;—তাহা ষোড়শ পণের সমান, সেকালের রৌপ্য মুদ্রার সমকক্ষ যথা :—

"তে ষোড়শ স্যাদ্ধরণং পুরাণশ্চৈব রাজতঃ।
কার্ষাপণস্তু বিজ্ঞেয় স্তাম্রিকঃ কার্ষিকঃ পণঃ"।

মালামক-বাপী সীমা এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন মাথুরিয়া খণ্ড ক্ষেত্র নারায়ণ ভট্টারকের উদ্দেশে মাতা পিতা ও স্বীয় পুণ্য ও যশোবৃদ্ধি কামনায় প্রদত্ত হইয়াছে। শাসন ভূমিতে সম্বৎসরে একশত কপর্দ্দক পুরাণ মূল্যের শস্য উৎপন্ন হইত।

মাধাই নগরের তাম্রশাসন :—এই তাম্রশাসন দ্বারা দামোদর দেবশর্ম্মার প্রপৌত্র, রামদেবশর্ম্মার পৌত্র, কুমার দেবশর্ম্মার পুত্র, কৌশিক গোত্রীয় * * * * প্রবর অথর্ব্ব বেদ পৈপ্পলাদ শাখাধ্যায়ী গোবিন্দ দেবশর্ম্মাকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্ত্যন্তঃপাতি বরেন্দ্রের কান্তাপুরাবৃত্ত রাবণ সরসিক্তি স্থানে পূর্ব্বে চড়স্পসাপাটক পশ্চিম ভূঃসীমা, দক্ষিণে গয়নগর উত্তর ভূঃসীমা, পশ্চিমে গুণ্ডীস্থিরাপাটক পূর্ব্ব ভূঃসীমা এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন দাপনিয়া পাটক নারায়ণ ভট্টারকের উদ্দেশে মাতা পিতা এবং স্বীয় পুণ্য ও যশোবৃদ্ধি মানসে প্রদত্ত হইয়াছিল। শাসন গ্রামের বাৎসরিক আয় ১৬৮ "পুরাণ" (রৌপ্য মুদ্রা) ছিল।

চারিখানি তাম্রশাসনেই, তৃণ যুতি গোচরস্থ বা তৃণ যুতি গোচর পর্য্যন্ত, সসাট বিটপ, সজল স্থল, সগর্ত্তোষর, সগুবাক নারিকেল, ভূমির এক একটি বিশেষণ দৃষ্ট হয়। সমুদয় তাম্রশাসনেই চট্ট ভট্ট প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

লক্ষ্মণ সেনের তাম্রশাসনগুলি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাঁহার প্রদত্ত তাম্রশাসন মধ্যে অন্ততঃ তিনখানির (সুন্দর বনের, আনুলিয়ার এবং মাধাই নগরের) প্রতিগৃহিতা রাঢ়ীয় বা বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ নহেন। কারণ রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র পঞ্চ-গোত্র মধ্যে গার্গ ও কৌশিক গোত্রের উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ সুন্দরবনের তাম্রশাসনের প্রতিগৃহিতা গার্গ গোত্রীয় ঋগ্বেদাশ্বালায়ন শাখাধ্যায়ী কৃষ্ণধর দেবশর্ম্মা শাকদ্বীপি, আনুলিয়া ও মাধাইনগরের তাম্রশাসনের প্রতিগৃহিতা কৌশিক

গোত্রীয় যজুর্ব্বেদীয় কাণ্বশাখ্যাধ্যায়ী পণ্ডিত রঘুদেব শর্ম্মা ও কৌশিক গোত্রীয় অথর্ব্ব-বেদ পৈপ্পালাদ শাখাধ্যায়ী গোবিন্দ দেবশর্ম্মা বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। শাকদ্বীপি ও বৈদিক ব্রাহ্মণগণ মধ্যে বল্লাল সেন প্রবর্ত্তিত কৌলিন্য প্রথা প্রচলিত নাই। সুতরাং বল্লাল সেন কৌলিন্য প্রথার প্রবর্ত্তক হইলে তৎপুত্র লক্ষ্মণ সেন রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণকে উপেক্ষা করিয়া শাকদ্বীপি ও বৈদিক ব্রাহ্মণদিগকে ভূমি দান করিয়াছিলেন কেন তাহা ও একবার ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

মাধাইনগরের তাম্রশাসনে লক্ষ্মণ সেন "বিক্রমবশীকৃতকাপরূপাবনী-মণ্ডলৈক চক্রবর্ত্তী গৌড়েশ্বর" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। লক্ষ্মণ সেনের সময়ে বঙ্গীয়সেনা যে কামরূপ আক্রমণ করিয়াছিল, তাহার আভাস আসামে প্রাপ্ত কুমার বল্লভদেবের ১১০৭ শক সম্বতের (১১৮৪-৮৫ খৃষ্টাব্দের) তাম্রশাসন হইতেও প্রাপ্ত হওয়া যায় (১)। বল্লভদেবের পিতামহ রায়ারিদেব ত্রৈলোক্য সিংহের সময় বঙ্গাধিপতি কর্ত্তৃক কামরূপ আক্রান্ত হইয়াছিল। উক্ত তাম্রশাসনে লিখিত হইয়াছে,

কামরূপ জয়

"ভাস্করবংশ রাজতিলক রায়ারিদেব বঙ্গীয় মহাকায় করিবৃন্দের উপস্থিতি-নিবন্ধন বিষমযুদ্ধোৎসবে রিপুগণকে অস্ত্রচালনা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন" (২)। রায়ারিদেব বঙ্গীয় সেনা পরাজিত করিয়াছিলেন, একথা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। "সুতরাং মাধাইনগর-তাম্রশাসনে উক্ত "বিক্রম-বশীকৃত

---

(১) Epigraphia Indica vol V. Page 184.

(২) "যেনাপাস্ত-প্রমত্ত-শস্ত্র-সমরঃ সংগ্রাম ভূমৌ রিপু
শ্চক্রে যস্য করীন্দ্র-সঙ্ঘ-বিষয়ে সাটোপ-যুদ্ধোৎসবে।
যেনাত্যর্থবলঃ স্বকং সকলিত ত্রৈলোক্য সিংহো বিভিঃ
সোঽভূদ্ভাস্কর-বংশ-রাজতিলকো রায়ারি দেবো নৃপঃ"।

কামরূপঃ" নিরর্থক না হইতেও পারে (১)। বিজয়সেনের দেবপাড়া প্রশস্তিতে উক্ত হইয়াছে যে, বিজয়সেন কামরূপ জয় করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বিজয়সেনের কামরূপ জয় স্থায়ী হয় নাই। সম্ভবতঃ বিজয়সেনের রাজত্বের শেষভাগে অথবা বল্লালসেনের সময়ে কামরূপ-রাজ সেনবংশীয় নরপতিগণের অধীনতা পাশ ছিন্ন করিয়া স্বাতন্ত্র্যাবলম্বন করিয়াছিলেন, ফলে কামরূপ রাজ্য সেনরাজগণের হস্তচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল। এজন্যই লক্ষ্মণ সেনকে পুনরায় কামরূপ রাজ্য জয় করিতে হইয়াছিল। উমাপতি ধরের একটি শ্লোকে সম্ভবতঃ প্রাগ্-জ্যোতিষেন্দ্রের সহিত লক্ষ্মণ সেনের সংঘর্ষের বিষয়ই উল্লিখিত হইয়াছে (২)।

লক্ষ্মণ সেনের অন্যতম সভা কবি শরণ-রচিত দুইটি শ্লোকের মধ্যে (৩) একটিতে ঐতিহাসিক ইঙ্গিত রহিয়াছে। কবি উমাপতি ধর তিনটি

---

(১) গৌড়রাজ মালা ৬৭ পৃষ্ঠা।

(২) "গজেন্দ্রকরকণ্ড্মদগুরুমরন্দহিল্লোল লৌহিত্য খেল
বীচি বাচাল কালাচল বিপুল শিলাকেলিতল্পে নিষণ্ণাঃ।
কামিন্যঃ সৈনিকানাং বিধুত বিধুরতা শীতলো গীতবন্তে
যস্য প্রাগ্জ্যোতিষেন্দ্র প্রণতি পরিণতং পৌরুষং প্রস্তুবন্তি"।
J. A. S. B. 1906. Page 161.

(৩) (ক) "দেবঃ কুপ্যন্তু বা বিচিন্ত্য বিনয়ং প্রীতোস্তু বাধাবৃথৈ
র্যাহৃতিঃ প্রভুকীর্ত্তিরপ্রতিহতাং বক্তব্য়েবোচিতং।
সেবাভির্যদি সেন বংশ তিলকাধারাসাবনীয়াঃ স্থিরঃ
সত্যায়ু বিধায়িনঃ দুরন্তরন্তং কেন হার্য্যোমবঃ"।

(খ) রুক্মেপাদ্ গৌড় লক্ষ্মীং হরতি বিজয়তে কেলিযাত্রাং কলিঙ্গাং
চেতশ্চেদি ক্ষিতীন্দ্রো জপতি বিকপতে গর্ব্বমংস্থূলমেন্দু।
ম্লেচ্ছং প্রেঙ্খান্ বিকল্পং হরতি বিরমতে কামরূপাভিলাষং
কাশী (কর্ণ্ণঃপ্র) কর্ণ্ণ বিকাশং হরতি বিহরতে যুদ্ধ্যো।(মাধব) মাগধ।
J. A. S. B. 1906 Page 174.

শ্লোকে সেন বংশীয় কোনও রাজার সহিত কাশীবাসী প্রকৃতি-বৃন্দের, প্রাগ্‌জ্যোতিষেন্দ্রের এবং ম্লেচ্ছনরেন্দ্রের (১) সম্বন্ধের ইঙ্গিত করিয়াছেন। শরণ-রচিত এই শ্লোকটিতে যেন তাহারই সমর্থন করিতেছে। কবি উমাপতিধর বিজয় সেনের সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া লক্ষ্মণ সেনের সময়েও জীবিত ছিলেন, কিন্তু শরণ কবি লক্ষ্মণ সেনের সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়াই সুপরিচিত। গীতগোবিন্দেও শরণের উল্লেখ রহিয়াছে। সুতরাং লক্ষ্মণ সেন কর্ত্তৃক কামরূপে অভিযান প্রেরণের প্রসঙ্গ সম্ভবতঃ কাল্পনিক নহে।

১১৩৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রবলপরাক্রমশালী মগরাজ গলয় আরাকাণের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন (২)। বঙ্গেশ্বর উক্ত মগরাজকে পূজা করিতেন বলিয়া মগেরা প্রকাশ করিয়া থাকে। এই সময়ে লক্ষ্মণ সেন বঙ্গাধিপতি ছিলেন। তিনি দুর্ব্বল হস্তে শাসন দণ্ড পরিচালনা করেন নাই। সুতরাং পরাক্রান্ত সীমান্ত রাজ্যের সহিত লক্ষ্মণ সেনের সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নহে। আরাকাণবাসী মগগণ বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়া সময়ে সময়ে অশান্তি উৎপাদন করিত। সেনরাজগণের সময়ে এই উৎপাত প্রশমিত হইয়াছিল।

আরাকাণ রাজ ও লক্ষ্মণ সেন

মাধাইনগরের তাম্রশাসনের অন্যত্র লিখিত আছে, "যস্য কৌমারকেলিঃ কলিঙ্গেনাঙ্গনাভি * * *; অর্থাৎ লক্ষ্মণ সেন কলিঙ্গদেশীয় অঙ্গনাগণ সহ কৌমারকেলি করিয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্টই সূচিত হয় যে ইনি

---

(১) "সাধু ম্লেচ্ছ নরেন্দ্র সাধু ভবতো মাতৈব বীরপ্রসূ-
নীচেনাপি ভবদ্বিধেন বসুধা সুক্ষত্রিয়া বর্ত্ততে।
দেবে কুপ্যতি যস্য বৈরি পরিষদারাকমবেপুরঃ (?)
শস্ত্রং শত্রবিতি স্পৃশতি রসনা পত্রান্তরালে শিরঃ"।
J. A. S. B, 1906 Page 161,

(২) ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন—৪র্থ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, ১৫৩ পৃষ্ঠা।

কৈশোরাবস্থায়ই কলিঙ্গদেশ জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিজয় সেন কলিঙ্গ জয় করিয়া গঙ্গবংশীয় কলিঙ্গাধিপতি চোরগঙ্গের সহিত মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হইলেও বিজয় সেনের মৃত্যুর

কলিঙ্গবিজয়

পর সম্ভবতঃ চোরগঙ্গ সেন রাজগণের প্রতিকূলাচরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিজয়সেনের জীবিতাবস্থায় বিরুদ্ধভাব প্রদর্শন করিতে সাহসী হন নাই। ফলে, পিতা বল্লাল সেনের আদেশে কুমার লক্ষ্মণ সেনই হয়ত কলিঙ্গাভিযানে গমন করিয়াছিলেন। শরণ বিরচিত একটি শ্লোকেও সেনবংশীয় রাজার কলিঙ্গে কেলি করিবার কথা উল্লিখিত হইয়াছে (১)।

লক্ষ্মণ সেনের এবং বিশ্বরূপ সেনের প্রশস্তিকার, লক্ষ্মণ সেন কর্তৃক কাশিরাজের (কান্যকুব্জ রাজের) পরাজয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। কান্যকুব্জরাজ গোবিন্দচন্দ্র দেব ১১৪৬ খৃষ্টাব্দে মগধ

গোবিন্দচন্দ্র ও লক্ষ্মণ সেন

আক্রমণ করিয়া মুদ্গগিরি পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন (২)। দুর্ব্বল মগধরাজ্যের প্রান্ত প্রদেশ লইয়া তৎকালে "অঙ্গেশ" পালরাজগণ, বঙ্গেশ্বর সেন রাজগণ এবং কান্যকুব্জাধিপতি গোবিন্দচন্দ্র সর্ব্বদাই যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকিতেন, সুতরাং কান্যকুব্জরাজ দুর্ব্বল মগধরাজ্যে আপতিত হইলে, লক্ষ্মণ সেনের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নহে। এই বিরোধের ফলে হয়ত লক্ষ্মণ সেন বিজয় লাভ করিয়া গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

---

(১) J. A. S. B. 1906 Page 174.

(২) ১২০২ বিক্রমাব্দের বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষে অক্ষয় তৃতীয়ায় গোবিন্দচন্দ্র দেব মুদ্গগিরিতে গঙ্গাস্নান করিয়া জনৈক ব্রাহ্মণকে একখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহাদ্বারা তাঁহার মগধ অধিকারের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।
Epigraphia Indica vol vii P. 98.

বিশ্বরূপ সেন এবং কেশব সেনের তাম্রশাসন দ্বয়ে লিখিত আছে, লক্ষ্মণ সেন, দক্ষিণ সমুদ্রের বেলাভূমিতে মুষলধর ও গদাপাণির সংবাস বেদীতে, অসিবরুণার গঙ্গাসঙ্গম-বারাণসীক্ষেত্রে, ব্রহ্মার পবিত্র যজ্ঞক্ষেত্র ত্রিবেণীতে, যজ্ঞযূপের সহিত সমর বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন (১)। এত দ্বারা অনুমিত হয় যে, লক্ষ্মণ সেন একদিকে ত্রিবেণী এবং বিশ্বেশ্বরের ক্ষেত্র (বারাণসী) এবং অপর দিকে দক্ষিণ সমুদ্রের তীরস্থিত জগন্নাথক্ষেত্র (মুষলধর গদাপাণি সংবাসবেদ্যাং) পর্য্যন্ত তদীয় বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ইহা প্রশস্তিকারকের অতিশয়োক্তি মাত্র, এই সকল জয়স্তম্ভ প্রয়াগ, কাশী ও পুরীর পরিবর্ত্তে কবির কল্পনা দ্বারা প্রস্তুত হইয়া কেশব সেন এবং বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনে স্থাপিত হইয়াছে। এই সময়ে প্রয়াগ ও বারাণসীক্ষেত্র কান্যকুব্জাধিপতি গাহড়বালবংশীয় গোবিন্দচন্দ্রের এবং জগন্নাথক্ষেত্র কলিঙ্গাধিপতি গঙ্গবংশীয় অনন্তবর্ম্মা চোরগঙ্গের শাসনাধীনে ছিল। উমাধিপতি ধর বিরচিত একটি শ্লোকেও কাশীবিজয়ের ইঙ্গিত রহিয়াছে বলিয়াই মনে হয় (২)।

লক্ষ্মণ সেনের জয়স্তম্ভ

---

(১) "বেলায়াং দক্ষিণাব্ধের্মুষলধরগদাপাণি সংবাসবেদ্যাং
ক্ষেত্রে বিশ্বেশ্বরস্য স্ফুরদসি বরণাশ্লেষ গঙ্গোর্ম্মিভাজি।
তীরোৎসঙ্গে ত্রিবেণ্যাঃ কমলভবমখারম্ভ নির্ব্যাজপূতে
যেনোচ্চৈর্যজ্ঞযূপৈঃ সহ সমর জয়স্তম্ভ মালান্যধায়ি"।
Journal of the Asiatic Society of Bengal 1896. Pt I P. 11.

(২) "যথাহং নারীণামনিলধুলিতং কেতক দলং
কলাবিন্দোরুল্লাসঃ পরিণতি বিশীর্ণং জলরুহং।
নিরীক্ষ্যন্তে যত্র ক্বচ নিভৃতমালোকচকিত কটা-
ক্ষৈঃ [illegible] কাশীজনপদাঃ"।

J. A. S. B, 1906, Page 161.

বিষ্ণুপাদ-মন্দিরের উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, পালবংশীয় গোবিন্দপালদেব ১১৬১ খৃষ্টাব্দে বা তন্নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন (১)। উক্ত লিপিদ্বারা ইহাও প্রমাণিত হইতেছে যে, একদা গয়া, গোবিন্দ পালদেবের রাজ্যভুক্ত ছিল। সম্ভবতঃ লক্ষ্মণসেনই তাঁহার নিকট হইতে গয়া জয় করিয়া লইয়াছিলেন। ৫১ ও ৭৪ লক্ষ্মণ সম্বতে উৎকীর্ণ বুদ্ধগয়া-লিপিদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ঐ সময়ে গয়া প্রদেশ সেনরাজগণের রাজ্যভুক্ত ছিল, কারণ তাহা না হইলে অশোকচল্ল দেবের ন্যায় একজন বিদেশী নরপতি লক্ষ্মণাব্দ ব্যবহার করিতেন না।

গৌড়ীয় গোবিন্দ পাল ও লক্ষ্মণ সেন

বল্লাল সেনের মৃত্যু এবং লক্ষ্মণ সেনের সিংহাসনারোহণ কোন সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। আমাদের বিবেচনায় ১১১৯ খৃষ্টাব্দে, বল্লাল সেনের মৃত্যুর পরে, লক্ষ্মণসেন পৈত্রিক সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন ; কারণ, লক্ষ্মণ সংবতের আরব্ধকাল নির্ণীত হওয়ায় প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ১১১৯ খৃষ্টাব্দেই লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হইয়াছিল।

লক্ষ্মণসম্বতের সূচনা এবং প্রচলন সম্বন্ধে নানাবিধ মত প্রচারিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু লক্ষ্মণসংবতের আরব্ধকাল সম্বন্ধে পূর্ব্বে মতভেদ থাকিলেও মিঃ বিভারিজ (২) ও ডাক্তার কীলহর্ণের (৩) সুযুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধদ্বয় এবং আকবর নামায় উল্লিখিত একখানি ফারমানের তারিখ হইতে (৪) প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, লক্ষ্মণসম্বৎ ১১১৯ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যারম্ভকাল হইতে গণিত।

লক্ষ্মণসম্বৎ

(১) J. R. A. S. vol III No 18.

(২) The Era of Lachhman Sen—H. Beveridge :— J. As. B. 1888. Part I Page 2.

(৩) Indian Antiquary vol XIX P. 1.

(৪) "In the Country of Bang (Bengal) dates are

লক্ষ্মণ সেনের প্রচলিত অব্দ "লক্ষ্মণাব্দ", "লক্ষ্মণসংবৎ" বা "ল সং" নামে পরিচিত। মুসলমান বিজয়ের পরে এই অব্দ বহুকাল মিথিলায় ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং বর্ত্তমান সময়েও ইহা সময়ে সময়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। লক্ষ্মণাব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে নিম্নলিখিত পাঁচটি বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে :—

১ম :—প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্ শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মতে সামন্ত সেন রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করিয়া এই নূতন অব্দ গণনার সৃষ্টি করেন এবং পরে ইহা লক্ষ্মণ সেনের নামে প্রচলিত হয় (১)।

২য় :—তিব্বতদেশীয় ঐতিহাসিক লামা তারানাথের মতে লক্ষ্মণাব্দ হেমন্ত সেনের রাজ্যাভিষেককাল হইতে গণিত হইতেছে (২)।

৩য় :—ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত ভিন্সেণ্টস্মিথের মতে বিজয় সেনের রাজ্যাভিষেককাল হইতে লক্ষ্মাণাব্দ গণিত হইতেছে (৩)।

৪র্থ :—গৌড়রাজমালার লেখক বলেন, "পাল ও সেন রাজগণের সময় গৌড়মণ্ডলে শকাব্দ বা বিক্রম সম্বৎ প্রচার লাভ করিয়াছিল না, নৃপতিগণের বিজয় রাজ্যের সম্বৎসরই প্রচলিত ছিল। পাল এবং সেন বংশের রাজ্য নষ্টের পর, কিছু দিন "বিনষ্ট রাজ্যের" বা "অতীত রাজ্য" সম্বৎ ব্যবহৃত হইয়াছিল। তাহার পরে, প্রচলিত অব্দের অভাব পূরণের

Calculated from the begining of the reign of Lachhman Sen. From that period till now there have been 465 years"—Akbar Nama, Ed. Bibliotheca Indica vol II. P. 13.

(১) J. A S. B. New Series vol I P. 50.

(২) Early History of India, 3d Edition P. 418.

(৩) Ibid Page 418—19.

জন্য লক্ষ্মণাব্দ উদ্ভাবিত হইয়া থাকিবে" (১)। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু লঘুভারতের একটি শ্লোকের (২) উপর আস্থা স্থাপন করিয়া অনুমান করেন যে, বল্লাল নবজাত কুমারের নামে তাহার জন্ম দিন হইতে এই সম্বৎ গণনার আরম্ভ করিয়াছিলেন (৩)। এই মতানুসারে লক্ষ্মণাব্দ দুইটি। প্রথমটি ১১১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে লক্ষ্মণসেনের জন্ম হইতে গণিত হইয়াছে, এবং দ্বিতীয়টি ১২০০ খৃষ্টাব্দ হইতে মুসলমান বিজয়কাল হইতে গণিত হইয়াছে। সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত নলিনী কান্ত ভট্টশালী ও এই মত সমর্থন করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, দ্বিতীয় লক্ষ্মণাব্দই বর্ত্তমান সময়ে "পরগণাতি সন" বা "সন বল্লালি" নামে বিক্রমপুরে প্রচলিত আছে (৪)।

৫ম :—ডাক্তার কিলহর্ণের মতানুসারে লক্ষ্মণাব্দ ১১১৯ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেনের অভিষেক কাল হইতে গণিত হইয়াছে (৫)। পূজ্যপাদ প্রবীণ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় (৬) এবং প্রত্নতত্ত্ব-বিশারদ শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় (৭) এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

---

(১) গৌড়রাজ মালা—৬৪ পৃষ্ঠা।

(২) "প্রবাদঃ শ্রূয়তে চাত্র পারম্পর্য্যীণবার্ত্তয়া।
মিথিলে যুদ্ধ যাত্রায়াং বল্লালোঽভূন্মৃত-ধ্বনিঃ।
তদানীং বিক্রমপুরে লক্ষ্মণো জাতবানসৌ।"

লঘুভারত।

(৩) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, (রাজন্যকাণ্ড) ৩৫১—৫২ পৃষ্ঠা।

(৪) Dacca Review, 1912 P 88—93,

সুহৃৎ—১৩২০—ফাল্গুন।

(৫) Indian Antiquary Vol XIX. P. 1

(৬) বঙ্গ দর্শন (নবপর্য্যায়) ১৩১৫, পৌষ, ৪৪৪—৪৪৫।

(৭) J. A. S. B. new Series Vol. 9—P—271.

শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, (১) "যে অব্দের নাম লক্ষ্মণাব্দ, তাহা লক্ষ্মণ সেনের কোন পূর্ব্বপুরুষ কর্ত্তৃক প্রচলিত হইতে পারে না। ভারতবর্ষের ইতিহাসে কোন রাজবংশের কোন উত্তর পুরুষ, পূর্ব্বপুরুষ-প্রচলিত অব্দ স্বনামে পুনঃ প্রচলিত করেন নাই। সুতরাং প্রমাণাভাবে লক্ষ্মণাব্দকে সামন্তসেন, হেমন্তসেন, বিজয়সেন অথবা বল্লাল সেন কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত অব্দ বলা যাইতে পারে না। আর্য্যাবর্ত্ত বা দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে এক রাজা কর্ত্তৃক একাধিক অব্দ প্রচলনের একটিও দৃষ্টান্ত অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায় না। কোন রাজ্য ধ্বংসের কাল হইতে একটি অব্দ গণিত হইবার দৃষ্টান্তও ভারতের ইতিহাসে নাই"। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী তারিখ-যুক্ত যে সকল লিপি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে "অতীত" বা তদনুরূপ কোন শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই (২)। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের সিদ্ধান্ত প্রবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং উক্ত প্রবাদের প্রকৃত ঐতিহাসিক মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া পরে উহা প্রমাণরূপে গ্রহণ করাই সঙ্গত। যদি লঘু ভারতের লিখিত প্রবাদকেই ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তবে ১৮১০ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার বুকানন পূর্ণিয়া জেলার প্রাচীন বিবরণ সংগ্রহ উপলক্ষে স্থানীয় লোকের মুখে রাজা লক্ষ্মণ সেনের মিথিলা বিজয় হইতে বিজয়ী নরপতি কর্ত্তৃক এই অব্দ প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া যে প্রবাদ শ্রবণ করিয়াছিলেন তাহাই বা গৃহীত হইবে না কেন?

লক্ষ্মণ সেন প্রজাবৎসল নরপতি ছিলেন। এমতাবস্থায় উক্ত নরপতির দেহত্যাগ বা সিংহাসন-চ্যুতিকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্ত যে

---

(১) বাঙ্গালার ইতিহাস—শ্রীরাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, ৩০০—৩০১ পৃষ্ঠা।

(২) J. A. S. B. Vol I. new Series Page 45.

একটি অব্দের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না; বিশেষতঃ কোন রাজার মৃত্যুকাল হইতে বৎসর গণনা করিবার প্রথা অশ্রুত পূর্ব্ব।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-সম্পাদিত "Notices of Sanskrit Mss" (in the Durbar Library, Nepal) গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, চারিখানি হস্ত লিখিত প্রাচীন পুঁথিতে, "অব্দে লক্ষ্মণ সেন ভূপতি মতে" (১), "লক্ষ্মণাব্দে" (২), "গত লক্ষ্মণ সেন দেবীয়" (৩), এবং "গত লক্ষ্মণ সেন বর্ষে" (৪), লিখিত আছে।

এ স্থলে "মতে" শব্দটী নিরর্থক বলিয়া মনে হয় না। "মতে" শব্দ ব্যবহার হওয়ায় স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে লক্ষ্মণাব্দ লক্ষ্মণ সেন কর্ত্তৃকই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বল্লাল সেন বা সামন্ত সেন কর্ত্তৃক হয় নাই. এবং উহা যে লক্ষ্মণ সেনের রাজ্য লাভ এবং সিংহাসন প্রাপ্তির সময় হইতেই প্রচলিত ও প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। যদি লক্ষ্মণাব্দ লক্ষ্মণসেনের রাজ্য প্রাপ্তির সময় হইতে প্রবর্ত্তিত না হইয়া থাকে, তবে তাঁহার রাজ্য প্রাপ্তির পর হইতেও আর একটী অব্দের কল্পনা করিতে হয়। কারণ লক্ষ্মণসেনের যে কয়খানি তাম্রশাসন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে অন্ততঃ তিন খানিতেও তারিখ ব্যবহৃত হইয়াছে। ঐ তারিখ গুলিকে লক্ষ্মণাব্দ বলিয়া স্বীকার না করিলেও রাজ্যাঙ্ক বলিয়া গ্রহণ না করিয়া উপায় নাই। সুতরাং এক রাজার সময়ে দুই প্রকার অব্দ প্রচলিত থাকা প্রমাণিত হইতেছে।

(১) Mss 787 খ, Page 22.
(২) Mss. 1577 ঘ, Page 33.
(৩) Mss 1113 ঙ, Page 35,
(৪) Mss. 13616. Page 51.

ইহাতে রাজকার্য্য এবং প্রজাপুঞ্জের বিবিধ বৈষয়িক ব্যাপারেও গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা। এই সমুদয় বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে লক্ষ্মণাব্দ এবং তদীয় রাজ্যাঙ্ক যে একই সময় হইতে আরব্ধ হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকেনা।

বুদ্ধগয়ায় দুইখানি শিলালিপির (১) উপসংহারে লিখিত আছে :—
১ম—"শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনস্যাতীতরাজ্যে সং ৫১ ভাদ্র দিনে ২৯।"
২য়—"শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবপাদানামতীতরাজ্যে সং৭৪ বৈশাখ বদি ১২ গুরৌ।"
"শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেনস্যাতীত রাজ্যে সং৫১"—ইহার অর্থ লক্ষ্মণ সেনের রাজ্য লুপ্ত হওয়ার পর হইতে গণিত ৫১ সংবতে, অথবা লক্ষ্মণ সেনের রাজ্য লাভ হইতে গণিত ৫১ সম্বতে, অথচ লক্ষ্মণ সেনের রাজ্য লোপের পরে। প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাক্তার কীলহর্ণ এক সময়ে শেষোক্ত অর্থ গ্রহণ করিয়া, সং ৫১=১১২০+৫১=১১৭১ খৃষ্টাব্দ ধরিয়াছিলেন। কিন্তু পরে, মত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। রাখাল বাবু কিলহর্ণের পরিত্যক্ত মতই বজায় রাখিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছেন।

গয়া জেলায় অশোক চল্ল দেবের নামাঙ্কিত যে চারিখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, উপরোক্ত শিলালিপি দ্বয় তাহারই অন্তর্ভুক্ত। অপর

অশোক-চল্লদেবের শিলালিপি-চতুষ্টয়

দুইখানির মধ্যে একখানিতে তারিখ নাই, অন্য-খানি ১৮১৩ নির্ব্বাণাব্দে উৎকীর্ণ। আমরা এই চারিখানি শিলালিপির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব ; কারণ এই শিলালিপি চতুষ্টয়ের তারিখ নির্ণীত হইলে বাঙ্গালার ইতিহাসের একটি বিবদমান বিষয়ের সুমীমাংসা হইবে।

---

(১) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৭শ ভাগ, ২১৪ ও ২১৬ পৃষ্ঠা।

১ম। গয়ার বিষ্ণু পাদ-মন্দিরের সন্নিকটবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র সূর্য্য মন্দিরের গাত্রে-সংলগ্ন ১৮১৩ নির্ব্বাণাব্দে উৎকীর্ণ লিপি (১)। এই লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, কমাদেশাধিপতি পুরুষোত্তম সিংহ, বৌদ্ধ ধর্ম্মের পতনোন্মুখ অবস্থা সন্দর্শন করিয়া উহার পুনরুদ্ধার করে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি পার্শ্ববর্ত্তী সপাদলক্ষ পর্ব্বতের রাজা অশোক চন্দ্রদেব এবং ছিন্দরাজের সাহায্যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। রাজা পুরুষোত্তম সিংহ স্বীয় তনয়া রত্নশ্রীর গর্ভজাত মাণিক্য সিংহের মঙ্গল কামনায় একটি "গন্ধকুটী" মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত মন্দির পুরুষোত্তমের গুরু শ্রমণ ধর্ম্ম রক্ষিতের অধ্যক্ষতায় নির্ম্মিত হয় (২)। পণ্ডিত ভগবান লাল ইন্দ্রজী এই শিলালিপির অক্ষরমালা দ্বাদশ শতাব্দীর উৎকীর্ণ বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন।

২য়। দ্বিতীয় শিলালিপির অক্ষর সমূহ দ্বাদশতাব্দীর উত্তর ভারতীয় পূর্ব্বাঞ্চল-প্রচলিত বর্ণমালার অনুরূপ (৩)। এই শিলালিপির মর্ম্ম এই যে, কতিপয় রাজপাদোপজীবীর প্রার্থনানুসারে রাজা অশোক চন্দ্রদেব মহিপূকাল প্রহিত্য বিহার নামক এক মন্দির প্রস্তুত করেন ও তাহাতে বুদ্ধ প্রতিমা স্থাপিত করেন এবং যাহাতে মহাবোধিস্থিত সিংহল দেশীয় সংঘেরা দীপ-সমন্বিত-চৈত্যত্রয়-বিশিষ্ট নৈবেদ্য প্রত্যহ দিতে পারেন, তাহারও ব্যবস্থা করেন। এই লিপিখানিরই শেষ দুই পংক্তিতে লিখিত আছে :—

(১) A. S. R. Vol III. P. 126 part XXXV :—
Indian Antiquary Vol X. P. 341.
বঙ্গদর্শন ১৩১৬,—৪৭৩ পৃষ্ঠা।

(২) "ভগবতি পরি নির্বৃতে সম্বৎ ১৮১৩ কার্ত্তিক বদি ১ বুধে।"
Indian Antiquary Vol X. Page

(৩) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩১৭, ২১৩ পৃষ্ঠা।

"শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেনস্যাতীত রাজ্যে সং ৫১ ভাদ্রদিনে ২৯।"

৩য়। ইহার বর্ণমালাও দ্বিতীয় শিলালিপির অনুরূপ। এই শিলালিপি খানি বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী সহজপাল নামক জনৈক ক্ষত্রিয়ের মানসিক দানের নিদর্শন। সহজপাল খস-দেশাধিপতি মহারাজ অশোক চল্লের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমার দশরথের একজন কর্ম্মচারী ছিলেন। এই শিলালিপির সময়-জ্ঞাপক পংক্তি এইরূপ :—

"শ্রীমল্লক্ষণসেনদেবপাদানামতীত রাজ্যে সং ৭৪ বৈশাখ বদি ১২ গুরৌ"।

৪র্থ। এই লিপি খানিতে তারিখ নাই। কিন্তু ইহাতেও "রাজশ্রী অশোগচল্ল দেবের" নাম উল্লিখিত হইয়াছে। "বুদ্ধকে নমস্কার জানাইয়া লিপিখানি আরম্ভ করা হইয়াছে, এবং সম্ভবতঃ ইহাতে কোনও দানের কথাই লিপিবদ্ধ আছে। তাম্রশাসনাদিতে যেমন দানের নিয়মাদির উল্লেখ দেখা যায়, এই লিপির চতুর্থ ও পঞ্চম পংক্তিতে সেইরূপ উল্লেখ আছে এবং অষ্টম পংক্তিতে অশোক চল্লদেব ও তাঁহার ধর্ম্ম রক্ষিতের ও উল্লেখ আছে।" এই ধর্ম্ম রক্ষিতের নাম প্রথম শিলালিপিতেই পাওয়া গিয়াছে। চতুর্দ্দশও পঞ্চদশ পংক্তিতে সিংহল দেশীয় স্থবির গণের উল্লেখ আছে। এই স্থানেই সাধনিক ব্রহ্মচাট ও মাণ্ডলিক সহজপাল নামক দুইজন রাজ কর্ম্মচারীর উল্লেখ আছে। তৃতীয় শিলালিপিতেও উহাদের নাম করা হইয়াছে। "সহজপাল, যিনি পরে কুমার দশরথের ধনাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন, তাঁহার পিতার নামই ব্রহ্মচাট। তৃতীয় শিলালিপিতে "চাট ব্রহ্ম" বলিয়া লিখিত হইয়াছে (১)।

শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত চারিখানি শিলালিপির

---

(১) বঙ্গ দর্শন, মাঘ, ১৩১৬। J. A. S. B.—1914.—March.

লিখিত অশোক চল্ল একই ব্যক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন (১)। সুতরাং এই লিপি চতুষ্টয়ের তারিখ গুলি যে খুব কাছাকাছি সময়ের তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, এই শিলালিপি চতুষ্টয় মধ্যে তিন খানিতে তারিখ দেওয়া আছে; এবং তন্মধ্যে এক থানিতে ১৮১৩ নির্ব্বাণাব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত নলিনী-কান্ত ভট্টশালী এম্. এ মহাশয় নির্ব্বাণাব্দের উপর নির্ভর করিয়া শিলালিপির তারিখ ঠিক করিয়াছেন। শ্রদ্ধাস্পদ

নির্ব্বাণাব্দ

শ্রীযুক্ত গুণালঙ্কার মহাস্থবির সম্পাদিত জগজ্জ্যোতি পত্রিকার আবরণ পত্রে নির্ব্বাণাব্দ ব্যবহৃত হই-য়াছে; তাহা হইতে নলিনী বাবু প্রতিপন্ন করিতে চান যে, "১৯১১ খৃষ্টাব্দ = ২৪৫৫ বুদ্ধাব্দ। সুতরাং ১৮১৩ নির্ব্বাণাব্দ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ২৪৫৫—১৮১৩ = ৬৪২ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে; কাজেই ১৮১৩ নির্ব্বাণাব্দ ১৯১১—৬৪২ = ১২৬৯ খৃষ্টাব্দের সমান। এই ১২৬৯ খৃষ্টাব্দ, ৫১ অতীত-রাজ্য-সন এবং ৭৪ অতীত-রাজ্য-সন পরস্পরের খুব নিকটবর্ত্তী। সুতরাং ডাঃ কীলহর্ণ ও রাখাল বাবু "অতীত রাজ্যে" শব্দটার অর্থ যাহা ধরিয়াছেন তাহা ঠিক নহে। "অতীত রাজ্যে" শব্দটার প্রকৃত অর্থ, "রাজ্যে অতীতে সতি," রাজ্য অতীত অথবা বিনষ্ট হইয়া গেলে পর। রাজ্য বিনষ্ট হইবার পর একপঞ্চাশৎ এবং চতুঃসপ্ততিতম বৎসর যখন ১২৬৯ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী তখন মিনহাজ যে লিখিয়াছেন যে, ১২০০ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেনের রাজ্যনাশ হইয়াছিল, তাহাই ঠিক। ১৮১৩ নির্ব্বাণাব্দ ১২৬৯ খৃষ্টাব্দ অথবা ৬৯ অতীত রাজ্য-সন একই এবং এই ৬৯ অতীত-রাজ্য-সন ঠিক ৫১ ও ৭৪ অতীত রাজ্যের বৎসরের মধ্যে পড়িতেছে" (২)।

(১) বঙ্গ দর্শন ১৩১৬, মাঘ ৪৭৪ পৃষ্ঠা।

(২) প্রতিভা ১৩১৮, পৌষ, ৪৭৪—৪৭৫ পৃষ্ঠা।

নলিনী বাবু অনুমান করিয়াছেন যে, বুদ্ধদেবের মৃত্যুকাল সম্বন্ধে সপ্তম শতাব্দীতে নানা মত প্রচলিত থাকিলেও কালক্রমে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সমস্ত মত দ্বৈধ পরিত্যক্ত হইয়া প্রবলতম মতের প্রচলন হইয়া উঠা অসম্ভব নহে। কিন্তু নির্ব্বাণাব্দ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন মতবাদের আলোচনা দ্বারা তদীয় অনুমান সমর্থিত হয় না।

নির্ব্বাণাব্দ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ।

ব্রহ্মদেশীয় ও সিংহলীয় মতে নির্ব্বাণকাল খৃঃ পূঃ ৫৪৪ অব্দ; কিন্তু তিব্বতীয় মতে উহা ৯৪৯ ও ৮৮১ খৃঃ পূর্ব্বে। অশোক স্তম্ভের শিলালিপিতে উল্লেখ আছে যে, ঐ স্তম্ভ বুদ্ধ-নির্ব্বাণাব্দের ২৫৬ বৎসর পরে প্রতিষ্ঠিত। অশোকের রাজত্বকালে অর্থাৎ ২৭২—২৩১ খৃঃ পূঃ মধ্যে ঐ স্তম্ভ নিশ্চয়ই নির্ম্মিত হয়। অতএব এই শিলালিপি মতে বুদ্ধ-নির্ব্বাণ-সম্বৎ নিশ্চয়ই ৫২৬ হইতে ৪৮৭ খৃঃ পূঃ মধ্যে। এই মত সমর্থন করিয়া ভিন্সেণ্ট স্মিথ সাহেব বলেন, "The date must have been 487 B. C. approximately. (১)

কিন্তু M. Abel Rernsut বলেন "He (অশোক) was the great grandson of king Pingcha or Pinposolo (বিম্বিসার) * * * and flourished a century subsequent to the Nirvan of Sakyamuni. * * * * * As the foundation of nearly all the religious edifices in ancient India is attributed to this sovereign and referred to 116 years after the Nirvan, the ninth year of the Regency of Koungho, 833 B.C" (২)। তাহা হইলে বুদ্ধ নির্ব্বাণ সম্বৎ খৃঃ পূঃ ৭৩৩ অব্দে স্থাপিত করিতে হয়। আবার ইনি স্থানান্তরে বলিয়াছেন," Mahakasyapa the first

(১) Early History of India, Page—42.

(২) Pilgrimage of Fahian, chap X. note 3.

Successor of Sakyamuni in the capacity of patrich, withdrew to the hill Kakutapada to await the advent of Maitreya in the fifth year of Hiowang of the Cheon, 905 B.C., 45 years after Nirvan, when Ananda was 94 years old." ইহা সত্য হইলে, নির্ব্বাণাব্দ ৮৬০ খৃঃ পূঃ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য আনন্দ খৃঃ পূঃ ৯৯৯ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। সুতরাং খৃঃ পূঃ ৯০৫ অব্দে মহাকাশ্যপের কাকুতা পাদ পর্ব্বতে যাইবার সময় আনন্দের বয়ঃক্রম ৯৪ বৎসর হইলে নির্ব্বাণাব্দ ৮৬০ খৃঃ পূঃ হইতে আরব্ধ হইয়াছিল বলিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অধ্যাপক উইলসন আদি বুদ্ধাব্দ সম্বন্ধে যে তালিকা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল :—

ষোড়শ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত পদ্মকর্পো নামক জনৈক ভুটান দেশীয়

লামার মতে—	...	...	১০৫৮ খৃঃ পূঃ
রাজতরঙ্গিনী প্রণেতা কহ্লনের মতে	...	...	১৩৩২ " "
আবুল ফজলের মতে	...	...	১৩৬৬ " "
চীন দেশীয় ঐতিহাসিকগণের কবিতায়		...	১০৩৬ " "
De Guigne গবেষণার ফলে	...	...	১০২৭ " "
Giorgi	...	...	৯৫৯ " "
Bailly র মতে	...	...	১০৩১ " "
Sir William Jones	...	...	১০২৭ " "
Bentley র মতে	...	...	১০০৪ " "
Jaehrig	...	...	৯৯১ " "
Japanese Encyclopaedia	...	...	৯৬৩ " "
দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত চীন দেশীয় ...		...	...
ঐতিহাসিক Matonan-lin	...	...	১০২৭ " "

M. Klaproth	... ...	১০২৭ খৃঃ পূঃ
M. Remusat	... ...	৯৭০ „ „
তিব্বতীয় মতে	... ...	৮৩৫ „ „

দ্বিতীয় বুদ্ধাব্দ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মত বাদ প্রচারিত হইয়াছে ;—

ব্রহ্মদেশীয় মত	... ...	৫৪৪ খৃঃ পূঃ
সিংহলী মত	... ...	৫৪৩ „ „
শ্যাম দেশের মত	... ...	৫৪৪ „ „

অধ্যাপক উইলসন এই সঙ্গে নিম্নলিখিত তিনটী অব্দও উল্লেখ করিয়াছেন :—

The Singhalee	... ...	৬১৯ খৃঃ পূঃ
The Peguan	... ...	৬৩৮ „ „
The Chinese, According to Kalaproth	...	৬৩৮ „ „

আবার M. M. Kalaproth লিখিয়াছেন, "This is Asoka (In Chinese Ayu) Who reigned one hundred and ten years after the Nirvan of Sakyamuni". ইহার মতে নির্ব্বাণাব্দ ৩৮২ খৃঃ পূঃ হইতে আরম্ভ।

ফাহিয়ান ৩৯৯ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহার সময় নির্ব্বাণাব্দের ১৪৯৭ বৎসর অতীত হইয়াছিল বলিয়া তিনি লিখিয়াছেন। অতএব ফাহিয়ানের মতে নির্ব্বাণাব্দ ১০৯৮ খৃঃ পূঃ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন, "সিন্ধুতটের বৌদ্ধগণ বলিতেন যে, মৈত্রেয়ের বোধিসত্ব মূর্ত্তি স্থাপনের সময় ভারতের শ্রমণগণ কর্ত্তৃক ঐ নদীর পর পারে তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। তাঁহারা আরও বলেন যে, ঐ মূর্ত্তি স্থাপন, শাক্য মুনির নির্ব্বাণের ৩০০ বৎসর পর Cheo বংশীয় Phingwingএর রাজত্বকালে সম্পাদিত হয়"। Phing

wing ৭৭০ খৃঃ পূঃ সিংহাসনারূঢ় হইয়া ৭২০ খৃঃ পূর্ব্বে মানবলীলা সংবরণ করেন। তাহা হইলেও নির্ব্বাণাব্দ ১০৭০—১০২০ খৃঃ পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে য়ুয়ুনচোয়াং কুশীনগরে আগমন করিয়া বলিতেছেন, "এই স্থানে ইষ্টক নির্ম্মিত সুবৃহৎ বিহার আছে, তন্মধ্যে তথাগতের নির্ব্বাণ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার মস্তক উত্তর দিকে; দেখিলেই মনে হয় প্রভু আমার নিদ্রিত। এই বিহারের পার্শ্বেই মহারাজ অশোকের প্রতিষ্ঠিত প্রায় ২০০ ফিট উচ্চ একটি স্তূপ আছে। তথায় একটি প্রস্তর স্তম্ভও আছে, তাহাতে বুদ্ধ নির্ব্বাণের ঘটনা বিবৃত রহিয়াছে; কিন্তু কোন্ বৎসরে বা মাসে ঘটিয়াছিল, তাহার কিছুই উল্লেখ নাই। জনশ্রুতি এই যে, বুদ্ধদেব অশীতি বৎসর কাল জীবিত ছিলেন এবং বৈশাখের শেষার্দ্ধ পক্ষের পঞ্চবিংশ দিবস নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। সর্ব্বাস্ত বাদিগণ বলেন যে, তিনি কার্ত্তিকের শেষার্দ্ধে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। কেহ বলেন, তাঁহার নির্ব্বাণের পর ১২০০ বৎসর গত হইয়াছে, কেহ বলেন ১৫০০ বৎসর গত হইয়াছে; কিন্তু এখনও পূর্ণ ১০০০ বৎসর গত হয় নাই"। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে (৬৩০-৬৪৫ খৃষ্টাব্দ মধ্যে) য়ুয়ুন চোয়াঙ্ এর সময়ে যদি নির্ব্বাণকালের ১০০০ বৎসর গত না হইয়া থাকে, তবে নির্ব্বাণ সম্বৎ যে ৩০০ খৃঃ পূর্ব্বের পর নয়, তাহা নিশ্চিত। কিন্তু ১৫০০ বা ১২০০ বৎসর গত হইয়া থাকিলে ৮০০ ও ৫০০ খৃঃ পূঃ নির্ব্বাণ অব্দের আরম্ভকাল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মহাবংশের তৃতীয় পরিচ্ছেদে লিখিত আছে যে, ৫৪৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধদেব মহা পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন (১)।

---

(১) The Mahawanso by—Hon. George Turnour Esq. (1836). chap. III P. 12.

ঐতিহাসিক স্মিথ সাহেব বলেন, "Paramartha author of the life of Vasubandhu places the teachers Vrishnugana and who flourished in the 5th Century A. D. as living in the tenth Century after the Nirvan" (১) এই মতানুসারে বুদ্ধ-নির্ব্বাণ খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর ও পূর্ব্বে হইয়াছিল।

৪৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রক্ষিত Canton এর "বিন্দু বিবরণে" (Dotted records) নির্ব্বাণ-বর্ষ পর্য্যন্ত ৯৭৫ টি বিন্দু প্রদর্শিত হইয়াছে (২)। সুতরাং এই হিসাবে নির্ব্বাণ-সম্বৎ (৯৭৫—৪৮৯) খৃঃ পূঃ ৪৮৬ অব্দে আরব্ধ হইয়াছিল।

অজাত শত্রুর যৌবরাজ্য সময়ে, বুদ্ধ নির্ব্বাণের ৯।১০ বৎসর পূর্ব্বে, ভগবান বুদ্ধের মাতুল-পুত্র ও শিষ্য দেবদত্ত বৌদ্ধ-সংঘ মধ্যে ভীষণ বিরোধ বহ্নি প্রজ্জলিত করেন, এবং অজাতশত্রু তাঁহার সমর্থক ও সহায়করূপে দণ্ডায়মান হন (৩)। এই কথা সত্য হইলে নির্ব্বাণ সম্বৎ আরব্ধ হইয়াছিল ৪৯০ খৃঃ পূর্ব্বে, কারণ সমুদয় ঐতিহাসিকগণের মতেই অজাতশত্রু ৫০০ খৃঃ পূঃ হইতে ৩২ বৎসর রাজত্ব করেন।

ডাঃ ফ্লিট ৪৮২ খৃঃ পূর্ব্বকে নির্ব্বাণের আনুমানিক কাল মনে করেন (৪)। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, নির্ব্বাণাব্দের সূচনা সম্বন্ধে বহু মতবাদ বহুকাল যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু কোন সময়ে এই সমুদয় মতভেদের নিরসন হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা শক্ত। ডাঃ ফ্লিট সাহেবের মতে ১১৭০—৮০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে নির্ব্বাণাব্দ সম্বন্ধীয় সংস্কৃত মত

---

(১) Early History of India.

(২) J. R. A. S. 1905. P. 51.

(৩) প্রবাসী—১৩১৬, আশ্বিন—৪২৬ পৃষ্ঠা।

(৪) J. R. A. S. 1906. P 667.

সিংহল হইতে ব্রহ্মদেশে প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল। তিনি বলেন, এই সময় হইতেই সমুদয় বিভিন্ন মতবাদের নিরসন হইয়া বুদ্ধের নির্ব্বাণকাল ৫৪৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

অধ্যাপক ব্লাগডেন ডাঃ ফ্লিটের সিদ্ধান্ত নির্ভুল বলিয়া মনে করেন না। এতৎ সম্বন্ধে এই উভয় মহারথীর মধ্যে যে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ চলিয়াছে তাহার কোনও সুমীমাংসা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না (১)। অধ্যাপক ব্লাগডেন ১৬২৮ নির্ব্বাণাব্দের "মায়াজেদী লিপি", ১৭৯৬ ও ১৮৩৭ নির্ব্বাণাব্দে বা "শকরাজ" অব্দে উৎকার্ণ ব্রহ্মদেশীয় লিপিদ্বয় হইতে প্রমাণ করিয়াছেন যে "মায়াজেদী লিপি" খোদিত হইবার ত্রিশতাধিক বর্ষ পরেই ব্রহ্মদেশে নির্ব্বাণাব্দের আরম্ভকাল ৫৪৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছিল (২); কারণ ৫৪৪ খৃঃ পূঃ নির্ব্বাণাব্দের আরম্ভকাল ধরিয়া লইয়া উপরোক্ত লিপি ত্রয়ের কাল গণনা করিলে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না। অধ্যাপক ব্লাগডেনের মতে ১৩০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশে নির্ব্বাণাব্দ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন মতবাদের নিরসন হইয়া ৫৪৪ খৃঃ পূঃ নির্ব্বাণাব্দের আরম্ভকাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল না (৩)। এমতাবস্থায় অশোক চল্লদেবের উৎকীর্ণ শিলালিপির উপর নির্ভর করিয়া, এবং উহাকে ১২৬৯ খৃষ্টাব্দের সহিত অভিন্ন কল্পনা করিয়া, "লক্ষ্মণসেনদেবস্তাতীতরাজ্যে সং ৫১" বা "লক্ষ্মণসেনদেবস্যাতীতরাজ্যে সং ৭৪" কে ১২৫১ বা ১২৭৪ খৃষ্টাব্দ বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত হইবে না।

(১) J. R. A. S 1909.
J. R. A. S. 1910
J, R. A S. 1911.

(২) The Revised Budhist Era in Burmah by C. O Blagden, J. R. A. S. 1909

(৩) Ibid.

বুদ্ধগয়ায় প্রাপ্ত দুইখানি শিলালিপিতে যে "অতীত" পদের উল্লেখ রহিয়াছে তাহা যে কোন বিশেষার্থ ব্যঞ্জক তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। বিবুধ মণ্ডলী নানাভাবে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অতীত রাজ্যাঙ্ক

"অতীত", "গত" বা তদর্থবোধক অন্যান্য শব্দগুলির নরপতিগণের রাজ্যকালাঙ্কের সহিত ব্যবহার অত্যন্ত বিরল। ডাঃ কীলহর্ণের উত্তর ভারতীয় খোদিত লিপির তালিকায় কেবল একটী মাত্র দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার ব্যাখ্যা অন্যরূপ করা হইয়াছে (১)। এতৎ সম্বন্ধে ডাঃ কীলহর্ণের মন্তব্যের অনুবাদ এস্থলে প্রদত্ত হইল।,—"

"লক্ষ্মণসেনের রাজ্যকালে, তাঁহার রাজ্যকালের বৎসর উল্লেখ করিতে হইলে, "শ্রীমল্লক্ষ্মণেদবপাদানাং রাজ্যে" বা "প্রবর্দ্ধমান বিজয় রাজ্যে সংবৎ"—এইরূপ বর্ণিত হয়। তাহার মৃত্যুর পর ঐরূপ বর্ণনাই থাকে, কিন্তু "রাজ্যে" পদের পূর্ব্বে "অতীত" প্রভৃতি পদ থাকিলে এইরূপ অর্থ প্রদান করে, "লক্ষ্মণসেনের রাজ্যারম্ভ কাল হইতেই এ পর্য্যন্ত বৎসর গণনা হইয়াছে বটে,—কিন্তু সে রাজ্যকাল প্রকৃত প্রস্তাবে অতীত হইয়া গিয়াছে" (২)। "অতীতে" শব্দের প্রয়োগ থাকায় তৎকালে লক্ষ্মণ-

---

(১) Epigraphia Indica Vol V. Appendix no 166.

(২) "During the reign of Lakshman Sena the years of his reign would be described as "Srimallakshmana devapadanam rajye (or Prabardhamana-vijayarajye) sambat ;" after death the phrase would be retained but atita prefixed to the word rajye to show that although the years were still counted from the commencement of the reign of Lakshmana Sena that reign itself was a thing of the past."

Indian Antiquary Vol XIX. Page 2 note 3.

সেনের রাজ্যকাল যে শেষ হইয়া গিয়াছে, তাহা বুঝিতে কষ্ট কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। কীলহর্ণ আরও বলেন,—"মিঃ ব্লকম্যান ১১৯৮-৯৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ার কর্ত্তৃক বাঙ্গলা জয় ঘটিয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি এ সম্বন্ধে যখন বলেন, "শেষ হিন্দুরাজা লখ্মণিয়া (Lakhmaniya) ৮০ বৎসর কাল রাজত্ব করিতেছিলেন,"—ইহা দ্বারা কি প্রকৃত প্রস্তাবে এরূপ বুঝা যায় না যে, যখন এই ঘটনা ঘটে তখন লক্ষ্মণ সংবতের ৮০ অব্দ চলিতেছিল,—"শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন দেব পাদানামতীতরাজ্যে সংবৎ ৮০ ?" (১)।

গৌড়রাজমালার লেখক বলেন, "এখানে শব্দার্থ লইয়া কাটাকুটি না করিয়া, এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই দুইখানি বোধগয়ার লিপির অক্ষরের (বিশেষতঃ প এবং দ এর) সহিত গয়ার ১২৩২ সম্বতের (১১৭৫ খৃষ্টাব্দের) গোবিন্দ পাল দেবের গত রাজ্যের চতুর্দ্দশ সম্বৎসরের শিলালিপির (২), অথবা বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনের (৩) প এবং দ অক্ষরের তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়,—১২৩২ সম্বতের গয়ার লিপির এবং বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনের প এবং দ পুরাতন নাগরীর ঢঙ্গের; পক্ষান্তরে, আলোচ্য বোধগয়ার লিপিদ্বয়ের প এবং দ বর্ত্তমান বাঙ্গালা প এবং দ এর মত। ঠিক এই প্রকারের প এবং দ চট্টগ্রামে প্রাপ্ত ১১৬৫ শকাব্দের (১২৪৩ খৃষ্টাব্দের) তাম্রশাসনে (৪) দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বাদশ শতাব্দের শেষভাগে গৌড়মণ্ডলে পুরাতন নাগরী ঢঙ্গের প এবং দ ই যে প্রচলিত ছিল, বল্লাল দেবের "শকে

---

(১) Ind. Ant. Vol IXX. Page 7. বঙ্গদর্শন ১৩১৬ মাঘ।
(২) Cunnigham's Archaeological Survey Report Vol III
(৩) J. A. S. B. 1896 Part 1. plate I and II.
(৪) J. A. S. B. 1874 pt I. plate XVIII.

নগ-নভো-রুদ্রৈঃ সংখ্যাতে” অর্থাৎ ১১০৭ শকের (১১৮৪-৮৫ খৃষ্টাব্দের) আসামের তাম্রশাসন তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে (১)। সুতরাং “শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনস্যাতীতরাজ্যে সং ৫১,” ১১৭১ খৃষ্টাব্দ রূপে গ্রহণ না করিয়া, (আনুমানিক ১২০০ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণ সেনের মৃত্যু ধরিয়া,) ১২৫১ খৃষ্টাব্দ বলিয়া গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। এই সিদ্ধান্তের এক আপত্তি আছে। লক্ষ্মণ সেনের “অতীত রাজ্য” হইতে কোন সম্বৎ প্রচলিত হইবার প্রমাণ নাই। উত্তরে বলা যাইতে পারে, গোবিন্দপাল দেবের “গতরাজ্য” বা “বিনষ্ট রাজ্য” হইতেও কোন সম্বৎ প্রচলিত নাই। পক্ষান্তরে গোবিন্দ পালদেবের রাজ্যলাভ হইতেও কোন সম্বৎ প্রচলিত হওয়ার প্রমাণ নাই। “গতরাজ্যে” “অতীত রাজ্যে” বা “বিনষ্ট রাজ্যে” প্রভৃতি বিশেষণ পদের এইরূপ অর্থ প্রতিভাত হয়, গোবিন্দ পাল দেবের রাজ্যলোপের পরে, মগধে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল; লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যলোপের পরেও মগধে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। তখন মগধে কেহ “প্রবর্দ্ধমান বিজয় রাজ্য” প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন না; অথবা যিনি মগধ করায়ত্ত করিয়াছিলেন, মগধবাসিগণ তাঁহাকে তখনও অধিপতি বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এই নিমিত্ত “গতরাজ্যের” বা “অতীত রাজ্যের” সম্বৎ গণনা প্রচলিত হইয়া থাকিবে (২)।

প্রত্যুত্তরে রাখাল বাবু বলেন, “ভারতের ইতিহাসে সর্ব্ব সময়েই দেখা গিয়াছে যে সভ্য জগতের প্রান্তে সভ্য জগতাপেক্ষা প্রাচীনতর লিপি সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সুতরাং আসামের বল্লভদেবের তাম্রশাসনের অক্ষরের সহিত বুদ্ধগয়ার খোদিত লিপি-দ্বয়ের অক্ষরের

(১) Epigraphia Indica Vol V. plates 19—20.

(২) গৌড় রাজমালা ৬৪—৬৫ পৃষ্ঠা।

তুলনা করিলে চলিবে না, কিম্বা চট্টগ্রামে প্রাপ্ত তাম্রশাসনের অক্ষরের সহিত তুলনা করিলে চলিবে না। সাধারণতঃ গৌড়বঙ্গে যে আকারের অক্ষর একাদশ শতাব্দীতে ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই আকারের অক্ষর কামরূপে দ্বাদশ শতাব্দীতেও ব্যবহৃত হইয়াছে এবং যাহা বঙ্গে দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল তাহা চট্টগ্রামে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে দেখিলে আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই। পুনরপি তাম্র-শাসনের অক্ষরের সহিত শিলালিপির অক্ষরের তুলনা করিলে চলিবে না। একই ব্যক্তির তাম্রশাসনের ও শিলালিপির অক্ষর ভিন্ন প্রকারের হইতে পারে; গাহড়বাল রাজবংশের শিলালিপি ও তাম্রশাসনের অক্ষর তুলনা করিলেই ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। গয়ার অশোক চল্লদেবের শিলালিপি-চতুষ্টয় মধ্যেও দুই প্রকারের হস্তলিপি রহিয়াছে। লক্ষ্মণ সম্বতের ৫১ অব্দের খোদিত লিপি ও বুদ্ধগয়া মন্দির প্রাঙ্গণের শিলা লিপি অতি অযত্নের সহিত খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর "মহাজনী খতে" উৎকীর্ণ; অক্ষরতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতে হইলে সূর্য্য মন্দিরের ১৮১৩ বুদ্ধ পরিনির্ব্বাণাব্দের শিলালিপি ও বুদ্ধগয়ার লক্ষ্মণ সম্বৎসরের ৭৪ অব্দের শিলালিপির অক্ষর ব্যবহার করা উচিত। দ্বাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে মগধে মাগধী লিপির সূচনা দেখা গিয়াছিল, সুতরাং উহার অক্ষরের সহিত পূর্ব্বোক্ত শিলালিপিদ্বয়ের অক্ষরের তুলনা হওয়া উচিত কিনা তাহা বিচার্য্য। অশোকচল্লদেবের সমকালীন গয়া ও বুদ্ধগয়ার শিলালিপি-চতুষ্টয় সম্ভবতঃ কোন গৌড়বাসী কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ; দেবপাড়া প্রশস্তির অক্ষরাবলীর সহিত উহার তুলনা করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। বুদ্ধগয়ার লক্ষ্মণ সম্বৎসরের ৭৪ অব্দের ও গয়ার সূর্য্য মন্দিরের ১৮১৩ বুদ্ধ পরি নির্ব্বাণাব্দের শিলালিপি দ্বয়ের অক্ষরের সহিত ঢাকায় নবাবিষ্কৃত চণ্ডী-মূর্ত্তির পাদ-পীঠস্থিত লক্ষ্মণসেনের তৃতীয়

রাজ্যাঙ্কের খোদিত লিপির অক্ষর সমূহের তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে "প" ও "দ" একই প্রকারের। এতদ্ব্যতীত "ল," "ণ" "শ," "স," "ক" প্রভৃতি দ্বাদশশতাব্দীর প্রমাণাক্ষর সমূহ(Test letters.) তুলনা করিলেই বুদ্ধ গয়ার খোদিত লিপিগুলি যে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর ৩য় ও ৪র্থ পাদের তৎসম্বন্ধে কাহারও কোনও সন্দেহ থাকিবে না" (১)।

শকাব্দ ও বিক্রমাব্দ ব্যবহারেও "অতীত" শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। বিক্রম সম্বৎ সম্বন্ধে এরূপ একটি দৃষ্টান্ত ডাক্তার কীলহর্ণ উদ্ধৃত করিয়াছেন (২)। কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে রক্ষিত ১৫০৩ বিক্রমাব্দে লিখিত "কালচক্রতন্ত্র" গ্রন্থের পুষ্পিকায় লিখিত আছে, "পরম ভট্টারকেত্যাদি রাজাবলী পূর্ব্ববৎ শ্রীমদ্বিক্রমাদিত্যদেব পাদা-নামতীত রাজ্যে সং ১৫০৩ ইত্যাদি" (৩)। ডাক্তার কীলহর্ণ পরে উত্তরাপথের খোদিত লিপি সমূহের তালিকা সঙ্কলন কালে "অতীত" শব্দ-যুক্ত বিক্রম সম্বৎসরানুসারে গণিত বহু খোদিত লিপির উল্লেখ করিয়াছেন (৪)। আবার কতকগুলি খোদিত লিপিতে শক বা বিক্রমসম্বৎসর গণনা কালে লিখিত হইয়াছে :—

"শ্রীমদ্বিক্রমাদিত্যোৎপাদিত সম্বৎসর শতেষু দ্বাদশসু ত্রিষষ্টিউত্তরেষু" (৫)

"শক নৃপতি রাজ্যাভিষেক-সম্বৎসরেষতিক্রান্তেষু পঞ্চসু শতেষু"। (৬)

---

(১) প্রবাসী ১৩১৯, শ্রাবণ, ৩১৯ পৃষ্ঠা।

(২) Indian Antiquary, Vol XIX P. 2 note 3.

(৩) Bendall's Catalogue of Budhist, Sanscrit Manus cripts in the Cambridge University Library. Page 70.

(৪) Epigraphia Indica Vol V. Appendix.

(৫) Indian Antiquary Vol VI. Page 194: Dr Kielhorn's list no 191—Epigraphia Indica Vol V. Appendix page 28.

(৬) Indian Antiquary Vol III. Page 505. Vol VI, Page 363, Vol X Page. 58.

কিন্তু চালুক্যবংশীয় সত্যাশ্রয় দ্বিতীয় পুলকেশীর ঐহোলের খোদিত লিপিতে লিখিত আছে :—

সপ্তাব্দ শতযুক্তেষু গতেষব্দেষু পঞ্চসু॥
পঞ্চাশৎসু কলৌ কালে ষট্সু পঞ্চশতাসু চ।
সমাসু সমাতিতাসু শকানামপিভূভুজাম্" ॥ (১)

বাদামি গুহায় চালুক্য-বংশীয় রণবিক্রান্ত মঙ্গলেশ্বরের খোদিত লিপি হইতে জানা গিয়াছে যে শকাব্দ কোন শক নরপতির অভিষেক কাল হইতে গণিত হইয়াছে (২)। বর্ত্তমান কালেও বঙ্গীয় জ্যোতিষীগণ "শক নরপতেরতীতাব্দাদয়:" পদটী শকাব্দার মানাঙ্কের পূর্ব্বে ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুতরাং ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, "অতীত" বা "গত" শব্দ থাকিলেই বুঝিতে হইবে যে ব্যবহৃত অব্দ রাজ্যাঙ্ক নহে, কিন্তু কোনও অব্দ বিশেষ হইতে গণিত হইয়াছে এবং কোনও রাজার রাজ্যচ্যুতি বা মৃত্যুকাল হইতে গণিত নহে। ডাঃ কীলহর্ণের গণনায় ইহা বিশেষ ভাবেই প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রাচীন গ্রন্থ সমূহে ব্যবহৃত লক্ষ্মণ সম্বৎসরের গণনা যে তারিখ হইতে আরব্ধ হইয়াছিল, বোধ হয় গয়ার খোদিত লিপি দ্বয়ে ব্যবহৃত অব্দও সেই তারিখ হইতে গণিত হইয়াছে। আকবর নামায় লক্ষ্মণ সম্বৎ গণনারম্ভের যে কাল নির্দ্দেশিত হইয়াছে, বুদ্ধ গয়ার উৎকীর্ণ লিপি দ্বয়ে ব্যবহৃত অতীতাব্দও সেই সময় হইতে গণিত হইয়াছে, কেবল অতীত শব্দের প্রয়োগ দ্বারা লিপি লেখক জানাইয়াছেন যে, তৎকালে লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যকাল শেষ হইয়া গিয়াছে।

---

(১) Epigraphia Indica Vol VI. Page 4.
Indian Antiquary Vol XIX. Page 7.

(২) Ind. Ant. Vol VI. Page—363.

নরপতিগণের রাজত্ব কালে যদি "বিজয় রাজ্যে" "প্রবর্দ্ধমান বিজয় রাজ্যে" বলিয়া বর্ষ গণনা হইয়া থাকে, তবে তাঁহাদিগের রাজ্যাবসানে "অতীত রাজ্যে" "গত রাজ্যে" বলিয়া যে বর্ষ গণিত হইবে তদ্বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। "অতীত" বা "বিজয়" শব্দ রাজ্যের বিশেষণ মাত্র। বিজয় শব্দের উল্লেখ থাকায় বর্ত্তমান কাল সূচিত হইয়াছে। রাজ্যভ্রষ্ট গোবিন্দ পাল বিনষ্ট রাজ্য হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণ সেনের "অতীত রাজ্য" লিখিত থাকায় স্পষ্টই প্রমাণ হয়, তিনি গোবিন্দ পালের ন্যায় রাজ্যভ্রষ্ট হন নাই।

রাখাল বাবুর মতানুসারে "বুদ্ধ গয়ার খোদিত লিপি দ্বয়ের তারিখে "অতীত" শব্দ থাকায় উহার ব্যাখ্যা তিন প্রকার হইতে পারে :—*

(১) উক্ত খোদিত লিপি-দ্বয় লক্ষ্মণসেন দেবের রাজ্যাবসানের পরে উৎকীর্ণ ও উহার তারিখ লক্ষ্মণ সম্বতের অব্দ।

(২) উক্ত খোদিত লিপিদ্বয় লক্ষ্মণ সেনের জীবদ্দশায় উৎকীর্ণ ও উহার তারিখের অর্থ এই যে উহা লক্ষ্মণ সেনের ৫১ বা ৭৪ রাজ্যাঙ্ক অতীত হইলে উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

(৩) উক্ত খোদিত লিপিদ্বয় লক্ষ্মণ সেনের মৃত্যুর ৫১ বা ৭৪ বৎসর পরে উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

তৃতীয় মতটী সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, ভগবান গৌতম-বুদ্ধ ব্যতীত অপর কাহারও মৃত্যুর পর হইতে মান গণনা আরব্ধ হয় নাই। নলিনী বাবু "অতীত রাজ্যে" শব্দটীর, "রাজ্যে অতীতে সতি"—রাজ্য অতীত অথবা বিনষ্ট হইয়া গেলে পর,—যে অর্থ করিয়াছেন তাহা সুসঙ্গত নহে। উক্ত অর্থ করিলে রাজ্যাঙ্ক অতীত হইয়াছে ইহাই বুঝাইয়া থাকে। অতীত শব্দটীর পূর্ব্ব-নিপাত হওয়ায় কালহর্ণের

* প্রতিভা ১৩১৮ ভাদ্র।

ঢাকা—ডাল বাজারে আবিষ্কৃত লক্ষ্মণ সেনের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে উংকীর্ণ চণ্ডীমূর্ত্তির পাদ-পীঠস্থ শিলালিপি।

কমলা প্রেস—বাগবাজার—কলিকাতা

অর্থই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। "লক্ষ্মণ সেনের রাজ্য বিনষ্ট হইয়া গেলে পর" এই অর্থই যদি লেখকের উদ্দেশ্য হইত তবে অতীত শব্দ প্রয়োগ না করিয়া "লক্ষ্মণসেনস্যবিনষ্টরাজ্যে" লেখাই সুসঙ্গত হইত। অতীত শব্দের প্রয়োগ থাকায় নলিনী বাবুর ব্যাখ্যা ব্যর্থ হইয়াছে। সুতরাং তৃতীয় মতটী গ্রহণ করিবার উপায় নাই। দ্বিতীয় মত ও গ্রহণ করা যাইতে পারে না; কারণ, লক্ষ্মণ সেনের জীবদ্দশায় যদি উক্ত লিপিদ্বয় উৎকীর্ণ হইত, তবে "অতীত" শব্দটীর প্রয়োগ থাকিত না। লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যারম্ভ হইতেই যে লক্ষ্মণ সম্বৎ প্রবর্ত্তিত ও প্রচলিত হইয়াছিল, ঢাকার ৺ জীবন বাবুর শিববাড়ি-স্থিত পাষাণময়ি চণ্ডিকা মূর্ত্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ লিপিই ইহার অন্যতম প্রমাণ। ঢাকার শিলালিপি খানি যে লক্ষ্মণ সেনের জীবিতাবস্থায় উৎকীর্ণ তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই; কারণ উহা তদীয় তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ হইয়াছে এবং তদীয় রাজত্বের সপ্তম বৎসরে প্রদত্ত তাম্রশাসনও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। রাখাল বাবু এবং নলিনী বাবু এই শিলালিপির পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। লিপিটি নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল :—

১ম অংশ : ১ম পংক্তি :— "শ্রীমল্লক্ষ্মণ
২য় " সেন দেবস্য সং ৩
২য় অংশ ১ম পংক্তি :— "মাল দেই সুত অধিকৃত শ্রীদামোদ্র
২য় " "ণ শ্রীচণ্ডীদেবী সমারব্ধা অস্ত্রাবকনা"
৩য় অংশ ১ম পংক্তি :— "শ্রীনারায়ণেন
প্রতিষ্ঠিতেতি ৪॥ "

অর্থাৎ শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন দেবের (রাজত্বের) তৃতীয় সংবৎসরে মাল দেই (দেব ?) সুত অধিকৃত দামোদরচণ্ডী দেবীর (মূর্ত্তি) আরম্ভ করেন এবং নারায়ণ কর্ত্তৃক ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়।

নলিনী বাবু বলেন, "সাধারণতঃ খোদিত লিপি মাত্রেই রাজার নামের পূর্ব্বে "পরম ভট্টারক" "মহারাজাধিরাজ" ইত্যাদি বিশেষণ থাকে। এই লিপিটিতে তাহা নাই। লক্ষ্মণ সেন তখনও রাজা হন নাই। কাজেই এই সকল রাজোপাধি তাঁহার নামের সহিত যুক্ত হয় নাই। লক্ষ্মণ সেন তখন তিন বর্ষ বয়স্ক মাতৃ স্তন্যপায়ী কুমার মাত্র। এক বচনে লক্ষ্মণ সেনের নামের ব্যবহার তাহাই সূচিত করিতেছে" (১)। নলিনী বাবুর যুক্তি বিচারসহ নহে, কারণ, "পরম ভট্টারক," "মহারাজাধিরাজ" "প্রবর্দ্ধমানবিজয় রাজ্যে," "কল্যাণ বিজয়রাজ্যে" প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার সমুদয় শিলালিপিতেই যে উল্লিখিত হইত তাহার কোনও অর্থ নাই। এ বিষয়ের অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। নলিনী বাবুর যুক্তি অনুসারে ঢাকার চণ্ডীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার সময়ে লক্ষ্মণসেনকে "তিনবর্ষ বয়স্ক মাতৃস্তন্য-পায়ী কুমার মাত্র" অনুমান করিয়া লইলে, লক্ষ্মণসেনের তৃতীয় ও সপ্তম রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ তাম্রশাসনে তাঁহাকে "পরমবৈষ্ণব" বলিয়া পরিচিত করিবার উদ্দেশ্য নিরর্থক হয়।

পূর্ব্ববঙ্গের স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ বিক্রমপুরে, প্রাচীন দলিল-আদিতে "পরগণাতি সন" বা "সন বলালি" নামক একটি সন প্রচলিত ছিল বলিয়া জানা যায়। কোন কোন দলিলে বা হস্তলিখিত পুথিতে এই সনের সহিত শকাব্দা বা বাঙ্গালা সন তারিখও নির্দ্দিষ্ট আছে। ১৩১৪ বঙ্গাব্দের ঐতিহাসিকচিত্রে "মহারাজ রাজবল্লভ" শীর্ষক প্রবন্ধে পূজ্যপাদ প্রবীন ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয় সম্ভবতঃ এই সনের প্রথম উল্লেখ ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। পরে ১৩১৬ সনে বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রণেতা শ্রদ্ধা-স্পদ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এই সন-যুক্ত এক

---

(১) প্রতিভা, ১৩১৮ পৌষ।

খানি দলিল তদীয় গ্রন্থে প্রকাশ করেন (১)। লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী ১৩১৮ সনের প্রতিভা পত্রিকায় সেন রাজগণ শীর্ষক প্রবন্ধে এবং Indian Antiquary পত্রিকায় King Lakshman Sen of Bengal and his era প্রবন্ধে (২) পরগণাতি সন সম্বন্ধে

"পরগণাতি সন," "সন বলালি" ও লক্ষ্মণ সম্বৎ

এবং ১৩২০ সনের ফাল্গুন মাসের গৃহস্থ পত্রিকায় পরগণাতি সন ও সন বলালি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ১৩২১ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা ভারতবর্ষে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয় পরগণাতি সন সম্বন্ধীয় দুই খানি দলিল প্রকাশ করিয়াছেন, এই দলিলের একখানি তদীয় বারভূঞা গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংযোজিত হইয়াছে। ১৩১৯ সালের ঢাকা রিভিউ পত্রিকায় ফাল্গুন সংখ্যায়, ৪৬১ মানাঙ্ক-যুক্ত একখানি দাস খত প্রকাশ করিয়া অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, উহা "কোন্ সন?" পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয় এই সনটীকে পরগণাতি সন বলিয়া গ্রহণ করিতে সমুৎসুক (৩)। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী বলেন, "লক্ষ্মণ সেনের জন্মবৎসর হইতে আরব্ধ লক্ষণ সংবৎ যেমন এখনও স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে, লক্ষ্মণসেনের রাজ্যনাশ হইতে গণিত তেমনি এক সনও পূর্ব্ববঙ্গে এই সেই দিন পর্য্যন্তও প্রচলিত ছিল। অশোক চল্লের বুদ্ধ গয়া লিপির অতীত-রাজ্য-সন এই শেষোক্ত সংবতের মানাঙ্ক ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহার ৫১ অতীতাব্দ এবং ৭৪ অতীতাব্দ যথাক্রমে ১২৫১ খৃষ্টাব্দ ও ১২৭৪ খৃষ্টাব্দ। পরগণাতি সনই

(১) বিক্রমপুরের ইতিহাস শ্রীযোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত প্রণীত ৪৫ পৃষ্ঠা।

(২) Indian Antiqnary, July, 1912.

(৩) ভারতবর্ষ ১৩২১, কার্ত্তিক, ৭৮১ পৃষ্ঠা।

এই অতীতাব্দ" (১)। "আমাদের ঘরের দলিল দুইখানির একখানি ১১৫১ বাঙ্গালা ও ৫৪৩ পরগণাতি তারিখ যুক্ত এবং অপর খানি ১১৫৮ বাঙ্গালা এবং ৫৫০ পরগণাতি তারিখযুক্ত। ইহার যে কোন তারিখ লইয়া গণনা করিলেই দেখা যায় যে পরগণাতি সনের আরম্ভ ১২০০— ১২০১ খৃষ্টাব্দে। কাজেই দেখা গেল যে ইহা লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যাবসান বৎসর হইতে গণিত হইতেছে" (২)। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখিয়াছেন" বিশ্বরূপের শাসন সময়ে বিক্রমপুরের শাসন-শৃঙ্খলা ও কর আদায়ের সুবিধার্থ তিনি একটা সন প্রচলিত করেন, অদ্যাপি শতাধিক বর্ষের প্রাচীন দলিলে সেই সনের উল্লেখ দৃষ্ট হয় (৩)। পাদটীকায় লিখিত হইয়াছে "মোগল শাসনের সময় এই সনই বিক্রমপুরের সর্ব্বত্র পরগণাতি সন নামে উল্লিখিত হইত" (৪)।

গত ১৩২০ বঙ্গাব্দের শারদীয় অবকাশের সময় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নলিনী-কান্ত ভট্টশালী এবং আমি বিক্রমপুরের অন্তর্গত আবদুল্লাপুরের আখড়ায় পুরাতন পুথির স্তূপের মধ্যে "সপ্নাধ্যায়" নামক একখানি ক্ষুদ্র প্রাচীন খণ্ডা পুথি দেখিতে পাইয়াছিলাম। এই পুথীর শেষপাতায় লিখিত আছে ;—"রচিল নারায়ণে॥ ইতি স্বপ্ন অধ্যায় পুস্তক সমাপ্ত॥ ইতি সন ১১৭৬ সন তারিখ ২২ ভাদ্র, রোজ মঙ্গলবার রাত্রি দুই ডণ্ড গত কালে মোকাম ইএবত নগরের গোলাতে বসিয়া সমাপ্ত ইতি॥ ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম যথা দিষ্টং তথা লিখিতং লেখক নাস্তি দোসকঃ। স্বকীয় পুস্তক মিদং শ্রীযুগল কিশোর দাষক॥ সন বলালি ৫৭০ সকাব্দা

(১) গৃহস্থ ১৩২০, ফাল্গুন, ৪২৬ পৃষ্ঠা।

(২) প্রতিভা ১৩১৮, ৯ম সংখ্যা, ৪৭৫ পৃষ্ঠা।

(৩) বিক্রমপুরের ইতিহাস, ৪৪ পৃষ্ঠা।

(৪) বিক্রমপুরের ইতিহাস, ৪৪ পৃষ্ঠা।
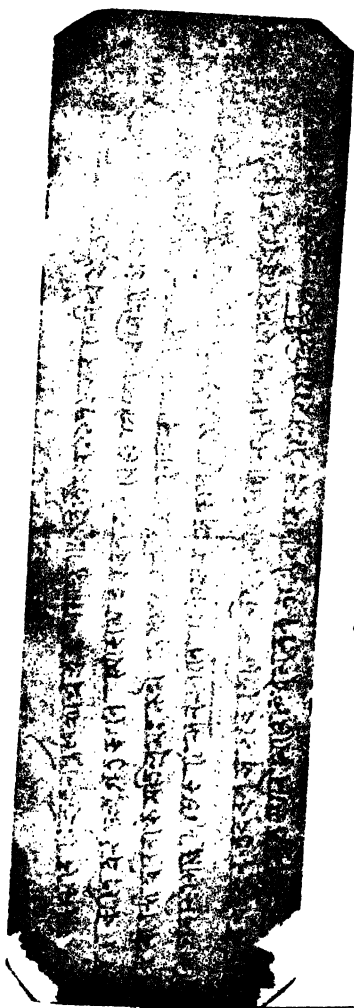
১৬৯২ তিথি পূর্ণিমা"। আউটসাহীর জমিদার শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ গুপ্ত বি, এ, বলিয়াছেন যে, বল্লালি-সন-যুক্ত একখানি দলিল মুন্সিগঞ্জের কোনও আদালতে তাঁহারা দাখিল করিয়াছিলেন।

নলিনী বাবুর মতে এই "সন বল্লালি" ও "পরগণাতি সন" অভিন্ন এবং ইহার আরম্ভকাল ১২০০ খৃষ্টাব্দ ( )। তিনি লিখিয়াছেন, "পরগণাতি অথবা বল্লালি সন বোধ হয় লক্ষ্মণ সেনের পুত্রগণ,—মাধব, কেশব, বিশ্বরূপ কর্ত্তৃক প্রচলিত হইয়াছিল, কিন্তু পুত্রের দুর্ভাগ্যের স্মারক সনটিকেও পিতা আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছেন" (২)।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন, "লক্ষ্মসেনের রাজ্যাতীতাব্দ মুসলমান আমলে "পরগণাতীত সন" বা "পরগণাতীত সন" নামে বহুকাল প্রচলিত ছিল। বিক্রমপুরের বহুপ্রাচীন কাগজ পত্রে এই পরগণাতী· সনের" উল্লেখ রহিয়াছে। ১২০০ খৃষ্টাব্দে ১ম বর্ষ ধরিয়া এই "পরগণাতী সনের" বর্ষগণনা চলিয়া আসিতেছে। মনে হয়, এই অতীত রাজ্যাঙ্ক মুসলমানের গৌড়-বিজয় নির্দ্দেশক ছিল বলিয়া "লক্ষ্মণ সেনের নাম তুলিয়া দিয়া মুসলমান-রাজপুরুষগণ তাহাই "পরগণাতী সন" নামে চালাইয়া দিয়াছেন" (৩)।

পরগণাতি সন ও সন বল্লালি সম্বন্ধীয় যে কয় খানা দলিলের বিষয় আমরা জানিতে পারিয়াছি তাহার একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহার মধ্যে যে সমুদয় দলিলে পরগণাতি সন বা সন বল্লালির সহিত বঙ্গাব্দ বা শকাব্দা উল্লিখিত হইয়াছে তাহাও প্রদর্শিত হইল।

---

(১) গৃহস্থ ১৩২০ সাল ফাল্গুন   পৃষ্ঠা।

(২)   ঐ   পৃষ্ঠা।

(৩) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজন্যকাণ্ড ৩৫৩ পৃষ্ঠা।

* পরগণাতি সন	বঙ্গাব্দ ও তারিখ	শকাব্দ	খৃষ্টাব্দ	আরম্ভকাল
৪৯৭—	× ২৫শে আষাঢ়	×	×	×
৫০৯—	১১১৭, ২৫শে চৈত্র		(১৭১১)	(১২০২)
৫৪৩—	১১৫১ ×	×	(১৭৪৪।৪৫)	(১২০১।০২)
৫৫০—	১১৫৮ ×	×	(১৭৫১।৫২)	(১২০১।০২)
৫৫৪	১১৬২, ৩রা মাঘ—		(১৭৫৬)	(১২০২)
৫৬৬	১১৭৫, ২৩শে বৈশাখ, ১০ই জেলহজ্জ		(১৭৬৮)	(১২০২)
৫৭০ (সন বলালি)	১১৭৬,— ২২শে ভাদ্র,	(১৬৯২)	(১৭৬৯)	(১১৯৯)
৫৭৪	১১৮৩, ৯ই চৈত্র		(১৭৭৭)	(১২০৩)

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সন বলালি দলিলের তারিখ নির্ভুল বলিয়া গ্রহণ করিলে ১১৯৯ খৃষ্টাব্দকে ইহার আরম্ভকাল বলিয়া নির্দ্দেশিত করিতে হয়। পক্ষান্তরে পরগণাতি সন সম্বন্ধীয় যে কয় খানি দলিল পাওয়া গিয়াছে তাহা দ্বারা ১২০২—১২০০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে পরগণাতি সন আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। সন ও তারিখ যুক্ত দলিল আরও অনেক গুলি আবিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত পরগণাতি সনের আরম্ভকাল নির্ণয় করা অসম্ভব। একখানা দলিলের তারিখের উপর নির্ভর করিয়া সন বলালি সম্বন্ধেও কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সমীচীন নহে। তবে ইহা স্থির যে, ১২০০ খৃঃ অব্দে ইহার আরম্ভকাল নহে। এমতাবস্থায় সন বলালির সহিত পরগণাতি সনের যে কি সম্বন্ধ ছিল

* এই দলিল গুলির মধ্যে দ্বিতীয় খানি বিক্রমপুর—মথুরা নিবাসী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসন্ন সেন আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। অপরগুলি সাময়িক পত্রিকায় ও পুস্তকাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে।

তাহা নির্ণয় করা শক্ত। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিক্রমপুর অঞ্চল হিন্দুনরপতিগণের শাসনাধীনে ছিল। সুতরাং এই অব্দটি কেশব সেনের পরবর্ত্তি কোনও সেন রাজা কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। পরগণা যদি পারসী শব্দ হয়, তবে অনুমান করা যাইতে পারে যে, পরগণা বিভাগ সময়ে এই সনটিকে পরগণাতি সন বলিয়াই পরিচিত করা হইয়াছিল।

কামরূপ কলিঙ্গ-কাশী-বিজয়ী বীরাগ্রণি মহারাজ লক্ষ্মণসেনের শিরে যে কলঙ্ক কালিমা লিপ্ত হইয়াছে, তাহার যাথার্থ্য নির্ণয় না করিয়াই ঐতিহাসিকগণ তাঁহার সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক উপাখ্যানের সৃষ্টি করিয়াছেন। হরিমিশ্রের কারিকায় লিখিত হইয়াছে, "বল্লাল তনয় রাজা লক্ষ্মণসেন মহাশয়, জয়গ্রহ ভয়ে তাঁহার কলঙ্ক ঘটিয়াছিল" (১)

লক্ষ্মণসেনের পলায়ন কলঙ্ক

হরিমিশ্র যে কলঙ্কের ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহাই কি তাঁহার পলায়ন কলঙ্ক? আমাদের মনে হয়, উহা তাঁহার পলায়ন কলঙ্ক নহে। সেক শুভোদয়া পাঠ করিলেই ইহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। আমরা স্থানান্তরে এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি, সুতরাং তাহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

ঐতিহাসিকগণ যে বীরাগ্রণি লক্ষ্মণ সেনকে পলায়ন কলঙ্কে কলঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার আকর সুবিখ্যাত মোসলমান ইতিহাস লেখক মিনহাজ-ই-সিরাজ-কৃত "তবকাৎ-ই-নাসেরী"। এই গ্রন্থের বিংশ পরিচ্ছেদে প্রসঙ্গ ক্রমে গৌড়বঙ্গের কাহিনী কিছু কিছু লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে, মহম্মদ-ই বখতিয়ার অসম সাহসিকতা ও ক্ষিপ্র-

(১) "বল্লাল-তনয়ো রাজা লক্ষ্মণেহভূন্মহাশয়ঃ।
জয়গ্রহ ভয়াদ্দোষাৎ কলঙ্কোহভূন্মহামহম্" ॥
(হরিমিশ্র)—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড, ১মাংশ ১৫৩ পৃষ্ঠা—পাদ টীকা।

কারিতাদ্বারা, লক্ষ্মণাবতী, বিহার, বঙ্গ এবং কামরূপের অধিবাসিগণের মনে ভীতি উৎপাদন করিয়াছিল (১)। মহম্মদ-ই- বখ্তিয়ার বিহার জয় করিয়া ধনরত্ন ও লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি সহ দিল্লীতে সুলতান কুতুবুদ্দিনের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। (২) "দিল্লী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ার সেনা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং বিহার হইতে গৌড় রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন (৩)। তিনি অষ্টাদশ অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে নোদিয়া নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার দলবল তাঁহার অনুসরণ করিতে পারিয়াছিলনা।

---

(১) Tabaqat-i-Nasiri (Trans, by Raverty) P 554.

(২) Ibid P. 552. & 556 Footnote 6.

(৩) Tabaqat-i-Nasiri (Raverty) P. 557.

পাঠান বিজয়ের সময় সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। বুকানন সাহেবের মতে ১২০৭ খৃঃ অব্দে, মেজর রেভার্টিও মুন্সী শ্যামপ্রসাদের মতে ৫৯০ হিঃ (১১৯৪ খৃঃ অঃ) ডাঃ মিত্র ও কৈলাস বাবুর মতে ১২০৫ খৃঃ অঃ (১১২৭ শকাব্দে), ষ্টুয়ার্ট ও ওয়াইজ সাহেবের মতে ৬০০ হিঃ (১২০৩—৪ খৃঃ অব্দে) ডাঃ কিলহর্ণ (Indian Antiquary Vol XIX.) ও বিভারিজের (J. A. S. B. 1898 pt I P. 2) মতে ১১৯৯ খৃষ্টাব্দ; ব্লকম্যানের মতে (J. A S. B. 1873 pt I P. 211) ১১৯৮—৯৯ খৃষ্টাব্দ। গৌড়রাজমালার লেখক ব্লকম্যানের মত সমর্থন করিয়াছেন (গৌড় রাজমালা ৭১ পৃষ্ঠা)। উইলফোর্ড সাহেবের মতে (Asiatic Researches Vol IV P. 203) ১২০৭ খৃষ্টাব্দ। টমাস সাহেবের মতে (Initial Coinage of Begnal P.) ১২০৩ খৃষ্টাব্দ। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসুর মতে (J. A. S. B. 1896 P. 31) ১১৯৭—৯৮ খৃঃ অঃ। পণ্ডিত প্রবর স্বর্গীয় উমেশ চন্দ্র বটব্যাল মহাশয় (সাহিত্য ১৩০১, ৩ পৃষ্ঠা) সেক শুভোদয়ার লিখিত :—

"চতুর্ব্বিংশোত্তরে শাকে সহস্রৈক শতাধিকে।
বেহার পাটনাৎ পূর্ব্বং তুরুষ্কঃ সমুপাগতঃ"।

শ্লোক দৃষ্টে পাঠান বিজয়ের কাল ১১২৪ শাক বা ১২০২-০৩ খৃষ্টাব্দ বলিয়া

নগর বাসিগণ প্রথমে তাঁহাকে অশ্ববিক্রেতা বণিক মনে করিয়াছিল। তিনি রায় লখ্‌মনিয়ার প্রাসাদের তোরণ দেশে উপস্থিত হইয়া অবিশ্বাসী দিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই সময় রায় লখ্‌মণিয়া আহার করিতেছিলেন। তিনি মোসলমানের আগমন বার্ত্তা অবগত হইয়া পুরমহিলাগণ, ধনরত্ন-সম্পদ, দাস দাসী পরিত্যাগ করিয়া নগ্নপদে অন্তঃপুরের দ্বার দিয়া সঙ্কনাট (১) এবং বঙ্গাভিমুখে পলায়ন করিয়াছিলেন" (২)। ইহাই হইল মিনহাজ-ই-সিরাজের বিবরণ। মিনহাজ এই ঘটনার চত্বারিংশৎ বর্ষ পরে ৬৪১ হিজিরাব্দে (১২৪৩—৪৪ খৃষ্টাব্দে), গৌড়ে সমসামউদ্দিনের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার নিকট হইতে মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের এই বিজয় কাহিনী শ্রবণ করিয়াছিলেন (৩)।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, (৪), "মহম্মদ-ই-ব্যক্তিয়ার

নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রেভার্টির মতে মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার ১১৯৩ খঃ অব্দে বিহার দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। (Raverty's Tabaqat-i-Nasiri, Appd)।

গয়ার বিষ্ণুপাদ মন্দিরের প্রশস্তি অনুসারে গোবিন্দ পাল দেব ১১৬১ খৃঃঅব্দে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। (J. A. R. S. Vol III No 18)। তাঁহার ৩৮ বৎসর রাজত্বের পরে মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার বিহার জয় করেন, (J. A. S. B. 1876 pt I Page 331—32)। এই ঘটনার "দোয়ম সালে" গৌড় বিজয় হইয়াছিল। উপরোক্ত যুক্তির বলে শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠান বিজয়ের কাল ১২০০ খৃষ্টাব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (J. A. S. B. 1913 pp 277 & 285.)। রাখাল বাবুর অনুমানই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

(১) প্রবীন ঐতিহাসিক পরম পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয়ের মতে সঙ্কনাট ও বিক্রমপুরের অন্তর্গত সমকোট অভিন্ন। রেণেলের সপ্তদশ সংখ্যক মানচিত্রে এই স্থান Samkoot বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

(২) Tabaqat-i-Nasiri (Raverty) P. 558.

(৩) Ibid P. 552.

(৪) বাঙ্গালার ইতিহাস—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ৩২৪—২৫ পৃষ্ঠা।

কর্ত্তৃক গৌড়ে ও রাঢ়ে সেন রাজগণের অধিকার লুপ্ত হইয়াছিল, ইহা নিশ্চয়; কিন্তু যে ভাবে বিজয় কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। প্রথম কথা, নোদিয়া কোথায়? নোদিয়া যদি নবদ্বীপ হয়, তাহা হইলে বোধ হয় যে, মহম্মদ-ই-বখতিয়ার লুণ্ঠনোদ্দেশে আসিয়া সেন রাজের জনৈক সামন্তকে পরাজিত করিয়াছিলেন, কারণ নবদ্বীপে যে সেন বংশের রাজধানী ছিল, ইহার কোনও প্রমাণই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। দ্বিতীয় কথা আগমনের পথ; কান্যকুব্জের নিকট হইতে মগধ লুণ্ঠন যত সহজ, মগধ হইতে সামান্য সেনা লইয়া গৌড় বা রাঢ় লুণ্ঠন তত সহজ নহে। মহম্মদ-ই বখ্তিয়ার কোন্ পথে নোদিয়া আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। তিনি যদি রাজমহলের নিকট গঙ্গার দক্ষিণ কুল অবলম্বন করিয়া আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি কখনই অল্প সেনা লইয়া আসিতে পারেন নাই এবং রাজধানী গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী অধিকার না করিয়া আসেন নাই। তখন ঝাড়খণ্ডের বনময় পর্ব্বতসঙ্কুল পথ সামান্য সেনার পক্ষে অগম্য ছিল। এই সকল কারণে অষ্টাদশ অশ্বারোহী লইয়া মহম্মদ-ই-বখতিয়ারের গৌড় বিজয়-কাহিনী বিশ্বাস যোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। * * * * * তৃতীয় কথা, লক্ষ্মণ সেন তখন জীবিত ছিলেন না। লক্ষ্মণ সেনের পুত্রত্রয়ের মধ্যে তখন কে গৌড় রাজ্যের অধিকারী ছিলে. তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। সিংহাসন লইয়া ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল কিনা, তাহাও অদ্যাপি স্থির হয় নাই। এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ারের নদীয়া-বিজয় কাহিনী সম্ভবতঃ অলীক। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, নোদিয়া পুনর্ব্বার হিন্দুরাজগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল; কারণ, মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ারের অর্দ্ধ শতাব্দী পরে বাঙ্গালার

স্বাধীন সুলতান মুগীস উদ্দিন য়ুজবক নোদিয়া বিজয় করিয়া বিজয় কাহিনী স্মরণার্থ নূতন মুদ্রা মুদ্রাঙ্কন করাইয়াছিলেন" (১)।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় লিখিয়াছেন (২), "সে আখ্যায়িকায় যে "নওদিয়ার" রাজধানী ও "রায় লছমনিয়া" নামক নরপতির উল্লেখ আছে, তাহার সহিতও শাসনলিপির সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে কেহ অনুমান করিয়া লইয়াছিলেন,— "নওদিয়া" নবদ্বীপের অপভ্রংশ মাত্র, "লছমনিয়াও" তবে লক্ষ্মণ সেনের অপভ্রংশ। মিনহাজ লিখিয়াছেন,—"রাজ্যাব্দের অশীতি বর্ষে বক্তিয়ার খিলিজির দিগ্বিজয় সুসম্পন্ন হইয়াছিল" (৩)। তদনুসারে আর একটি অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করা অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল (৪)।

---

(১) Catalogue of Coins in the Indian Museum Calcutta Vol II, Pt II, P 146. No 6.

(২) বঙ্গদর্শন—নবপর্য্যায়, ১৩১৫,—পৌষ, ৪৪৪—৪৫ পৃষ্ঠা।

(৩) Tabaqt-i-Nasiri (Raverty) Page—554.

(৪) তবকাৎ-ই-নাসিরি গ্রন্থে একটি অলৌকিক কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে, এবং পরবর্ত্তি-লেখকগণ ও উহা বিনা বিচারে গ্রহণ করিয়াছেন। কাহিনীটি এই:— "ইহলোক হইতে তাঁহার পিতার স্থানান্তর কালে লখমণিয়া মাতৃগর্ভে ছিলেন। রাজমুকুট তাঁহার মাতৃগর্ভে স্থাপিত হইয়াছিল, এবং সকলেই তাঁহার আজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়াছিল। পলিকা বংশের ন্যায় হিন্দুরাজগণও ধর্ম্মরক্ষক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। লখমণিয়ার জন্মকাল নিকটবর্ত্তী হইলে তাঁহার মাতা প্রসবের লক্ষণ বুঝিতে পারিয়া জ্যোতিষীগণকে আনাইলেন, তাঁহারা শুভলগ্ন ঠিক করিয়া একবাক্যে জানাইলেন যে, কুমার এখন জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহার নিতান্ত অশুভ হইবে, কখনই রাজ্যলাভ করিতে পারিবে না, কিন্তু যদি দুই ঘণ্টা পরে জন্ম হয়, তাহা হইলে ৮০ বর্ষ রাজ্য করিতে পারিবে। জ্যোতিষীগণের মুখে এরূপ উক্তি শুনিয়া রাজ্ঞী আদেশ করিলেন যে, তাঁহার পা দুখানি বাঁধিয়া ঝুলাইয়া মাথা হেট করিয়া রাখা হউক। তাহাই করা হইল। যথাকালে জ্যোতিষীগণ শুভ মুহূর্ত্ত জানাইলেন। রাজমাতাও তখনই তাহাকে

কাহারও পক্ষে অশীতিবর্ষ রাজ্যভোগ করা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না,—শৈশবে সিংহাসনে আরোহন করিবার অনুমান ও লক্ষ্মণ সেনের পক্ষে সুসঙ্গত হইতে পারে না। কারণ তিনি যে পরিণত বয়সেই পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাহার নানা প্রমাণ ও কিংবদন্তী সংস্কৃত সাহিত্যে সুপরিচিত। বল্লাল ও লক্ষ্মণসেনের মধ্যে যে সকল কবিতা বিনিময় হইতে, তাহা এখনও কণ্ঠে কণ্ঠে ভ্রমণ করিতেছে (১)। এরূপ

নামাইয়া প্রসব করাইবার জন্য আদেশ করিলেন ও তৎক্ষণাৎ লখ্‌মণিয়া ভূমিষ্ঠ হইলেন। কিন্তু রাজমাতা প্রসব বেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া ইহলোক ত্যাগ করিলেন। সদ্যোজাত শিশু লখ্‌মণিয়াকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করা হইল। (Tabaqat-i-Nasiri (Raverty) p. 555,। (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রাজন্যকাণ্ড,৩৩৭—৩৮পৃষ্ঠা)।

(১) লক্ষ্মণ। "শৈত্যং নাম গুণ স্তবৈব সহজঃ স্বাভাবিকী স্বচ্ছতা,
কিং ব্রমঃ শুচিতাং ভবন্তি শুচয়ঃ স্পর্শেন যস্তাপরে।
কিং বান্যৎ কথয়ামি তে স্তুতি পদং ত্বং জীবনং দেহিনাং,
ত্বং চেন্নীচপথেন গচ্ছসি পয়ঃ কস্ত্বাং নিরোদ্ধুং ক্ষমঃ"।

বল্লাল। "তাপো নাপগত স্তৃষা ন চ কৃশা ধৌতা ন ধূলি স্তনো-
ন স্বচ্ছন্দমকারি কন্দ কবলঃ কা নাম কেলী কথা ?
দূরোৎ ক্ষিপ্ত করেণ হন্ত করিণা স্পৃষ্টা ন বা পদ্মিনী,
প্রারব্ধো মধুপৈরকারণমহো ঝঙ্কার কোলাহলঃ"।

লক্ষ্মণ। "পরিবাদস্তথ্যো ভবতি বিতথো বাপি মহতাং,
অতথ্য স্তথ্যো বা হরতি মহিমানং জনরবঃ।
তুলোত্তীর্ণ স্যাপি প্রকটিত হতাশেষ তমসঃ,
রবে স্তাদৃক্ তেজো নহি ভবতি কন্যাং গতবতঃ"।

বল্লাল। "সুধাংশোর্জ্জাতেরং কথমপি কলঙ্কস্য কণিকা,
বিধাতুর্দ্দোষোঽয়ং ন চ গুণনিধে স্তস্য কিমপি।
স কিং নাত্রেঃ পুত্রো ন কিমু হর চূড়ার্চ্চণ মণিঃ,
ন বা হন্তি ধ্বান্তং জগদুপরি কিং বা ন বসতি"।

এই শ্লোকগুলি প্রকৃত পক্ষেই পিতপুত্রা মধ্যে লিখিত হইয়াছিল অথবা পরবর্তী

অবস্থায় একটি অসামান্য অনুমানের অবতারণা করা অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। সকল রাজার পক্ষেই সিংহাসনে আরোহণ করিবার সময় হইতে রাজ্যাঙ্ক গণনা করিবার রীতি প্রচলিত ছিল;—লক্ষ্মণ সেনের পক্ষে তাঁহার জন্মতিথি হইতে অব্দ গণনা করিবার একটি অসামান্য রীতির অনুমান করিয়া লওয়া হইয়াছিল। "লক্ষ্মণ সংবৎ" নামক একটি অব্দ গণনা রীতি অদ্যাপি মিথিলায় কোন কোন স্থানে প্রচলিত আছে,—এক সময়ে নানা স্থানে এই অব্দ ধরিয়া শিলালিপি খোদিত হইত। শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বুদ্ধগয়ার দুইখানি শিলালিপিতে এইরূপ অব্দ গণনার উল্লেখ দেখিয়া, তাহার সমালোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন,—"৫১ লক্ষ্মণাব্দের পূর্ব্বে কোনও সময়ে লক্ষ্মণ সেন দেবের দেহান্তর সংঘটিত হয়। মুসলমান ইতিহাস লেখক লক্ষ্মণ সেনকে পলায়ন-কলঙ্কে কলঙ্কিত করেন নাই। তদীয় রাজ্যাব্দের অশীতি বর্ষে দিগ্বিজয়ের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন (১)। আমরাই তথ্য নির্ণয়ে অগ্রসর না হইয়া অনুমান বলে "রায় লছমনীয়াকে" লক্ষ্মণ সেন বলিয়া ধরিয়া লইয়া অযথা কলঙ্কে স্বদেশের ইতিহাস মলিন করিয়া তুলিয়াছি।"

সময়ে কোনও কল্পনা-বিনোদী কবি কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই।

(১) "Muhammad-i-Bakht-yar-had [also] reached Rae Lakhmaniah.........who was a very great Rae and had been on the throne for a period of eighty years"—Tabaqat-i-Nasiri (Raverty) Page—554.

"লক্ষ্মণ সেনস্যাতীত রাজ্যে সং ৮০।"

লক্ষ্মণ সেনের, তপন দীঘী, সুন্দর বন, ও আনুলিয়ার তাম্রশাসনে "পরম বৈষ্ণব" উপাধি এবং মাধাই নগরের তাম্রশাসনে "পরম-নারসিংহ" উপাধি দৃষ্টে মনে হয়, তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। ধোয়ী-কবি-বিরচিত" পবন-দূতম্" গ্রন্থে লিখিত আছে, সুহ্মদেশের গঙ্গাতীরে সেনবংশীয় নরপতি গণের ইষ্টদেব মুরারি বিগ্রহ দেবরাজ্যে অভিষিক্ত আছেন (১)। কিন্তু কেশব সেনের তাম্রশাসনে তাঁহার "শঙ্কর গৌড়েশ্বর" উপাধিতে, বিশ্বরূপের তাম্রশাসনে, "পরমসৌর মদন শঙ্কর গৌড়েশ্বর" উপাধিতে, তাঁহার শৈব ও সৌর মতানুরক্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়।

লক্ষ্মণ সেনের ধর্ম্মানুরাগ।

লক্ষ্মণ সেনের [illegible] প্রথমে মহাদেবের বন্দনা দৃষ্ট হয় (২)। লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনগুলি বৈদিক মার্গানুসরণকারী ব্রাহ্মণ গণের উদ্দেশ্যেই প্রদত্ত হইয়াছে। বেদেরচর্চ্চা

---

(১) J. A. S. B.—1905.—Page 57 Verse 28.

(২) "বিদ্যুদ যত্র মণি দ্যুতিঃ ফণিপতের্বালেন্দুরিন্দ্রায়ুধঃ
বারি স্বর্গ তরঙ্গিণী সিতাশ্চিরো মালাবলাকাবলী।
ধ্যানাভ্যাস সমীরণোপনিহিতঃ শ্রেয়োঙ্কুরোদ্ভূতয়ে
ভূয়াবঃ স ভবার্ত্তি তাপভিদুরঃ শম্ভো কপর্দ্দাম্বুদঃ"।

J, A, S, B, 1873, pt I page 11 & 1900 pt I p, 61, । বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব।

"যস্যাঙ্কে শরদম্বুদোরসি তড়িল্লেখেব গৌরীপ্রিয়া
দেহার্দ্ধেন হরিঃ সমাশ্রিতবতূদ্ যস্যাতি চিত্রং বপুঃ।
দীপ্তাক দ্যুতি লোচন ত্রয় রূপ ঘোরং দধানো মুখং
দেবত্রা ধনিরস্তু দানবগজঃ পুষ্ণাতু পঞ্চাননঃ।

মাধাই নগরের তাম্রশাসন—১ম শ্লোক।

J, A, S, B, 1909, p. 471

রজতময় বিষ্ণুমূর্ত্তি (চূড়াইন গ্রামে প্রাপ্ত)।

কমলা প্রেস—বহুবাজার, কলিকাতা
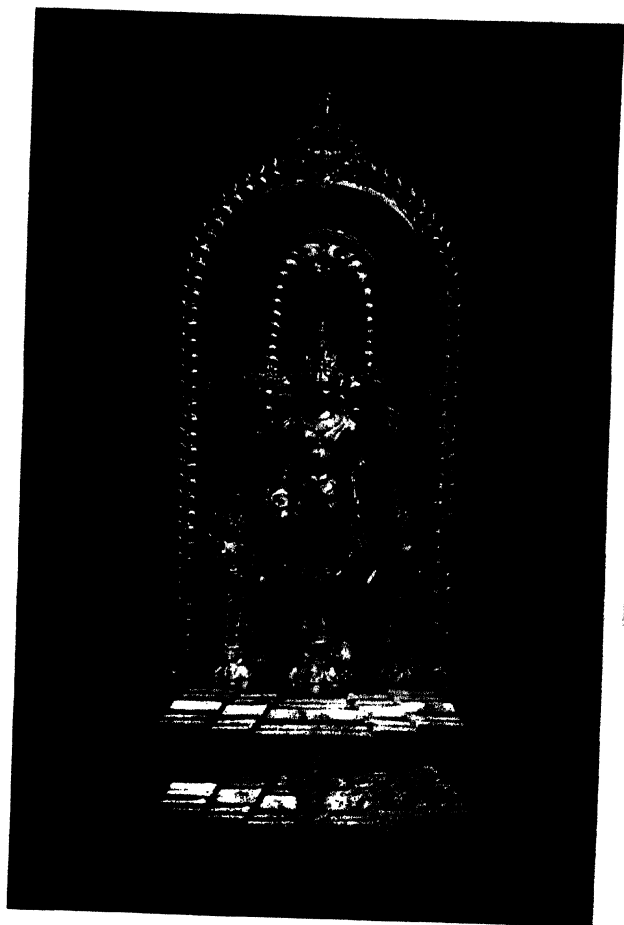
পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য তিনি পুরুষোত্তম নামক জনৈক বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে পাণিনির একটি বৃত্তি রচনা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন এবং তদনুসারে পুরুষোত্তম "ভাষাবৃত্তি" রচনা করেন। সৃষ্টিধর লিখিয়াছেন :—

"বৈদিক প্রয়োগানর্থিনো লক্ষ্মণসেনস্য রাজ্ঞ আজ্ঞয়া প্রকৃতে কর্ম্মণি প্রসজন্ বৃত্তের্ঘুতায়াং হেতুমাহ ভাষায়ামিতি"।

ব্রাহ্মণ দিগকে বৈদিক আচার এবং অনুষ্ঠান শিক্ষা দিবার জন্য লক্ষ্মণ সেনের অনুরোধে হলায়ুধ "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব" এবং হলায়ুধের ভ্রাতা পশুপতি ও ঈশান "পাশুপত পদ্ধতি" ও "আহ্নিক পদ্ধতি" প্রভৃতি রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তান্ত্রিক ধর্ম্মের প্রতিও তাঁহার অশ্রদ্ধা ছিলনা। একজন্যই তিনি বৈদিক ও তান্ত্রিক ধর্ম্মের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া হলায়ুধ দ্বারা "মৎস্য সূক্ত" প্রচার করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মণ সেনের বিদ্যানুরাগ।

লক্ষ্মণসেনকে বাঙ্গলার বিক্রমাদিত্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি স্বয়ং সুপণ্ডিত, কবি, ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বিক্রমাদিত্যের ন্যায় তাঁহার সভাতেও পঞ্চরত্ন বিদ্যমান ছিলেন। "কবিরাজ প্রতিষ্ঠা" গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, রূপ ও সনাতন লক্ষ্মণ সেনের সভাপণ্ডপ দ্বারে,

"গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি পঞ্চৈতে লক্ষ্মণস্য চ॥"

এইরূপ লিখিত দেখিয়া ছিলেন। জয়দেবও তাঁহার "গীত গোবিন্দ" গ্রন্থের তৃতীয় শ্লোকে লিখিয়াছেন :—

"বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতি ধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং
জানীতে জয়দেব এব, শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে।
শৃঙ্গারোত্তর সৎপ্রমেয় রচনৈরাচার্য্য গোবর্দ্ধন-
স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবিক্ষ্মাপতিঃ॥"

এতদ্ব্যতীত পৃথ্বিধর, ভবানন্দ, দিনকর মিশ্র, অরবিন্দ ভট্ট, হলায়ুধ, শূলপাণি, পশুপতি, ঈশান ও আচার্য্য-গোবর্দ্ধন-শিষ্য বলভদ্র, বেতাল (বেতাল ভট্ট বা রাজ বেতাল), ব্যাস কবিরাজ, পুরুষোত্তম দেব, সঙ্কাধর, উদয়ন, প্রভৃতি বিদ্বন্মণ্ডলী কর্ত্তৃক লক্ষ্মণ সেন সর্ব্বদা পরিবেষ্টিত থাকিতেন। বঙ্গদেশে বেদের চর্চ্চা পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য অশেষ শাস্ত্র বেত্তা বেদবিদ্ পুরুষোত্তম দেবকে পাণিনির একটি বৃত্তি রচনা করিতে আদেশ করেন। তদনুসারে তিনি "ভাষাবৃত্তি" রচনা করেন। ভাষাবৃত্তি ব্যতীত পুরুষোত্তম "ত্রিকাণ্ড শেষ" "দ্বিরূপ কোষ" "একাক্ষর কোষ" "দ্ব্যর্থকোষ" "উম্মাভেদ" "কারক কোষ" "শব্দভেদ" "প্রকাশ কোষ" প্রভৃতি রচনা করেন। বৈদিক আচার ও অনুষ্ঠান শিক্ষা দিবার জন্য হলায়ুধ লক্ষ্মণ সেনের অনুরোধে "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব" এবং হলায়ুধের ভ্রাতাদ্বয় পশুপতি ও ঈশান "পাশুপত পদ্ধতি" ও "আহ্নিক পদ্ধতি" প্রভৃতি রচনা করেন। "মীমাংসা সর্ব্বস্ব." "বৈষ্ণব সর্ব্বস্ব," "শৈব সর্ব্বস্ব," "পুরাণ স্বর্ব্বস্ব," ও "পণ্ডিত সর্ব্বস্ব," হলায়ুধের রচিত।

বৈদিক ও তান্ত্রিক ধর্ম্মের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া পণ্ডিত প্রবর হলায়ুধ লক্ষ্মণ সেনের আদেশ ক্রমে "মৎস্যসূক্ত" রচনা করিয়া ছিলেন। রাজকবি গোবর্দ্ধনাচার্য্য কাব্যভাণ্ডারের অমূল্যরত্ন আর্য্যা সপ্তশতী (১)

---

(১) আর্য্যাসপ্ত শতীতে সেন বংশের উল্লেখ আছে :—

"সকল কলাঃ কল্পয়িতুং প্রভুঃ প্রবন্ধস্য কুমুদ বন্ধোশ্চ।
সেন-কুল-তিলক-ভূপতিরেকো রাকা প্রদোষশ্চ"॥

গোবর্দ্ধনের শিষ্য উদয়ন ও সহোদর বলভদ্র দ্বারা আর্য্যাসপ্তশতী সংশোধিত হইয়া প্রকাশিত হয় :—

"উদয়ন-বলভদ্রাভ্যাং সপ্তশতী শিষ্য সোদরভ্যাং মে।
দ্যৌরিব রবি চন্দ্রাভ্যাং প্রকাশিতা নির্ম্মলী কৃত্য"॥

বাণীহাটীতে প্রাপ্ত বরাহমূর্ত্তি।

কমলা প্রেস,—বাগবাজার, কলিকাতা।

এবং ধোয়ী কবিরাজ "পবনদূতম্" গ্রন্থ রচনা করেন। শূলপানি যাজ্ঞবল্ক স্মৃতির "দীপ কলিকা" নামক টীকা রচনা করেন।

হলায়ুধ লক্ষ্মণ সেনের ধর্ম্মাধিকারী ছিলেন। ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্বে লিখিত আছে লক্ষ্মণসেন, তাঁহাকে বাল্যে রাজ পণ্ডিতের পদ, যৌবনারম্ভে মন্ত্রীরপদ, ও প্রৌঢ়াবস্থায় ধর্ম্মাধিকারীর পদ প্রদান করেন।

নারায়ণ দত্ত লক্ষ্মণ সেনের মহা সান্ধি বিগ্রহিক, বটুদাস মহাসামন্ত, শ্রীধরদাস মহামাণ্ডলিক, এবং মধু ধর্ম্মাধিকারী ছিলেন (১)।

ধোয়ী বিরচিত পবনদূতম গ্রন্থে লিখিত আছে, কবি লক্ষ্মণ সেনের নিকট হইতে "কবিরাজ" উপাধি এবং দন্তীদন্ত, হেমময়দণ্ড-শোভিত চামরাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যথা :—

দন্তিব্যূহং কনকলতিকাং চামরং হৈমদণ্ডং
যো গৌড়েন্দ্রাদলভত কবিক্ষ্মা ভৃতাং চক্রবর্ত্তী
শ্রীধোয়ীকঃ সকল রসিক প্রীতিহেতোর্ম্মনস্বী
কাব্যং সারস্বতমিব সতন্ মন্ত্র মেতজ্জগাদ॥"

"সদুক্তি কর্ণামৃত গ্রন্থে'' লক্ষ্মণসেনের রচিত নয়টী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা কয়েকটী এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। শ্লোকগুলিতে ভাব এবং কবিত্ব আছে।

১। "তীর্য্যক্ কন্ধরমংস দেশমিলিত শ্রোত্রাবতংস স্ফুরৎ-
হোত্তম্ভিত কেশ পাশ মনুজ ভ্রূবল্লরী বিভ্রমং।
গুঞ্জেদ্বেণু নিবেশিতাধরপুট সা কূত রাধানন
ন্যস্ত মীলিত দৃষ্টি গোপবধূযো বিষ্ণোর্মু খং পাতুবঃ॥"

বেণুনাদঃ—সদুক্তি কর্ণামৃতম্—৭৩ পৃষ্ঠা।

২। "অবিরত মধু পানাগার মিন্দিন্দিরাণা
মভিসরণ নিকুঞ্জং রাজহংসী কুলস্য।

প্রবিতত বহুশালং মঙ্গলালয়ায়
বিতরতি রতিমক্ষোরেব লীলাতড়াগ ॥"

৩। এতে পুরঃ সুরভি কোমল হোমধূম
লেখানিপীত নব পল্লব শোণি মানঃ।
পুণ্যাশ্রমাঃ শ্রুতি সমীহিত সামগীতি
সাকূত নিশ্চল কুরঙ্গ কুলাঃ স্ফুরন্তি ॥

৪। "কৃষ্ণ ত্বদ্বনমালয়া সহকৃতং কেনাপি কুঞ্জান্তরে
গোপীকুন্তল বর্হ দাম তদিদং প্রাপ্তং ময়া গৃহ্যতাম্।
ইত্থং দুগ্ধমুখেন গোপশিশুনা হখ্যাতে ত্রপানম্রয়ো
রাধা মাধবয়ো র্জয়ন্তি বলিতস্মেরালসা দৃষ্টয়ঃ ॥"

কেশব সেন ও বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, শ্রীমতী বসুদেবী লক্ষ্মণ সেনের মহিষী ছিলেন (১)। "সেক শুভোদয়ায়" লিখিত আছে, রাজা শেষ বয়সে বল্লভা নাম্নী নারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বসুদেবী সাধ্বী এবং পতি পরায়ণা ছিলেন বটে; কিন্তু বল্লভা অত্যন্ত প্রগল্‌ভা এবং স্বেচ্ছাচারিণী ছিলেন; এমন কি তিনি রাজসভায় উপস্থিত হইয়া রাজ কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মাইতেন, রাজা ভয়ে কোনও কথা বলিতেন না। বল্লভার ভ্রাতা

রাজ্যের অবস্থা।

কুমার দত্ত লম্পট ও দুশ্চরিত্র ছিল। রাজ্য মধ্যে ইহার প্রবল প্রতাপ ছিল। ইহার নামে কোন অভিযোগ উপস্থিত হইলে, বল্লভা, ভ্রাতৃপক্ষাবলম্বন করিতেন। একদা মধুকর নামক বনিকের পত্নী মাধবীর সতীত্ব নাশের চেষ্টা ও রত্নালঙ্কার

(১) "যাং নির্ম্মায় পবিত্র পাণিরভবদ্ বেধাঃ সতীনাং শিখা
রত্নং যা কিমপি স্বরূপ চরিতৈ বিশ্বং বয়ালঙ্কৃতং।
লক্ষ্মীর্ভূরপি বাহিতানি বিদধে যস্তাঃ সপত্নৌ মহা
রাজ্ঞী শ্রীবসুদেবিকাস্য মহিষী সা ভূত্রিবর্গোচিতা"।

হরণের অভিযোগে কুমার দত্ত রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলে বল্লভা ভ্রাতার পক্ষ অবলম্বন করেন, এবং বিচারে বাধা প্রদান করেন। দুর্ম্মতি কুমার দত্তের শাস্তি হওয়া দূরে থাকুক, মাধবীর রত্নালঙ্কার বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লওয়া হয়, এবং রাজসভায় তাহাকে অপমানিত করা হয়।

এক সময়ে গঙ্গাস্নান উপলক্ষে গঙ্গাতীরে বহুলোক সমাগম হইয়াছিল। জয়দেব-প্রমুখ পণ্ডিতগণও সস্ত্রীক গঙ্গাস্নানে আগমন করিয়াছিলেন। রাজমহিষী বল্লভা তৎকালে অনৈক নগরবাসিনীর প্রকোষ্ঠ-শোভিত সুন্দর কঙ্কন বলপূর্ব্বক গ্রহণ করেন এবং উহা প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকার করেন। রাজসভার প্রধানগণ রাজমহিষীর এবম্বিধ ব্যবহারে উত্যক্ত হইয়া উঠিলেন; নগর-বাসিনী রাণীকে "কাঠ কুড়ানীর বেটী" বলিয়া গালি দিল। সেক শুভোদয়ার এই সমুদয় উক্তি কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না। কিন্তু অধঃপতনের কালে রাজপরিবারে এবং রাজতন্ত্রে এইরূপ দুর্নীতিই প্রবেশ করিয়া থাকে। সেক শুভোদয়ার উক্তি সত্য হইলে, স্ত্রী ও শ্যালকের প্রতি পক্ষপাতীতাই লক্ষ্মণসেনের চরিত্রের কলঙ্ক বলিয়া অনুমিত হয়। হরিমিশ্র হয়ত এই কলঙ্কেরই ইঙ্গিত করিয়াছেন।

ইদিলপুরের তাম্রশাসনে লিখিত আছে,—

"সায়ং বেশ বিলাসিনী জনরণন্মঞ্জীরমঞ্জু স্বনৈ-
র্যেনাকারি বিভিন্ন শব্দ ঘটনা বন্ধ্যাং ত্রিসন্ধ্যং নভঃ॥"

অর্থাৎ (লক্ষ্মণসেনের সময়ে) বঙ্গের রাজধানীর রাজপথ সায়ংকালে বারবিলাসিনীগণের মঞ্জীর নিক্বনে চমকিত হইত। ধোয়ীকবি বিরচিত পবন দূতম্ গ্রন্থে রাজধানীর তাৎকালীন অবস্থা বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কবি বলিয়াছেন, "রাজপথ বারাঙ্গনাগণের মঞ্জীরনিক্বণে চমকিত এবং নিশীথে স্বেচ্ছা-বিহারিনী অভিসারিকাগণের অব্যাহত গতিতে মুখরিত। প্রেমলিপ্সু কামিনীগণের প্রেমালাপে সমস্ত বিতাবরী উদ্ভ্রান্ত"। যথা :—

"বৃদ্ধোষ্মাণ স্তন পরিসরাঃ কুঙ্কুমস্তাঙ্গরাগা
দোলাঃ কেলিব্যসনরসিকাঃ সুন্দরীণাং সমূহাঃ।
ক্রীড়া-বাপ্যঃ প্রতনু-সলিলা মালতীদাম রাত্রিঃ
স্থান জ্যোৎস্নামুদমবিরতং কুর্ব্বতে যত্র যূণাং॥
ভ্রাম্যন্তীনাং ভ্র (ত ?) মসি নিবিড়ে বল্লভাকাঙ্ক্ষিণীনাং
লাক্ষারাগাশ্চরণগলিতাঃ পৌর-সীমন্তিনীনাং।
রক্তাশোকস্তবক ললিতৈর্ব্বালভানোর্ময়ূখৈ-
র্নালক্ষ্যন্তে রজনি বিগমে পৌর মার্গেষু যত্র॥
রত্নৈ র্মুক্তামরকত মহানীল সৌগন্ধিকাদ্যৈঃ
শঙ্খৈর্ব্বালাবলয়রচনা বন্ধুভিবিদ্রুমৈশ্চ।
লোপামুদ্রা রমণ মুনিনা পীত নিঃশেষ বারঃ
শ্রীঃ সর্ব্বস্বং হরতি বিপদং (বিপুলং ?) যত্র রত্নাকরস্য॥
মূকীভূতাং মরকত মণীং হারযষ্টিং দধানা
যস্মিন্ বালা মৃগমদ মসী পিচ্ছিলেষু স্তনেষু।
চেতোবর্ত্তি স্মরহুতবহং দীপিতং স্নেহপূরৈঃ
কৃত্বা যান্তি প্রিয়তম গৃহানন্ধকারে ঘনেঽপি॥
নীতং বক্ত্রাদবিনয়লিপেঃ পত্রতামারতাক্ষ্যা
নির্গচ্ছন্ত্যাঃ সপদি হৃদয়ং কালরিক্তের যত্র।
কান্তে পাদ-প্রণয়িনি মিলৎকজ্জল শ্যামলানা
মুন্মুচ্যন্তে নয়ন পয়সাং শ্রেণয়ো মানিনিভিঃ॥
অগ্রে তেষাং ব্যপগত মদঃ স্থাতুমেবাসমর্থা
দৃষ্টা কান্তিং কুসুম ধনুষঃ কা কথা বিক্রমস্য॥
সুভ্র (ভ্রূ) লীলা চতুর নয়ন-ক্ষেপরম্যৈর্বিলাসৈ-
র্যস্মিন্ যাতা স্তদপি সুদৃশাং কিং করস্থং যুবানঃ॥

স্থ্যাসীনে মনসিজ গুরৌ যত্র সারঙ্গ-নেত্রাঃ
সংদৃশ্যন্তে রচিত চতুরোত্তান দোলাবিলাসাঃ।
অভ্যাস্যন্ত্যাঃ সরভসমিব ব্যোম-কান্তার-যানং
কন্দর্পস্য ত্রিদিব যুবতীং জেতু কামস্য সেনাঃ॥
প্রসাদানাং দিন পরিণতৌ গর্ভদগ্ধাগুরুণাং
জালোদ্‌গীর্ণঃ সজল জলদ শ্যামলো যত্র ধূমঃ।
সদ্যঃ ক্রীড়া কুত (তু ?) করস্ত সারুঢ় পৌরীমুখেন্দু
জ্যোৎস্না সঙ্গ প্রস্মরতমঃ শ্রেণি শঙ্কাং তনোতি॥
ব্যর্থীভূত প্রিয় সহচরী চারু বাচাং নিশীথে
রোষাদস্ত্রীকৃত কুবলয়োত্তং সবিত্রংসি মাল্যং।
যূণাং যত্র প্রণয়-কলহং কেলিহর্ম্যাগ্র ভাজা-
মিন্দুঃ প্রত্যাদিশতি সবিধীভূয় শখং করেণ॥
তত্র স্বেচ্ছা-রতি-বিনিময়ে চৈব সীমন্তিনীনাং
কর্ণস্রংসি প্রকৃতি সুভগং কেতকী-গর্ভ-পত্রং।
উৎপশ্যন্তি ব্যতিকর চলৎ কুণ্ডলা ঘট্টনাভি
র্ভিন্নং সাক্ষাদিব মুখ বিধোঃ খণ্ডমেকং বিদগ্ধাঃ॥
বাচঃ শ্রোত্রামৃতমনুগত ভ্রবিলাসাঃ কটাক্ষা
রূপং হস্তোচ্চয় সমুদিতং স্নিগ্ধ মুগ্ধাশ্চ হারাঃ (বাঃ)।
যাতং লীলাঞ্চিতমকৃতকং যত্র নেপথ্যমেতৎ
পৌরস্ত্রীণাং দ্রবিণ সুলভা প্রক্রিয়া ভূষণঞ্চ॥"

এই সময়ে দেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের কিরূপ রুচি ছিল তাহার স্পষ্ট চিত্র রাজকবি ধোয়ীর "পবন দূতম্," গোবর্দ্ধনাচার্য্যের "আর্য্যাসপ্তশতী," কবিকুল-বরেণ্য জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" মধ্যে অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়।

মহারাজ লক্ষ্মণ সেন দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। কারণ তদীয় ধর্ম্মাধিকারী "ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব"-প্রণেতা হলায়ুধ লিখিয়াছেন,—লক্ষ্মণ সেন তাহাকে বাল্যে রাজ পণ্ডিতের পদ, যৌবনারম্ভে মন্ত্রীর পদ ও প্রৌঢ়াবস্থায় ধর্ম্মাধিকারীর পদ প্রদান করেন, যথা:—

রাজ্যকাল।

"বাল্যে খ্যাপিত রাজপণ্ডিত পদঃ শ্বেতাংশু বিম্বোজ্জ্বল
চ্ছত্রোৎসিক্ত-মহা-মহত্বমুপদং দত্বা নবে যৌবনে।
যস্মৈ যৌবন-শেষ-যোগ্যমখিল-ক্ষ্মাপাল-নারায়ণঃ
শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন দেব নৃপতি ধর্ম্মাধিকারং দদৌ॥"

লক্ষ্মণ-সংবতের আরম্ভকাল ১১১৯ খৃষ্টাব্দ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। সুতরাং তিনি ১১১৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ১১৭০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছিলেন।

লক্ষ্মণ সেনের মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র মাধব সেন পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। সেন বংশীয় রাজগণের তাম্রফলকে লক্ষ্মণের পুত্রস্থলে মাধবের নাম বিবৃত নাই, কিন্তু কেশব ও বিশ্বরূপ সেনের নাম আছে। গৌড়েব্রাহ্মণ-রচয়িতা কেশব সেনের তাম্রফলকের ১৫শ শ্লোক উপলক্ষে লিখিয়াছেন,—"কিন্তু ১৫ সংখ্যক শ্লোকের বর্ণনা দ্বারা কেশব সেনকে লক্ষ্মণসেনের পুত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কেশব সেনের তাম্রশাসনের লিখন, কেশব সেনের পিতার পরিচয় সম্বন্ধে সমধিক প্রমাণ। তাম্রশাসনের যে যে স্থানে মাধব সেনের নাম ছিল, তাহা কাটিয়া কেশব সেন করা হইয়াছে। ইহাতে অনুমান হইতেছে মাধব সেনের অনুজ্ঞাতে তাম্রশাসন প্রস্তুত হইয়াছে। সঙ্কল্প করিয়া দান সিদ্ধ করার পূর্ব্বেই

মাধব সেন।

মাধব সেনের মৃত্যু হওয়াতে কেশব সেনের নাম যোগ করা হইয়াছে। মাধব সেন, কেশব সেনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন" (১)।

রামজয় কৃত কুলপঞ্জিকা, ইণ্ডোএরিয়াণ এবং আইন-ই আকবরী গ্রন্থে লক্ষ্মণ সেনের পর মধু সেন নামে একটি রাজ-নাম পাওয়া যায়, কিন্তু উক্ত গ্রন্থ সমূহে উঁহাকে কেশবের পিতা বলিয়া লিখিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ মাধব সেনই অন্যায়রূপে অক্ষরান্তরিত হইয়া মধু সেন আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। মধু বা মাধবকে কেশবের পিতা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, কারণ তাম্রশাসনে লক্ষ্মণসেনকেই কেশবের পিতা বলিয়া লিখিত হইয়াছে। ইদিলপুর শাসনে কেশব সেনের নাম দুই স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে, এবং প্রত্যেক স্থানেই দেখা যায় যে কোন একটি নাম চাছিয়া ফেলিয়া কেশব সেনের নাম পুনরায় খোদিত হইয়াছে। যে স্থানে এই রূপ করা হইয়াছে, সেখানে নূতন নামটি পড়িবার কোন কষ্ট নাই। মদন পাড় শাসনেও ঐরূপ বিশ্বরূপ নামটি দুইবার উল্লিখিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক স্থলেই ফলক-লেখককে স্থানের অসচ্ছলতার জন্য নামের অক্ষর গুলিকে অত্যন্ত ঘন সন্নিবিষ্ট করিতে হইয়াছে। ইহাতে "বিশ্বরূপ" নামের এই চারিটি অক্ষর সেই পংক্তির অপরাপর অক্ষর অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হইয়াছে। সম্ভবতঃ কোনও একটি তিন অক্ষরের নাম চাছিয়া ফেলিয়া সেই স্থানে "বিশ্বরূপ" এই চারি অক্ষরের নামটি বসান হইয়াছে বলিয়াই ঐরূপ হইয়াছে (২)। সুতরাং অনুমিত হয় যে মদন-পাড় শাসনে মাধবের নাম চাছিয়া ফেলিয়া ঐস্থানে বিশ্বরূপ সেনের নাম বসান হইয়াছে। কোনও এক অজ্ঞাত-নাম্না-লেখকের পুস্তকে লিখিত আছে :—

(১) "গৌড়ে ব্রাহ্মণ ২৩৭ পৃঃ টীকা।

(২) Journal of the Asiatic Society of Bengal. Vol Page

"তস্য বল্লাল সেনস্য পুত্রো লক্ষ্মণ সেনকঃ।
মধু সেন স্তস্য পুত্রো নানাগুণ সমাবৃতঃ" ॥

লক্ষ্মণের মৃত্যুর পরে মাধব সেন বঙ্গের সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং কোনও অজ্ঞাত কারণে মাধবের তিরোধান ঘটিলে কনিষ্ঠ বিশ্বরূপ সেন পৈত্রিক সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। মদন পাড়ের তাম্রশাসন হয়ত মাধবের সময়েই উৎকীর্ণ হইয়াছিল; কিন্তু, দান সিদ্ধ করিবার পূর্ব্বে মাধবের অভাব হইলে, বিশ্বরূপ সেনের নামই তাম্রশাসনে স্থান লাভ করিয়াছে। কুমায়ূনের আলমোড়ার নিকটবর্ত্তী যোগেশ্বর মন্দির-গাত্রস্থিত-শিলালিপিতে মাধব সেনের কীর্ত্তি ঘোষিত হইয়াছে বলিয়া এটকিনসন লিখিয়াছেন (১)। "সেন বংশীয়গণ তৎকালে আত্ম-কলহে মত্ত হইয়াছিলেন কিনা তাহা আজিও জানা যায় নাই, কিন্তু এই সময়ে মাধব সেনের কতিপয় অনুচর যে গাড়োয়াল প্রদেশে পলাইয়া গিয়াছিল, তাহা হইতে হিন্দু-রাজগণের মধ্যে যে কোন না কোন উৎপাত চলিতেছিল, তাহা স্পষ্ট সূচিত হয়; নতুবা মাধব সেনের প্রদত্ত তাম্রশাসনের অধিকারী ব্রাহ্মণ বিষয়-সম্পত্তি ও রাজ-অনুগ্রহ ত্যাগ করিয়া ওরূপ দূরদেশে নিজ দলীল দস্তাবেজ লইয়া গিয়া বাস করিবে কেন? ইহা হইতে প্রতীত হয়, সেনরাজপুত্রগণও পরস্পর বিবাদে মত্ত হইয়াছিলেন এবং পরাভূত রাজকুমার অনুচরবর্গ সহ গাড়োয়ালে পলাইয়া গিয়াছিলেন। একেবারে অতদূর দেশে পলায়নেরও একটা হেতু অনুমান করা যাইতে পারে। অশোক চল্লদেব বা তাঁহার ভ্রাতা দশরথ যখন বুদ্ধগয়া দর্শনে এ দেশে আসিয়াছিলেন, তখন হয়ত এই সেন রাজপুত্রের সহিত তাঁহার বন্ধুতা হইয়া থাকিবে। এক্ষণে বিপৎ-কালে সেই দূরগত বন্ধুর আশ্রয় লওয়াই যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্থির করিয়া

(১) Atkinson's Kumaun page 516. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, ৩৫৭পৃঃ।

ছিলেন। এ ঘটনা কনোজ-ধ্বংসের পূর্ব্বেই ঘটিয়াছিল, কারণ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দশ বৎসরে সমস্ত উত্তর ভারতই অত্যন্ত উপদ্রব অশান্তিতে ডুবিয়াছিল। তুর্কীগণের উৎপাতই তাহার মধ্যে প্রধান" (১)।

সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থে মাধবসেন-নামীয় একটি (২) এবং মাধব নামীয় পাঁচটি কবিতা (৩) উল্লিখিত হইয়াছে; উক্ত উভয় মাধব একই ব্যক্তি অথবা পৃথক ব্যক্তি এবং এক হইলেও সেনরাজবংশের সহিত তাঁহাদের কোনও সম্পর্ক আছে কিনা তাহা নিঃসন্দেহে জানা যায় না।

বিশ্বরূপ সেন।

বিশ্বরূপ সেন লক্ষ্মণসেনের দ্বিতীয় পুত্র। ইনি বসুদেবীর গর্ভজাত। তাম্রশাসন হইতেই এই নৃপতির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, লক্ষ্মণ সেনের বংশধরগণের যে দুইখানি তাম্র-শাসন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে তাম্রশাসন প্রদাতার নাম বিলুপ্ত করা হইয়াছিল; সুতরাং ইহাতে মনে হয়, লক্ষ্মণ সেনের মৃত্যুর পর সিংহাসন লইয়া ভ্রাতৃ বিরোধ বহ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিয়াছিল। ফলে বিশ্বরূপ সেন কর্ত্তৃক মাধব সেন বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া সুদূর কুমায়ুন প্রদেশে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

---

(১) বঙ্গ দর্শন, ১৩১৬, চৈত্র।

(২) "যচ্চাণ্ডাল গৃহাঙ্গনেষু বসতিঃ কৌলেয়কানাং কুলে
জন্ম যোদর পূরণঞ্চ বিঘসৈঃ স্পর্শ যোগ্যং বপুঃ।
তন্মে ইং সকলং ত্বয়াদ্য শুনক ক্ষোণীপতে র্যাজ্ঞা
যৎ ত্বং কাঞ্চন শৃঙ্খলা কলিতঃ প্রাসাদ মারোহতি"।

(৩) "ভ্রমতি ধরণী চক্রং চক্রে মতঙ্গজযূথপাং
প্রকটতি মদে পাত্রং কিঞ্চিৎ ক্রিয়ায় বিঘূর্ণতে।
জলধি সলিলে মগ্নং বিশ্বং বিলোকয় রেখতি
ত্রিজগদপতাজ্জয়ৈবং হলী মদ বিহ্বলঃ ॥"

বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসন তদীয় উনবিংশ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। সুতরাং তিনি যে অন্ততঃ ১৯ বৎসর কাল বঙ্গের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যাইতে পারে।

মদনপাড়ে তাম্রশাসন—এই তাম্রশাসন দ্বারা বাৎস গোত্রীয়, ভার্গব-চ্যবন-আপ্নবত্ত-জামদগ্ন্য-প্রবর পরাশর দেবশর্ম্মার প্রপৌত্র, গর্ভেশ্বর দেব-শর্ম্মার পৌত্র, বনমালি দেব শর্ম্মার পুত্র, শ্রুতিপাঠক বিশ্বরূপ দেব শর্ম্মাকে শিব পুরাণোক্ত ভূমিদান ফল কামনায় পৌণ্ড বর্দ্ধন ভুক্ত্যন্তঃপাতি বঙ্গে বিক্রমপুর ভাগে পূর্ব্বে অঠপাগ গ্রাম জঙ্গাল ভূঃসীমা দক্ষিণে বাররী পাড়া গ্রাম ভূঃসীমা পশ্চিমে উঞ্চোকাপা গ্রামভূঃসীমা উত্তরে বাঁরকাপা জঙ্গালসীমা এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন পোজীকাপা গ্রাম-মধ্যস্থিত কন্দর্পশঙ্কয়াশ ভূমি ও নাবাতর্প গ্রামস্থিত ভূমি প্রদত্ত হইয়াছে। প্রদত্ত ভূমির পরিমাণ ৬০০ ও ৫৪৭। ইহাতে অনুমিত হয় দুইখণ্ড ভূমি দান করা হইয়াছিল। এই তাম্রশাসনে গৌড়-সন্ধি-বিগ্রহিক কোপবিষ্ণুর নাম রহিয়াছে। কেশব সেন প্রদত্ত ইদিলপুর তাম্র-শাসনে বিশ্বরূপ সেনের মদন পাড় শাসনের সমুদয় শ্লোক গুলিই রহিয়াছে এবং তদতিরিক্ত আরও কতিপয় শ্লোক উৎকীর্ণ হইয়াছে, সুতরাং ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, বিশ্বরূপ কেশব সেনের অগ্রবর্ত্তী ছিলেন।

তাম্রশাসনে বিশ্বরূপ সেন, "গর্গ যবনান্বয় প্রলয়কাল রুদ্রঃ" এই বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। ইহাতে অনুমিত হয়, তিনি গর্গ যবনান্বয়" দিগকে বারংবার পরাজিত করিয়া ছিলেন। ঘোর দেশীয় তুরষ্ক দিগকেই সম্ভবতঃ "গর্গ যবনান্বয়" বলা হইয়াছে।

বিশ্বরূপের সময়ে তদীয় কনিষ্ঠ তনয় সুন্দরসেন সুবর্ণগ্রামের শাসনভার প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন বলিয়া জানা যায়। সুন্দর সেন

"কুমার সুন্দর" নামে অভিহিত হইতেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই রাজ-নন্দনের নামানুসারে সুবর্ণগ্রামের রাজধানী প্রথমতঃ কুমার সুন্দর এবং পরে কোঙরসুন্দর বা কয়ারসুন্দর নামে অভিহিত হয়। এই অনুমান কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না। বিশ্বরূপ-তনয় কোন ও সময়ে সুবর্ণগ্রামের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন কি না এবং তাঁহার নাম সুন্দর সেন ছিল কি না, তাহার বিশেষ কোনও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবে শাসন কার্য্যের সুবিধার জন্ত সুবর্ণগ্রাম অঞ্চলে স্বতন্ত্র শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া তথায় সেনবংশীয় কোনও রাজপুত্রকে প্রতিনিধি রূপে প্রতিষ্ঠাপিত করা অসম্ভব নহে।

কেশব সেন

লক্ষ্মণসেনের দুই পুত্র কেশব সেন ও বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে কেশব সেনের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু অনুবাদক কর্ণেল জ্যারেট কেশব সেনের পরিবর্ত্তে "কেশু" সেন নাম পাঠ করিয়াছিলেন। কেশব সেনের তাম্রশাসন ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে প্রিন্সেপ সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইবার পর, প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় প্রতিবাদ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, প্রিন্সেপ সাহেবের পাঠ নির্ভুল নহে। তাঁহার মতে উক্ত শাসনের রাজনাম কেশব সেন স্থলে বিশ্বরূপ সেন বলিয়া পঠিত হইলে শুদ্ধ হইবে। অবশেষে ডাঃ কীলহর্ণ নগেন্দ্র বাবুর মতই গ্রহণ করিয়া তাঁহার সংগৃহীত উত্তর-ভারতীয় উৎকীর্ণ লিপিমালার তালিকায় উহাকে বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (১)। নগেন্দ্রবাবু তাম্রশাসনের

(১) Epi. Ind. vol v. App. p, 88. No. 649.

১০ম কবিতার ১৭শ পংক্তিটীর যে সংশোধন করিয়াছেন, তাহা সমীচীন হইয়াছে, কিন্তু তিনি শেষ কবিতাংশে যে রাজ নাম আছে তৎপ্রতি প্রণিধান করেন নাই। শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উহা "কেশব সেন" বলিয়া পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। তিনি বলেন, দাতার নাম স্থলেও যে সেই নামটী রহিয়াছে, তাহা ৪০—৪৩ পংক্তি মিলাইয়া দেখিলেই হইবে। রাখাল বাবুর মতে লিপিখানির প্রকৃত পাঠ এই (১):—

"শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন দেব পাদানুধ্যাত সমস্ত সুপ্রশস্ত্যুপেত অশ্বপতি গজপতি-নরপতি-রাজত্রয়াধিপতি সেনকুলকমল-বিকাস-ভাস্কর সোমবংশ প্রদীপ প্রতিপন্ন কর্ণ সত্যব্রত গাঙ্গেয় শরণাগত বজ্রপঞ্জর পরমেশ্বর পরমভট্টারক পরম সৌর মহারাজাধিরাজ অরিরাজ অসহ্য শঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমৎ কেশব সেন দেব পাদা বিজয়িনঃ।" তপনদীঘী এবং আনুলিয়ার তাম্রশাসনে "শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন দেব কুশলী" এবং মদনপাড়ের শাসনে "শ্রীবিশ্বরূপ সেন দেব পাদা বিজয়িনঃ"—এইরূপ পাঠ আছে। সুতরাং ইদিলপুর শাসন খানি বিশ্বরূপ সেনের প্রদত্ত হইলে দাতার নাম স্থলে "শ্রীমৎ কেশব সেন দেব পাদা বিজয়িনঃ" এরূপ পাঠ না থাকিয়া "শ্রীবিশ্বরূপ সেন দেব পাদা বিজয়িনঃ" এইরূপ পাঠই থাকিত।

"নগেন্দ্রবাবু ইদিলপুরে-প্রাপ্ত শাসনখানির নিম্নোক্ত শ্লোক গুলি সংশোধন কালে,—

(পংক্তি ১৭)...

"এতস্মাৎ কথমন্তথা রিপু-বধূ বৈধব্য-বদ্ধ-ব্রতো বিখ্যাত ক্ষিতিপাল মৌলিরভবৎ শ্রীবিশ্ববন্দ্যো নৃপঃ" ইত্যাদি স্থলে, "এতস্মাৎ কথমন্তথা রিপু বধু বৈধব্যবদ্ধব্রতো বিখ্যাত ক্ষিতিপাল মৌলিরভবৎ শ্রীবিশ্বরূপো নৃপঃ" ইত্যাদি পাঠ করিয়াছেন।

(১) J. A. S. B. 1914—P. 102—103.

এই সংশোধিত পাঠে নির্ভর করিয়া নগেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন যে, ইদিলপুরের শাসন খানি ও বিশ্বরূপ সেন দেবের প্রদত্ত, কেশব সেনের নহে। এই অবস্থায় নগেন্দ্রবাবু বিশ্বরূপ শব্দটিকে একটি স্বতন্ত্র নাম বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে ঐ শ্লোকের পরবর্ত্তী শ্লোক গুলিতে বিশ্বরূপকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, লক্ষ্মণ সেনকে করা হয় নাই। আর তাহা হইলে, তারাদেবী (তাম্রাদেবী) কে বিশ্বরূপের মহিষী বলিয়াই অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, লক্ষ্মণ সেনের মহিষী বলিতে পারা যাইবেনা। অবশেষে ইহাও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, বিশ্বরূপ সেন রাজা বিশ্বরূপের ঔরসে মহিষী তারাদেবীর গর্ভেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।। (১)।

বস্তুতঃ ইদিলপুরের শাসন খানি কেশব সেনেরই প্রদত্ত, বিশ্বরূপ সেনের নহে। কেশব লক্ষ্মণসেনের অন্যতম পুত্র। তাঁহার—"অরিরাজ অসহ্য শঙ্কর গৌড়েশ্বর" এই রাজোপাধি ছিল। তাম্রশাসনে ইহাকে "পরম সৌর" বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে।

সদাশিব মুদ্রা দ্বারা মুদ্রিত করিয়া এই তাম্রশাসন প্রদত্ত হইয়াছে। গরুড় পুরাণে সদা শিব মূর্ত্তি নিম্ন লিখিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে :—

"বদ্ধ পদ্মাসনাসীনঃ সিত ষোড়শ বর্ষকঃ।
পঞ্চবক্ত্রঃ করাগ্রৈঃ স্বৈর্দশভিশ্চৈব ধারয়ন্॥
অভয়ং প্রসাদং শক্তিং শূলং খট্টাঙ্গমীশ্বরঃ।
দক্ষৈঃ করে বামকৈশ্চ ভুজগঞ্চাক্ষসূত্রকং॥
ডমরুকং নীলোৎপলং বীজপূরক মুত্তমং।
ইচ্ছাজ্ঞান ক্রিয়া শক্তি স্ত্রিনেত্রোহি সদাশিবঃ"॥

গরুড় পুরাণ পূর্ব্বার্দ্ধ ২৩শ অধ্যায়।

---

(১) বঙ্গদর্শন ১৩১৬ চৈত্র।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে সদাশিবের নিম্ন লিখিত রূপ ধ্যান লিখিত আছে :—

"ব্যাঘ্র চর্ম্ম-পরিধানং নাগ যজ্ঞোপবীতিনম্।
বিভূতি লিপ্ত-সর্ব্বাঙ্গং নাগালঙ্কার-ভূষিতম্॥
ধূম্র পীতারুণ শ্বেত কৃষ্ণৈ পঞ্চভিরাননৈঃ।
যুক্তং ত্রিনয়নং বিভ্রজ্জটাজুট ধরং বিভূম্॥
গঙ্গাধরং দশভুজং শশিশোভিত-মস্তকম্।
কপালং পাবকং পাশং পিনাকং পরশুং করৈঃ॥
বামৈর্দধানং দক্ষৈশ্চ শূলং বজ্রাঙ্কুশং শরম্।
বরঞ্চ বিভ্রতং সর্ব্বৈ র্দেবৈ র্মুনিবরৈঃ স্তুতম্॥
পরমানন্দ সন্দোহোল্লসৎ-কুটিল-লোচনম্।
হিম-কুন্দেন্দু- সঙ্কাশং বৃষাসন বিরাজিতম্॥
পরিতঃ সিদ্ধ গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিরহর্নিশম্।
গীয়মানমুমাকান্তমেকান্ত শরণম্ প্রিয়ম্॥"

লক্ষ্মণসেনের পর তদীয় পুত্র-ত্রয় গৌড়বঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রায় ৩০ বৎসর মধ্যে তিন জন সেন-রাজপুত্রই একে একে সিংহাসনে আরোহণ করেন। হরিমিশ্রের কারিকায় লিখিত আছে :—

"বল্লাল তনয়ো রাজা লক্ষ্মণোভূৎ মহাশয়ঃ।
* * * * *
তৎপুত্র কেশবো রাজা গৌড় রাজ্যং বিহায় সঃ॥
মতিং চাপ্য করোৎ বঙ্গে যবনস্য ভয়াৎ ততঃ।
ন শক্নুবন্তি তে বিপ্রাস্তত্র স্থাতুং তদা পুনঃ॥"

বিশ্বকোষ এবং সম্বন্ধ নির্ণয় এই উভয় গ্রন্থেই উক্ত পাঠ অধ্যাহৃত হইয়াছে। পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় উক্ত পাঠ বিশুদ্ধ বলিয়া মনে করেন না। তিনি বলেন, অবস্থা দৃষ্টে বোধ হয়

ইহার পাঠ বিশুদ্ধ নহে। কথা এই যে কেশব সেন, যবনের সহিত দ্বন্দ্ব করা সঙ্গত মনে না করিয়া তিনি যবন-ভয়ে গৌড় (নদীয়া) পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র চলিয়া যান। কেন না, তাহা না হইলে তিনি তথায় থাকিতে পারেন না। এ অর্থ না করিলে সর্ব্বত্র সঙ্গতি রক্ষা হয় না; এবং তাহা হইলে "চাপ্যকরোৎ" কথাও রাখা যায় না, রাখিলে অর্থ হয়, দ্বন্দ্ব করিতে মন করিলেন অথচ ভয়ে পলাইয়া গেলেন। তাহাতেই বোধ হয় প্রকৃত পাঠ :—

"মতিং নৈবাকরোৎ দ্বন্দ্বে যবনস্ত ভয়াত্ততঃ"।

হইবে; এবং ইহার পর আরও একটি পংক্তি হইবে, যাহাতে রাজার স্থানান্তর গমন প্রতিপাদিত হয়। পরের যে পংক্তি আছে, উহার অর্থ এই যে, রাজা পলায়ন করাতে তদাশ্রিত ব্রাহ্মণগণ ও তথায় থাকিতে পারিলেন না (১)।

কুলাচার্য্য এড়ু মিশ্র লিখিয়াছেন :—

"নৃপংতং কেশবো ভূপতিঃ সৈন্যৈর্বিপ্রগণৈঃ পিতামহকৃতৈরন্যৈশ্চ যুক্তো-গতঃ। তাং চক্রে নৃপতির্মহাদরতয়া সম্মানয়ন্ জীবিকাং তদ্বর্গস্ত চ তত্র চ প্রথমতশ্চক্রে প্রতিষ্ঠান্বিতঃ। ক্ষ্মাপালঃ স চ কেশবং নরপতিং কিঞ্চিৎ প্রসঙ্গান্তরে বাক্যং প্রাহ তদা পিতামহঃ কৃতী বল্লাল সেন নৃপঃ। কীদৃগ্ বিপ্রকুলাকুলাদি নিয়মঃ কস্মাৎ কথং বা কৃতঃ কেনোদ্যোগ ভরেণ বিপ্রনিকরং চক্রে তদাখ্যাহি মে। তংশ্রুত্বা কুলপণ্ডিতং কথয়িতুং তত্তজ্জগাদাদরাৎ এড়ু মিশ্র মশেষ শাস্ত্র মখিলং বিপ্রং প্রধাপারগম্" ॥

অর্থাৎ :—রাজা কেশব সেন সৈন্যগণ, পিতামহ প্রতিষ্ঠিত বিপ্রগণ ও অপরাপর স্বজনবর্গ সঙ্গে লইয়া সেই রাজার নিকট গমন করিলেন।

---

(১) বল্লাল মোহমুদ্গর ৩৬১—৩৬২ পৃষ্ঠা।

সেই বিখ্যাত নরপতি, মহা আদর পূর্ব্বক কেশবের সম্মাননা করিলেন এবং তাঁহার ও অনুচর পারিষদবর্গের জীবিকার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। একদিন প্রসঙ্গক্রমে সেই রাজা কেশবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনার পিতামহ বল্লাল সেন ব্রাহ্মণগণের কি প্রকার কুলকুলাদি নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন? কেন কোন্ সময়ে ও কোথায় এই নিয়ম প্রচার করেন? তাহা শুনিয়া কেশব, বহুশাস্ত্রবিদ্ বিপ্রপ্রথা পারগ আপনার কুলপণ্ডিত এড়ু মিশ্রকে কুলকাহিনী বর্ণনা করিতে আদেশ করিলেন (১)।

কেশব সেন কোন রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না। কোন কোন কুলাচার্য্য বলেন, এই রাজার নাম "মাধব সেন", আবার কেহ কেহ উঁহাকে দনুজ মাধব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু উঁহার নাম বিশ্বরূপ সেন বলিয়া অনুমান করেন। রাখাল বাবু কোনও নৃপতির নামোল্লেখ করেন নাই। তাঁহার মতে "পূর্ব্ববঙ্গ তখন খুব সম্ভবতঃ কোনও বিদ্রোহীর অধীনে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হইয়াছিল" এবং কেশব সেন গৌড় হইতে বিতাড়িত হইয়া উক্ত পূর্ব্ব দেশাধিপতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই নৃপতি গৌড়েশ্বর সেন দিগের কোন সামন্ত নৃপতি মহেন (২)। কিন্তু আমরা উক্ত কোনও মতই সমীচীন বলিয়া মনে করি না। দনুজ মাধব কেশব সেনের বহু পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং কেশব সেন যে দনুজ মাধবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা কোনও ক্রমেই সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। মাধব সেন, বিশ্বরূপ সেন এবং কেশব সেন ইহারা সকলেই লক্ষ্মণ সেনের পুত্র।

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড ১মাংশ, ১৫০ পৃঃ।

(২) বঙ্গদর্শন, ১৩১৬, ৫৭৬ পৃঃ।

পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে মাধব এবং বিশ্বরূপের পর কেশব সেন পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ এড়ু মিশ্রের কারিকা হইতে জানা যায় যে, কেশব সেনের আশ্রয় দাতা বল্লাল প্রতিষ্ঠিত সামাজিক বন্ধন প্রতিষ্ঠার বিষয় অনবগত ছিলেন। বিশ্বরূপ যে পিতামহ প্রতিষ্ঠিত সামাজিক বন্ধন বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন তাহাও অনুমান করা যায় না। সুতরাং কেশব সেন যে বিশ্বরূপ সেনের সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাহা স্বীকার করা যায় না। তুর্কীদিগের ভয়ে পলায়মান কেশব সেন যে অপরিচিত, অজ্ঞাত-পূর্ব্ব কোনও পূর্ব্ব দেশীয় স্বাধীন নরপতির রাজ্যে সদল বলে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তথায় উপনীত হইয়াই উক্ত নরপতি কর্ত্তৃক সম্মানের সহিত গৃহীত হইয়াছিলেন, তাহাও বিশ্বাস্য নহে। তিনি যে নরপতির সভায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহার সহিত সেনরাজগণের সৌহৃদ্য ছিল এবং হয়তঃ তিনি তাঁহাদিগের অধীনস্থ কোনও সামন্ত রাজাই হইবেন।

কেশব সেন সুকবি ছিলেন। সদুক্তি কর্ণামৃত গ্রন্থে শ্রীমৎ কেশব দেব বিরচিত (১) ছয়টি এবং কেশব-বিরচিত একটি

---

(১) শ্রীমৎ কেশব সেনস্য :—

(ক) আহূতাদ্য মহোৎসবে নিশি গৃহং শূন্যং বিমুচ্যাগতা
ক্ষীবঃ প্রেষ্যজনঃ কথং কুলবধূরেকাকিনী যাস্যতি।
বৎস ত্বং তদিমাং নয়ালয় মিতি শ্রুত্বা যশোদাগিরো
রাধা মাধবয়োর্জয়ন্তি মধুর স্মেরালসা দৃষ্টয়ঃ।

(খ) "পাতুলক্ষ্মী কুচাভোগে মর্দ্দিতা হরিণা পুনঃ।
ঔৎসুক্যাদিব তেনাস্যৌ নিহিতা যস্য স্রজঃ।"

(গ) "লীলা সদ্ম প্রদীপ ত্রিপুরবিজয়িনঃ দর্পণী কেলিহংসঃ
কন্দর্পোল্লাস বীজং রতিরসকলহ ক্লেশ বিচ্ছেদ দক্ষম্।
কল্লোলা দৈত্যবধূতিমির বন নিকেতচ্ছিদো বাড়বাগ্নি
দর্প্যাঃ ক্রীড়ারবিন্দং জয়তি কুমুদুষাং বংশ কন্দঃ সুধাংশুঃ।

শ্লোক (১) দেখিতে পাওয়া যায়। এই উভয় কেশব সম্ভবতঃ অভিন্ন। সদুক্তি কর্ণামৃতোক্ত শ্লোক রচয়িতা কেশব ও কেশব সেন সেনবংশোদ্ভব বলিয়াই মনে হয়। কেশব সেনের একটি শ্লোকের

কাব্যানুরাগ।

সহিত লক্ষ্মণ সেন দেব ও জয়দেবের রচিত একটি শ্লোকের ঐক্য দেখা যায়। প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তি মহাশয় কেশব সেন বিরচিত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি প্রকাশ করিয়াছেন (২)।

"কৈলাসো নিহ্নুতশ্রীঃ পরিমিলিতবপুঃ পার্ব্বণঃ শ্বেতভানুঃ
শেষঃ প্রচ্ছন্ন বেশঃ কলয়তি ন রুচিং জাহ্নবী বারি বেণিঃ।
পীতঃ ক্ষীরাম্বু রাশি প্রসভমপহৃতঃ কুঞ্জরো দেবভর্ত্তু-
র্যৎ কীর্ত্তীনাং বিবর্ত্তে রজনি স ভগবানেকদন্তোঽপ্যদন্তঃ॥"

---

(১) "স্মেরং চন্দ্র কলাতি মাকবলিতামেনোং পটৈরচিতা
মহারাগসমর্পিতে কণিকা সানন্দ মালোকিতা।
দিগ্বাণৈঃ সরলীকৃতাস্ত করৈঃ স্পৃষ্টা মৃণালাশয়া
ভিন্নোর্মীমতি নিঃসৃতা মধুরিপোঃ পায়াৎ চিরং পাতুবঃ।

(২) J. A. S. B. 1906 Page 162.

একাদশ অধ্যায়।

স্বাধীন ভূস্বামীগণ।

(ক) পরবর্ত্তি সেন রাজবংশ।

লক্ষ্মণ নারায়ণ।

আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে সেন বংশীয় নরপতিগণের তালিকায় "নারায়ণ" নামে একজন রাজার নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৈদ্যকুলগ্রন্থে ও কেশব সেনের পুত্র লক্ষ্মণ নারায়ণের উল্লেখ আছে (১)। আইন-ই-আকবরী মতে ইনি ১০ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মণ নারায়ণের পরে সেনবংশীয় মধুসেন নামক এক রাজার নাম পাওয়া যায়। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক সংগৃহীত একখানি সংস্কৃত হস্তলিখিত প্রাচীন পুথি হইতে যানা যায় যে, "পরম ভট্টারক মহা-রাজাধিরাজ পরম সৌগত "মধুসেন" ১১৯৪ শকে অর্থাৎ ১২৭২ খৃষ্টাব্দে বিক্রমপুরে আধিপত্য করিতেছিলেন (২)। কথিত আছে যে, এই প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি তুরকদিগকে বারম্বার পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সময়ে প্রায় সমুদয় বরেন্দ্র ভূমি, রাঢ়, মিথিলা এবং বাগড়ির পশ্চিমাংশ তুরকগণের অধিকৃত হইলেও মধুসেন বিক্রমপুর রাজধানী হইতে পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুর স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন। এই সময়ে সমগ্র বাঙ্গলা মধ্যে একডালা দুর্গ অত্যন্ত দুর্ভেদ্য

মধুসেন।

---

(১) "তারপুত্র নারায়ণ লক্ষ্মণ সে হয়।"

(২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজন্যকাণ্ড ৩৪৮ পৃঃ।

বলিয়া পরিচিত ছিল। সুতরাং তিনি একডালা দুর্গ আশ্রয় করিয়া দুর্জ্জয় তুরুক বাহিনীর গতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রথম বারের আক্রমণ ব্যর্থ হইলে তুরুকগণ দ্বিতীয়বার এই একডালা দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু মধুসেন আসাম রাজের সাহায্যে তাহাদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অবশেষে তোগরল বেগ নৌকা পথে একডালা আক্রমণ করিলে মধুসেন পরাজিত হইয়া ত্রিপুরাভিমুখে পলায়ন করিতেছিলেন, পথি মধ্যে প্রবল ঘূর্ণাবর্ত্তে পতিত হইয়া মধুসেনের নৌকা সলিল গর্ভে বিলীন হইয়া যায়; তাহাতেই সপরিবারে মধুসেন মৃত্যুমুখে পতিত হন"। এই কিম্বদন্তী কতদূর সত্য তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই।

স্বর্গীয় ত্রৈলোক্য নাথ ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছিলেন, পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানদিগের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে সেনরাজবংশের একটি শাখা, পরাধীনতার অসহনীয় ক্লেশ ও মুসলমানদিগের অত্যাচারে বাধ্য হইয়া বিক্রমপুর হইতে পঞ্জাবে গমন করেন। রূপসেন এই দলের অধিনায়ক ছিলেন। তিনি পঞ্জাবের যে স্থলে অনুচরগণের সহিত প্রথমতঃ বসতি সংস্থাপন করেন, তাহা তাঁহার নাম অনুসারে রূপারনগর নামে পরিচিত হইতে থাকে। শতদ্রু বা সট্‌লেজের তীরবর্ত্তী এই রূপারে ১৮৩১ খ্রীঃ পঞ্জাবের অধীশ্বর মহারাজ রণজিৎ সিংহের সহিত ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের সাক্ষাৎকার উপলক্ষে মহা জাঁক জমক ও সমারোহ হয়। এই স্থানে অনেক কাল পর্য্যন্ত রূপসেনের উত্তর পুরুষগণ বাস করে। মুসলমানদিগের অত্যাচারে তাঁহাদের যে শাখা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, তাঁহারা এক্ষণে কাশ্মীরের অন্তর্গত কাটৈবার নামক স্থানে বাস করিতেছে।

রূপসেন।

অপর শাখা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণে অসম্মত হইয়া, বাবু সেনের নেতৃত্বে পূর্ব্বোত্তরস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। কালক্রমে বাবু সেনের বংশধরেরা দুই প্রধান শাখায় বিভক্ত হইয়া একশাখা সুখেত ও অপর শাখা মাণ্ডী (মণিপুর) (১) রাজ্যের আধিপত্য লাভ করে। মাণ্ডী ও সুখেত, এই উভয় রাজ্যই শতদ্রু ও বিপাসা নদীর মধ্যবর্ত্তী জলন্ধর দোয়াবে অবস্থিত" (২)। ৺কৈলাস চন্দ্র সিংহ প্রণীত "সেন রাজগণ" গ্রন্থেও এই ঘটনার উল্লেখ আছে; কিন্তু ইহারা কেহই এই উক্তির সমর্থক কোনও প্রমাণ উদ্ধৃত করেন নাই।

"তারিখ-ই-ফিরোজ সাহী" গ্রন্থে লিখিত আছে, দিল্লীশ্বর বুলবন পূর্ব্ববঙ্গের বিদ্রোহী শাসন কর্ত্তা মঘিসুদ্দিন তোগ্রলের বিদ্রোহ দমন করিবার জন্ত সোনার গাঁয়ে উপস্থিত হইলে,

দনুজ মর্দ্দন।

সোনার গাঁয়ের "রায়" দনুজ রায় নৌ-পথে তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলেন। দনুজরায়ের সহিত বুল বনের সন্ধি হইয়াছিল (৩)। এই ঘটনা ১২৮০ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয়। এক্ষণে এই দনুজ রায় কে? তিনি কোথা হইতে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন? এ সম্বন্ধে যে সমুদয় মতবাদ রহিয়াছে, আমরা এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত করিয়া সব গুলি বিচার করিয়া দেখিব।

বিভিন্ন ঐতিহাসিকদিগের দ্বারা এই দনুজরায় বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়াছেন। "দনুজ, দনৌজা, ধিনুজ রায় (Stewart), নোজা

---

(১) "মাণ্ডী প্রাচীন কালে মণিপুর নামে পরিচিত ছিল"—সেনরাজগণ ৺ কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত। ৫৪ পৃষ্ঠা।

(২) নব্যভারত ১২৯৯—অগ্রহায়ণ, ৪০৬, ৪০৭ পৃষ্ঠা।

(৩) Elliot, vol III. P. 116.

(Raja Nodja, Tieffenthaler), নৌজা (আবুলফজল), নুজ, দনুজ রায় (Jiauddin Barni & Elliot), দনৌজা মাধব, দনুজমর্দ্দন, দনুজ দমন, এ সকলই অনেকের মধ্যে একই ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন নাম।

কেহ কেহ বলেন ইনি বিশ্বরূপ সেনের পুত্র, কেশব সেনের পর ইনি বিক্রমপুরের সিংহাসন লাভ করেন ; আবার কেহ কেহ অনুমান করেন, লক্ষ্মণ সেনের সদাসেন নামে অপর এক পুত্র ছিল। দনুজ মাধব কাহার পুত্র যখন স্পষ্ট জানা যায়না তখন তিনি সদাসেনেরই পুত্র (১)। কাহারও মতে, লক্ষ্মণ সেনের পুত্র মাধব সেনই রাঢ়ীয়কুলজী গ্রন্থে দনৌজা মাধব নামে উক্ত হইয়াছেন (২)। ডাঃ ওয়াইজ ইহাকে বল্লাল সেনের পৌত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়া (৩) চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দনুজমর্দ্দন দের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করেন (৪)। প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তদীয় বিশ্বকোষ গ্রন্থেও উক্ত মতই সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। কায়স্থকারিকার কয়েকটি শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া তিনি লিখিয়াছেন যে, সুবর্ণ গ্রামের দনুজ রায় কিম্বা দনোজ মাধব সুবর্ণ গ্রাম হারাইয়া পরিশেষে চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করেন।

---

(১) Journal of the Asiatic Society of Bengal Vol LXV. Pt I. Page 32.

(২) বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত—৩২১ পৃষ্ঠা।

(৩) This is probably the same person as Dhinaj Madhub who is believed to have been a grandson of Ballal Sen"— J. A. S. B. 1874. P. 83.

(৪) "It is not improbable that the founder of this family

কোরহাটির মনসা মূর্ত্তি।

কমলা প্রেস, বাগবাজার, কলিকাতা।

বিশ্বরূপের পরে দনুজ মাধব পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়াই যে তিনি বিশ্বরূপের পুত্র হইবেন তাহার কোনও কারণ নাই। হরিমিশ্রের কারিকায় লিখিত "পিতামহ" শব্দটি দ্বারা দনুজের পিতামহ বলিতে লক্ষ্মণ সেনকে না বুঝাইয়া বল্লাল সেনকেও বুঝাইতে পারে। সুতরাং দনুজ মাধব যে কাহার পুত্র তাহাই এখনও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় নাই। আবুল ফজল লক্ষ্মণের পুত্র সদাসেনের নামোল্লেখ করিয়াছেন বটে (১), কিন্তু দনুজ মাধব যে সদাসেনের পুত্র তাহাও অনুমান মাত্র। তারিখ-ই—ফিরোজসাহীর লিখিত দনুজ রায় সেন বংশোদ্ভব ছিলেন কি না, অথবা তাহার নাম দনুজ মাধব ছিল কি না, তাহার প্রমাণ ও অদ্যাবধি অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। সুতরাং "সেন বংশেই দনুজ মাধবের পুত্রত্ব যখন প্রমাণ-সাপেক্ষ, তখন তাঁহার উপর আবার অন্য এক বংশের পিতৃত্ব আরোপ করা সমীচীন নহে" (২)।

প্রাচ্য বিদ্যা মহার্ণব মহাশয় "ঘটক কারিকা হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দনুজ মর্দ্দনের বংশীয় জয়দেবকে "চন্দ্রদ্বীপস্য ভূপালো দেববংশ সমুদ্ভবঃ" বলিয়া ব্যাখ্যা করতঃ প্রবন্ধ শেষ করিয়াছেন, পরে "পুনশ্চ" দিয়া ফরিদপুরের এক বৃদ্ধ ঘটকের লিখিত বংশাবলী হইতে দেখাইতেছেন

---

is the same person as the Rai of Sunargaon, named Dhanuj Rai, who met Emperor Balban on his march against Sultan Maghisuddin in the year 1280."

J. A. S. B. 1874. no 3 P. 206.

(১) Jarret.—Ain-i-Akbari Vol II. Page 146.

(২) প্রবাসী ১৩১৯,—শ্রাবণ, ৩৮৩ পৃষ্ঠা।

যে, উক্ত পংক্তি "চন্দ্র দ্বীপস্য ভূপালো সেনবংশ সমুদ্ভবঃ" এইরূপ হইবে (১)।

এইরূপে নগেন্দ্র বাবু সেন ও দেবের সমীকরণ ঘটাইয়াছেন। "সেনকে দেব করিবার চেষ্টার মত "দেব" ও যে দৈবাৎ "সেন" হইয়া পড়িতে পারে, তাহা বিচিত্র নহে। মোট কথা শেষোক্ত পংক্তিতে "সেন" শব্দ যে প্রক্ষিপ্ত হইতেই পারে না, ইহা বলা যায় না" (২)। বিশেষতঃ "ভূপালো'সেন" শব্দটী ব্যাকরণ দুষ্ট। ভূপাল:+ দেব=ভূপালো দেব হইতে পারে, কিন্তু ভূপাল:+ সেন=ভূপালো সেন, হয় না। "দনুজ মোসলমানের স্বভাব টের পাইয়া বিক্রমপুর হইতে চন্দ্রদ্বীপে গেলেন", বঙ্গীয় সমাজ প্রণেতার এবম্বিধ উক্তির কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না; বরং উহা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। যাঁহারা সুবর্ণগ্রামের দনুজ রায় এবং চন্দ্রদ্বীপের দনুজ মাধবের অভিন্নত্ব প্রতিপাদন করিতে প্রয়াসী, তাঁহাদিগের মতে, ১২৮০ খৃষ্টাব্দে বুলবনের আক্রমণের পর বিংশতি বৎসরের মধ্যে, দনুজ মাধব চন্দ্রদ্বীপে যাইয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে এই দনুজ রায়ই ১৩০০ খৃষ্টাব্দে (তিব্বতীয় গ্রন্থকার তারানাথের মতেও ১৩০০ খৃষ্টাব্দে সেনবংশের রাজ্য শেষ হয়), বুলবনের আক্রমণের বিংশতি বৎসর পরে চন্দ্রদ্বীপে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তবুও সন বা পুরুষ হিসাবে গণণা করিলে নিতান্ত অসঙ্গতি উপস্থিত হয়। কারণ দেখা যাইতেছে যে, বুলবনের আক্রমণের সময় দনুজ রায় অন্ততঃ পক্ষে পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়স্ক ছিলেন; তাহা হইলে, ১২৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন বলিতে হইবে। চন্দ্রদ্বীপের দনুজ মাধবের

(১) J. A. S. B. 1896. no 1. Page 33,37.

(২) প্রবাসী ১৩১৯ শ্রাবণ, ৩৮৩ পৃষ্ঠা।

অধস্তন ৬ষ্ঠ পুরুষ পরমানন্দের নাম আইন-ই-আকবরীতে উল্লিখিত হইয়াছে; উহাতে লিখিত আছে, আকবরের রাজত্বের ২৯শ বৎসরে অর্থাৎ ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে বাকলায় (চন্দ্রদ্বীপে) যে জল প্লাবন হয়, তখন পরমানন্দ রায় অল্প বয়স্ক যুবরাজ (১)। তাহা হইলে ১৫৮৫—১২৫৫= ৩৩০ বৎসরে ৬ পুরুষের অথবা প্রতি পুরুষে ৫৫ বৎসরের কল্পনা করিতে হয়!!!

শ্রদ্ধাস্পদ ঐতিহাসিক নিখিল নাথ রায় মহাশয় দেখাইতেছেন যে, লক্ষ্মণ সেনের পলায়নের পর তাঁহার বংশীয়গণ ১২০ বৎসর বিক্রমপুরে রাজত্ব করেন; পরে তাঁহারা চন্দ্রদ্বীপে একটা ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন (২)। ইহা দ্বারাও পূর্ব্বোল্লিখিত অসঙ্গতির সামঞ্জস্য বিধান করা যায় না।

শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের আবিষ্কৃত চন্দ্রদ্বীপাধিপ দনুজ মর্দ্দনের মুদ্রা সমুদয় সন্দেহের নিরসন করিয়াছে। স্বর্গীয় রাখেশ চন্দ্র শেঠ মহাশয়ও দনুজ মর্দ্দন দেবের নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত মুদ্রাটির পার্শ্বের কিয়দংশ কর্ত্তিত অবস্থায় আবিষ্কৃত হওয়ায় উহার পাঠোদ্ধার কার্য্য কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। অধ্যাপক মিত্র মহাশয় যে মুদ্রাটি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা খুলনা জেলার বাসুদেবপুর গ্রামে জনৈক মুসলমান কর্ত্তৃক একটি কবর খনন কালে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, উক্ত গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় উক্ত মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া অধ্যাপক মিত্র মহাশয়কে দিয়াছিলেন। এই মুদ্রা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ মহাশয়ের লিখিত বর্ণনা উদ্ধৃত করা গেল :—

---

(১) Glawdin's Ain-i-Akbari—Page 3 ·4.

History of Barkergange—H. Beveridge Page 27.

"দনুজ মৰ্দ্দন দেবের মুদ্রা :—

গোলাকৃতি, ওজন ১৬০ গ্রেণ, পরিধি সাড়ে তিন ইঞ্চি।

প্রথম পৃষ্ঠ";—

সমভুজ সমান্তরাল ষট্‌ কোণদ্বয় মধ্যে :—(১) শ্রীশ্রী দ

(২) নুজমৰ্দ্দ

(৩) ন দেব।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠা :—

বৃত্ত মধ্যে ক্ষুদ্র বৃত্ত খণ্ড সমূহ যোজিত করিয়া বৃত্ত।

তন্মধ্যে (১) শ্রীচণ্ডী

(২) চরণ প

(৩) রায়ণ।

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বৃত্তের মধ্যে "শকাব্দা ১৩৩৯ চন্দ্র দ্ব (ী) প।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে চন্দ্রদ্বীপাধিপতি দনুজ মৰ্দ্দন দেব ১৩৩৯+৭৮=১৪১৭ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। যে দনুজ মাধব ১২৮০ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ বুলবনকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনি আরও ১৩৭ বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া ১৬২ বৎসর বয়সে, ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে, চন্দ্রদ্বীপ হইতে যে মুদ্রা প্রচলন করিতে পারেন না, তাহা বলাই বাহুল্য।

সুতরাং নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে যে, সোণার গাঁয়ের দনুজ মাধব ও চন্দ্রদ্বীপের দনুজ মৰ্দ্দন অভিন্ন হইতে পারে না।

বটুভট্ট-বিরচিত কায়স্থ দেব-বংশের ইতিবৃত্ত সম্বলিত একখানি হস্ত লিখিত কুলগ্রন্থ সম্প্রতি ময়মনসিংহ জেলায় আবিষ্কৃত হইয়াছে (১)।

---

(১) প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন, "এই কুলগ্রন্থ খানি চারিশত বর্ষের আদর্শ পুথি দৃষ্টে ১৭২২ শকে নকল করা হইয়াছে। অধুনা ময়মন সিংহ

তাহা হইতে জানা যায়, "কর্ণবর্ণ রাজ্য-স্থাপয়িতা কর্ণপুরাধিপতি কর্ণ সেনের বংশে বহুপুরুষ পরে সুরদেব জন্মগ্রহণ করেন। এই সুরদেবের পুত্র দনুজারিদেব ও তৎপুত্র হরিদেব। দনুজারিদেবের সহিত গৌড়াধিপ লক্ষ্মণ সেনের সৌহৃদ্য ও সম্পর্ক ছিল। দনুজারি কণ্টক দ্বীপের অধিপতি বা সামন্ত রাজা ছিলেন। যখন লক্ষ্মণ সেন মুসলমান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া রাঢ় পরিত্যাগ করেন, তৎকালে দনুজারিও তাঁহার সহিত গিয়াছিলেন। তিনি সসৈন্যে লক্ষ্মণ-পুত্র মাধব সেনের পার্শ্বে থাকিয়া মুসলমানদিগের সহিত যথেষ্ট যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন। কণ্টক দ্বীপ মুসলমানের অধীন হইলে তৎপুত্র হরিদেব পাণ্ডুনগরে গিয়া বাস করেন। তৎপুত্র নারায়ণ দেব ধর্ম্মজ্ঞ ও ধর্ম্মপালক ছিলেন, কিন্তু রাজ্যশ্রী তৎপ্রতি বিমুখ হন। তাঁহার দুই পুত্র;—পুরন্দর ও পুরুজিৎ। পুরন্দর সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন। পুরুজিতের পুত্র আদিত্য, আদিত্যের দুই পুত্র,—দেবেন্দ্র ও জিতেন্দ্র। রণচণ্ডীর প্রসাদে দেবেন্দ্র পাণ্ডুনগরের অধিপতি হইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রদেবের ঔরসে মহেন্দ্রদেব জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুসলমানদিগকে দূরীভূত করিয়া এবং কংসকুল নিহত করিয়া পাণ্ডুনগরের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। তৎপুত্র মহাশাক্ত মহাবীর দনুজমর্দ্দনদেব গৌড়রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ভার্য্যাপুত্র সহ গুরুর আদেশে সমুদ্রকূল চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া রাজধানী করেন। মধুমতীর পূর্ব্ব হইতে লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এবং ইছামতী হইতে সমুদ্রকূল পর্য্যন্ত তাঁহার

বাসী হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দেব রায় মহাশয় পুথিখানি পাঠাইয়াছেন। পুরুষানুক্রমে এই কুলগ্রন্থ খানি তাঁহাদের গৃহে আভ্যাদিকালে পঠিত হইয়া আসিতেছে। কুলগ্রন্থ-রচয়িতা কুলাচার্য্য বা ভট্ট-কবিগণ অনেকে সংস্কৃত ভাষায় সেরূপ ব্যুৎপন্ন ছিলেন না। এ কারণ তাঁহাদের রচিত কুলগ্রন্থে যথেষ্ট ছন্দোদোষ ও ব্যাকরণ-দোষ লক্ষিত হয়। আলোচ্য কুলগ্রন্থেও একপ দোষের অভাব নাই।"

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা—পাদটীকা।

শাসনাধীন হইয়াছিল" (১)। সুতরাং বটুভট্টের দেববংশ হইতে দনুজ-মর্দ্দনের নিম্নলিখিত বংশ-পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় ঃ—

কর্ণ সেন
•
•
•
•
সুর দেব
|
দনুজারিদেব (লক্ষ্মণ সেনের সমসাময়িক)
|
হরি দেব
|
নারায়ণ দেব
|
পুরন্দর — পুরুজিৎ
পুরুজিৎ
|
আদিত্য
|
দেবেন্দ্র — ক্ষিতীন্দ্র
দেবেন্দ্র
|
মহেন্দ্র দেব
|
দনুজমর্দ্দন দেব
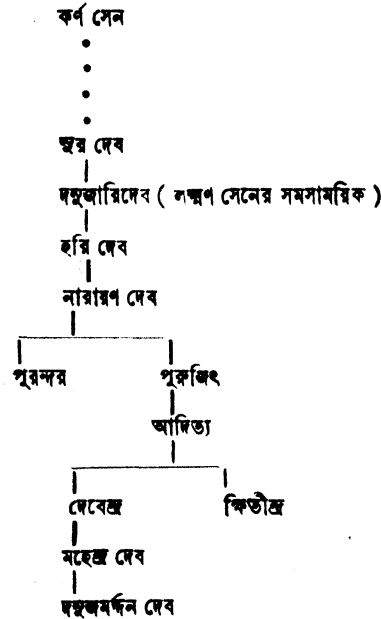
বটুভট্টের দেববংশ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন, "ইহা হয় খৃষ্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লিখিত, নতুবা ইহা কৃত্রিম। বর্ত্তমান যুগের শত শত কুল-পঞ্জিকার ন্যায় দুই দশ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত এবং বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় প্রাচীনীকৃত"। দেববংশ হইতে জানা যায় যে, কর্ণপুরের রাজা কর্ণসেনের পুত্র বৃষকেতুর অয়

(১) বটুভট্টের দেববংশ, ২৩ হইতে ৫৫ শ্লোক।
বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজন্যকাণ্ড, ৩০৭ পৃষ্ঠা

প্রাশনের সময়ে লঙ্কেশ্বর বিভীষণ লঙ্কা হইতে কর্ণপুরে আসিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছিলেন। নগেন্দ্র বাবু এই কেচ্ছার সমন্বয় সাধন করিবার জন্য যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহা কোনও ঐতিহাসিকই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন কি না, তদ্বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বিশেষতঃ এই পুস্তকে তাম্রশাসনাদিতে ব্যবহৃত "করণ" শব্দটির উল্লেখ থাকায় এই গ্রন্থখানির উপর একটু সন্দেহ জন্মিতে পারে। যাহা হউক, দনুজমর্দ্দনের মুদ্রা আবিষ্কারের অল্পকাল পরেই বটুভট্ট-কৃত দেব-বংশ আবিষ্কৃত হওয়ায় দেববংশের অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে যে ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে মালদহের স্বনামধন্য ঐতিহাসিক স্বর্গীয় রাধেশচন্দ্র শেঠ মহাশয় গৌড়ের নিকটস্থ পাণ্ডুয়া হইতে মহেন্দ্রদেব ও দনুজমর্দ্দন-দেবের রৌপ্যমুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এতন্মধ্যে মহেন্দ্র দেবের মুদ্রায় [১] ৩৩৬ শক এবং দনুজমর্দ্দন দেবের মুদ্রায় [১] ৩৩৯ শক আছে (১)। এই উভয় মুদ্রায় "চণ্ডীচরণ পরায়ণ" ও "পাণ্ডুনগর" শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, দেববংশের মহেন্দ্রদেব এবং তৎপুত্র দনুজমর্দ্দনের সহিত পাণ্ডুয়া ও বাসু-দেবপুরের মুদ্রায় লিখিত মহেন্দ্রদেব ও দনুজমর্দ্দনের সামঞ্জস্য বিধান করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন, "কিছুকাল যুদ্ধ-বিগ্রহের পর রাজা মহেন্দ্র দেব কালকবলে পতিত হন। মালদহ হইতে আবিষ্কৃত তাঁহার রৌপ্য-মুদ্রা হইতে জানা যায় যে, তিনি ১৩৩৬ শক বা ১৪১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর হিন্দু প্রজা সাধারণ তৎপুত্র দনুজমর্দ্দন দেবকেই পাণ্ডুনগরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন এবং তিনিও

---

(১) রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৭—৭১ পৃষ্ঠা।
প্রবাসী ১৪শ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ।

স্বাধীন নৃপতিরূপে পাণ্ডুনগর হইতে স্বনামে মুদ্রা-প্রচার করিতে থাকেন। মালদহ হইতে তাঁহার ১৩৩৯ শক বা ১৪১৭ খৃঃ অব্দে অঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, আবার সুদূর বরিশাল জেলাস্থ চন্দ্রদ্বীপ হইতেও তাঁহার "১৩৩৯" শকাঙ্কিত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। চন্দ্রদ্বীপের মুদ্রার এক পৃষ্ঠে শ্রীশ্রীদনুজমর্দ্দন দেব এবং তাহার ডান পাশে "১৩৩৯" ও "চনদ্বীপ" এবং অপর পৃষ্ঠে "শ্রীচণ্ডীচরণ" অঙ্কিত আছে। এ অবস্থায় বলিতে পারা যায় যে, তিনি ৩ বর্ষ মাত্র পাণ্ডুনগরে আধিপত্য করিয়া ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে ঐ স্থান ছাড়িতে বাধ্য হন এবং ঐ বর্ষেই চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন" (১)। নগেন্দ্র বাবুর এই অনুমান সমর্থন করিবার উপায় নাই। কারণ, ঢাকা বিভাগের স্কুল-ইন্‌স্‌পেক্টর প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্ মিঃ ষ্টেপলটন পাণ্ডুনগর হইতে মুদ্রিত দনুজমর্দ্দন দেবের ১৩৪০ শকাব্দার মুদ্রার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন (২)। পাণ্ডুনগর হইতে মুদ্রিত মহেন্দ্রদেবের ১৩৪০ শকাব্দার একটি মুদ্রা রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত আছে বলিয়া জানা গিয়াছে (৩)। মহেন্দ্রদেব ও দনুজমর্দ্দন যদি পিতা-পুত্রই হইবেন, তাহা হইলে পিতার জীবদ্দশায় পুত্র স্বনামে মুদ্রা প্রচার করিয়াছিলেন কেন, তাহা বুদ্ধির অগম্য। একই রাজধানী হইতে দুইজন রাজা একই সময়েই বা মুদ্রা প্রচার করিয়াছিলেন কেন, তাহাও বুঝা যায় না। পাণ্ডুনগরের দনুজমর্দ্দন যে চন্দ্রদ্বীপে যাইয়া রাজ্য-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। সুতরাং এই উভয় দনুজমর্দ্দনকে অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না।

কবি কৃত্তিবাসের আত্ম-বিবরণে লিখিত আছে :—

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজন্যকাণ্ড ৩৩৯ পৃষ্ঠা।
(২) Dacca Review Vol 5 no 1 P. 26.
(৩) Ibid

"পূর্ব্বেতে আছিল বেদানুজ মহারাজা।
তাঁহার পাত্র আছিল নারসিংহ ওঝা॥
বঙ্গদেশে প্রমাদ হইল সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইল গঙ্গাতীর॥"

ইহা হইতে জানা যায় যে, কৃত্তিবাসের পূর্ব্বপুরুষ নারসিংহ ওঝা বঙ্গাধিপতি বেদানুজের পাত্র ছিলেন। কেহ কেহ এই বেদানুজকে দনুজ মাধবের সহিত অভিন্ন বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু বেদানুজ যে দনুজ মাধবের নামান্তর ছিল, তাহার কোনও প্রমাণ নাই।

হরিমিশ্রের কারিকায় লিখিত আছে :—

"প্রাদুরভবৎ ধর্ম্মাত্মা সেনবংশাদনন্তরম্।
দনৌজামাধবঃ সর্ব্ব ভূপৈঃ সেব্যপদাম্বুজঃ॥"

কিন্তু ইহাদ্বারা কেশবের পরে দনৌজা মাধবের অভ্যুদয় সূচিত হইলেও তিনি যে কেশবের পুত্র ছিলেন, তাহা বুঝা যায় না। আইন-ই-আক্‌বরীতে কায়স্থ সেন বা কেশব সেনের পরে সদাসেন এবং তৎপরে নওজের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। আবার কোনও কোনও কুলজীতে দনুজ নারায়ণকে কেশবের পুত্ররূপে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। যদি উত্তরকালে দনুজ রায় সেনবংশীয় বলিয়া প্রমাণিত হন, তবে তিনি সম্ভবতঃ কেশব-সেনের প্রপৌত্রস্থানীয় বলিয়াই পরিচিত হইবেন।

(খ) অপর সেনরাজ-বংশ।

রামপালের অনতিদূরে বাবা আদম সাহিদের সমাধিস্থান অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। কথিত আছে, এই বাবা আদম সাহিদ কর্ত্তৃক বিক্রমপুরে মোসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার স্বাধীনতা চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হয়। বল্লাল-চরিত গ্রন্থেও লিখিত আছে যে, বল্লাল সেনের সহিত "বায়াদুম" নামক

অনেক "ম্লেচ্ছের" বা "যবনের" সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল ; এবং এই সংঘর্ষের ফলে বল্লাল সেন বিজয়ী হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বেই রাজপরিবারবর্গ প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডে প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। বল্লাল ভূপতিও শোকে মুহ্যমান হইয়া ঐ অগ্নিকুণ্ডেই জীবনাহুতি প্রদান করিয়াছিলেন।

"বিপ্রকল্প-লতিকা" গ্রন্থে "বেদবহ্নিবাহুচন্দ্রমিতে শকে" অর্থাৎ ১২৩৪ শাকে বা ১৩১২ খৃষ্টাব্দে বল্লাল নামক এক গৌড়াধিপের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হওয়ার বিষয় লিখিত হইয়াছে। এই বল্লাল সেন বেদসেনের পুত্র। বেদ সেন লক্ষ্মণসেনের বংশীয়া ভাগ্যবতী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন (১)।
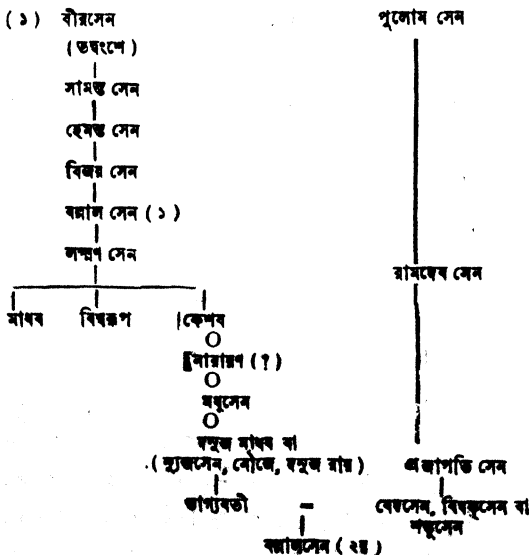
সেন-বংশীয় বিজয় সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেনের জনক প্রখ্যাতনামা মহারাজ বল্লাল সেনের সময়ে বঙ্গে মোসলমান আগমন অসম্ভব বিবেচনা করিয়া ঐতিহাসিকগণ দুই জন বল্লালের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া বল্লাল-চরিত ও বিপ্রকল্পলতিকার উক্তির সমন্বয় বিধান করিয়াছেন। কিন্তু দ্বিতীয় বল্লাল সেনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ আবিষ্কার হয় নাই; প্রচলিত কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া ডাক্তার ওয়াইজ সাহেব সুষেণ, সুরসেন ও দ্বিতীয় বল্লাল সেনকে দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেনের উত্তরপুরুষ এবং বিক্রমপুর ও সোনার গাঁর স্বাধীন রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে নবদ্বীপ-পতনের পূর্ব্ব হইতেই সোনার গাঁও সেনবংশীয়গণের অন্যতম রাজধানী ছিল। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে বর্ষাকালে ডাক্তার বুকানন সোনার গাঁ পরিদর্শনার্থ আগমন করিয়া স্থানীয় পণ্ডিতগণের নিকট হইতে প্রথমে বল্লাল সেনের এই বংশধর সুষেণের নাম অবগত হন। সুষেণ সেন-বংশের শেষ রাজা বলিয়া তাঁহারা নির্দ্দেশ করেন। তিনি স্ত্রীপুত্রের আকস্মিক আত্মহত্যার শোকে বিহ্বল হইয়া রামপাল নগরে যে অগ্নিকুণ্ডে আপনার জীবন বিসর্জ্জন করেন, ডাক্তার বুকাননকে তাহাও প্রদর্শিত হয়। বল্লাল-চরিত এবং অম্বিকা বাবুর বিক্রমপুরের ইতিহাসে এই ঘটনা দ্বিতীয় বল্লাল সেনের সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে। সেনবংশীয় রাজা দ্বিতীয় বল্লাল সেনের সময়ে মোসলমানেরা পূর্ব্ব-বঙ্গ অধিকার করেন,—এই প্রবাদ বহুকাল যাবৎ বিক্রমপুর এবং সোনার গাঁয়ে প্রচলিত আছে। ডাক্তার বুকানন ও এইরূপ প্রবাদ রামপাল ও সোনার গাঁও পরিদর্শনকালে অবগত হইয়াছিলেন। কিন্তু সুষেণই যদি বিক্রমপুরের শেষ হিন্দু রাজা হন এবং তিনিই যদি বাবা আদমের সহিত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি প্রদান করিয়া থাকেন,

তবে বলিতে হয় যে, সুবেণ-সম্বন্ধীয় কিংবদন্তী বল্লালের উপরই অন্যায়-রূপে আরোপিত হইয়াছে। সুতরাং দ্বিতীয় বল্লালের অস্তিত্ব-কল্পনায় কোনও প্রয়োজন হয় না। কথিত আছে যে, "বাবা আদম সাহিদ নামে জনৈক মোসলমান পীরের দ্বারা পূর্ব্ব-বঙ্গে মোসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার স্বাধীনতা চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হয়। মোসলমানের প্রতি রাজা দ্বিতীয় বল্লাল সেনের আন্তরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছিল। একদা উক্ত পীর বল্লালের রাজবাটীর বহির্ভাগে একাকী উপস্থিত হইয়া রাজাকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান করেন। রাজা পরিবার ও অনুচরবর্গের সমক্ষে একটি কপোত অঙ্গের বস্ত্রমধ্যে লুকায়িত করিয়া বাবা আদমের আহ্বান অনুসারে একাকী তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্থান করেন। কপোত উড়িয়া আসিলে রাজার মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়া, পরিবারবর্গ যেন মুসলমানের হস্তে কলঙ্কিত হওয়ার পূর্ব্বেই সুসজ্জিত অগ্নিকুণ্ডে প্রাণত্যাগ করেন,—যুদ্ধযাত্রার সময়ে রাজা সকলের প্রতি এই আদেশ দিয়া যান। রাজবাটীর অনতিদূরে এক সুবিস্তীর্ণ জনহীন উদ্যানে প্রত্যূষকাল হইতে বেলা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়, তাহার অন্তে পীর সাহেব পরাজিত ও নিহত হন।"

"রাজা শত্রুবিজয়ের পর গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পথিমধ্যে পিপাসার্ত্ত রাজার তৃষ্ণা-নিবারণের প্রয়োজন হয়। জল-পানের অবসরে বন্ধনমুক্ত হইয়া রাজার বস্ত্রস্থিত কপোত অকস্মাৎ রাজবাটীর অভিমুখে দ্রুতগতিতে উড্ডীন হয়। কপোত দৃষ্টে রাজার আত্মীয়-পরিজন রাজা-দেশ স্মরণ করিয়া সমীপস্থ অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করেন। তৎপর আত্মীয়-পরিজনের শোকে বিহ্বল রাজাও অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন"।

ডাক্তার ওয়াইজ সাহেব অপর একটি জনপ্রবাদ অবলম্বনে লিখিয়াছেন

যে, "প্রবল-পরাক্রম-শালী বাবা আদম নামক জনৈক মোসলমান পীর একদল সৈন্যসহ বিক্রমপুরে আগমন করিয়া বর্ত্তমান কাজি কসবা গ্রামের তিন মাইল উত্তর পূর্ব্বাস্থিত আবদুল্লাপুরে শিবির সন্নিবেশ করেন; পীর সাহেব স্বীয় আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন জন্য রাজবাটীর অভ্যন্তরে গোমাংস নিক্ষেপ করেন। রাজা কিছুকাল পরে ইহা দর্শন করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং ঘটনার প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধানের জন্য চতুর্দ্দিকে গুপ্তচর প্রেরণ করেন। প্রেরিত অনুচরদিগের মধ্যে একজন দ্রুতপদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাজাকে সংবাদ দিল যে, রাজবাটী হইতে পাঁচমাইল দূরে একদল বিদেশীয় সৈন্য তাঁহার রাজ্য আক্রমণের নিমিত্ত শিবির সন্নিবেশিত করিয়া অবস্থিতি করিতেছে এবং তাহাদের অধিনায়ক, রাজবাটীর অনতিদূরে নিবিষ্টচিত্তে ও ধ্যান-নিমীলিত-নেত্রে ঈশ্বর-সমীপে প্রার্থনায় মগ্ন আছে। অনতিবিলম্বে বল্লাল অশ্বারোহণে তথায় উপনীত হইয়া, হস্তস্থিত তরবারির এক আঘাতেই ধ্যানমগ্ন ফকীরের মস্তকচ্ছেদন করেন; পক্ষান্তরে ইহাও শুনা যায় যে, আবদুল্লাপুরে হিন্দুসৈন্য মোসলমানদিগের হস্তে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় এবং রাজা দ্বিতীয় বল্লাল সেন যুদ্ধে নিহত হন"।

প্রথমোক্ত কিংবদন্তীর প্রসঙ্গে বাবা আদমের বিক্রমপুরে আগমনের কারণও প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত খান বাহাদুর সৈয়দ আওলাদ হোসেন তদীয় Notes on the Antiquities of Dacca গ্রন্থে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "রামপালের অদূরবর্ত্তী কোনও গ্রামবাসী জনৈক মোসলমানের একটি পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তিনি প্রতিশ্রুতি অনুসারে একটি গোহত্যা করিয়া উহার মাংস দ্বারা আত্মীয়-স্বজনকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইয়াছিলেন। দৈবাৎ একখণ্ড মাংস জৈনক পক্ষী কর্ত্তৃক রাজা বল্লাল সেনের প্রাসাদোপরি

নিক্ষিপ্ত হইলে, উহা রাজার দৃষ্টিপথে নিপতিত হয়। বল্লাল তদীয় রাজ্যমধ্যে গোহত্যা করা নিষিদ্ধ বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। সুতরাং তদীয় আদেশ অমান্য করার অপরাধে সেই মোসলমানটিকে সপুত্র ধৃত করিয়া পিতার সমক্ষে পুত্রকে নিহত করেন এবং উহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করেন। "নির্ব্বাসিত, উৎপীড়িত এবং শোকার্ত্ত পিতা প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য নানাস্থান পর্য্যটন পূর্ব্বক মক্কায় উপনীত হইয়া বাবা আদমের সাক্ষাৎ পায় এবং তাঁহার নিকট স্বকীয় মনঃকষ্টের কারণ বিবৃত করে ; এই মোসলমানের বিষাদ-কাহিনী শ্রবণ করিয়া বাবা আদম তাহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন এবং অচিরকালমধ্যে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া সৈন্যদল গঠন পূর্ব্বক বিক্রমপুরে সমাগত হন।"

উপরি-উক্ত প্রবাদের মূলে কোনও সত্য নিহিত আছে কি না, তাহা বিচার করা সুকঠিন। তবে, আদিশূর এবং শ্যামল বর্ম্মা কর্ত্তৃক বঙ্গে সাগ্নিক ব্রাহ্মণানয়নের মূলে যেমন রাজ-প্রাসাদোপরি গৃধ্রপাতের অনর্থ একতর কারণরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, বঙ্গে তুরুষ্কগণের আধিপত্য দৃঢ়ীভূত হইবার প্রাক্কালেও তেমনি মোসলমান-নন্দনের জন্মোৎসব উপলক্ষে গোহত্যা, অথবা পার্শ্ববর্ত্তী হিন্দুরাজার প্রাসাদোপরি গোমাংস খণ্ড নিক্ষিপ্ত হওয়ার কাহিনী এবং তাহার ফলে হিন্দু-মোসলমানের সংঘর্ষ উপস্থিত হইবার প্রবাদও এদেশে তদ্রূপ বদ্ধমূল হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে বাবা আদম নামক কোনও ধর্ম্মোন্মত্ত দরবেশের সহিত বিক্রমপুরের হিন্দুনরপতির সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নহে। সম্ভবতঃ বিক্রমপুরাধিপতি ঐ রণযজ্ঞে আত্মাহুতি প্রদান করিয়াছিলেন এবং রাজার পরাজয়-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পুর-মহিলাগণ কর্ত্তৃক "জহর-ব্রত" অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

আনন্দ ভট্ট বিরচিত বল্লাল-চরিতে বল্লাল কর্ত্তৃক নিগৃহীত ও নির্ব্বাসিত ধর্ম্মগিরি (১) বায়াদুম্বকে বিক্রমপুরে আনয়ন করেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, "করতোয়া-তীরবর্ত্তী মহাস্থান নামক স্থানে উগ্রমাধব-নামীয় একটি প্রাচীন শিবলিঙ্গ বিদ্যমান ছিল; শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ সকলেই উক্ত মন্দিরে শিবপূজা করিতে যাইত। একদা বল্লাল-মহিষী বহুমূল্য উপকরণ দ্বারা শিবপূজা করিয়াছিলেন। ফলে পূজার দ্রব্যের অংশ লইয়া মন্দিরের মোহন্ত এবং রাজ-পুরোহিতের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। মোহন্তরাজ পুরোহিতকে মন্দির হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে, সে রাজ-সমীপে মোহন্তের ঈদৃশ আচরণের বিষয় জ্ঞাপন করে। রাজা মোহন্তকে স্বরাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করেন। এই নির্ব্বাসিত মোহন্তের নাম ধর্ম্মগিরি। তিনি বৈরনির্য্যাতন-মানসে 'বায়াদুম্ব' নামক জনৈক মোসলমান পীরের শরণাপন্ন হন। ফলে পীর সাহেব বল্লালের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য বিক্রমপুরে আগমন করেন। গোপালভট্ট-প্রণীত বল্লাল-চরিতে বায়াদুম্ব-প্রসঙ্গ নাই। অন্যান্য বৃত্তান্তেও অনৈক্য রহিয়াছে। উহাতে লিখিত আছে, "একদা শিব-চতুর্দ্দশী তিথিতে দ্বিতীয় প্রহর রাত্রিকালে জটেশ্বর মহাদেবের পূজার জন্য অনেক লোক আগমন করিয়াছিল। ঐ সময়ে বলদেব ভট্ট নামক রাজার পুরোহিত রাজার কাম্যপূজা দানের জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন।

(১) "অথ নির্ব্বাসিতঃ পূর্ব্বং শঠৈঃ ধর্ম্মগিরিঃ সহ ।
বৃত্তিহীনো যযৌ দূরং দেশদেশান্তরং ভ্রমন্ ।
রাজাজ্ঞা কৃতং ধ্যায়নবনাং চ পীড়বন্ ।
যত্র ভ্রষ্টাধিকারক ন লেভে নির্বৃতিং গিরিঃ ।
বৈরভাবং চিন্তয়ান আবর্ত্য বৎসরান্ ততঃ ।
বায়াদুম্বং ধর্ম্মাসৌ প্রেমেণং পর্য্যতোষ্যত্ ।
বল্লাল-চরিতম্, ষড়্বিংশোধ্যায়ঃ ।

তাঁহার নিকটে অনেক রত্ন দেখিয়া যোগীদিগের রাজা তাঁহাকে বলিলেন, 'এইস্থানে রাজা বা অপর কোন লোকের নিত্য কাম্য, অথবা ব্রত প্রভৃতিতে করণীয় পূজার জন্য যে যে দ্রব্য উপস্থিত করা হইয়াছে, পূজা শেষ হইলে সেইগুলি যোগীদিগেরই প্রাপ্য হইবে, অন্য কাহারও এই দ্রব্যে অধিকার নাই'। ইহা শুনিয়া বলদেব রুক্ষভাষায় তাঁহাকে বলিলেন, 'হে যোগিরাজ, পরের দ্রব্য ও সম্পত্তি প্রভৃতিতে লোভ করিও না।' যোগিরাজ বলদেবের এই বাক্যে মর্ম্মাহত হইয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলদেবকে স্বয়ং বলপূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে তাড়াইয়া দিলেন। অনন্তর রাজপুরোহিত রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিল। সমুদয় ব্রাহ্মণও বলদেবের অপমানে আপনাদিগকেও অবমানিত মনে করিয়া যোগীদিগের শাসনের জন্য রাজার নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিল। ফলে রাজা যোগীদিগের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন।

কবুতর-প্রসঙ্গও বল্লাল-চরিতে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। ভট্টকবি যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বে বল্লালের পরিজনবর্গের সহিত বিদায়-ব্যাপার যেরূপ-ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে বল্লালের দৌর্ব্বল্যই পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন—

> "অথ বর্ষান্তরে প্রাপ্তে দৈবচক্রাৎ সুদারুণাৎ।
> বিক্রমপুরমধ্যে চ রামপালগ্রামে তথা॥
> বায়াদুম্‌নাম ম্লেচ্ছোঽসৌ যুদ্ধার্থং সমুপাগতঃ॥
> যযৌ যুদ্ধে চ বল্লালো বিপক্ষসন্মুখং তথা।
> প্রণম্য মাতরং স্ত্রীভ্যো দত্বালিঙ্গনচুম্বনম্‌॥
> প্রিয়োঽব্রুবংস্ত রাজান বাষ্পাকুলিতলোচনৈঃ॥
> যদি স্যাদশিবং যুদ্ধে কিং নো নাথ গতির্ভবেৎ।
> ততো গদ্‌গদোঽসৌ রাজা সংচুম্ব্যালিঙ্গ্য তাঃ পুনঃ॥

হুরাত্মযবনাৎ ধর্ম্মং সতীত্বং রক্ষিতুং চ বৈ।
শ্রেয়ো মৃত্যুস্ত যুষ্মাকং চিতাদাহেন নিশ্চিতম্।
কপোতযুগলং দূতং মমামঙ্গলসূচকম্॥
পূর্ব্বপ্রস্তুতচিতায়াং দৃষ্ট্বৈব মরণং ধ্রুবম্॥

গোপালভট্টের পরিশিষ্ট।

এই পরিশিষ্ট আনন্দ ভট্টের লেখনীপ্রসূত। গোপাল ভট্টের রচিত বল্লাল-চরিতে এতৎসম্পর্কীয় কোন কথাই নাই।

আনন্দ ভট্ট লিখিয়াছেন যে, পিতার সহিত মিথিলায় যুদ্ধযাত্রাকালে বল্লাল জনৈক যোগীকে উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক গমন করিয়াছিলেন, তাহাতে উক্ত যোগী "সকলত্র বহ্নিকুণ্ডে প্রাণত্যাগ করিবে" বলিয়া অভিসম্পাত প্রদান করিয়াছিলেন; সুতরাং মৃত্যুকাল উপস্থিত জানিয়াই বল্লাল প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়াছিলেন:—

"শ্রূয়তেঽত্র প্রবচনং পারম্পর্য্যক্রমাগতম্।
বল্লালোঽনুযযৌ যুদ্ধে পিতরং শৌর্য্যশালিনম্॥
মিথিলায়াং স্থিতস্তত্র কশ্চিদ্‌যোগী ধৃতব্রতঃ।
বল্লালো যুদ্ধযাত্রায়াং ত্বরসা তমলঙ্ঘয়ৎ॥
অথপাদেনাভিহতো বল্লালমশপন্মুনিঃ।
সকলত্রো বহ্নিকুণ্ডে পতিত্বা ত্বং মরিষ্যসি॥
তং শ্রুত্বা ব্রহ্মশাপং স বিস্ময়ং লব্ধবানপি।
চিন্তয়ামাস মনসি মৃত্যুকাল উপস্থিতঃ॥
তেনৈব বিবশো রাজা এবং জ্বলনমাবিশৎ।
ব্রহ্মশাপাদৃতে নৈব বিপত্তির্ভবেদ্ধ্রুবম্"॥

বল্লাল পিতার সহিত মিথিলায় যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন কিনা, তাহা অদ্যাপি জানা যায় নাই। ব্রহ্মশাপের ফলেই সপরিবারে তাঁহাকে

প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হইয়াছিল, এরূপ প্রবাদ অবলম্বন করিয়া উপন্যাস রচিত হইতে পারে, কিন্তু ঐতিহাসিকের চক্ষে ইহার কোন মূল্য নাই।

এই সমুদয় বিবরণ বল্লাল-চরিত নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। বল্লাল-চরিত বল্লালের শিক্ষক গোপাল ভট্টের লেখনী-প্রসূত এবং গোপালের অনন্তর-বংশীয় আনন্দভট্ট-কর্তৃক পরিবর্দ্ধিত ও সংস্কৃত বলিয়া পরিচিত হইলেও উহার ঐতিহাসিক মূল্য অতি অল্প। সেন-বংশীয় রাজগণের তাম্রশাসন বা শিলালিপি দ্বারা বল্লাল-চরিতের উক্তিগুলি সমর্থিত হয় না। এমতাবস্থায় বল্লাল-চরিতকে প্রামাণিক গ্রন্থরূপে ব্যবহার করা সঙ্গত নহে। সাধারণতঃ দুইখানি বল্লাল-চরিত দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একখানি হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন কর্তৃক প্রকাশিত এবং অপরখানি পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের যত্নে এসিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক মুদ্রিত (১)। একখানি যুগী-জাতীয় পদ্মচন্দ্র নাথের ব্যয়ে মুদ্রিত, অপর গ্রন্থ জনৈক সুবর্ণবণিকের নিকট হইতে প্রাপ্ত। একখানিতে যুগীদিগের এবং অপরখানিতে সুবর্ণবণিক্‌দিগের পদমর্য্যাদার বিষয় লিখিত আছে। এই উভয় বল্লাল-চরিতই গোপাল ভট্ট ও আনন্দ ভট্ট কর্তৃক লিখিত বলিয়া উল্লিখিত হইলেও এই উভয় পুস্তকের ভাষা ও বিষয়গত পার্থক্য যথেষ্ট রহিয়াছে (২)। সুতরাং কোনখানিকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিব ?

(১) ৺হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন কর্তৃক প্রকাশিত বল্লাল-চরিত ১৮৮৯ সনে এবং পূজ্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক অনূদিত বল্লাল-চরিত ১৯০১ সনে মুদ্রিত হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের সংস্করণ মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বেই এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু ১৯০৪ সনে প্রকাশিত শাস্ত্রী মহাশয়ের Notices of Sanskrit Manuscript গ্রন্থে বল্লাল-চরিত পুস্তকের উল্লেখ নাই।

(২) (ক), এসিয়াটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক মুদ্রিত বল্লাল-চরিতের মতে বল্লভানন্দ ধন প্রদান করিতে অস্বীকৃত হইলে, বল্লাল সেন ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন বটে 'কিন্তু এই

পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ৺হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন প্রকাশিত পুস্তক খানিকে কৃত্রিম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া-

---

দোষের জন্ত সুবর্ণ বণিক্ সমাজকে পতিত করেন নাই। পক্ষান্তরে, ৺ হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন কর্ত্তৃক প্রকাশিত বল্লাল-চরিতের মতে বল্লভানন্দ ঋণ দান করিতে অস্বীকৃত হইলেই বল্লাল সেন ক্রুদ্ধ হইয়া সমুদয় সুবর্ণবণিক্জাতির পাতিত্য বিধান করেন।

(খ) এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকে সুবর্ণবণিকগণ রাজার অনুষ্ঠিত যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া বল্লালের প্রিয়পাত্র ভীমসেনের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হন এবং অপমানিত হইয়া অভুক্ত অবস্থায় প্রস্থান করিলে, রাজা বল্লাল সেন ক্রুদ্ধ হন ও সমুদয় সুবর্ণবণিক্জাতিকে পতিত করেন। ৺হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন কর্ত্তৃক প্রকাশিত বল্লাল-চরিতের মতে রাজপুরোহিত বলদেব যোগিরাজ কর্ত্তৃক অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া রাজার নিকট অভিযোগ করিলে, তিনি যুগীজাতি ও সুবর্ণ-বণিক্জাতির পাতিত্যবিধান জন্ত কঠোর প্রতিজ্ঞা করেন।

(গ) এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকে বল্লালের প্রতিজ্ঞা :—

"যদি ঘাতিকান্ সুবর্ণান্ বণিজঃ শূদ্রবৎ ন পাতয়িষ্যামি, বল্লভচন্দ্রসৌদামিরস্ত দণ্ডং ন বিধাস্তামি, তদা গোব্রাহ্মণঘাতেন যানি পাতকানি ভবিতব্যানি, তানি মে ভবিষ্যন্তীতি। ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং বিনাশায় ভীমসেনেন যাদৃশঃ শপথঃ কৃতঃ, এতেষাং পাতনায় শপথো মে তাদৃশো জ্ঞাতব্যঃ, অদ্যাবধি এতে সর্ব্বে শূদ্রবদ্গ্রাহ্যাঃ। যার্থমেতেষাং যজ্ঞসূত্র-ধারণমতঃপরমেতেষাং যাজনাধ্যাপনে প্রতিগ্রহঞ্চ যে ব্রাহ্মণা করিষ্যন্তি, তে অনন্তেঽপি পতিষ্যন্তি, নান্তথা।

৺হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন প্রকাশিত পুস্তকে বল্লালের প্রতিজ্ঞা :—

"যদি দুঃশীলান্ হিরণ্যবণিজঃ অধমজাতীয়ানাং মধ্যে ন গণয়িষ্যামি বল্লভানন্দস্ত দুরাত্মনঃ সমুচিতদণ্ডবিধানং ন করিষ্যামি, ধর্মমর্য্যাদাভঙ্গিনাং তন্তযোগিনাঞ্চ উৎসাদনং ন করিষ্যামি, তদা গোব্রাহ্মণযোষিদাদিঘাতেন যানি পাতকানি, ভবিতব্যানি তানি মে ভবিষ্যন্তীতি। অধরাজস্ত শতপুত্রবিনাশায় ভীমসেনো যাদৃশী প্রতিজ্ঞামকরোৎ এতেষাং সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞা মে তাদৃশী জ্ঞাতব্যা। এভিঃ সহ অদ্যাবধি একাসনোপবেশনম্, এতেষাং যাজ্যাদিগ্রহণং যজনযাজনাদিকম্ সাহায্যাদানং বা যে করিষ্যন্তি তেঽপি পতিতা ভবিষ্যন্তীতি। অতএব পট্টসূত্রাদিধারণম্ বার্থম্"।

ছিলেন, কিন্তু তাঁহার বন্ধুর (রাজা দীনেন্দ্রনারায়ণ রায় ?) নিকট হইতে প্রাপ্ত বল্লাল-চরিতের হস্ত-লিখিত পুঁথি দুইখানার উপর আস্থা

(ঘ) এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকে বল্লাল-মহিষী রাজপুরোহিত বলদেব সহ উগ্রমাধব শিবের অর্চ্চনা করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন।

৺ হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন প্রকাশিত পুস্তকে বল্লাল সেনের কাম্য পূজা দিবার জন্য যোগিরাজ-পূজিত জটেশ্বর শিবের নিকট রাজপুরোহিত বলদেব একাকী গমন করিয়াছিলেন।

(ঙ) এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকে যোগিবর রাজপুরোহিতের গণ্ডদেশে চপটাঘাত করেন। ৺ হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন প্রকাশিত পুস্তকের মতে পুরোহিতের অপমান করায় রাজ-পুরোহিত রাজার নিকট অভিযোগ উত্থাপন করেন। ফলে রাজা সুরীজাতি ও সুবর্ণ-বণিক্‌দিগকে পতিত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হন।

(চ) এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকে সেনরাজগণকে "ব্রহ্ম ক্ষত্রবংশ'' বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে, ৺ হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন প্রকাশিত পুস্তকে বল্লালকে বৈদ্য-বংশাবতংস বলা হইয়াছে।

(ছ) এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকে লিখিত আছে, "পারম্পর্য্যক্রমাগত একটি প্রবচন আছে—যখন বল্লাল সেন মিথিলা হইতে অতিক্রান্তসময়ে যুদ্ধযাত্রা করেন। সেই সময় একজন যোগী বল্লালের অশ্বপদে আহত হইয়া "সকলত্র বহ্নিকুণ্ডে পতিত্বা ত্বং মরিষ্যসি' বলিয়া বল্লাল সেনকে অভিশপ্ত করেন।

৺হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন প্রকাশিত পুস্তকের মতে সুরীজাতীয় পীতাম্বর স্বগণ সহ অপমানিত ও ধর্ম্মচ্যুত হইয়া,

"যথাপমানদগ্ধোঽস্মি বণিভিশ্চ গণৈঃ সহ।
ভবিষ্যতি তথা বঙ্গঃ যবনৈর্জলধিনা॥"

বলিয়া বল্লালকে অভিশাপ দিয়াছিলেন।

(জ) এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকে লিখিত আছে, "লক্ষ্মণ সেন তাঁহার বিমাতাকে নির্জ্জন পাদ্-প্রক্ষালন-গৃহে একাকিনী পাইয়া অসৎ অভিপ্রায় প্রকাশ করায় এবং ছুরিকা প্রদর্শন করায় বল্লাল সেন তাঁহার সেই পত্নীর কথানুসারে লক্ষ্মণসেনকে দণ্ড

স্থাপন করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় বল্লাল চরিতের প্রস্তাবনায়

করিবার জন্ম ঘাতকের প্রতি আদেশ প্রদান করেন। লক্ষ্মণসেন সেই রাত্রিতেই তাহা জানিতে পারিয়া স্বীয় পত্নী সহ পরামর্শ করিয়া রাজধানী হইতে পলায়ন করেন। বল্লাল সেন পরদিন প্রত্যূষে দুর্গাবাড়ী যাইয়া সন্দর্শন করিলেন যে, পতি বিয়োগ বিধুরা পুত্রবধূ কর্তৃক—

"পতত্য বিরত বারি নৃতন্তি শিখিন মুদা।
অদ্য কান্ত কৃতান্ত বা দুঃখ শান্তি করতু মে"।

এই কবিতাটি গৃহ ভিত্তিতে লিখিত রহিয়াছে। ইহা দেখিয়াই বল্লালের মনে পুত্র স্নেহ উদ্বেল হইয়া উঠিল এবং জালজীবী কৈবর্ত্ত দিগকে পুত্রানয়নের আদেশ দিলেন।

তাহারা অহোরাত্র মধ্যে ষিসপ্ততি ক্ষেপণী যুক্ত তরণীর সাহায্যে লক্ষ্মণ সেনকে তদীয় সকাশে আনয়ন করায় বল্লাল সেন সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে ধন, রত্ন, বস্ত্র ও হালিক্য উপজীবন দিলেন।

এই আখ্যায়িকাটি ৺ হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন প্রকাশিত পুস্তকে পরিলক্ষিত হয় না।

(ঝ) বারাদুষ প্রসঙ্গ উভয় বল্লাল চরিতেই স্থান পাইয়াছে। উহা আনন্দ ভট্টের লেখনী প্রসূত বলিয়া উভয় পুস্তকেই উল্লিখিত হইলেও একখানি পুস্তকের ভাষার সহিত অপর খানির কিছু মাত্র মিল নাই।

(ঞ) এসিয়াটিক সোসাইটির প্রকাশিত পুস্তক আনন্দ ভট্ট কর্তৃক

"শকে চতুর্দ্দশ শতে মনুষ্য রদনাযুতে।
পৌষ শুক্ল দ্বিতীয়ায়াং তজ্জন্ম তিথি বাসরে"।

অর্থাৎ ১৪৩২ শকে (১৫১০ খৃঃ অব্দে) পৌষ মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়ায় নবদ্বীপ-পতির জন্মতিথি বাসরে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে।

৺ হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন প্রকাশিত পুস্তক আনন্দ ভট্ট কর্তৃক:

"নাবৈ রত্ন রাজপুত্রৈর্দর্শনৈশ্চ যথাধিকৈঃ।
শাকেন্দ্ দর্শিতে ম সে তারাভির্ভণিতে দিনে।
নবদ্বীপপতে রাজ্ঞাং মম্ম বিবৃত্য দুর্গতি
অত্র চিত্ত প্রসাদার্থং তৎপাপি করনার্পিতম্"।

লিখিয়াছেন," (১) Before I took up the work in right earnest, I was not without doubts as to its authenticity and genuineness. A Sanskrit work of that name was published some years ago by the Nathas the wellknown booksellers of Chinabazar in Calcutta. I pronounced it to be spurious and unreliable and I have had since no reasons to change my opinion. The

---

অর্থাৎ ১৫০০ শকাব্দে (১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে) আশ্বিন মাসের ২৭শ দিবসে নবদ্বীপের রাজার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহার চিত্ততোষণের জন্ত এই গ্রন্থ তাঁহার করপদ্মে সমর্পিত হইয়াছে।

একই গ্রন্থকারের একই বিষয় লিখনের সময়ের পার্থক্য ৬৮ বৎসর কেন হইল তাহা বুদ্ধির অগম্য।

(ট) ৺ হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন প্রকাশিত বল্লাল চরিতে লিখিত আছে :—

"বৈদ্যবংশাবতংসোহয়ং বল্লালো নৃপো পুঙ্গবঃ।
তদাজ্ঞয়া কৃত মিদং বল্লাল চরিতং শুভম্।
গোপাল ভট্ট নাম্না তদ্রাজস্ত শিক্ষকেণ চ
অস্ত রাজ্ঞঃ প্রসাদার্থং স্বযত্নেনার্পিতং ময়া।
অব্দ রাজসমানৈর্ব্বহ্নিভির্বাণৈরধিক শাকেষু।
ফাল্গুনে দর্শিতে মাসে রাশিভির্দিন সম্মিতৈঃ"।

অর্থাৎ "রাজশ্রেষ্ঠ বল্লাল বৈদ্যবংশের মুকুট স্বরূপ, তাঁহার আজ্ঞায় এই বল্লাল চরিত নামে মঙ্গল কারক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। গোপাল ভট্ট নামে উক্ত রাজার শিক্ষক আমি ১৩০০ শকাব্দে (১৩৭৮ খৃঃ অঃ) ফাল্গুন মাসের ২৫শ দিবস, সেই রাজার সন্তোষের জন্ত যত্ন পূর্ব্বক এই গ্রন্থ তাঁহাকে অর্পণ করিলাম"।

সোসাইটির পুস্তকে এই শ্লোকগুলি পরিলক্ষিত হয় না।

Preface to Vallala charita in Sanskrit by Ananda Bhatta edited and translated into English by Mahamahopadhya Haraprasad Sastri, M, A,—pages V. VI.

Charita which I was requested to translate might I thought turn out to be equally spurious and unreliable.

On a careful examinations however, of the manus cripts in the possession of my friend my doubts were removed and I found them to be geunine. One manuscript was copied as appears from the colophon at the end of the book, in the year of the Emperor Aurangzeb's death, 1707 AC. The other as appears from a similar colophon was copied in the Bengalee year, 1198, The authenticity of both these manuscripts is vouched for by the correctness of the date of transcription and also by the mention of names of the persons for whose use the transcriptions were made. In one case the name of the copyist is given. The Mss also were obtained from different parts of the Country."

কিন্তু ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপে বুদ্ধিমন্ত খাঁ নামক কোনও রাজা ছিলেন কিনা শাস্ত্রী মহাশয় তাহার কোনও প্রমাণ প্রদর্শ করেন নাই।

শাস্ত্রী মহাশয়ের আদর্শ পুস্তক দুই খানির মধ্যেও বিস্তর অসামঞ্জস্য রহিয়াছে। এই পুস্তক দ্বয়ের মধ্যে, (ক) পুথির মতে সুবর্ণ বণিকগণ রাজ বাড়ী হইতে অভুক্ত গমন করায় এবং তজ্জন্য রাজ-বল্লভ ভীমসেন সহ বিবাদ ও বচসা করায় সুবর্ণ বণিকগণ বল্লাল কর্তৃক যজ্ঞ সূত্র হীন হইয়াছেন। (খ) পুথির মতে সুবর্ণ বণিকগণ সর্বদা ব্রাহ্মণদিগকে "দাসী বংশজ" বলিয়া ঘৃণা করায় এবং ব্রাহ্মণগণ উপবীত দূরে রাখি বশতঃ সুবর্ণ বণিকদিগকে প্রণাম করায় ব্রাহ্মণের অনুরোধে বল্লাল

সেন সুবর্ণ বণিকদিগকে উপবীত ভ্রষ্ট করেন (১)। এই উভয় বিধ উক্তিই শরণ দত্তের বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। একই শরণ দত্তের দুই প্রকার উক্তি কেন অথবা উভয় পুস্তকে এরূপ পাঠান্তরই বা কেন হইল তাহা জানিবার জন্য কৌতূহল হয়।

সোসাইটির (খ) পুস্তকে লিখিত (২):—

"রাজ্যাভিষেকমারভ্য চত্বারিংশৎ সমা যদা।
মাসদ্বয়ং ব্যতীতঞ্চ স পঞ্চ ষষ্ঠি হায়নঃ।"

---

(১) "তস্মিন্নবসরে কেচিন্মন্ত্রয়িত্বা পরস্পরং।
অভ্যেত্য কাশ্যপীকান্তং ব্রাহ্মণা বাক্য মব্রুবন্।
ব্রাহ্মণা উচুঃ।
বয়ং শ্রেষ্ঠা হি বর্ণানাং জাত্যা চৈব কুলেনচ।
সুবর্ণা বণিজো দর্পাদেবং বদন্তি সর্ব্বদা।
দাসী বংশজ ইত্যেবং বদন্তো মনুজেশ্বর।
ব্রাহ্মণান্ সদ্বংশ জাতানস্মানুপসহন্তি তে।
যজ্ঞোপবীতিনঃ সর্ব্বে সুবর্ণাঃ সৌম্যদর্শনাঃ।
ব্রাহ্মণাস্তান্ ভ্রান্তবুদ্ধ্যা নমস্কুর্ব্বন্তি সর্ব্বদা।
তেষাং হি ধর্ম্মহননং কর্ত্তব্যং পৃথিবী পতে ত্ব।
স্পর্দ্ধেয়ুর্ণ যথাস্মাভি র্বিপ্রৈঃ সৎকুলজৈঃ সহ।
ব্রহ্মক্ষত্র কুলে জাত মাযুষ্মন্তং জনেশ্বর।
অবমত্য বদন্তি বক্তুং তত্রেহ সাম্প্রতং।
সর্ব্বান্ যজ্ঞোপবীতেভ্যস্তান্ চ্যাবয় মহীপতে।
সর্ব্বেতে ধর্ম্ম হননাৎ পতিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ।
এবমুক্‌ত্বা মহীপালং বিরেমু স্তে দ্বিজোত্তমাঃ।
নৃপতি র্বহুভি র্বিপ্রৈঃ ক্রোধেনাসৌ জগর্জ্জহ"।
বল্লাল চরিতম্ ১০৯—১১০ পৃষ্ঠা।

(২) বল্লাল চরিতম—১২১ পৃষ্ঠা।

এই শ্লোকটি (ক) পুস্তকে দৃষ্ট হয় না।

(ক) পুস্তকের লিখিত (১) :—

"স্বর্ণদানং রৌপ্যদানং গোদানঞ্চ ধরাপতিঃ।
দানঞ্চ বিবিধঞ্চক্রে নিত্য নৈমিত্তকাদিকম্॥"

এই শ্লোক স্থলে (খ) পুস্তকে নিম্ন লিখিত শ্লোকটি লিখিত হইয়াছে (২) :—

"ততো লক্ষ্মণ সেনস্ত রাজা জন্ম মহোৎসবে।
ব্রাহ্মণান্ ধনিনশ্চক্রে স্বস্থা যজ্ঞ কৃতস্তু তৈঃ॥"

তৃতীয় অধ্যায়ের "বিক্রমং পুরম্" স্থানে "চ পুরং নিজং" (৩) চতুর্থ অধ্যায়ের "কাঞ্চীশত্বম্" স্থানে "দিল্লীশত্বম্" (৪) "লক্ষ্মণং" স্থানে "লবণং" (৫) ষড় বিংশ অধ্যায়ের "রামপাল পুরং" স্থানে "বল্লালস্ত পুরং" (৬) প্রভৃতি পাঠান্তর লক্ষিত হয়।

বল্লাল চরিতে ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ খুব কমই আছে; যাহাও দুই একটি আছে, তাহাও শাসন লিপির প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হয় নাই। সোসাইটির বল্লাল চরিতের একবিংশ অধ্যায়ে শরণ দত্ত বল্লালের পিতার নাম মল্হন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (৭); কিন্তু তাম্রশাসনাদির

(১) বল্লাল চরিতম্—১১৩ পৃষ্ঠা। (২) বল্লাল চরিতম্—১১৩ পৃষ্ঠা।

(৩) বল্লাল চরিতম্—২৪ পৃষ্ঠা। (৪) বল্লাল চরিতম্—২৮ পৃষ্ঠা।

(৫) সোসাইটির আদর্শ পুঁথির (খ) পুস্তকে সর্ব্বত্রই "লক্ষ্মণ" স্থানে "লবণ" পাঠ লিখিত হইয়াছে।

(৬) বল্লাল চরিতম—১২০ পৃষ্ঠা।

(৭) "ততো বিপ্রা যথাকালে বেদ বেদাঙ্গ পারগাঃ।
দীক্ষয়ামাসুর্নৃপতিং বল্লালং মল্হনাত্মজম্॥"

বল্লাল চরিতম—১০৩ পৃষ্ঠা

প্রমাণে জানাগিয়াছে যে বল্লালের পিতার নাম বিজয় সেন। এই বিজয় সেনের দেবপাড়া লিপির প্রশস্তি কার উমাপতি ধর লক্ষ্মণ সেনেরও অন্যতম সভাপণ্ডিত ছিলেন, সুতরাং লক্ষ্মণ সেনের অপর সভাপণ্ডিত শরণ দত্ত কর্তৃক বল্লাল চরিতের ঐ অংশ লিখিত হইলে তিনি লক্ষ্মণ সেনের পিতামহের নাম ভুল করিবেন কেন ?

সোসাইটির বল্লাল চরিতের ২৭ অধ্যায়ে বল্লালের মৃত্যু-তারিখ ১০২৮ শকাব্দা বা ১১০৬ খৃষ্টাব্দ বলিয়া লিখিত আছে (১)। কিন্তু লক্ষ্মণ সংবতের কাল নিরূপণ হইতে জানা যায় যে, বল্লাল সেন ১১১৮ বা ১১১৯ খৃষ্টাব্দে কাল গ্রাসে পতিত হন। কিন্তু, এক সময়ে ঐতিহাসিক গণ ১১০৬ খৃষ্টাব্দকেই লক্ষ্মণ সংবতের আরম্ভকাল বলিয়া স্থির করিয়া ছিলেন !!

এই সমুদয় কারণে উভয় বল্লাল চরিতের প্রামাণিকতা সম্বন্ধেই ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হয়। সুতরাং বল্লাল চরিতের উপর নির্ভর করিয়া বল্লালসেনের সম্বন্ধে ইতিহাস রচিত হইতে পারে না।

খৃষ্টিয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই আরাকানের মগগণ বঙ্গরাজ্য

সোসাইটির বল্লাল চরিতে শরণ দত্তের লিখিত বল্লাল চরিতের যজ্ঞোৎসব, বণিজাপমান ও জাতিগণের উন্নয়ন অবনয়ন অধ্যায়ত্রয় সংযোজিত হইয়াছে। কিন্তু দেখা যায় যে, সোসাইটির পুস্তকের যেখানে "শরণ দত্ত উবাচ" লিখিত আছে, সোসাইটির আদর্শ (ক) পুস্তকে ঐরূপ উক্তি নাই। সোসাইটির প্রকাশিত পুস্তকে সুবর্ণ বণিক দিগের পাতিত্যের কথা যে যে অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে, কেবলমাত্র সেই সেই অধ্যায়েই শরণ দত্ত কর্তৃক লিখিত হইয়াছে কেন তাহাও প্রণিধান যোগ্য।

(১) সহস্রেহষ্ট বিংশযুক্তে শকাব্দে পৃথিবীপতিঃ।
যোগিভিঃ সার্দ্ধং মহাভাগ উৎপপাত দিবং প্রতি ॥"

বল্লাল চরিতম—১২১ পৃষ্ঠা।

আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। পরবর্ত্তী বঙ্গরাজগণ দুর্ব্বল হস্তেই শাসন দণ্ড পরিচালনা করিতেন, সুতরাং ইহাদের আক্রমণের স্রোত ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইয়াছিল। বঙ্গরাজ্যের সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত কোচ, আহোম ও ত্রৈপুরগণও সুযোগ বুঝিয়া রাজ্য বৃদ্ধির মানসে বঙ্গাধিপের সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকিত। সুতরাং একদিকে নববল দৃপ্ত তুরুষ্ক বাহিনীর প্রবল প্রতাপ এবং অপর দিকে কোচ, আহোম ও মগদিগের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়াই বঙ্গাধিপতিকে তুরুষ্কগণের অধীনতা স্বীকার করিতে হইয়াছিল। এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা তৃতীয় খণ্ডে লিখিত হইবে।

বঙ্গরাজ্য ধ্বংসের কারণ

(গ) সাভার, ধামরাই এবং ভাওয়ালের স্বাধীন ভূস্বামীগণ।

কাশীমপুর, তালিপাবাদ, ভাওয়াল, চাঁদপ্রতাপ এবং সুলতান প্রতাপ এই পাঁচটি পরগণায় কতিপয় প্রাচীন নরপতির রাজত্ব কথা সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায়, এবং অদ্যাপি এই পরগণা গুলির অন্তর্গত লোহিত মৃত্তিকাময় বনভূমির অভ্যন্তরে বিশাল দীর্ঘিকা, ইষ্টক স্তূপ, মৃৎপ্রাচীর প্রভৃতি বহু কীর্ত্তিকলাপের নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। ফুলবাড়ী, সাভার, কোণ্ডা, গান্ধারিয়া, কর্ণপাড়া, মঠবাড়ী, ছাইলা কলমা, মদনপুর, রাজাসন, কোটবাড়ী প্রভৃতি স্থানে রাজা হরিশ্চন্দ্রের, মাধবপুর, বধূরি, গণকপাড়া, গৌরীপাড়াতে রাজা যশোপালের, চুরচুরিয়া, দীঘলির ছিট, শৈলাট, শাইট হালিয়া প্রভৃতি স্থানে রাজা শিশুপালের এবং রাজাবাড়ীতে প্রতাপ ও প্রসন্ন রায়ের বহু কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে পুনঃ পুনঃ বহিঃশত্রুর আক্রমণে পালসাম্রাজ্যের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িলেই উহাদিগের বহু শাখা গৌড়বঙ্গাধিপের সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। এই সমুদয় শাখার বিবরণ "দিগ্বিজয় প্রকাশ" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে (১)। আমাদের মনে হয়, পালসাম্রাজ্যের দুরবস্থা সন্দর্শন করিয়াই করতোয়া ও ইছামতী নদী অতিক্রম পূর্ব্বক ইহাদিগের কয়েকটি শাখা কামরূপে এবং পূর্ব্ববঙ্গের নিভৃত কোণেও আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যে নদী-মেখলা-বেষ্টিত সাভার, ধামরাই এবং অরণ্য-সঙ্কুল ভাওয়াল

(১) "কুলপালো দেশপালো বিখ্যাতঃ পশ্চিমে তটে।
কুলপালস্ত দ্বৌ পুত্রৌ হরিপালোঽহি পালৌ॥
জ্যেষ্ঠঃ সিঙ্গুর পশ্চিমে স্বনাম বসতিং কৃতঃ।
হরিপালো মহাগ্রামো হট্ট বাপি সমন্বিতঃ॥
হরিপালো হি তত্রৈব তন্তুবায়স্য গোষ্ঠীষু।
রাজা বভূব বিপ্রেষু সাঙ্গাপি সংজ্ঞকেষু চ॥
অহিপালো মাহেশে চ রাজ্যং ত্যক্ত্বা চ পশ্চিমে।
ত্রিবেণী সন্নিধানে চ চক্রদ্বীপস্য সন্নিধৌ॥
ডমুর দ্বীপ মধ্যে চ বসতিং কৃতবান্ মুদা।
অহি পালস্য ত্রয়ঃ পুত্রাঃ বেদ বোধিৎস্থ জজ্ঞিরে॥
কৃতধ্বজো বিভাণ্ডশ্চ কেশিধ্বজো মহা বলঃ॥
কৃতধ্বজস্য তনয়ো বিরলি সংজ্ঞকো বলিঃ।
সপ্তক্তি গ্রাম মধ্যে চ চকার বসতিং মুদা॥
বিভাণ্ডো বাণ মন্ত্রী চ পূর্ব্বপারে স্থিতঃ স চ।
জগদ্বলে মহা গ্রামে বস্ত বংশোঽপি বর্ত্ততে॥
কেশিধ্বজো মহাগ্রামে চাম্পোনাভিধেয়কে।
কারস্থান্ মহলান্ নীত্বা রাজত্বঞ্চ চকার হ"॥

অঞ্চল যে তাঁহাদিগের অভিষ্ট সিদ্ধির সহায়ক হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

কথিত আছে রাজা হরিশ্চন্দ্র রাঢ় দেশ হইতে এতদঞ্চলে আগমন করিয়া বংশাবতী নদীর তীরে তদীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

"বংশাবতী-পূর্ব্বতীরে সর্ব্বেশ্বর নগরী।
বৈসে রাজা হরিশ্চন্দ্র জিনি সুরপুরী" ॥

এই কবিতাটি সাভার অঞ্চলে বহুকাল যাবৎ লোক মুখে গীত হইয়া আসিতেছে। ইহা হইতে জানা যায়, হরিশ্চন্দ্র নামক কোনও রাজা বংশাবতী বা বংশাই নদীর পূর্ব্বতীরে সর্ব্বেশ্বর নগরে রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সর্ব্বেশ্বরের বর্ত্তমান নাম সাভার। আবার কেহ কেহ সাভারকে সম্ভার নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন। ধলেশ্বরী ও বংশাই নদী দ্বয়ের সঙ্গম স্থলে সাভার গ্রাম অবস্থিত। সাভারের প্রায় দেড় ক্রোশ দক্ষিণে ধলেশ্বরীর তীরদেশে ফুলবাড়ী গ্রাম এবং ফুলবাড়ীর বরাবর পূর্ব্বদিকে এক ক্রোশের মধ্যে কোণ্ডা ও গান্ধারিয়া গ্রামদ্বয় অবস্থিত। ঢাকা জেলার উত্তর ও মধ্যভাগে যে লোহিত মৃত্তিকাময় ও বনাবৃত উচ্চভূমি দৃষ্ট হয়, এই গ্রামগুলি তাহার সর্ব্ব দক্ষিণাংশে অবস্থিত। এই গ্রামগুলি হইতে আরম্ভ করিয়া একটি বিস্তীর্ণ উচ্চভূমি ঢাকার উত্তর সীমা দিয়া সুপ্রসিদ্ধ মধুপুর গড়ের সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে।

হরিশ্চন্দ্র পাল

"পূর্ব্ববঙ্গে পালরাজগণ"—প্রণেতা শ্রীমান বীরেন্দ্রনাথ বসু সাভার হইতে গত ১৯১২ খৃষ্টাব্দে হরিশ্চন্দ্র পালের নামাঙ্কিত ইষ্টক খণ্ড আবিষ্কার করিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্র পালের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অকাট্য

প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন। "ইষ্টকখানা অতি বৃহৎ একখানি ইষ্টকের উপর খোদিত ছিল। কিন্তু ইহার প্রায় অর্দ্ধাংশ ভগ্ন হইয়াযাওয়াতে, প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় পংক্তির শেষ অক্ষর "প" টি বেশ সুস্পষ্ট আছে" (১)। এই ইষ্টক লিপির নিম্নলিখিত পাঠোদ্ধার হইয়াছে :—

* * প

শ্রীশ্রী মদ্রাজ

রিশ্চন্দ্র পাল দ * *

এই ইষ্টক লিপি হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, সাভারের হরিশ্চন্দ্র রাজা পাল বংশোদ্ভব ছিলেন।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের প্রাদুর্ভাব-কাল সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। ১৩১৯ সালের প্রতিভা পত্রিকার ৭ম সংখ্যায় ৺বিজয় কুমার রায় লিখিয়াছিলেন (২), "আনুমানিক খৃষ্টিয় সপ্ত শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজা হরিশ্চন্দ্র আবির্ভূত হন। বংশ-পত্রিকা মতে হরিশ্চন্দ্র হইতে বর্ত্তমানে ৩৮ আটত্রিশ পুরুষ চলিতেছে। তিন পুরুষে এক শত বৎসর ধরিলে রাজা এখন হইতে প্রায় ১৩০০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৯১২—১৩০০=৬১২ সনে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন প্রমাণিত হয়। * * * বৌদ্ধ রাজা হরিশ্চন্দ্রের শাসনকালে এতদঞ্চলে বৌদ্ধ প্রাধান্যই সূচিত হয়। খৃষ্টিয় অষ্টম শতাব্দীতে কুমারিল ভট্ট এবং নবমে শঙ্করাচার্য্য ভারত হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম বিতাড়িত করেন। সুতরাং ৭ম শতাব্দীতে হরিশ্চন্দ্রের

আবির্ভাবকাল

(১) পূর্ব্ববঙ্গে পাল রাজগণ—৮০ পৃষ্ঠা।
প্রতিভা—১৩১৯, পৌষ ৩৩২ পৃষ্ঠা।

(২) প্রতিভা—১৩১৯, কার্ত্তিক, ২২০ পৃষ্ঠা।

সাভারে প্রাপ্ত খোদিত লিপিযুক্ত ইষ্টক ১নং।
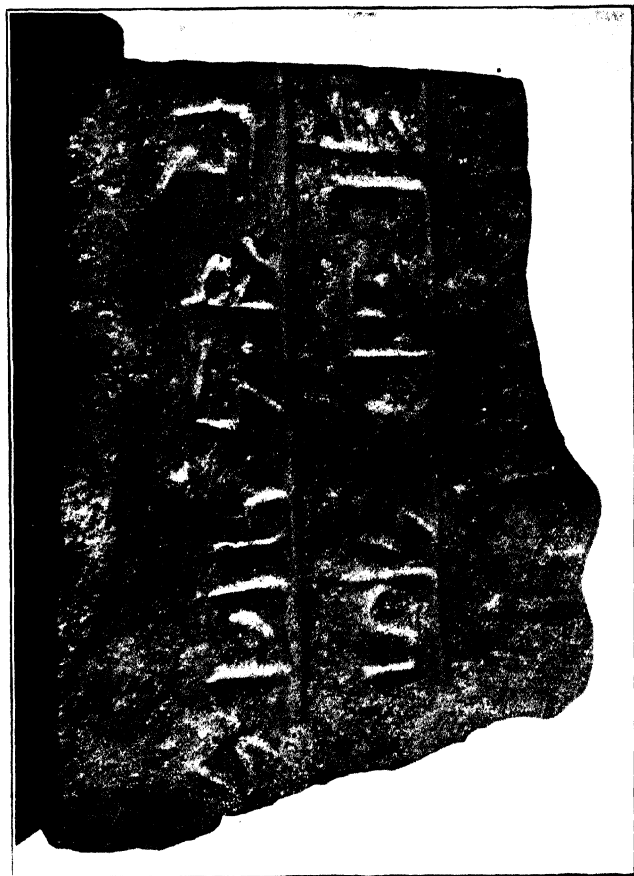
বসন্ত প্রেস, বাগবাজার, কলিকাতা।

আবির্ভাবই সম্ভবপর হইয়া উঠে। হরিশ্চন্দ্রের পর তদীয় ভাগিনের রাজা দামোদর এবং তৎপর দামোদরের দ্বিতীয় কি তৃতীয় অধস্তনের সময় কোচ সৈন্যগণ সর্ব্বেশ্বর অধিকার করিয়া নগর বিধ্বস্ত ও রাজবংশকে বিতাড়িত করিয়াছিল। আমরা খৃষ্টির অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভ ভাগে আসামরাজ হর্ষদেব কর্ত্তৃক গৌড়, উৎকল, কলিঙ্গ, প্রভৃতি দেশ বিজয়ের বার্ত্তা পাইয়া থাকি। সম্ভবতঃ ঐ সময়েই কোচ ও আহম সৈন্য সর্ব্বেশ্বর ধ্বংস করিয়াছিল। তাহা হইলে উক্ত ঘটনার ৩।৪ পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা হরিশ্চন্দ্র সপ্তম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়াই প্রমাণিত হয়"।

পূর্ব্ববঙ্গে পালরাজগণ-প্রণেতার মতে হরিশ্চন্দ্রপাল খৃষ্টির একাদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে সাভারের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন (১)।

সাভারে প্রাপ্ত হরিশ্চন্দ্র পালের নামাঙ্কিত ইষ্টক লিপি হইতেই হরিশ্চন্দ্রের আনুমানিক আবির্ভাবকাল নির্ণয় করা যাইতে পারে। এই ইষ্টক লিপির "প", "র" "জ," কিছু পুরাতন ঢঙ্গের হইলেও বর্ত্তমান বঙ্গাক্ষরের সহিত সাভারের লিপির অক্ষরগুলির সাদৃশ্য যথেষ্ট রহিয়াছে। এই ইষ্টক লিপির "প," "জ," "ল," "র" এবং "দ," প্রথম মহীপাল দেবের একাদশ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ বালাদিত্য প্রস্তর লিপির "প," "জ," "ল" "র" এবং "দ" এর অনুরূপ হইলেও হইতে পারে। সুতরাং অক্ষর তত্ত্বানুশীলনের হিসাবে সাভারের লিপির কাল দশম শতাব্দীর শেষ পাদ বা একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদের পূর্ব্বে বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারেনা। শিলা লিপিতে এবং তাম্রশাসনে প্রত্যেক পাল-নরপালের নামের অন্তে, "দেব" শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। সাভারের ইষ্টক লিপিতেও পাল শব্দের পরে অর্দ্ধ ভগ্ন "দ" অক্ষরটি স্পষ্টরূপে উৎকীর্ণ

---

(১)　পূর্ব্ববঙ্গে পালরাজগণ—৮৩ পৃষ্ঠা।

হইয়াছে এবং এই "দ" এর পরে যে স্থানে "ব" খোদিত ছিল, তাহা ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। সুতরাং হরিশ্চন্দ্র পালকেও পাল বংশীয় নৃপতিগণের সগন্ধী বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

"বজ্রযোগিনী গ্রামের উত্তরপূর্ব্ব কোণে রঘুরামপুরের একটি দীর্ঘিকা রাজা হরিশ্চন্দ্রের দীঘী বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। রঘুরামপুরে অদ্যাপি হরিশ্চন্দ্রের বাটির ভিটা দৃষ্ট হয়"। শ্রীযুক্ত স্বরূপচন্দ্র রায় (১), শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, (২), ৺আশুতোষ গুপ্ত (৩) এই হরিশ্চন্দ্রকে পালবংশীয় বৌদ্ধ নৃপতি হরিশ্চন্দ্র বলিয়া নির্দ্দেশিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী রঘুরামপুরের হরিশ্চন্দ্রের দীঘী বর্ম্মবংশীয় হরিবর্ম্মার অন্যতম কীর্ত্তি বলিয়া অনুমান করেন। (৪) দীর্ঘিকা খনন ব্যাপারে সাভারের হরিশ্চন্দ্র পালের উৎসাহ (৫) এবং নামের সামঞ্জস্য ব্যতীত বিক্রমপুরের হরিশ্চন্দ্রকে পালবংশীয় হরিশ্চন্দ্র বলিয়া অনুমান করিবার অন্য কোনও প্রমাণ অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। বিশেষতঃ

(১) সুবর্ণ গ্রামের ইতিহাস—২২ পৃষ্ঠা।

(২) বিক্রমপুরের ইতিহাস—৩৮৭ পৃষ্ঠা।

(৩) There is a comparatively small tank in the South West part of Rampal, which deserves a passing notice. It is called Raja Haris Chandra's Dighi. * * * * * The tank is said to have been excavated by Raja Haris Chandra, probably one of the kings of the Pal dynasty."

J. A. S. B. 1889. Page 22.

(৪) প্রবাসী—১৩২২, আষাঢ়—৩৯০ পৃষ্ঠা।

(৫) কথিত আছে, রাজা হরিশ্চন্দ্র তদীয় রাজধানীতে কুড়ি বুড়ি (৪০০) দীর্ঘিকা খনন করেন, তন্মধ্যে রাজবাটীর চতুর্দ্দিকে ১২॥০ গণ্ডা (৫০), রাণীকর্ণাবতীর ভবনে (আধুনিক কর্ণপাড়ায়) ৭॥ গণ্ডা (৩০) দীর্ঘিকা খনিত হয়"।

পূর্ব্ববঙ্গে পালরাজগণ ৪৬—৪৭ পৃষ্ঠা।

সাভারের হরিশ্চন্দ্র যে সাভার এবং সংসন্নিহিত কতিপয় গ্রামের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বিক্রমপুরেও স্বীয় প্রাধান্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহার কোনই প্রমাণ নাই।

ধর্ম্মপালের গড় হইতে ৭।৮ মাইল ব্যবধানে, রঙ্গপুর জেলায় অন্তর্গত রামগঞ্জ নামক স্থানের পূর্ব্বদিগস্থ চড় চড়া গ্রামে "৵হরিশ্চন্দ্র-পাট" নামে খ্যাত একটি স্তূপ বিদ্যমান আছে। গ্রামের নাম এবং স্থানীয় প্রবাদ ও ধ্বংসাবশেষ হরিশ্চন্দ্রের অতীত মহিমার সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। এই স্তূপটী হরিশ্চন্দ্রের সমাধিস্থান বলিয়া ডাক্তার গ্রিয়ার-সন সাহেব অনুমান করিয়াছেন। "এই স্তূপ বিপর্য্যস্ত ও ইহার উপকরণ স্থানান্তরিত করা হইয়াছে, কিন্তু এক সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ড এখনও উপরি ভাগে বিদ্যমান থাকিয়া বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রের মধ্যে আপনার একমাত্র অবস্থান জনিত গৌরব উপভোগ করিতেছে" (১)। মাণিক চন্দ্রের মৃত্যুর পর ধর্ম্মপাল তদীয় রাজ্য হস্তগত করেন। ফলে মাণিক চন্দ্র-মহিষী প্রখ্যাতনামা ময়নামতীর সহিত ধর্ম্মপালের বিরোধ উপস্থিত হয়। সুতরাং জামাতার সাহায্যার্থ হরিশ্চন্দ্র হয়ত ধর্ম্মপালের বিরুদ্ধে সসৈন্যে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন। ত্রিস্রোত বা তিস্তা নদীতীরে এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ হরিশ্চন্দ্র এই রণাহবে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। এজন্যই যুদ্ধস্থলের অনতিদূরে হরিশ্চন্দ্রের সমাধিস্থান বিদ্যমান রহিয়াছে।

সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গলে এক হরিচন্দ্র বা হরিশ্চন্দ্র রাজার কাহিনী লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ইহাতে হরিচন্দ্র বা হরিশ্চন্দ্র রাজার ধর্ম্মনিন্দা, অপুত্রক হেতু মহিষী-সহ রাজার বনগমন, তাঁহার নানা

(১) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩১৫।

দেব দেবীর উপাসনা, বন মধ্যে রাজার পিপাসায় প্রাণত্যাগ, রাণীর ধর্ম্মস্তুতি, ধর্ম্মের অনুগ্রহে রাজার প্রাণলাভ, ধর্ম্মের বরে রাণীর গর্ভে লূইচন্দ্রের জন্ম, রাজাও রাণীকে ধর্ম্মের ছলনা, রাজহস্তে লুইচন্দ্রের শিরশ্ছেদ, রাণী কর্ত্তৃক পুত্র মাংস রন্ধন, ব্রাহ্মণ রূপী ধর্ম্মের মাংস ভোজন কালে লূইচন্দ্রের প্রাণদান প্রভৃতি প্রসঙ্গ বর্ণিত আছে। মণিক গাঙ্গুলীর ও ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলেও ধর্ম্মের জন্য হরিশ্চন্দ্রের পুত্র বলিদানের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু শূন্য পুরাণে এই সমুদয় প্রসঙ্গ লিখিত হয় নাই। "পরবর্ত্তী কবিগণ ধর্ম্মের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিবার উদ্দেশ্যই সম্ভবতঃ পুত্র বলিদানের প্রসঙ্গ যোগ করিয়া থাকিবেন" আমাদের মনে হয় শূন্য পুরাণের সংক্ষিপ্ত বিষয়গুলিকে পরবর্ত্তী ধর্ম্মমঙ্গল প্রণেতাগণ বর্দ্ধিত এবং অভিনব বিষয় সংযোজনা দ্বারা পরিপুষ্ট করিয়াছেন।

ধর্ম্মমঙ্গলের হরিশ্চন্দ্র।

কথিত আছে, পাটিকা নগরাধিপতি মাণিকচন্দ্রের পুত্র গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্র অদুনা ও পদুনা নাম্নী হরিশ্চন্দ্রের কন্যাদ্বয়ের পাণিগ্রহণ করেন (১)। শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন, "যে অদুনা

(১) গ্রিয়ার্সন সাহেব বলেন, ইহারা রাজা হরিশ্চন্দ্রের কন্যা। মাণিকচন্দ্র গানে এই রাজার নাম "হরিশ্চন্দ্র"। দুর্লভ মল্লিক কৃত গোবিন্দচন্দ্র গীতে লিখিত আছে (৫৮ পৃষ্ঠা):—

"করিবে আমারে যোগি যদি ছিল মনে।
উদুনা পুদুনা তবে বিভা দিলে কেনে॥
উদুনা করিয়া বিভা পুদুনা পাইলাম দান॥
হস্তী ঘোড়া পাইনু আর খেদুয়া গোলাম"॥

[মা]ণিক চন্দ্র রাজার গানে আছে,—"অদুনকে বিয়া বিবাহ দিল পদুনাক দিল দানে"।

পদুনার নাম এক সময়ে ভারত বর্ষের সমগ্র ভাট, যোগী ও চারণ গণের গাথায় প্রচারিত হইত, দাক্ষিণাত্যে যে বঙ্গীয় রাজা ও তাঁহার মহিষীদের করুণ প্রসঙ্গ লইয়া এখনও অনেক নাটক রচিত ও অভিনীত হইয়া থাকে, এবং উত্তর পশ্চিমে লক্ষ্মণ দাস প্রমুখ বহু সংখ্যক কবি যাহাদের গুণগাথা গাহিয়াছেন, এবং যাহাদের সম্বন্ধীয় গীতি এক সময়ে বাঙ্গালা দেশও উড়িষ্যার ঘরে ঘরে শ্রুত হইত, সেই গোপীচন্দ্র ও তাঁহার মহিষী দ্বয়ের প্রথম প্রেমমিলন এই সাভারেই হইয়াছিল" (১)।

শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় ১৩১৫ সনের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ময়নামতীর গান সম্বন্ধে যে সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়, "হরিচন্দ্র বা হরিশ্চন্দ্র রাজার কন্যা অদুনা ও পদুনার সহিত সম্বন্ধ উপস্থিত হইল। জলাপান কাটিয়া শুভদিন ধার্য্য করা হইল, "পঞ্চগাছি" কলার গাছ, সোণালী চালুনবাতি ও পঞ্চবৈরাতীর সাহায্যে এক রবিবার দিন বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল,—

"অদুনকে বিবাহ করে পদুনকে পাইলে দানে।
একশত বান্দী পাইলে ব্যবহার কারণে"॥

ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত ময়নামতীর গানে ও লিখিত আছে (৮ পৃষ্ঠা) ঃ—

"এক বিভা করাইল অদুনা পদুনা।
সে সব সুন্দরী জানে আক্কার বেদনা"॥

এক ভগিনীকে বিবাহ করিয়া অপর ভগিনীকে যৌতুক স্বরূপ গ্রহণ করিবার প্রথা শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশ বিস্তার গ্রন্থে (১২ পৃষ্ঠা) দেখিতে পাওয়া যায়।

"ইহা দেখি নিত্যানন্দ করে আকর্ষিয়া।
বসাইল জানুবারে দক্ষিণে আনিয়া॥
সূর্য্যদাস পণ্ডিতেরে কহিল এই কথা।
যৌতুক লইলাম তোমার কনিষ্ঠ দুহিতা"॥

(১)　প্রবাসী,—১৩১৯, আষাঢ়, পৃষ্ঠা।

অদুনা ও পদুনার রূপের খ্যাতি ছিল। দুর্লভ মল্লিক কৃত গোবিন্দ চন্দ্র গীতে লিখিত হইয়াছে। (৫১ পৃষ্ঠা) :—

"উদুনা পুদুনা রূপে জ্বলন্ত আগুনী।
মেঘের আড়েতে যেন শোভে সৌদামিনী॥
অন্ধকারে শোভা যেন মাণিক উর্জ্জল।
উদুনা পুদুনা রূপে লর্জ্জিত কোমল"॥

কিন্তু অদুনা ও পদুনা যে সাভারের হরিশ্চন্দ্র রাজার কন্যা, জনশ্রুতি ব্যতীত তাহার অন্য কোনও প্রমাণ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই।

রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণে হরিচন্দ্র বা হরিশ্চন্দ্র নামক একজন রাজার নাম পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে (১)। কিন্তু তিনি কোন্ স্থানের রাজা ছিলেন তাহার পরিচয় জানা যায় না।

---

(১) "রাজা হরিশ্চন্দ্র ধর্ম্ম সেবা করিব"॥

শূন্য পুরাণ, রাজা হরিশ্চন্দ্রের ধর্ম্মপূজা, ৫৯ পৃষ্ঠা।

"স্বন্যে পূজ এ হরিচন্দ্র বিসাদ ভাবিআ মতি"।

* * * * * *

"করহ ইহা হরিচন্দ্র মানুস পাঠাও জন দশ"।

শূন্য পুরাণ—৬০ পৃষ্ঠা।

"হরিচন্দ্র রাজা তপে মহা তেজা
বারমতি ভরিল ঘর"।———১০০ পৃষ্ঠা।

"হরিচন্দ্র রাজা করে ধর্ম্ম পুজা
ভরএ নবাহুতি ঘর॥

"চন্দ্র সুর্য্য আইলাক গ্রহ তারাগণ।
ধন্য হরিচন্দ্র অমরা ভুবন"॥

"হরিচন্দ্র মহারাজা রাজারাণী করে পুজা
উরিলেন ধর্ম্ম জুগপতি"॥

"শূন্যে পূজএ হরিচন্দ্র বিসাদ ভাবিয়া মতি"।

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন (১) :—

"ধীমন্ত পুত্রো রণধীরসেনঃ সংগ্রাম জেতাইব কার্ত্তিকেয়স্ত
হিমনগ ব্যাপ্ত দেশং বিজিত্যা সম্ভারপুর্য্যামবসং প্রবীরঃ॥"
"যো জাতো বীরবর মহিতা ইন্দু বংশ বিশেষাৎ
ধীমন্তো বীরবর মুকুটাভীম সেনা নৃপেন্দ্রাৎ।
হরিশ্চন্দ্রো মহারাজো রণধীরস্থ পুত্রক
ধর্ম্মেশ ইব ধর্ম্মাত্মা সমৃদ্ধ কুবেরাধিপ॥
যমুনায়া নদীতীরে বৌদ্ধাঙ্ক মঠ মন্দিরে
বীজনেচ স রাজর্ষি ধর্ম্মার্থ ইব তিষ্ঠতে॥"

ইহা হইতে জানা যায়, "কার্ত্তিকেয় সদৃশ সংগ্রাম-জয়ী প্রবীর ধীমন্ত-পুত্র রণধীর সেন হিমালয় ব্যাপ্ত দেশ জয় করিয়া, সম্ভার পুরীতে বাস করিতেন। চন্দ্রবংশ তুল্য শ্রেষ্ঠ বংশ হইতে এবং বীরশ্রেষ্ঠ গণের শিরোভূষণ স্বরূপ বীরবর পূজিত নৃপেন্দ্র ভীমসেন হইতে ধীমন্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্র রণধীরের পুত্র, তিনি ধার্ম্মিক, এবং তিনি কুবের তুল্য সমৃদ্ধবান ছিলেন। রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্র যমুনা নদীতীরে বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে নির্জ্জনে বসিয়া ধর্ম্মপরিচর্য্যা করিতেন।" হরেন্দ্র বাবু কোন্ পুথি অবলম্বনে উল্লিখিত শ্লোকগুলি অধ্যাহার করিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু "বহুকালের হস্তলিখিত পাঠ উদ্ধার করা সুকঠিন বিধায়" কিছু রূপান্তর করিয়াছেন। তাঁহার পুঁথি কত কালের প্রাচীন, উহার প্রামানিকতাই বা কি, তাহা বিচার না করিয়া এই শ্লোকগুলি লইয়া কোনরূপ আলোচনা করা সমীচীন নহে।

কথিত আছে, সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্র দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিয়াও পুত্র মুখ সন্দর্শনলাভে বঞ্চিত ছিলেন, অবশেষে বৃদ্ধ বয়সে সহোদরা

(১) ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন—ভাদ্র, আশ্বিন, ১৩২১।

রাজেশ্বরী দেবীর গর্ভজাত রাজা দামোদরকে রাজ্য প্রদান করিয়া তিনি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন। হরিশ্চন্দ্রের তিরোধান সম্বন্ধে একটি প্রবাদ সাভার অঞ্চলে প্রচারিত রহিয়াছে,—"বৃদ্ধ বয়সে রাজা নিজপুরীস্থিত রাণীগণ, দাস দাসী ও আত্মীয় কুটুম্বাদি লইয়া সশরীরে স্বর্গাভিমুখে প্রয়াণ করেন। পুণ্যবান হরিশ্চন্দ্রের এতাদৃশ ঐশ্বর্য্য দর্শনে দেবগণ ঈর্ষান্বিত হইলেন। রাজার অনুচর বর্গের কোলাহলে স্বর্গে অবস্থান অসম্ভব হইবে স্থির করিয়া তাঁহারা রাজাকে আর অগ্রসর হইতে দিলেন না। স্বর্গদ্বার অবরুদ্ধ হইল বটে, কিন্তু স্বকৃত পুণ্যবলে রাজা আর ধরাধামে পতিত না হইয়া তদবধি ত্রিশঙ্কুর ন্যায় স্বর্গ ও মর্ত্তের মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিতেছেন" (১)। এই প্রবাদ সম্ভবতঃ অযোধ্যার সূর্য্যবংশীয় প্রখ্যাত নামা রাজা হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গারোহণ কাহিনীর অনুকরণেই রচিত হইয়া থাকিবে। যাহা হউক এই সমুদয় প্রবাদ বিনা বিচারে পরিত্যাগ করাই সঙ্গত। রঙ্গপুর জেলায় রাজা হরিশ্চন্দ্রের যে সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা যদি সাভারাধিপতি রাজা হরিশ্চন্দ্রের সমাধি বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়, এবং ময়নামতীর পুত্র গোবিন্দচন্দ্রের মহিষীদ্বয় অদুনা ও পদুনা যদি সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্রের কন্যা বলিয়াই স্থিরীকৃত হয়, তবে জামাতার সাহায্যার্থ ধর্ম্মপালের সহিত যুদ্ধ করিয়া সাভারাধিপতি হরিশ্চন্দ্র যে রণক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, তাহা হয়ত অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

হরিশ্চন্দ্রের তিরোধান।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, রাজা হরিশ্চন্দ্রের তিরোধানের পরে ভাগিনেয় দামোদর মাতুলের ত্যক্ত সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। রাজা

---

(১) প্রতিভা—১৩১৯—কার্ত্তিক, ৪১৯ পৃষ্ঠা।

দামোদর হরিশ্চন্দ্রের সহোদরা রাজেশ্বরীর গর্ভ সম্ভূত। স্থানীয় জনসাধারণ দামোদরকে "দামুরাজা" ও রাজেশ্বরীকে "রাজিরাণী" বলিয়া থাকে। রাজা দামোদর রাজাসনে থাকিয়াই রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। এজন্য রাজাসনকেই দামোদরের রাজধানী বলা হয়। রাজা দামোদর কর্ত্তৃক রাজাসনের দক্ষিণদিকে রথখোলা নামক স্থানে প্রতি বৎসর মহাসমারোহে রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হইত বলিয়া শুনা যায়। রাজাসনের নিকট দামোদরের পীলখানা ও অশ্বশালার চিহ্ন এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে।

রাজা দামোদর।

রাজাসন হইতে প্রায় একক্রোশ দক্ষিণে, এবং ফুলবাড়িয়া হইতে প্রায় একক্রোশ পূর্ব্বে, গান্ধারিয়া গ্রাম অবস্থিত। গান্ধারিয়ার পশ্চিমাংশে রাবণ রাজার বাড়ী প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এই রাবণ রাজা হরিশ্চন্দ্রের ভাগিনেয় দামোদরের বংশোদ্ভূত। "সঙ্গীত বিদ্যায় তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। তদীয় আবাস বাটীতে সঙ্গীত কলাভিজ্ঞ বহুব্যক্তি বসতি করিতেন। তৌর্য্যত্রিক সঙ্গীতশাস্ত্রের আলোচনারস্থল বলিয়া তদীয় সভা দেশ বিখ্যাত ছিল"।

রাবণ রাজা

রাবণ রাজার বাড়ীর পশ্চিমদিকে ঢালিপাড়া। প্রবাদ এই যে, ঢালিপাড়ায় রাবণ রাজার ৫২ হাজার ঢালি সৈন্য বাস করিত!!! ইহারা গান্ধারিয়া বা গান্ধার গড় রক্ষা করিত।

"দামোদরের সময় হইতেই রাজবংশের অবনতি আরব্ধ হয়। ফলে কোচগণ এই অঞ্চলের অনেক স্থান হস্তগত করিতে থাকে। কথিত আছে, "আহোমও কোচগণ একদা রাজসৈন্য নির্ম্মূল করিতে করিতে মধুপুরও ভাওয়াল প্রভৃতি অঞ্চল অধিকার করিয়া অবশেষে রাজধানী অবরোধ করিয়াছিল। সর্ব্বেশ্বরের তদানীন্তন অধিপতি প্রাণপণ সত্বেও রাজধানী রক্ষা করিতে না পারিয়া সপরিবারে সর্ব্বেশ্বরের দক্ষিণ পূর্ব্বস্থিত সুরক্ষিত গান্ধার

গড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিজয়ী বিপক্ষ দল মহোল্লাসে রাজধানী অধিকার করিয়া রাজভবন ও পণ্যবীথিকা নিচয় লুণ্ঠন পূর্ব্বক প্রাসাদ ও দেবালয় বিচূর্ণ এবং প্রকৃতি পুঞ্জের আবাস নিচয় অগ্নিসাৎ করিয়া প্রস্থান করে। এই সময় হইতেই কোচগণ ভাওয়াল অঞ্চলে বসতি নির্ম্মাণ করতঃ অবস্থিতি করিতেছে"। কিন্তু কিম্বদন্তী ব্যতীত এ বিষয়ের নির্ভর যোগ্য কোনও প্রমাণ নাই।

"পূর্ব্ববঙ্গে পালরাজগণ প্রণেতা" শ্রীমান বীরেন্দ্রনাথ বসু সাভার হইতে অপর একখানা খোদিত ইষ্টক লিপি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার নিম্নলিখিত রূপ পাঠোদ্ধার হইয়াছে।

" * * * বত ১২৫৪
* * * * পুরী"

উপরোক্ত খোদিত লিপির তারিখটি যদি সংবৎ হয়, তবে ১২০২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত যে সাভারে পালরাজগণের অধিকার অক্ষুণ্ণ ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

কাশীমপুর এবং চাঁদপ্রতাপ পরগণার সীমান্ত দেশে প্রবাহিত গাজী খালী বা কানাই নদীর তীর দেশে অবস্থিত বাইদগাও নামক স্থানে যশোপাল নামক জনৈক নৃপতির রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই যশোপাল রাজার সহিত পাল নৃপতি বৃন্দের কোনও সম্বন্ধ ছিল কিনা, তাহা জানিবার উপায় নাই। কোন সময়ে কিরূপ

যশোপাল।

ঘটনা চক্রে যশোপাল পূর্ব্ববঙ্গের এক নিভৃত কোণে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি তিমিরাবৃত রহিয়াছে। যশোপাল ধামরাই এর সুপ্রসিদ্ধ যশোমাধবের আবিষ্কর্ত্তা। প্রচলিত কিম্বদন্তী এই যে, "একদা যশোপাল নৃপতি একদন্ত শ্বেতকায় গজারোহণে ভ্রমণ করিতে

সাভারে প্রাপ্ত খোদিত লিপিযুক্ত ইষ্টক ২ নং।

কমলা প্রেস, বাগবাজার, কলিকাতা।

ছিলেন। তাঁহার রাজধানীর অদূরে একটি স্থানে উপস্থিত হইলে হস্তী আর অগ্রসর না হইয়া স্তম্ভিত ভাবে দণ্ডায়মান হইল, মাহুতের শত অঙ্কুশ তাড়নেও আর অগ্রসর হইল না। সুশিক্ষিত হস্তীর এবম্বিধ অদ্ভুত ব্যবহার দর্শনে রাজা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ঐ স্থান খনন করিতে আদেশ করিলেন। রাজাদেশে ঐ স্থান খনিত হওয়ায় মৃত্তিকা মধ্যে একটি মন্দির ও তন্মধ্যে মাধবের নয়নাভিরাম মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া পড়িল। এই সময়ে দৈববাণী হইল যে, যশোপাল মাধবকে স্থানান্তরিত করিলে তাঁহার রাজ্য এবং বংশ নষ্ট হইবে। কিন্তু ভক্ত নরপতি তাহাতে বিচলিত না হইয়া, "তুমি মোর ধন বংশ তুমি শিরোমণি" বলিয়া, হৃষ্টান্তঃকরণে মাধব বিগ্রহ স্বগৃহে আনয়ন পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা করিলেন। যশোপাল নির্ব্বংশ হইয়াছেন, কিন্তু "বংশ গেল যশোনাম মাধবে মিলিল"। মাধবের নামের সহিত পুণ্যাত্মা যশোপালের নাম বিজড়িত হইয়া আজিও সেই মহাপুরুষ অমর হইয়া রহিয়াছেন। যে স্থান হইতে মাধবকে উত্তোলিত করা হয়, সেই গর্ত্তটী এখনও বর্ত্তমান এবং "মাধবের চৌবাচ্চা" নামে খ্যাত। মাধব মন্দিরের ভগ্ন স্তূপটী অধুনা "মাধব চালা" বা "মাধব টেক" নামে প্রখ্যাত। কথিত আছে, পুরীধামের ৺জগন্নাথ মূর্ত্তির প্রথম কলেবর নির্ম্মাণ করিয়া যে কাষ্ঠ অবশিষ্ট ছিল, তাহা হইতেই দারুময় মাধবের নয়নাভিরাম মূর্ত্তি গঠিত হইয়াছে। এই শেষোক্ত কিম্বদন্তীর মূলে সত্য থাকিলে বলিতে হয় যে, রাজা যশোপালই মাধবের দারুময় মূর্ত্তি আবিষ্কার বা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এবং জগন্নাথ দেবের প্রথম দারুময় মূর্ত্তি স্থাপিত হইবার পরে যশোপালের আবির্ভাব হইয়াছিল। যশোমাধব মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার পর হইতেই উৎকল দেশীয় পাণ্ডাগণের হস্তে মাধবের অর্চ্চনার ভার ন্যস্ত ছিল। ইহা হইতে মনে হয় পুরীধামের দারুময় জগন্নাথ মূর্ত্তির সহিত ধামরাই এর যশোমাধবের

মূর্ত্তির কোনও সংশ্রব ছিল। জগন্নাথ দেবের ভোগের ব্যঞ্জনাদির ন্যায় মাধবের ভোগের ব্যঞ্জনাদি ও বিনা সৈন্ধবে পাক হয়।

ভাওয়ালের অন্তর্গত দুর দুরিয়া, দীঘলির ছিট, শৈলাট এবং শাইট হালিয়া নামক স্থানে, শিশুপাল নামক জনৈক রাজার কীর্ত্তি-চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। দীঘলির ছিট নামক স্থানে শিশুপালের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। দুরদুরিয়ার দুর্গ শিশুপালের নির্ম্মিত এরূপ প্রবাদ এতদঞ্চলে প্রচলিত। এই দুর্গ স্থানীয় জন সাধারণ কর্ত্তৃক "রাণী বাড়ী" নামে অভিহিত। প্রবাদ এই যে, শিশুপাল বংশীয়া রাণীভবাণী এই দুর্গে অবস্থান করিতেন, এবং মোসলমানগণ রাণীভবাণীকে পরাজিত করিয়াই শিশুপালের রাজ্য হস্তগত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ডাক্তার টেইলার

শিশুপাল।

লিখিয়াছেন "মুসলমানগণ বোধ হয় ১২০০ খৃষ্টাব্দে ইহাকে পরাজিত করিয়াই শিশুপালের রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। মোসলমানগণ হয়ত রাণী ভবাণীকে পরাজিত করিয়াই ভাওয়াল অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু এই ঘটনা যে ১২০০ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয় নাই তাহা সুনিশ্চিত। কারণ এই সময়ে পশ্চিম বঙ্গেরও কয়েকটি নগর মাত্র মোসলমানগণের করায়ত্ত হইয়াছিল। সমুদয় পশ্চিম বঙ্গ তখনও বিজিত হয় নাই। পশ্চিম বঙ্গ বিজয়ের বহুকাল পরে মোসলমানগণ পূর্ব্ববঙ্গে অধিকারস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বানার নদীর পশ্চিম তীরে একডালা দুর্গের বীপরীতদিকে শিশুপালের প্রতিষ্ঠিত নগরের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে। বানারনদীর তীরে শিশুপালের প্রতিষ্ঠিত নগরের অনতিদূরে দুর্গাবাড়ীর ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। শৈলাট গ্রামে শিশুপালের পুষ্পবাটীকা ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে।

ভাওয়ালের ভীষণ অরণ্য মধ্যে শিশুপালের বিবিধ কীর্ত্তি কলাপের

বহু নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। নানা জনপ্রবাদ এই শিশুপালকে শ্রীকৃষ্ণ-বিদ্বেষী শিশুপালের সহিত অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করে। এবম্বিধ বহু অদ্ভুত কিম্বদন্তীর সৃষ্টি হইয়া শিশুপালের আবির্ভাবকাল এবং তাহার কীর্ত্তি কাহিনীকে আরও দুর্বোধ্য ও জটিল করিয়া তুলিয়াছে।

রাজেন্দ্রপুর রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে অনতি দূরে এবং আধুনিক জয়দেব পুরের দশক্রোশ উত্তর পূর্ব্বে রাজাবাড়ী নামক স্থানে প্রতাপ ও প্রসন্ন রায় নামধেয় চণ্ডাল জাতীয় ভ্রাতৃদ্বয় রাজত্ব করিতেন। কোন সময়ে কিরূপ ঘটনা চক্রে এই চণ্ডাল ভ্রাতৃদ্বয় ভাওয়ালের একাংশে আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি তিমিরাবৃত রহিয়াছে। "পূর্ব্ব বঙ্গে পাল রাজগণ" প্রণেতা লিখিয়াছেন, "গৌড়ের পাল রাজগণের রাজত্বকালে যেরূপ নানা নিম্ন জাতীয় ব্যক্তির বিদ্রোহের বিবরণ আমরা প্রাপ্ত হই, শিশুপালের অথবা তৎ বংশধর-গণের রাজত্বকালেও আমরা তদ্রূপ চণ্ডাল বিদ্রোহের জনপ্রবাদ শুনিতে পাই। শিশুপাল অথবা তদীয় বংশধরগণের মধ্যে কাহারও রাজত্ব সময়ে প্রতাপ ও প্রসন্ন নামে চণ্ডাল জাতীয় দুই ভ্রাতা একটি স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করেন" (১)। শিশুপাল কোন সময়ে ভাওয়ালে রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহাও অতীতের তিমির গর্ভেই নিহিত রহিয়াছে। বিশেষতঃ পাল রাজগণের সময়ে বরেন্দ্রে যে কৈবর্ত্ত বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা সম্ভবতঃ কোনও জাতি বিশেষের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না। অত্যাচার প্রপীড়িত গৌড়ীয় প্রকৃতি পুঞ্জই কৈবর্ত্ত রাজের অধীনে দলবদ্ধ হইয়া পাল সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। ভাওয়ালে এরূপ কোনও ঘটনার পুনরভিনয় হইয়াছিল কিনা তাহা জানা যায় নাই"।

প্রতাপ ও প্রসন্ন রায়।

(১ পূর্ব্ববঙ্গে পাল রাজগণ ২৪ পৃষ্ঠা।

প্রবাদ এই যে, এই ভ্রাতৃদ্বয়ের অত্যাচারে ভাওয়াল প্রায় ব্রাহ্মণ শূন্য হইয়াছিলেন। ভাওয়ালের ব্রাহ্মণগণ প্রতাপ ও প্রসন্ন রায়ের স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলে মদবল দৃপ্ত চণ্ডাল ভ্রাতৃযুগল বল পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অন্ন ভোজন করাইতে কৃত সংকল্প হইয়া একদা তাঁহাদিগের রাজ্যস্থিত সমুদয় ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। "ব্রাহ্মণগণ ভোজনে উপবিষ্ট হইলে ভ্রাতৃযুগলের স্ত্রীদ্বয় পরিবেশনার্থ অন্ন পাত্র হস্তে উপস্থিত হইলেন। প্রত্যুৎপন্নমতি জনৈক ব্রাহ্মণ তখন বলিলেন, "আমরা রাজার অন্ন গ্রহণ করিব"। কিন্তু উভয় ভ্রাতার মধ্যে কে প্রকৃত রাজা তাহা নির্ণীত হইল না। ফলে উভয় ভ্রাতার মধ্যে সুন্দ উপসুন্দের ন্যায় দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল। এই গৃহ বিবাদের ফলে ভ্রাতৃদ্বয়কে জীবন বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছিল। এই প্রবাদের মূলে কোনও সত্য নিহিত আছে কিনা তাহা নিশ্চয়রূপে অবধারণ করা কঠিন। তবে ভাওয়াল অঞ্চলে এক সময়ে যে সুব্রাহ্মণের অভাব হইয়াছিল তাহা সম্ভবতঃ সত্য। কেহ কেহ অনুমান করেন প্রতাপ ও প্রসন্নরায় বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিনাশের পর তদ্ধর্ম্মাবলম্বী নৃপতিকে বিদ্বেষ বশতঃ চণ্ডাল বলিয়া অভিহিত করা স্বাভাবিক (১), কিন্তু প্রতাপ ও প্রসন্ন রায় বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন কিনা এবং এই বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী নৃপতিদ্বয় কর্ত্তৃক ভাওয়ালের হিন্দুগণ প্রপীড়িত হইয়াছিলেন কিনা তাহাও নির্দ্ধারণ করা শক্ত।

প্রতাপ ও প্রসন্ন রায়ের মোগ্‌গী নাম্নী এক ভগিনীর নাম শ্রুত হওয়া যায়। তাঁহার বাটীর ভগ্নাবশেষ এখন "মোগ্‌গীর মঠ" নামে খ্যাত হইয়া "চাঁড়াল-রাজার বাড়ীর" পূর্ব্ব দিকে বিদ্যমান রহিয়াছে।

---

(১) পূর্ব্ববঙ্গে পাল রাজগণ ২৫ পৃষ্ঠা।

দ্বাদশ অধ্যায়।

* শাসন তন্ত্র।

তাম্রশাসন ও শিলালিপি গুলি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, অতি প্রাচীনকাল হইতেই হিন্দু রাজগণ শাসন সৌকার্য্যার্থ তাঁহাদিগের সাম্রাজ্য কতিপয় ভুক্তিতে বিভক্ত করিয়াছিলেন। ভাগীরথীর প্রাচীন প্রবাহের পূর্ব্বতীর হইতে ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম তীরবর্ত্তী ভূভাগ পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তর্গত ছিল। পালরাজগণের সময়ে পুণ্ড্রর্দ্ধন ভুক্তির অন্তঃপাতি ব্যাঘ্রতটীমণ্ডল ও মহান্তাপ্রকাশ বিষয়, আম্রষণ্ডিকা মণ্ডল ও কোটিবর্ষ বিষয়, হলাবর্ত্তমণ্ডল ও কোটিবর্ষবিষয়, চন্দ্ররাজগণের সময় নান্যমণ্ডল, বর্ম্মরাজগণের সময় অধঃপতন মণ্ডল, নিচক্রবিষয় এবং সেন রাজগণের সময়ে খাড়ি বিষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ভুক্তি গুলি কতিপয় "মণ্ডলে" এবং মণ্ডলগুলি ভিন্ন ভিন্ন "বিষয়ে" বিভক্ত ছিল। মণ্ডল গুলি খুব বড় ছিল এবং মণ্ডলের শাসনকর্ত্তা "উপরিক" বা "মহা মাণ্ডলিক" বলিয়া পরিচিত হইতেন। বিষয়পতিগণকে উপরিকের অধীনে থাকিতে হইত। মণ্ডল বা বিষয়ের কার্য্যে উপরিকগণ সর্ব্বে সর্ব্বা ছিলেন। মহা-মাণ্ডলিকগণ মহারাজ বলিয়াও অভিহিত হইতেন। দশ খানি গ্রাম লইয়া এক একটি বিভাগ হইত এবং যিনি দশ গ্রামের রাজস্ব আদায় করিতেন তিনি দশগ্রামিক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কয়েকটি দশ গ্রাম লইয়া এক একটি বিষয় হইত; প্রত্যেক বিষয়ের হিসাব রাখার জন্য যে কার্য্যালয় ছিল, তাহার অধ্যক্ষ বিষয় পতি নামেই অভিহিত

---

* ৭৬—৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হইতেন। বিষয় কার্য্যালয়ে জমা ও জমীর পরিমাণ রক্ষিত হইত। বিষয়পতিগণ রাজার নিকট রাজস্ব আদায়ের জন্য দায়ী ছিলেন। বিষয় কার্য্যালয়ের সর্ব্ব প্রধান লিপিকর "জ্যেষ্ঠ কায়স্থ" নামে পরিচিত ছিলেন। "করণিক"গণ আইন সংক্রান্ত দলিলের লেখক ছিলেন এবং ব্যবহার শাস্ত্র বিভাগের লিপিকরদিগের অধ্যক্ষ "মহাকরণাধ্যক্ষ" নামে অভিহিত হইতেন। "দশগ্রামিক"কে সম্ভবতঃ জ্যেষ্ঠকায়স্থের অধীনেই থাকিতে হইত। "অধিকরণের" অধীনে "সাধনিক," "ব্যাপার কারণ্ডয়," "মহত্তর," "পুস্তপাল," "কুলবার" প্রভৃতি ছিল। পুস্তপালের পদ মহত্তর দিগের অধীনে ছিল। ইনি গ্রামের জমিজমার বিবরণ সম্বলিত কাগজ পত্রাদির রক্ষক ছিলেন। "বিনিযুক্তক" কর্ম্মচারী নিয়োগের অধ্যক্ষ ছিলেন।

বাণিজ্যাদি কার্য্য পরিদর্শন জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল, উহার পরিচালনার ভার "ব্যাপার কারণ্ডয়ের"হস্তে ন্যস্ত ছিল এবং তাঁহার অধীনে "ব্যাপারাণ্ডয়"পদ ছিল। "ব্যাপার কারণ্ডয়" হইতে সাধনিকের পদ উচ্চতর ছিল। "দোঃ সাধসাধনিক" বা "দৌসাধিক," নিয়োজিত শ্রমজীবী দিগের পরিদর্শক ছিলেন। "ভোগপতি" খাদ্যদ্রব্যাদির সরবরাহক ছিলেন। বিচারকার্য্য একাধিক প্রাড়বিবাক কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইত এবং সর্ব্বপ্রধান প্রাড়্বিবাক "মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ" নামে অভিহিত হইতেন। সন্ধি এবং বিগ্রহ নিপুণ সচীব "সান্ধিবিগ্রহিক" এবং তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বপ্রধান ছিলেন, তিনি"মহাসান্ধি বিগ্রহিক" নামে পরিচিত ছিলেন। রাজকীয় শিল মোহর রক্ষাকারী কর্ম্মচারী "মুদ্রাধিকৃত" এবং ইহাদিগের অধ্যক্ষ "মহামুদ্রাধিকৃত" বলিয়া অভিহিত হইতেন। গুপ্ত মন্ত্রণা সচীবকে "অন্তরঙ্গ" এবং তাঁহাদিগের অধ্যক্ষকে "অন্তরঙ্গোপরিক" বলা হইত। রাজ লেখ্য রক্ষকের পদ "অক্ষপটলিক" এবং তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী "মহাক্ষপটলিক" বলিয়া পরিচিত ছিল। একাধিক পুররক্ষি

বা দৌবারিকের পদ ছিল, ইহারা "প্রতীহার" নামে এবং ইহাদিগের অধ্যক্ষ "মহাপ্রতীহার" নামে অভিহিত হইত। নগর রক্ষক "প্রান্তপাল" নামে, গ্রামাধ্যক্ষ "গ্রাম পতি" বা "গ্রামিক" নামে, দূত "গমাগমিক" নামে, দ্রুতগামী দূত "অভিত্বর মান" নামে, দুর্গ রক্ষক "কোট্টপাল" নামে, ক্ষেত্র রক্ষক "ক্ষেত্রপ" নামে, পরিচিত হইত। ভাণ্ডার বা রাজকোষের ভার কোষপালের হস্তে ন্যস্ত ছিল। কণকাধ্যক্ষ "ভৌরিক" নামে এবং এই শ্রেণীস্থ কর্ম্মচারী গণের প্রধান "মহাভৌরিক" নামে অভিহিত হইত। ফৌজদারী বিভাগের বিচারপতি "দণ্ডনায়ক" নামে এবং এই বিভাগের সর্ব্বপ্রধান বিচারপতি "মহাদণ্ডনায়ক" নামে, কারাধ্যক্ষ "দণ্ডপাশিক" নামে, দস্যুতস্করাদির হস্ত হইতে উদ্ধারক কর্ম্মচারী, "চৌরোদ্ধরণিক" নামে অভিহিত হইত।

রাজ্যমধ্যে শান্তি রক্ষার্থ স্থানে স্থানে ২৭টি গজ, ২৭টি রথ, ৮১টি অশ্ব, ১৩৫টি পদাতিক লইয়া এক একটি "গণ" সংগঠিত হইত। তাহাদের অধ্যক্ষকে "গণস্থ" বলিত। এই শ্রেণীর সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী "মহাগণস্থ" নামে পরিচিত হইত। রাজ্যের সুরক্ষা বিধানের জন্য বিস্তৃতি অনুসারে দুই তিন, পাঁচ কিম্বা একশত গ্রামের মধ্যে উপযুক্ত একজন অধিনায়কের অধীনে একদল সৈন্য সংস্থাপন পূর্ব্বক এক একটি "গুল্ম" প্রতিষ্ঠিত হইত। তাহাদের অধ্যক্ষ "গৌল্মিক" নামে অভিহিত হইত।

নৌসেনার অধ্যক্ষকে "নাকাধ্যক্ষ" বলা হইত। স্থলযুদ্ধে যিনি সৈন্য চালনা করিতেন তাঁহার পদের নাম "ব্যূহপতি" এবং এই শ্রেণীর কর্ম্মচারী গণের প্রধান "মহাব্যূহ পতি" নামে পরিচিত ছিল। সামন্তদিগের ও সৈন্যের তত্ত্বাবধায়কের পদের নাম "মহাসামন্তাধিপতি" ছিল। প্রধান সেনাপতি "মহা সেনাপতি" বা "মহা বলাধ্যক্ষ" নামে অভিহিত হইত।

রাজার হস্তীশ্রেণী দূর হইতে জলদমালা বলিয়া বোধ হইত। সামন্ত রাজগণের অশ্বখুরোত্থিত ধূলিপটলে দিগন্তরাল সমাচ্ছন্ন হইত। গজ-

সেনাধিকৃত কর্ম্ম সচিব "হস্তি ব্যাপৃতক" নামে এবং অশ্বারোহী সেনাধিকৃত কর্ম্মসচিব "অশ্ব ব্যাপৃতক" নামে, অভিহিত হইত। গবাধ্যক্ষ, মহিষাধ্যক্ষ, ছাগাধ্যক, মেষ প্রভৃতির অধ্যক্ষ, "গো-মহিষ অজ অবিকাদি ব্যাপৃতক" বলিয়া পরিচিত ছিল।

রাজ্যের স্থানে স্থানে সুবিচার বিতরনের ও শান্তিরক্ষার জন্য "উপরিকগণ" নিযুক্ত হইতেন। উপরিকগণের এক একটি অধিকরণ বা কার্য্যালয় ছিল, এই কার্য্যালয়ের কর্ম্মচারীগণ "অধিকরণিক" নামে অভিহিত হইতেন। ইহাদিগের কার্য্য প্রণালী পরিদর্শন করিবার জন্য রাজধানীতে "বৃহদুপরিকের" কার্য্যালয় ছিল।

"দণ্ডশক্তিক" দণ্ড প্রদান করিতেন। "দণ্ডপাশিক" দণ্ড দানের যন্ত্রাদির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। "মহাসামন্তাধিপতি" সামন্তদিগের ও সৈন্যের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। "নাকাধ্যক্ষের হস্তে নৌসেনা বিভাগের অধ্যক্ষতা ন্যস্ত ছিল। নৌকা বা জাহাজাদি-নির্ম্মাণ স্থান "নাবাতাক্ষেণী" নামে পরিচিত ছিল।

রাজা ভূমিদান বা নিবদ্ধ করিলে ভাবী সাধু রাজার পরিজ্ঞানার্থ লেখ্য করাইতেন এবং কার্পাসাদি পটে বা তাম্রফলকে নিজবংশ পিত্রাদি পুরুষত্রয়ের, আপনার ও প্রতি গৃহীতার নাম ও তাহার বংশ-পরিচয়, প্রতি গ্রহের পরিমাণ এবং গ্রাম ক্ষেত্রাদি প্রদত্ত ভূমির চতুঃসীমা ও পরিমাণ লিপিবদ্ধ করিতেন। উহাতে কালের উল্লেখ থাকিত এবং উহা নিজ মুদ্রায় চিহ্নিত করিয়া দৃঢ় শাসন করিয়া দিতেন (১)।

---

(১) "দত্তাভূমিং নিবন্ধং বা কৃত্বা লেখ্যঞ্চ কারয়েৎ।
আগামি ভদ্রনৃপতি পরিজ্ঞানায় পার্থিবঃ॥
পটে বা তাম্রপট্টে বা স্বমুদ্রোপরি চিহ্নিতম্।
অভিলেখ্যাত্মনো বংশ্যানাত্মানঞ্চ মহীপতিঃ॥

"রাজা কাহাকেও ভূমিদান করিতে প্রবৃত্ত হইলে, প্রকৃতি পুঞ্জকে সম্বোধন করিয়া "মতমস্তু ভবতাম্" বলিয়া তাহাদের সম্মতি গ্রহণ করিতেন। কোন গ্রামে কাহারা বাস করিবে, কাহারা ভূমিকর্ষণ করিবে, কাহারা উৎপন্ন শস্য উপভোগ করিবে, তাহার সহিত প্রথমে রাজার কিছুমাত্র সম্পর্ক ছিল বলিয়া বোধ হয় না;—গ্রামের লোকেই তাহার একমাত্র নিয়ামক ছিল। ভূমি বিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত হইবার পর, অনেক দিন পর্য্যন্ত যাহাকে তাহাকে ভূমি বিক্রয় করিবার উপায় ছিল না;—কাহাকে বিক্রয় করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে গ্রামের লোকের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইত" এবং গ্রামের মহত্তর দিগের মধ্যস্থতায় বিক্রয় কার্য্য নিষ্পন্ন হইত। ফরিদপুরের তাম্রশাসনগুলি হইতে জানা গিয়াছে যে, কোন কোন স্থানে ভূমির স্বত্ব স্বামীত্ব কোনও ব্যক্তি বিশেষের ছিলনা, উহা গ্রামের প্রকৃতি পুঞ্জের (প্রকৃতয়ঃ) এজমালী সম্পত্তি ছিল। ক্রেতা গ্রামস্থিত প্রকৃতি পুঞ্জের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করিতেন, "আমার নিকট হইতে মূল্য গ্রহণ পূর্ব্বক বিষয়াদি ভূমি বিভাগ করিয়া আমাকে প্রদান করুন।" প্রকৃতিপুঞ্জ পুস্তপালের অবধারণ অনুসারে দেশ প্রচলিত রীত্যনুযায়ী মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন। ফরিদপুরের তাম্রশাসন হইতে জানা গিয়াছে যে, তৎকালে ১৭ বিঘা জমীর মূল্য ৪ দীনার অথবা ৩২৲ টাকা ছিল।

কেশব সেনের তাম্রশাসনোল্লিখিত "তৎ সজল নানা পুষ্করিণ্যাদিকং কারয়িত্বা গুবাক নারিকেলাদিকং লগ্‌য়িত্বা পুত্র পৌত্রাদি সন্ততি ক্রমেণ

প্রতিগ্রহ পরীমানং দানাচ্ছেদোপ বর্ণনম্।
স্বহস্ত কাল সম্পন্নং শাসনং কারয়েৎ স্থিরম্॥"

বাজ্ঞ, ১ অ। ৩১৮—৩২০।

স্বচ্ছন্দোপ ভোগেনোপ ভোক্তং" প্রভৃতি উক্তি—প্রণিধান যোগ্য ; বর্ত্তমান সময়েও জমির পাট্টায় এইরূপ লিখিত হয়।

বিবিধ তাম্রশাসন ও শিলা লিপিতে নিম্নলিখিত কর্ম্মচারীর নাম দেখিতে পাওয়া যায়।—

রাজন্যক, রাজামাত্য, বিষয় পতি, ষষ্ঠাধিকৃত, সেনাপতি, দণ্ড শক্তিক, দণ্ডপাশিক চৌরোদ্ধোরণিক, দোঃ সাধ-সাধনিক বা দৌঃ সাধিক, দূত, গমাগমিক, অভিত্বরমাণ, নাকাধ্যক্ষ, বলাধ্যক্ষ, তরিক, শৌল্কিক, গৌল্মিক, তদা যুক্তক, বিনিযুক্তক; ভোগপতি, মহামহত্তর, মহত্তর, দশগ্রামিক, বিষয় ব্যবহারিক, জ্যেষ্ঠকায়স্থ, মহাসামন্তাধিপতি; বিষয়পতি, হস্ত্যধ্যক্ষ, অশ্বাধ্যক্ষ, গবাধ্যক্ষ, মহিষাধ্যক্ষ, ছাগাধ্যক্ষ, মেষাধ্যক্ষ, মহাসান্ধি বিগ্রহিক, মহাক্ষপটলিক, মহাপ্রতীহার, মহাকর্ত্তাকৃত্তিক, মহাকুমারামাত্য, উপরিক, ক্ষেত্রপাল, প্রান্তপাল, কোষপাল, দূত প্রেষনিক, মহাব্যূহপতি, মণ্ডলপতি, মহাসেনাপতি, মহাকূটপাশিক, কোট্টপাল, বিষয়কার, মহাসামন্ত, অন্তরঙ্গ, মহামুদ্রাধিকৃত, বৃহদুপরিক, মহাক্ষপটলিক, মহাগণস্থ, পুরোহিত, মহাপীলুপতি, মহাভৌরিক, দণ্ডনায়ক, মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ।

তাম্রশাসনোল্লিখিত রাজকর্ম্মচারিগণের সংখ্যা পদবিজ্ঞাপক উপাধি এবং তাহাদের বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে রাজ্য সুরক্ষিত ও সুশাসিত করিতে হইলে যাহা যাহা প্রয়োজন তৎসমুদয়ের কোনই অভাব ছিল না।

রাজন্যক——"রাজন্যানাং সমূহঃ" (এই অর্থে রাজন্য+কণ্—সমূহার্থে) ক্ষত্রিয় সমূহ, রাজক। শ্রীযুক্ত আপ্তে লিখিয়াছেন, "a collection of warriors or Kshatriyas."

রাণক—ওয়েষ্টমেকটসাহেব "রাজ্ঞী-রাণক" যুক্ত পদরূপে গ্রহণ করিয়া লিখিয়াছেন, "Ranak probably means queen's

relation." অধ্যাপক বপাকের মতে, "রাণক" এক শ্রেণীর সামন্ত নরপালের পদ বিজ্ঞাপক উপাধি মাত্র।

রাজামাত্য—প্রধান মন্ত্রী, Prime minister.

মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ, ধর্ম্মাধ্যক্ষ—প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি।

"কুলশীল গুণোপেতঃ সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণঃ।
প্রবীণঃ প্রেষণাধ্যক্ষো ধর্ম্মাধ্যক্ষো বিধীয়তে"॥

ইতি চাণক্যম্।

তস্ত লক্ষণং যথাঃ—
"সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ সর্ব্ব শাস্ত্র বিশারদঃ।
বিপ্রমুখ্যঃ কুলীনশ্চ ধর্ম্মাধিকরণো ভবেৎ॥"

সম্ভবতঃ বিচারকার্য্য একাধিক ধর্ম্মাধ্যক্ষ দ্বারা নিষ্পন্ন হইত, সর্ব্বপ্রধান প্রাড়্বিবাক বা ধর্ম্মাধ্যক্ষ, মহা ধর্ম্মাধ্যক্ষ নামে অভিহিত হইত। Chief Justice.

মহাসান্ধি বিগ্রহিক, সান্ধিবিগ্রহিক,—সন্ধি এবং বিগ্রহ নিপুণ সচীব প্রধান। মিঃ ওয়েষ্ট মেকট লিখিয়াছেন, "a great officer for making treaties and declaring war."

অন্তরঙ্গ—ওয়েষ্ট মেকটের মতে "servant of the interior, or perhaps confidential servants," গুপ্ত মন্ত্রণা সচীব।

অন্তরঙ্গোপরিক—গুপ্ত মন্ত্রণা সচীবগণের অধ্যক্ষ।

উপরিক, বৃহদুপরিক—স্থানীয় বা প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা। উপরিক দিগের এক একটি অধিকরণ বা বিচারালয় ছিল, এবং তাঁহারা শীলমোহর ব্যবহার করিতেন। রাজ্যের স্থানে স্থানে সুবিচার বিতরণের এবং শান্তি রক্ষার জন্ত উপরিকগণ নিযুক্ত হইতেন। তাঁহাদিগের কার্য্যাবলী পরিদর্শন জন্ত রাজধানীতে বৃহদুপরিকের

কার্য্যালয় ছিল। অধ্যাপক লাসেন বলেন "Overseer of the officers of criminal law" ; অর্থাৎ ফৌজদারী বিভাগের কার্য্য পরিদর্শক। কিন্তু এই ব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের মতে অন্তরঙ্গ বৃহদুপরিক (অন্তরঙ্গানাং বৃহদুপরিকঃ) একটি পদের নাম। যাহারা রাজান্তঃপুরে প্রবেশলাভের অধিকারী সেই সকল ভৃত্যবর্গের অধিনায়কের নাম অন্তরঙ্গ বৃহদুপরিকঃ।

রাজস্থানীয়োপরিক—গৌড়ের ইতিহাস প্রণেতা শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তীর মতে "রাজস্থানীয় প্রধান শাসনকর্ত্তা" Viceroy।

সেনাপতি, মহাসেনাপতি—সেনাপতি লক্ষণং যথাঃ—

"কুলীনঃ শীল সম্পন্নো ধনুর্বেদ বিশারদঃ।
হস্তি শিক্ষাশ্বশিক্ষাসু কুশলঃ শ্লক্ষ্ণ ভাষণঃ॥
নিমিত্তে শকুন জ্ঞানে বেত্তা চৈব চিকিৎসিতে।
কৃতজ্ঞঃ কর্ম্মণাং শূর স্তথা ক্লেশ সহ ঋজুঃ॥
ব্যূহতত্ত্ব বিধানজ্ঞঃ ফল্গুসার বিশেষ বিৎ।
রাজ্ঞা সেনাপতিঃ কার্য্যো ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োঽথবা"।

মৎস্য পুরাণ ১৮৯ অধ্যায়।

"সেনাপতি র্জিতাবাসঃ স্বামিভক্তঃ সুধীরধীঃ।
অভ্যাসী বাহনে শস্ত্রে শাস্ত্রে চ বিজয়ী রণে"॥

কবি কল্প-লতা।

প্রধান সেনাপতি মহাবলাধ্যক্ষ নামেও অভিহিত হইত।

মহাসামন্তাধিপতি—সামন্তদিগের ও সৈন্যের তত্ত্বাবধায়ক। ৺রাজেন্দ্র লাল মিত্রের মতে The Generalissimo.

মহামুদ্রাধিকৃত—মিঃ ওয়েষ্টমেকট লিখিয়াছেন "Great mint

master" কিন্তু 'মুদ্রা' শব্দ স্বর্ণ রৌপ্যাদি মুদ্রিকা অপেক্ষা শীল-মোহর অর্থেই অধিকতর ব্যবহৃত হইয়া থাকে; সুতরাং মহামুদ্রাধিকৃত শব্দে রাজকীয় শীলমোহর রক্ষাকারী "Keeper of the Seal and the Exchequer, বলিয়াও গ্রহণ করা যাইতে পারে।

মহাক্ষপটলিক—রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে ধর্ম্মাধ্যক্ষ; ওয়েষ্ট মেকটের মতে "Chief Justice." পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, রাজেন্দ্র লাল মিত্রের অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে করেন না। তিনি অক্ষপটল শব্দের অর্থ করিয়াছেন, "law-suit and collection"। অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাকের মতে, রাজ লেখ্য-রক্ষক। গৌড়ের ইতিহাস প্রণেতা বলেন, "তখন দ্যূতক্রীড়ার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল। দ্যূতাগার সমূহের কার্য্যাধ্যক্ষকে "অক্ষপটলিক" বলিত। অক্ষপটলিকগণ দ্যূতাগার হইতে কর আদায় করিতেন; রাজগণ সেই কর গ্রহণ করিতেন। "মহাক্ষপটলিক", অক্ষপটলিকদিগের প্রধান ছিলেন। দ্যূত্যগারের প্রধান দ্যূত কারককে "সভিক" বলিত।"

মহাপ্রতীহার—পুররক্ষিগণের অধ্যক্ষ বা, দৌবারিক-শ্রেষ্ঠ। ওয়েষ্ট মেকট বলেন, "Great door keeper, probably Commander of the body guards।" রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে, The grand warder। চাণক্য সংগ্রহে লিখিত আছে:—

"ইঙ্গিতাকার তত্ত্বজ্ঞো বলবান্ প্রিয়দর্শনঃ।
অপ্রমাদী সদা দক্ষঃ প্রতীহারঃ স উচ্যতে॥"

মৎস্য পুরাণে উক্ত হইয়াছে:—

"প্রাংশুঃ সুরূপো দক্ষশ্চ প্রিয়বাদী ন চোদ্ধতঃ।
চিত্তগ্রাহশ্চ সর্ব্বেষাং প্রতীহারো বিধীয়তে"॥

মহাভোগিক—ওয়েষ্ট মেকটের মতে, An officer in charge of Revenue, from a special right over the land called "bhoga." কর সংগ্রাহক কর্ম্মচারী। কিন্তু "ভোগিক" শব্দে অশ্বরক্ষককেই বুঝাইয়া থাকে।

মহাভৌরিক—"ভৌরিকঃ কনকাধ্যক্ষো" ইতি হেমচন্দ্রঃ।

মহা ভৌরিক, কনকাধ্যক্ষ শ্রেণীস্থ কর্ম্মচারীগণের প্রধান।

মহাপীলুপতি—ওয়েষ্ট মেকটের মতে, "Head of the Forest department of the Revenue," কিন্তু গজ রক্ষক অর্থেই পীলুপতি শব্দ সংস্কৃত সাহিত্যে সুপরিচিত। সুতরাং উহা প্রধান গজ রক্ষক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

গৌল্মিক—"একে ভৈকরথা ত্র্যশ্বাঃ পত্তিঃ পঞ্চ পদাতিকাঃ॥
সেনা সেনামুখং গুল্মো বাহিনী পৃতনা চমূঃ।
অনীকিনী চ পত্তেঃ স্যাদিভাদ্যৈ স্ত্রিগুণৈঃ ক্রমাৎ॥"

হেমচন্দ্রঃ।

"গুল্মঃ সেনা সংখ্যা বিশেষঃ। অত্র গজা নব রথা নব অশ্বাঃ সপ্তবিংশতিঃ পদাতয়ঃ পঞ্চচত্বারিংশৎ সমুদায়েন নবতিঃ।

ইত্যমরঃ।

"দ্বয়োস্ত্রয়াণাং পঞ্চানাং মধ্যে গুল্মমধিষ্ঠিতম্।
তথা গ্রাম শতানাঞ্চ কুর্য্যাদ্রাষ্ট্রস্য সংগ্রহম্" ॥

মনু, ৭ অ। ১১৪।

অর্থাৎ রাজ্যের সুরক্ষাবিধানার্থে বিস্তৃতি অনুসারে দুই, তিন কিম্বা পাঁচ অথবা একশত গ্রামের মধ্যে উপযুক্ত একজন অধিনায়কের অধীনে একদল সৈন্য সংস্থাপন পূর্ব্বক একটি 'গুল্ম' অর্থাৎ অধিষ্ঠান নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য।

মহাগণস্থ—গণং সেনা সংখ্যা বিশেষঃ। "গজাঃ ২৭ রথা ২৭ অশ্ব ৮১ পদাতিকা ১৩৫ সমুদায়েন ২৭০"। ইত্যমরঃ। রাজ্য মধ্যে শান্তিরক্ষার্থ স্থানে স্থানে ২৭টি গজ, ২৭টি রথ, ৮১টি অশ্ব, ১৩৫টি পদাতিক লইয়া এক একটি "গণ" সংঘটিত হইত। তাহাদের অধ্যক্ষকে "গণস্থ" বলিত। "মহাগণস্থ" সেই শ্রেণীর কর্ম্মচারিবর্গের প্রধান ছিলেন। একরথ, একগজ, তিন অশ্ব ও পঞ্চপদাতিক লইয়া যে একটি সেনাদল গঠিত হইত, তাহার নাম "পত্তি"। তিনটি পত্তি একত্র হইলে তাহাকে "সেনামুখ" বলিত; তিনটি সেনামুখ মিলিয়া একটি "গুল্ম" এবং তিনটি গুল্ম লইয়া একটি "গণ" গঠিত হইত।

দণ্ডপাশিক—উইল ফোর্ডের মতে "Keeper of the instruments of punishment'', বধাধিকৃত পুরুষ; সম্ভবতঃ ফৌজদারী বিভাগের কারাধ্যক্ষ।

দণ্ডনায়ক, মহাদণ্ডনায়ক,—"চতুরঙ্গ বলাধ্যক্ষঃ সেনানী দণ্ডনায়কঃ" ইতি হেমচন্দ্রঃ। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, মহাদণ্ডনায়ক ফৌজদারী বিভাগের প্রধান বিচারপতি বলিয়া অনুমান করেন। ওয়েষ্ট মেকটের মতে "দণ্ডনায়ক," দণ্ড পাশিকের অধীনস্থ কর্ম্মচারী। ৺রাজেন্দ্র লাল মিত্রের মতে মহাদণ্ডনায়ক শব্দে, The chief Criminal Judge বুঝায়।

চৌরোদ্ধরণিক—দস্যু তস্করাদির হস্ত হইতে উদ্ধারক কর্ম্মচারী বিশেষ। ওয়েষ্টমেকট লিখিয়াছেন, "Thief catcher ; this was probably a military appointment, established to cope with the predatory bands which infested the country."

নৌবল-ব্যাপৃতক—নৌসেনাধিকৃত কর্ম্মসচিব। "নিয়োগী কর্ম্মসচিব আয়ুক্তো ব্যাপৃতশ্চ সঃ" ইতি হেমচন্দ্রঃ॥

হস্তি ব্যাপৃতক – গজসেনাধিকৃত কর্ম্মসচিব।

অশ্ব ব্যাপৃতক—অশ্বরোহী সেনাধিকৃত কর্ম্মসচিব।

গো ব্যাপৃতক—গবাধ্যক্ষ।

মহিষ ব্যাপৃতক—মহিষাধ্যক্ষ।

অজ ব্যাপৃতক—ছাগাধ্যক্ষ।

অবিকাদি ব্যাপৃতক—মেষ প্রভৃতির অধ্যক্ষ।

মহাব্যূহপতি—যুদ্ধে সৈন্য রচনার নাম ব্যূহ। "শিবিরং রচনা তু
স্যাৎ ব্যূহো দণ্ডাদিকো যুধি"। হেমচন্দ্রঃ।

"সমগ্রস্য তু সৈন্যস্য বিন্যাসঃ স্থান ভেদতঃ।
সব্যূহ ইতি বিখ্যাতো যুদ্ধেষু পৃথিবী ভুজাম্॥
ব্যূহভেদাস্তু চত্বারো দণ্ডো ভোগোঽস্ত্র মণ্ডলম্।
অসংহতশ্চ নির্ণীতা নীতি সারাদি সম্মতাঃ॥
অন্যেঽপি প্রকৃতি ব্যূহাঃ ক্রৌঞ্চ চক্রাদয়ঃ কচিৎ।
তির্য্যগ্ বৃত্তিস্তু দণ্ডঃ স্যাদ্ভোগোঽন্বাবৃত্তিরেবচ॥
মণ্ডলং সর্ব্বতোবৃত্তিঃ পৃথগ্ বৃত্তিরসংহতঃ।
সৈন্যানাং নীতিসারাদৌ ব্যূহভেদাঃ সমীরিতাঃ"॥

শব্দ রত্নাবলী।

এখন যেরূপ যুদ্ধে ব্যূহ রচনাদ্বারা সৈন্য সমাবেশ প্রথা প্রচলিত আছে, প্রাচীন কালেও যুদ্ধে তদ্রূপ ব্যূহরচনার নিয়ম প্রচলিত ছিল; মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বিবরণ পাঠে তাহা বিশেষরূপ জানিতে পারা যায়। মন্বাদি ঋষিগণও যুদ্ধে ব্যূহ রচনার বিধান করিয়াছিলেন, তাহাও মনুসংহিতাদি পাঠে অবগত হওয়া যায়। পূর্ব্বকালে সূচীমুখ, বজ্রাখ্য, ক্রৌঞ্চারুণ, গারুড়, অর্দ্ধচন্দ্র, ব্যাল, মকর, শ্যেন, মণ্ডল, সাগর, শৃঙ্গাটক, চক্র, চক্র শকট, পদ্ম, প্রভৃতি নানাপ্রকার ব্যূহ রচনা দ্বারা যুদ্ধকালে

সৈন্য সমাবেশ করিয়া যুদ্ধ করিবার রীতি ছিল। যিনি ব্যূহ রচনাকারী সেনাপতিগণ মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিলেন, তাহাকে "মহাব্যূহপতি" বলা হইত। এই শব্দটি ভোজবর্ম্মা ও হরিবর্ম্মার তাম্রশাসনেই কেবলমাত্র উল্লিখিত হইয়াছে।

পুস্তপাল—গ্রামের জমা জমীর বিবরণ সম্বলিত কাগজ পত্রাদির রক্ষক। পুস্তপালের পদ মহত্তর দিগের অধীনে ছিল।

ব্যাপার কারণ্ডয়, ব্যাপারাণ্ডয়—দেশের ব্যবসা বাণিজ্যাদি পরিদর্শনকারী প্রধান কর্ম্মচারী। নদীমাতৃক পূর্ব্ববঙ্গে বাণিজ্যাদি কার্য্য প্রধানতঃ অর্ণব পোতেই সম্পন্ন হইত। বাণিজ্যাদি কার্য্য পরিদর্শন করিবার জন্য একটি স্বতন্ত্রবিভাগ ছিল; উহার পরিচালনার ভার "ব্যাপার কারণ্ডয়ের" হস্তে ন্যস্তছিল। তাঁহার অধীনে "ব্যাপারাণ্ডয়" পদ ছিল।

অধিকরণ—বিচারালয়।

অধিকরণিক—অধিকরণে অর্থাৎ ধর্ম্মাধিকরণে নিযুক্ত বিচার কর্ত্তা।

শৌল্কিক—"শুল্কাধ্যক্ষস্ত শৌল্কিকঃ" ইতি হেমচন্দ্র। শুল্কাধ্যক্ষ। Toll Collector। অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাক, "শৌল্কিক শব্দটি আধুনিক Custom officer এর পদ বিজ্ঞাপক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ৺রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে Collectors of Custom.

মণ্ডলপতি—মণ্ডল, প্রদেশের অংশ; পরগণা। হিন্দু শাসন সময়ে শাসন সৌকর্য্যার্থে বঙ্গদেশ কতিপয় মণ্ডলে বিভক্ত ছিল। মণ্ডলপতি কর্ত্তৃক মণ্ডলগুলি শাসিত হইত। মোসলমান শাসন সময়ে মণ্ডলগুলি পরগণায় পরিণত হইয়াছিল। "মণ্ডলঃ দেশঃ দ্বাদশ রাজকম্" ইতি মেদিনী॥ "দেশো জনপদো নীবৃৎ রাষ্ট্রং নির্গশ্চ মণ্ডলম্"॥ হেমচন্দ্র। চতুঃশতযোজন প্রদেশের অধিপতির নাম মণ্ডলাধীশ, মণ্ডলেশ বা মণ্ডলেশ্বর। "চতুর্যোজন পর্য্যন্তমধিকারং নৃপস্ত চ। যো রাজা বহু অ

গুণঃ স এব মণ্ডলেশ্বরঃ" ॥ যিনি নৃপ ও মণ্ডলাধিপগণের শাসক এবং রাজসূয় যজ্ঞকারী, তাঁহার নাম সম্রাট। যথা—"যঃ সর্ব্বমণ্ডলস্যেশো রাজসূয়ং চ যো যজেৎ। চক্রবর্ত্তী সার্ব্বভৌমস্তে তু দ্বাদশ ভারতে" ॥ হেমচন্দ্রঃ। "অন্যো ভূম্যেক দেশাধিপো মণ্ডলেশ্বরঃ স্যাৎ। মণ্ডলস্য অরি-মিত্রাদি রূপস্য দেশস্য ঈশ্বরো মণ্ডলেশ্বরঃ। এক দেশাধিপ ইত্যর্থঃ। স্যান্মণ্ডলং দ্বাদশ রাজকে চ দেশে চ বিম্বে চ কদম্বকে চ।" ইতি বিশ্বঃ ॥ তস্য লক্ষণম্—"চতুর্যোজন পর্য্যন্তমধিকারং নৃপস্য চ। যো রাজা তচ্ছতগুণঃ স এব মণ্ডলেশ্বরঃ। ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ডে ৮৬ অধ্যায়ঃ ॥

ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, মণ্ডলাধিপতি দুর্গস্থ থাকিয়া মণ্ডল শাসন করিতেন। কামন্দকীয় নীতিসার হইতে জানা যায় যে, মণ্ডলাধিপতির কোষ-দণ্ড-অমাত্য-মন্ত্রি-দুর্গাদি সহায় ছিল। যথা :—

"উপেতঃ কোষ দণ্ডাভ্যাং সামাত্যঃ সহ মন্ত্রিভিঃ।
দুর্গস্থ শ্চিন্তয়েৎ সাধু মণ্ডলং মণ্ডলাধিপঃ" ॥ ৮।১।

মণ্ডলাধিপতিগণ পরমেশ্বর-পরমভট্টারক-রাজাধিরাজের সামন্ত মধ্যে পরিগণিত ছিলেন (১)।

বিষয় পতি—মণ্ডলগুলি কতিপয় বিষয়ে বিভক্ত ছিল। কয়েকটী গ্রাম লইয়া এক একটী বিষয় হইত। বিষয়গুলি শাসনের ভার "বিষয় পতির" হস্তে ন্যস্ত ছিল। উহারা "বিষয় মহত্তর," ও "বিষয়কার" নামেও অভিহিত হইত।

"বর্ষং বর্ষ ধরান্তকং বিষয় স্তূপ বর্ত্তনম্।
দেশো জনপদো নীবৃৎ রাষ্ট্রং নির্গশ্চ মণ্ডলম্ ॥ হেমচন্দ্রঃ।

মহা সর্ব্বাধি কৃত—যাহার সকল বিষয়ে অধিকার আছে; মন্ত্রী প্রভৃতি।

(১) সাহিত্য—১৩২০, বৈশাখ, ৪১ পৃষ্ঠা।

ইহা হইতেই সর্ব্বাধিকারী উপাধির সৃষ্টি হইয়াছে কিনা তাহা প্রণিধান যোগ্য।

কোট্টপাল—দুর্গরক্ষক। "কোট্ট দুর্গে পুনঃ সমে" ইতি হেমচন্দ্রঃ। "কোট্টম্ দুর্গম্। কেল্লা, গড় ইতি ভাষা"—শব্দকল্পদ্রুম। কোট্ট :—দুর্গ-পুরম্। ইতি লিঙ্গাদি সংগ্রহে অমরঃ।

মহা করণাধ্যক্ষ, করণিক—ডাঃ কিলহর্ণের মতে করণিকগণ আইন-সংক্রান্ত দলিলের লেখক ছিলেন। সুতরাং মহাকরণাধ্যক্ষ সম্ভবতঃ ব্যবহার শাস্ত্র বিভাগের লিপিকর দিগের অধ্যক্ষছিলেন।

জ্যেষ্ঠ কায়স্থ, মহাকায়স্থ—সাধারণ লেখক দিগের অধ্যক্ষ। জ্যেষ্ঠকায়স্থ সম্ভবতঃ "বিষয়" কার্য্যালয়ে থাকিয়া সাধারণ লেখকদিগের কার্য্য-প্রণালীর তত্ত্বাবধারণ করিতেন। "লেখকঃ স্যাৎ লিপিকরঃ কায়স্থোঽ-ক্ষরজীবিকঃ"—হলায়ুধ। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় বিজ্ঞানেশ্বর লিখিয়াছেন, "কায়স্থাঃ গণকাঃ লেখকাশ্চ"। মৃচ্ছকটিক নাটকে লিখিত হইয়াছে, "অধিকরণিক—ভোঃ শ্রেষ্ঠি কায়স্থৌ! "ন মমেতি ব্যবহারপদং প্রথমভি-লিখ্যতাম্।" কায়স্থ—জং অজ্জো আণবেদি। তথা কৃত্বা অজ্জ! লিহিদং"। বিষ্ণুসংহিতায় (৭ অঃ—১) লিখিত হইয়াছে, "অত্র লেখ্যং ত্রিবিধং রাজসাক্ষিকং সসাক্ষিকম্ অসাক্ষিকঞ্চ। রাজাধিকরণে তন্নিযুক্ত কায়স্থকৃতং তদধ্যক্ষ করচিহ্নিতম, রাজসাক্ষিকম্"।

তরিক—গৌড়ের ইতিহাস প্রণেতা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী উইল ফোর্ডের মতানুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন, "তরিক" নৌসেনা বিভাগের অধ্যক্ষ, Chief of the Boats। কিন্তু মিতাক্ষরা হইতে জানা যায় যে, "তীর্থ্যত্যানেন তরে নাবাদি তজ্জন্যং শুল্কং তদ্‌গ্রহণে অধিকৃত স্তরিকঃ"। সুতরাং "তরিক" শব্দ তরণার্থ দেয় শুল্ক গ্রহণে অধিকারী বা পার গমণের শুল্ক গ্রহণকারী ব্যক্তিকেই বুঝায়।

তদাযুক্তক—(তস্মিন আযুক্ত ৭৩৫ স্বার্থে কণ্.) রাজপরিষদ। ৺রাজেন্দ্র লাল মিত্রের মতে Inspectors of wards. উইল ফোর্ডের মতে, Chief guard of the wards.

বিনিযুক্তক—কর্ম্মচারি নিয়োগের অধ্যক্ষ। Superintendents of the appointments. উইল ফোর্ড লিখিয়াছেন, Director of affairs.

ভোগপতি—ভোগ=স্ত্রী প্রভৃতির ভৃতি, পণ্য স্ত্রীদিগের বেতন, হস্তী, অশ্ব, কর্ম্মকার প্রভৃতির বেতন। সুতরাং ইহাদিগের বেতনাদি বণ্টনের অধ্যক্ষকে সম্ভবতঃ ভোগপতি বলা হইত। ভোগপতি শব্দে নগর বা প্রদেশাদির শাসনকর্ত্তাকেও বুঝাইয়া থাকে।

দাণ্ডিক—দণ্ড ধারক, দণ্ডধারী, ছড়িবরদার, আসাবরদার। ৺ রাজেন্দ্র লাল মিত্রের মতে The mace bearers.

ক্ষেত্রপ—"ক্ষেত্রপঃ ক্ষেত্ররক্ষকে"। ৺রাজেন্দ্র মিত্রের মতে Supervisors of Cultivation,

প্রান্ত পাল—নগর রক্ষক। ৺ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে Boundary Rangers. উইল ফোর্ডের মতে, Guards of the suburbs.

কোষপাল, কোশপাল—"কুষ্যতে আকৃষ্যতে আয়স্থানেভ্যঃ কোষঃ। ইতি ভরতঃ। কোষ রক্ষক, ভাণ্ডার রক্ষক। Treasurers.

খণ্ডরক্ষ—৺ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে Superintendents of wards. উইল ফোর্ড লিখিয়াছেন, Guard of the wards of the City.

গ্রামপতি, গ্রামিক—গ্রাম রক্ষণে নিযুক্ত, গ্রামাধ্যক্ষ।

"যানি রাজ প্রদেয়ানি প্রত্যহং গ্রাম বাসিভিঃ।
অন্নপানেন্ধনাদীনি গ্রামিক স্তান্য বাপ্নুয়াৎ"॥

দৌঃসাধ সাধনিক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাকের মতে দ্বারপাল বা গ্রাম পরিদর্শক। উইল ফোর্ডএর মতে "Chief obviator of

difficulties" অধ্যাপক ল্যাসন, "Minister of public works" বলিয়া ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

নাবাতাক্ষেণী—নৌকা বা জাহাজাদি নির্ম্মাণ স্থান।

নাকাধ্যক্ষ—নৌসেনা বিভাগের অধ্যক্ষ। গৌড়ের ইতিহাস প্রণেতা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তীর মতে "শান্তি রক্ষার্থ রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশে স্থাপিত সেনাদলের অধ্যক্ষ।

মহাকুমারামাত্য—যুবরাজের প্রধান অমাত্য। Chief Minister of the heir apparent. উইলফোর্ডের মতে Chief instructor of children.

মহাকর্ত্তা কৃতিক—গৌড়ের ইতিহাস প্রণেতা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তীর মতে, "সমুদয় প্রধান কার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক"।

৺রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে The chief investigator of all works.

সৌনিক, শৌনিক—শীকারী কুকুর সমূহের তত্ত্বাবধায়ক।

গমাগমিক—দূত, Messengers

অভিত্বরমাণ—দ্রুতগামী দূত। Swift messengers.

দ্রুত পেসনিক - দ্রুতগামী দূতদিগের অধ্যক্ষ, Chief of swift messengers.

পীঠিকা বিত্ত—ভাস্কর। পীঠিকা—মূর্ত্তি বা স্তম্ভাদির মূল ভাগ।

চট্ট ভট্ট—প্রায় সমুদয় তাম্রশাসনেই দেখা যায় যে, যাহাতে চাট ভাট অথবা চট্ট ভট্ট গণ, প্রদত্ত ভূমিতে প্রবেশ করিয়া অশান্তি উৎপাদন করিতে না পারে, তাহার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। এই চট্ট ভট্ট শব্দে কাহাদিগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। ওয়েষ্ট মেকট সাহেব চট্ট ভট্ট দিগকে কৃষক শ্রেণীর লোক বলিয়া অনুমান করেন। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের মতে, ইহারা দেশের সর্ব্বত্র ভ্রমণ

করিয়া গুপ্ত বার্ত্তার সংগ্রহ করিত। তিনি বলেন "চট্ট শব্দে চাটগাঁ অঞ্চলের ও ভট্ট শব্দে ভূটান অঞ্চলের লোকদিগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, চাটিগাঁ ও ভূটান অঞ্চলের লোক রাজ্যে প্রবেশ করিয়া উৎপাত করিত"। এই অনুমান সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কারণ চট্টগ্রাম ও ভূটান অঞ্চল যে বঙ্গীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং সীমান্তবাসী জনগণ, ভিন্ন রাজার আজ্ঞা পালন করিবে কেন? ডাক্তার ভোগেল্ "চার" শব্দ হইতে চাট বা চট্ট শব্দ আসিয়াছে মনে করিয়া, যে "চার" (পরগণাধিপতি) শ্রমজীবিদিগকে একত্র করিয়া দিত এবং দণ্ডনীয় অপরাধের নিবারণ করিত, চাট শব্দ দ্বারা তাহাকেই বুঝিতে হইবে, বলিয়াছেন। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ভাষ্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণের শেষ অংশের আনন্দগিরি কৃত টীকায় লিখিত আছে :—

"তস্মাৎ তার্কিক চাট ভাট রাজা প্রবেশ্যং দুর্গমিদম্
অল্পবুদ্ধ্যগম্যং শাস্ত্র গুরু প্রসাদ রহিতৈশ্চ"।

আনন্দগিরি বলেন, "আর্য্য মর্য্যাদাং ভিন্দানাশ্চাটা বিবক্ষ্যতে ভাটাস্ত সেবকা মিথ্যাভাষিণঃ তেষাং সর্ব্বেষাং রাজানস্তার্কিকান্তৈরপ্রবেশ্য মনাক্রমণীয় মিদং ব্রহ্মাত্মৈকত্বম্ ইতি যাবৎ"। আনন্দগিরির উক্তিতে বোধ হয়, চাট কোন অনার্য্য দুর্দ্দান্ত বন্য জাতির নাম এবং ভাটশব্দে মিথ্যাভাষী রাজসেবককে বুঝাইয়া থাকে।

বহ্নি পুরাণে পাশুপত দানাধ্যায়ে লিখিত আছে :—

"চাট চারণ চৌরেভ্যো বধ বন্ধ ভয়াদিভিঃ।
পীড্যমানাঃ প্রজা রক্ষেৎ কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ॥
চাটাঃ প্রতারকাঃ বিশ্বাস্য যে পরধনং অপহরন্তি"।

মিতাক্ষরায়ামাচারাধ্যায়ঃ।

হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন, "যোদ্ধারস্তু ভটা যোদ্ধাঃ"। রাজসেনাগণ প্রায়ই দৌরাত্ম্যকারী হইয়া থাকে। ইহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়াই হয়ত তাম্রশাসনে ভট্ট বা ভট শব্দ লিখিত হইয়াছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

সমতট বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্ম।

সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে যখন হিংসা-বহুল বৈদিক-ধর্ম্মতত্ত্ব উপেক্ষিত হইয়া শুষ্ক ও কঠোর ক্রিয়া কলাপে মাত্র পর্য্যবসিত হইতে ছিল, সেই সময়ে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ কামনায় ভগবান্ গৌতম বুদ্ধ কপিলবস্তু নগরে আবির্ভূত হইয়া অভিনব কৌশলে জরা মরণ সঙ্কুল সংসারে শান্তিময় নিষ্কাম নির্ব্বাণ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এই ধর্ম্মমত অহিংসা ধর্ম্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত; দয়া, সৌভ্রাত্র, এক প্রাণতা ইহার মূলমন্ত্র। বুদ্ধদেবের মহা পরিনির্ব্বাণের পর প্রথম "ধর্ম্মমহাসঙ্গতির" অধিবেশনের সময় হইতেই তদীয় শিষ্য মধ্যে দুইটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়া ছিল। একদল বৌদ্ধ ধর্ম্মের কঠোর নিয়মের শাসনাধীনে থাকিয়া ধর্ম্মাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হন। ইহাদিগের মতে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণই সেই কঠোর বিধানের মধ্যে থাকিয়া মোক্ষলাভের একমাত্র অধিকারী; কিন্তু তাঁহাদিগের এই ধর্ম্মমত জ্ঞানী এধং অজ্ঞানিদিগের মধ্যে সমভাবে কার্য্য করিয়া মোক্ষলাভের উপায় বিধান করিতে সমর্থ হয় নাই। সুতরাং এই ধর্ম্ম মত কতকটা অনুদার ও সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। অপর সম্প্রদায় সমগ্র মানব জাতির মুক্তির পথ সুগম করিয়া দিয়াছিল। সর্ব্বজীবে দয়া ও সর্ব্বসাধারণের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি প্রদর্শন ইহাদিগের ধর্ম্মাঙ্গরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ইহাদিগের মতে কেবল মাত্র আরাধনা দ্বারাই অতি সহজে এবং অতি ত্বরায় বোধিসত্ব হইয়া মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। এজন্যই এই সম্প্রদায় এদেশে সর্ব্বোপরি প্রাধান্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইহারা "মহাযান" সম্প্রদায় নামে পরিচিত

সুখবাসপুর গ্রামে প্রাপ্ত তারামূর্ত্তি।

কমলা প্রেস, বাগবাজার, কলিকাতা।

ছিলেন এবং প্রথমোক্ত সঙ্কীর্ণ পন্থী সম্প্রদায়কে ইহারা "হীনযান" নামে অভিহিত করিতেন। ক্রমে ক্রমে মহাযান সম্প্রদায় মধ্যেও বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হইয়া "যোগাচার" ও 'মাধ্যমিক' দলের উদ্ভব হইল। মাধ্যমিক সম্প্রদায় শূন্যবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ এই সম্প্রদায় মধ্যে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিপূজারও ব্যবস্থা হইয়াছিল; এবং ক্রমে ক্রমে বোধিসত্ব ও তারাগণের বিবিধ মূর্ত্তি, ও বর্ণ এবং বাহনও কল্পিত হইয়াছিল। এই মাধ্যমিক সম্প্রদায় আবার "মন্ত্রযান," "কালচক্র যান" ও "বজ্রযান" নাম খ্যাতিলাভ করিয়াছে এবং ইহা হইতেই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মের বিকাশ হইয়াছিল। মাধ্যমিক পন্থীগণের উন্নত ভাব ও চিন্তা বৌদ্ধধর্ম্ম ও সমাজকে যে উন্নত ও উদার করিয়াছিল তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। হিন্দু দেব দেবীর উপর বিশ্বাস ও সম্মান প্রদর্শন জন্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মানুষ্ঠানকারীগণ মহযানীয় শ্রমণগণকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিয়াছিল। হীনযান ও মহাযান সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মমত লইয়া বিরোধ থাকিলেও বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ এই ত্রিরত্নের সম্মান উভয় সম্প্রদায়ই সমভাবে করিতেন। কালক্রমে এই ত্রিরত্নও মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। বুদ্ধের বামপার্শ্বে স্ত্রীবেশে ধর্ম্ম এবং দক্ষিণ পার্শ্বে পুরুষবেশে সঙ্ঘকে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া ত্রিরত্নের পূজার অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছিল। বৌদ্ধদিগের মধ্যে বৈদিক দশবিধ সংস্কার প্রচলিত ছিল।

"যে বৌদ্ধধর্ম্ম বিতত সহস্রশাখ বৃহৎ বনস্পতির ন্যায় সমগ্র এসিয়ার মুক্তিকামী জনগণকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিল, তাহার প্রচার কেন্দ্রের উপকণ্ঠে, সমতট বঙ্গে, যে তাহার প্রভাব পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কোনও নাই। দিব্যাবদান গ্রন্থ হইতে জানা যায়, দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী অশোক ভারতের বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা জ্ঞাপক যে চতুরশিতি সহস্র ধর্ম্ম রাজিকা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ্য

ধর্ম্মের প্রবল সহায়ক পুষ্যমিত্র তাহার ধ্বংস সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু ভীম প্রবাহা পদ্মা মেঘনাদের ভীষণ তরঙ্গ ভীতিই হয়ত ঢাকা জেলার অন্তর্গত ধামরাইর ধর্ম্ম রাজিকা, পুষ্যমিত্রের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সেই জন্যই আমরা সপ্তদশ শতাব্দীর দলিলাদিতে ও ধামরাইর ধর্ম্মরাজিকা নাম পাইয়াছি। গুপ্ত সম্রাটগণের সময়ে শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্ত প্রভাব উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। লিচ্ছবী বংশের দৌহিত্র সন্তান হইয়াও মহারাজ সমুদ্র গুপ্ত গোপনে সদ্ধর্ম্মের অনিষ্ট সাধন করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। কিন্তু গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পরে, পরম তাথাগত সম্রাট যশোধর্ম্মণের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সদ্ধর্ম্মের প্রণষ্ট গৌরব পুনরায় সমুদ্ভাসিত হইয়াছিল। লৌহিত্যতীরে প্রাগ্জ্যোতিষের শোণিত পিপাসু ব্রাহ্মণগণ যশোধর্ম্মার ভয়ে ভীত শঙ্কিত চিত্তে গভীর নিশীথে, পশু হত্যা করিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম কোনও মতে রক্ষা করিয়া চলিত। এই সময়ে মহাযান ধর্ম্মান্তর্গত মন্ত্রযান এবং শৈব ও শাক্ত সম্প্রদায়ের তান্ত্রিকতা মুলক ধর্ম্মভাব ক্রমে ক্রমে সমাজ মধ্যে লব্ধ প্রবিষ্ঠ হইতেছিল। গৌড়াধিপ শশাঙ্ক প্রভৃতি রাজণ্যবর্গ শৈব ও শক্তি মুলক তান্ত্রিক ধর্ম্ম রাজধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন জীবনের প্রথমাবস্থায় শৈব ধর্ম্মে এবং প্রৌঢ়াবস্থার প্রথম সময়ে হীনযান, পরে মহাযান পন্থায় আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি শিব, সূর্য্য ও বুদ্ধমুর্ত্তি সমুহের ও পূজা করিতেন।

চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াং এর গুরু, অদ্বিতীয় শাস্ত্রজ্ঞ ও পণ্ডিত শীল ভদ্র খৃষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীতে সমতটের ব্রাহ্মণ রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। শীলভদ্র নালন্দা মহা বিহারের সর্ব্বপ্রধান আচার্য্যের পদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দিগন্ত বিশ্রুত কীর্ত্তি এই বৌদ্ধ মহাপণ্ডিতের জন্মস্থান বলিয়া সমতট এক সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

ভবানীপুরে প্রাপ্ত।

কমলা প্রেস,—বাগবাজার, কলিকাতা।

পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াং ৬৩৮ খৃষ্টাব্দে সহতটের রাজধানীতে আগমণ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "সমতট রাজ্যে সত্যধর্ম্ম (বৌদ্ধ ধর্ম্ম) ও অপধর্ম্ম উভয় ধর্ম্মের বিশ্বাসীগণই বাস করে। এখানে ন্যূনাধিক ত্রিশটি সংঘারাম বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সকল মঠে প্রায় ২০০০ পুরোহিত অবস্থিতি করেন। ইহারা সকলেই স্থবির নামক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত। সমতট রাজ্যে ন্যূনাধিক একশত দেবমন্দির বিদ্যমান আছে। ইহার প্রত্যেক দেব মন্দিরেই নানা সম্প্রদায়ভুক্ত লোকসমূহ উপাসনা করে। নির্গ্রন্থ নামক অসংখ্য উলঙ্গ সন্ন্যাসী এই রাজ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। নগর হইতে অনতিদূরে অশোক নির্ম্মিত স্তূপ। এই স্থানে পুরাকালে ভগবান তথাগত এক সপ্তাহকাল দেবগণের হিতকল্পে সুগভীর ও রহস্যপূর্ণ শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ইহার পার্শ্বে যেখানে চারিজন বুদ্ধ উপবেশন ও ভ্রমণ করিতেন, তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই স্তূপের অনতিদূরে একটি সংঘারামে হরিত প্রস্তর নির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত! এই মূর্ত্তি আটফিট উচ্চ"।

অপর চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ-সিং ৬৭২ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি লিখিয়াছেন, তৎপূর্ব্বে সেঙ্গচি নামক জনৈক চীন দেশীয় পরিব্রাজক দক্ষিণ সমুদ্র বাহিয়া জলপথে চীনদেশ হইতে সমতটে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার বিবরণী হইতে জানা যায়, যে তৎকালে তিনি হো-লো-শে-পো-তো" নামক একজন নিষ্ঠাবান "উপাসককে" সমতটের সিংহাসনে সমাসীন দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই নরপতি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, বৌদ্ধ শ্রমণ গণের অদ্বিতীয় প্রতিপালক সদ্ধর্ম্মের এক নিষ্ঠ সাধক এবং ত্রিরত্নের প্রতি পরম ভক্তিমান ছিলেন। ইউয়ান চোয়াং ৬৩৮ খৃঃ অব্দে সমতটের রাজধানীতে দ্বিসহস্র শ্রমণ দেখিতে পাইয়াছিলেন। কিন্তু এই অল্পকাল মধ্যেই পরম সৌগতোপাসক

নরপতির আশ্রয়ে শ্রমণ সংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া চতুঃসহস্রে পরিণত হইয়াছিল, এবং প্রাচীন স্থবীর মতাবলম্বী শ্রমণগণ মহাযান-পন্থী হইয়াছিল। পরিব্রাজক ইৎসিং হরিকেল বা বঙ্গে এক বৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময়ে হরিকেল একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধতীর্থ বলিয়া পরিচিত ছিল। হরিকেলের শিললোকনাথ খৃষ্টিয় দ্বাদশ শতাব্দীতেও জনসাধারণের হৃদয়ে এরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন যে, বহু বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে তাঁহার চিত্র অঙ্কিত থাকিত। পণ্ডিত ফুঁসের গ্রন্থে এরূপ একখানি চিত্র পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

আসরফপুরের তাম্রশাসনদ্বয় হইতে নবম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত ভগবান বুদ্ধদেবের পরম ভক্তিমান উপাসক বঙ্গাধিপতি খড়্গারাজ গণের বিবরণ জানা গিয়াছে। তাম্রশাসনের সহিত প্রাপ্ত একটি চৈত্য কলিকাতার যাদুকরে রক্ষিত আছে। এই চৈত্যটি ত্রিস্তর বিশিষ্ট পিরামিডের অনুকরণে নির্ম্মিত এবং আতপত্রাচ্ছাদিত ছিল। ইহার শীর্ষদেশের চতুর্দ্দিকে ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি চতুষ্টয়, তন্নিম্নে অপর চারিটি বুদ্ধমূর্ত্তি এবং পাদদেশের প্রত্যেক দিকে তিনটি করিয়া দ্বাদশটি মুদ্রাসন সংবদ্ধ বুদ্ধমূর্ত্তি খোদিত আছে। আসরফপুরের উভয় তাম্রশাসনের প্রারম্ভেই "অবিদ্যাহতি হেতু ভূত, সংসার মহাম্বুরাশি সংতীর্ণ, ভগবান মুনীন্দ্রের" এবং "অনুসয়ান্ধকার দূরীকরণে সমর্থ বৈনায়িকদিগের বিবেক বুদ্ধির উন্মেষকারী ভাস্কর প্রতিম জিনের তেজোময় বাক্যাবলীর" জয় ঘোষণা করা হইয়াছে। উভয় তাম্রশাসনই "পরম সৌগতোপাসক" পুরোদাস কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ। খড়্গাবংশের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ খড়্গোদ্যম, "সর্ব্বলোক বন্দ্য ত্রৈলোক্য-খ্যাত-কীর্ত্তি ভগবান সুগত এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত শান্ত, ভব-বিভব-ভেদকারী, যোগীগণের যোগগম্য ধর্ম্ম" এবং তদীয় "অপ্রমেয় বিবিধ গুণ সম্পন্ন সংঘের পরম ভক্তিমান উপাসক" ছিলেন।

মারিচী মূর্ত্তি—কুকুটিয়ায় প্রাপ্ত।

কমলা প্রেস,—বাগবাজার, কলিকাতা।

আসরফপুরের প্রথম তাম্রশাসন দ্বারা দশদ্রোণাধিক নবপাটক ভূমি রাজকুমার রাজরাজভট্টের আয়ুষ্কামনার্থে আচার্য্যবন্দ্য সংঘমিত্রের বিহার বিহারিকা চতুষ্টয়ে এবং অপর শাসন দ্বারা দশদ্রোণাধিক ষট্পাটক ভূমি ত্রিরত্নের উর্দ্দেশ্যে শালি বর্দ্ধকস্থিত আচার্য্য সংঘমিত্রের বিহারে প্রদত্ত হইয়াছে। এই তাম্রশাসন হইতে আরও জানা যায় যে, শাসন ভূমির অনতিদূরে একটি বুদ্ধ মণ্ডপ প্রতিষ্ঠিত ছিল।

তারানাথের গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, পালবংশীয় প্রথম ভূপতি গোপাল মারিচী মূর্ত্তির উপাসক ছিলেন (১)। বিক্রমপুরের অন্তর্গত কুকুটিয়া ও পণ্ডিতসার গ্রামে কয়েকটি মারিচী মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। দেবপাল দেব সোমপুর বিহারের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন (২)। এই সোমপুর বিহার সমতটের অন্তর্গতছিল। খৃষ্টিয় দশম শতাব্দী বা তৎ সমীপবর্ত্তি কোনও সময়ে "সামতটিক সোমপুর মহাবিহারের মহাযান মতানুবলম্বী বিনয়বিৎ স্থবির বীর্য্যেন্দ্র" (৩) বুদ্ধগয়াতে প্রস্তর নির্ম্মিত একটি বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া তাহার এক পার্শ্বে অবলোকিতেশ্বর (৪) এবং অপর পার্শ্বে মৈত্রেয় মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। এই মূর্ত্তির দক্ষিণপার্শ্বে লিখিত আছে :—

(১) Indian Antiquary Vol IV. Page 364.

(২) Ibid Page 366.

(৩) "শ্রীসামতটিকঃ প্রবর ম
হা যান যায়িনঃ শ্রীমৎ-সোমপুর মহা-
বিহারিয় বিনয়বিৎ স্থবির-বীর্য্যেন্দ্রস্ত।
যদত্র পুণ্য তদ্ভবত্বাচার্য্যোপা-
[ধ্যায়]-মাতা-পিতৃ-পূর্ব্বঙ্গমং কৃত্বা সকল
[সত্ত্ব রাশে] রনুত্ত জ্ঞানা বাপ্তয় ইতি'।

Archaelogical Survey Reports 1908-09, Page 158.

ডাঃ ব্লক এই লিপিরকাল দশম শতাব্দী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(৪) সোনারঙ্গগ্রামে একখানি অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

"ওঁ অনেন শুভমার্গেন প্রবিষ্টো লোকনায়কঃ (।)
ততশ্চ বোধিমার্গোঽয়ম্ মোক্ষমার্গ প্রকাশকঃ"॥

সোমপুর মহাবিহার কোথায় ছিল তাহা নির্ণয় করা শক্ত। পদ্মা-মেঘনাদের তরঙ্গাঘাতে বহু গ্রাম ও নগর ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। আবার বহুশতাব্দীমধ্যে স্থানের প্রাচীন নামও বিলুপ্ত হইয়াছে। বজ্রযোগিনীগ্রামে সোমপাড়া বলিয়া একটি পল্লী আছে। আবার রেণেলের ম্যাপে সোম কোট এবং সামপুর নামক স্থানদ্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। সোমপুর বিহার উপরোক্ত স্থানগুলির কোনও একটির মধ্যে আত্মগোপন করিয়াছে কি না তাহা নির্ণয় করা এখন অসম্ভব।

সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতিস বজ্রাসন বিহারের পূর্ব্ব-দিকস্থ বাঙ্গালা দেশের বিক্রমণিপুর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (১)। বিক্রমপুরে প্রবাদ, বজ্রযোগিনী গ্রামেই দীপঙ্করের

(১) দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ৯৮০ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের কোনও এক রাজবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কল্যাণ শ্রী, এবং মাতার নাম প্রভাবতী। দীপঙ্করের ভ্রাতুষ্পুত্র দানশ্রীও অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। পিতা মাতা শৈশব কালে ইহার নাম রাখিয়াছিলেন চন্দ্রগর্ভ। কৈশোরে ইনি জেতারি নামক জনৈক অবধূতের নিকট শিক্ষার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দীপঙ্কর, হীনযান শ্রাবকের চারি-শাখার ত্রিপিটক, বৈশেষিক দর্শন, মহাযানীয় ত্রিপিটক, মাধ্যমিক এবং যোগাচার সম্প্রদায়ের ন্যায় দর্শন এবং চতুর্ব্বিধ তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ছিলেন। এই সময়েই তিনি অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন জনৈক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বিপুল যশঃ অর্জ্জন করেন। অবশেষে তিনি পার্থিব ভোগৈশ্বর্য্য বিসর্জ্জন করিয়া বৌদ্ধদিগের ত্রিশিক্ষা নামক তত্ত্বগ্রন্থে লব্ধ প্রবিষ্ট হইবার জন্য কৃষ্ণগিরি বিহারের আচার্য্য রাহুল গুপ্তের নিকট গমন করেন। এখানে তিনি গুহ্য মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া গুহ্যজ্ঞান বজ্র নামে অভিহিত হন। উনবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি ওদন্তপুর মহাবিহারের মহাসাঙ্ঘিক আচার্য্য শীল রক্ষিতের নিকট পবিত্র বৌদ্ধ মন্ত্রে দীক্ষিত

অবলোকিতেশ্বর।

সোনারঙ্গে প্রাপ্ত।

জন্মস্থান। তাঁহার বাড়ী এখনও লোকে নাস্তিক পণ্ডিতের বাড়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করে। তিনি বরদাতারা ও ষোড়শ মহাস্থবিরের বিশেষ ভক্ত ছিলেন, এবং তিব্বতে তাঁহাদের পূজা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। তাঁহার

হইয়া দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নাম প্রাপ্ত হন। একত্রিংশ বর্ষ বয়সে তিনি ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করিয়া ধর্ম্ম রক্ষিতের নিকট বোধিসত্ত্ব মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করেন। এই সময়ে তিনি মগধের সমুদয় প্রধান প্রধান আচার্য্যের নিকট হইতে ন্যায় শাস্ত্রের কূটার্থ গুলি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এইরূপে সমুদয় বৌদ্ধ পণ্ডিত দিগের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি সুবর্ণ দ্বীপের প্রধান আচার্য্য চন্দ্রগিরির নিকট দ্বাদশ বৎসর কাল অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে সুবর্ণ দ্বীপই প্রাচ্য ভূখণ্ডের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বৌদ্ধকেন্দ্র ছিল; এবং সুবর্ণদ্বীপের প্রধান আচার্য্য তৎকালে অসাধারণ মণীষা সম্পন্ন পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তথা হইতে তিনি তাম্রদ্বীপ (সিংহল) যাত্রী অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

মগধে পুনরাগমন করিয়া তিনি শান্তি, নরোপান্ত, কুশল, অবধুতি, ডোম্বি প্রভৃতি পণ্ডিতগণের সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে মগধের বৌদ্ধগণ দ্বীপঙ্করকে মগধের সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত বলিয়া স্বীকার করিতেন। বজ্রাসনের মহাবোধিতে অবস্থান কালে তিনি তিনবার তীর্থিক ধর্ম্মাবলম্বী নাস্তিকদিগকে তর্ক যুদ্ধে পরাভূত করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। যখন তিনি মহাবোধিতে বাস করিতে ছিলেন, সেই সময়ে মগধরাজ নয়পালের সহিত তীর্থিক ধর্ম্মাবলম্বী কর্ণ্যরাজ্যের বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। ফলে কর্ণ্যরাজ মগধ আক্রমণ করিয়া বৌদ্ধবিহার ও মন্দিরাদির ধ্বংস সাধন করিয়াছিলেন। পরে নয়পালের সেনা জয় লাভ করিলে কর্ণ্যরাজের সেনাগণ যখন নিবৃত্ত হইতেছিল, তখন শ্রীজ্ঞান তাহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই যত্নে যুদ্ধ স্থগিত হইয়া সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল। নয়পালের অনুরোধে তিনি বিক্রমশিলা মহাবিহারের প্রধান আচার্য্যের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তীব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি সাধন কল্পে লামা কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া তিনি তিব্বতে গমন করেন এবং মহাযান মত প্রচার করেন। তিব্বতবাসীগণ বুদ্ধদেব হইতেও দীপঙ্করের প্রতি সমধিক সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে। দীপঙ্করের নামোচ্চারণ

বাড়ীর সন্নিকটবর্ত্তিস্থানে তারা ও মহাস্থবিরের মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তারা মূর্ত্তিটির পাদদেশে "কায়স্থ শ্রীসজ্জেশ গু [প্ত]" এই কয়টি কথা উৎকীর্ণ আছে।

ইদিলপুর ও রামপালে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন দ্বয় হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী চন্দ্ররাজ গণের অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়। ধর্ম্মচক্র মুদ্রা সমন্বিত এই উভয় তাম্রশাসনই শ্রীবিক্রমপুর সমবাসিত জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। রামপাল লিপির প্রারম্ভে রাজকবি বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘ এই ত্রিরত্নের উল্লেখ করিয়া চন্দ্র রাজগণের বৌদ্ধ ধর্ম্মানুরক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। রামপাল লিপিতে উক্ত হইয়াছে, "যে ভগবান অমৃতরশ্মি চন্দ্রমা ভক্তি বশতঃ বুদ্ধরূপী শশক জাতক অঙ্কে ধারণ করিতেছেন, সেই চন্দ্রের কুলেজাত বলিয়াই যেন পূর্ণ চন্দ্র-তনয় সুবর্ণচন্দ্র জগতে বৌদ্ধ বলিয়া বিশ্রুত ছিলেন।"

মহাবোধি মন্দির মধ্যস্থিত বুদ্ধমূর্ত্তি বৌদ্ধজগতের সর্ব্বত্র সমাদৃত ও পূজিত হইয়া থাকে। অতি প্রাচীনকালে শিল্পিগণ মন্দির মধ্যস্থিত ধ্যান মগ্ন বুদ্ধমূর্ত্তির প্রতিকৃতি পাষাণে বা মৃত্তিকায় নির্ম্মাণ করিয়া তীর্থযাত্রিগণকে

করিলেই তাহারা করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে। ১০৫৩ খৃষ্টাব্দে ৭৩ বৎসর বয়সে লাসা নগরের সুক্রেঠাং সংঘারামে অতীশের মৃত্যু হয়। তিব্বতে অতীসের যে মূর্ত্তি আছে, তাহার মস্তক রক্তবর্ণ উষ্ণীশে পরিশোভিত। দীপঙ্কর, "বোধিপথ প্রদীপ", "চর্য্যা সংগ্রহ প্রদীপ," "সত্যদ্বয়াবতার" "মধ্যমোপদেশ," "সংগ্রহ গর্ভ," "হৃদয় নিশ্চিন্ত," "বোধিসত্ত্ব মণ্যাবলী," "বোধিসত্ত্ব কর্ম্মাদি মার্গাবতার," "সরণ গতাদেশ," "মহাযান পথ সাধন বর্ণ সংগ্রহ, "মহাযান পথ সাধন সংগ্রহ," সূত্রার্থ সমুচ্চয়োপদেশ," "দস কুশল কর্ম্মোপদেশ," কর্ম্ম-বিভঙ্গ", "সমাধি সম্ভব পরিবর্ত্ত, "লোকোত্তর সপ্তক বিধি," "গুহ্য ক্রিয়া কর্ম্ম," চিত্তোৎপাদ সম্বর বিধি কর্ম্ম," "শিক্ষা সমুচ্চয় অভি সময়," "বিক্রম রত্ন লেখন" প্রভৃতি শতাধিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

বজ্রযোগিনীতে প্রাপ্ত খোদিত লিপিযুক্ত তারামূর্ত্তি

কমলা প্রেস, বাগবাজার, কলিকাতা।

সাভারে প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্ত্তি খোদিত ইষ্টক।

কমলা প্রেস, বাগবাজার, কলিকাতা।

বিক্রয় করিত। পৃথিবীর নানাস্থানে এইরূপ বহু মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঢাকা বিভাগের ভূতপূর্ব্ব স্কুল ইন্‌স্পেক্টের স্বর্গীয় দীননাথ সেন মহাশয় এইরূপ একটি পাষাণময়ী প্রতিকৃতি রামপালের নিকটবর্ত্তি কোন স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহা অদ্যাপি ঢাকা গেণ্ডারিয়া হেরল্ড পত্রিকার কার্য্যালয়ে রক্ষিত আছে।

সাভার অঞ্চলে বৌদ্ধমূর্ত্তি খোদিত বহু ইষ্টক আবিষ্কৃত হইয়াছে। সাভারের অনতিদূরবর্ত্তি বাজাসন নামক স্থানে একটি বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন। এই বাজাসনের কিছু দূরেই ধর্ম্মরাজিকা বা ধামরাই গ্রাম। বৌদ্ধ নৃপতি হরিশ্চন্দ্রের রাজধানী, বাজাসন হইতে অধিক দূরবর্ত্তী নহে। বিক্রমপুর, সুবর্ণগ্রাম, ও ভাওয়াল অঞ্চলে অনেক বৌদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং একসময়ে এই সমুদয় স্থানে যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বিশেষভাবে বিস্তৃত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। জয়দেবের অমরলেখনী প্রসূত গীতগোবিন্দে বুদ্ধদেব দশাবতার মধ্যে স্থান পাইয়াছেন। সেন রাজগণের অধঃপতন কালেও বৌদ্ধধর্ম্ম সমতট-বঙ্গ হইতে বিদূরিত হয় নাই। ১১৯৪ শাকে বা ১২৭২ খৃষ্টাব্দে "পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরম সৌগত মধুসেন" সমতট বঙ্গের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। সেনরাজগণ পরম মাহেশ্বর, পরম বৈষ্ণব, পরম নারসিংহ, পরম সৌর, বলিয়া পরিচিত হইলেও তাঁহাদেরই বংশধর মধুসেন বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বন করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

শ্রীবিক্রমপুর।

শ্রীবিক্রমপুর কোথায়? হরি বর্ম্মদেব, ভোজবর্ম্মা, শ্রীচন্দ্র, বিজয়সেন, বল্লালসেন এবং লক্ষ্মণসেন প্রমুখ বঙ্গরাজ গণের তাম্রশাসনোক্ত বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার কোথায়? জ্যোতিবর্ম্মা, বজ্রবর্ম্মা, সামলবর্ম্মা, বিশ্বরূপ সেন, কেশবসেন প্রভৃতি রাজন্যবর্গের স্মৃতি-বিজড়িত বিক্রমপুর কোন্ স্থানে অবস্থিত? এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার আবাল বৃদ্ধবনিতা সকলেই মনে করিত এবং সমুদয় ঐতিহাসিকগণই এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, ঢাকা-বিক্রমপুরেই বঙ্গ রাজগণের জয়স্কন্ধাবার প্রতিষ্ঠিত ছিল। এসম্বন্ধে কেহ কখনও অবিশ্বাসের রেখাপাতও করেন নাই। সম্প্রতি প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্ত বারিধি মহাশয় নদীয়া জেলায় দেবগ্রাম বিক্রমপুরের সন্ধান পাইয়া, দেবগ্রামের "দমদমার ভিটাকেই" বল্লালসেনের সীতাহাটী তাম্রশাসন বর্ণিত বিক্রমপুরের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে সমুৎসুক হইয়াছেন (১)। সুতরাং এখন

---

(১) অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত "বর্দ্ধমানের ইতিকথা" নামক পুস্তকে এবং পরে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার দ্বাবিংশ ভাগ প্রথম সংখ্যায় "বর্দ্ধমানের কথা, বর্দ্ধমানের পুরাকথা" প্রবন্ধে বসুজ মহাশয়ের প্রমাণাবলী মুদ্রিত হইয়াছে। অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ইতিহাস শাখায় নগেন্দ্র বাবু উপরোক্ত পুস্তকের কতকাংশ পাঠ করিলে, মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের আদেশ ক্রমে আমি প্রতিবাদে যে কয়েকটি কথা বলিয়াছিলাম, তাহাই শ্রীবিক্রমপুর শীর্ষক প্রবন্ধে পরিবর্দ্ধিতাকারে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার দ্বাবিংশ ভাগে

প্রশ্ন উঠিয়াছে, "বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার" কোন্ স্থানে অবস্থিত ছিল? উহা কি ভীম প্রবাহা, ভীষণ-তরঙ্গ-সঙ্কুল পদ্মা-মেঘনাদের সলিলসিক্ত ঢাকা বিক্রমপুর প্রদেশের কোনও স্থানে অবস্থিত ছিল, না পূতসলিলা জাহ্নবীর প্রাচীন প্রবাহের তীরদেশে দেবগ্রাম বিক্রমপুর মধ্যেই সংস্থাপিত ছিল? এতকাল কি আমরা পুরুষ-পরম্পরা-ক্রমে ভ্রান্তধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ঢাকা-বিক্রমপুরকে বঙ্গাধিপতি গণের লীলানিকেতন বলিয়া বিনা বিচারেই গ্রহণ করিয়াছি, না উহা সত্যের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরই সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে? যাহা হউক কথাটা যখন একবার উঠীয়াছে, তখন ইহার চূড়ান্ত মীমাংসা হওয়াই সঙ্গত।

এখানে বলিয়া রাখি যে, "হিতবাদী" ও "অমৃত বাজার" পত্রিকায় নগেন্দ্র বাবুর এই অভিনব আবিষ্কারের কাহিনী পাঠ করিয়াই আমার দেবগ্রাম বিক্রমপুর সন্দর্শন করিবার স্পৃহা জন্মে। ফলে গত ১৩২১ সনের ২৯শে ফাল্গুন তারিখে ঐস্থানে গমন করিয়া দেবগ্রাম বিক্রমপুরের প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শনগুলি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি এবং দেবগ্রামের সপ্ততি বর্ষ বয়স্ক কতিপয় সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ বৃদ্ধের নিকট অনুসন্ধান করিয়া, "দমদমার ভিটা" (এই ভিটাকেই নগেন্দ্র বাবু বল্লালের ভিটা বলিয়া প্রমাণ করিতে সমুৎসুক), সাওতার দীঘী, দেবকুণ্ড, কুলই চণ্ডী প্রভৃতির যথাসম্ভব তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। দেবগ্রামের প্রাচীন অধিবাসিগণ দমদমার ভিটাকে "দেবল রাজার ভিটা" বলিয়াই জানেন, বল্লালের সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ থাকার বিষয় তাঁহারা

প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। নগেন্দ্র বাবু বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখিতেছেন বলিয়া আশ্বাস দিয়া "কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে" আমার প্রতিবাদের উত্তর আমার প্রবন্ধ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই দিয়াছেন। বর্ত্তমান অধ্যায়ে নগেন্দ্র বাবু যে যে নূতন যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন তাহারও আলোচনা করিয়াছি।

একেবারেই অনবগত (১)। গত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে "গৌড় রাজমালা" প্রণেতা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের বাচনিক অবগত হইয়াছি যে, বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির অনুসন্ধানের ফলেও দমদমার ভিটার সহিত বল্লালের কোনও সম্বন্ধ নির্ণীত হয় নাই। প্রথিত নামা ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বহুবার এই দেবগ্রামে গিয়াছেন, কিন্তু তিনিও দেবগ্রামে বল্লাল সম্বন্ধীয় কোনও কিম্বদন্তীর সন্ধান পান নাই। শুনিয়াছি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় না কি নগেন্দ্রবাবুর এই বিক্রমপুর আবিষ্কারের অনেক রহস্য অবগত আছেন। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতায় প্রকাশ

---

(১) দেবগ্রাম নিবাসী যে সমুদয় বৃদ্ধ ভদ্র মহোদয়গণ দেবগ্রাম বিক্রমপুরের সহিত বল্লালের সংশ্রব সম্বন্ধে কোনও কথা শুনেন নাই বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ নগেন্দ্র বাবুকে পত্র দ্বারা জানাইয়াছেন যে, আমার উক্তি অলীক কল্পনা মাত্র, সত্যের সহিত উহার কোনও সংশ্রব নাই। তাঁহারা নাকি বংশ পরম্পরা ক্রমেই শুনিয়া আসিতেছেন যে, দেবগ্রামস্থ দমদমা নামক স্থানে যে প্রাচীন স্তূপ অদ্যাপি বিদ্যমান, উহা সেনবংশীয় প্রসিদ্ধ বঙ্গাধিপ বল্লালসেনের রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ। সম্প্রতি নবদ্বীপ নিবাসী পণ্ডিত কুল বরেণ্য পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অজিত নাথ ন্যায় রত্ন মহাশয় বিক্রমপুরের প্রধান স্মার্ত্ত আচার্য্য পাদ শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের চিঠির উত্তরে জানাইয়াছেন যে, দেবগ্রামে যে বল্লালের কোনও প্রাসাদ বর্ত্তমান ছিল, তাহা দেবগ্রামের কোনও ব্যক্তিই অবগত নহেন। দেবগ্রামে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কুটুম্বিতা আছে, সেই সূত্রেই অনেকবার তিনি তথায় যাইয়া থাকেন। মুরশিদাবাদ নিবাসী মুঙ্গের জেলা স্কুলের এসিষ্টাণ্ট হেড মাষ্টার, অতীত পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়স্ক পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায় বিএ, মহাশয় বহুবার দেবগ্রামে গিয়াছেন; তিনিও জানাইয়াছেন যে, দেবগ্রামে বল্লাল সম্বন্ধীয় কিম্বদন্তী সর্ব্বৈব মিথ্যা। ইহা নাকি সম্প্রতি রচিত হইয়াছে।

করিয়াছেন যে শ্রীবিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার পূর্ব্ববঙ্গ ব্যতীত অপর কোথায়ও হইতে পারে না। যাহা হউক এ বিষয়ে আর অধিক কিছু লিখিব না। এস্থলে প্রথমতঃ বর্দ্ধমানের ইতিকথা নামক পুস্তকের স্থান পরিচয় প্রসঙ্গে লিখিত—"দেবগ্রাম-বিক্রমপুর" শীর্ষক প্রবন্ধের আলোচনা করিয়া পরে শ্রীবিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবারের অবস্থান নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব।

আলোচ্য পুস্তকের ৫৬ পৃষ্ঠার ১৯শ ও ২০শ সংখ্যক চিত্রের পাদদেশে লিখিত "বল্লালের ভিটা হইতে প্রাপ্ত পাথরের একধার," "বল্লালের ভিটা হইতে প্রাপ্ত পাথরের অপরধার" সম্ভবতঃ লিপিকর প্রমাদ। কারণ এই প্রস্তর খণ্ড আমি দেবগ্রামে জনৈক ভদ্রলোকের অন্তঃপুরস্থিত একটি ক্ষুদ্র গৃহের দ্বারদেশে দেখিয়া আসিয়াছিলাম। অনুসন্ধানে অবগত হইয়াছিলাম যে, ইহা তাঁহার অন্তঃপুরের একটি কূপ খনন করিবার সময় ভূগর্ভ মধ্যে পাওয়া গিয়াছিল। দমদমার ভিটা বা নগেন্দ্র বাবুর বল্লালের ভিটা হইতে এই স্থান অনেক দূরে অবস্থিত। সুতরাং ঐ ভিটার সহিত এই প্রস্তর খণ্ডের কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে না।

নগেন্দ্র বাবু, গোপাল ভট্টের এবং আনন্দ ভট্টের এজমালিতে লিখিত এবং পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের যত্নে এসিয়াটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত বল্লাল চরিতের—

"বসতিস্ম নৃপঃ শ্রীমান্ পুরা গৌড়ে পুরোত্তমে।
কদাচিদ্বা যথাকামং নগরে বিক্রমে পুরে॥
স্বর্ণগ্রামে কদাচিদ্বা প্রাসাদে সুমনোহরে।
রমমাণঃ সহ স্ত্রীভির্দ্দিবীব ত্রিদিবেশ্বর॥

এই শ্লোক দ্বয় অধ্যাহার করিয়া লিখিয়াছেন,—"চারিশত বৎসর

পূর্ব্বে রচিত আনন্দ ভট্টের বল্লাল চরিতেও লিখিত আছে—বল্লালসেন কখন গৌড়ে কখন বিক্রমপুরে এবং কখন স্বর্ণগ্রামে অবস্থান করিতেন। চারিশত বর্ষের এই প্রবাদ-বাক্য হইতেও মনে হয় যে, বরেন্দ্রের মধ্যে গৌড় নগরে, রাঢ়দেশে বিক্রমপুরে এবং বঙ্গদেশে স্বর্ণ গ্রামে বল্লালসেন রাজকার্য্যোপলক্ষে সময় সময় অবস্থান করিতেন।” বিক্রম-পুর যে রাঢ়দেশে অবস্থিত, তাহা বল্লাল চরিতের এই শ্লোকটি হইতে পাওয়া যায় না। পরন্তু বল্লাল চরিত পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, আনন্দ ভট্ট বিক্রমপুর বলিতে ঢাকা-বিক্রমপুরকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

সাধারণতঃ দুইখানি বল্লাল চরিত দেখিতে পাওয়া যায় (১)। তন্মধ্যে একখানি ৺ হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন কর্ত্তৃক সংশোধিত এবং যোগী জাতীয় ৺ পদ্ম চন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত। এই গ্রন্থে যোগী জাতীর প্রাচীন সামাজিক মর্য্যাদার বিষয় বর্ণিত আছে। অপর খানি পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের যত্নে নাথ-প্রকাশিত পুস্তকের বহু পরে এসিয়াটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে সুবর্ণ বণিক জাতীর প্রাচীন সামাজিক মর্য্যাদা বর্ণিত আছে। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার অনুল্লিখিত নামা (আমরা শুনিয়াছি সুবর্ণ বণিক জাতীয়) জনৈক বন্ধুর নিকট দুইখানি বল্লাল চরিতের হস্ত-লিখিত পুথী পাইয়াছিলেন বলিয়া লিখিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের গ্রন্থ এই দুইখানি আদর্শ পুথীর উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার একখান ১৬২৯ শকাব্দে বা ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে এবং অপরখানি ১১৮৯ বঙ্গাব্দে লিখিত। আচার্য্যপাদ

(১) বল্লাল চরিত সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা একাদশ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। “বিশ্বকোষে নগেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন, “গোপাল ভট্ট কর্ত্তৃক দুইখানি বল্লালচরিত রচিত হইয়াছে। এই দুই খানিই আধুনিক গ্রন্থ। এই উভয় গ্রন্থে এমন অনেক কথা আছে যাহা আলোচনা করিলে অনৈতিহাসিক কবিকল্পনা বলিয়াই মনে হইবে।”

শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া ১৯০১ সালে প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু তদীয় Notices of Sanskrit Mss. গ্রন্থের কোথায়ও এই পুঁথীর বিষয় উল্লেখ করেন নাই। "অভিজাত্যের অনুরোধে এখনও পর্য্যন্ত ইয়োরোপীয় সভ্য সমাজে কৃত্রিম বংশ পত্রিকা প্রস্তুত হইতেছে। সেই অভিজাত্যের অভিমান রক্ষা করিবার জন্য এতদ্দেশীয় ধনীগণ যে কতশত কুলগ্রন্থ রচনা করাইয়াছিলেন তাহা কে বলিতে পারে।"

উভয় বল্লাল-চরিতই গোপাল ভট্ট ও আনন্দ ভট্ট কর্ত্তৃক লিখিত বলিয়া উল্লিখিত হইলেও এই উভয় পুস্তকের ভাষা ও বিষয়গত পার্থক্য যে যথেষ্ট রহিয়াছে তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। বিশেষতঃ নগেন্দ্র বাবুর উদ্ধৃত শ্লোক নাথ-প্রকাশিত বল্লাল চরিতে দৃষ্ট হয় না। সুতরাং কোন খানিকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিব? আচার্য্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয় যে দুইখানি হস্ত লিখিত পুঁথী অবলম্বন করিয়া বল্লাল-চরিত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কাগজে লেখা, তালপাতায় নহে। সুতরাং শাস্ত্রী মহাশয়ের আদর্শ পুথী যে প্রাচীন নহে তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। যদি নাথ-প্রকাশিত পুস্তক কৃত্রিম বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রী মহাশয়ের আদর্শ পুথীও যে পরবর্ত্তীকালে রচিত হয় নাই তাহাই বা কে বলিতে পারে? শাস্ত্রী মহাশয়ই বা তাঁহার বন্ধুর নাম গোপন রাখিলেন কেন তাহাও বুঝা যায় না।

শাস্ত্রী মহাশয়ই রামচরিত গ্রন্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। রামচরিতের ঐতিহাসিক কথাগুলি যেরূপ সরল, বল্লাল চরিতের কথাগুলি তদ্রূপ সরল নহে। ইহাতে বৃথা বাগাড়ম্বরেরও বাহুল্য পরিলক্ষিত হয়। রাম-চরিতে শত শত ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে এবং তাহার সমুদয় গুলিই তাম্রশাসন বা শিলালিপির প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। কিন্তু বল্লাল-চরিতে ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ নাই বলিলেই হয়।

যাহাও দুই একটি আছে, তাহার সমর্থনকারী প্রমাণ অদ্যাবধি কিছুই আবিষ্কৃত হয় নাই। বল্লাল সেনের একখানি মাত্র তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং অপর পক্ষ যদি এ কথা বলেন যে, ভবিষ্যতে আরও খোদিতলিপি আবিষ্কার হইলে বল্লাল-চরিতোক্ত ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির সমর্থন বাহির হইবে, তবে তাঁহাদের কথার উত্তরে বলিতে হয় যে, সমর্থক প্রমাণ আবিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত বল্লাল-চরিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত নয়।

রাম-চরিত সমসাময়িক ব্যক্তির লেখনি প্রসূত। পক্ষান্তরে বল্লাল-চরিত বল্লালের মৃত্যুর প্রায় চারি শত বৎসর পরে রচিত হইয়াছে। অতএব রাম-চরিতের কথা যেমন করিয়া বিশ্বাস করা যায়, বল্লাল-চরিতের কথা তেমন করিয়া বিশ্বাস করা উচিত নয়। অতএব বল্লাল-চরিতের ঐ শ্লোক দুইটির মূল্য অতি অল্প। বিশেষতঃ বল্লাল-চরিতেও এমন কোন কথা উল্লিখিত হয় নাই, যাহার উপর নির্ভর করিয়া বিক্রমপুরকে অনায়াসে রাঢ়দেশে স্থাপিত করা চলে।

নগেন্দ্র বাবু দেবগ্রাম-বিক্রমপুরে বহুবার যাতায়াত করিয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছি, কিন্তু তিনি প্রাচীন বিক্রমপুর নগর যেখানে অবস্থিত ছিল সেখানে কখনও যান নাই। দমদমার ভিটা হইতে বিক্রমপুরের দূরত্ব প্রায় পাঁচ মাইল। এই দমদমার ভিটাতেই বল্লাল সেনের শ্রীবিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবার, রাজধানী বা প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া নগেন্দ্র বাবু প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাহা হইলে তাম্র-শাসনাদিতে দেবগ্রামের নাম উল্লিখিত না হইয়া বিক্রমপুরের নাম উল্লিখিত হইয়াছে কেন? বিক্রমপুর হইতে পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী দমদমার ভিটায় জয়স্কন্ধাবার বা রাজধানীই বা কেন প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল? নগেন্দ্র বাবু বলিতে পারেন যে, বিক্রমপুর সহর দমদমার

বজ্রযোগিনী রামপালের পুষ্করিণী খননে প্রাপ্ত

কমলা প্রেস,—বাগবাজার, কলিকাতা।
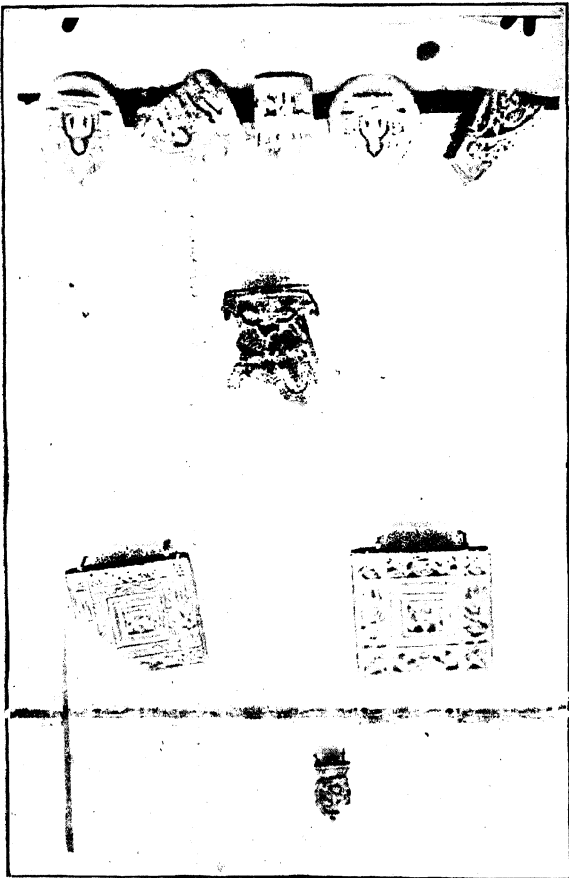
ভিটা পর্য্যন্তই বিস্তৃত ছিল, কিন্তু তাহা হইলে বিক্রমপুর ও দমদমার মধ্যবর্ত্তী বিস্তীর্ণ প্রান্তরমধ্যে কোনও প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন নাই কেন? নগেন্দ্র বাবু হয় ত বলিবেন, রাজধানী ছিল বিক্রমপুরে, কিন্তু রাজবাড়ী ছিল তাহা হইতে পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী দমদমায়। কিন্তু পুরাকালে রাজপ্রাসাদ নগরের কেন্দ্রস্থানেই নির্ম্মিত হইত, বড়জোর নগর-প্রসাদের মধ্যেই অবস্থিত থাকিত। নগরের বাহিরে পাঁচ মাইল দূরে রাজপ্রাসাদ, ইহা অশ্রুতপূর্ব্ব। সুতরাং যদি দমদমার ভিটা বল্লালের ভিটা বলিয়াই পরিচিত থাকে, তবুও উহা বল্লাল সেনের রাজধানী, রাজপ্রাসাদ বা জয়স্কন্ধাবার হইতে পারে না। দমদমার ভিটা ও সাওতার দীঘী হইতে দুইটি জাঙ্গাল রামপাল ও নবদ্বীপ পর্য্যন্ত যে সম্প্রসারিত ছিল, তাহা সত্য বটে, এবং এই জাঙ্গাল হয় ত বল্লালসেনেরই নির্ম্মিত। কিন্তু তাহা দ্বারা কি প্রমাণিত হইবে যে, এই জাঙ্গাল যে স্থানে আসিয়াছে, সেই স্থানেই বল্লালের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল?

নগেন্দ্র বাবু "বিক্রম-তিরস্কৃত-সাহসাঙ্ক" পদের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া দেবগ্রামপতি বিক্রমরাজকে বিক্রমাদিত্যের সমতুল্য বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। দেবগ্রামের বিক্রমরাজ যে সাহসাঙ্ক নামে পরিচিত হইতেন, তাহার প্রমাণ কি? এই সাহসাঙ্ক পদ ব্যবহার করিয়া প্রশস্তিকার হয় ত পুরাকালের বিক্রমাদিত্যকে অথবা চালুক্য-বংশের সাহসাঙ্ককে বিজয়সেন অপেক্ষা খাটো করিয়াছেন। দেবগ্রামের বিক্রমরাজ সম্বন্ধীয় এরূপ কোনও প্রমাণই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহার উপর নির্ভর করিয়া স্বচ্ছন্দে তাঁহাকে ভারত-প্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্য অথবা চালুক্যবংশীয় সাহসাঙ্ক নৃপতির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। সুতরাং এ স্থলে সাহসাঙ্ক পদ দ্বারা দেবগ্রামাধিপতি বিক্রমরাজের কোনও ইঙ্গিত কল্পনা করা যায় না। সাহসাঙ্ক নামে একজন রাজা ছিলেন; তিনিও বিজয়সেনের সমসাময়িক ব্যক্তি।

সুতরাং তাঁহাকে ছাড়িয়া আমরা ক্ষুদ্র গ্রামের ক্ষুদ্র ভূস্বামীকে কেন ধরিতে যাই? নগেন্দ্রবাবু "দিক্" শব্দটিকে বন্ধনীর মধ্যে রাখিয়া "দিক্পাল চক্রপুট ভেদন গীত কীর্ত্তি" পদের যে স্বকপোল কল্পিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করিবার উপায় নাই। তাম্রশাসনে কিন্তু দিক্পাল শব্দ স্পষ্ট রূপেই উৎকীর্ণ রহিয়াছে। সুতরাং এই পদের ব্যাখ্যা দিক্পাল গণের (বিভিন্নরাজগণের) নগরে তাঁহার কীর্ত্তি গীত হইত এইরূপই করিতে হইবে।

দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধ-বালবলভিপতি বিক্রমরাজই যে উজানী, মঙ্গলকোট, অগ্রদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের প্রবাদে বিক্রমকেশরী, বিক্রমাদিত্য বা বিক্রমজিৎ, তাহার কোনই প্রমাণ নাই। দেবগ্রাম-বিক্রমপুর যে বিক্রমরাজ বা বিক্রমাদিত্যের প্রতিষ্ঠিত, তাহারই বা প্রমাণ কোথায়? বাঙ্গালার বহু স্থানেই ত "জিতের মাঠ" বা "জিতের পুষ্করিণী" রহিয়াছে, সুতরাং নগেন্দ্র বাবুর যুক্তি অনুসরণ করিলে বলিতে হয় যে, তৎসমুদয়ের সহিতই বিক্রমজিৎ নামক এক রাজার বা বহু রাজার স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে।

জয়স্কন্ধাবার শব্দ শিবিরার্থে ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং কেশব বা বিশ্বরূপের তাম্রশাসনে বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবারের পরিবর্ত্তে ফল্গু গ্রাম-জয়স্কন্ধাবারের উল্লেখ থাকিলে বিস্মিত হইবার কোনই কারণ নাই। বিক্রমপুর পরগণার মধ্যে বিক্রমপুর নামে কোনও সহর বা গ্রামের অস্তিত্ব নাই বলিয়াই যে মনে করিতে হইবে যে, মুসলমান অধিকারের পর দেবগ্রাম বিক্রমপুর হইতে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্ব বঙ্গের যে অংশে গিয়া বাস করেন, তাহাই পরে "বিক্রমপুর ভাগ" বা বিক্রমপুর পরগণা নামে খ্যাত হইয়াছে, তাহার কোনই অর্থ নহে। বিক্রমপুর পরগণায় কোথায় ও হয়ত বিক্রমপুর নগর প্রতিষ্ঠিত ছিল। পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগর অধুনা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না বলিয়াই কি পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির
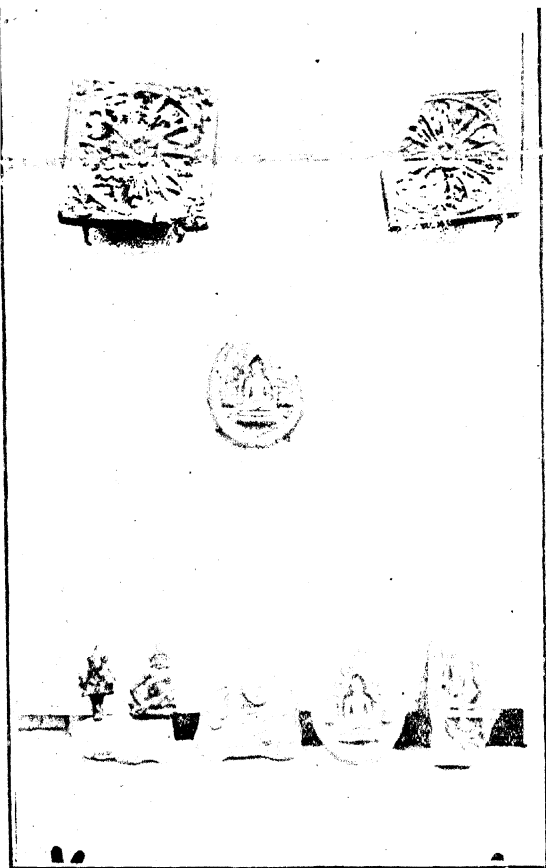
রঘুরামপুরের পুষ্করিণী খননে প্রাপ্ত।

কমলা প্রেস, বাগবাজার, কলিকাতা।

বাহিরে পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগর আবিষ্কার করিতে হইবে? পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের ন্যায় বিক্রমপুর সহরের নামও হয়ত বিক্রমপুর পরগণা হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ তাম্রশাসনোক্ত বিক্রমপুর যে পরগণা বা বিভাগ হইতে পারে না তাহাও স্বীকার করা যায় না। দনুজ মর্দ্দনের মুদ্রা চন্দ্রদ্বীপ হইতেই মুদ্রিত হইয়াছিল; এই চন্দ্রদ্বীপ একটি পরগণা মাত্র। চন্দ্রদ্বীপ পরগণা মধ্যে চন্দ্রদ্বীপ নামে কোনও গ্রাম খুজিয়া পাওয়া যায় না। ভুলুয়া, ময়মনসিংহ, ভাওয়াল, তালিপাবাদ, বড় বাজু, প্রভৃতি পরগণা মধ্যে ঐ নামের কোনও গ্রাম নাই। ত্রিপুরা প্রদেশের কোনও স্থানেই ত্রিপুরা সহর নাই; অথচ ত্রিপুরা একটি জেলা বলিয়া পরিচিত। সুতরাং নগেন্দ্র বাবুর যুক্তির কোনই মূল্য নাই।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইল রামপালের নিকটবর্ত্তি জোড়াদেউল নামক স্থানে এক মোসলমান স্বর্ণনির্ম্মিত একটি তরবারির খাপ ও কয়েকটি স্বর্ণগোলক পাইয়াছিল। রামপালে একবার সপ্তত্তি সহস্র মুদ্রা মূল্যের একখণ্ড হীরক পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া টেইলার সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন (১)। রামপালের সন্নিকটস্থ ধামদ গ্রামের প্রান্তস্থিত দীঘিতে একখানা স্বর্ণ পত্রের পুঁথি পাওয়া যায়। পুঁথির এক একখানা পাতা ৩০ ভরি ওজনের ছিল এবং এরূপ ২৪ খানা পাতাতে পুথিখানা সমাপ্ত ছিল (২)।

রামপালের পূর্ব্বস্থিত পঞ্চসার গ্রাম হইতে পশ্চিমে মীরকাদিমের খাল, উত্তরে ফিরিঙ্গি বাজার ও রিকাবি বাজার হইতে দক্ষিণে মাক-হাটীর খাল পর্য্যন্ত প্রায় ২৫ বর্গ মাইল ভূমির নিম্নভাগ ইষ্টক গ্রথিত বলিয়াই মনে হয়। বরেন্দ্র ভিন্ন এরূপ প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ

---

(১) Taylor's Topography of Dacca Page 101.

(২) প্রবাসী ১৩২২, আষাঢ়, ৩৯১ পৃষ্ঠা।

বাঙ্গালার অন্য কোনও স্থানেই দৃষ্ট হয় না। সুতরাং বিক্রমপুর পরগণার মধ্যে, ইহারই কোনও স্থানে যে প্রাচীন বিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবার প্রতিষ্ঠিত ছিল তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

প্রসিদ্ধ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতিস পালবংশীয় নয়পাল দেবের সমসাময়িক। এই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের বাড়ী "বিক্রমণিপুর বাঙ্গালায়" ছিল বলিয়া তাঁহার তিব্বতীয় ভাষার জীবন চরিতে উল্লিখিত আছে। ঐতিহাসিক গণের মত এই যে ইহা বঙ্গ দেশান্তর্গত বিক্রমপুর ভিন্ন আর কিছুই নহে। বিক্রমপুরে প্রবাদ বজ্রযোগিনী গ্রামই দীপঙ্করের জন্ম স্থান। সুতরাং একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতেই যে বিক্রমপুর নামের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে অনুমাত্র ও সন্দেহ নাই।

নগেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন (১) "দেবগ্রাম বাসী বয়োবৃদ্ধ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে প্রবাদ শুনিয়াছিলাম যে, বল্লাল সেন যখন বিক্রমপুরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপে চলিয়া যান। সেই সময় পুত্র বধূর বিরহব্যঞ্জক শ্লোক পাঠ করিয়া সেই রাত্রি মধ্যে লক্ষ্মণ সেনকে আনিবার জন্য রাজা বল্লালসেন কৈবর্ত্ত-দিগকে আদেশ করেন। কৈবর্ত্তেরা সেই রাত্রি মধ্যে লক্ষ্মণসেনকে বিক্রমপুর রাজধানীতে আনিয়া দিয়াছিল। তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া বল্লালসেন কৈবর্ত্তদিগের জলচল করিয়া লয়েন। তদবধি গঙ্গাতীরস্থ কৈবর্ত্তগণ জলাচরনীয় হইয়াছে; কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমপুর পরগণায় আজও কৈবর্ত্তগণের জল চলে নাই। এ অবস্থায় লক্ষ্মণসেন ঘটিত প্রবাদের মূলে যদি কিছু মাত্র সত্য থাকে, তাহা যে এই নদীয়া জেলার বিক্রমপুরেই হইয়াছিল, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।"

নগেন্দ্র বাবুর উল্লিখিত প্রবাদটি বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই প্রচারিত। তবে

(১) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ২২শ ভাগ, ১ম সংখ্যা ৭৬ পৃষ্ঠা।

দুই একস্থানে তাঁহার শ্রুত প্রবাদটির সহিত অন্য স্থানে প্রচলিত প্রবাদের অসামঞ্জস্য আছে। নগেন্দ্র বাবুর প্রামাণ্য গ্রন্থ বল্লাল চরিতেও ইহার উল্লেখ রহিয়াছে (১)। তাহা হইতে জানা যায় যে, লক্ষ্মণসেন বিক্রমপুর হইতে পলায়ন করিয়া নবদ্বীপে যান নাই; কোথায় গিয়াছিলেন তাহা লিখিত হয় নাই। বল্লালসেন কৈবর্ত্তদিগকে এক রাত্রির মধ্যে লক্ষ্মণসেনকে বিক্রমপুর রাজধানীতে আনিয়া দেয় নাই। দ্বিসপ্ততি ক্ষেপনি যুক্ত তরণির সাহায্যে ও লক্ষ্মণসেনকে বিক্রমপুরে আনয়ন করিতে দিবস দ্বয় (দ্বাভ্যামহোভ্যাং) অতিবাহিত হইয়াছিল। এ জন্য রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে ধনরত্ন বস্ত্র এবং হালিক্য উপজীবন দিয়াছিলেন।

---

(১) "শ্রুত্বা স্বস্য বধা দেশং তপস্বী লক্ষ্মণ সুতঃ।
ব্যাকুলো মন্ত্রয়ামাস কান্তয়া সহ নির্জ্জনে॥
রজন্যাং গাহমানায়ামামন্ত্র্য রহসি প্রিয়াম্।
গুপ্তাং তরণি মারুহ্য পলায়ত মহাভয়াৎ॥
প্রভাতায়াং বিভাবর্য্যাং জ্ঞাত্বা তস্য পলায়নম্।
দুর্গাবাড়ীং যযৌ রাজা চিন্তাজ্বর বিলোচনঃ॥
প্রবিশন্ মন্দিরং তত্র ভিত্তি কায়াং মহীপতিঃ।
স্ব স্নুষা লিখিতং শ্লোকং দৃষ্টে্যমমপঠৎ স্বয়ম্॥
পতত্যবিরতং বারি নৃত্যন্তি শিখিনো মুদা।
অদ্য কান্তঃ কৃতান্তো বা দুঃখ স্যান্তং করিষ্যতি॥
শ্লোক মেতং বাচয়িত্বা বল্লালো ধরণীপতিঃ।
পুত্রস্নেহ চলচ্চিত্তঃ কৈবর্ত্তানাজুহাবহ"॥
নাবিকা উচুঃ।
"ইত্যুক্তা চাভিবাদ্যাথ রাজানং নাবিকা মুদা।
আনেতুং লক্ষ্মণং জগ্মুঃ কৃত্বা কোলাহলং ভৃশম্॥
অরিত্রাণাংদ্বি সপ্তত্যা বাহয়ন্ত স্তরীং দ্রুতম্।
আনিন্যুল ক্ষ্মণং দ্বাভ্যামহোভ্যাং জালজীবিনঃ॥

দেবগ্রামের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন করিতে যাইয়া নগেন্দ্র বাবু লিখিতেছেন—* "খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে গুড়বমিশ্রের গরুড়স্তম্ভলিপিতে বর্ণিত হইয়াছে—

"দেবগ্রামভবা ধন্যা দেবীস্তু ভুলাবলয়ালোকসল্লিপিতরূপা।
দেবকীব তস্মাদ্‌গোপালপ্রিয়কারকমসূত পুরুষোত্তমম্‌" ॥

এই শিলালিপির প্রমাণেও আমরা বলিতে পারি যে, খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতেই দেবগ্রাম প্রসিদ্ধ ছিল। এই স্থানে গৌড়েশ্বর নারায়ণপালের প্রধান মন্ত্রী গুড়বমিশ্রের মাতুলালয় ছিল বলিয়া তাঁহার প্রশস্তিকার সগৌরবে এই দেবগ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন"।

নগেন্দ্র বাবুর উদ্ধৃত শ্লোক গরুড়স্তম্ভলিপিতে দৃষ্ট হয় না। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় গরুড়স্তম্ভলিপির একটি ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ পাঠ প্রকাশিত হইয়াছিল (১)। অবশেষে অধ্যাপক কিলহর্ণের অধ্যবসায়বলে একটি মূলানুগত পাঠ মুদ্রিত হইয়াছিল বটে (২), কিন্তু তাহাতেও সমুদয় সংশয়ের নিরসন হইয়াছিল না। পরে গৌড়লেখমালায় একটি বিশুদ্ধ পাঠ প্রকাশিত হইয়াছে (৩)। কিন্তু কি এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠ, কি অধ্যাপক কিলহর্ণের পাঠ, অথবা কি গৌড়লেখমালা-ধৃত পাঠ, কোথায়ও নগেন্দ্র বাবুর উদ্ধৃত

তত স্তেভ্যো মদৌ রাজা সন্তোষ বিমলাননঃ।
ধন রত্ন বস্ত্রভারান্‌ হালিক্যকোপজীবনম্‌" ॥

বল্লাল চরিত—সোসাইটির সংস্করণ, ৫ম অধ্যায়।

* বর্দ্ধমানের ইতিকথা—৫৫ পৃষ্ঠা।

(১) J. A. S. B. 1874. Pages 356-358

(২) Epigraphia Indica Vol. II. Pages 161-164.

(৩) গৌড়লেখমালা—৭১-৭৬ পৃষ্ঠা।

শ্লোকটির সন্ধান পাইলাম না। গরুড়স্তম্ভলিপির ১৭শ শ্লোকে লিখিত আছে ;—

"দেবগ্রাম-ভবা তস্য পত্নী বব্বাভিধাঽভবৎ।
অতুল্যাচলয়া লক্ষ্ম্যা সত্যা চাপ্য (নপত্য) য়া॥
সা দেবকীব তস্মাৎ যশোদয়া স্বীকৃতং পতিং লক্ষ্ম্যাঃ।
গোপাল-প্রিয়কারকমসূত পুরুষোত্তমং তনয়ং॥"

—গৌড়লেখমালা, ৭৪-৭৫ পৃঃ।

নগেন্দ্র বাবু কি উদ্দেশ্যে গরুড়স্তম্ভ লিপির শ্লোকটির এরূপ দুর্দ্দশা করিয়াছেন, তাহা বুদ্ধির অগম্য। যাহা হউক, ইহা হইতে জানা যায় যে, গুড়বমিশ্রের মাতুলালয় এক দেবগ্রামে ছিল। কিন্তু গরুড়স্তম্ভলিপি হইতেও নগেন্দ্র বাবুর দেবগ্রামের প্রাচীনত্ব প্রমাণ হয় না। বঙ্গদেশে দেবগ্রাম নামে বহু গ্রাম রহিয়াছে। সুতরাং দেবগ্রাম নামক কোনও গ্রামের সন্ধান পাইলেই যে তাহাকে গুড়বমিশ্রের মাতুলালয় বলিয়া পরিচিত করিতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। আলোচ্য দেবগ্রামেই যে গুড়বমিশ্রের মাতুলালয় ছিল, তাহার প্রমাণ কি ?

নগেন্দ্র বাবু রামচরিতের টীকায় রামপালের সামন্তচক্রমধ্যে দেবগ্রামাধিপতি বিক্রমরাজের (১) নাম উল্লিখিত রহিয়াছে দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, রামচরিতের দেবগ্রামই নদীয়া জেলায় অবস্থিত বিক্রমপুরের অনতিদূরবর্ত্তী দেবগ্রাম। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতানুসরণ করিয়া তিনি বালবলভীকে বাগড়ি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (২)। কিন্তু এই উক্তির সমর্থক কোন প্রমাণ অদ্যাবধি

(১) "দেবগ্রামপ্রতিবদ্ধবসুধাচক্রবালবালবলভীতরঙ্গবহলগলহস্তপ্রশস্তবিক্রমো বিক্রমরাজঃ"।—রামচরিত, ২য় পরিচ্ছেদ, ৫ম শ্লোক, টীকা।

(২) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. III. p. 14. বর্দ্ধমানের ইতিকথা—৫৫ পৃষ্ঠা। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্য কাণ্ড)—১৯৮ পৃষ্ঠা।

আবিষ্কৃত হয় নাই। "রামচরিতে" বালবলভীর বিবরণ দেখিয়া বোধ হয় যে, উক্ত দেশ নদীবহুল ছিল। হরিবর্ম্মদেবের মন্ত্রী ভট্ট ভবদেবের উড়িষ্যার ভূবনেশ্বরে আবিষ্কৃত প্রশস্তিতে বালবলভীর উল্লেখ সর্ব্বপ্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। ভুবনেশ্বর-প্রশস্তি এবং রামচরিত ব্যতীত ভবদেব ভট্ট-বিরচিত "প্রায়শ্চিত্ত-নিরূপণ" ও "তন্ত্রবার্ত্তিকটীকা" নামক গ্রন্থদ্বয়ে তাঁহার বালবলভীভুজঙ্গ উপাধিতে বালবলভীর নাম দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বালবলভী যে নদীয়া জেলায় অবস্থিত ছিল, এ কথা নিশ্চয়রূপে বলা যাইতে পারে না (১)। যাহা হউক, বালবলভীকে বাগড়ি এবং দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধ-বালবলভী-পতি বিক্রমরাজকে দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও সিদ্ধান্ত-বারিধি মহাশয়ের যুক্তিই তাঁহার সিদ্ধান্তের অন্তরায় হইয়া উঠে। কারণ, দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধ-বালবলভীপতি বিক্রমরাজ রামপালের সামন্তচক্রমধ্যে অন্যতম ছিলেন। রামপাল ১০৫৫—১০৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া জানা গিয়াছে (২)। সুতরাং ১০৫৫—১০৯৭ খৃষ্টাব্দ মধ্যেই যে দেবগ্রাম-বিক্রমপুরে রামপালের সামন্ত বিক্রমরাজের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু ১০৫৫—১০৯৭ খৃষ্টাব্দ মধ্যে যে বিক্রমপুরে রামপালের সামন্ত বিক্রমরাজের অভ্যুদয় হইয়াছিল, সেই বিক্রমপুরে বিজয়সেন, ভোজবর্ম্মা, সামলবর্ম্মা, জাতবর্ম্মা, হরিবর্ম্মা ও শ্রীচন্দ্র প্রভৃতি নরপতির স্থান হইতে পারে না।

দেবগ্রাম বিক্রমপুরের অবস্থান লইয়া নগেন্দ্র বাবু একটু গোলে পড়িয়াছেন; সেই জন্যই তিনি এই স্থানগুলিকে একবার রাঢ়ে, একবার বাগড়ীতে, এবং আবার বঙ্গে প্রতিষ্ঠাপিত করিতে সমুৎসুক। ভাগীরথীর প্রাচীন খাড়ির চিহ্ন দেবগ্রাম বিক্রমপুরের সমীপবর্ত্তী স্থান হইতে এখনও বিলুপ্ত

(১) বাঙ্গালার ইতিহাস—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত, ২৩০ পৃষ্ঠা।
(২) Archaeological Survey Report 1911-12. Page. 162.

হয় নাই এবং এই স্থানগুলি যে ঐ খাড়ির পশ্চিমদিকে অবস্থিত তদ্বিষয়েও কোনই সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে নগেন্দ্র বাবুর আবিষ্কৃত দেবগ্রাম-বিক্রমপুর ভাগীরথীর প্রাচীন প্রবাহের পশ্চিমতীরবর্ত্তী বলিয়া বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্গত, এবং উহা বাগড়ী বা রাঢ়প্রদেশ-সংস্থ। এমতাবস্থায় দেবগ্রাম বিক্রমপুর কথনই পুণ্ড বর্দ্ধন ভুক্তির অন্তঃপাতি বঙ্গের অন্তর্ভূক্ত হইতে পারে না।

বিশ্বরূপসেনের মদনপাড়ে তাম্রশাসনোক্ত "পৌণ্ড্র বর্দ্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতি বঙ্গে বিক্রমপুরভাগে" এবং কেশবসেনের ইদিলপুর তাম্রশাসনোল্লিখিত "পুণ্ড্র বর্দ্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতি বঙ্গে বিক্রমপুরভাগ প্রদেশে" প্রভৃতি উক্তিতে বিক্রমপুরের অবস্থান স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, বিশ্বরূপ ও কেশবসেনের তাম্রশাসনোক্ত বিক্রমপুর, বিজয়সেন, বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের শ্রীবিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবার, ভোজবর্ম্মা, শ্রীচন্দ্র ও হরিবর্ম্মার শ্রীবিক্রমপুর যে অভিন্ন, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। তাম্রশাসনাদিতে এরূপ কোনই কথা পাওয়া যায় না, যাহাতে উপরোক্ত বিভিন্ন রাজবংশের শ্রীবিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবারকে পৃথক্ বলিয়া মনে করিতে হইবে।

ভবদেবভট্টের কুলপ্রশস্তিতে গৌড় ও বঙ্গ স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রথম ভবদেব গৌড়াধিপতির নিকট হইতে হস্তিনীভট্ট গ্রাম লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ভবদেব ভট্ট (বলবলভীভুজঙ্গ) বঙ্গরাজ হরিবর্ম্মার সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। এই ভবদেবের পিতামহ আদিদেবও বঙ্গরাজের রাজলক্ষ্মীর বিশ্রামসচিব মহাপাত্র ও অব্যর্থ সন্ধিবিগ্রহী ছিলেন। বঙ্গরাজ হরিবর্ম্মদেবও শ্রীবিক্রমপুর-সমাবাসিতজয়স্কন্ধাবার হইতেই তাম্রশাসন প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীবিক্রমপুরকে বঙ্গ ব্যতীত রাঢ় বা বাগড়ীতে স্থাপন করা যায় না।

রামপালে প্রাপ্ত শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসনে ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্র পরে বঙ্গরাজ হইয়াছিলেন বলিয়াই রাজকবি তাঁহার পিতাকে "হরিকেল-রাজ-

ককুদ-চ্ছত্র-স্মিতানাং শ্রিয়াং আধারঃ” রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এই শ্রীচন্দ্রও শ্রীবিক্রমপুর-সমাবাসিত-জয়স্কন্ধাবার হইতেই ভূমি দান করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীচন্দ্রের বিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবার যে হরিকেল-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। শ্রীচন্দ্র রামপালের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা। তিনি রামপালের প্রপিতামহ প্রথম মহীপালদেবের সমসাময়িক। সুতরাং তাঁহার তাম্রশাসনে যে বিক্রমপুরের উল্লেখ রহিয়াছে, সেই বিক্রমপুর কখনও রামপালের সমসাময়িক বিক্রমরাজের স্থাপিত বিক্রমপুর হইতে পারে না। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীচন্দ্রের বিক্রমপুর হরিকেল-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এক্ষণে কথা হইতেছে, এই হরিকেল-রাজ্য কোথায়? খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্র সূরিকৃত “অভিধান-চিন্তামণি”তে হরিকেল বঙ্গের (পূর্ব্ববঙ্গের) প্রাচীন নাম বলিয়া উক্ত হইয়াছে (১)। রাজশেখরের কর্পূর মঞ্জরী গ্রন্থে কামরূপ ও রাঢ়ের সহিত হরিকেল রাজ্যের নাম উল্লিখিত হইয়াছে (২)। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিং হরিকেল রাজ্যে এক বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্দ্দেশমতে হরিকেল পূর্ব্বভারতের পূর্ব্বসীমায় অবস্থিত (৩)। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ যে হরিকেলীয়ের অন্তর্গত ছিল, এ কথা কিছুতেই বলা যায় না। নগেন্দ্র-বাবু লিখিয়াছেন, “ই-চিং খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর শেষভাগে চন্দ্রদ্বীপের রাজসভায় একবর্ষ কাল অবস্থান করেন।

---

(১) “বঙ্গাস্তু হরিকেলিয়া”—ইতি হেমচন্দ্রঃ।

(২) “বৈতালিকঃ। * * * লীলাণিজ্জিঅ রাঢ়দেস! বিক্কমকংত কামরূঅ! হরিকেলী কেলি আরঅ!”
কর্পূরমঞ্জরী--জীবানন্দবিদ্যাসাগরের সংস্করণ, ১৫ পৃঃ।

(৩) J Takakusu's I-Tsing P. XLVI

তাঁহার বর্ণনায় পাইতেছি যে, হরিকেল চন্দ্রদ্বীপের পশ্চিমে অবস্থিত"। কিন্তু আমরা ইৎসিংএর বিবরণী অনুসন্ধান করিয়া এরূপ কোনও উক্তিই দেখিতে পাইলাম না।

সন্ধ্যাকর নন্দী-বিরচিত রামচরিত গ্রন্থে লিখিত আছে,—"পূর্ব্বদিকের অধিপতি বর্ম্মরাজা নিজের পরিত্রাণের জন্য উৎকৃষ্ট হস্তী ও স্বীয় রথ প্রদান করিয়া রামপালের আরাধনা করিয়াছিলেন"। বেলাব তাম্রশাসনের প্রতিপাদয়িতা ভোজবর্ম্মাকেই এই প্রাগ্দেশীয় বর্ম্মরাজা বলিয়া ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করিয়াছেন। এই ভোজবর্ম্মাও শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিত-জয়স্কন্ধাবার হইতেই ভূমি দান করিয়াছেন। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, সন্ধ্যাকর নন্দীর বাসভূমি অথবা রামপাল বা মদনপালদেবের রাজধানী রামাবতী নগরী হইতে ভোজবর্ম্মার রাজ্য বা রাজধানী পূর্ব্বদিকে অবস্থিত ছিল বলিয়াই রাজকবি ভোজবর্ম্মাকে প্রাগ্দেশীয় বর্ম্মরাজা বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। সন্ধ্যাকর নন্দী আত্মপরিচয় প্রদানকালে বলিয়াছেন যে, তাঁহার কুলস্থান পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরের সহিত প্রতিবদ্ধ ছিল; তাহা পুণ্যভূ ও বৃহদ্বটু বলিয়া পরিচিত ছিল এবং সমগ্র বসুধামণ্ডলের শীর্ষস্থানে অবস্থিত বরেন্দ্রীমণ্ডলের তাহাই চূড়ামণি ছিল (১)। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজন্যকাণ্ডে, করতোয়া-মাহাত্ম্যের প্রমাণ উল্লেখ করিয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুর ও বগুড়া জেলান্তর্গত মহাস্থানগড় অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (২)। দেবগ্রাম-বিক্রমপুর এই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরের দক্ষিণ দিকে এবং ঢাকা-বিক্রমপুর ইহার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। রামপালের সমসাময়িক যে সমুদয় নরপতি কামরূপের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন

---

(১) "বসুধাশিরোবরেন্দ্রীমণ্ডলচূড়ামণিঃ কুলস্থানং।
শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরপ্রতিবদ্ধঃ পুণ্যভূঃ বৃহদ্বটুঃ॥"—রামচরিত,
কবি প্রশস্তি, ১।

(২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড), ২০৫ পৃঃ।

তাহারা কেহই বর্ম্মবংশীয় বলিয়া পরিচিত নহেন। সুতরাং ঢাকা-বিক্রমপুরকেই প্রাগেদশীয় ভূপতি ভোজবর্ম্মার জয়স্কন্ধাবার বলিয়া নির্দ্দেশিত করিতে হয়। রামপাল এবং তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র মদনপালের রাজ্যকালে রামাবতী যে গৌড়-রাজ্যের রাজধানী ছিল, তাহা রামচরিত এবং মদনপালের তাম্রশাসন হইতে জানা যায়। রামাবতীর অবস্থান লইয়া মতভেদ রহিয়াছে, সন্দেহ নাই। নগেন্দ্রবাবু বগুড়াজেলার মহাস্থানগড়ের নিকট রামপুরা নামক স্থানে রামাবতীর অবস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন (১)। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে রামাবতী সরকার জন্নতাবাদ বা গৌড়ের সীমামধ্যে অবস্থিত (২)। রামাবতীর অবস্থান গৌড়মণ্ডলেই হউক বা বগুড়া জেলায়ই হউক, দেবগ্রাম-বিক্রমপুর এই উভয় স্থানেরই দক্ষিণদিকে এবং ঢাকা-বিক্রমপুর পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। সুতরাং শ্রীবিক্রমপুরজয়স্কন্ধাবার যে ঢাকা-বিক্রমপুরেই প্রতিষ্ঠাপিত ছিল, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড), ২০৯ পৃঃ।
(২) বাঙ্গালার ইতিহাস—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, ২৭২ পৃঃ।

বর্ণানুক্রমিক নাম সূচী।

—)(:•:)(—

অ

ই

ঈ

উ

এ

ও

ক

ঘ

চ

ছ

জ

ট

ড

ঢ

ত

দ

ধ

ন

ফ

ব

ভ

ম

য

র

ল

শ

স

হ